কোরআনুল কারীমের
তারজুমানী



আবু তাহের মিছবাহ

কোরআনুল কারীমের তারজুমানী

আবু তাহের মিছবাহ

প্রকাশনা

দারুলকলম
আশরাফাবাদ, (কামরাঙ্গীরচর,) ঢাকা, ১২১১
ফোন – (০২) ৯৫১৪৫৬৬, জাওয়াল, ০১৬৭৫- ৪৭৭৯৪৪

কোরআনুল কারীমের তারজুমানী

আবু তাহের মিছবাহ

দারুলকলম প্রকাশনা

প্রথম প্রকাশ
রজব ১৪৪৬ হিজরী/ জানুয়ারি ২০২৫

প্রচ্ছদ
মুহম্মদ বিন মিছবাহ

অক্ষরবিন্যাস ও অঙ্গসজ্জা
দারুলকলম কম্পিউটার

হাদিয়া : ১০০০/=

بسم الله الرحمن الرحيم

আহলান ওয়া সাহলান!

اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعلَمِين، وَالصَّلوةُ وَالسَّلامُ عَلى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ، وَعَلى آلِهِ وَأصْحابِه أجْمَعين، وَعَلى كُلِّ مَنْ تَبِعَهُمْ بِإحْسانٍ إلى يَوْمِ الدِّينِ

সমস্ত হামদ ও প্রশংসা, সর্বাংশে একমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের জন্য উৎসর্গিত। ছালাত ও সালাম এবং শান্তি ও কল্যাণ তাঁর মহান রাসূলের প্রতি, তাঁর সমস্ত আল-আছহাবের প্রতি নিবেদিত। কেয়ামত পর্যন্ত যারা তাঁদের আন্তরিক অনুগামী, তাঁরা সবাই যেন এর সঙ্গে হোন যুক্ত, আমীন।

***

প্রিয় পাঠক! আমার অন্তরে ও অন্তর্জগতে এখন আশ্চর্য এক তরঙ্গদোলা, যার সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ঊর্ধ্বলোকের সঙ্গে; যেখানে সবকিছু আলোকিত, সবকিছু জ্যোতির্ময়। চোখের সামনে আমরা যা দেখি; ঝর্ণার প্রবাহ, নদীর ঢেউ, সাগরের তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস, এগুলোর সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। বলতে পার, এটি আসলে আলোর তরঙ্গ, জ্যোতির প্রবাহ এবং নূরের 'লহর'[১]। সবার অন্তরেই এর উদ্ভাস ঘটে, তবে সবসময় ঘটে না; আর যখন ঘটে, অনুভবের মাত্রায় কমবেশী হয়।

তো প্রিয় পাঠক, এস এখন আমরা চোখের দেখা এই জগত থেকে কিছু সময়ের জন্য হলেও দূর অতীতের সুন্দর সময়ের কাছে যাই! কারণ বর্তমান আমাদের শুধু কঠিন দায়দায়িত্বের দিকে ডাকে! আর ভবিষ্যত ডাকে অনিশ্চয়তার দিকে! অতীত, শুধু অতীত আমাদের নিয়ে যায় শান্তি ও প্রশান্তির দিকে! আমরা তো সেই উম্মাহ্র সন্তান যাদের অতীত বড় গর্বের, গৌরবের! তাছাড়া পৃথিবীর বুকে এত ধর্মের মাঝে একমাত্র ইসলামই তার অনুসারীদের বলে অতীতমুখী হওয়ার কথা,

---

[১] উর্দূতে ঢেউ ও তরঙ্গের প্রতিশব্দ হচ্ছে 'লহর'। মউজ শব্দটি, উর্দূতে আছে ঢেউ অর্থে এবং আমোদ-ফুর্তি অর্থে। এদিক থেকে 'নূরের মউজ' বলা যায়, তবে বাংলায় ঢেউ অর্থে এর ব্যবহার তেমন নেই, বাংলায় আমোদ-ফুর্তি অর্থেই এর ব্যবহার। তাই 'লহর' অগ্রাধিকার পেয়েছে, যদিও 'মউজ' এসেছে সরাসরি আরবী থেকে।

অতীতের দিকে ফিরে যাওয়ার কথা এবং অতীত থেকে শিক্ষা নেয়ার কথা।
প্রশ্ন হল, কীভাবে সম্ভব, সময়ের ভাটির টান উপেক্ষা করে সময়ের উজানের দিকে যাত্রা করা! সময়ের গতি তো শুধু সামনের দিকে! সময় তো আমাদের নিয়ে চলেছে ভবিষ্যতের অনিবার্য পরিণতির দিকে। সময়ের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার কোন উপায় কি আছে?
কঠিন প্রশ্ন, তবে উত্তর খুব সহজ, অন্তর্দৃষ্টি যাদের আছে তাদের জন্য! সময়ের বন্ধন এড়িয়ে অতীতের দিকে এবং দূর অতীতের দিকে ফিরে যাওয়ার 'সহজ' যে উপায়, তার নাম 'কল্পনা'![২]
প্রিয় পাঠক! জীবনের এই 'দীর্ঘ ও সংক্ষিপ্ত' পরিসরে, অনেকবারের মত আজ আবার আরো নিবিড় -ভাবে, আরো অন্তরঙ্গরূপে বিশ্বাস হল, কল্পনাশক্তি আল্লাহ্‌র কত বড় দান এবং কল্পনা মানবের কত উপকারী বন্ধু! কল্পনার গতি ও শক্তি আসলেই অতুলনীয়। কল্পনা তোমাকে মুহূর্তে নিয়ে যেতে পারে বহুদূরের অতীতে! অতীত তখন নিজেকে তোমার সামনে শুধু প্রকাশ করে না, বরং জীবন্তরূপে উদ্ভাসিত করে। যত শতাব্দী পিছনের দিকে পাড়ি দিতে চাও, দিতে পার মুহূর্তের মধ্যে! তাতে অতীতের মানুষ না হয়েও তুমি হতে পার অতীতের বাসিন্দা! আর তুমি হতে পার অতীত ও বর্তমানের মাঝে জ্যোতির্ময় সেতুবন্ধন, নিজের জন্য এবং অনেকের জন্য।[৩]

---

[২] এটা আমার নিজের কোন বিদ'আত নয়। যদি সুন্নাহ ও সীরাতের দিকে তাকাই তাহলে বলব, এ শুভচিন্তার শুরু হয়েছে–

كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلى وَجْهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

(আমি যেন দেখতে পাচ্ছি আল্লাহ্‌র রাসূলের নূরানী চেহারা, যখন তিনি বলছিলেন...)

ছাহাবা কেরামের এ মহান উক্তির মাধ্যমে। যখন তাঁরা তাবি'ঈনকে হাদীছ বয়ান করতেন তখন এভাবেই অতীতের জ্যোতির্ময় দৃশ্য তাঁদের সামনে তুলে ধরতেন, আর তাবি'ঈন ঐ-নূরানী অতীতের মানুষ না হয়েও তার নূরানিয়াত অনুভব করতেন!
অতীতের দিকে ফিরে যাওয়ার এ স্বভাব-আকুতিই যুগ যুগ ধরে অব্যাহত রয়েছে মানবচিন্তায়। এমনকি বিজ্ঞান এখন নিমগ্ন অতীতের মানুষের কণ্ঠস্বর উদ্ধারের 'অসম্ভব' সাধনায়!
আমাদের প্রাণপ্রিয় আলী মিয়াঁর অতীতমুখী চিন্তা তো ছিল অন্যরকম এবং রীতিমত 'সময়-বিজ্ঞান'কে কেন্দ্র করে! তিনি চিন্তা করেছেন, সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে লাগে প্রায় আট মিনিট। সুতরাং এখন পৃথিবীতে যা ঘটছে, যদি সূর্যের দূরত্বে কেউ থাকে তাহলে ঘটনাটি সে দেখবে এখন থেকে আটমিনিট পরে। তাহলে একহাযার আলোকবর্ষ দূরত্বের কোন তারকায় যদি কেউ বাস করে, বিজ্ঞানের সূত্রমতেই পৃথিবীর বর্তমানের ঘটনাগুলো সে দেখতে পাবে এখন থেকে একহাযার বছর পর।
এরপর আলী মিয়াঁ কল্পনা বা স্বপ্নের মাধ্যমে পরিভ্রমণ করলেন এমন দূরের তারকার জগতে যেখান থেকে দেখা যায় 'নূরের নবীর নূরের মদীনার নূরের দৃশ্য'!
ঐ দূরের তারকালোক থেকে তিনি নবীর যুগের মদীনার যা যা দৃশ্য দেখেছেন তারই বিবরণ লিখেছেন مِنَ النُّجُومِ إِلى الأَرضِ (তারকালোক থেকে পৃথিবীতে) শিরোনামে।

[৩] তোমার কল্পনা তো তোমাকে এমনকি নিয়ে যেতে পারে সেই প্রথম দিনটির কাছে, যখন আব্বা আদম মাত্র জান্নাত থেকে পৃথিবীতে নেমে এসেছেন! চোখ বুজে কল্পনা কর, তখন সবকিছু তোমার সামনে উদ্ভাসিত হবে, হতে পারে!
* আয় রাব্ব, আমি আমার পরিবার পরিজনের একাংশকে বসত করিয়েছি তরুলতাহীন উপত্যকায়, আপনার মহিমান্বিত ঘরের সন্নিকটে....

এই দেখ, কল্পনার শক্তিতে ভর করে এখন আমি যাত্রা করছি অতীতের দিকে, বহুদূর অতীতের দিকে! একটি দু'টি করে এই দেখ, কত দ্রুত পাড়ি দিলাম তিন হাযার বছরেরও বেশী অতীতের পথ!

এই যে, মক্কা ও বাক্কার জলহীন, তরুলতাহীন ধূসর পর্বত-উপত্যকা! কিছু নেই, তবু যেন কত পূর্ণ ও পরিপূর্ণ! সমকালের সারা বিশ্বের জীবন ও সভ্যতা থেকে বিচ্ছিন্ন, কিন্তু উপরের আলোর জগতের সঙ্গে যেন রয়েছে নিবিড় কোন বন্ধন এবং সেতুবন্ধন! তাই যার্‌রা যার্‌রা এখানে এত আলোকিত, এমন জ্যোতির্ময়!

এই দেখ, এক মহামানবের নূরানি ছায়া! জ্যোতির্ময় উদ্ভাস! ঐ-দেখ এবং শোন তাঁর দু'হাত তোলা মুনাজাত!–

رَبَّنا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ....*

পুরো দৃশ্যটি কল্পনার চোখে দেখ, কী অপূর্ব! হৃদয় যেন বিগলিত হয়ে আসে, মোমের মত! হয়ত নবীর যুগের আলোকিত মানুষেরাও এভাবে কল্পনা করেছেন ইবরাহীমী যামানার নূরানি দৃশ্য!

তারপর দেখ, একজন মহীয়সী ও মমতাময়ী মা, আর তাঁর কোলের সন্তান! চারপাশে, দূরে কাছে কোথাও কিছু নেই! না প্রাণ, না প্রাণী! অথচ কী গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে, কী প্রত্যয়দৃপ্ত কণ্ঠে বলছেন, 'এ যদি হয় আল্লাহ্‌র আদেশ তাহলে অবশ্যই তিনি আমাদের রক্ষা করবেন!'

ঐ দেখ, মমতার কেমন ব্যকুলতা! কেমন বে-কারারি ও অস্থিরতা! দেখ, কেমন ছুটে চলেছেন ছাফা হতে মারওয়ায়, মারওয়া হতে ছাফার চূড়ায়!

দেখ, দেখ, ঐ যে, যামযামের আবে হায়াতের ঝর্ণাধারা, যার উৎস কোথায়, জানেন শুধু আল্লাহ্‌! আমরা শুধু জানি–

مَاءُ زَمْزَمَ لما شُرِبَ له

যে যখন যে নিয়তে যামযাম পান করবে, তার সে নিয়ত আল্লাহ্‌ পূর্ণ করবেন।

কল্পনার সাহায্যে এস অতীত থেকে একটু সামনে এগিয়ে আসি! দেখ, ঐ-যে যমযম-শিশু এখন সুদর্শন যুবক! বাবার সঙ্গে, সেই আলোকিত মানুষটির সঙ্গে তৈরী করছেন আল্লাহ্‌র ঘর বাইতুল্লাহ্‌! শোন তাঁদের জ্যোতির্ময় কণ্ঠের কী পরম তাৎপর্যপূর্ণ দু'আ! এমন দু'আ কে কবে কোথায় করেছে তাদের দূর ভবিষ্যতের প্রজন্মের জন্য!

দেখ, মক্কার উপত্যকা এখন আর বিজনভূমি নয়! এখন এখানে শুরু হয়েছে প্রাণের নব উন্মেষ! জীবনের সুন্দর বিস্তার! ভবিষ্যতের পথে সভ্যতার যাত্রা ও অভিযাত্রা!

এবার চল, অতীত থেকে আরো বেশকিছু সামনে আসি! দেখ, আল্লাহ্‌র ঘর থেকে হাতের ডানদিকে একটু দূরে ঐ যে আলোকিত ঘর! এখন যা শুধু আলোকিত নয়, এক মহান শিশুর পবিত্র আগমন দ্বারা জ্যোতির্ময়! মাটি হয়েও তিনি নূর! তাঁর সর্বসত্তায় নূরানিয়াতের প্রবাহ! মৃত্তিকা হয়েও তিনি জ্যোতির্ময়! তাঁর সবকিছুতে জ্যোতির আভা ও প্রভা! কেউ জানে না, তবু যেন আঁচ করতে পারে, মানবজাতির জন্য তিনি (হবেন) উর্ধ্বজগতের সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার–

رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِينَ

তাই তো উর্ধ্বজগতেরই নির্দেশনায় পুণ্যমতী মা পুত্রের নাম রাখলেন আহমদ! আর দাদা বললেন, এ আমার মুহম্মদ! দু'টি নামই আরবে নামের জগতে শুধু অতুলনীয়ই নয়, বরং অনন্য!
আচ্ছা, কল্পনাকে বাহন করে শেষবারের মত চল, অতীত থেকে চল্লিশ বছর সামনে এগিয়ে আসি! দেখ, অতীতের সেই 'আলোর কণা' শিশুটি আজ পূর্ণ আলোকিত পুরুষ! জ্যোতির্ময় এক মহা-মানব! ইবরাহীম খলীলের আকুতি ও মিনতির বাস্তব প্রকাশ!
মক্কার পথ পার হয়ে তিনি একা চলেছেন দূরের এক পর্বতের দিকে। চারপাশের সমস্ত পর্বত থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এই পর্বত! কালো পাথরের হয়েও যেন নূরের পর্বত! একসময় যার নাম হবে জাবালে নূর! সেই জাবালে নূরের চূড়ায় অবস্থিত গারে হেরা! গারে নূর! গারে তাজাল্লি এবং গারে...!
ওখানে গভীর, গম্ভীর, অন্তর্ভেদী নীরবতা ও নির্জনতার মাঝে আমাদের আলোকিত ও জ্যোতির্ময় মানব, সারা মক্কায় এখন যার পরিচয় মুহম্মদ আলআমীন! মুহম্মদ আল-ছাদিক! চিরবিশ্বস্ত, চির-সত্যবাদী!
জাবালে নূরে, হেরার নির্জনতায় তিনি ধ্যানমগ্ন! তাঁর সর্বসত্তার একমাত্র আকুতি, উর্ধ্বজগতের জ্যোতির্ময়তার মাঝে পরম সত্তার সন্ধান লাভ করা! যেন তিনি জানতে চান, কী উদ্দেশ্যে আমার স্রষ্টা আমাকে পাঠিয়েছেন! আমার প্রতি তাঁর বাণী ও বার্তা কী! মানবজাতির নাজাত ও মুক্তির উপায় কী!
সেখান থেকে দেখা যায় ঐ যে দূরে আল্লাহ্‌র ঘর –বাইতুল্লাহ্‌! তিনি দেখতে পান আল্লাহ্‌র ঘর, এমনকি দেখতে পান উর্ধ্বজগতের সঙ্গে ঐ-পবিত্র ঘরের আলোকিত বন্ধন! কেউ দেখতে পায় না, ঘরের ছায়ায় বসেও না, কিন্তু তিনি দেখতে পান দূরের জাবালে নূরের নির্জনতায় আত্মনিমগ্নতার জ্যোতির্ময়তার মধ্যে!
তারপর সেই পরম সৌভাগ্যের মুহূর্ত! নিম্নজগতের সঙ্গে উর্ধ্বজগতের আলোর সেতুবন্ধন রচনার সেই পরম লগ্ন![৪]

اِقْرَأْ পড়ুন হে মুহম্মদ!

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقْ! خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقْ!
اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمْ؛ الَّذِى عَلَّمَ بِالْقَلَمْ! عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ!

---

[৪] প্রিয় পাঠক, লেখার বিষয়বস্তু যাই হোক, সম্পাদনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক এমন নিবিড় অটুট যে...! এখানে দেখ, বাক্যটি প্রথমে ছিল এমন– 'তারপর এল সেই পরম সৌভাগ্যের মুহূর্ত... তাতে কী হল, 'উর্ধ্বজগতের' এ অংশটি নীচে থাকল, ফলে ফাঁকগুলো বেশ দৃষ্টিকটু হল। চিন্তায় পড়ে গেলাম, বড় বড় ফাঁক কীভাবে দূর করা যায়! 'উর্ধ্ব'-এ পরে হাইফেন দিয়ে দেখলাম, এ অংশটা উপরে চলে আসাতে ফাঁকগুলো আর দৃষ্টিকটু মনে হচ্ছে না, তবে মনে হল 'উর্ধ্বজগতের' এ অংশটি খণ্ডিত হলে সঠিক আবেদনটি রক্ষিত হয় না। কী করা যায়, হঠাৎ মনে হল, আচ্ছা, 'এল' এই ক্রিয়াশব্দটি এখানে সুন্দর হচ্ছে না তো! 'এল' বাদ দিলাম, অর্থের সৌন্দর্যও বাড়ল, আবার অঙ্গসজ্জাও সুন্দর হল! তো এর নাম হল অঙ্গসজ্জার প্রয়োজনে সম্পাদনা!
পুরো বিষয়টি ছোট মেয়ের সামনে ঘটল, মেয়ে আফসোস করে বলল, 'পাঠক তো কিছু বোঝবে না, এখানে কী ছিল, কী হল!' তাই ভাবলাম, আচ্ছা, তোমাদেরও শরীক করি এখানে অঙ্গসজ্জাভিত্তিক সম্পাদনার কাজে। খুশী হয়েছ! (ভেবেছিলাম, সেটাই চূড়ান্ত সম্পাদনা। কিন্তু এরপরও হয়েছে নতুন সম্পাদনা, নতুন অঙ্গসজ্জা!)

বলতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু সাহস সঙ্গ দেয় না! ইচ্ছে হয় বলি, কল্পনায় ঐ-যেন দেখা যায় উর্ধ্বজগতের সেই জ্যোতির প্রভা! যেন শোনা যায় ঐশী গম্ভীরতায় পূর্ণ সেই কণ্ঠস্বর–

اَلَّذِى عَلَّمَ بِالْقَلَمْ!

তারপর দীর্ঘ তেইশ বছরে একটু একটু করে নাযিল হল পূর্ণ আল-কোরআন, যাতে নেই কোন সংশয়!.....

***

প্রিয় পাঠক! ঐ শোন, কঠিন বর্তমান তোমাকে ডাকছে! জ্যোতির্ময় অতীত থেকে চল ফিরে যাই কঠিন বর্তমানের কাছে! কিন্তু আশ্চর্য! এখন তো দেখি, এত কঠিন নয় বাস্তবের বর্তমান, যেমন ছিল আমাদের কল্পনার অতীত-বিচরণের আগে! এর কারণ হয়ত আমাদের ভিতরেই নিহিত! হয়ত কারণ এই যে, এখন অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে আমরা অনুভব করতে পারছি, আমাদের সামনে রয়েছে এই যে পূর্ণ আলকোরআন! মাটির মানুষ হয়েও পবিত্র অবস্থায় স্পর্শ করতে পারি যে জ্যোতির্ময় আল-কোরআন! তখন তো এ অনুভব এত জীবন্ত, এত প্রাণবন্ত ও জ্যোতির্ময় ছিল না! প্রিয় পাঠক! তোমাকে ধন্যবাদ, কল্পনার জগতে অতীতের বিচরণে আমাকে সঙ্গ দিয়েছ বলে! কিন্তু যে উদ্দেশ্যে তোমার সঙ্গে অতীতের জগতে এ পবিত্র বিচরণ, তা তো এখনো বলা হয়নি তোমাকে! এবার বলছি শোন!

যখন থেকে আমার মানবসত্তা অনুভবের আলোতে উজ্জ্বল তখন থেকে অন্তর্জগতে সবসময় যেন শুনতে পাই আকাশ থেকে অবতীর্ণ সেই বাণীর অনুরণন!

اِقْرَأْ পড় হে মানুষ, তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন .....

اَلَّذِى عَلَّمَ بِالْقَلَمْ! যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলম দ্বারা![৫]

তখন থেকে আল্লাহ্‌র কালাম শুধু পড়ি, আত্মার বিপুল প্রশান্তির সঙ্গে, আর ভাবি; কত ভালো হত, এমন যদি হত! এ কলম তো আল্লাহ্‌রই দান! কলম দ্বারাই তো তিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানত না! আমাকে, যা আমি জানতাম না! কত ভলো হয়, এ কলম যদি কালামের সেবায় নিয়োজিত হয়! কত ভালো হয়, দয়া করে আল্লাহ্ যদি তাওফীক দান করেন তাঁর কালামের 'কলমি খেদমতের'!

তারপর একে একে পার হল দিন, মাস, বছর এবং কয়েক বছর! একসময় আল্লাহ্ পরম সৌভাগ্য দান করলেন তাঁর ঘরের যিয়ারাতের এবং যামযামের আবেহায়াত পান করার! তখন এই পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে পান করলাম– مَاءُ زَمْزَمَ لما شُرِبَ له

পান করলাম, আর দু'আ করলাম যামযামের পারে দাঁড়িয়ে, 'আয় রব্! আমার কলমকে তুমি কবূল কর তোমার পাক কালামের খেদমতের জন্য! তোমার কালামের স্বর্গীয় ভাব-মর্ম প্রথমে আমি নিজে অনুভব করতে চাই; তারপর কলমের সাহায্যে তুলে ধরতে চাই আমার দেশের মানুষের কাছে!

---

[৫] এমন উর্ধ্বজাগতিক জ্যোতির্ময় অনুভবের সঙ্গে কেউ যদি কলম ধরতে পারে এবং কলমের কালি ঝরাতে পারে, কেউ যদি কলমের লেখা পড়তে পারে এবং অশ্রু ঝরাতে পারে, তাহলে বলা যায়, তোমার 'মৃত্তিকা' হে প্রিয় বন্ধু 'মাটি' নয়, আলো! কিন্তু কোথায় সেই কলম এবং কলমের কালি! কোথায় সেই চোখ এবং চোখের পানি!

এভাবে যৌবনের মধ্য-অঙ্গনে আমি অধম বান্দা স্বপ্ন দেখলাম এবং প্রার্থনা জানালাম ডান হাতের এই সামান্য কলম দ্বারা মহান আল্লাহ্‌র মহান কালামের তরজুমানির সৌভাগ্য অর্জন করার। আল্লাহ্‌র কাছে তো অসম্ভব কিছু নয়! আল্লাহ্‌র দান তো বান্দার না সামান্যতার পরোয়া করে, না তার তুচ্ছতার! আল্লাহ্‌র দান তো নেমে আসে তাঁর নিজের দয়া ও করুণাকে অবলম্বন করে!

***

আজ থেকে প্রায় বিশবছর আগে! আমার দেশের মানুষের জন্য আমার দেশের ভাষায় কোরআনের অর্থানুবাদ লেখার নিয়তে বিভিন্নভাবে প্রস্তুতি নিতে শুরু করলাম। প্রথমে গভীর মনোযোগের সঙ্গে 'তরজমা-শায়খুল হিন্দ' রহ.-এর ভূমিকা পড়লাম, একবার দু'বার, এবং কয়েকবার। তারপর পড়লাম উর্দূভাষায় তাঁর সেই মহান 'তরজমা', যা মাল্টার কঠিন বন্দীজীবনের পবিত্র স্মৃতিরূপে আমাদের সামনে বিদ্যমান! যতই পড়ি ততই অবাক হই, মুগ্ধ হই, ততই শ্রদ্ধায় বিগলিত হই, আর নিজেকে ততই বিপন্ন ও অসহায় বোধ করি। শুধু মনে হতে থাকে, আমার মত না-আহলের জন্য এ তো বড় অসম্ভব চিন্তা এবং অতি ঝুঁকিপূর্ণ ভাবনা!

তারপর শুরু করলাম *'উম্মতের হাকীম'* হযরত থানবী রহ.র বে-নযীর তাফসীর, বয়ানুল কোরআন! তিনবছর সময়কাল ধরে যতই বয়ানের গভীর থেকে গভীরে প্রবেশ করলাম ততই অন্তরে আশার সঞ্চার হল যে, আল্লাহ্‌র রহমতে এটা সম্ভব! হাকীমুল উম্মত রহ.র 'বয়ান' যদি সামনে আলোকবর্তিকারূপে বিদ্যমান থাকে, নিরাপদে এ বিপদসঙ্কুল পথ পাড়ি দেয়া সম্ভব ইনশাআল্লাহ্‌! তাঁর অর্থানুবাদের মাঝে মাঝে যুক্ত অতি প্রজ্ঞাপূর্ণ ব্যাখ্যাবন্ধনীগুলোর কথা যখন চিন্তা করি, মনে হয়; পরে যারা আসবে, তাদের দুর্গম পথচলা সহজ করার জন্য তিনি তো সারাটা পথে আলোর মশাল জ্বেলে রেখেছেন![৬]

তারপর শুরু হল বাংলাভাষায় এ পর্যন্ত প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য অর্থানুবাদ- গুলোর অধ্যয়ন। বিশেষ করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন হতে প্রকাশিত অর্থানুবাদ,[৭] আরো বিশেষ করে বয়ানুল কোরআনের আয়াতে কোরআনির 'তরজমা'র বঙ্গানুবাদ।

---

[৬] উর্দূভাষায় অর্থানুবাদ আরো অনেক আছে এবং কোন কোনটি যথেষ্ট উপকারী ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সেগুলোও মোটামুটি অধ্যয়ন করেছি, তবে আমার মনে হয়েছে, নিজের কাজের জন্য রাহনুমা ও পথপ্রদর্শকরূপে ঐ দু'টি মহান 'অনুবাদকীর্তি'ই সবচে' উত্তম। প্রথমটি চিন্তাকে সতর্ক-সংযত রাখার জন্য, আর দ্বিতীয়টি চিন্তাকে উদ্দীপ্ত ও আশান্বিত করার জন্য।

[৭] একসময় দাওয়াত পেয়ে আমিও শরীক হয়েছিলাম সম্পাদনা পরিষদের মজলিসে। কয়েকটি বৈঠকে থাকার পর মনে হল, এখানে আমি উপযুক্ত নই! তাই বিনয়ের সঙ্গে অপারগতা প্রকাশ করেছিলাম।

এ তরজমাটি সম্পর্কে আমার বহুদিনের মনের ভাবনা আল্লাহ্‌র নামে আজ প্রকাশ করছি। এতদিন বিভিন্ন পার্শ্বকল্যাণ চিন্তা করে নিজের চিন্তা নিজের মধ্যেই সংরক্ষণ করেছি, আজ মনে হয় তা প্রকাশ করা দরকার সত্যেরই অনুরোধে। কোরআনুল কারীমের তরজুমানির ক্ষেত্রে আমাদের অন্তরে এ চিন্তা সর্বদা জাগ্রত থাকতে হবে যে, এটি আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীনের কালাম, 'যমীনে যার বসবাস নিছক প্রবাসের মত!' যা আসমান থেকে এসেছে শুধু আহলে যমীনের হিদায়াত ও কল্যাণের জন্য। তাই বলা হয়েছে, কিয়ামত যখন ঘনিয়ে আসবে তখন আসমানের কোরআন আসমানে তুলে নেয়া হবে, থেকে যাবে শুধু কালির হরফে তার লিখন! বিশ্বাস হিসাবে তো এ চিন্তা মুমিনের অন্তরে বিদ্যমান রয়েছে, তবে যিনি কোরআনের তরজুমানি করবেন তার অন্তরে এ বিশ্বাস থাকতে হবে সদা জাগ্রত। =

একসময় الطريق إلى القُرآن الكريم এর নিছাবী প্রয়োজনে কিছু আয়াতের বরং বেশ কিছু আয়াতের অর্থানুবাদ করা হল। তাতে কলম এ কঠিন কাজে কিছুটা যেন অভ্যস্ত হল, বিশেষ করে তরজমা-পর্যালোচনার কাজ দ্বারা কিছুটা যেন সাহসও বৃদ্ধি পেল।

এরপর এল পরম শুভক্ষণ। রামাযানের[৮] শেষ দশকে মাদানী মসজিদে মু'তাকিফ/ই'তিকাফী হলাম। ছিয়ামের শেষ সময় ক্ষুধা ও পিপাসার অপার্থিব সুখের অনুভূতির সঙ্গে রাব্বে কারীমের দরবারে কাঙ্গালের মত মুনাজাত করলাম।[৯]

অন্তরে আল্লাহ্ এমন প্রশান্তি দান করলেন যে, মনে হল, গায়ব থেকে তাঁর স্নিগ্ধ ও জ্যোতির্ময় ইঙ্গিত এসে গিয়েছে যে, শুরু কর বান্দা! কাজ তো তুমি করবে না; তোমার কলমকে পর্দা করে....! তখন মনে পড়ল আমার সারা জীবনের সেই প্রিয় আয়াত–

وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللهَ رَمَى *

তো আল্লাহ্র কুদরত ও নুছরতের উপর ভরসা করে অত্যন্ত প্রশান্ত ও আশ্বস্ত হৃদয়ে কলম হাতে নিলাম। ছিয়ামের 'আনন্দপূর্ণ' ক্ষুধা ও পিপাসার অবস্থায় সূরাতুল ফাতিহার অর্থানুবাদ লিখলাম। এর মধ্যে ইফতারের সময় হল। সেদিন যেন জীবনের অন্যরকম ইফতার হল! অনুভব অনুভূতির অন্যরকম স্নিগ্ধতা নিয়ে উচ্চারণ করলাম–

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّت العُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجرُ إِنْ شَآءَ اللهُ *

আহা, কী শান্তি! কী প্রশান্তি! আহা, কী তৃপ্তি ও প্রাপ্তি!

অনেক প্রতীক্ষার পর আলো ও কল্যাণের বার্তা নিয়ে পশ্চিম দিগন্তে ঐ যে ঈদের নওহেলাল উদিত হল, তখন আমি লিখছি–

بَلى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَه لِلهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَه أَجْرُه عِندَ رَبِّه؛ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ **

ফাউন্ডেশনের তরজমা নিঃসন্দেহে বহু বিজ্ঞজনের বহু চিন্তাভাবনার ফসল, কিছু কিছু শব্দচয়নের ক্ষেত্রে, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করি, আমি যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি; তবে আমার মনে হয়, এখানে বুদ্ধিবৃত্তি ছিল প্রভাবক, হৃদয়বৃত্তি ছিল প্রভাবিত! অথচ হতে হবে এর বিপরীত!

একজন পাঠক হিসাবে আমার কিছু প্রতিক্রিয়া গ্রহণ ও প্রকাশের সুযোগ আছে বলেই মনে করি, বিশেষ করে পাঠক যদি...!

[৮] গত রামাযানের আগের রামাযান।

[৯] প্রথমে ছিল 'ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর অবস্থায়...' পরে মনে হল, মুমিন তো কখনো ছিয়ামের ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর হয় না! তাই লিখলাম, ক্ষুধা ও পিপাসার সুমধুর অনুভূতির সঙ্গে... এবার মনে হল, 'সুমধুর' শব্দটি এখানে যথার্থ নয়, তারপর লিখলাম, ক্ষুধা ও পিপাসার অপার্থিব সুখের অনুভূতির সঙ্গে...

* তুমি তো নিক্ষেপ কর না যখন নিক্ষেপ কর, বরং (পর্দার আড়ালের সত্য এই যে,) আল্লাহ্ নিক্ষেপ করেন।

** 'তৃষ্ণা বিদূরিত হয়েছে, শিরা-উপশিরা সুসিক্ত হয়েছে, আর আল্লাহ্ চাহে তো প্রতিদান সুনিশ্চিত হয়েছে।' অন্তরে তখন এ বিশ্বাসের জ্যোতির্ময় উদ্ভাস অনুভূত হল যে, আমার দেশের ভাষায় কোরআনের তরজুমানির যে পিপাসা, ইনশাআল্লাহ্ এ দুর্বল কলমের কালিতে তাও দূর হবে, অন্তর্সত্তা সুসিক্ত হবে এবং আজর সাব্যস্ত হবে।

ঈদের দিনটিও যাপিত হল কলবের আনন্দের সঙ্গে কলমের আনন্দ উপভোগ করে করে। সূর্যের অস্ত যাওয়ার কিছু আগে লিখলাম প্রথম পারার শেষ আয়াত।

তারপর যতক্ষণ সুস্থ থাকি, দিনের আলোতে, মোমের আলোতে, এমনকি কখনো কখনো স্বপ্নেরও 'আলোতে' আমার সুখের সময় যাপিত হয়েছে فِي رِحابِ القُرْآنِ المُنَوَّرَة وَ ظِلالِهِ البَارِدَةِ আলোকিত কোরআনের স্নিগ্ধ ছায়ার মরূদ্যানে!

সামনের রামাযান আসতে তখনো আছে কিছু সময়। আমি এবং আমার কলম তখন ঐ-মহান ছূরার সামনে, মর্যাদায় যা কোরআনের তিনভাগের একভাগ, যার নাম সূরাতুল ইখলাছ! সত্য বলেছেন আমার আল্লাহ্, তিনিই এক ও একমাত্র! চির নির্মুখাপেক্ষী! (অথচ কুল মাখলূক, তাঁর মুখাপেক্ষী!) 'জনকতা ও জনিতত্ব' এ দুর্বলতা থেকে তিনি মুক্ত! আর (শেষকথা,) কেউ হতে পারে না তাঁর সমকক্ষ!

প্রিয় পাঠক! দেখ, শেষ পর্যন্ত তাই হল! নিজের অবস্থা ও দুরবস্থার দিকে তাকিয়ে একসময় যা অসম্ভব মনে হয়েছে, রহমান রহীম আল্লাহ্র অশেষ দয়া ও করুণায় আজ তা সম্ভব ও দৃশ্যমান হয়েছে। বাংলাভাষায় শুরু থেকে শেষ, সমগ্র কোরআনুল কারীমের অর্থানুবাদ এই দুর্বল বান্দার দুর্বল কলম দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে! এতদিন যত 'মহান ও ভাগ্যবান' মানব এই নূরানী সিলসিলায় শামিল হয়েছেন, আল্লাহ্ মেহেরবান তাঁদের সঙ্গে আমাকেও যুক্ত করেছেন। এ-জন্য শুরু ও শেষ সর্বত্র, সর্বক্ষণ শুধু এবং শুধু আল্লাহ্র প্রশংসা। তাঁর অসীম দয়া ও করুণা ছাড়া এবং গায়ব থেকে তাঁর নিরন্তর সাহায্য ছাড়া এই অসাধ্য সাধন, আমি বিশ্বাস করি, সম্ভব হত না; কিছুতেই না। তুমি কবুল কর হে আল্লাহ্! তুমি মকবূল কর হে আল্লাহ![১১]

فَتَقَبَّلْهُ مِنِّي يا رَبَّ العلَمينَ! يا أَرْحَمَ الرحِمينَ!

***

প্রিয় পাঠক! এখানে কথার সমাপ্তি হতে পারে, আবার নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে নতুন কথা শুরু হতে পারে। আমার তো ইচ্ছে আছে; তুমি কি প্রস্তুত আছ! চল তাহলে–

জ্ঞানের অঙ্গনে ও কলমের প্রাঙ্গণে বিজ্ঞান, দর্শন, বিধান ও সংবিধান, যতকিছু আছে: কোন ভাষা থেকে কোন ভাষায় সেগুলোর নিখুঁত নির্ভুল অনুবাদ বা তরজমা করা বেশ কঠিন, জটিল ও ঝুঁকিপূর্ণ, সন্দেহ নেই; তবে সবচে' ঝুঁকিপূর্ণ হল নিজের ভাষায় আল্লাহ্র কালাম–কোরআনুল কারীমের অর্থানুবাদ ও তরজুমানির প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করা।

---

[১০] সত্য তো এই যে, আপন সত্তাকে যে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে অবনত করবে, আর পুণ্য কর্মে উদ্যোগী হবে, তো তার জন্য তার প্রতিপালকের নিকট রয়েছে মহান আজর ও প্রতিদান। এমন যারা তাদের কোন ভয় নেই, আর তারা চিন্তাগ্রস্তও হবে না।

[১১] এখানে আবার বিশেষভাবে অন্তরের অন্তস্তল থেকে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি এবং রিযওয়ান ও গোফরানের দু'আ করি আমাদের মহান দুই আকাবির হযরত শায়খুল হিন্দ ও হযরত হাকীমুল উম্মত রহ.-এর প্রতি। তাঁদের কলমের আলোতেই মূলত সম্ভব হয়েছে এ দুর্গম পথে আমার পথচলা। طَيَّبَ اللهُ ثَرَاهُما (তাঁদের সমাধি-মৃত্তিকা আল্লাহ্ সুরভিত রাখুন!)

জটিল থেকে জটিল বিধান ও সংবিধানের তরজমা, যত কঠিন হোক, অসম্ভব কিছুতেই নয়। কারণ শেষপর্যন্ত এগুলো মানবচিন্তা হতেই নির্গত। মেধায় প্রজ্ঞায়, বৈদগ্ধ্যে ও প্রতিভায় একজন বিজ্ঞানী ও দার্শনিক যত উচ্চস্তরেরই হোন; তিনি যা লিখবেন, তাঁরই মত কোন মানুষের পক্ষে নিরন্তর সাধনা দ্বারা মূলের সমপর্যায়ের, এমনকি তার চেয়ে উন্নত পর্যায়ের তরজমা করা খুবই সম্ভব।

জীবনে অনেক সত্যের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। বিনয় ও উদ্দীপনা জাগ্রত করার মত একটি সত্য হল, প্রতিযোগিতা যখন মানুষের সঙ্গে মানুষের, মেধার সঙ্গে মেধার এবং প্রতিভার সঙ্গে প্রতিভার তখন অসম্ভব বলে কিছু নেই। একজন মানুষের পক্ষে যা সম্ভব, আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় অন্য মানুষের পক্ষে তা অসম্ভব নয়। এ সত্যেরই প্রকাশ ঘটেছে কোরআনে এভাবে–

وَفَوْقَ كُلِّ ذِى عِلْمٍ عَلِيمٌ

প্রত্যেক জ্ঞানবানের উপরে রয়েছেন আরও বড় জ্ঞানী।

পক্ষান্তরে বিষয় যদি হয় আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কালাম কোরআনুল কারীমের *অর্থানুবাদ* ও *তরজুমানি*[২], তাহলে তা শুধু কঠিন নয়, অসম্ভবও। কারণ এখানে তো একদিকে অসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী খালিক, যার কালামের গুণ হল– 'আমার রবের কালিমাতের জন্য সাগর যদি কালি হয়....'; অন্যদিকে হল মাখলূকের কালাম, হাদীছের বয়ানে যার জ্ঞানের পরিমাণ হল 'পাখীর ঠোঁটে করে সাগর থেকে তুলে আনা জলবিন্দু'! কী হতে পারে তাহলে পরিণতি!

ভুল হলে আল্লাহ্ মাফ করুন, আমার তো মনে হয় وَإِنْ كُنْتُمْ فِى رَيْبٍ... আয়াতের যে 'লালকার' স্বয়ং কোরআন সম্পর্কে, মানবজাতির যে কোন ভাষায় কোরআনের যে কোন *অনুবাদ* ও *তরজমা*, এমনকি *অর্থানুবাদ* ও *তরজুমানি* সম্পর্কেও, এ লালকার সত্য! এক্ষেত্রে মানবের একক বা সম্মিলিত কোন প্রচেষ্টাই নির্ভুল, নিখুঁত ও ত্রুটিমুক্ত হবে না; হতে পারে না; কোরআনের সমতুল্য হওয়া তো দূরের কথা। আবারো বলছি, এ

বয়ান অসঙ্গত হলে আল্লাহ্ মাফ করুন।[১৩]

---

[১২] আরবীতে 'তরজমা' শব্দটি আছে, কিন্তু 'তরজুমানি' শব্দটি নেই। ফারসিভাষায় (এবং সেখান থেকে উর্দূভাষায়) শব্দটি মূল আরবী থেকে তৈরী হয়ে অর্থের নতুন মাত্রাসহ ব্যবহৃত হয়েছে। মূল শব্দটি তো বাংলায় স্বচ্ছন্দে চলে এসেছে, তরজুমানি শব্দটি কেন জানি আসেনি, সহজেই আসতে পারে। তরজুমানি মানে হল কারো পক্ষ হতে নিজের ভাষায় তার বক্তব্যের যথাসম্ভব প্রতিনিধিত্ব করা। যিনি এটা করেন তিনি হলেন তরজুমান, কাজটি হল তরজুমানি। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রা.কে বলা হয় তরজুমানুল কোরআন– কারণ উম্মাহ্‌র সামনে তিনি কোরআনের তরজুমানির দায়িত্ব পালন করেছেন।

তো সাধারণ কোন কিতাবের ক্ষেত্রে আমরা তরজমা শব্দটি ব্যবহার করতে পারি, তবে কোরআনের ক্ষেত্রে যেমন অনুবাদের পরিবর্তে 'অর্থানুবাদ' ব্যবহার করেছি তেমনি তরজমার পরিবর্তে তরজুমানি ব্যবহার করা সঙ্গত বলে মনে হয়। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রহমতে আমরা হলাম কোরআনের অর্থানুবাদক এবং তরজুমান; অনুবাদক ও মুতারজিম কিছুতেই নই।

তাহলে কথা এই হল যে, কোরআনের অনুবাদ ও তরজমা তো অসম্ভব আছেই, তার নির্ভুল ও যথার্থ অর্থানুবাদ বা তরজুমানি– এটাও অসম্ভব।

[১৩] কোরআন ও সুন্নাহ্ সম্পর্কে কোন কথা বলার বিষয়ে সম্প্রতি আমার ভয়ভীতি আরো বেড়ে গিয়েছে। বিশেষ করে পাকিস্তানের প্রসিদ্ধ এক মুফতী, সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে যিনি 'অসুন্দরভাবে' কথা বলতেন এবং=

যখন থেকে কোরআনের অর্থানুবাদ ও তরজুমানির স্বপ্ন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন অন্তরে দান করেছেন তখন থেকে খুব ভয়-ভীতির সঙ্গে একটা কথা মনে হত–

'কাউকে যদি বলা হয়, তলোয়ারের ধারের উপর দিয়ে হেঁটে যাও, সেটা যেমন অসম্ভব, তারচে' বেশী অসম্ভব হল আল্লাহ্র কালামের অর্থানুবাদ ও তরজুমানি করার জন্য কলম হাতে নেয়া।'

এটি ভক্ত হৃদয়ের অতিশয় কোন অভিব্যক্তি নয়, বরং বাস্তব সত্য এবং কঠিন সত্য। তবে হতে পারে, আমাদের কলমের এ উচ্চারণে পূর্ণ অনুভব ও উপলব্ধির অভাব রয়েছে। তাই এ-কথা উচ্চারণের সময় যে ভীতি-কম্পন সৃষ্টি হওয়ার কথা, আমাদের অন্তরে তা হয় না। যেমন আযানের আওয়ায শুনে আগের যুগে আল্লাহ্র কোন কোন বান্দার চেহারা বিবর্ণ হয়ে যেত, অথচ আমাদের তো আযানের আওয়াযে আলাপ-গল্পই বন্ধ হয় না! এটা নূর ও নূরানিয়াতের ঐ যুগে ছিল হাকীকতের পূর্ণ উপলব্ধি, পক্ষান্তরে জড়চিন্তার এ যুগে হাকীকত সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং ইহসাস-অনুভবের বঞ্চনা ছাড়া আর কিছু না!

আমাদের মহান পূর্ববর্তী, যাদের কদমের ধূলারও সমান এ যুগের মানুষ হতে পারে না, যাদের কলমের একফোঁটা কালিরও সমতুল্য নয় এ যুগের কারো সারাজীবনের কলম-কালি এবং যাদের কলবের তাজাল্লিয়াত ও জ্যোতির্ময়তার ছায়াপাতও ঘটেনি আমাদের কলবে, তাঁরা পূর্ণ অনুভব-উপলব্ধির সঙ্গে এ সত্য উচ্চারণ করেছেন, তাঁদের যুগে যখন তাঁরা কোরআনের অর্থানুবাদ ও তরজুমানির গুরু দায়িত্ব পালনের জন্য কলম হাতে নিয়েছেন।[১৪]

***

সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন হতে পারে; তাহলে এমন ঝুঁকিপূর্ণ, এমন পিচ্ছিল পথে অগ্রসর হওয়া কেন! আমাদের কথা থাক; আমরা তো নিছক অনুগামী ও অনুসারী! যারা আমাদের মহান পূর্ববর্তী তাঁরা কেন এ পথের পথিক হতে গেলেন! পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম যিনি 'এ ঝুঁকিপূর্ণ সৌভাগ্য' অর্জনে সচেষ্ট হয়েছেন, তাঁর চিন্তায় কী যুক্তি ছিল! কোন্ ভাবনা তাঁকে সাহস যুগিয়েছিল! ঊর্ধ্বজগতের কোন্ জ্যোতি ও জ্যোতির্ময়তার ইঙ্গিতে তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন!

এক কথায় উত্তর হল, আসলে এটা ছিল মানবজাতির রূহানী জরুরত ও আত্মিক প্রয়োজন, যা পূর্ণ করা, আল্লাহ্ যাকে যোগ্যতা দান করেছেন তার পক্ষে 'অবশ্যকর্তব্য'।

কারণ তো আগেই বলেছি, কোরআন হল মানবের হিদায়াত ও নাজাতের জন্য, মানবের ইহকালীন

অনেক সময় সংযমের সীমানা পার হয়ে যেতেন, হঠাৎ এই সেদিন কোরআন সম্পর্কে এমন 'অসংযত' মন্তব্য করে বসলেন যে, আল্লাহ্ পানাহ্। মুখের ও কলমের সংযম তো এমনিতেই জরুরি, কোরআন ও সুন্নাহ্ সম্পর্কে তো সর্বোচ্চ পর্যায়ে জরুরি। দ্বীনের বন্ধনে যারা আমাকে ভালোবাসেন, তারা যেন অন্তর দিয়ে দু'আ করেন, আল্লাহ্র দয়ায় মৃত্যু পর্যন্ত আমি যেন মুখের ও কলমের অসংযম থেকে নিরাপদ থাকি....! বরং উম্মাহ্র সমস্ত আহলে ইলম যেন নিরাপদ থাকেন।

[১৪] কারো কারো সম্পর্কে তো এমনও বর্ণিত আছে যে, সালাতুল হাজাত পড়ে কলম হাতে নিতেন, যেন গায়ব থেকে আল্লাহ্ সাহায্য করেন। সর্বোচ্চ চিন্তাভাবনা ও সতর্কতার সঙ্গে একেকটি আয়াতের অর্থানুবাদ লিখতেন, তারপর নিজের 'জ্ঞাত-অজ্ঞাত' ভুল-ভ্রান্তির জন্য আল্লাহ্র কাছে তাওবা ইস্তিগফার করতেন। একজন সম্পর্কে তো কথিত আছে, অর্থানুবাদ ও তরজুমানি করার সময় ভয়ে ভয়ে থাকতেন যে, ভুল না হয়ে যায়, আর আসমান থেকে আযাব না এসে যায়।... আরও কথিত আছে, তরজুমানির চলমান অবস্থায় নিয়মিত 'ইনফাক ও ছাদাকা'র ইন্তিযাম করতেন, কারণ– ছাদাকা দ্বারা আগুন নিভে যায় এবং ভুলের কাফফারা হয়ে যায়।

জীবন ও পরকালীন জীবনের সফলতার জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে প্রেরিত এক অনন্য কিতাব! এই মহান আসমানী কিতাবের প্রতিটি আদেশ, উপদেশ ও দিকনির্দেশ পূর্ণরূপে পালন করেই মানুষ– পৃথিবীর সবদেশের সবভাষার মানুষ দ্বীন ও দুনিয়া, উভয় জাহানের কামিয়াবি হাছিল করতে পারবে; কিন্তু যাদের ভাষা আরবী নয় তারা কোরআন বোঝবে কীভাবে, যদি তাদের মাতৃ বা পিতৃভাষায় এর অর্থানুবাদ ও তরজুমানি প্রকাশের আয়োজন না করা হয়![১৫]

***

আল্লাহ্‌র কালাম যখন নাযিল হত, তখন ছাহাবা কেরাম আরবীভাষী এবং আরবীভাষায় পারদর্শী হওয়া সত্ত্বেও কখনো কোরআনের শব্দ, কখনো এর বাক্য ও বক্তব্য সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভের জন্য 'ছাহিবে কোরআন' ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরণাপন্ন হতেন। তিনি তাঁদেরকে শব্দের প্রতিশব্দ, বা বাক্য ও বক্তব্যের ব্যাখ্যা উল্লেখ করে বুঝিয়ে দিতেন। দুনিয়া হতে তাঁর বিদায় গ্রহণের পর এ প্রয়োজন-ধারা ছাহাবায়ে কিরামের জীবনেও অব্যাহত ছিল।[১৬]

যখন সাধারণ ছাহাবী কোরআনের কোন আয়াত বা শব্দের অর্থ ও মর্ম অনুধাবনে সমস্যা ও জটিলতার সম্মুখীন হতেন তখন তাঁরা কোন বিশিষ্ট ছাহাবীর শরণাপন্ন হতেন। ছাহাবী আল্লাহ্‌র নবীর কাছ থেকে যে অর্থ ও মর্ম গ্রহণ করেছেন সেটা প্রশ্নকারীর সামনে তাঁর বুঝ ও সমঝের স্তর অনুযায়ী তুলে ধরতেন। এভাবে মানুষের ভাষায় মানুষের শব্দে আল্লাহ্‌র কালামের অর্থপ্রকাশের প্রয়াস-প্রচেষ্টার শুরু। তবে এটা, ঠিক তরজমা বা অনুবাদ ছিল না; ছিল আরবী শব্দ ও বাক্য দ্বারা আরবী কোরআনের 'অর্থায়ন'।[১৭]

ছাহাবা কেরামের জামাতে এক্ষেত্রে সবচে' অগ্রবর্তী হলেন হযরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস রা.। খায়রুল কুরূনের মানুষ তাই সঙ্গত কারণেই তাঁকে *'তরজুমানুল কোরআন ও রাঈসুল মুফাসসিরীন'* উপাধিতে ভূষিত করেছেন। সর্বোপরি তাঁর প্রতি রয়েছে فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمْهُ الكِتَاب এই মহান নববী দু'আ, যখন তিনি অল্প বয়সের বালক![১৮]

---

[১৫] আহলে ইলমের মতে, بَلِّغُوا عَنِّي وَلَو آيَةً এর প্রত্যক্ষ দাবীও হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি ও জনপদের ভাষায় কোরআন ও সুন্নাহ্‌র অর্থপ্রকাশের মাধ্যমে সবার কাছে= এর বাণী ও বার্তা পৌঁছে দেয়ার কর্মযজ্ঞে আত্মনিয়োগ করা। যাকে আল্লাহ্‌ যে পরিমাণ যোগ্যতা দান করেছেন তার জন্য কর্তব্যও সে পরিমাণ।

[১৬] ছাহাবা কেরামের পর তাবে'ঈনের জীবনে এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম, আজ পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। অনিবার্যভাবেই পরবর্তীকালে কোরআনের কোন শব্দের আরবী প্রতিশব্দ বলে দেয়া সমস্যার সমাধান বলে বিবেচিত হয়নি। কারণ ততদিনে প্রশ্নকারীর ভাষারও বদল হয়ে গিয়েছিল। তাই প্রশ্নকারীর নিজের ভাষায় শব্দের প্রতিশব্দ বলার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। এভাবেই শুরু হয় কোরআনের অর্থানুবাদ ও তরজুমানি নামের নতুন একটি ধারার উন্মেষ।

[১৭] শব্দটিকে আবদ্ধ করার কারণ আছে। এর সুপরিচিত অর্থ হল, কোন কাজে অর্থ ও মুদ্রার যোগান দেয়া। এখানে ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থাৎ কোন শব্দের অস্পষ্ট অর্থকে ভিন্ন শব্দ দ্বারা স্পষ্ট করা। ওখানে 'অর্থায়ন' এসেছে মুদ্রার সমার্থক 'অর্থ' থেকে; এখানে 'অর্থায়ন' এসেছে তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য-এর সমার্থক 'অর্থ' থেকে।

[১৮] বিভিন্ন বর্ণনা এবং বিভিন্ন শব্দ রয়েছে। এক বর্ণনায় রয়েছে وَعَلِّمْه التأويل তো নববী দু'আর অর্থ হল, আয় আল্লাহ্‌! আপনি তাকে দ্বীনের সমঝ/প্রজ্ঞা দান করুন, এবং কোরআনের ইলম ও মর্মজ্ঞান দান করুন।

ঘটনা এই যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মূনা রা.র ঘরে ছিলেন। বালক আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস রা. বুঝতে পেরেছিলেন, আল্লাহ্‌র নবী এখন অযু করবেন। তো তিনি তাড়াতাড়ি অযুর=

অবশ্য আরো বহু ছাহাবারও এক্ষেত্রে যথেষ্ট ভূমিকা ও অবদান রয়েছে।[১৯] বলাবাহুল্য, এটা ছিল যমীনের আরবী কালাম দ্বারা আসমানের আরবী কালামের অর্থপ্রকাশের প্রচেষ্টা। বহু উদাহরণ থেকে একটি এখানে পেশ করছি–

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما : الصَّفْوانُ الحَجَرُ؛ وَعَنْهُ فِي قَوله تَعالى حَصِرَتْ صدُورُهُمْ : ضَاقَت

হযরত ইবনে আব্বাস রা. صَفْوانٍ এর প্রতিশব্দরূপে حَجَرٍ (পাথর/প্রস্তর) শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আবার حَصِرَتْ এর প্রতিশব্দরূপে ضَاقَتْ (সঙ্কীর্ণ হল) ব্যবহার করেছেন, যাতে সাধারণ আরবী জ্ঞানের অধিকারী ছাহাবী আয়াতের অর্থ সহজেই বুঝতে পারেন। (বুখারী, ৪৫৩৬/৪৬৩১)
উদাহরণ আছে আরো বহু এবং অন্যান্য আকাবির ছাহাবা হতেও। নমুনার জন্য বুখারী শরীফের কিতাবুত্তাফসীর দেখা যেতে পারে।

***

দাওয়াত ও জিহাদের কল্যাণে ইসলামের প্রচার ও ছায়াবিস্তার যতই বৃদ্ধি পেল এবং বিভিন্ন ভাষা ও জনপদের মানুষ দলে দলে আল্লাহ্‌র দ্বীনে দাখেল হতে লাগল, আর–

وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلونَ في دينِ اللهِ أَفْواجًا

এর শুভব্যাপ্তি যখন হিজাযের সীমানা অতিক্রম করে আজমের ভূমিতেও সম্পন্ন হল, ভিন্ন ভাষায়

পানি রেখে দিলেন। আল্লাহ্‌র পেয়ারা হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অযুর ব্যবস্থা প্রস্তুত দেখে, জানতে চাইলেন, এটা কে রেখেছে? হযরত মায়মূনা রা. বললেন,আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রেখেছে। তখন আল্লাহ্‌র নবী সন্তুষ্ট হয়ে এই দু'আ দিয়েছিলেন।
এখান থেকে আমাদের বুঝতে হবে, কাকে বলে ইলম এবং নূরে ইলম! পড়া ও লেখার নিজস্ব গুরুত্ব অবশ্যই রয়েছে এবং 'শরাহ্-গুরূহাত'ও আমার অপরিচিত কিছু নয়, তবে ইলম ও নূরে ইলমের ক্ষেত্রে প্রথম কথা ও শেষ কথা হল, ছোহবত ও খেদমত দ্বারা মু'আল্লিমের সন্তুষ্টি ও দু'আ অর্জন করা। এখানেও, বরং এখানেই নেয়াবাত ও বিরাছাতের আসল নূর ও নূরানিয়াত নিহিত রয়েছে।
প্রসঙ্গ পেলাম, তাই মনে আকুতি তুলে ধরলাম, বাকি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও তাওফীক ছাড়া তো কিছু হয় না।
[১৯] আলইতকান কিতাবে আল্লামা সুয়ূতী রহ. এ প্রসঙ্গে দশজন বিশিষ্ট ছাহাবীর নাম উল্লেখ করেছেন। যথা, চার খলীফা, হযরত ইবনে আব্বাস, ইবনে মাস'উদ, ইবনে যোবায়র, হযরত উবাই ইবনে কা'ব, হযরত যায়দ বিন ছাবিত, হযরত আবূ মূসা আশ'আরী রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমা'ঈন।
তাবে'ঈনের যামানায়ও এ ধারা অব্যাহত ছিল। মক্কায় ছিলেন বিশিষ্ট তাবে'ঈ হযরত সাঈদ বিন জোবায়র, হযরত মুজাহিদ, হযরত 'ইকরামা (হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর আযাদ করা গোলাম, বারবারী বংশোদ্ভূত), ও অন্যান্য।
মদীনায় ছিলেন বিশিষ্ট তাবে'ঈ হযরত আবুল আলিয়া, হযরত যায়দ বিন আসলাম ও অন্যান্য। তবে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণে ছাহাবী হযরত ওবাই ইবনে কা'ব রা.র মাধ্যমে গোড়াপত্তন হওয়া এ ধারা বেশী বিস্তার লাভ করতে পারেনি, যেমন করেছে মক্কা ও মদীনার বাইরে কূফা-বছরায়, যার গোড়াপত্তনকারী ছিলেন ছাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস'উদ রা.। এখানে যারা কাজ করেছেন তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন তাবে'ঈ হযরত 'আলকামা বিন কায়স, হযরত 'আমির শা'বী, হযরত হাসান বসরী ও অন্যান্য।

কোরআনের অর্থপ্রকাশের প্রয়োজন ততই তীব্র হতে থাকল।

আল্লাহ্‌র নবীর যুগেই হাবশার মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং এখানে হযরত বেলাল হাবশী রা. একাই ছিলেন না। হাবাশার বাদশাহ্ নাজাশীর দরবারে হযরত *জা'ফর বিন আবূতালিব* রা. যখন সূরা মারয়াম তিলাওয়াত করেছিলেন, ধারণা করার সঙ্গত কারণ আছে যে, তখন হাবাশার ভাষায় তার তরজমাও বাদশাহ্‌র সামনে উপস্থাপন করা হয়েছিল।

একই ভাবে ছিলেন রূম থেকে আসা হযরত ছোহায়ব রূমী রা.। অনুমান করা যায়, আপন সম্প্রদায়ের কাউকে উপদেশ দেয়ার সময় রূমের ভাষায় তিনি আয়াতের অর্থপ্রকাশ করে বোঝাতেন। পক্ষান্তরে সত্যের সন্ধানে পারস্য থেকে এসেছিলেন হযরত সালমান ফারসি রা.। বর্ণিত আছে, হযরত সালমান ফারসি রা. আল্লাহ্‌র নবীর জীবদ্দশায় ফারসিতে সূরাতুল ফাতিহার অর্থানুবাদ করেছিলেন।[২০] ধারণা করা যায়, তিনি যখন পারস্যের (মাদায়েনের) প্রশাসক ছিলেন তখন মানুষকে দ্বীনের দাওয়াত দিতে গিয়ে পারস্যের ভাষায় তিনি কোরআনের অর্থ ও মর্ম বুঝিয়ে থাকবেন।[২১]

হযরত ইবনে আব্বাস রা. সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তাঁর ওয়ায-ইরশাদের মজলিসে যখন ভিন্নভাষী নও মুসলিমদের উপস্থিতি শুরু হল এবং বৃদ্ধি পেতে থাকল তখন তাদের বোঝার সুবিধার জন্য আবু হাফসা নছর বিন ইমরান তাবিঈ র.কে দোভাষীরূপে তিনি নিজের পাশে বসাতেন। আর তিনি তাঁর বক্তব্য উপস্থিত ব্যক্তিদের জন্য ফারসি ভাষায় পেশ করতেন, যাতে কোরআনের আয়াত বা সুন্নাহ্‌র বয়ান থাকাই ছিল স্বাভাবিক। আর তাতে আয়াত ও সুন্নাহ্‌র অর্থানুবাদ বা তরজুমানির প্রয়োজনও হত।[২২]

উল্লেখ্য, একসময় হযরত ইবনে আব্বাস রা. বসরায় অবস্থান করতেন, যা ইরান-সীমান্তের কাছে ছিল। তাই তাঁর দরসে স্বাভাবিক নিয়মেই পারস্যের নও মুসলিমদের প্রচুর সমাবেশ হত এবং ফারসী দোভাষীর মাধ্যমে আয়াত ও হাদীছের ফারসী অর্থানুবাদও হত।

ফযলুল বারী খ ১ পৃ ৫৩৯

এভাবে হিদায়াত ও নাজাতের এবং দাওয়াত ও জিহাদের স্বভাবপ্রেরণা থেকেই আল্লাহ্‌র কালামের অর্থপ্রকাশের প্রথম প্রচেষ্টা শুরু হয় ছাহাবা কেরামের যামানায়।

যখন আরদে রূমে ইসলামের আলো প্রবেশ করল, তারপর মিশরে তারপর... তখন থেকে বিভিন্ন ভাষায় আল্লাহ্‌র বান্দাদের জন্য আল্লাহ্‌র

---

[২০] সূরা ফাতিহার কথিত তরজমা সম্পর্কে আল্লামা সারাখসী রহ. লিখেছেন–

فَكانوا يَقْرَؤُونَ ذلكَ في الصلاة حتى.... (المبسوط ص ٣٧

[২১] এক্ষেত্রে বিভিন্ন বাদশাহ ও প্রশাসকের নামে প্রেরিত নববী পত্রকেও উদাহরণরূপে উল্লেখ করা হয়, কারণ তাতেও আয়াতে কোরআনি থাকার কথা, সংশ্লিষ্ট ভাষায় যার অর্থানুবাদ করার প্রয়োজন হত।

[২২] আরো চমকপ্রদ তথ্য এই যে, হযরত ইবনে আব্বাস রা. নিজেও কোরআনি শব্দের আরবী প্রতিশব্দের পাশাপাশি ফারসি ও অন্যান্য ভাষার প্রতিশব্দও উল্লেখ করতেন, যদি তা তাঁর জানার মধ্যে থাকত। যেমন فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَة এ সম্পর্কে তিনি বলেন–

هُوَ بِالعَرَبِيَّةِ الأَسَدُ وَبِالفَارِسِيَّةِ شير/شار وَ بِالنَّبَطِيَّةِ أوريا وَبِالحَبَشِيةِ قسورة

তাফসীরে তাবারী

কালামের অর্থপ্রকাশের ধারাবিস্তারও ঘটতে লাগল।[২৩]

***

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, যাকে আমরা বলি কোরআন বা কালামুল্লাহ্ তা হচ্ছে ঐ মহান কালাম যা আরবীভাষায় আসমান থেকে হযরত জিবরীল আমীনের মাধ্যমে হযরত মুহম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল হয়েছে। সুতরাং আসমান থেকে নাযিল করা আরবীভাষায় যখন তিলাওয়াত করা হবে তখনই সেটা হবে কোরআনের তিলাওয়াত, যার অসংখ্য ফযীলত হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। কোরআনের অর্থানুবাদ ও তরজুমানি পাঠ করা কিছুতেই কোরআনের তিলাওয়াত নয়। যদিও কোরআনের জ্ঞান অর্জনের প্রচেষ্টা হিসাবে নিজ নিজ ভাষায় কোরআনের 'অর্থ' পাঠেরও নিজস্ব আজর ও ছাওয়াব রয়েছে।

তরজুমানি আর কোরআন যে অভিন্ন নয়, বরং সম্পূর্ণ ভিন্ন এ চেতনা জাগ্রত রাখার জন্য ওলামায়ে উম্মতের সিদ্ধান্ত হল, কোরআন থেকে আলাদা করে এর তরজুমানি ও মুদ্রণ করা বৈধ নয়, বরং তা হতে হবে আরবী হরফে শরীয়ত অনুমোদিত হস্তলিপি ও রাসমুলখত অনুযায়ী পূর্ণ কোরআনের লিখনের সঙ্গে, তাহলেই তা বৈধতা পাবে।[২৪]

বলাবাহুল্য, অত্যন্ত গভীর ও দূরদৃষ্টি থেকেই ওলামায়ে উম্মত এ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, তা না হলে ইন্‌জীল-তাওরাতের ক্ষেত্রে যা ঘটেছে, তা...! মূল ভাষার তাওরাত ও ইন্‌জীলের তো আজ কোন হদিসই নেই, এমনকি প্রথম তরজমা কোনটি এবং কোন্ ভাষায় তাও নিশ্চয় করে বলার খুব একটা উপায় নেই। তো বিভিন্ন ভাষার ইহুদী নাছারা যে মনে করে, তারা ইনজীল-তাওরাত পাঠ করছে, আসলে তারা অনুবাদ পাঠ করছে। আর সাধারণ বুদ্ধির মানুষও জানে, অনুবাদ যত উন্নত হোক তা মূলের মর্যাদা পাবে না এবং কোন তরজমার দায় মূলের উপর বর্তাবে না। বিধান ও সংবিধানের ক্ষেত্রে এ যেমন সত্য, কোরআনের ক্ষেত্রে তা আরো বড় সত্য এবং আরো ভয়ঙ্করভাবে সত্য।[২৫] বলাবাহুল্য কোরআন স্ব-রূপে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত অবস্থায় বিদ্যমান থাকার অনুকূলে যে ক'টি রক্ষা-ব্যবস্থা কাজ করছে তার মধ্যে এটিও একটি।

পৃথিবীর যে কোন জনপদে আপনি যাবেন, দেখবেন সেখানে মুসলিমগণ কোরআন বোঝার জন্য তার ভাষার অর্থানুবাদ পাঠ করলেও, ছাওয়াব ও ফযীলত হাছিল করার জন্য আলাদা কোরআন তিলাওয়াত করছে এবং কিছু না বুঝেই পূর্ণ স্বাদ ও শান্তির সঙ্গে তিলাওয়াত করছে। বুদ্ধিজীবীদের বুদ্ধিতে এটি *'অর্থহীন'* কাজ মনে হলেও শরীয়তের দৃষ্টিতে অত্যন্ত অর্থপূর্ণ আমল।

তো খোলাছা কথা হল, আসমানের আরবীভাষায় যা নাযিল হয়েছে সেটাই হল আল্লাহ্‌র কালাম

---

[২৩] এখন তো চীনের ভাষায়, ইন্দোনেশিয়া, জাপান ও ভিয়েতনামের ভাষায়ও কোরআনের অর্থপ্রকাশ ও তরজুমানি সম্পন্ন হয়েছে। এক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে জানা গিয়েছে, এ পর্যন্ত পৃথিবীতে প্রায় ১০৩ টি ভাষায় কোরআনের পূর্ণাঙ্গ তরজুমানি সম্পন্ন হয়েছে।

[২৪] আফসোস, বাংলাভাষায় এরূপ তরজুমানির উদাহরণ রয়েছে, যাতে অর্থানুবাদের সঙ্গে কোরআনের লিখন বিদ্যমান নেই। এর বৈধতার কোন উপায় আসলেই নেই।

[২৫] হাতের কাছে তথ্য নেই, তবে মনে পড়ে, কোথাও পড়েছিলাম, আমাদের সংবিধানে উল্লেখ আছে যে, যদি সংবিধানের ব্যাখ্যায় কোন জটিলতা ও মতানৈক্য দেখা দেয় তাহলে, বাংলা না ইংরেজি, কোন সংস্করণটি মূলরূপে গ্রহণ করা হবে। তো এখানে কি আমাদেব জন্য চিন্তার কোন খোরাক নেই!

কোরআনুল কারীম, কোন ভাষার কোন অর্থানুবাদ ও তরজুমানি কোরআন নয় এবং কোরআনের বিকল্পও নয়; সুতরাং তার স্বতন্ত্র মুদ্রণ বৈধ নয়।[২৬]

***

এরপর সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন হবে এবং জানার কৌতূহল হবে যে, সর্বপ্রথম কোন্ ভাষায় লিখিত আকারে সম্পূর্ণ কোরআনুল কারীমের অর্থানুবাদ ও তরজুমানি সম্পন্ন হয়েছিল? সুনিশ্চিতভাবে এর উত্তর আমাদের জানা নেই। বিশেষজ্ঞদের মতামতও অভিন্ন নয়।[২৭] তবে জাযীরাতুল আরব ও হিজাযের বাইরে ইসলাম সবার আগে প্রবেশ করেছে পারস্যের ভূখণ্ডে, যেখানে হযরত সালমান ফারসি রা.র মতই সাধারণ মানুষের ভাষা ছিল ফারসি। সুতরাং সঙ্গত কারণেই বলা যায়, কোরআনুল কারীমের সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ অর্থপ্রকাশ ও তরজমা সম্পন্ন হয়েছে ফারসি ভাষায়।

আগেও বলেছি, আবার বলছি, স্বভাবতই এর পিছনে একমাত্র অনুঘটক ও অনুপ্রেরিকা ছিল পারস্যের মানুষের দ্বীনী প্রয়োজন। কারণ কোরআন

তো হল মানবের হিদায়াত ও পথপ্রদর্শনের জন্য। তাই কোরআনের বাণী ও বক্তব্য, আদেশ ও উপদেশ এবং খেতাব ও সম্বোধন বোঝা তারপর সে অনুযায়ী আমল করা ছিল মুমিনের কর্তব্য, যা ভিন্নভাষী মুসলিমের পক্ষে ছিল কঠিন।

এ সমস্যার প্রথম সমাধান তো ছিল আল্লাহ্র কালাম বোঝার জন্য আল্লাহ্র কালামের ভাষা আরবী শিক্ষা করা এবং সরাসরি কোরআনের ভাষায় কোরআন বোঝার চেষ্টা করা। বহু নও মুসলিম সে পথে অগ্রসর হয়েছেন এবং আরবীভাষা শিক্ষার সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। তাদের বড় সৌভাগ্য, আল্লাহ্র কালাম তারা কালামের ভাষায় বুঝেছেন এবং আত্মস্থ করেছেন। তবে সঙ্গত কারণেই সবার পক্ষে এবং সাধারণের পক্ষে এটা সহজ ছিল না।[২৮] এ কারণেই আরবীভাষার

---

[২৬] কোরআনের পূর্ণাঙ্গ অর্থানুবাদের ক্ষেত্রে যেমন এর বৈধতা নেই, তেমনি আয়াত-বিশেষের বিচ্ছিন্ন অর্থপ্রকাশের ক্ষেত্রেও আয়াতের মতন ছাড়া শুধু অর্থ উল্লেখ করা 'সঙ্গত' নয়।

[২৭] একটি জোরাল মতে, পৃথিবীতে সর্বপ্রথম হিন্দিভাষায় কোরআনের অর্থপ্রকাশ সম্পন্ন হয়েছে। বলা হয়, পাঞ্জাব ও কাশ্মীরের জনৈক হিন্দু রাজা (মাহরূগ) সিন্ধের মানছুরা অঞ্চলের শাসক আব্দুল্লাহ বিন ওমর-এর সহযোগিতায় হিন্দিভাষা জানা একজন ইরাকী মুসলিম সংগ্রহ করেন এবং তাকে দিয়ে তিন বছরের পরিশ্রম দ্বারা পূর্ণ কোরআনের হিন্দি অর্থানুবাদ করান। ঐ রাজা তরজমাটি নিয়মিত অধ্যয়ন করতেন, এমনকি একসময় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। কারো কারো মতে এটি হিন্দি নয়, বরং সিন্ধি। এটি ২৭০ হিজরী/ ৮৮২ খৃ.-এর ঘটনা। কোন কোন মতে বনূ উমাইয়া আমলে বারবারি ভাষায় সর্বপ্রথম কোরআনের অর্থানুবাদ সম্পন্ন হয়েছে। তবে ঘটনার অনুকূলে নমুনা দাখিল করার জন্য হিন্দি বা সিন্ধি ও বারবারী কোনটির অস্তিত্ব এখন নেই।

[২৮] কোন কোন জনপদের ক্ষেত্রে এ সুখকর অভিজ্ঞতাও হয়েছিল যে, আরব ও আরবী -ভাষাকে মানুষ এমন ভালোবেসেছিল যে, নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতি ভুলে গিয়ে আরবীকেই তারা আপন করে নিয়েছিল; এমনকি একসময় স্থানীয় ভাষার বিলুপ্তি পর্যন্ত ঘটেছিল এবং আরবীভাষাই হয়ে পড়েছিল তাদের মাতৃভাষা। যেমন মিশর ও তার কিবতিভাষা। প্রাচীন মিশরে প্রায় তিনহাজার বছর আগে থেকে কিবতী ভাষাই ছিল মিশরের সাধারণ মানুষের ভাষা, কিন্তু বিজয়ীরূপে ইসলামের প্রবেশের পর এ ভাষার এমন বিলুপ্তি ঘটে যে, মাত্র এক শতাব্দী পর কারো মুখেই এ ভাষার অস্তিত্ব ছিল না, এখনো নেই। মিশরীয়দের মাতৃভাষা* এখন আরবী। মিশর তো এখন আরববিশ্বে আরবীভাষা ও সাহিত্যের অঙ্গনে নেতৃত্ব দানকারী দেশ ও জনপদ। তবে একটা কথা, যমীনের আরবীভাষায় আসমানের আরবী কোরআনের অর্থপ্রকাশের প্রয়োজনীয়তা সেখানেও বহাল রয়েছে। তাই كَلِمَاتُ القرآن নামে

শিক্ষাগ্রহণকে বাধ্যতামূলক করা হয়নি, বরং এর পরিবর্তে দ্বিতীয় সমাধানের পথ খোলা রাখা হয়েছে। আর তা হল স্থানীয় ভাষায় কোরআনুল কারীমের অর্থপ্রকাশ ও তরজুমানির উদ্যোগ গ্রহণ করা।[২৯]

আগেও বলা হয়েছে, বিদ্যমান তথ্যমতে কোরআনের সর্বপ্রথম তরজমা ফারসি ভাষায় সম্পন্ন হয়েছে। পারস্যের সামনান অঞ্চলে জন্মগ্রহণকারী শাহ মুহম্মদ আশরাফ জাহাঙ্গীর সামনানী রহ. ৭২৭ হিজরীতে ফারসি-ভাষায় কোরআনের পূর্ণাঙ্গ তরজুমানি করেন। ৮০৮ হিজরীতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন. তার তরজুমানির নাম হল আশরাফুল বায়ান।[৩০] অথচ শায়খ সা'দী শীরাজী ৬৫১ হিজরীতেই ফারসিভাষায় কোরআনের সম্পূর্ণ তরজুমানি সম্পন্ন করেন, যা এখনও বিদ্যমান। সুতরাং পর্যালোচনা যদি নির্মোহ হয় তাহলে বলতে হবে, আশরাফুল বায়ান নয়, তরজমা-সা'দীই হল ফারসিভাষার প্রথম তরজমা।

হিন্দুস্তানে ফারসি ভাষায় সর্বপ্রথম কোরআনের তরজমা করেন হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ্ দেহলবী রহ.। এজন্য তিনি ব্যাপকভাবে আলোচিত ও সমালোচিত হন। কারণ এটি এমনই অভূতপূর্ব কাজ

তাফসীরমুখী আলাদা একটি বিষয়ের আবির্ভাব ঘটেছে। যেখানে কোরআনের জটিল ও কঠিন শব্দের প্রতিশব্দ-রূপে সহজ ও সুপরিচিত আরবী শব্দ ব্যবহার করা হয়।

অবশ্যই সুখের বিষয় হত, যদি আরবীভাষা পৃথিবীর সব জনপদের অভিন্ন ভাষা হয়ে যেত, যেমন হয়েছে মিশর, ইরাক, সিরিয়া, লিবিয়া এবং ...! কিন্তু মানবস্বভাবের দাবী তা সমর্থন করে না। এজন্য ইসলামও কখনো কোন জনপদের উপর আরবী ভাষা চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেনি। ভাষার স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য ইসলাম রক্ষা করে এসেছে।

* মাতৃভাষা না পিতৃভাষা, মাতৃভূমি না পিতৃভূমি! আসল কথা হল, এটা নির্ধারিত হয় জাতি ও সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে। যে জাতির জীবন মাতৃকেন্দ্রিক, যেমন বাংলাদেশ, আপন ভূমি ও ভাষাকে তারা বলে মাতৃভূমি ও মাতৃভাষা, পক্ষান্তরে যে জাতি= ও সম্প্রদায় গভীরভাবে পিতৃকেন্দ্রিক, যেমন আরবজাতি, তাদের ভূমি ও ভাষা হল পিতৃভূমি ও পিতৃভাষা। আরবরা তো বরং পুরো বংশধারা উল্লেখ করে বলে থাকে أَرْضُ الآبَاءِ وَالأَجْدَادِ (পূর্বপুরুষের ভূমি/বাপদাদাদের দেশ)।

[২৯] তাত্ত্বিক পর্যায়ে তো এটি খুবই সহজ সরল সত্য, তবে বাস্তবে তা এমনই কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ ছিল যে, বড় থেকে বড় ব্যক্তিরও এ পথে অগ্রসর হওয়ার সাহস ও হিম্মত হত না। যারা আল্লাহ্র বিশিষ্ট বান্দা তাঁরা তো প্রয়োজন অনুভব করতেন, ভয় ছিল শুধু...! পক্ষান্তরে সাধারণ মানুষ তো এটিকে রীতিমত কোরআনের সঙ্গে চরম বেয়াদবিপূর্ণ আচরণ মনে করত। মূলত এটাই ছিল কারণ যে, প্রয়োজনের সুতীব্র অনুভব সত্ত্বেও দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত কেউ একাজে অগ্রসর হতে সাহসই করেননি। এমনকি আফ্রিকার কোন কোন দেশে তো একশতাব্দী আগেও কোরআনের তরজুমানির কোন উদ্যোগ রাষ্ট্রীয়ভাবে নিষিদ্ধ ছিল। আমার জানা নেই, তবে কারো কারো লেখায় দেখতে পেয়েছি, আলআযহার থেকেও এ বিষয়ে নিষিদ্ধতার ফতোয়া জারি করা হয়েছিল।

[৩০] সামনান ছিল তখনকার খোরাসান রাজ্যের রাজধানী, যার শাসক ছিলেন সৈয়দ ইবরাহীম। তিনি যেমন ছিলেন দুনিয়ার বাদশাহ, তেমনি ছিলেন আখেরাত ও রূহানী জগতের বাদশাহ। তাঁরই ঘর আলো করে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সৈয়দ আশরাফ সামনানী।

পনের বছর বয়সে পিতার মৃত্যুর পর তিনি খোরাসানের শাসনভার গ্রহণ করেন এবং দীর্ঘ দশবছর (৭২৭ হি.–৭৩৭ হি.) খুব সুনাম ও যোগ্যতার সঙ্গে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তারপর তাঁর আধ্যাত্মিক পিপাসা এত তীব্র হয় যে, ছোট ভাইয়ের হাতে শাসনভার অর্পণ করে তিনি বের হয়ে পড়েন আধ্যাত্মিক সাধনার উদ্দেশ্যে। তারপর বহু আধ্যাত্মিক আস্তানায় হাযিরা দিয়ে দিয়ে শেষে উপস্থিত হন দক্ষিণ হিন্দুস্তানের অযোধ্যায়; একসময় তিনি বাঙ্গাল মুলুকেও হাযির হন এবং শায়খ আলাউদ্দীন গানজে নাবাত রহ.র হাতে বাইআত হন। দীর্ঘ বার বছর তাঁর তত্ত্বাবধানে আধ্যাত্মিক সাধনায় নিয়োজিত থাকেন এবং খেলাফত লাভ করেন। শায়খের নির্দেশে তিনি হিন্দুস্তানের অযোধ্যায় কাছুছা নামক স্থানে খানকা স্থাপন করেন। সেখানেই তাঁর ইনতিকাল হয়।

ছিল যে, সাধারণ পর্যায়ে তো বটেই, আলিমসমাজেও তাতে প্রবল উত্তেজনা ও তোলপাড় সৃষ্টি হয়। এমনকি কোরআনের অবমাননার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে ফতোয়াও জারি করা হয়। শুধু তাই নয়, দু'একবার সশস্ত্র হামলা ও হত্যাপ্রচেষ্টার ঘটনাও ঘটেছে।[৩১]

পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে মানুষের বুঝে আসতে শুরু করে যে, ফারসি ভাষায় কোরআনের তরজুমানি কোরআনের অবমাননা নয়, বরং তা কোরআনের অতি প্রয়োজনীয় খেদমত। কারণ কোরআনের হিদায়াত তো আম-খাছ সমস্ত মুসলমানের জন্য। তো আরবীভাষার জ্ঞান যাদের নেই তাদের কোরআন বোঝার প্রধান উপায় হল তিলাওয়াতকারীর নিজের ভাষায়, বা তার বুঝের ভাষায় কোরআনের অর্থানুবাদ ও তরজুমানি প্রস্তুত করা এবং প্রকাশ করা।[৩২]

বলাবাহুল্য, হযরত শাহ ছাহেবের জীবন ও কর্মের বিপুল সমৃদ্ধির মধ্যে ফারসি ভাষায় কোরআনের তরজুমানি ছিল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্ম, সঙ্গত কারণেই যাকে বলা যায় অর্থানুবাদ ও তরজুমানির দুনিয়ায় দিকনির্দেশক কীর্তি।[৩৩] পরবর্তী সময়ে উর্দূভাষায় এবং অন্যান্য ভাষায় স্বীকৃত সমস্ত তরজুমানি মূলত হযরত শাহ্ ছাহেবের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেই সম্পন্ন হয়েছিল।

শাহ ছাহেবের সময় ফারসিই ছিল রাজভাষা এবং শিক্ষিত ও বিদ্বান সমাজে প্রচলিত ভাষা। তাই কোরআনের তরজুমানির জন্য তিনি ফারসি ভাষাকেই নির্বাচন করেছিলেন।

কিন্তু অবস্থার বেশ দ্রুতই পরিবর্তন হল। আর ওলামায়ে উম্মত সবসময় সমাজের পরিবর্তন ও পরিবর্তিত চাহিদার দিকে তীক্ষ্ণ নযর রাখতেন এবং এখনও রাখেন। তো যখন দেখা গেল, রাজ-

---

[৩১] গবেষকদের মতে হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ্ দেহলবী রহ. হিন্দুস্তানে ফারসি ভাষায় প্রথম তরজুমান নন, বরং সর্বশেষ তরজুমান। যেহেতু তাঁর আগের কোন তরজুমান সমাজে তেমন বরেণ্য বক্তি ছিলেন না, তাই তাদের তরজুমানির তেমন বিস্তার ঘটেনি এবং তা তেমন চর্চা ও বিরোধিতার মুখোমুখি হয়নি। পক্ষান্তরে হযরত শাহ ছাহেব ছিলেন পুরা হিন্দুস্তানের সর্বজনমান্য ব্যক্তি, তাই তা হিন্দুস্তানে তো বটেই, হিন্দুস্তানের বাইরে আফগানিস্তানেও অভূতপূর্ব সমালোচনা ও সহিংস বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিল। সম্ভবত সেখান থেকেই সাধারণ ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে, হিন্দুস্তানে হযরত শাহ ছাহেবের ফারসি তরজুমানিই ছিল প্রথম। এমনকি শুরুর দিকে তো এমনও ধারণা ছিল যে, হযরত শাহ ছাহেবই ছিলেন ফারসি ভাষায় কোরআনের প্রথম তরজুমান। আসল কথা হল, ভক্তির স্রোত ও ইতিহাসের ধারা অনেক সময় অভিন্ন হয় না।

এ ধারণার বিপক্ষে স্বয়ং হযরত শাহ ছাহেবের বক্তব্যই হচ্ছে অকাট্য প্রমাণ। কারণ তরজুমানির ভূমিকায় তিনি তাঁর সময়ে বিদ্যমান বিভিন্ন তরজুমানি সম্পর্কে (বিরূপ সমালোচনামূলক) মন্তব্য করেছেন; তারপর নতুন তরজুমানির প্রয়োজনীয়তার কথা সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন।

[৩২] যে পরম সত্যটি বুঝতে মানুষের দীর্ঘ সময় লেগেছিল তার প্রতি হযরত শাহ্ ছাহেব কিন্তু তাঁর তরজুমানির শুরুতেই সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করেছিলেন। কিন্তু ঐ যে লোকে বলে, ভক্তি ও যুক্তি চলতে চায় আলাদা আলাদা পথে এবং ফলও বয়ে আনে দুই বিপরীত মেরুর। হযরত শাহ্ ছাহেব فتح الرحمن নামে প্রকাশিত তার কোরআন-তরজুমানির ভূমিকায় লিখেছেন– 'আমরা যে সময়ে এবং যে ভূখণ্ডে বাস করছি সেই সময়ের এবং সেই ভূখণ্ডের মুসলিমানের কল্যাণকামনার এটাই দাবী যে, দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত সহজ সরল ও সাবলীল ফারসি ভাষায় কোরআনের তরজুমানি করা।

[৩৩] পাকভারত উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিম, শরী'আতের নিগূঢ় তত্ত্বের বিশারদ হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ দেহলবী রহ. মুযাফফর নগরের ফুলাত অঞ্চলে ২১ শে ফেব্রুয়ারি ১৭০৩ খৃ. জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দিল্লীতে মৃত্যুবরণ করেন ২০ শে আগস্ট ১৭৬২ খৃ.। তার পিতা শাহ্ আব্দুর্-রহীম তাঁর সময়ের স্বনামধন্য মুহাদ্দিছ ছিলেন।

ভাষারূপে ফারসির মর্যাদা মোটামুটি বহাল থাকলেও সমাজজীবনে ফারসির প্রভাব ও প্রতাপ কমে এসেছে, আর উর্দূভাষা খুব দ্রুত তার স্থান গ্রহণ করে নিয়েছে, বা নিচ্ছে তখন শাহ্ ছাহেবেরই সুযোগ্য দুই পুত্র যথাক্রমে হযরত শাহ্ রফী'উদ্দীন এবং হযরত শাহ্ আব্দুল কাদের রহ. উর্দূভাষায় কোরআনের অর্থপ্রকাশ ও তরজুমানির গুরুদায়িত্ব পালন করেন। এভাবে হিন্দুস্তানে হযরত শাহ্ রফী'উদ্দীনের তরজুমানিই সুপরিচিত এবং প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য প্রথম তরজুমানির স্বীকৃতি লাভ করে।[৩৪] পক্ষান্তরে হযরত শাহ্ আব্দুল কাদির রহ. লাভ করেন দ্বিতীয় তরজুমানের মর্যাদা।[৩৫]

এখানে বড় গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন। ভাষার পার্থক্য ও অবস্থার পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে পিতা শাহ ওয়ালিউল্লাহ্ ছাহেবের ফারসি তরজুমানির উপস্থিতি সত্ত্বেও তাঁরই সুযোগ্য ছাহেবযাদা হযরত শাহ্ রফী'উদ্দীন উর্দূভাষায় কোরআনের তরজুমানি করেছেন; ঠিক আছে, কিন্তু তাঁর স্বনামধন্য ছোট ভাই শাহ্ আব্দুল কাদির রহ. একই ভাষায় দ্বিতীয় তরজুমানি কেন করলেন! এর পিছনে কী যুক্তি ও প্রয়োজন কাজ করেছে?

উত্তর হল, শাহ্ রফী'উদ্দীন ছাহেবের তরজুমানি ছিল শব্দ ও প্রতিশব্দ- ভিত্তিক। পরিভাষায় এর নাম লফযী বা তাহতাল্-লফয তরজুমানি। অর্থাৎ কোরআনের ব্যাকরণগত তরতীব ও বিন্যাসের মধ্যে তিনি তেমন কোন পরিবর্তন আনেননি। শুধু আরবী শব্দের স্থলে উপযুক্ত উর্দূ প্রতিশব্দ ব্যবহার করেছেন। প্রথম তরজুমানি হিসাবে সেটাই ছিল যথার্থ। তদুপরি সেটাই ছিল তরজুমানির বুদ্ধিবৃত্তিক দাবী। অর্থ ও মর্ম স্পষ্ট করার জন্য আয়াতে কোরআনির সঙ্গে অতিরিক্ত কোন শব্দ তাতে যুক্ত করা হয়নি। উর্দূভাষার নিজস্ব যে প্রাঞ্জলতা ও সাবলীলতা, সেটা রক্ষা করার প্রতি মনোযোগ দেয়া হয়নি, বরং কোরআনের নিজস্ব ভাষা ও বিন্যাস অক্ষুণ্ন রাখার দিকেই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এককথায়, শাহ্ রফী'উদ্দীন ছাহেবের তরজুমানি একাডেমিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রয়োজন তো পুরা করেছে, তবে ব্যবহারিক ও হৃদয়বৃত্তিক প্রয়োজন পুরা করেনি। তো মোটামুটি এদুই প্রয়োজন পুরা করার লক্ষ্যেই হযরত শাহ্ আব্দুল কাদির রহ. প্রাঞ্জল ও সাবলীল ভাষায় কোরআনের দ্বিতীয় তরজুমানি প্রস্তুত করেন। ব্যবহারিক প্রয়োজন বলতে আমরা বুঝাতে চেয়েছি, কোরআনের যে বাণী ও বার্তা এবং পায়গাম ও আবেদন, অর্থানুবাদ ও তরজুমানিতে যেন তার প্রকাশ ঘটে। আর হৃদয়বৃত্তিক প্রয়োজন হল আয়াতে কোরআনির যে মর্মস্পর্শিতা, পাঠকচিত্ত যেন তা যথাসম্ভব অনুভব করতে পারে। তো তাহতাল্লফয তরজুমানি দ্বারা এ উদ্দেশ্য অর্জিত হওয়ার কথা নয়।

---

[৩৪] তিনি ছিলেন হযরত শাহ্ ছাহেবের দ্বিতীয় পুত্র। (জন্ম-১৭৫০ খৃ./১১৬৩ হি. মৃত্যু-১৮১৮ খৃ./১২৩৩ হি.) যদিও তাঁর জ্ঞানবত্তা ও প্রাজ্ঞতার স্বীকৃতি দিল্লী ও হিন্দুস্তানের বিদ্বান সমাজে যথেষ্ট ছিল, তবে সত্য এই যে, উর্দূভাষায় কোরআনের তরজুমানির যে অনবদ্য কীর্তি, সেটাই ছিল তাঁর খ্যাতি ও স্বীকৃতি এবং সর্বশ্রদ্ধা ও সর্বপ্রিয়তার আসল কারণ। বলা যায়, প্রথমে তিনি ছিলেন খ্যাতি ও মর্যাদার চূড়ায়, পরে অভিষিক্ত হয়েছেন শীর্ষচূড়ায়। আরবী ও ফারসী ভাষায় তাঁর বুৎপত্তি তো ছিলই, সেই সঙ্গে তখনকার দেহলবী উর্দূর উপরও তাঁর পূর্ণ দখল ছিল। যদিও ফারসিভাষায় অর্থানুবাদই ছিল তাঁর নিজস্ব অগ্রাধিকার এবং তাঁর দৃষ্টিতে পিতার তরজুমানিই ছিল আদর্শ। তবে সমাজের প্রয়োজন বিবেচনা করে উর্দূ ভাষায় তিনি নতুন তরজুমানির আয়োজন করেন।
হযরত শাহ্ রফী'উদ্দীন ছাহেব, তাঁর উর্দূ তরজুমানির কাজটি সম্পন্ন করেছেন আঠার শতকের শেষ দিকে। তবে তিনি নিজের কলমে তরজমা করেননি। তিনি মুখে বলতেন, আর তাঁর প্রিয় শাগিরদ নজফ আলী খান রহ. তা কলমবদ্ধ করতেন, যার পরিচিত নাম হল ইমলা।

[৩৫] তিনি হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ দেহলবী রহ.র তৃতীয় পুত্র। জন্ম ১১৬৬ হি./১৭৫৩ খৃ. মৃত্যু ৬৩ বছর বয়সে ১৯ শে রজব ১২৩০ হি./১৮১৪ খৃ.

সরল, প্রাঞ্জল, সাবলীল তরজুমানি দ্বারাই তা অর্জিত হওয়া সম্ভব। পরিভাষায় যাকে বলে 'বা মুহাবারা' তরজুমানি। এতে কোরআন বোঝার জটিল কাজটি যেমন সহজ হয়েছে তেমনি উর্দূ সাহিত্যকেও তা সমৃদ্ধ করেছে।[৩৬] শাহ্ আব্দুল কাদির ছাহেব তাঁর তরজুমানির নাম রেখেছেন موضح القرآن। হিন্দুস্তানী আলিম মাওলানা আখলাক হোসাইন কাসেমী হযরত শাহ আব্দুল কাদির ছাহেব রহ.র তরজুমানির সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন ماثر موضح القرآن নামক বড় আকারের বিস্তৃত পর্যালোচনামূলক কিতাবে, অনুবাদ-গবেষকদের কাছে যা অবশ্যই 'তীর্থ-গ্রন্থ'র মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য।[৩৭]

***

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করার জন্য শাহ আব্দুল কাদির ছাহেবের তরজুমানিরও একসময় নবায়ন ও সম্পাদনার প্রয়োজন দেখা দেয়। কারণ উর্দূভাষার বেশ কিছু শব্দ, বাক্যবিন্যাস ও বাগ্‌ধারা ততদিনে অপরিচিত বা পরিত্যক্ত হয়ে পড়েছে এবং...!

এ মহান দায়িত্ব পালনের জন্য হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.র চেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি আর কে হতে পারতেন! তদুপরি 'মাল্টার বন্দিজীবনের মাধ্যমে'

আল্লাহ্ তাঁকে পূর্ণ 'নিরিবিলি'ও করে দিয়েছিলেন[৩৮]। তিনি তাঁর সর্বোত্তম তাক্বওয়া ও বিনয় এবং সর্বোচ্চ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা নিয়ে এ কাজে অগ্রসর হলেন। শেষ পর্যন্ত মুযিহুল কোরআনের সম্পাদনা সম্পন্ন হল। এরপর কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর কাছে আল্লাহ্‌র ডাক এসে গেল। নিজের এ অমর কীর্তি মুদ্রিতরূপে দেখে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না, যদিও ছাপাখানায় চলে গিয়েছিল তাঁর জীবদ্দশাতেই। হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.-র তরজমা হিন্দুস্তানের মুসলিম সমাজে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এমনকি এখন পর্যন্ত তাঁর তরজুমানিই হচ্ছে

---

[৩৬] মূলত ব্যবহারিক ও হৃদয়বৃত্তিক বৈশিষ্ট্যের কারণেই 'অনুজ' শাহ ছাহেবের তরজমা 'অগ্রজ' শাহ্ ছাহেবের তুলনায় অনেক বেশী বিস্তার ও খ্যাতি অর্জন করেছে। অথচ 'অগ্রজ তরজুমানি' গবেষকমহলে গবেষণার প্রয়োজন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থেকে গিয়েছে।

[৩৭] 'তীর্থ-গ্রন্থ' এ অভিপ্রকাশ আমার পছন্দ, আপত্তি করার সুযোগ রয়েছে, তারা এর স্থলে পড়তে পারেন, 'অপরিহার্য গ্রন্থ'।

[৩৮] প্রথমে তো এটি ছিল আমার নিজস্ব অনুভূতি, কোন হাওয়ালা বা পূর্ববর্তী কারো বক্তব্য সামনে ছিল না। কিন্তু আলহামদু লিল্লাহ্, মান্য বড়দের কেউ কেউ আগেই এ উপলব্ধির কথা লিখেছেন, এমনকি হযরত শায়খুল হিন্দে রহ.-এর প্রকৃত 'জানশীন' হযরত মাওলানা হোসায়ন আহমদ মাদানী রহ নিজেও তা লিখেছেন; তখন, সত্যি বলছি, আমার আত্মিক প্রশান্তি ও রূহানী সুকূনের কোন সীমা থাকল না। হযরত মাদানী রহ.-এর মন্তব্য দেখুন– হিন্দুস্তানে তিনি তরজুমানির কাজ দীর্ঘ দিন ধরে করছিলেন, কিন্তু বহুমুখী কর্মব্যস্ততা এবং বিচিত্ররকম মানুষের সমাগম, বলতে গেলে কাজের সুযোগই দিচ্ছিল না। সম্ভবত এ-কারণেই কুদরত তাঁকে মাল্টার বন্দীজীবনে নিয়ে ফেলেছিল, যেখানে তাঁর সামনে শুধু অবসরই অবসর ছিল।*

হিন্দুস্তানে দীর্ঘ তিনবছর কয়েক মাসের মধ্যে মাত্র দশপারা (২৪শে জুমাদাল আখিরা ১৩৩০ হি.) সূরা তাওবা পর্যন্ত তরজুমানি সম্পন্ন হয়েছিল। এরপর দীর্ঘদিন তরজমা আর একটুও অগ্রসর হতে পারেনি। ১৩৩৩ হিজরীতে ৭ই যিলকাদ, হিজরতের নিয়তে তিনি হজ্বের সফরে রওয়ানা হলেন। সেখান থেকে ইংরেজের হাতে বন্দী হয়ে মাল্টার কঠিন বন্দীজীবনের সম্মুখীন হন। ১৩৩৫ হি. শাওয়াল থেকে তিনি মাল্টায় তরজুমানির কাজ শুরু করলেন। একবছরের কম সময়ে ২সরা শাওয়াল ১৩৩৫ হি. বাকি বিশপারার তরজুমানি সম্পন্ন করেন।

উর্দূভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত ও সর্বাধিক পঠিত।[৩৯]

তারপর তাফসীরের কিতাব বয়ানুলকোরআনকে অবলম্বন করে হযরত হাকীমুল উম্মত শাহ্ আশরাফ আলী থানবী রহ.-র অতুলনীয় তরজুমানি আত্মপ্রকাশ করল।[৪০] যুগোপযোগিতার দিক থেকে এর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য তো ছিলই, এমনকি পরবর্তীদের জন্য তার কল্যাণকরতা ছিল অপরিসীম। বিশেষ করে তাঁর ছোট ছোট বন্ধনীগুলো বড় বড় জটিলতার নিরসনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।[৪১]

উর্দূভাষায় কোরআনের অর্থানুবাদ ও তরজুমানির এ ধারা সেই যে শুরু হয়েছে, আজও তা অব্যাহত রয়েছে। এক পরিসংখ্যানমতে উর্দূভাষায় তরজুমানির সংখ্যা বেশ আগেই তিনশ ছাড়িয়ে গিয়েছে। পর্যালোচনার

কষ্টিপাথরে প্রতিটি তরজুমানি হয়ত উত্তীর্ণ হবে না,[৪২] তবে বেশ কিছু তরজুমানি সার্থক প্রমাণিত হয়েছে। উর্দূভাষার নির্ভরযোগ্য তরজুমানির সিলসিলায় সম্ভবত সর্বশেষ সংযোজন হচ্ছে আল্লামা তাক্বী উছমানী মু.র ব্যাখ্যামূলক টীকাসহ আসান তরজমা, বাংলায় যার ভাষান্তর করেছেন আমার প্রিয় মাওলানা আবুল বাশার মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম। তাঁর ভাষান্তর মোটামুটি গ্রহণযোগ্য, তবে প্রয়োজনীয় সময় ব্যয় করলে আরো সুন্দর হতে পারে।

***

এবার আসি বাংলাভাষায় সম্পন্ন কোরআনের অর্থানুবাদ ও তরজুমানির বিষয়ে। বিশ্বের ভাষাসমাজে

---

[৩৯] হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. নিজেই লিখেছেন, এটি তাঁর স্বতন্ত্র কোন কর্ম নয়, বরং শাহ আব্দুল কাদির রহ. এর তরজুমানির সংস্কার মাত্র, যার প্রয়োজন, কোন ত্রুটির কারণে নয়, বরং যুগের রুচি ও ভাষার ধারা পরিবর্তনের কারণে দেখা দিয়েছিল। তাই শুরুতে হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. তাঁর কাজের কোন নাম চিন্তা করতে প্রস্তুত ছিলেন না। পরে অনিবার্য প্রয়োজনে নাম রেখেছেন موضح الفرقان হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. নিজেই তাঁর তরজুমানির ভূমিকায় এ বিষয়ে বিশদ আলোকপাত করেছেন।

[৪০] হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. ছিলেন উস্তায এবং হযরত হাকীমুল উম্মত রহ. তাঁর সুযোগ্য শাগিরদ।

[৪১] তরজুমানির ক্ষেত্রে অত্যন্ত অভূতপূর্ব পন্থা তিনি অবলম্বন করেছেন। প্রথম তরজুমানি ছিল ব্যাখ্যামূলক বন্ধনী থেকে প্রায় মুক্ত অবস্থায়, তারপর দ্বিতীয় তরজুমানি ছিল ব্যাখ্যামূলক প্রচুর বন্ধনীযুক্ত অবস্থায়। মাঝখানে এই বন্ধনীগুলোর কল্যাণে বড় বড় তাফসীরী জটিলতা খুব সহজেই দূর হয়ে যায়। যদিও এ অভিজ্ঞতা আমার আগেও হয়েছে, তবে বাংলায় অর্থানুবাদের কঠিন কাজটি করার সময় এ অভিজ্ঞতা আরো নিবিড়ভাবে অর্জিত হয়েছে। অন্তর্জ্ঞানীগণ যে বলেছেন, 'হযরত হাকীমুল উম্মত যা করেছেন তা একদিকে সম্প্রসারিত তরজমা, অন্যদিকে সঙ্কুচিত তাফসীর!' এ মন্তব্যের যথার্থতা বেশ হৃদয়ঙ্গম হয়েছে। হযরত হাকীমুল উম্মতকে আল্লাহ্ তা'আলা উম্মতের পক্ষ হতে আজরে 'আযীম দান করুন, আমীন।

সাহস করে একটা কথা এখানে বলতে চাই, দু'বার দুই ধারায় তরজুমানি লেখার পক্ষে হযরত হাকীমুল উম্মতের চিন্তায় কী যুক্তি ও কল্যাণ ছিল তা তো আমাদের জানা নেই, তবে সাধারণভাবে মনে হয়, এতে কাজটি 'অনাবশ্যক' দীর্ঘ হয়ে = গিয়েছে। প্রথম দফাতেই যদি ব্যাখ্যামূলক বন্ধনীযুক্ত তরজুমানি লিখতেন, তাহলে দীর্ঘ পুনরুক্তি থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব হত।

[৪২] স্বয়ং হযরত থানবী রহ. লিখেছেন, 'কতিপয় মানুষ শুধু বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে চরম অসতর্কতার সঙ্গে কোরআনের তরজুমানি প্রকাশ করা শুরু করেছে, যাতে প্রচুর পরিমাণে শরিয়াতের বিপরীত বিষয় ও বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে, যা সাধারণ মুসলিমানের জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছে। (বয়ানুল কোরআনের ভূমিকা)

বাংলাভাষা –কোন সন্দেহ নেই– অত্যন্ত সমৃদ্ধ একটি ভাষা। জনসংখ্যার দিক থেকেও এ ভাষার স্থান উর্দূর বেশ উপরে। বর্তমানে প্রায় পঞ্চাশ কোটি মানুষ বাঙ্গালী ও বাংলাভাষী, যার বেশীর ভাগই মুসলিম। সুতরাং মুসলিম জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ব্যবহারিক প্রয়োজনে, তদুপরি অমুসলিম বাঙ্গালী জনগোষ্ঠীর দাওয়াতি প্রয়োজনে বহু আগেই বাংলায় কোরআনের অর্থপ্রকাশ ও তরজুমানি সম্পন্ন হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু হয়নি, হয়েছে অনেক পরে।

কেন এই বিলম্ব? অনেক কারণের একটি কারণ, বঙ্গসমাজের আহলে ইলম, অধিকাংশেরই লেখাপড়া ও শিক্ষাজীবন সম্পন্ন হয়েছে দারুল উলূম দেওবন্দসহ হিন্দুস্তানের বিভিন্ন বিদ্যাঙ্গনে, আর শিক্ষার মাধ্যম ছিল উর্দূ ও ফারসি। সুতরাং বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে তাঁদের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক তৈরী হওয়ার সুযোগ ঘটেনি। অথচ নির্ভরযোগ্য তরজুমানির জন্য আরবীভাষার উপর পূর্ণ সক্ষমতা যেমন জরুরি তেমনি জরুরি হল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উপর পূর্ণ পারঙ্গমতা।[৪৩]

বিলম্বে শুরু হলেও উর্দূ তরজুমানির মত বাংলা অর্থানুবাদের তালিকাও বেশ দীর্ঘ। তবে উর্দূভাষার তরজুমানির ক্ষেত্রে হযরত হাকীমুল উম্মত থানবী রহ. যে কঠিন মন্তব্য করেছেন, বাংলাভাষার ক্ষেত্রে তা আরো তিক্তভাবে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। কোরআনুল কারীমের অর্থানুবাদের ক্ষেত্রে এমন বেপরোয়া আচরণ করা হয়েছে, যা পৃথিবীতে মানুষের তৈরী কোন সংবিধানের তরজমার ক্ষেত্রেও সম্ভবত করা হয়নি। এমনও মানুষ আছেন, যিনি উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা হিসাবে অবসরে গিয়েছেন এবং অবসর যাপনের উপায় হিসাবে কোরআনের, আল্লাহ্‌র কালামের তরজুমানির 'সহজ' কাজটি বেছে নিয়েছেন। তিনি তো আরবী জানেন না! জানেন না মানে, বিশুদ্ধভাবে হরকতযুক্ত কোরআন পড়তে পর্যন্ত পারেন না! তাহলে তরজুমানি করলেন কীভাবে! তার জন্য সহজ পথ বের করে নিয়েছেন এই যে, ইংরেজি ভাষার অর্থানুবাদ সামনে রেখে বাংলায় ভাষান্তর করেছেন! এভাবে পরিচয় অর্জন করেছেন বাংলাভাষায় কোরআনের তরজুমান। তিনি আবার স্বীকার করছেন, ইংরেজির চেয়ে বাংলাটা কম জানেন! আল্লাহ্‌র কালামের সঙ্গে এ কত বড় অনাচার তা তো বলাই বাহুল্য।

অথচ বিশেষজ্ঞ আহলে ইলম পরিষ্কার ভাষায় লিখেছেন, কোরআনের তরজুমানির কঠিন ও জটিল কাজ তিনিই শুধু করতে পারেন, তরজুমানির ভাষার উপর যার পূর্ণ দখল ও সাহিত্যিক পারঙ্গমতা রয়েছে, সেই সঙ্গে–

---

[৪৩] যে সমস্ত মাননীয় আলিম উর্দূভাষায় কোরআনের তরজুমানি করেছেন, আরবী-ভাষায় পারঙ্গমতার পাশাপশি উর্দূ ভাষার উপর তাঁদের দখল, তাঁদের সাহিত্যজ্ঞান ও কাব্যরুচি ছিল এতই উচ্চস্তরের যে, উর্দূভাষার যারা উস্তায তারা পর্যন্ত তাঁদের অনুকূলে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দিয়েছেন। বাংলাভাষায় অবস্থা ছিল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। এ ভাষার সঙ্গে বাংলার আহলে ইলমের পরিচয় ও অন্তরঙ্গতা এখন যা-ই আছে, তখন তো মোটেও ছিল না।

উর্দূভাষায় আহলে ইলমের পারঙ্গমতা প্রসঙ্গে হযরত শায়খুল হিন্দের একটি ঘটনা আশা করি আমাদের জন্য শিক্ষণীয় হবে, যা তাঁর দেওবন্দে অবস্থানকালে ঘটেছিল। হযরত মাদানী রহ. লিখেছেন, 'উর্দূকাব্যচর্চায় তাঁর স্থান এত উচ্চে ছিল যে, মির্যা গালিবের অন্যতম প্রিয় শিষ্য হরগোপাল তাফতা* কোন উপলক্ষে একবার দেওবন্দ এসেছিলেন। খবর পেয়ে হযরত শায়খুল হিন্দ তাকে না ডেকে, নিজেই কয়েকজন খাদেমসহ তার অবস্থান ক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। তাফতা তো অবাক!

দিনভর দু'জনের মধ্যে যথেষ্ট কাব্যচর্চা হল। হযরত শায়খের কাব্যসঞ্চয় ও কাব্যজ্ঞান দেখে তাফতা অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে বললেন, সারাজীবনে আমি এর তুলনা দেখিনি...

আরবীভাষার ছারফী, নাহবী ও লোগাতী জ্ঞান সর্বোচ্চ পরিমাণে থাকতে হবে।[৪৪] বৃহৎ অর্থে বালাগাত (অলঙ্কার) শাস্ত্রে সর্বোচ্চ জ্ঞান থাকতে হবে।

***

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল বাংলাভাষায় কোরআনের সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ কে করেছেন! এ বিষয়ে যথেষ্ট ধোঁয়াশা রয়েছে। ব্রহ্মসমাজের গিরিশচন্দ্র সেনের নাম উচ্চারিত হলেও গবেষকদের মতে এ তথ্য সঠিক নয়। আসলে তিনি ছিলেন ঐ-তরজুমানির প্রকাশক ও অর্থ-যোগানদাতা! এই সুবাদে আর্থিক মুনাফাভোগকারী। ঐ তরজুমানের প্রকৃত তরজুমান ছিলেন জনাব মওলভী নাঈমুদ্দীন। তাঁর তরজুমানির সময়কাল ছিল ১৮৩৬ সাল।[৪৫] গবেষক আলিমদের মতে ঐ তরজুমানি অগ্রগামিতার গৌরবে অভিষিক্ত হলেও তা যথেষ্ট ত্রুটিপূর্ণ। বিশদ আলোচনার এখানে

---

[৪৪] ছারফী জ্ঞান মানে শব্দের ধাতুমূল ও তার বিভিন্ন রূপান্তর ও অর্থান্তরসম্পর্কিত জ্ঞান। নাহবী জ্ঞান মানে ব্যাকরণগত জ্ঞান। অর্থাৎ আয়াতের বাক্যবিন্যাসে শব্দটির ব্যাকরণত অবস্থান কী, এই বিষয়ক জ্ঞান। বলাবাহুল্য, ব্যাকরণগত সামান্য বিচ্যুতি অনেক সময় মারাত্মক অর্থবিচ্যুতির কারণ হতে পারে। পক্ষান্তরে সাধারণ অর্থান্তর তো হতেই পারে! এ ক্ষেত্রে আহলে ইলম যে উদাহরণটি পেশ করেন তা হল–

وَأَرْجُلِكُمْ এবং وَأَرْجُلَكُمْ

এর উপর ভিত্তি করে, 'অযুতে পা ধোয়া হবে, না মসেহ করা হবে', এমন ফিকহী মতভেদেরও উদ্ভব ঘটেছে।
অনেক সময় ধাতুমূল ও মাছদারের ভিন্নতার কারণে, বা অন্যান্য কারণে একই শব্দের বহু অর্থ থাকে। এর মধ্যে কোরআনে শব্দটি কোন অর্থে এসেছে, এই জ্ঞান থাকা খুব জরুরি। وَعْد ধাতুমূল থেকে অর্থ হল ওয়াদা করা, প্রতিশ্রুতি দেয়া। আবার وَعِيد ধাতুমূল থেকে অর্থ হল হুমকি দেয়া, ভয় দেখানো। অথচ উভয়ক্ষেত্রে ক্রিয়ারূপ অভিন্ন।
الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ এর অর্থ (আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করার ক্ষেত্রে) শয়তান তোমাদের ভয় দেখায় দারিদ্র্যের। একই আয়াতে وَاللهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ এর অর্থ হল, আর আল্লাহ্‌ তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন নিজের পক্ষ হতে মাগফিরাতের..
ইলমে ক্বিরাআত একটি গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্র, যার প্রধান বিষয় হচ্ছে কোরআনী শব্দের পঠনপার্থক্য। আরেকটি বিষয় হচ্ছে, আয়াতের মাঝে কোথায় থামা হবে, বা হবে না। এতেও অর্থের তারতম্য ঘটে যায়। তো এ বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান থাকতে হবে।
ইত্যাদি আরো কিছু বিষয় আছে, যেগুলো সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের জ্ঞান ছাড়া কোরআনের তরজুমানি ও তাফসীরের দুর্গম পথে প্রবেশের চিন্তাও করা উচিত নয়।

[৪৫] গিরিশচন্দ্র সেনের জন্ম ১৮৩৫ সালে। অর্থাৎ তার জন্মের একবছর পরে জনাব নাঈমুদ্দীন কোরআনের তরজুমানি সম্পন্ন করেন। বহু বছর পরে ১৮৮৬ সালে গিরিশচন্দ্র সেন উক্ত অনুবাদ প্রকাশের ব্যবস্থা করেন।
কথিত আছে, গিরিশ চন্দ্র সেনের আগে রাজেন্দ্র লাল মিত্র নামে একজন হিন্দু কোরআনের অর্থানুবাদ করেছেন। ইউরোপের বহু অমুসলিম বিভিন্ন উদ্দেশ্যে তাদের ভাষায় কোরআনের অর্থানুবাদ করেছেন। অনেক চিন্তাভাবনার পর আমাদের স্থির চিন্তা এই যে, কোন অমুসলিমের বিন্দুমাত্র বৈধতা নেই কোরআনের অর্থানুবাদ করার। কারণ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ এর অন্তর্নিহিত মর্ম অনুযায়ী যার অন্তরে ঈমানের তাহারাত ও পবিত্রতা নেই, আছে শির্‌ক বা কুফুরের নাজাসাত ও অপবিত্রতা, তার পক্ষে এ কাজে হাত দেয়া রীতিমত অপরাধ।

অবকাশ নেই, খোলাছা কথা হল, তাতে শব্দনির্বাচনে যথেষ্ট ত্রুটি ও অকুশলতা রয়েছে। তদুপরি অনুবাদের ভাষা অত্যন্ত শ্রুতিকটু পর্যায়ে সংস্কৃতপ্রধান।

অনেক পরের আরেকটি তরজুমানি হল মাওলানা মুবারক করীম জওহরকৃত। ভূমিকায় তাঁর একটি মন্তব্য থেকেই তরজুমানির প্রকৃতি অনুধাবন করা যাবে। তিনি বলেন, 'বড় দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, আরবী, ফারসি, উর্দূমিশ্রিত এ সমস্ত অনুবাদ দ্বারা কোরআনের মর্ম উপলব্ধি করা কিছুতেই সম্ভব নয়।'

তিনি যে সমস্ত উদাহরণ দিয়েছেন তার মধ্যে ঈমান শব্দটিও রয়েছে। এবার বুঝুন, কী মানসিকতা কাজ করেছে তরজুমানির পিছনে।

একটি দুঃখজনক বিষয় এই যে, বাংলাভাষায় কোরআনের মৌলিক অনুবাদ এ পর্যন্ত খুব একটা হয়নি। প্রথম যে অনুবাদটি পূর্ণাঙ্গরূপে আমাদের হাতে এসেছে সেটি মূলত শাহ আব্দুল কাদির রহ.এর উর্দূ অনুবাদের অনুবাদ। পক্ষান্তরে কেউ কেউ তরজমা শায়খুল হিন্দ-এর বাংলা অনুবাদ করেছেন। বয়ানুল কোরআনেরও বাংলা অনুবাদ হয়েছে। সম্প্রতি হযরত আল্লামা তাক্বী উছমানী মু.-এর আসান তরজমার বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এগুলোর গ্রহণযোগ্যতা যেমনই হোক, তা গৌরবের বিষয় কিছুতেই নয়।

ফারসি ও উর্দূভাষার অর্থানুবাদ অগ্রবর্তী হিসাবে, বাংলা তরজুমানির ক্ষেত্রে সেগুলো সহায়ক হিসাবে অবশ্যই সামনে থাকতে পারে এবং থাকবে; তবে স্বীকার করতেই হবে যে, অনুবাদের অনুবাদ কিছুতেই মূল অনুবাদ নয়। অবশ্য বলতে দ্বিধা নেই যে, অনুবাদের অনুবাদগুলো মোটামুটি গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে।

***

হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ দেহলবী রহ. এবং পরবর্তী যুগে হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. কোরআনের অর্থানুবাদ ও তরজুমানি প্রকাশের বিধিবিধান ও নিয়ম-নীতি সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন। তারা উভয়ে প্রধানত যথাক্রমে আরবী ও ফারসি এবং আরবী ও উর্দূ-ভাষার তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। কারণ প্রথমজনের তরজুমানি ছিল ফারসিতে, আর দ্বিতীয়জনের তরজুমানি ছিল উর্দূতে। সুতরাং বাংলাভাষায় অর্থানুবাদের ক্ষেত্রে স্বভাবতই আলোচনা হবে আরবী ও বাংলাভাষাকে কেন্দ্র করে।

খোলাছা কথা, অর্থানুবাদ যে ভাষায়ই হোক, মৌলিক বিষয়গুলো কিন্তু অভিন্ন। হযরত শাহ্ ছাহেব ও শায়খুল হিন্দ, উভয়ের মতে, তরজুমানকে আরবীভাষার গতি-প্রকৃতি এবং কোরআনের বয়ানের রূহ ও প্রাণ যেমন অনুভব করতে হবে তেমনি তাকে তরজুমানির যে ভাষা, তার গতি-প্রকৃতি, তার বাগ্‌ধারা ও অলঙ্কার, বাক্যের বিন্যাস ও অগ্র-পশ্চাৎ এবং শব্দের অর্থ ও মর্মগত সূক্ষ্মতার বিষয়ে হতে হবে পূর্ণ সচেতন।

অর্থানুবাদের সময় প্রধানত তাকে অনুবাদের ভাষার দাবীগুলোই রক্ষা করতে হবে। সেই সঙ্গে মূল কোরআনের যতটা নিকটে থাকা সম্ভব, সে চেষ্টা করতে হবে।

মূল কাজ হবে, কোরআনের ভাব ও মর্ম এবং বার্তা ও পয়গাম থেকে যেন বিচ্যুতি না ঘটে, তদুপরি আল্লাহ্‌র কালামের আবেদন ও প্রাণরস যেন অর্থানুবাদে অক্ষুণ্ন থাকে।

তারপর হযরত শাহ্ ছাহেব ও হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. আলোচনা করেছেন ফেয়েল ও ফায়েল প্রসঙ্গ। ছিফাত ও মাওছূফ, তামীয, মফউলে মুতলক ও অন্যান্য প্রসঙ্গও এসেছে। উপক্রিয়া اسْتِ এবং ہے প্রসঙ্গও রয়েছে, বাংলায় যার প্রতিশব্দ হল 'রয়েছে/আছে'

হুরূফুল জার্, পরিভাষায় যার নাম ছিলাহ্, এ বিষয়ে হযরত শাহ্ ছাহেব ও হযরত শায়খুল হিন্দ আলোচনা করে দেখিয়েছেন, কীভাবে ফারসি ও উর্দূভাষার নিজস্ব প্রকৃতি ঠিক রেখে আরবীতে যেখানে ছিলাহ্ নেই, তরজমায় প্রয়োজনীয় ছিলাহ্ ব্যবহার করা হবে; আবার আয়াতে ছিলাহ্ রয়েছে, অথচ অনুবাদ-ভাষার নিয়মে ছিলাহ্ এড়িয়ে যেতে হবে। কখনো বা ছিলাহ্র পরিবর্তন করতে হবে।

বাংলাভাষায় অর্থানুবাদের ক্ষেত্রে একই কথা, বাংলা অর্থানুবাদগুলোতে যা কমই রক্ষা করা হয়েছে। তাতে হয় আরবীভাষার, না হয় উর্দূভাষার ছায়া ও ছাপ রয়ে গিয়েছে।

***

এখানে সাধারণ তরজমার কথা আলোচনা করছি না; করছি কোরআনের অর্থানুবাদ ও তরজুমানির প্রকার-প্রকৃতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা। শাহ ছাহেব ও শায়খুল হিন্দ উভয়ে এ বিষয়ে তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলেছেন। কোরআনের তরজুমানির প্রথম প্রকার হল শব্দানুগামী, পরিভাষায় যার নাম হল তাহতাল্-লফয তরজুমানি। এটি আবার হতে পারে বিভিন্ন মাত্রায়, একেবারে শতভাগ শব্দানুগামী, আবার শব্দানুগামিতার পরেও ভাব ও মর্মের সহজায়নের প্রতি পূর্ণ সচেতনতা।

শাহ ছাহেব ও শায়খুল হিন্দ রহ. উভয়েই শব্দানুগামিতার, বিশেষ করে শতভাগের বিপক্ষেই মত প্রকাশ করেছেন। তাঁরা ন্যূনতম শব্দানুগামিতার অনুমতি দিয়েছেন, কোরআনের বুঝ অর্জনের ক্ষেত্রে যা বাধা নয়।[৪৬]

দ্বিতীয় প্রকার হল মূলানুগ সরল অর্থানুবাদ, পরিভাষায় যাকে বলে 'বা-মুহাবারা তরজুমানি। এরও বিভিন্ন স্তর ও মাত্রা রয়েছে।[৪৭] সর্বোচ্চ মাত্রা হল, আয়াতের মূল বক্তব্য অক্ষত রেখে ভাষার সরলতা, সাবলীলতা ও প্রাঞ্জলতা পূর্ণ মাত্রায় রক্ষা করা।

কোরআনের অর্থানুবাদের তৃতীয় পন্থা হল শব্দানুগামী ও সরল অনুবাদের সমন্বয় করা, যাতে উভয়ের উদ্দেশ্যই রক্ষিত হয়। শাহ্ ছাহেব রহ. বলেছেন, অর্থানুবাদের এ তিনটি ধারার মধ্যে যদিও কিছু ভালো দিক আছে, তবে বেশকিছু ত্রুটিও আছে। তাই তিনপন্থা পরিহার করে তিনি চতুর্থ পন্থা অনুসরণ করেছেন। পুরো বক্তব্যটি সংক্ষেপে হযরত শাহ্ ছাহেবের কলমেই পেশ করা

---

[৪৬] আশ্চর্যের বিষয় হল, তাহতাল্-লফয তরজুমানির প্রতি হযরত শাহ্ ছাহেবের অসমর্থন সত্ত্বেও তাঁর ছাহেবযাদা হযরত শাহ রফী'উদ্দীন রহ. উর্দূভাষার প্রথম অর্থানুবাদে শতভাগ তাহতাল্-লফয-এর পন্থা অনুসরণ করেছেন। তাতে আয়াতের মূল কাঠামো অনুধাবন করা সম্ভব হলেও, মূল বক্তব্য ও তার আবেদন অনুভব করা দুরূহ হয়ে পড়েছে। পক্ষান্তরে তাঁর অনুজ হযরত শাহ্ আব্দুল কাদির রহ. আয়াতের বক্তব্য ও আবেদন রক্ষা করার জন্য বা-মুহাবারা অর্থানুবাদের পন্থা অনুসরণ করেছেন। বলা যায়, মহান পিতার ফারসি তরজুমানির উর্দূ সংস্করণ।
আমার মনে হয়, উভয়ের তরজুমানির উদ্দেশ্যই যেহেতু ছিল ভিন্ন সেহেতু প্রশ্ন করার সঙ্গত কারণ নেই।

[৪৭] হযরত শাহ্ আব্দুল কাদির রহ. এবং তাঁর অনুসরণে হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. এই প্রকারের সর্বনিম্ন ও ন্যূনতম মাত্রা অবলম্বন করেছেন। পক্ষান্তরে হযরত থানবী রহ. অনুসরণ করেছেন যথেষ্ট উচ্চ মাত্রা। সর্বশেষ উদাহরণরূপে আল্লামা তাক্বী উছমানী অনুসরণ করেছেন, বলা যায় সর্বোচ্চ মাত্রা।

সঙ্গত মনে হচ্ছে। কারণ বিষয়টি অতি তাৎপর্যপূর্ণ; তদুপরি, বাংলায় নিজের তরজুমানিতে আমি চেষ্টা করেছি এ পন্থাটিই অনুসরণের।

তিনি লিখেছেন, '....চিন্তাভাবনার পর অর্থানুবাদের এ তিনটি পন্থার ত্রুটিগুলো যখন আমার সামনে পরিষ্কার হল[৪৮] তখন আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, একটি চতুর্থ পন্থা নির্ধারণ করা হোক, যাতে উপরের তিনটি পন্থার গুণ ও সৌন্দর্যগুলো তো থাকবে, তবে ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতাগুলো থেকে তা মুক্ত হবে। এভাবে একদিকে তো আমি তাহতাল্-লফয তরজুমানির পথ অনুসরণ করেছি এবং তার মধ্যে যে সমস্ত ত্রুটি হতে পারত সেগুলোর সংশোধন করেছি, অন্যদিকে বা-মুহাবারা তরজুমানিও চিন্তায় রেখেছি এবং মুশকিল ও জটিল স্থানগুলোর সুরাহা করার জন্য কার্যকর কিছু উপায় নির্ধারণ করেছি। ....

দুই ভাষার (তারকীব ও বিন্যাসের) মধ্যে ভিন্নতার অনেক ক্ষেত্র রয়েছে, এটা উল্লেখ করে শাহ ছাহেব উদাহরণসহ নয়টি ক্ষেত্রে বিস্তারিত বয়ান দিয়ে শেষে লিখেছেন–

'ভিন্নতার এসমস্ত ক্ষেত্রে বক্তব্যের সহজায়ন ও স্পষ্টায়নের জন্য অর্থানুবাদক কিছু পরিবর্তন (এবং ভিন্ন তরকীব ও বিন্যাস অবলম্বন) করতে বাধ্য হয়ে যান। আর একটি স্বীকৃত বিধান হল– الضَّرُوراتُ تُبِيحُ المَحظُوراتِ প্রয়োজন অসিদ্ধকে সিদ্ধতা দান করে।

পরবর্তী বক্তব্যে শাহ ছাহেব লিখেছেন, مفعول لہ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে আসে, সুতরাং উদ্দেশ্যের দিকে খেয়াল রেখেই ফারসিতে তরজুমানি করতে হবে। একই কথা حال সম্পর্কে। আরবীতে تمييز এর বিভিন্ন ধরন ও প্রকার রয়েছে, এগুলোর অর্থানুবাদও ফারসি ভাষার নিয়ম অনুযায়ী বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকম হবে।

হযরত শাহ ছাহেব এভাবে তার বক্তব্যের ইতি টেনেছেন, 'মোটকথা ভাষান্তরের যে শাস্ত্র তাতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অনেক বিষয় রয়েছে। (কোরআনের) তরজুমানির ক্ষেত্রে আমি কোন ব্যক্তি বা কিতাবের সাহায্য ছাড়া নিজেই চিন্তাভাবনা করে পথ চলেছি। তদুপরি অনিবার্য কারণে কাজের মাঝখানে

---

[৪৮] ত্রুটিগুলো হযরত শাহ ছাহেব যদি উল্লেখ করতেন, আমাদের জন্য তা বড় 'চিন্তা-সম্পদ হতে পারত। গভীর চিন্তাভাবনার পর আমাদের মনে হয়েছে –আল্লাহু আ'লাম– পূর্বোক্ত তিনটি পন্থায় প্রথম ত্রুটি হল কোরআনের 'আসমানী মাহাওল' ও ঐশী আবহ পূর্ণমাত্রায় রক্ষিত না হওয়া। অর্থাৎ এমন পর্যায়ের সুখপাঠ্যতা ও মর্মস্পর্শিতা যাতে কোরআনের মর্মস্পর্শিতার যথাসম্ভব ছায়াপাত ঘটে। ফার্সিভাষায় আমার জ্ঞান সামান্য ও সীমিত, তবু বুঝতে পারি, হযরত শাহ ছাহেব তাঁর চতুর্থ পন্থায় এ মাত্রা অর্জনে খুব সফল হয়েছেন, যা পরবর্তীদের জন্য মাইলফলক-রূপে কাজ করছে।

দ্বিতীয় ত্রুটি হল, শব্দচয়নে তরজুমানির ভাষাকে অগ্রাধিকার দিতে না পারা। এক্ষেত্রে কর্তব্য হল, শব্দের অর্থ নির্ধারণে কোরআনি লফযের প্রকার-প্রকৃতি এবং ভাব ও আবহ সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন হতে হবে, কিন্তু প্রতিশব্দ নির্বাচনে তরজুমানির ভাষাকে যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে। হযরত শাহ্ ছাহেব তাঁর চতুর্থ পন্থায় সেটাই সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছেন।

তৃতীয় ত্রুটি হল বক্তব্যপ্রধান তরজুমানির পরিবর্তে বাক্যপ্রধান তরজুমানি। অর্থাৎ বক্তব্যের স্পষ্টতা ও সহজতার জন্য বাক্যের আকার-প্রকারে পরিবর্তন আনা, যা করা হয়নি। হযরত শাহ ছাহেব এ বিষয়টি লক্ষ্য রেখেছেন।

তবে মনে রাখতে হবে, উপরের বিষয়গুলো হযরত শাহ ছাহেবের উচ্চ চিন্তায় ত্রুটি মনে হলেও সাধারণভাবে তাতে তরজুমানির গ্রহণযোগ্যতা তেমন ক্ষুণ্ন হয় না, সর্বোচ্চ মান যদি রক্ষিত নাও হয়।

দীর্ঘ দীর্ঘ বিরতি হয়েছে। সুতরাং হতে পারে, কোথাও কোথাও নিজেরই নির্ধারিত পন্থা থেকে সরে এসেছি। তো আশা করি ভাগ্যবান বন্ধুরা দ্বীনী ভ্রাতৃত্বের বিষয় বিবেচনায় রাখবেন এবং আমার সংশোধনের প্রয়াস পাবেন। .....

***

এখন আমার নিজের অর্থানুবাদ সম্পর্কে কিছু কথা। কোরআনুল কারীমের 'আসমানী ভাষা' যখন থেকে বুঝতে শুরু করেছি তখন থেকেই বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রায় সমস্ত অর্থানুবাদ অধ্যয়ন করে আসছি, গভীর মনোযোগের সঙ্গে, সমালোচক ও পর্যালোচকের দৃষ্টিতে। বিশেষ করে তাফসীরে আশরাফী, যা মূলত হযরত হাকীমুল উম্মতের বায়ানুল কোরআনের বঙ্গানুবাদ।[৪৯]

প্রায় তখন থেকে কোরআনুল কারীমের নতুন একটি অর্থানুবাদ প্রস্তুত করার আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন আমার অন্তরে লালিত হয়ে আসছে। আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের সঙ্গে একটি প্রশ্নও ছিল অন্তরে যে, বাংলাভাষায় এতগুলো অর্থানুবাদ বিদ্যমান থাকা অবস্থায় নতুন কিছুর কি কোন প্রয়োজন আছে?

আমার চিন্তায় বিভিন্ন সময় এ প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তর এসেছে এবং মনে হয়, প্রতিটি উত্তরের পিছনে সামান্য হলেও যুক্তি রয়েছে। একসময় আমার কাছে এ প্রশ্নের উত্তর ছিল, নতুন কোন কর্মের হয়ত প্রয়োজন নেই বাংলাভাষার, কিন্তু আমার মত দুর্ভাগার তো প্রয়োজন আছে, কোরআনের সৌভাগ্যবান তরজুমানদের তালিকায় নিজেকে যুক্ত করার! হযরত শায়খুল হিন্দ নিজের প্রসঙ্গে বলেছেন, 'এত এত কল্যাণপূর্ণ তরজমার উপস্থিতিতে আমি যদি নতুন তরজমা করি তাহলে সেটা তো রক্ত মেখে শহীদানের কাতারে শামিল হওয়ার প্রচেষ্টা ছাড়া বেশী কিছু হবে না। হযরত শায়খুল হিন্দের মত মহান মানুষের পক্ষে এটা হতেই পারে এমন কিছু, কিন্তু আমরা তো তাঁর পদধূলিরও সমান না। আমাদের জন্য তো এ সৌভাগ্যই অনেক বড়। 'রক্ত মেখে শহীদানের কাতারে শামিল হওয়া'! দেখ তো, কত সামান্যের বিনিময়ে কী অসামান্য সৌভাগ্যের অর্জন! তাছাড়া উর্দূভাষার যে সমস্ত তরজুমানি, সেগুলোর তুলনায় বাংলা তরজুমানিগুলো তো...!

পরবর্তী সময়ে আমার মনে হল, আগের যে সমস্ত অর্থানুবাদ, সেগুলোর মধ্যে কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য, উপকার ও কল্যাণ অবশ্যই রয়েছে এবং কোন সন্দেহ নেই যে, তা বহু মানুষের বহু নির্জন রাতের দীর্ঘ সাধনা ও পরিশ্রমেরই ফসল, আল্লাহ্‌র কাছে যার বড় আজর ও প্রতিদান আশা করা যায়; তবে 'মানবের প্রচেষ্টা হিসাবে' কিছু না কিছু সীমাবদ্ধতা তাতে অবশ্যই রয়েছে। তো আমার নতুন 'তরজুমানি' দ্বারা হয়ত এতটুকু হবে যে, উপকার ও কল্যাণগুলো রয়ে গেল, আবার ত্রুটিগুলোও সর্বাংশে না হলেও কিয়দংশে দূর হল! আল্লাহ্‌র অশেষ দয়া ও করুণার কাছে এ তো খুবই সামান্য বিষয়– وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيزٍ

তৃতীয় একটি চিন্তা ছিল, প্রিয় পাঠক, বলতে পার, আমার একান্ত ব্যক্তিগত! তবু এখানে তা বলতে চাই। আমার মা! আমার আম্মা! আম্মাজান! নিজের 'অবশ' হাতে তিনি যখন তার কলিজার টুকরা ছেলের কলমে লেখা তরজুমানি গ্রহণ করবেন, খুশির কেমন জোয়ার আসবে তাঁর

---

[৪৯] উল্লেখ্য, প্রথম পনের পারা তরজুমানি করেছেন আমার মরহূম নানাজান হযরত মাওলানা আব্দুল জলীল মাযাহিরী রহ.। তাঁর ইন্তিকালের পর বাকি পনের পারা কয়েকজন মিলে দীর্ঘ সময় ব্যয় করে সম্পন্ন করেছেন। গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে উভয় অংশের গুণগত পার্থক্য বোঝা যায়।

দিলে, তাঁর কলবে! আর সেই দিল থেকে, সেই কলব থেকে কত দু'আ আসবে তাঁর 'বড় ও বুড়ো' পুত্রের জন্য! জানি না, জগতের কোন আহলে কলম তার আম্মার কথা ভেবে, তার আম্মাজানের দিলী সুকূন ও কলবী রাহাতের কথা চিন্তা করে কোরআনুল কারীমের তরজুমানিতে অগ্রসর হয়েছেন কি না! তো এমন অভূতপূর্ব চিন্তা আল্লাহ্ যে অন্তর্জগতে উদিত করেছেন, আমার জন্য তা কিছু না কিছু কল্যাণ বয়ে আনবে, আশা তো করতে পারি!

মূলত এ চিন্তা থেকে নিজের সবরকম অযোগ্যতা ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত নতুন তরজুমানির মহাকর্মযজ্ঞে আত্মনিয়োগ করতে সাহসী হয়েছি। গায়ব থেকে আল্লাহ্ মেহেরবান যদি সাহায্য করেন তাহলে এর মধ্যে কিছু না কিছু কল্যাণ ও উপকারিতা অবশ্যই থাকবে, তারপর আর কিছু না হোক, এর কল্যাণে অতীতের আলোকিত পুরুষদের মহান তালিকায় নিজের ক্ষুদ্র নামটুকু তো যুক্ত হয়ে যাবে! আর কিছু না হোক, আমার মা যখন তাঁর 'অনেক পুরোন' চশমাটি' দিয়ে আপন পুত্রের 'অর্থানুবাদ' পড়বেন, একদু'ফোঁটা অশ্রু তো তাঁর চোখ থেকে গড়িয়ে পড়তে পারে, কিতাবের পাতায়! সারা জীবন কত কষ্ট দিয়ে কত অশ্রু ঝরিয়েছি তাঁর চোখ থেকে! আজ মায়ের জীবনের সন্ধ্যাবেলা এবং আমার জীবনের পড়ন্তবেলা একদু'ফোঁটা অশ্রু যদি...! মায়ের মন তো! হয়ত সেই মনের গভীর থেকে একটি আকুতি উৎসারিত হবে মহান প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে যে, তাঁর গোনাহগার পুত্রের দুনিয়া আখেরাত যেন তিনি সুন্দর করে দেন!

হে আল্লাহ্! আমার মাকে তুমি আরো সুন্দর দীর্ঘায়ু দান কর, তাঁর ছিন্ন আঁচলের ছায়া আমাদের উপর দীর্ঘ দিন অব্যাহত রেখ, আমীন!

এত দিন যত কাজ করেছি, আম্মার দু'আ নিয়ে তবে শুরু করেছি এবং মায়ের দু'আর ছায়ায় থেকে তা সমাপ্ত করেছি! অথচ এবারই কি না ব্যতিক্রম হল! কেন জানি বুড়ো অন্তরে শিশুতোষ ইচ্ছা জাগল, আম্মাকে এবার একটি سَارْبْرَاجَاْ উপহার দেব![৫০] আম্মা কিন্তু এখনো জানেন না, তাঁর পুত্র তাঁর জন্য তাঁর অগোচরে জগতের শ্রেষ্ঠ উপহার প্রস্তুত করছে![৫১]

***

প্রিয় পাঠক! হযরত শায়খুল হিন্দ ও হযরত হাকীমুল উম্মত রহ.র প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার আসলেই কোন শেষ নেই। শুরু থেকে শেষ একটি উপলব্ধি আমাকে আপ্লুত করে রেখেছে যে, কোরআনের তরজুমানি তাঁদের জীবনে কত বড় সাধনার কীর্তি ছিল! আর পরবর্তীদের জন্য পথচলা তাঁরা কতটা সহজ করে দিয়েছেন।[৫২]

---

[৫০] বাংলা প্রতিশব্দটি কী, জানি না; তবে লোকে বলে 'সারপ্রাইজ'! আমার ছোট্ট নাতীনও দেখি, মাঝে মধ্যে নানা ও নানুকে 'সারপ্রাইজ' দেয়। আনন্দের সঙ্গে আমার তখন আফসোস হয়, তার মুখে বাংলা কোন প্রতিশব্দ তুলে দিতে পারি না। প্রিয় পাঠক, তোমার কি জানা আছে! সারপ্রাইজের বাংলা প্রতিশব্দ আছে কি না! থাকলে আমাকে জানিয়ো! আচ্ছা, 'সারপ্রাইজ' যদি চলতে পারে, 'মুফাজাআ' কেন নয়!

[৫১] কিন্তু না! আমার ধারণা ভুল ছিল। কীভাবে কীভাবে যেন আমার মা আগেই জেনে গিয়েছিলেন এবং মায়ের মতই প্রতীক্ষায় ছিলেন। পরে আসছি সে কথায়।

[৫২] এখানে এ ঘটনা উল্লেখ করা যথেষ্ট শিক্ষণীয় হবে যে, হযরত শায়খুল হিন্দ ও তাঁর অনুগামীদের, পানির জাহাযে করে মাল্টায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বন্দীরূপে। মাঝপথে জাহায বিরাট বিপদের মুখে পড়ে। একসময় জাহায ডুবে যাওয়ার আশঙ্কাও দেখা দেয়। হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. তখন নিজেদের জানের চিন্তা বাদ দিয়ে শুধু এ চিন্তায়

এখানে হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ্ দেহলবী রহ.র কথা আলাদাভাবে আবার বলতে হবে।

কাজের শুরুতে আমার সামনে যে প্রশ্নটি জটিল হয়ে দেখা দিয়েছিল তা এই যে, কোন্ মানচিত্র অনুসরণ করে তরজুমানির কাজটি করা সঙ্গত হবে। যদি তালিবানে ইলমের কথা চিন্তা করি, শিক্ষাজীবনের শুরুতে যাদের জন্য কোরআনের অর্থানুবাদের শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ অর্জন করা জরুরি, যদি তাদের কথা চিন্তা করি তাহলে মূলের শব্দানুগ ও বিন্যাস-অনুগামী তরজমা করাই হবে সঙ্গত, বরং সুসঙ্গত, যাতে তরজমার মাধ্যমে তারা মূল আয়াতের শব্দ, বিন্যাস, শৈলী ও কাঠামোর সঙ্গে পূর্ণ পরিচিতি অর্জন করতে পারে। তবে সাধারণ পাঠকের জন্য –তালিবানে ইলমও পরবর্তী জীবনের সাধারণ পাঠক– আয়াতের শব্দগত ও ব্যাকরণগত কাঠামো সম্পর্কে অবগতি যাদের উদ্দেশ্য নয়, বরং উদ্দেশ্য হল আয়াতের ভাব ও বক্তব্য এবং বাণী ও মর্ম অনুধাবন করা, এমন পাঠকের জন্য তো লফযী তরজমা উপযুক্ত নয়। তাদের জন্য তো উপযুক্ত হল সরল ও প্রাঞ্জল অনুবাদ।

এ ক্ষেত্রে আরেকটি স্তর হল আদবী তরজমা ও সাহিত্যমুখী অনুবাদ, যাতে কোরআনের মূল বক্তব্য তো যথাসম্ভব অক্ষুণ্ন থাকবে, তবে বাংলাভাষার সর্বোচ্চ সাহিত্যসৌন্দর্য তাতে রক্ষিত হবে। অর্থাৎ কোরআনের যে বড় গুণ 'বালাগাত ও ই'জায' (অলঙ্কার ও অলৌকিকত্ব) তার যথাসম্ভব ছায়াপাত তাতে থাকবে। কোরআনের তরজুমানির ক্ষেত্রে এটাই আমার কাছে সবচে' প্রিয় পদ্ধতি।[৫৩] তবে তা এতই পরিশ্রমসাপেক্ষ ও ধৈর্যক্ষয়ী কাজ যে, বর্তমান অবস্থায় আমার জন্য তা উপযোগী মনে হয়নি। ইচ্ছে আছে, আল্লাহ্র তাওফীক শামিলে হাল হলে ভবিষ্যতে এ কাজে আত্মনিয়োগ করার। আশা করি তখন তা তুলনামূলক সহজও হবে।

এর মধ্যে হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ দেহলবী রহ.-র তরজুমানির ভূমিকা (উর্দূতে) পড়ার সুযোগ হল, বরং বলা সঙ্গত হবে পড়ার সৌভাগ্য হল। কারণ এটি আমার সামনে আমার কাজের 'মানচিত্র ও রূপরেখা' বলতে গেলে স্পষ্ট করে দিয়েছিল। ভূমিকাটি এবং তরজমার নিয়ম-কানুন নামে শাহ ছাহেবের আরেকটি প্রবন্ধ বারবার গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়ার পর স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলাম যে, হযরত শাহ ছাহেব ফারসি তরজুমানির জন্য যে পথ ও পন্থা অবলম্বন করেছেন, বাংলা তরজুমানির ক্ষেত্রে মোটামুটি সেই পথ ও পন্থাই আমি অনুসরণের চেষ্টা করব, যাতে হযরত শাহ ছাহেবের কাজের নূর ও নূরানিয়াত অধমের বাংলা তরজুমানিতেও আল্লাহ্ মেহেরবান দান করেন। একই উদ্দেশ্যে হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.র অনুসৃত পথ ও পন্থা, যা মূলত হযরত শাহ আব্দুল কাদির রহ.রই নির্ধারিত পথ ও পন্থা, সেটাও বিবেচনায় রাখার চেষ্টা করব।

অস্থির হলেন যে, তরজুমানির পাণ্ডুলিপি কীভাবে নিরাপদ করা যায়! সফরসঙ্গীদের মধ্যে শুধু মাওলানা আযীয গুল ছাহেব সাঁতার জানতেন। তাই পাণ্ডুলিপি তাঁর বুকের সঙ্গে বেঁধে দেয়া হল, যেন তা হিন্দুস্তানের মুসলিমানের হাতে পৌঁছে যায়। তাহলে বুঝুন, নিজের জানের চেয়েও কত প্রিয় ছিল তাঁর কাছে তাঁর এ কর্ম ও কীর্তি! ঘটনা তো শায়খুল হিন্দের জীবনের, কিন্তু তা থেকে সমস্ত আকাবিরীনের অবস্থাও আমরা অনুমান করতে পারি! সেই সঙ্গে নিজেদের জীবনের জন্য গ্রহণ করতে পারি কিছু শিক্ষা!

এটাও চিন্তা করার বিষয়, তখন কত প্রতিকূলতার মধ্যে তাঁরা কাজ করতেন, আর 'হাসূবের যুগে' এখন কত অনুকূল পরিবেশে আমরা কাজ করি, তারপরো কোথায় আমাদের শোকর! কোথায় আমাদের উদ্যম-উদ্দীপনা!

[৫৩] আমার মতে এর সর্বোচ্চ নমুনা হল হযরত দরয়াবাদী রহ.র তাফসীরে মাজেদী, তারপর মাওলানা আবুল কালাম আযাদের তরজুমানুল কোরআন।

সর্বোপরি হযরত হাকীমুল উম্মত থানবী রহ.র তরজুমানিতে যে প্রজ্ঞাপূর্ণ বন্ধনীগুলো এসেছে তা থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করব। বাকি আল্লাহ্ মেহেরবানের ইচ্ছা।

সম্ভবত আগেও বলেছি, প্রথমে আমি আমার তালিবানে ইলমের পাঠ্যরূপে কিছু কিছু আয়াতের, বরং বেশকিছু আয়াতের অর্থানুবাদ লিখেছিলাম। তাতে কাজের সঙ্গে কিছুটা নিবিড় সম্পর্ক তৈরী হয়েছিল, যা বর্তমান তরজুমানিতে বেশ কাজে এসেছে। তারপরও আল্লাহ্ আল্লাহ্ করে যখন কাজে হাত দিলাম তখন বুঝে এল, আসলে এ কত কঠিন, দুরূহ ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। কয়েকবারই মনে হল, সাহস ও মনোবল যেন সঙ্গ ত্যাগ করছে, তবে আল্লাহ্র শোকর; তাঁর গায়বি মদদ সর্বদা সঙ্গে ছিল। যখন মনোবল একেবারেই ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হত, কোন না কোন 'শুভস্বপ্ন' দেখতাম, আর আগের উদ্যম ও মনোবল আরো সুন্দর-ভাবে ফিরে পেতাম।

হাকীকত তো এই যে, আমি এবং আমরা রাব্বে কারীমের ইহসান ও অনুগ্রহের মহাসাগরে নিরন্তর ডুবে আছি; তবে প্রসঙ্গের সূত্র ধরে এখানে আমি আমার আল্লাহ্র যে বিশেষ ইহসান ও অনুগ্রহের কথা বলতে চাই তা হল, কাজের গতি ও ধারা অব্যাহত থাকা। যেহেতু পুরো কাজটাই আমি নিজে হাসূবে সম্পন্ন করেছি সেহেতু কম্পোজের জন্য আলাদা সময় ও শ্রম দিতে হয়নি, আবার অপরিচত ও অনভিজ্ঞ কোন হাতে তুলে দিতে হয়নি। ফলে কাজের গতি আরো তরান্বিত হয়েছে। আর আমার তালিবানে ইলম সংশোধনিকা (প্রুফ) দেখার কাজটি বেশ যত্ন ও নিবিড়তার সঙ্গে একাধিকবার করে দিয়েছে তাই আমার জন্য তা আরো সহজ হয়েছে। আল্লাহ্ সবাইকে উত্তম থেকে উত্তম বিনিময়, বরং আপন শানমত আজর দান করুন।

আমার প্রতি আমার আল্লাহ্র আরেকটি বড় ইহসান এই যে, যথাসময়ে যথা শব্দটি তিনি চিন্তায় ও স্মরণে এনে দিয়েছেন। আশা করি শব্দচয়নের ক্ষেত্রে তাতে কিছু সৃজনশীলতা ও নতুনত্ব এসেছে। এ সুখকর অভিজ্ঞতা হয়ত পাঠক নিজেও অর্জন করবেন।

আরেকটি নতুন কাজ এই করা হয়েছে যে, শব্দচয়নের ক্ষেত্রে একাধিক শব্দ যখন বিবেচনায় এসেছে তখন / এর পরে দ্বিতীয় শব্দটিও যুক্ত করা হয়েছে। পক্ষান্তরে ভিন্ন বা বিকল্প তরজমা যখন চিন্তায় এসেছে তখন তা টীকায় উল্লেখ করা হয়েছে। আশা করতে পারি, এতে করে কাজটি তুলনামূলক সমৃদ্ধ হয়েছে।

মাওছূল ও ছিলাহ্র ক্ষেত্রে হযরত শাহ ছাহেব অত্যন্ত উদার পন্থা অনুসরণ করেছেন মূলত অনুবাদের ভাষার কথা চিন্তা করে। অধমেরও তেমন ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সাহস ছিল না। যখন দেখলাম শাহ ছাহেব বলছেন الذين أوتوا الكتاب এর তরজমা হতে পারে, 'আহলে কিতাব' তখন সাহস করে আমি الذين آمنوا এর তরজমাও লিখতে শুরু করলাম 'আহলে ঈমান'। শায়খুল হিন্দ ও হযরত থানবী রহ. অবশ্য 'ঈমানদার ও ঈমানওয়ালা' লিখে, বিষয়টি সহজ করে দিয়েছিলেন, তবে আহলে ঈমান লেখার সাহস হচ্ছিল না।

এ তরজুমানির একটি বড় বৈশিষ্ট্য, যা কারো কারো কাছে দুর্বলতাও মনে হতে পারে, তা হল আরবি-ফারসি শব্দের বহুল ব্যবহার। এমনকি বহু ক্ষেত্রে আরবি ও ফারসি ব্যাকরণেরও আশ্রয় নিয়েছি। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যাবে, বাংলায় আগে থেকেই এর নমুনা বিদ্যমান রয়েছে। আমি শুধু এর সম্প্রসারণ ঘটিয়ে বাংলার শব্দভাণ্ডারে সমৃদ্ধি আনার চিন্তা করেছি। আচ্ছা, আপনিই

বলুন, পর্দানশীন মহিলা ও গদ্দিনশীন পীর যদি এত সহজেই চলতে পারে তাহলে خُلفاء ও خليفة এর তরজমায় স্থলবর্তী-এর মত কঠিন শব্দের পরিবর্তে 'জানশীন' কেন চলবে না!

ধৈর্য-এর স্থানে ছবর তো আমরা স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করি, তাহলে صابرين এর তরজমা 'ছাবিরীন' কেন হতে পারবে না! বিশেষ করে 'আশিকীনে রাসূল'-এর সঙ্গে তো আমরা আগে থেকেই পরিচিত! উদাহরণ আরো প্রচুর আছে। এখানে সবচে' বড় আপত্তি যা তা হল নতুন শব্দটির সঙ্গে অপরিচয়। এ ক্ষেত্রে আমার কথা হল, শব্দের মধ্যে যদি গ্রহণযোগ্যতা থাকে, তাহলে অপরিচয় দূর হতে বেশী সময় লাগে না। সুতরাং ভাষার সমৃদ্ধির কথা চিন্তা করে প্রথম দিকে একটু ধৈর্যের পরিচয় দিলেই তো ভালো। আমাদের ভাষায় প্রতিটি আরবী-ফারসী ও ইংরেজি শব্দই তো 'প্রথমবার ব্যবহৃত হয়েছে!

মাঝে মধ্যেই দেখা যাবে হালকা কালি ব্যবহার করা হয়েছে। তা এ-কথা বোঝানোর জন্য যে, মূল আয়াতে এখানে শব্দটি উহ্য রয়েছে। বিশেষভাবে যারা কোরআনের ভাষার সঙ্গে পরিচিত তারা এর দ্বারা বেশ উপকৃত হবেন, আশা করি। যেমন رَبِّ (আয়) মেরে রব্! আমার কাছে (হে) আমার রব্-এর চেয়ে এটি ভালো মনে হয়েছে। শাহ ছাহেব অবশ্য বলেছেন, 'আয় রব্' হচ্ছে উত্তম তরজমা। কোথাও কোথাও '(ইয়া/আয়) রাব্বি' তরজমাও করা হয়েছে। এখন সম্ভব হয়নি, তবে সামনে নিয়ত আছে শাহ ছাহেবের পূর্ণ অনুসরণের।

খুঁটিনাটি আরো কিছু বিষয় আলোচনা করা যায়, তবে এর প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। তার চেয়ে বরং ভালো হয়, আর বিলম্ব না করে একটি কঠিন সত্যের সম্মুখীন হওয়া। তা এই যে, হযরত শাহ ছাহেব রহ.-এর জালালাতে শান সম্পর্কে কমবেশী সবারই জানা। অথচ নিজের অর্থানুবাদ সম্পর্কে নিঃসঙ্কোচে তিনি স্বীকার করছেন, এমন হতে পারে যে, কোথাও কোন ত্রুটি রয়ে গেছে। সুহৃদ বন্ধুগণ দেখতে পেলে আশা করি, সংশোধন করে দেবেন। তারপর লিখেছেন–

إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللهِ

পক্ষান্তরে হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.র বিনয় ও আত্মবিলোপ সম্পর্কে কী আর বলব, তিনি তো যা বলার বলেছেনই, এমনকি তাঁর মহান শাগিরদ হযরত মাদানী রহ. পর্যন্ত লিখেছেন, 'ত্রুটিমুক্ত সত্তা তো একমাত্র আল্লাহ্র। মানবসত্তা যতই পূর্ণতা ও পূর্ণাঙ্গতা লাভ করুক 'ত্রুটিপুঞ্জ' থেকে মুক্ত হতে পারে না। তাই আমরা কখনো এ দাবী করি না যে, হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.র তরজমা পুরোপুরি ত্রুটিমুক্ত।....'

এই যদি হয় অবস্থা তাহলে! তাহলে তো মনে হয় 'ত্রুটিস্বীকার'ও আমাদের জন্য হবে একপ্রকার...। তাই সে আলোচনায় না গিয়ে শুধু বলতে চাই, আল্লাহ্ যেন সতরের মু'আমালা করেন। ত্রুটিগুলো শুধু আমাকেই যেন ধরিয়ে দেন, যাতে সংশোধন করতে পারি, আর বর্তমান অনুবাদটি যেন মানবীয় সাধ্যের সীমায় ত্রুটিমুক্ত হয়ে যায়। এ অর্থানুবাদ ও তরজুমানিতে যদি কোন গুণ ও সৌন্দর্য থাকে, তাহলে নিঃসন্দেহে তা আল্লাহ্র পক্ষ হতে–

ایں سعادت بزور بازو نیست/تانہ بخشد خدائے بخشندہ

এ সৌভাগ্য যোগ্যতার জোরে অর্জিত হয় না, যদি না পরম দাতা আপন দয়াগুণে দান করেন।

প্রিয় পাঠক! এটি আসলে অর্থানুবাদের প্রস্তুতিমূলক প্রকাশনা। কারণ আমার নিজেরই অনুভূতিতে আছে যে, এখনও এ কাজে যথেষ্ট ত্রুটি ও স্খলন রয়েছে, যা বিস্তৃত চিন্তাভাবনা দ্বারা সংশোধন করা সম্ভব। আল্লাহ্‌র রহমতে সে চেষ্টা অব্যাহত আছে এবং থাকবে, যাতে মানবীয় সাধ্যের ভিতরে এটি সর্বসুন্দর ও সার্থক কাজ হতে পারে। বাকি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা।

এখানে আবার মনে পড়ে গেল بِسمِ اللهِ الرحمن الرحيم এর তরজুমানির কথা। আমার মরহূম নানাজান এর অর্থানুবাদ করেছেন, 'রাহ্‌মান রাহীম আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করিতেছি।' বয়ানুল কোরআনে যার উর্দূ তরজমা হল– جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں

ভাবতে অবাক লাগে, ষাটবছরেরও বেশী সময় আগে, বাংলাভাষা যখন সংস্কৃতের পূর্ণ প্রভাবকবলিত, যখন ঈমানের প্রতিশব্দ ছিল 'বিশ্বাস ও প্রত্যয়' তখন তিনি উর্দূ তরজমার মধ্যেও পরিবর্তন এনে কোরআনের মূল শব্দ বহাল রেখেছেন! যদিও ফাতিহায় লিখেছেন, 'পরম দয়ালু, অতিশয় করুণাময়'।

নানাজানের একটি খণ্ডিত পাণ্ডুলিপি আমার কাছে ছিল, মুহম্মদী লাইব্রেরী থেকে উদ্ধার করা, তাতে তিনি তরজমাপর্যালোচনা জাতীয় কিছু কাজ শুরু করেছিলেন হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.র মত কিন্তু... তাতে তিনি বিসমিল্লাহ্‌ ও ফাতিহার তরজুমানি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন, যা সত্যি চমৎকৃত হওয়ার মত।

***

আচ্ছা, পূর্ণ ব্যাকুলতার সঙ্গে নিবেদন করছি, আল্লাহ্‌ যেন কবূল করেন, মাকবূল করেন, আমীন। তাঁর পাক কালামের যা কিছু নূর ও নূরানিয়াত এবং জ্যোতি ও জ্যোতির্ময়তা, এই অর্থানুবাদের মাধ্যমে আল্লাহ্‌ যেন আমাকে এবং পাঠককে অর্জন করার তাওফীক দেন, আমীন।

আমার স্ত্রীর সেবা ও সান্নিধ্য, আমার দুই মেয়ের হামদর্দি ও আত্মনিবেদন যদি স্মরণ না করি তাহলে অকৃতজ্ঞতা হবে। আর আমার ছেলেটা, বহুদিক থেকে আমাকে সাহায্য করে আসছে। কোরআনের অর্থানুবাদের প্রচ্ছদ বড় স্পর্শকাতর বিষয়। তাতে একদিকে যেমন গতানুগতিকতা পরিহার করতে হয়, অন্যদিকে আধুনিকতার সঙ্গে ভাবগাম্ভীর্যের মিশ্রণ থাকতে হয়। আশা করি, বিষয়টি সে রক্ষা করতে পেরেছে।

এখানে দু'আর সঙ্গে স্মরণ করছি আমার পুত্রতুল্য সালমান বিন ইয়াহইয়ার কথা। কাজের প্রতি তার অন্তরঙ্গতা ও মুহব্বত আমাকে সন্তোষ ও সন্তুষ্টি দান করেছে। আল্লাহ্‌ তাকে, তার বাবা-মাকে এবং যারা তাকে ভালোবাসে তাদের সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

ভাই ইয়াসীনের কথা আলাদা করে বলতে হবে لأداء الحق إلى أهله কষ্ট হলেও সত্যের অনুরোধে বলতে হচ্ছে, মাদরাসাতুল মাদীনাহ্‌ ও মাদানী নেছাবের প্রতি এবং আমার কাজের প্রতি, এমন একাত্মতা আমার কম তালিবে ইলমের মধ্যেই অনুভব করি, এত দরদের সঙ্গে তরজুমানির কাজের খোঁজখবর রেখেছেন যে, শোকর আল্লাহ্‌র!

***

প্রিয় পাঠক, স্পষ্ট অনুভব করছি বুকের অস্থির স্পন্দন! চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি নূরীয়ার কবরস্তান! হযরত হাফেজ্জীহুযূর! হযরত পাহাড়পুরী হুযূর! শুধু বলতে পারি– طَيَّبَ اللهُ ثَرَاهما আব্বাজানের কথা কী বলব এবং আম্মাজানের কথা! ব্যস–

رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبَّيانِى صَغيرًا

দয়া কর তাঁদের প্রতি আয় রব্! যেমন ছোট অবস্থায় আমাকে তাঁরা তারবিয়াত করেছেন।[৫৪] আয় রব্! আমার সমস্ত পাঠকও যেন তাদের মা-বাবার জন্য অন্তরের আকুতির সঙ্গে এ দু'আ করতে পারে, আমীন।

শেষ কথা, سپردم بہ تو مایۂ خویش را/تو دانی حساب کم و بیش را

হে আল্লাহ্! সমস্ত দোষ-দুর্বলতাসহ নিজেকে তোমার হাতে অর্পণ করছি। দয়া করে হিসাবের কমবেশী এখন তুমি হে আল্লাহ্! নিজের দায়িত্বে নিয়ে নাও!

প্রিয় পাঠক! কথা তো ধারণার চেয়েও অনেক বেশী দীর্ঘ হয়ে গেল। তবে আশা করি, তাতে কিছু না কিছু কল্যাণ অবশ্যই রয়েছে।

আজ যারা মা'ছূম বাচ্চা; ইনশাআল্লাহ্ কাল যারা হবে এ তরজুমানির প্রাজ্ঞ পাঠক, তখন আমি মাটির উপর থাকব কি না, জানি না, তবে আশা করি, তারা খুশী হবে যে, এই বুড়ো মানুষটি তাদেরও স্মরণ করেছে। হয়ত তখন তারা এ বুড়ো মানুষটির জন্য রহমত ও নাজাতের দু'আ করবে।

আচ্ছা, সবাই সুখে থাকুন এবং সবাইকে সুখে রাখুন। কোরআনুল কারীমের অর্থানুবাদের বাংলা বর্ণমালার পুষ্পিত উদ্যানে স্বাগতম!

মুহতাজে রহমতে রব্বে করীম
আবূ তাহের মিছবাহ
১৭ই রবিউছ্-ছানি ১৪৪৬ হি.
/২১শে অক্টোবর ২০২৪ খৃ.
সোমবার/ রাত ২. ৫৯

---

৫৪ মনের মধ্যে বড় একটা কষ্ট ছিল, এ তরজুমানি আব্বাজানের হাতে তো দেয়া হল না! অথচ আমার শিক্ষা ও দীক্ষার জীবনকে সুন্দর ও মসৃণ করার জন্য, জীবনের বহু প্রাপ্তি থেকে হাসিমুখে নিজেকে তিনি দূরে রেখেছেন! আমার তো দিলের তামান্না ছিল, যদি কখনো তরজুমানির সৌভাগ্য অর্জিত হয়, আব্বাজানের হাত দিয়ে আম্মাজানের হাতে দেব। কারণ...

তো সেদিন কী হল! খবর পাঠালাম, ইনশাআল্লাহ্, আগামীকাল ভোরে আম্মাজানের খিদমতে হাযির হব! কেন জানি আম্মাজান মনে করলেন, 'তাঁর ছেলে তাঁর জন্য তরজুমানির কিতাব নিয়ে আসছে!'

গিয়ে দেখি, আম্মাজান কিতাবের জন্য 'পূর্ণ প্রস্তুত' হয়ে ইন্তিযার করছেন! আমি তো যেমন আপ্লুত তেমনি বিব্রত! পরে আমার ছেলেকে বললাম, যত দ্রুত পার, দাদুর হাতে কিতাব পৌঁছানোর চেষ্টা কর, প্রযুক্তির মাধ্যমে সে চেষ্টা করল– আল্লাহ্ তাকে দু'দিক থেকেই শান্তিতে রাখুন– দু'দিনের মধ্যে আমি কিতাব নিয়ে আম্মাজানের খেদমতে হাযির! কিতাব হাতে নিলেন, আর دل کی خاموش گہرائی سے এমন দু'আ দিলেন, দিতে থাকলেন যে, নিজেকে মনে হল, জগত-সংসারে সবচে' সুখী,= সবচে' ভাগ্যবান আমি। আশা হল, এই কদমের নীচের জান্নাত ইনশাআল্লাহ্ আমার কিসমতে আছে! ওখানে যিনি রেখেছেন, দেয়ার জন্যই তো রেখেছেন!

আম্মা কি আমার দিলের তামান্না বুঝতে পেরেছিলেন! নইলে হঠাৎ কেন বললেন, আমার হাতে কিতাব দিয়েছ তো, আমার হাত থেকে আল্লাহ্ তোমার আব্বার হাতে পৌঁছে দেবেন ইনশাআল্লাহ্ ....

আমার ছেলেরা! বিশ্বাস কর, এত কথা তোমাদের বলছি শুধু এ আশায় যে, মাদরাসাতুল মাদীনা থেকে, মাদানী নেছাব থেকে আর কিছু পাও বা না পাও, মায়ের তুষ্টি ও সন্তুষ্টি যেন নিতে পার এবং পেতে পার। তাহলেই তুমি সার্থক! তোমার জীবন সার্থক!

سُورةُ الفاتحة –١؛ مَكية؛ آياتُها ٧ ورُكوعها ١

১– সূরাতুল ফাতিহা. মাক্কী. আয়াত ৭. রুকূ ১

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ ۙ﴿۱﴾ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ۙ﴿۲﴾ مٰلِكِ يَوۡمِ الدِّيۡنِ ؕ﴿۳﴾ اِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسۡتَعِيۡنُ ؕ﴿۴﴾ اِهۡدِنَا
الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِيۡمَ ۙ﴿۵﴾ صِرَاطَ الَّذِيۡنَ اَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ ۙ غَيۡرِ الۡمَغۡضُوۡبِ عَلَيۡهِمۡ وَ لَا الضَّآلِّيۡنَ ﴿۶﴾

১. (শুরু করছি) রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে।[১] ২. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি সমস্ত জাহানের রব্ ও প্রতিপালক[২] ৩. যিনি রাহমান, রাহীম ৪. যিনি বিচারদিনের মালিক ৫. আপনারই ইবাদত করি আমরা এবং আপনারই সাহায্য চাই আমরা ৬. আমাদের আপনি সরল পথের দিকে পরিচালিত করুন[৩] ৭. তাদের পথের দিকে যাদের প্রতি/উপর আপনি অনুগ্রহ/কল্যাণ (বর্ষণ) করেছেন, যারা (আপনার পক্ষ হতে) অভিশাপগ্রস্ত নয় এবং নয় ভ্রষ্ট।

سُورةُ البقرة_٢؛ مَدنية؛ آياتُها ٢٨٦ ورُكوعاتُها ٤٠

২- সূরাতুল বাকারাহ্ . মাদানী . আয়াত ২৮৬. রুকূ ৪০

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

الٓمّٓ ﴿۱﴾ ذٰلِكَ الۡكِتٰبُ لَا رَيۡبَ ۛۚ فِيۡهِ ۛۚ هُدًى لِّلۡمُتَّقِيۡنَ ۙ﴿۲﴾ الَّذِيۡنَ يُؤۡمِنُوۡنَ بِالۡغَيۡبِ وَ يُقِيۡمُوۡنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقۡنٰهُمۡ
يُنۡفِقُوۡنَ ۙ﴿۳﴾ وَ الَّذِيۡنَ يُؤۡمِنُوۡنَ بِمَاۤ اُنۡزِلَ اِلَيۡكَ وَ مَاۤ اُنۡزِلَ مِنۡ قَبۡلِكَ ۚ وَ بِالۡاٰخِرَةِ هُمۡ يُوۡقِنُوۡنَ ؕ﴿۴﴾ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنۡ
رَّبِّهِمۡ ۗ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الۡمُفۡلِحُوۡنَ ﴿۵﴾

(শুরু করছি) রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে

---

[১] সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত যে, ফাতিহার আয়াত মোট সাতটি। তবে তরজমায় ঐ মত অনুসরণ করা হয়েছে যাতে বলা হয়েছে বিসমিল্লাহ... হচ্ছে ফাতেহার অংশ এবং প্রথম আয়াত। পক্ষান্তরে 'ছিরাতাল্লাযীনা থেকে শেষ পর্যন্ত হল সপ্তম আয়াত। মুছহাফে বিসমিল্লাহ্‌কে সূরা থেকে ভিন্ন এবং ছিরাতাল্লাযিনাকে দুই আয়াত ধরা হয়েছে।
রাহমান, দয়া ও রহমতের প্রাচুর্য প্রকাশ করে; পরম দয়ালু। রাহীম, দয়া ও রহমতের চিরন্তনতা প্রকাশ করে, চিরদয়াময়। রাহমান শুধু আল্লাহ্‌র জন্য নির্ধারিত, রাহীম আল্লাহ্ ও বান্দা উভয় ক্ষেত্রে হতে পারে।

[২] সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের জন্য, যিনি... রব্ মানে প্রতিপালক, যিনি মাখলূকের সুন্দর জীবন যাপনের সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করেন। কোরআনের সর্বত্র আমরা রব্ শব্দটিই ব্যবহার করব যেমন আল্লাহ্ এই মহান শব্দটি ব্যবহার করি।

[৩] বিকল্প তরজমা– আপনি আমাদের বাতলে দিন ছিরাতুল মুস্‌তাকীম (ও সরল পথ), তাদের পথ যাদের আপনি নেয়ামত দান করেছেন।

১. আলিফ-লাম-মীম ২. ঐ কিতাব, তাতে কোন সন্দেহ নেই। (তা) মুত্তাক্বীনের[৪] জন্য হিদায়াত, ৩. যারা গায়বের প্রতি ঈমান রাখে, আর ছালাত কায়েম করে, আর যাকিছু রিযিক আমি তাদের দিয়েছি তা থেকে তারা (আমার পছন্দের কাজে) খরচ করে। ৪. আর যারা ঈমান রাখে ঐ কিতাবের উপর যা আপনার প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং ঐ কিতাবের উপর যা নাযিল করা হয়েছে আপনার পূর্বে; আর আখেরাতের প্রতি তারা ইয়াকীন (পূর্ণ বিশ্বাস) রাখে ৫. ওরাই আপন রবের পক্ষ হতে হিদায়াতের উপর রয়েছে এবং ওরাই হল সফল মানুষ।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝٦ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝٧

৬. সত্যি, যারা কুফুর করেছে, তাদের ক্ষেত্রে দু'টোই বরাবর, আপনি তাদের সতর্ক করেন, বা না করেন, তারা (কিছুতেই) ঈমান আনবে না। ৭. আল্লাহ্ তাদের দিলের উপর এবং তাদের কানের উপর মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন, আর তাদের চোখের উপর পড়ে আছে পর্দা। বস্তুত তাদেরই জন্য রয়েছে বিরাট আযাব।

(রুকূ-২)

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ۝٨ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا ۚ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝٩ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ۙ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۢ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ۝١٠

৮. আর কিছু লোক আছে এমন, যারা বলে[৫], আমরা তো ঈমান এনেছি আল্লাহ্র প্রতি এবং আখেরাতের দিনের প্রতি, অথচ (আসলে) তারা মু'মিন নয় ৯. (এ কথা বলে) তারা আসলে ধোকা দেয় আল্লাহ্কে এবং যারা (প্রকৃতই) ঈমান এনেছে তাদেরকে। অথচ (সত্য এই যে,) নিজেদের ছাড়া কাউকে তারা ধোকা দেয় না।[৬] অথচ তারা টের পায় না (যে, এই ধোকার পরিণতি তাদেরই ভোগ করতে হবে)। ১০. (আসল কথা হল,) তাদের অন্তরে রয়েছে ব্যাধি[৭], অনন্তর (এ অপরাধে) আল্লাহ্ তাদের ব্যাধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। বস্তুত তাদেরই জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব, ঐ মিথ্যাচারের কারণে যা তারা করত।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ۙ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۝١١ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ ۝١٢

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ ۝١٣

---

[৪] আল্লাহ্কে ভয় করে যে তাঁর নিষেধ থেকে দূরে থাকে এবং আল্লাহকে ভালোবেসে যে তাঁর আদেশ পালন করে সে-ই মুত্তাকী। এখানে বহুবচনের বাংলা আলামতের বদলে আরবী কাঠামো ব্যবহৃত হয়েছে, যার নমুনা বাংলায় বহু আছে। সামনেও বহুস্থানে এটা এসেছে। যেমন রাসূল বহুবচনে রাসূলান, মুমিন থেকে মুমিনীন, স্ত্রীবচনে মুমিনাত।

[৫] বিকল্প তরজমা, আর লোকদের মধ্য হতে/লোকদের থেকে এমনও আছে যারা বলে...

[৬] বিকল্প তরজমা, অথচ (সত্য এই যে,) ওরা শুধু জিদেরই ধোকা দেয়/শুধু নিজেদেরই প্রতারিত করে।

[৭] বিকল্প তরজমা, তাদের কলবে আছে মরয। তো আল্লাহ্ তাদের মরয বাড়িয়ে দিয়েছেন।

وَ اِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚ وَ اِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ ۙ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ ۝ اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَ يَمُدُّهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ۝

১১. আর যখন তাদের বলা হয়, পৃথিবীতে তোমরা ফাসাদ কর না/ছড়িও না, তখন তারা (বেশ নিরীহ সেজে) বলে, আমরা তো শুধু সংশোধনপ্রয়াসী। ১২. সাবধান, তারাই কিন্তু আসল ফাসাদী, তবে কিনা তারা টের পায় না (যে, তাদের পরিণাম কত ভয়ঙ্কর হবে)। ১৩. আর যখন তাদের বলা হয়, ঈমান আন তোমরা যেমন ঈমান এনেছে (সরল মনের) লোকেরা; তখন তারা (উপহাস করে) বলে, আমরা কি (তেমন) ঈমান আনতে পারি যেমন ঈমান এনেছে বোকার দল/নির্বোধেরা! সাবধান, তারাই কিন্তু প্রকৃত নির্বোধ. তবে কিনা তারা (তা) জানে না। ১৪. আর যখন তারা দেখা করে তাদের সঙ্গে যারা (বাস্তবেই) ঈমান এনেছে তখন তারা বলে, আমরা (ও) ঈমান এনেছি; আর যখন তাদের শয়তান (ও পাণ্ডা)দের সঙ্গে একান্ত হয় তখন বলে, আমরা তোমাদের সঙ্গেই আছি! (ওদের সঙ্গে) আমরা তো শুধু মজা করি! ১৫. (আসলে) আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে মজা করছেন[৮], আর তিনি তাদের ঢিল দিচ্ছেন, যাতে নিজেদের হঠকারিতায় তারা ঘোরপাক খেতে থাকে।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى ۪ فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ وَ مَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ۝ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا ۚ فَلَمَّآ اَضَآءَتْ مَا حَوْلَهٗ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ وَ تَرَكَهُمْ فِيْ ظُلُمٰتٍ لَّا يُبْصِرُوْنَ ۝ صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ۝

১৬. ওরাই হল এমন লোক যারা হিদায়াতের পরিবর্তে গোমরাহি খরিদ করেছে। তো না তাদের (এই) ব্যবসা লাভজনক হয়েছে, আর না তারা সুপথপ্রাপ্ত হয়েছে। ১৭. তাদের (মুনাফিকীনের একটা দলের) উদাহরণ হল ঐ ব্যক্তির মত যে আগুন জ্বালল, তো যখন আগুন তার চারপাশ আলোকিত করল তখন আল্লাহ্ তাদের আলো বিলুপ্ত করলেন, আর তাদের ছেড়ে দিলেন এমন বহুমুখী আঁধারে যে, তারা (কিছুই) দেখতে পায় না ১৮. (তারা) বধির, বোবা, অন্ধ; সুতরাং তারা (সত্যের পথে) ফিরে আসতে পারে না।

اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ فِيْهِ ظُلُمٰتٌ وَّ رَعْدٌ وَّ بَرْقٌ ۚ يَجْعَلُوْنَ اَصَابِعَهُمْ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ؕ وَ اللّٰهُ مُحِيْطٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ۝ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ ؕ كُلَّمَآ اَضَآءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيْهِ ۙ وَ اِذَآ اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوْا ؕ وَ لَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَ اَبْصَارِهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

১৯. কিংবা (মুনাফিকীনের আরেক দলের উদাহরণ হল) আকাশ থেকে বর্ষণরত বৃষ্টির মত, যাতে রয়েছে গভীর অন্ধকার, বজ্র ও বিজলী। বজ্রের গর্জনের কারণে মৃত্যুভয়ে নিজেদের কানে তারা (পুরো) আঙ্গুল (ঢুকিয়ে) দেয়/দিতে চায়। বস্তুত আল্লাহ্ তো কাফিরদের ঘিরে রেখেছেন। ২০. বিজলী যেন তাদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেয়! যখনই বিজলী তাদের জন্য চমক সৃষ্টি করে, সেই চমকের মধ্যে তারা হাঁটতে শুরু করে, আর যখন বিজলী তাদের উপর অন্ধকার ছড়িয়ে দেয় তখন

[৮] আসলে আল্লাহ্ তাদের, মজা করার পরিণামের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন।

তারা থমকে দাঁড়ায়। যদি আল্লাহ্ চাইতেন, তাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি অবশ্যই বিলুপ্ত করে দিতেন। আল্লাহ্ তো সবকিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

(রুকূ ৩)

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۙ﴿٢١﴾ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا
وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً ۖ وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٢﴾

২১. হে লোকসকল, তোমরা আপন রবের ইবাদত কর, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং (সৃষ্টি করেছেন) তাদের যারা তোমাদের আগে বিগত হয়েছে। (ইবাদত কর,) যাতে তোমরা মুত্তাক্বী হতে পার[৯]। ২২. (ইবাদত কর আপন রবের) যিনি যমীনকে তোমাদের জন্য বানিয়েছেন বিছানা, আর আসমানকে ছাদ; আর আসমান থেকে পানি নামিয়েছেন, অনন্তর তা দ্বারা ফলফলাদি উদ্গত করেছেন তোমাদের জন্য রিযিকরূপে। সুতরাং আল্লাহ্র জন্য তোমরা কোন 'সমকক্ষ' নির্ধারণ কর না, যখন তোমরা জানো (আল্লাহ্ সম্পর্কে এসব বিষয়)।

وَاِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ۪ وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ
صٰدِقِيْنَ ﴿٢٣﴾ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٤﴾

২৩. আর যদি তোমরা সামান্য সন্দেহের মধ্যেও থাক এই (কোরআন) সম্পর্কে যা আমি আমার বান্দার উপর নাযিল করেছি তাহলে ঐরকম কোন একটি সূরাই না হয় পেশ কর; আর ডাক তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের 'হাযিরীন'কে, যদি হয়ে থাক তোমরা (দ্বিধা-সন্দেহের ক্ষেত্রে) সত্য। ২৪. তো যদি তোমরা (তা) না পার, আর পারবেও না কিছুতেই, তাহলে ভয় কর আগুনকে, যার ইন্ধন হল মানুষ ও পাথর, যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফিরীনের জন্য।

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ
قَالُوْا هٰذَا الَّذِيْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۙ وَاُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ؕ وَلَهُمْ فِيْهَآ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۙ وَّهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৫. আর যারা ঈমান এনেছে এবং *'নেক নেক'* আমল করেছে, তাদের আপনি সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্য রয়েছে এমন বাগবাগিচা, যার নীচ দিয়ে বয়ে যায় বিভিন্ন নহর (ও জলধারা)। যখনই ঐ (বাগবাগিচা) থেকে কোন ফল তাদের দেয়া হবে রিযিকরূপে তখন (অবাক হয়ে) তারা বলবে, এ তো (ঐ রিযিক) যা আগেও আমাদের দেয়া হয়েছে! আসলে তাদের তা দেয়া হবে দেখতে সদৃশরূপে। আর তাদের জন্য সেখানে থাকবে পবিত্র স্ত্রীগণ, আর সেখানে তারা থাকবে চিরকাল।

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيٖٓ اَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا ؕ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ وَاَمَّا الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا فَيَقُوْلُوْنَ مَاذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا ۙ وَّيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا ؕ وَمَا يُضِلُّ بِهٖٓ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ ﴿٢٦﴾

---

[৯] যাতে তোমরা তাক্বওয়া অর্জন করতে পার। সাধারণত তাক্বওয়া ও মুত্তাক্বী ব্যবহৃত হয়েছে, বাংলা প্রতিশব্দ নয়।

الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ ۠ وَ يَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَ يُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝

২৬. আল্লাহ্ তো সঙ্কোচ করেন না (সত্যকে স্পষ্ট করার জন্য) যে কোন উদাহরণ দিতে, হোক না (তুচ্ছ) মশা, বা তার চেয়ে বেশী (তুচ্ছ কিছু)। তো যারা ঈমান এনেছে তারা বেশ জানে যে, তাদের রবের পক্ষ হতে (আগত) এ উদাহরণ সত্য। আর যারা কুফুর করেছে[১০] তারা বলে বেড়ায়, এ (তুচ্ছ) উদাহরণ দ্বারা আল্লাহ্ চেয়েছেন কী! (বস্তুত) এ (উদাহরণ) দ্বারা আল্লাহ্ বহুকে (সত্য থেকে) বিচ্যুত করেন, আর বহুকে সত্যের পথে পরিচালিত করেন। আসলে তা দ্বারা তিনি বিচ্যুত করেন না ফাসিকীন ছাড়া কাউকে।[১১] ২৭. যারা আল্লাহ্র (সঙ্গে কৃত) ওয়াদা ভঙ্গ করে, তা দৃঢ় করার পরেও, আর কর্তন করে ঐ সম্পর্ক যা আল্লাহ্ অটুট রাখার আদেশ করেছেন, আর যমীনে তারা ফাসাদ করে/ ছড়ায়। ওরাই হল আসল ক্ষতিগ্রস্ত।

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَ كُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ۚ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝ هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۤ ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَآءِ فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ؕ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝

২৮. কীভাবে আল্লাহ্র সঙ্গে তোমরা কুফুরের আচরণ কর[১২], অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন, অনন্তর তিনি তোমাদের প্রাণ দান করেছেন, তারপর তিনি তোমাদের মৃত করবেন, তারপর তোমাদের জীবিত করবেন, তারপর তাঁরই দিকে তোমাদের ফেরানো হবে! ২৯. তিনিই ঐ সত্তা যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন যমীনে যাকিছু আছে, সমস্ত। তারপর তিনি আসমানের অভিমুখী হন, অনন্তর তাকে সুসঙ্গত রূপ দান করেন সাত আসমানে। আর তিনি সর্ববিষয়ে পূর্ণ জ্ঞাত।[১৩]

(রুকূ. ৪)

وَ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ؕ قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَ يَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۚ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ ؕ قَالَ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ وَ عَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ ۙ فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِيْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

৩০. আর (আয় পেয়ারে নবী, স্মরণ করুন ঐ সময়কে) যখন আপনার রব্ ফিরেশতাদের বললেন,

---

[১০] কুফুর শব্দের বিভিন্ন প্রায়োগিক অর্থ রয়েছে যেমন (আল্লাহ্র নেয়ামতের প্রতি) অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, (আল্লাহ্র অস্তিত্ব) অস্বীকার করা, (আল্লাহ্র আদেশ) অমান্য করা। ইত্যাদি। আয়াতের মধ্যে কোথায় কোন্ অর্থ হবে সেটা পূর্বাপর দ্বারা নির্ধারিত হয়।

[১১] আসলে তা দ্বারা তিনি শুধু ফাসিকীনকেই গোমরাহ/ভ্রষ্ট/বিচ্যুত করেন।

[১২] ভিন্ন তরজমা- কীভাবে তোমরা আল্লাহ্কে অস্বীকার কর....

[১৩] عَلِيم এর জন্য 'পূর্ণ জ্ঞাত', আর خَبِير এর জন্য 'পূর্ণ অবগত' ব্যবহার করা হয়েছে।

আমি পৃথিবীতে একজন খলীফা[১৪] বানাতে যাচ্ছি। তারা নিবেদন করল, আপনি কি সেখানে এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন যারা তাতে ফাসাদ[১৫] করবে এবং করবে রক্তপাত! অথচ আমরা আপনার প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং আপনার (জন্য/অনুকূলে) মহিমা ঘোষণা করছি! তিনি বললেন, নিশ্চিতই আমি জানি, যা তোমরা জান না। ৩১. আর তিনি আদমকে শিক্ষা দিলেন (বস্তুসমুদয়ের) সকল নাম (ও গুণ), তারপর তিনি উপস্থাপন করলেন সেগুলোকে ফিরেশতাদের সামনে, অনন্তর বললেন, তোমরা আমাকে এগুলোর নাম (ও গুণ) সম্পর্কে অবহিত কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক (খেলাফতের যোগ্যতা সম্পর্কে ধারণার ক্ষেত্রে)।

قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۝ قَالَ يٰۤاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۚ فَلَمَّاۤ اَنْۢبَاَهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۙ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۙ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ۝

৩২. তারা নিবেদন করল, আপনি চিরপবিত্র, আমাদের তো কোন ইলম নেই, তবে আপনি যা আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন।[১৬] নিঃসন্দেহে আপনিই সর্বজ্ঞানী, মহা-প্রজ্ঞাবান। ৩৩. তিনি বললেন, হে আদম! তুমি তাদের অবহিত কর এগুলোর নাম (ও গুণ) সম্পর্কে। তো যখন তিনি তাদের অবহিত করলেন এগুলোর নাম (ও গুণ) সম্পর্কে তখন তিনি বললেন, আমি কি বলিনি তোমাদের যে, আমি জানি আকাশপুঞ্জের ও পৃথিবীর (সমস্ত) গোপন বিষয়, আর আমি জানি যা তোমরা প্রকাশ কর, আর যা গোপন কর/করতে।[১৭]

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا اِلَّاۤ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ ۫ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ۝ وَقُلْنَا يٰۤاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ۪ وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝ فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ ۪ وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ۝ فَتَلَقّٰۤى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝

---

[১৪] খলীফা, শাব্দিক অর্থ, যে পিছনে থাকে, প্রচলিত অর্থ প্রতিনিধি, স্থলবর্তী। পারিভাষিক অর্থ, আল্লাহ্‌র রাসূলের দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণের পর তাঁর স্থলবর্তী হয়ে তাঁর রেখে যাওয়া উম্মতকে যিনি শাসন করবেন, তারবিয়াত করবেন এবং প্রতিপালন করবেন, যেমন করেছেন প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর, দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর, তৃতীয় খলীফা হযরত উছমান, চতুর্থ খলীফা হযরত আলী রা. ...
এই পদ ও কর্তব্যকে বলা হয় খেলাফাত।
পৃথিবীতে মানবজাতি হল আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে মনোনীত খলীফা। এর অর্থ হল, মানুষ আল্লাহ্‌র যমীনে আল্লাহর পছন্দের জীবন যাপন করবে আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবী ও রাসূলানের তত্ত্বাবধানে। এভাবে মানুষকে আল্লাহ্ খেলাফতের মর্যাদা দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন।...

[১৫] ফাসাদ মানে যে কোন অসঙ্গত, অন্যায় ও অবৈধ কাজে নিজে লিপ্ত হওয়া এবং তা অন্যের মধ্যে ছড়ানো। এটা হতে পারে বিভিন্ন স্তরের, যার সর্বোচ্চ পর্যায় হল কুফুর ও শিরক। তারপর যুলুম অবিচার ও নানা রকম পাপাচার।

[১৬] বিকল্প তরজমা– আপনি আমাদের যা শিক্ষা দিয়েছেন তার বাইরে তো আমাদের কোন জ্ঞান নেই।

[১৭] এটাই হল আদমের শ্রেষ্ঠত্বের মূল উপাদান, যা আদম সন্তানদের অর্জন করতে হবে চিরকাল।

৩৪. আর (আয় পেয়ারে নবী, স্মরণ করুন ঐ-সময়কে) যখন আমি ফিরেশতাদের বললাম, তোমরা আদমকে সিজদা কর। অনন্তর তারা সিজদা করল, ইবলীস ছাড়া; সে প্রত্যাখ্যান করল এবং দম্ভ প্রকাশ করল। এভাবে সে কাফিরীনের দলভুক্ত হয়ে গেল।

৩৫. আর আমি বললাম, হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বাস কর এবং তোমরা (দু'জন) জান্নাতের (ফলফলাদি) থেকে স্বচ্ছন্দে আহার কর যেখান থেকে তোমাদের ইচ্ছা; তবে এই গাছটার কাছেও যেয়ো না, তাহলে কিন্তু তোমরা যালিমীনের দলভুক্ত হয়ে যাবে। ৩৬. অনন্তর শয়তান তাদের দু'জনকে তা থেকে বিচ্যুত করল এবং তারা যে (সুখের) মধ্যে ছিল তা থেকে তাদের বের করে ছাড়ল। তখন আমি (তিনজনকে) বললাম, তোমরা নেমে যাও, এমন অবস্থায় যে, তোমরা একে অপরের শত্রু হয়ে থাকবে। আর তোমাদের জন্য একনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পৃথিবীতে অবস্থান ও সীমিত ভোগ সাব্যস্ত হল।[১৮]

৩৭. পরে আদম তাঁর রবের পক্ষ হতে (তাওবার) কিছু শব্দ প্রাপ্ত হলেন (এবং তা দ্বারা তিনি তাওবা করলেন)। অনন্তর আল্লাহ্ তাঁর তাওবা কবুল করে নিলেন। তিনিই তো সর্বোচ্চ তাওবা কবুলকারী, সর্বোচ্চ দয়ালু।

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

৩৮. আমি বললাম, তোমরা সবাই এখান থেকে নেমে যাও।[১৯] পরে যদি আমার পক্ষ হতে কোন হিদায়াত (ও পথনির্দেশ) আসে তোমাদের কাছে তখন যারা আমার পথনির্দেশ অনুসরণ করবে তাদের কোন ভয় নেই[২০], আর তারা মোটেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে না ৩৯. আর যারা কুফুর করবে এবং আমার আয়াতসমূহ ঝুটলাবে[২১] ওরাই হবে আছহাবে নার[২২]; তাতে তারা চিরস্থায়ী হবে।

---

[১৮] এখানে সম্বোধন হল আদম, তাঁর স্ত্রী ও শয়তান, এই তিনজনের উদ্দেশ্যে। আর একে অপরের শত্রু হওয়ার অর্থ হল, একপক্ষে আদম, তাঁর স্ত্রী এবং তাঁদের সূত্রে আওলাদে আদম, অপর পক্ষে হল শয়তান এবং তার সূত্রে তার অনুচরবর্গ।

[১৯] সম্ভবত একের অধিকের জন্য বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অথবা, আদমের ঔরসে যারা আছে তাদেরও বিবেচনায় আনা হয়েছে।

[২০] لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ এর সাবলীল তরজমা হল, 'তাদের কোন ভয় নেই'। عَلَيْهِمْ এ অংশটিকেও যদি তরজমার আওতায় আনতে হয় তাহলে মূল থেকে একটু দূরে সরে বলতে হবে, 'তাদের উপর কোন ভয় ভর করবে না'। আরো বেশ কয়েকস্থানে বাক্যটি আসবে।

[২১] كَذَّبَ - يُكَذِّبُ এর প্রচলিত তরজমা হল 'মিথ্যাসাব্যস্ত করা/মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা। তবে এতে সাবলীলতা নেই। প্রত্যাখ্যান করা, এমন তরজমাও করা হয়, তবে এটি মূলানুগ নয়। উর্দূভাষার শব্দকে বাংলায় গ্রহণ করে তরজমা হতে পারে ঝুটলানো, আবার আরবী শব্দকে বাংলায় এনে তরজমা হতে পারে তাকযীব করা, এতে সুসংক্ষেপণ ও সাবলীলতা রয়েছে।

[২২] তারাই হবে জাহান্নামের/আগুনের বাসিন্দা।

(রুকূ. ৫)

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَ اَوْفُوْا بِعَهْدِيْٓ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ ۚ وَ اِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ ۝ وَ اٰمِنُوْا بِمَآ
اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَ لَا تَكُوْنُوْٓا اَوَّلَ كَافِرٍ بِهٖ ۪ وَ لَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۫ وَّ اِيَّايَ فَاتَّقُوْنِ ۝ وَ لَا تَلْبِسُوا
الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَ تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ وَ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ ارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ۝

৪০. আয় বনী ইসরাঈল![২৩] তোমরা স্মরণ কর আমার নিয়ামত যা তোমাদের উপর আমি বর্ষণ করেছি, আর তোমরা আমার (সঙ্গে কৃত) প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর, (তাহলে) আমি(ও) পূর্ণ করব তোমাদের (সঙ্গে কৃত) প্রতিশ্রুতি। আর তোমরা আমাকেই শুধু ভয় কর। ৪১. আর তোমরা ঈমান আনো ঐ কিতাবের প্রতি যা আমি নাযিল করেছি, এমন অবস্থায় যে তা ঐ কিতাবের (তাওরাতের) প্রতি সত্যায়নকারী যা তোমাদের সঙ্গে রয়েছে। আর হয়ো না তোমরা ঐ কিতাবের প্রতি প্রথম অস্বীকৃতিজ্ঞাপনকারী। আর আমার আয়াতসমূহের বিপরীতে সামান্য মূল্য অর্জন কর না।[২৪] আর আমাকেই শুধু সমীহ কর।[২৫] ৪২. আর তোমরা হককে বাতিলের সঙ্গে গুলিয়ে ফেল না এবং হককে গোপনও কর না এমন অবস্থায় যে, (প্রকৃত সত্য নিশ্চিতরূপে) তোমরা জানো ৪৩. আর ছালাত কায়েম কর এবং যাকাত আদায় কর এবং রুকূ'কারীদের সঙ্গে রুকূ' কর।

اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَ اَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ۭ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝ وَ اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَ
الصَّلٰوةِ ۭ وَ اِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَ اَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ۝

৪৪. এটাই কি বাস্তব যে, লোকদের তো তোমরা নেকির আদেশ কর, অথচ নিজেদের ভুলে থাক, এমন অবস্থায় যে তোমরা কিতাব তিলাওয়াত করছ। তো তোমরা কি এতটুকুও বোধ রাখ না! ৪৫. আর ছবর ও ছালাত দ্বারা তোমরা আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা কর। আর ছালাত অবশ্যই ভারী, তবে তাদের উপর নয় যাদের অন্তরে খুশূ' আছে।[২৬] ৪৬. যারা বিশ্বাস রাখে যে, তারা আপন প্রতিপালকের সম্মুখীন হবে, আর তাঁরই অভিমুখে হবে তাদের প্রত্যাবর্তন।

(রুকূ. ৬)

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَ اَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۝ وَ اتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ
نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّ لَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ۝ وَ اِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ

---

[২৩] এটা ইহুদীদের গোত্রগত নাম। শাব্দিক অর্থ, 'ইসরাঈলের পুত্রগণ'। ইহুদীদের আদিপুরুষ হলেন আল্লাহ্র নবী হযরত ইয়াকূব বিন ইসহাক বিন ইবরাহীম। তাঁরই আরেক নাম হল ইসরাঈল।

[২৪] আর সামান্য মূল্যে আমার আয়াতসমূহ বিক্রি কর না।

[২৫] আগের আয়াতে বলা হয়েছে, وَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ 'আর আমাকেই শুধু ভয় কর'। আর এখানে হল وَاِيَّايَ فَاتَّقُوْنِ তো এখানেও যদি 'ভয়' দ্বারা তরজমা করি, সম্ভবত ঠিক হয় না। তাক্বওয়া-এর মূল অর্থের মধ্যে যেমন ভয়ের দিক রয়েছে, তেমনি ভালোবাসারও দিক রয়েছে। সুতরাং বিষয়টি আল্লাহ্র সঙ্গে হলে মনে হয় সমীহ শব্দটি হতে পারে তাক্বওয়ার উপযুক্ত প্রতিশব্দ। পক্ষান্তরে যেখানে জাহান্নামের প্রসঙ্গ আসবে সেখানে শুধু ভয় দ্বারাই তরজমা হবে।

[২৬] ছালাত অবশ্যই ভারী, তবে কাতর ও একাগ্রদের উপর নয়।

يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَ يَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ؕ وَ فِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ۝

৪৭. আয় বনী ইসরাঈল! স্মরণ কর আমার নিয়ামত, যা আমি তোমাদের উপর বর্ষণ করেছি এবং (স্মরণ কর একথা) যে, তোমাদের আমি ফযীলত (ও বড়ত্ব) দান করেছি সারা জাহানের উপর ৪৮. আর ভয় কর এমন দিনকে যেদিন কোন 'প্রাণ' কোন প্রাণের পক্ষে কিছুমাত্র কাজে আসবে না এবং কোন প্রাণের পক্ষ হতে (কোন প্রাণের পক্ষে) কোন সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না এবং কোন প্রাণের পক্ষ হতে কোন 'মুক্তিপণ' নেয়া হবে না, এমনকি তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না। ৪৯. আর (ঐ সময়কে স্মরণ কর) যখন আমি তোমাদের নাজাত দিয়েছি ফের'আউনের গোষ্ঠী থেকে, যারা নিপীড়ন করত তোমাদের, নিকৃষ্ট নিপীড়ন; তোমাদের পুত্রদের জবাই করত, আর (দাসীবৃত্তির জন্য) তোমাদের নারীদের জীবিত রাখত। আর তোমাদের এই সমগ্র পরিস্থিতির মধ্যে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে (তোমাদের জন্য) ছিল বিরাট পরীক্ষা।

وَ اِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَاَنْجَيْنٰكُمْ وَ اَغْرَقْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ وَ اَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ۝ وَ اِذْ وٰعَدْنَا مُوْسٰٓى اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَ اَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ۝ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝ وَ اِذْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَ الْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۝

৫০. আর (স্মরণ কর ঐ সময়কে) যখন তোমাদের অনুকূলে[২৭] সাগর বিভক্ত করেছিলাম, অনন্তর তোমাদের উদ্ধার করেছিলাম, আর ফির'আউনের গোষ্ঠীকে ডুবিয়ে (মেরে) ছিলাম, এমন অবস্থায় যে (নিজের চোখে সে দৃশ্য তোমরা) দেখছিলে। ৫১. আর (স্মরণ কর ঐ সময়কে) যখন আমি মূসার সঙ্গে চল্লিশটি রাতের প্রতিশ্রুতি স্থির করেছিলাম। তারপর তোমরা তাঁর পশ্চাতে/তাঁর অবর্তমানে/তাঁর পরে বাছুরকে (উপাস্যরূপে) গ্রহণ করলে। এভাবে তোমরা (নিজেদেরই উপর) যুলুম করলে /এ অবস্থায় যে তোমরাই ছিলে যালিম। ৫২. তারপর ঐ অপরাধের পরেও আমি তোমাদের ক্ষমা করলাম, যাতে তোমরা শোকর কর। ৫৩. আর (স্মরণ কর ঐ সময়কে) যখন মূসাকে আমি (ওয়াদা অনুযায়ী) দিলাম কিতাব এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করার মানদণ্ড, যাতে তোমরা হেদায়াত-প্রাপ্ত হও।[২৮]

وَ اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوْبُوْٓا اِلٰى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ ؕ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ؕ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝ وَ اِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ وَ اَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ۝

৫৪. আর (স্মরণ কর ঐ সময়কে) যখন মূসা তাঁর কাউমকে বললেন, আয় কাউম! তোমরা তো

---

[২৭] বিকল্প শব্দ, 'তোমাদের খাতিরে'।

[২৮] বিকল্প তরজমা– যখন মূসাকে আমি সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী কিতাব (তাওরাত) দান করলাম, যাতে তোমরা সরল পথের উপর স্থির হও।

নিজেদেরই উপর যুলুম করেছো বাছুরকে (উপাস্য) বানানো দ্বারা। তো তাওবা কর তোমরা আপন স্রষ্টার অভিমুখে, আর (তাওবার পদ্ধতি এই যে,) নিজেদের তোমরা কতল কর।[২৯] তোমাদের ঐ ব্যবস্থাই তোমাদের জন্য উত্তম হবে তোমাদের স্রষ্টার নিকট। অনন্তর তিনি তোমাদের তাওবা কবুল করলেন। তিনিই তো সর্বোচ্চ তাওবা কবুলকারী (এবং) সর্বোচ্চ দয়ালু। ৫৫. আর (স্মরণ কর ঐ সময়কে) যখন তোমরা বললে, হে মূসা, আমরা কিছুতেই তোমার অনুকূলে ঈমান আনবো না, যতক্ষণ না আমরা প্রকাশ্যে আল্লাহ্‌কে দেখতে পাই। তখন (আযাবের) বজ্র তোমাদের এমন ঘায়েল করল যে, তোমরা দেখেই থাকলে।

ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٥٦﴾ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ؕ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ؕ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৬. তারপর আমি তোমাদের পুনর্জীবিত করলাম তোমাদের মৃত্যুর পর, যাতে তোমরা শোকর কর। ৫৭. আর তোমাদের উপর মেঘকে আমি ছায়া বানালাম এবং তোমাদের উপর মান্না ও সালওয়া নাযিল করলাম। (আর বললাম,) তোমরা আহার কর ঐ উত্তম রিযিক থেকে যা আমি তোমাদের দান করেছি। আর (আদেশ অমান্য করে) তারা আমার কোন ক্ষতি করেনি, বরং নিজেদেরই ক্ষতি করেছিল।[৩০]

وَاِذْ قُلْنَا ادْخُلُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُوْلُوْا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطٰيٰكُمْ ؕ وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٥٨﴾ فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿٥٩﴾

৫৮. আর (স্মরণ কর ঐ সময়ের কথা) যখন আমি বললাম, তোমরা এই জনপদে প্রবেশ কর এবং সেখানকার (ফল ও ফসল) থেকে যেখান থেকে ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে আহার কর। আর (জনপদের) দরজা দিয়ে প্রবেশ কর নত অবস্থায়, আর বলতে থেক, (আয় আল্লাহ্! আমরা আপনার কাছে) ক্ষমাপ্রার্থী! তাহলে আমি তোমাদের পাপসমূহ মাফ করে দেব, আর নেককারদের (আজর আরো) বাড়িয়ে দেব। ৫৯. তখন যালিমরা, যা তাদের বলা হয়েছিল তার পরিবর্তে অন্য কথা বলতে লাগল। তখন যারা যুলুম করেছে তাদের উপর আসমান থেকে আমি আযাব নাযিল করলাম, তাদের অব্যাহত পাপাচারের কারণে।

(রুকূ-৭)

وَاِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ؕ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ؕ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ؕ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿٦٠﴾

---

[২৯] ভিন্ন তরজমা, তোমরা নিজেরা নিজেদের হত্যা কর। (যারা গোবৎসের পূজা করেনি, তারা হত্যা করবে গোবৎসের পূজাকারীদের। এমনই কঠিন ছিল বনী ইসরাইলের তাওবা।)

[৩০] আর (নাফরমানি করে) তারা আমার উপর কোন যুলুম করেনি, বরং নিজেদেরই উপর যুলুম করেছিল।

৬০. আর (স্মরণ কর ঐ সময়কে) যখন (পানিসঙ্কটের কারণে) মূসা (তাঁর রবের নিকট) আপন কাউমের জন্য পানি চাইলেন। তখন আমি বললাম, তুমি তোমার 'আছা' দ্বারা পাথরকে আঘাত কর। ফলে তা থেকে বারটি ঝর্ণা উৎসারিত হল। প্রত্যেক 'লোকগোষ্ঠী' তাদের পানক্ষেত্র জেনে নিল। (আমি তাদের বললাম,) আল্লাহ্র (দেয়া) রিযিক হতে আহার কর এবং পান কর, তবে (আল্লাহ্র) যমীনে ফাসাদীরূপে ছড়িয়ে পড়ো না।

وَ اِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ مِنْۢ بَقْلِهَا وَ قِثَّآئِهَا وَ فُوْمِهَا وَ عَدَسِهَا وَ بَصَلِهَا ؕ قَالَ اَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِىْ هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ ؕ اِهْبِطُوْا مِصْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مَّا سَاَلْتُمْ ؕ وَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَ الْمَسْكَنَةُ ۗ وَ بَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَ يَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّ كَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿۶۱﴾

৬১. আর (স্মরণ কর ঐ সময়কে) যখন তোমরা বললে, হে মূসা! একই খাবারের উপর আমরা কিছুতেই ছবর করব না; তাই আমাদের হয়ে ডাকো তোমার রব্কে, তিনি যেন আমাদের জন্য ঐসব ফসলের ব্যবস্থা করেন যা ভূমি উৎপন্ন করে, অর্থাৎ ভূমির সবজী, কাঁকুড়, গম, মসুর ও পেঁয়াজ। মূসা বললেন, যাকিছু উৎকৃষ্ট, তোমরা কি তা বদল করতে চাচ্ছো, যাকিছু নিকৃষ্ট তা দ্বারা![৩১] (তাহলে) নেমে পড়ো কোন শহরে। কারণ (সেখানেই) থাকবে তোমাদের জন্য যা তোমরা চেয়েছো। আর তাদের উপর লাঞ্ছনা ও হীনতা চাপিয়ে দেয়া হল/আরোপ করা হল।[৩২] আর তারা আল্লাহ্র পক্ষ হতে ভীষণ ক্রোধে নিপতিত হল। ঐ পরিণতি এ জন্য যে, তারা আল্লাহ্র আয়াতসমস্ত অস্বীকার করত, আর নবীদের না-হক কতল করত। ঐসব ঘটেছে তাদের নাফরমানি এবং অব্যাহত সীমালঙ্ঘনের কারণে।

(রুকূ. ৮)

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ الَّذِيْنَ هَادُوْا وَ النَّصٰرٰى وَ الصّٰبِـِٕيْنَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿۶۲﴾ وَ اِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَ رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ ؕ خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّ اذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿۶۳﴾

৬২. বস্তুত যারা ঈমান এনেছে এবং যারা ইহুদী হয়েছে এবং নাছারা ও ছাবিঈন, (তাদের মধ্য হতে) যারা প্রকৃতই ঈমান আনে আল্লাহ্র প্রতি এবং শেষ দিনের প্রতি এবং নেক আমল করে, তো তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের নিকট 'বিশেষ' প্রতিদান। তাদের উপর (সেদিন) কোন ভয় নেই, আর তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে না। ৬৩. আর (স্মরণ কর ঐ সময়কে) যখন আমি তোমাদের প্রতিশ্রুতি নিলাম (তাওরাতের উপর অবিচল থাকার বিষয়ে), আর তোমাদের উপর তূর (পর্বত)

---

[৩১] তোমরা কি, যা নিকৃষ্ট তা গ্রহণ করছো, যা উত্তম তার পরিবর্তে।

[৩২] আর তাদের উপর লাঞ্ছনা ও হীনতার ছাপ মেরে দেয়া হল, এ তরজমার কিছুটা গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে।

উত্তোলন করলাম (এই বলে যে,) যে কিতাব তোমাদের দিয়েছি তা শক্তভাবে আঁকড়ে ধরো। আর তাতে যা কিছু (বাণী ও বিধান) রয়েছে তা স্মরণ রেখ, যাতে তোমরা তাক্বওয়া অর্জন করতে পার।

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ ۚ فَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهٗ لَكُنْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝ وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِـِٕيْنَ ۝ فَجَعَلْنٰهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَ مَا خَلْفَهَا وَ مَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝

৬৪. এরপর তোমরা (তা থেকে) ফিরে গেলে তা মান্য করার পর। তো যদি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও অনুকম্পা না হতো তোমাদের উপর (তাহলে) অবশ্যই হয়ে যেতে তোমরা মহাক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত। ৬৫. আর তোমরা তো জেনেছোই (তাদের পরিণতি), তোমাদের মধ্য হতে যারা সীমা -লঙ্ঘন করেছে শনিবারের বিষয়ে। তো (আযাব হিসাবে) তাদের উদ্দেশ্যে আমি বললাম, হয়ে যাও তোমরা ধিকৃত বানর। ৬৬. তো ঐ ঘটনাকে আমি শিক্ষণীয় শাস্তি বানালাম ঐ ঘটনার সমকালীনদের এবং তার পরবর্তীদের জন্য, আর (বানালাম) মুত্তাক্বীনের জন্য উপদেশের বিষয়।

وَ اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖۤ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً ؕ قَالُوْۤا اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ؕ قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ۝ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ ؕ قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَّ لَا بِكْرٌ ؕ عَوَانٌۢ بَيْنَ ذٰلِكَ ؕ فَافْعَلُوْا مَا تُؤْمَرُوْنَ ۝ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا لَوْنُهَا ؕ قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ ۙ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النّٰظِرِيْنَ ۝

৬৭. আর (স্মরণ কর ঐ সময়কে) যখন মূসা তার কাউমকে বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের আদেশ করছেন একটি গাভী যবেহ করার, (যাতে অজ্ঞাত হত্যাকারীকে শনাক্ত করা যায়)! তারা বলল, আপনি কি আমাদের, উপহাসপাত্র বানাচ্ছেন! তিনি বললেন, আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই মূর্খদের দলভুক্ত হওয়া থেকে, (যারা তামাশা করে)।

৬৮. (শেষে উপায় না পেয়ে, কৌশলের আশ্রয় নিয়ে) তারা বলল, আমাদের হয়ে আপনি আপনার রব্‌কে নিবেদন করুন, যেন তিনি আমাদের বয়ান করে দেন, গাভীটি কী (কেমন) হবে! তিনি বললেন, আল্লাহ্ তো বলছেন, তা হতে হবে এমন গাভী যা না একেবারে বয়স্কা, না একেবারে অল্পবয়স্কা, (বরং) এ দু'য়ের মধ্যবর্তী। তো (বাহানা না করে) তোমরা তা কর যা তোমাদের আদেশ করা হচ্ছে।

৬৯. (কিন্তু সেই বাহানা করেই) তারা বলল, আমাদের হয়ে আপনি আপনার রব্‌কে নিবেদন করুন, তিনি যেন আমাদের জন্য বয়ান করে দেন, গাভীটির রঙ কী হবে! তিনি বললেন, দেখ, আল্লাহ্ বলছেন, তা হতে হবে হলুদ গাভী, যার বর্ণ উজ্জ্বল, যা দর্শকদের প্রফুল্ল করে।

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ ۙ اِنَّ الْبَقَرَ تَشٰبَهَ عَلَيْنَا ؕ وَ اِنَّاۤ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُوْنَ ۝ قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُوْلٌ تُثِيْرُ الْاَرْضَ وَ لَا تَسْقِي الْحَرْثَ ۚ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيْهَا ؕ قَالُوا الْـٰٔنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ؕ فَذَبَحُوْهَا وَ مَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ ۝

৭০. (লাগাতার বাহানা করে) তারা বলল, আমাদের হয়ে আপনি আপনার রব্‌কে নিবেদন করুন, তিনি যেন আমাদের জন্য বয়ান করে দেন, গাভীটি আসলেই কী (কেমন) হবে! গাভীর বিষয় তো আমাদের জন্য জটিল হয়ে গেল। তবে আল্লাহ্ চাহেন তো (এবার) আমরা দিশা পেয়ে যাব। ৭১. তিনি বললেন, আচ্ছা, আল্লাহ্ বলছেন, তা হতে হবে এমন গাভী, যা 'কর্মখাটা'রূপে/কর্মলাঞ্ছিত -রূপে/কামলারূপে ভূমি কর্ষণ করে না এবং ফসলে পানিও দেয় না।[৩৩] পূর্ণ সুস্থ, তাতে কোন দাগ/খুঁত নেই। (শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে) তারা বলল, এখনই না আপনি ঠিক ঠিক বয়ান এনেছেন! শেষে (অনেক তালাশ করে) ঐরকম গাভী তারা জবেহ করল, যদিও তারা করতেই চাচ্ছিল না![৩৪]

(রুকূ. ৯)

وَ اِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَءْتُمْ فِيْهَا ؕ وَ اللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ۚ﴿۷۲﴾ فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا ؕ كَذٰلِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتٰى ۙ وَ يُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿۷۳﴾

৭২. আর (স্মরণ কর ঐ সময়কে) যখন কতল করেছিলে তোমরা (তোমাদের একজন তোমাদের) একজনকে। অনন্তর তার বিষয়ে তোমরা পরস্পর অভিযোগ আরোপ করছিলে। আর আল্লাহ্ ঐ রহস্য উদ্ধার করবেনই যা তোমরা গোপন করছিলে। ৭৩. পরে আমি বললাম, নিহতকে স্পৃষ্ট কর গাভীর অংশবিশেষ দ্বারা। (তাতে সে জীবিত হবে এবং হত্যারহস্য প্রকাশ করবে), এভাবেই আল্লাহ্ মৃতদের জীবিত করবেন (কেয়ামতের সময়) এবং তোমাদের দেখাবেন তাঁর (কুদরতের) নিদর্শনসমূহ, যাতে তোমরা বোধ অর্জন করতে পারো।

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً ؕ وَ اِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهٰرُ ؕ وَ اِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَآءُ ؕ وَ اِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ؕ وَ مَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿۷۴﴾ اَفَتَطْمَعُوْنَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا لَكُمْ وَ قَدْ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ يُحَرِّفُوْنَهٗ مِنْۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿۷۵﴾

৭৪. পরবর্তীতে ঐসব কিছুর পরও (কুদরতের বহু নিদর্শন অবলোকনের পরও) তোমাদের কলব কঠিন হয়ে গেল! ফলে তা (হয়ে গেল) যেন পাথর, বা কঠিনতায় আরো প্রচণ্ড। কারণ কিছু পাথর তো এমনো আছে, যা থেকে জলধারা উৎসারিত হয়; আর কিছু এমনো আছে যা ফেটে যায়, আর তা থেকে পানি নিঃসৃত হয়; আর কিছু তো এমনো আছে যা আল্লাহ্‌র ভয়ে গড়িয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে তোমরা যা করছো, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ বে-খবর নন। ৭৫. তো (আয় আছহাবে নবী!) এখনো কি তোমরা বাসনা কর যে, তোমাদের অনুকূলে তারা ঈমান আনবে, অথচ তাদের একটা দল আল্লাহ্‌র কালাম শুনতো, তারপর তা বিকৃত করত, তা বোধগম্য হওয়ার পরও; অথচ তারা জানে (যে, কী জঘন্য অপরাধ তারা করছে!)

---

[৩৩] বিকল্প তরজমা, এবং ফসলকে জলসিঞ্চিতও করে না। لاذلول এর জন্য তিনটি প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

[৩৪] বিকল্প, যদিও লাগছিল না যে, তারা তা করে উঠতে পারবে। (অথচ শুরুতে সাধারণ গাভী যবেহ করলেই হত।)

وَ اِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚ وَ اِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ قَالُوْٓا اَتُحَدِّثُوْنَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوْكُمْ بِهٖ عِنْدَ رَبِّكُمْ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝ اَوَ لَا يَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَ مَا يُعْلِنُوْنَ ۝ وَ مِنْهُمْ اُمِّيُّوْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتٰبَ اِلَّآ اَمَانِيَّ وَ اِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ ۝

৭৬. আর যখন তারা দেখা করে তাদের সঙ্গে যারা (বাস্তবেই) ঈমান এনেছে তখন তারা বলে, আমরা(ও) ঈমান এনেছি; পক্ষান্তরে যখন তাদের কতিপয় কতিপয়ের সঙ্গে একান্ত হয় তখন (পরস্পর তিরস্কার করে) বলে, তোমরা কি 'তাদেরকে' ঐসব রহস্য বলে দাও যা আল্লাহ্ তোমাদের উপর অবারিত/ উন্মোচিত করেছেন, যাতে তার মাধ্যমে তারা তোমাদের রবের নিকট তোমাদের বিরুদ্ধে বিবাদী হবে! তো তোমরা কি এতটুকু বোধ রাখো না! ৭৭. আচ্ছা, এই নির্বোধেরা কি জানে না যে, আল্লাহ্ জানেন যাকিছু তারা গোপন করে, আর যাকিছু প্রকাশ করে! ৭৮. আর তাদের মধ্য হতে কিছু লোক আছে উম্মী (অক্ষরজ্ঞানহীন মূর্খ), যারা কিতাব (সম্পর্কে) কিছু জানে না, কিছু অলীক আশা ছাড়া! আসলে তারা তো শুধু ধারণার উপরই চলে।

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ ۗ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَ وَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ ۝ وَ قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّآ اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً ؕ قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا فَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهٗٓ اَمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

৭৯. সুতরাং নিপাত হোক তাদের, যারা কিতাব লেখে নিজেদের হাতে, তারপর বলে, এটা আল্লাহ্র পক্ষ হতে (অবতীর্ণ), যেন তার বিনিময়ে সামান্য মূল্য অর্জন করতে পারে।[৩৫] সুতরাং নিপাত হোক তাদের, ঐ-লেখার কারণে যা তারা নিজেদের হাতে লিখেছে এবং নিপাত হোক তাদের, ঐ-রোযগারের কারণে যা তারা করত। ৮০. আর তারা (ইহুদীরা) বলে, আগুন আমাদের কিছুতেই ছোঁবে না, তবে গণা কয়েকদিন! আপনি (তাদের) বলুন, তোমরা কি আল্লাহ্র নিকট (থেকে) কোন ওয়াদা নিয়েছো, যার ফলে আল্লাহ্ কিছুতেই নিজের ওয়াদা ভঙ্গ করবেন না; নাকি আল্লাহ্র নামে তোমরা এমন (জঘন্য) কথা আরোপ করছো যা তোমরা জানোই না!

بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّ اَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْٓـَٔتُهٗ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

৮১. (কেন নয়, বরং) অবশ্যই, যারা গোনাহ কামাই করে, আর তাদের গোনাহ্ তাদের ঘিরে ফেলে, (এমনকি ঈমানও নিশ্চিহ্ন করে ফেলে) তো ওরাই হল আছহাবে নার/জাহান্নামী, তাতে তারা চিরকাল থাকবে। ৮২. পক্ষান্তরে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক নেক আমল করেছে ওরাই হল জান্নাতী, তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে।

---

[৩৫] বিকল্প তরজমা, যাতে তার বিনিময়ে সামান্য কিছু রোযগার করতে পারে।

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٨٤﴾

৮৩. আর (স্মরণ কর এ সময়কে) যখন আমি বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার নিলাম (যে,) তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদাত করবে না, আর সদাচার করবে মা বাবার সঙ্গে এবং আত্মীয়স্বজন ও এতীম মিসকীনদের সাথেও আর লোকদের সাথে বলা উত্তম কথা, আর ছালাত কায়েম কর, আর যাকাত আদায় কর। (তোমরা অঙ্গীকার তো করলে, কিন্তু) তারপর তোমাদের মধ্য হতে অল্পকিছু ছাড়া সবাই তোমরা (অঙ্গীকার থেকে) সরে গেলে, চরম বিমুখ অবস্থায়। ৮৪. আর (স্মরণ কর এ সময়কে) যখন আমি তোমাদের অঙ্গীকার নিলাম (যে,) তোমরা নিজেদের রক্ত প্রবাহিত করবে না[৩৬], আর নিজেদেরকে নিজেদের বাড়ীঘর থেকে বের করে দেবে না। তারপর তোমরা (তা) স্বীকার করে নিলে, আর তোমরাই (তার) প্রত্যক্ষদর্শী হলে।

ثُمَّ أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ۚ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾

৮৫. তারপর তোমরা এই লোকেরাই (বর্তমানে ইয়াছরিবে) নিজেদের হত্যা কর এবং নিজেদের একদলকে তাদের বাড়ীঘর থেকে বের করে দাও, আর পাপ ও সীমালঙ্ঘনের মাধ্যমে তাদের বিপক্ষে (তাদের শত্রুদের সঙ্গে) জোট কর। এদিকে যদি তারা (শত্রুদের হাতে) বন্দী হয়ে তোমাদের কাছে আসে তখন তোমরা মুক্তিপণ দিয়ে তাদের ছাড়িয়ে নাও (এটা তো তাওরাতের উপর আমল হল,) অথচ তাদের বের করাটাই তো ছিল তোমাদের উপর হারাম। তাহলে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশ মান্য কর, আর কিছু অংশ অমান্য কর! তো তোমাদের মধ্য হতে যারা তা করে, কী হতে পারে তাদের সাজা দুনিয়ার জীবনে অপদস্থতা ছাড়া, আর কেয়ামতের দিন তো তাদের পৌঁছে দেয়া হবে কঠিনতম আযাবের দিকে। আর যাকিছু কর্ম তোমরা করছো, আল্লাহ্ সে বিষয়ে বে-খবর নন।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿٨٦﴾

৮৬. ওরাই হল, যারা দুনিয়ার জীবন খরিদ করেছে আখেরাতের বিনিময়ে। সুতরাং না তাদের থেকে আযাব লাঘব করা হবে, আর না তাদের সাহায্য করা হবে।

---

[৩৬] বিকল্প, তোমরা পরস্পর রক্তপাত করবে না। আর নিজেদের বস্তি থেকে নিজেদের উচ্ছেদ করবে না।

(রুকূ. ১১)

وَ لَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَ قَفَّيْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ ۪ وَ اٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَ اَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ؕ اَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰۤى اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ ۚ فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ ۫ وَ فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ ۝ وَ قَالُوْا قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ؕ بَلْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيْلًا مَّا يُؤْمِنُوْنَ ۝

৮৭. আর সুনিশ্চিত, মূসাকে আমি কিতাব দিয়েছি এবং তাঁর পরে পর্যায়ক্রমে রাসূল পাঠিয়েছি। আর ঈসা ইবনে মারয়ামকে পরিষ্কার পরিষ্কার নিদর্শন দিয়েছি এবং রূহুলকুদ্‌স দ্বারা তাঁকে শক্তিশালী করেছি। তো বিষয়টা কী যে, যখনই তোমাদের কাছে কোন রাসূল এসেছেন তোমাদের নফসের অপছন্দের বিধান নিয়ে/এমন বিধান নিয়ে যা তোমাদের নফস পছন্দ করে না, তখনই তোমরা স্পর্ধা দেখিয়েছো, এভাবে যে, কতক (নবী)কে ঝুটলিয়েছো/তাকযীব করেছো, আর কতককে লাগাতার কতল করেছো। ৮৮. আর তারা (মদীনার বর্তমান ইহুদীরা দম্ভ করে) বলে, আমাদের অন্তর তো আবরণবদ্ধ /আচ্ছাদিত![৩৭] আসলে তাদের কুফুরের কারণে আল্লাহ্ তাদের অভিশাপ দিয়ে রেখেছেন। তাই তারা কমই ঈমান আনে।

وَ لَمَّا جَآءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ ۙ وَ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ ۚ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۝ بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖۤ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَّكْفُرُوْا بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْيًا اَنْ يُّنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۚ فَبَآءُوْ بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ ؕ وَ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝

৮৯. আর যখন তাদের কাছে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে এমন কিতাব এল যা তাদের সঙ্গে বিদ্যমান কিতাবকে সত্যায়নকারী,[৩৮] তো (তাদের আচরণ তো দেখো যে,) ইতিপূর্বে তারা (এই কিতাবেরই দোহাই দিয়ে) তাদের বিরুদ্ধে বিজয় প্রার্থনা করত যারা (মূর্তিপূজার মাধ্যমে) কুফুর করেছে। তো যখন তাদের কাছে এসেই গেল (ঐ কিতাব) যা তারা চিনেও ফেলেছে, তখন তারা তা প্রত্যাখ্যান করে বসল। তো এমন কাফিরীনের প্রতি আল্লাহ্‌র লা'নাত। ৯০. বড় নিকৃষ্ট ঐ ধন-সম্পদ যার বিনিময়ে তারা নিজেদের বিক্রি করেছে, অর্থাৎ এই যে, আল্লাহ্‌র নাযিল করা কিতাব তারা অস্বীকার করছে শুধু এই জ্বলনের কারণে যে, আল্লাহ্ তাঁর দয়ার কিছু অংশ (অহী) নাযিল করছেন আপন বান্দাদের মধ্যে যার উপর তিনি ইচ্ছা করেন।[৩৯] তো (জ্বলনজনিত এ প্রত্যাখ্যানের কারণে) তারা গযবের উপর গযবে নিপতিত হল। আর (এমনিতেও তো) কাফিরীনের জন্য রয়েছে অপমানজনক আযাব।

وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا نُؤْمِنُ بِمَاۤ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَ يَكْفُرُوْنَ بِمَا وَرَآءَهٗ ۗ وَ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ؕ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْۢبِيَآءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝ وَ لَقَدْ جَآءَكُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ

---

[৩৭] সুতরাং মন্দ কোন দাওয়াত ও আহ্বান, যার নাম ইসলাম, আমাদের দিলের মধ্যে ঢুকতেই পারে না।

[৩৮] সত্যায়নকারী কিতাব হল কোরআন, আর তাদের কাছে বিদ্যমান কিতাব হল তাওরাত।

[৩৯] অর্থাৎ বনী ইসমা'ঈলের মধ্য হতে প্রেরিত নবী মুহম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَ اَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿۹۲﴾

৯১. আর যখন তাদের বলা হয়, তোমরা ঈমান আনো ঐ (কালামের) প্রতি যা আল্লাহ্ নাযিল করেছেন[৪০] তখন তারা বলে আমরা তো ঈমান আনবো শুধু ঐ কিতাবের (তাওরাতের) প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে আমাদের উপর; আর এ ছাড়া অন্য কিতাব তারা অস্বীকার করে। অথচ তাও সত্য (এবং) তাদের সঙ্গে বিদ্যমান কিতাবকে সত্যায়নওকারী। (আয় পেয়ারে নবী) আপনি বলুন, যদি তোমরা (তাওরাতের প্রতি) মু'মিন হয়ে থাকো তাহলে ইতিপূর্বে কেন আল্লাহ্র নবীদের কতল করতেই থেকেছিলে! ৯২. আর সুনিশ্চিত, মূসা তোমাদের কাছে এসেছিলেন পরিষ্কার পরিষ্কার নিদর্শনসহ, তারপর তাঁর অনুপস্থিতিতে তোমরা এত বড় যুলুম করলে যে, বাছুরকে (উপাস্য) বানিয়ে নিলে!

وَ اِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَ رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ ؕ خُذُوْا مَاۤ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّ اسْمَعُوْا ؕ قَالُوْا سَمِعْنَا وَ عَصَيْنَا ۪ وَ اُشْرِبُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ؕ قُلْ بِئْسَمَا يَاْمُرُكُمْ بِهٖۤ اِيْمَانُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۹۳﴾

৯৩. আর (স্মরণ কর ঐ সময়কে) যখন আমি তোমাদের (থেকে) অঙ্গীকার নিলাম এবং উত্তলন করলাম তোমাদের উপর তূর, (অঙ্গীকার এ মর্মে যে,) যাকিছু (বিধান বা কিতাব) আমি তোমাদের দিয়েছি তা শক্তভাবে আঁকড়ে ধরো, আর (যাকিছু বলি, মানার নিয়তে তা) শোনো। (তখন তারা মুখে তো) বলল, শুনলাম, কিন্তু (অন্তরে বলল,) অমান্য করলাম। আসলে তাদের কুফুর-প্রীতির কারণে বাছুরপ্রীতি তাদের অন্তরে মিশিয়ে দেয়া হয়েছিল। আপনি বলুন, যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাকো তাহলে তো বড় মন্দ আদেশ করছে তোমাদেরকে তোমাদের ঈমান!

قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۹۴﴾ وَ لَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًۢا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿۹۵﴾

৯৪. আপনি বলুন, যদি দারুল আখেরাত (এর নায নেয়ামত) আল্লাহ্র নিকট শুধু তোমাদের জন্য নির্ধারিত হয়ে থাকে অন্যলোকদের বাদে (যেমন তোমরা ভাবো) তাহলে (অন্তত মুখে) তোমরা মৃত্যুকামনা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো (এই দাবীর ক্ষেত্রে)! ৯৫. কখনো কিছুতেই তারা মৃত্যুকামনা করবে না, ঐসব কীর্তিকর্মের কারণে যা তাদের হাত (ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ) সামনে পাঠিয়ে রেখেছে। আর আল্লাহ্ পূর্ণ জ্ঞাত যালিমদের বিষয়ে।

وَ لَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ النَّاسِ عَلٰى حَيٰوةٍ ۛۚ وَ مِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۛۚ يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ اَلْفَ سَنَةٍ ۚ وَ مَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهٖ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُّعَمَّرَ ؕ وَ اللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ﴿۹۶﴾

৯৬. আর (আয় পেয়ারে নবী,) সত্যি সত্যি আপনি তাদের পাবেন লোকদের মধ্যে জীবনের প্রতি সবচে' লোভী, এমনকি যারা শরীক করে তাদের চেয়েও (বেশী)। তাদের একেকজন খায়েশ

---

[৪০] কালাম দ্বারা এখানে মূল উদ্দেশ্য হল কোরআন।

করে, যদি আয়ুপ্রাপ্ত হতো হাজার বছর! অথচ দীর্ঘায়ুপ্রাপ্ত হওয়া তো তাকে আযাব থেকে সরিয়ে রাখতে পারবে না। আর তারা যা করছে, আল্লাহ্ তা খুব দেখছেন।[৪১]

(রুকূ. ১২)

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَإِنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَ هُدًى وَّ بُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٩٧﴾ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَ مَلٰٓئِكَتِهٖ وَ رُسُلِهٖ وَ جِبْرِيْلَ وَ مِيْكٰلَ فَإِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ ﴿٩٨﴾ وَ لَقَدْ أَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ ۚ وَ مَا يَكْفُرُ بِهَآ إِلَّا الْفٰسِقُوْنَ ﴿٩٩﴾

৯৭. (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি বলে দিন, যে জিবরীলের দুশমন হতে চায় (সে খুশিমনে তা হোক), জিবরীল তো এ কালাম আপনার কলবের উপর নাযিল করেছেন আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে, যা তার সামনে বিদ্যমান কিতাবকে সত্যায়নকারী এবং যা মু'মিনীনের জন্য পূর্ণ পথনির্দেশ ও সুসংবাদ।[৪২] ৯৮. যে শত্রু হতে চায় আল্লাহ্র এবং তাঁর ফিরেশতাকুলের এবং তাঁর রাসূলানের এবং জিবরীল ও মীকাঈলের, তো (সে যেন শুনে রাখে যে,) আল্লাহ্ (নিজেই) তো কাফিরীনের দুশমন। ৯৯. আর নিশ্চিতই আমি নাযিল করেছি আপনার প্রতি (সত্যকে) স্পষ্টকারী বহু আয়াত, আর তা অস্বীকার করবে না ফাসিকীন ছাড়া কেউ।

أَوَ كُلَّمَا عٰهَدُوْا عَهْدًا نَّبَذَهٗ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٠٠﴾ وَ لَمَّا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيْقٌ مِّنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ ۘ كِتٰبَ اللّٰهِ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠١﴾

১০০. বিষয়টা কী যে, যখনই তারা কোন অঙ্গীকার প্রদান করে, তাদের একদল তা ছুঁড়ে ফেলে! আসলে তাদের অধিকাংশ তো ঈমানই আনে না। ১০১. আর যখন তাদের কাছে কোন রাসূল এসেছেন আল্লাহ্র পক্ষ হতে, যিনি তাদের কাছে বিদ্যমান তাওরাতকে সত্যায়নকারী, তখনই, যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের একটা দল আল্লাহ্র কিতাব (তাওরাত ও ইন্জীল)কে নিজেদের পিঠের পিছনে ছুঁড়ে ফেলেছে, যেন তারা (কিছু) জানেই না।

وَ اتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَ مَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَ لٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ۗ وَ مَآ أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَ مَارُوْتَ ۚ وَ مَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ أَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَآ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۚ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهٖ ۚ وَ مَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَ يَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَ لَا يَنْفَعُهُمْ ۚ وَ لَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِي الْأٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۚ وَ لَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖٓ أَنْفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠٢﴾

পাকড়াও করার জন্য শুধু যথাসময়ের অপেক্ষা!
পূর্ণ হিদায়াত ও খোশখবর।

১০২. আর তারা ঐসব মন্ত্রতন্ত্রের পিছনে পড়ে গিয়েছিল যা সোলায়মানের রাজত্বে শয়তানেরা জপ করত। সোলায়মান কিন্তু কুফুর করেননি, তবে হাঁ, শয়তানেরা কুফুর করেছে, এভাবে যে, লোকদের তারা যাদুটোনা শিক্ষা দিতো। তদুপরি (তারা ঐ জিনিসের পিছনে পড়ে গিয়েছিল) যা বাবিল শহরে হারূত ও মারূত ফিরেশতাদ্বয়ের উপর নাযিল করা হয়েছিল।
তারাদু'জন কিন্তু কাউকে কোন শিক্ষা দিতেন না, যতক্ষণ না (লোকদের উদ্দেশ্যে) বলে দিতেন যে, আমরা শুধু (আসমানের পক্ষ হতে) কঠিন পরীক্ষা, সুতরাং (জাদুটোনার পিছনে পড়ে) তুমি কুফুর কর না; তবু লোকেরা ফিরেশতাদ্বয়ের কাছ থেকে এমন কিছু শিক্ষা করত যা দ্বারা তারা পুরুষ ও তার স্ত্রীর মধ্যে/স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাত।
তবে (সত্য এই যে,) মন্ত্র দিয়ে তারা কারোই কোন ক্ষতি করতে পারত না, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছাড়া। তবে তারা শিখতোই এমন কিছু যা তাদের ক্ষতি করে, উপকার করে না।[৪৩]
আর সুনিশ্চিতই তারা জেনে গিয়েছিল যে, এসব যাদুটোনা যারা বেচাকেনা করবে আখেরাতে তাদের কোন পাওনা থাকবে না। আর বস্তুত অতিবড় মন্দ ঐ জিনিস যার বিনিময়ে তারা বিক্রি করেছে নিজেদের সত্তা। হায়, যদি তারা জানতো (এর পরিণতি)!

وَلَوْ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَمَثُوْبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝١٠٣

১০৩. পক্ষান্তরে (এসব না করে) যদি তারা ঈমান আনতো এবং তাক্বওয়া অবলম্বন করত তাহলে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে (প্রাপ্ত) ছাওয়াব অনেক উত্তম হতো। হায়, যদি তারা জানতো (ঈমান ও তাক্বওয়ার সুফল ও কল্যাণ)!

(রুকূ. ১৩)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا ۗ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝١٠٤ مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝١٠٥

১০৪. আয় আহলে ঈমান! (আল্লাহ্‌র নবীকে সম্বোধন করার সময়) তোমরা راعنا বল না, বরং বল انظرنا [৪৪]আর তোমরা শোনো (আল্লাহ্‌র আদেশ-উপদেশ)। বস্তুত কাফিরীনের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।
১০৫. আহলে কিতাব থেকে যারা কুফুর করেছে, না তারা পছন্দ করে, আর না মুশরিকীন যে, নাযিল করা হবে তোমাদের উপর তোমাদের রবের পক্ষ হতে কোনরকম কল্যাণ; অথচ আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন আপন রহমতের বিষয়ে তাকে বিশিষ্ট করেন। বস্তুত আল্লাহ্ মহা-অনুগ্রহের অধিকারী।

---

[৪৩] হরফুল আতফ এবং দ্বিতীয় যামীর তরজুমানিতে আসবে না। বাংলা তারকীব তা দাবী করে না। مِنْ অব্যটি তাকীদের জন্য, তরজুমানিতে 'ই'যোগে তা প্রকাশ করা হয়েছে।
[৪৪] দু'টোই সমার্থক, তবে ইহুদীদের ভাষায় প্রথমটার কিছু মন্দ অর্থ রয়েছে। ঐ অর্থ উদ্দেশ্য করেই তারা শব্দটা বলতো। পক্ষান্তরে মুমিনীন সরল মনে সঠিক অর্থেই তা বলতেন। ইহুদীরা তখন দুষ্ট হাসি হাসতো। তো ঐ পথ বন্ধ করে দেয়ার জন্যই আহলে ঈমানকে আল্লাহ্ এ আদেশ করেছেন।

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ اَوْ مِثْلِهَا ؕ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٠٦﴾ اَلَمْ تَعْلَمْ
اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّ لَا نَصِيْرٍ ﴿١٠٧﴾ اَمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَسْـَٔلُوْا
رَسُوْلَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ ؕ وَ مَنْ يَّتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ﴿١٠٨﴾

১০৬. আমি যখনই কোন আয়াত মানসূখ করি,[৪৫] বা ভুলিয়ে দিই তখন তার চেয়ে উত্তম, বা তার অনুরূপ আয়াত আনয়ন করি। (হে মুখাতাব!) তুমি কি জানো না যে, আল্লাহ্ প্রত্যেক জিনিসের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান! ১০৭. তুমি কি জানো না যে, আল্লাহ, তাঁরই জন্য রয়েছে আসমানসমস্ত ও যমীনের রাজত্ব। আর আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের জন্য না আছে কোন অভিভাবক, আর না কোন সাহায্যকারী। ১০৮. নাকি চাও যে, তোমাদের রাসূলকে তোমরা (এমন) প্রশ্ন করবে যেমন প্রশ্ন করা হয়েছে মূসাকে ইতিপূর্বে! বস্তুত যে ব্যক্তি ঈমানের বদলে কুফুর গ্রহণ করবে, তো নিঃসন্দেহে সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হবে।

وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا ۚ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا
تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۚ فَاعْفُوْا وَ اصْفَحُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٠٩﴾ وَ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا
الزَّكٰوةَ ؕ وَ مَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿١١٠﴾

১০৯. (আয় আছহাবে নবী!) আহলে কিতাব থেকে অনেকে (মনেপ্রাণে) চায় যে, যদি তারা পারত তোমাদেরকে কাফিররূপে ফিরিয়ে আনতে তোমাদের ঈমান গ্রহণের পর! (এটা তারা চায়) তাদের মনের ভিতর থেকে নির্গত হাসাদের কারণে, হক তাদের জন্য প্রকাশ পাওয়ার পরও। তো তোমরা (তাদের) মার্জনা কর এবং (তাদের প্রতি) ক্ষমাসুন্দর আচরণ কর, আল্লাহ্ (নিজে) তাঁর ফায়ছালা আনয়ন করা পর্যন্ত। অবশ্যই আল্লাহ্ সবকিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। ১১০. আর তোমরা ছালাত কায়েম কর এবং যাকাত আদায় কর, আর তোমরা নিজেদের জন্য যাকিছু আমল অগ্রবর্তী করবে তা আল্লাহ্র কাছে পেয়ে যাবে। যাকিছু তোমরা করছ, আল্লাহ্ অবশ্যই তা পূর্ণরূপে দেখছেন।

وَ قَالُوْا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ؕ تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ ؕ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ
صٰدِقِيْنَ ﴿١١١﴾ بَلٰى ۚ مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗۤ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ۪ وَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿١١٢﴾

১১১. আর তারা (ইহুদী ও নাছারা উভয়ে নিজ নিজ সম্পর্কে) বলে, ইহুদী বা নাছারা ছাড়া কেউ কিছুতেই জান্নাতে দাখেল হবে না। এটা শুধু তাদের খোশখেয়াল! আপনি বলুন, তোমরা প্রমাণ[৪৬] উপস্থিত কর যদি তোমরা হও সত্যবাদী। ১১২. কেন নয়! (আমার সিদ্ধান্ত বরং এই যে,) যে কেউ আপন চেহারা আল্লাহ্র জন্য নত করবে, আর সে পুণ্যকামী, তার জন্য থাকবে তার আজর তার রবের নিকট। আর (সেদিন) তাদের উপর কোন ভয় নেই, আর তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে না।

---

[৪৫] কখনো শুধু বিধান রহিত করি, আয়াতের তিলাওয়াত বহাল রাখি, কখনো বিধান ও আয়াতের তিলাওয়াত দু'টোই ...।

[৪৬] برهانكم এর যামীর তরজুমানিতে আসবে না, তাতে তিনটি 'তোমরা, তোমাদের, তোমরা' একত্র হয়ে শ্রুতিকটুতা সৃষ্টি করে

(রুকূ. ১৪)

وَ قَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَيْءٍ ۖ وَّ قَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَيْءٍ ۙ وَّ هُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ؕ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿۱۱۳﴾

১১৩. ইহুদীরা বলে, নাছারা কোন সঠিক ধর্মের উপর নেই। পক্ষান্তরে নাছারা বলে, ইহুদীরা কোন সঠিক ধর্মের উপর নেই, অথচ তারা (উভয় পক্ষ আসমানী) কিতাব তিলাওয়াত করে। তেমনি তাদের কথার অনুরূপ কথাই বলে (মুশরিকীন,) যারা (আসমানী ইলমের) কিছুই জানে না। তো আল্লাহ্ই কেয়ামতের দিন তাদের মাঝে ফায়ছালা করবেন যে বিষয়ে তারা বিরোধ করে আসছে।

وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ وَ سَعٰى فِيْ خَرَابِهَا ؕ اُولٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَّدْخُلُوْهَا اِلَّا خَآئِفِيْنَ ؕ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿۱۱۴﴾ وَ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ ۚ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۱۵﴾

১১৪. কে তার চেয়ে বড় যালিম যে আল্লাহ্র মসজিদে আল্লাহ্র নাম আলোচিত হতে বাধা দেয়, আর ঐ মসজিদগুলো বিরান করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়। ওরা তো, তাদের জন্য বৈধই ছিল না যে, তারা মসজিদে দাখেল হবে ভয়গ্রস্ত অবস্থা ছাড়া। তদের জন্য দুনিয়াতে রয়েছে অপদস্থতা, আর তাদের জন্য আখেরাতে রয়েছে বিরাট আযাব। ১১৫. আল্লাহ্রই অধিকারে পূর্ব ও পশ্চিম (সমস্ত); সুতরাং যেদিকেই তোমরা অভিমুখী হবে সেখানেই রয়েছে আল্লাহ্র অভিমুখ। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সর্বপ্রশস্ত, সর্বজ্ঞানী।

وَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ؕ بَلْ لَّهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ﴿۱۱۶﴾ بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ اِذَا قَضٰۤى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿۱۱۷﴾ وَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ اَوْ تَاْتِيْنَاۤ اٰيَةٌ ؕ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ؕ تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ ؕ قَدْ بَيَّنَّا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿۱۱۸﴾

১১৬. আর তারা বলে, আল্লাহ্ কোন (পুত্র) 'সন্তান' গ্রহণ করেছেন! তাঁর মহান সত্তা তো (এরূপ বেহুদা কথা থেকে) চিরপবিত্র; বরং তাঁরই অধিকারভুক্ত যাকিছু রয়েছে আসমানসমস্তে ও যমীনে। সবকিছু তাঁরই প্রতি অনুগত। ১১৭. তিনি আকাশপুঞ্জ ও পৃথিবীর সৃজনকারী। আর তিনি যখন কোন বিষয়ের ফায়ছালা করেন তখন তিনি ঐ বিষয়ে শুধু বলেন, হও! তো তা হয়ে যায়! ১১৮. আর যারা (আল্লাহ্র যাত ও সত্তার মর্যাদা) জানে না তারা বলে, এমন কেন নয় যে, আল্লাহ্ (সরাসরি) আমাদের সঙ্গে কথা বলবেন, বা আমাদের কাছে কোন নিদর্শন আসবে! তেমনি, তাদের অনুরূপ কথা বলতো যারা তাদের পূর্বে ছিল।[৪৭] (আসলে) তাদের অন্তরগুলো একধরনের হয়েছে। বস্তুত আমি তো আগেই নিদর্শনাদি স্পষ্টরূপে তুলে ধরেছি, ঐ সম্প্রদায়ের জন্য যারা প্রত্যয় অর্জন করতে চায়।

---

[৪৭] এদের পূর্বে যারা বিগত হয়েছে তারাও তেমনি বলত এদের মত কথা।

إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۙ وَلَا تُسْـَٔلُ عَنْ أَصْحَٰبِ ٱلْجَحِيمِ ﴿١١٩﴾

১১৯. (আয় পেয়ারে নবী!) আমি তো আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছি (জান্নাতের) সুসংবাদদাতা এবং (জাহান্নাম সম্পর্কে) সতর্ককারীরূপে। আর জাহান্নামীদের সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হবে না।[৪৮]

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِى جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِىٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٢٠﴾ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ يَتْلُونَهُۥ حَقَّ تِلَاوَتِهِۦٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِهِۦ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ ﴿١٢١﴾

১২০. ইহুদি-নাছারা কেউ আপনার প্রতি কিছুতেই সন্তুষ্ট হবে না যতক্ষণ না আপনি তাদের মিল্লাত অনুসরণ করবেন। আপনি বলে দিন, আল্লাহ্‌র পথনির্দেশই প্রকৃত পথনির্দেশ। আপনি যদি তাদের খাহেশাতের পিছনে চলেন, আপনার কাছে (অহীর) ইলম আসার পরেও তাহলে আল্লাহ্‌র বিপক্ষে আপনার জন্য না কোন বন্ধু থাকবে, আর না কোন সাহায্যকারী। ১২১. যাদের আমি কিতাব দিয়েছি, (তাদের মধ্যে যারা) তার তিলাওয়াতের হক অনুযায়ী তিলাওয়াত করে, ওরাই আসলে ঐ কিতাবের প্রতি (প্রকৃত) ঈমান পোষণ করে। আর যারা তা অস্বীকার করে ওরাই হল আসল ক্ষতিগ্রস্ত।

(রুকূ. ১৫)

يَٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتِىَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّى فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٢٢﴾ وَٱتَّقُوا۟ يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَٰعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿١٢٣﴾

১২২. আয় বনী ইসরাঈল! স্মরণ কর তোমরা আমার নেয়ামত, যা আমি তোমাদের উপর বর্ষণ করেছি; আর (স্মরণ কর) যে, আমি তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি 'সারে' জাহানের উপর। ১২৩. আর ভয় কর তোমরা এমন দিনকে, যেদিন কোন 'প্রাণ' কোন প্রাণের পক্ষে কিছুমাত্র কাজ দেবে না এবং কোন প্রাণের পক্ষ হতে কোন *'মুক্তিপণ'* গ্রহণ করা হবে না, এবং কোন সুপারিশ কারো কোন উপকার করবে না এমনকি তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না।

وَإِذِ ٱبْتَلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ رَبُّهُۥ بِكَلِمَٰتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِى ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٢٤﴾ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا ۖ وَٱتَّخِذُوا۟ مِن مَّقَامِ إِبْرَٰهِـۧمَ مُصَلًّى ۖ وَعَهِدْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَٰعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْعَٰكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴿١٢٥﴾

১২৪. আর (স্মরণ কর ঐ সময়কে) যখন পরীক্ষা করলেন ইবরাহীমকে তাঁর প্রতিপালক কিছু বিষয় দ্বারা, আর তিনি সেগুলো পূর্ণ করলেন। (তখন) আল্লাহ্ (তাঁকে) বললেন, আমি তোমাকে বানাতে যাচ্ছি সমস্ত মানুষের জন্য ইমাম (ও রাহবার)। তিনি বললেন, এবং আমার সন্তানসন্ততি হতে! তিনি বললেন,

---

[৪৮] যারা আপনার সতর্ক করার পরও নিজের মর্জিতে জাহান্নামের পথ বেছে নিয়েছে।

আমার (এ শুভ) প্রতিশ্রুতি যালিমীনকে বেষ্টন/শামিল করবে না। ১২৫. আর (স্মরণ কর ঐ সময়কে) যখন বাইতুল্লাহ্‌কে আমি বানালাম লোকদের জন্য বারবার ফিরে আসার স্থল এবং পূর্ণ নিরাপদ। আর (আদেশ করলাম যে,) তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে বানাও ছালাতস্থল। আর আমি ইবরাহীম ও ইসমা'ঈলের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছি যে, পবিত্র কর তোমরা আমার ঘরকে তাওয়াফীদের জন্য, ই'তিকাফীদের জন্য এবং রুকূ-সিজদাকারীদের জন্য।

وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهِمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلًا ثُمَّ اَضْطَرُّهٗۤ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿۱۲۶﴾ وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ ؕ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿۱۲۷﴾

১২৬. আর (স্মরণ কর ঐ সময়কে) যখন ইবরাহীম বললেন, আয় রব্, এটিকে আপনি করুন নিরাপদ জনপদ এবং তার বাসিন্দাদের আপনি নানান ফলের রিযিক দান করুন, (অর্থাৎ) তাদের মধ্য হতে যারা ঈমান আনবে আল্লাহ্‌র প্রতি এবং শেষ দিনের প্রতি। আল্লাহ্ বললেন, আর যে কুফুর করবে, তাকেও আমি ভোগ করাবো সামান্য কিছু (সময়); তারপর তাকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যাবো আগুনের আযাবের দিকে। আর কত না নিকৃষ্ট ঠিকানা তা। ১২৭. আর (স্মরণ কর ঐ সময়কে) যখন ইবরাহীম বাইতুল্লাহ্‌র 'চতুর্বুনিয়াদ' তুলছেন এবং (সহযোগী) ইসমাঈলও।[৪৯] (আর উভয়ে বলছিলেন, আয়) হামারে রব্! আমাদের পক্ষ হতে কবূল করুন (এই আমল)। নিঃসন্দেহে আপনি এবং শুধু আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَاۤ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۠ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۲۸﴾ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۱۲۹﴾

১২৮. (আয়) হামারে রব্! আমাদের দু'জনকে আপনি আপনার পূর্ণ অনুগত করুন, আর আমাদের সন্তানসন্ততি হতে আপনার প্রতি অনুগত এক উম্মত (তৈরী করুন)। আর আমাদের দেখিয়ে দিন আমাদের ইবাদতের পদ্ধতিগুলো। আর আমাদের প্রতি সদয় হোন। নিঃসন্দেহে, আপনি, শুধু আপনি পরম সদয়, পরম দয়ালু। ১২৯. (আয়) হামারে রব্! তাদের মাঝে তাদের মধ্য হতে এমন রাসূল প্রেরণ করুন যিনি তাদের সামনে আপনার আয়াতসমস্ত তিলাওয়াত করে শোনাবেন এবং তাদের শিক্ষা দেবেন কিতাব ও হিকমত এবং তাদের পরিশুদ্ধ করবেন। নিঃসন্দেহে আপনি, শুধু আপনি মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞার অধিকারী।[৫০]

---

[৪৯] মূল কাজ করেছেন হযরত ইবরাহীম আ.। পক্ষান্তরে হযরত ইসমাঈল আ. কাজের যোগান দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ মর্মের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে মা'তূফ ও মা'তূফ আলাইহি, এ দু' অংশের মধ্যে ব্যবধান রচনা করার মধ্যে। কাজের সমতা সাব্যস্ত করতে হলে বলতে হবে .... واذ يرفع إبراهيم وإسماعيل

[৫০] العزيز অর্থ মহাপরাক্রমের অধিকারী, বা মহামর্যাদার অধিকারী।

(রুকূ. ১৬)

وَ مَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهٖمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ ؕ وَ لَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ فِي الدُّنْيَا ۚ وَ اِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۱۳۰﴾ اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗۤ اَسْلِمْ ۙ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۳۱﴾ وَ وَصّٰى بِهَاۤ اِبْرٰهٖمُ بَنِيْهِ وَ يَعْقُوْبُ ؕ يٰبَنِيَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿۱۳۲﴾

১৩০. আর ইবরাহীমের মিল্লাত থেকে কে বিমুখ হতে পারে, ঐ ব্যক্তি ছাড়া, নিজেকে যে মূর্খ সাব্যস্ত করেছে। অথচ (সত্য এই যে,) সুনিশ্চিত, তাঁকে আমি নির্বাচন করেছি দুনিয়াতে (নবুয়ত ও রিসালাতের জন্য), আর অতিঅবশ্যই আখেরাতে তিনি পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। ১৩১. যখন তাঁর রব্ তাকে বললেন, আত্মসমর্পণ কর। তিনি বললেন, আমি আত্মসমর্পণ করলাম, (আল্লাহ্) রাব্বুল আলামীনের জন্য। ১৩২. আর এই মিল্লাত অনুসরণেরই অছিয়ত করে গিয়েছেন ইবরাহীম তাঁর পুত্রদের এবং ইয়াকূবও (অছিয়ত করেছেন তাঁর পুত্রদের এই মর্মে যে,) হে আমার পুত্রগণ! নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য নির্বাচন করেছেন দ্বীন (ইসলাম)কে, সুতরাং মৃত্যুবরণ কর না তোমরা মুসলিম না হয়ে।

اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ ۙ اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْۢ بَعْدِيْ ؕ قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَ اِلٰهَ اٰبَآئِكَ اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ اِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ وَّ نَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿۱۳۳﴾ تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ لَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۚ وَ لَا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۳۴﴾

১৩৩. (কোন্ প্রমাণের ভিত্তিতে তোমরা দাবী কর যে, ইবরাহীম ও ইয়াকূব ইহুদী বা নাছরানী ছিলেন!) নাকি তোমরা উপস্থিত ছিলে (সেখানে) যখন ইয়াকূবের কাছে মৃত্যু উপস্থিত হয়েছিল![৫১] যখন তিনি আপন পুত্রদের বললেন, আমার পরে তোমরা কার ইবাদত করবে? তারা বলল, আমরা তো ইবাদত করব আপনার ইলাহের এবং আপনার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম ও ইসমা'ঈল ও ইসহাকের ইলাহের, (অর্থাৎ লা-শারীক) এক ইলাহের! আর আমরা শুধু তাঁরই প্রতি অনুগত। ১৩৪. সেটা ছিল এক উম্মত যা বিগত হয়ে গিয়েছে। তারা যাকিছু (আমল) অর্জন করেছে তা তাদেরই, আর তোমরা যা কিছু অর্জন করেছো তা তোমাদেরই। আর তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে না ঐ আমল সম্পর্কে যা তারা করত।

وَ قَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوْا ؕ قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِيْفًا ؕ وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿۱۳۵﴾ قُوْلُوْۤا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ مَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَ مَاۤ اُنْزِلَ اِلٰۤى اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ وَ الْاَسْبَاطِ وَ مَاۤ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَ عِيْسٰى وَ مَاۤ اُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۚ وَ نَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿۱۳۶﴾

১৩৫. আর (মুসলিমীনকে) তারা বলে, হয়ে যাও তোমরা ইহুদী বা নাছারা তাহলে সৎপথপ্রাপ্ত হবে।

---

[৫১] নাকি তোমরা উপস্থিত ছিলে ইয়াকূবের মৃত্যুশয্যায়!

আপনি বলুন, (কিছুতেই না,) বরং আমরা তো ইবরাহীমের মিল্লাতই (অনুসরণ করব), যিনি ছিলেন সত্যপন্থী, আর ছিলেন না তিনি মুশরিকীনের দলভুক্ত।[৫২] ১৩৬. (আয় আছহাবে নবী!) তোমরা বলে দাও, আমরা তো ঈমান এনেছি আল্লাহ্‌র প্রতি এবং ঐ-আহকামের প্রতি যা আমাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং যা নাযিল করা হয়েছে ইবরাহীমের প্রতি, ইসমাঈলের প্রতি, ইসহাকের প্রতি, ইয়াকূবের প্রতি এবং আসবাতের প্রতি[৫৩] এবং (ঈমান এনেছি) ঐ কিতাবের প্রতি যা দান করা হয়েছে মূসা ও ঈসাকে এবং যা দান করা হয়েছে নবীদের, তাঁদের রবের পক্ষ হতে। (এই ঈমান আনার ক্ষেত্রে) আমরা কোন পার্থক্য করি না তাঁদের কারো মধ্যে, আর আমরা তাঁরই প্রতি পূর্ণ অনুগত!

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا ۖ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۖ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ ﴿١٣٧﴾ صِبْغَةَ اللَّهِ ۖ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ۖ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ﴿١٣٨﴾ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَ
رَبُّكُمْ ۖ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۖ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿١٣٩﴾

১৩৭. তো যদি তারা ঈমান আনে, তোমরা যেভাবে যে জিনিসের উপর ঈমান এনেছো তাহলে তো তারা হিদায়াতপ্রাপ্ত হল। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তো তারা বিভেদবিসম্বাদে লিপ্ত। তো অবশ্যই আল্লাহ্ তাদের বিপক্ষে আপনার জন্য যথেষ্ট হবেন। তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী। ১৩৮. (আর আমরা তো) আল্লাহ্‌র ছাপ (ও গুণ গ্রহণ করেছি), বস্তুত কে হতে পারে আল্লাহ্‌র চেয়ে উত্তম ছাপ (ও গুণের) দিক থেকে! আর আমরা তো শুধু তাঁরই ইবাদত করি। ১৩৯. (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি বলুন, তোমরা কি আমাদের সঙ্গে বিবাদ করছো, আল্লাহ্ সম্পর্কে! অথচ তিনি আমাদের রব্ এবং তোমাদের রব্! আর (তাছাড়া) আমাদের জন্য হবে আমাদের আমল, আর তোমাদের জন্য হবে তোমাদের আমল। আর (বস্তুত) আমরা তো (আমলের বিষয়ে) তাঁরই প্রতি নিবেদিত।

أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ۗ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ۗ
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٠﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۖ لَهَا مَا
كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ۖ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤١﴾

১৪০. নাকি তোমরা বল (যে,) ইবরাহীম, ইসমা'ঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও আস্‌বাত, এরা তো ইহুদী বা নাছারা ছিলেন! (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি বলুন, বেশী জান কি তোমরা, না আল্লাহ্![৫৪] আর কে হবে তার চেয়ে বড় যালিম যে গোপন করে ঐ সাক্ষ্য যা তার কাছে (পৌঁছেছে) আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে! বস্তুত তোমরা যাকিছু কর, আল্লাহ্ সে বিষয়ে বে-খবর নন। ১৪১. (যাই হোক,) তারা ছিল এক উম্মত, যারা বিগত হয়ে গিয়েছে। তাদের জন্য (হবে ঐ আমল) যা তারা অর্জন করেছে, আর তোমাদের

---

[৫২] আর ছিলেন না তিনি মুশরিকীন থেকে (গণ্য)।

[৫৩] আসবাত দ্বারা উদ্দেশ্য হযরত ইয়াকূব আ. এর বংশধরগণ; বারো সন্তানের বারো কবিলা ও গোত্র।

[৫৪] তোমরা বেশী জানো, নাকি আল্লাহ্!

জন্য. (হবে ঐ আমল) যা তোমরা অর্জন করেছো। আর তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে না ঐ আমল সম্পর্কে যা তারা করত।

(রুকূ. ১৭)

سَيَقُوْلُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلّٰىهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِيْ كَانُوْا عَلَيْهَا ؕ قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ ؕ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۱۴۲﴾

১৪২. * অচিরেই নির্বোধেরা বলবে,[৫৫] কী বিষয় তাদের ফিরিয়ে দিল তাদের ঐ কিবলা থেকে যার উপর (এতদিন তারা স্থির) ছিল! আপনি বলুন, আল্লাহ্‌রই জন্য মাশরিক ও মাগরিব; তিনি যাকে ইচ্ছা করেন, সরল পথের দিকে হিদায়াত করেন।[৫৬]

وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ؕ وَ مَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَاۤ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ ؕ وَ اِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ ؕ وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۴۳﴾

১৪৩. (আয় আছহাবে নবী!) ওভাবেই তো আমি তোমাদের বানিয়েছি মধ্যপন্থী উম্মত, যাতে লোকদের বিষয়ে তোমরা হতে পারো সাক্ষী, আর রাসূল হতে পারেন তোমাদের বিষয়ে সাক্ষী[৫৭]; আর (আয় পেয়ারে নবী! বাইতুল মাকদিসের) যে কিবলার উপর (এতদিন) আপনি ছিলেন, তা আমি (আপনার জন্য) নির্ধারণ করেছিলাম শুধু এজন্য যে, (বাস্তব ঘটনায়) আমি যেন জানতে পারি, কারা রাসূলকে অনুসরণ করে, কারা উল্টো পায়ে ফিরে যায়।[৫৮] বস্তুত (কিবলা পরিবর্তনের) এ আদেশ কঠিন ছিল, তবে তাদের উপর নয় যাদের আল্লাহ্ হিদায়াত দান করেছেন। আর আল্লাহ্ এমন কিছুতেই নন যে, তিনি তোমাদের ঈমান নষ্ট করে দেবেন। আল্লাহ্ তো মানুষের প্রতি সত্যি সত্যি

---

[৫৫] ভিন্ন তরজমা, যাতে কোরআনের الناس লফযটি 'প্রত্যক্ষ' বিবেচনায় রয়েছে, 'নির্বোধ লোকেরা অচিরেই বলবে..'. তাতে অবশ্য مِنْ অব্যয়টির বিবেচনা বাদ যায়, যা সামনের তরজুমানিতে রয়েছে, 'লোকদের থেকে যারা নির্বোধ, অচিরেই তারা বলবে, ... প্রথম তরজুমানিটি সর্বোত্তম তাতে ঘৃণার পূর্ণ প্রকাশ রয়েছে।

[৫৬] অর্থাৎ এমন কী ঘটল যার কারণে মুসলিমরা বাইতুল মাকদিসের কিবলা ছেড়ে কা'বাকে কিবলারূপে গ্রহণ করল, অথচ এতদিন তো তারা আমাদের মত বাইতুল মাকদিসের কিবলার উপরই অবিচল ছিল!

[৫৭] হাশরে যখন অতীতের বিভিন্ন উম্মত তাদের নবীদের দাওয়াত অস্বীকার করবে, তখন যেন তোমরা সাক্ষি দিতে পার যে, অহীর মাধ্যমে আমরা জেনেছি, নবীগণ তাদের দাওয়াতি দায়িত্ব পূর্ণরূপে পালন করেছেন, আর রাসূল সাক্ষি দেবেন যে, আমার উম্মত সঠিক কথাই বলেছে।

[৫৮] *ভিন্ন তরজমা*, যাতে আমি রাসূলের অনুসারীকে তার থেকে (আলাদা করে) জানতে পারি, যে 'সটান'/সোজা নিজের পিছনে ফিরে যায়। (অনাদি জ্ঞান তো আমার আছেই, শুধু বাস্তব ঘটনা থেকে বিষয়টা স্পষ্ট করতে চেয়েছি যে, রাসূলের উপর অবতীর্ণ কিবলা পরিবর্তনের আদেশ (এবং অন্যান্য আদেশ-নিষেধ) কারা স্বতঃস্ফূর্তরূপে মেনে নেয়, আর কারা অবাধ্যতা প্রকাশ করে।)

অত্যন্ত মমতাবান, অত্যন্ত দয়ালু।[৫৯]

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰىهَا ۪ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۭ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ۭ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۭ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ۝

১৪৪. (আয় পেয়ারে নবী!) আমি অবশ্যই দেখেছি, বারবার আপনার মুখমণ্ডল আকাশের পানে উঠতে।[৬০] তো অতিঅবশ্যই আপনাকে আমি ঐ কিবলার দিকে ফিরিয়ে দেবো, যা আপনি পছন্দ করেন। তো এখন (প্রত্যেক ছালাতের সময়) আপনি আপনার মুখমণ্ডল মসজিদুল হারামের অভিমুখী করুন, আর (আয় মুমিনীন! তোমাদের প্রতি চিরন্তন আদেশ এই যে,) যেখানেই তোমরা থাকো, (ছালাতের সময়) আপন মুখমণ্ডল ঐদিকে অভিমুখী কর। আর যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে তারা অতিঅবশ্যই জানে যে, এটাই তাদের রবের পক্ষ হতে আসা সত্য আদেশ। আর তারা যাকিছু করছে, আল্লাহ্ সে বিষয়ে বে-খবর নন।

وَلَىِٕنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ بِكُلِّ اٰيَةٍ مَّا تَبِعُوْا قِبْلَتَكَ ۚ وَمَآ اَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ۭ وَلَىِٕنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاۗءَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَاۗءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

১৪৫. আর (আয় পেয়ারে নবী,) যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে, আপনি যদি সর্বপ্রকার যুক্তিপ্রমাণ দ্বারা তাদের সম্মুখীন হন তাতেও তারা আপনার কিবলা অনুসরণ করবে না, আর আপনিও তাদের কিবলা অনুসরণকারী নন, এমনকি তারাও একে অপরের কিবলা অনুসরণকারী নয়[৬১]। আর যদি আপনি তাদের খাহেশ-মর্জি অনুসরণ করেন, আপনার কাছে প্রকৃত ইলম আসার পরো, তাহলে তখন সত্যি সত্যি আপনি হবেন যালিমীনের অন্তর্ভুক্ত।[৬২]

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَاۗءَهُمْ ۭ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝ اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ۝

১৪৬. যাদের আমি কিতাব দিয়েছি (ঐ কিতাবের বয়ানমতে) তারা তাঁকে (আখেরী নবীকে এমন সুনিশ্চিতভাবে) চেনে যেমন চেনে তাদের পুত্রদের। আর তাদের (থেকে) একদল অবশ্যই সত্য গোপন করে, অথচ তারা পরিষ্কার জানে (সত্য কোন্‌টি)। ১৪৭. সত্য তো সেটাই যা আপনার রবের পক্ষ হতে এসেছে, সুতরাং কিছুতেই আপনি দ্বিধাগ্রস্তদের থেকে (গণ্য) হবেন না।

---

[৫৯] ঈমান দ্বারা এখানে ছালাত উদ্দেশ্য, অর্থাৎ যে ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে তোমরা আল্লাহ্‌র আদেশ মান্য করে এতদিন বাইতুল মাকদিসের অভিমুখে যত ছালাত আদায় করেছো, ঐসমস্ত ছালাত আল্লাহ্ কিছুতেই নিষ্ফল/নষ্ট/ব্যর্থ করে দেবেন না, বরং অবশ্যই সেগুলোর আজর তিনি তোমাদের দান করবেন। এটাই আল্লাহ্ তা'আলার দয়া ও ইনছাফের দাবী।

[৬০] এ আশায় যে, আপনার প্রিয় কিবলা এবং পূর্ববর্তী কিবলা কা'বার অভিমুখী হওয়ার আদেশ অবতীর্ণ হবে।

[৬১] ইহুদীদের কিবলা হচ্ছে বাইতুল মাকদিস, আর নাছারাদের কিবলা হযরত ঈসা আ.র জন্মস্থান বেতেলহাম।

[৬২] আপনি হবেন যালিমীন থেকে গণ্য/যালিমীনের দলে শামিল/যালিমীনের দলভুক্ত।

(রুকূ. ১৮)

وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ۭ اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يَاْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝
وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۭ وَاِنَّهٗ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ ۭ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝

১৪৮. আর প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই একটি অভিমুখ (কিবলা) রয়েছে যেদিকে তারা অভিমুখী হয়, সুতরাং (কারো সঙ্গে কিবলাবিতর্কে লিপ্ত না হয়ে) তোমরা সৎকর্মসমস্তে অগ্রগামী (হওয়ার চেষ্টায় নিয়োজিত) হও। যেখানেই তোমরা থাকো, আল্লাহ্ তোমাদের সবাইকে (নিজের কাছে) উপস্থিত করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সর্ববিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। ১৪৯. আর যেখান থেকেই আপনি (সফরে) বের হবেন, (ছালাতের সময়) আপনার মুখমণ্ডল মসজিদুল হারামের অভিমুখে রাখুন। আর অবশ্যই তা আপনার রবের পক্ষ হতে আগত সত্য। আর যাকিছু তোমরা কর, সে বিষয়ে আল্লাহ্ বে-খবর নন।

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۭ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ۙ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ۣ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِيْ ۣ وَلِاُتِمَّ نِعْمَتِيْ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۝

১৫০. আর যেখান থেকেই আপনি (সফরে) বের হবেন, (ছালাতের সময়) আপনার মুখমণ্ডল মসজিদুল হারামের অভিমুখে রাখুন, আর যেখানেই তোমরা থাকো, নিজেদের মুখমণ্ডল ঐ অভিমুখে রাখো, যাতে তোমাদের বিপক্ষে (যুক্তিপ্রিয়) মানুষের কাছে (যুক্তিসঙ্গত) কোন প্রমাণ না থাকে, তবে তাদের মধ্য হতে যারা অন্যায় আচরণে অভ্যস্ত (তাদের চিন্তা বাদ দাও, তারা তো হুজ্জত -বাজি করবেই), তো তাদের ভয় কর না, আমাকেই ভয় কর। আর যাতে আমি তোমাদের উপর আমার নেয়ামত পরিপূর্ণ করতে পারি, আর যাতে তোমরা হেদায়াতপ্রাপ্ত হতে পারো।

كَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ۝ فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ ۝

১৫১. (বর্ণিত অনুগ্রহ ও নেয়ামত এমনই) যেমন তোমাদের মাঝে প্রেরণ করেছি তোমাদের মধ্য হতে একজন রাসূল, যিনি আমার আয়াতগুলো তোমাদের তেলাওয়াত করে শোনান, আর তোমাদের পরিশুদ্ধ করেন, আর তোমাদের কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। আর তিনি তোমাদের শিক্ষা দেন, যা তোমরা জানতে না। ১৫২. সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ রেখো, আমি তোমাদের স্মরণ রাখবো; আর তোমরা আমার শোকর আদায় কর, (কিছুতেই) আমার না-শোকরি কর না।

(রুকূ. ১৯)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۝ وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ۭ بَلْ اَحْيَاۗءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ۝ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ

وَالثَّمَرٰتِ ؕ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ﴿١٥٦﴾ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۟ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ ﴿١٥٧﴾

১৫৩. আয় আহলে ঈমান![৬৩] তোমরা ছবর ও ছালাত দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা কর। অবশ্যই আল্লাহ্ ছাবিরীনের সঙ্গে রয়েছেন। ১৫৪. আর যারা আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত (শহীদ) হয়, তাদের তোমরা 'মৃত' বলো না, বরং তারা তো জীবিত, তবে তোমরা (তাদের জীবন) অনুভব করতে পারো না। ১৫৫. আর অতিঅবশ্যই আমি তোমাদের পরীক্ষা করব (কখনো) কিছু ভীতি দ্বারা, (কখনো) কিছু ক্ষুধা দ্বারা, (কখনো) মালের এবং জানের এবং ফলফলাদির ক্ষতি দ্বারা, তবে সুসংবাদ দিন ছাবিরীনকে- ১৫৬. যারা যখন কোন মুছীবত তাদের আক্রান্ত করে তখন তারা বলে, আমরা তো আল্লাহ্রই জন্য, আর আমরা তো তাঁরই দিকে ফিরে যাব। ১৫৭. ওরা, তাদেরই উপর রয়েছে বহুমুখী করুণা ও দয়া, আর ওরাই হল হিদায়াতপ্রাপ্ত।

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا ؕ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ ﴿١٥٨﴾

১৫৮. নিশ্চয় ছাফা ও মারওয়া আল্লাহ্র নিদর্শনাবলী থেকে গণ্য। তো যে কেউ বাইতুল্লাহ্র হজ্ব করবে, বা ওমরা করবে, তো তার উপর কোন গোনাহ নেই যে, সে ঐদু'য়ের মাঝে তাওয়াফ (সা'ঈ) করবে।[৬৪] আর যে স্বেচ্ছায় কোন কল্যাণকর্ম করবে, তো আল্লাহ্ অবশ্যই তার কদরকারী, (আর তিনি) সর্ববিষয়ে পূর্ণ জ্ঞাত।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتٰبِ ۙ اُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ ﴿١٥٩﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَبَيَّنُوْا فَاُولٰٓئِكَ اَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿١٦٠﴾

১৫৯. যারা আমার নাযিলকরা সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও হিদায়াত গোপন করে, লোকদের জন্য কিতাবে সেগুলো আমি পরিষ্কার বয়ান করার পরও, (তো) ওরা, অবশ্যই আল্লাহ্ তাদের অভিশাপ দেন এবং অন্যসমস্ত অভিশাপদাতাও তাদের অভিশাপ দেয়; ১৬০. তবে যারা তাওবা করেছে এবং (নিজেদের) সংশোধন করে নিয়েছে এবং (গোপনকরা কথাগুলো) পরিষ্কারভাবে বয়ান করেছে, তো ওরা, তাদের তাওবা আমি কবুল করি, আর আমিই তো উত্তম তাওবা কবুলকারী, চিরদয়াময়।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٦١﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ﴿١٦٢﴾ وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿١٦٣﴾

১৬১. যারা কুফুর করেছে এবং কাফির অবস্থায় মারা গিয়েছে, ওরা, নিঃসন্দেহে তাদেরই উপর

---

[৬৩] শাব্দিক তরজমা, হে ঐ লোকেরা যারা ঈমান এনেছে/এনেছো... আরো বহু স্থানে এরূপ সম্বোধন আসবে।

[৬৪] তো যে কেউ বাইতুল্লাহ্র হজ্ব করবে, বা তাওয়াফ করবে, সে যেন অবশ্যই ঐ দু'য়ের মাঝে তাওয়াফ/সা'ঈ করে। ... لا جناح عليه এ বাগধারা এরূপ অর্থই নির্দেশ করে।

রয়েছে অভিশাপ আল্লাহ্‌র এবং ফিরেশতাদের এবং সমস্ত মানুষের। ১৬২. ঐ লা'নাত-অভিশাপে তারা চিরকাল থাকবে; তাদের থেকে আযাব লাঘব করা হবে না, আর না তাদের মুহলত/অবকাশ দেয়া হবে। ১৬৩. আর তোমাদের ইলাহ হচ্ছেন এক ইলাহ, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, যিনি রহমান, রাহীম- *সবার প্রতি দয়াবান, চিরদয়ালু।*[৬৫]

(রুকূ. ২০)

اِنَّ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اخْتِلَافِ الَّیْلِ وَ النَّهَارِ وَ الْفُلْكِ الَّتِیْ تَجْرِیْ فِی الْبَحْرِ بِمَا یَنْفَعُ النَّاسَ وَ مَاۤ
اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَاَحْیَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَ بَثَّ فِیْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ۪ وَّ تَصْرِیْفِ الرِّیٰحِ وَ
السَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَیْنَ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّعْقِلُوْنَ ﴿۱۶۴﴾

১৬৪. নিশ্চয় আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং রাত-দিনের (অনবরত) বিবর্তনে এবং ঐসব জলযানে যা সাগরে চলাচল করে বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে, যা মানুষের উপকার করে এবং ঐ পানিতে, যা আল্লাহ্ আসমান থেকে নাযিল করেছেন, অনন্তর তা দ্বারা ভূমিকে তার মৃত্যুর পর জীবন দান করেছেন।[৬৬] আর তাতে সর্বপ্রকার পশুপ্রাণী ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং (বিভিন্ন দিকে) বায়ুর সঞ্চালনে এবং আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে নিয়ন্ত্রিত (ও সেবায় নিযুক্ত) মেঘমালায়, (এগুলোর মধ্যে) অবশ্যই রয়েছে বিভিন্ন নিদর্শন এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা আকলবুদ্ধি ব্যবহার করে।

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا یُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ ؕ وَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْۤا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ؕ وَ لَوْ یَرَى
الَّذِیْنَ ظَلَمُوْۤا اِذْ یَرَوْنَ الْعَذَابَ ۙ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِیْعًا ۙ وَّ اَنَّ اللّٰهَ شَدِیْدُ الْعَذَابِ ﴿۱۶۵﴾ اِذْ تَبَرَّاَ الَّذِیْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ
الَّذِیْنَ اتَّبَعُوْا وَ رَاَوُا الْعَذَابَ وَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ ﴿۱۶۶﴾

১৬৫. আর (এত এত নিদর্শন সত্ত্বেও) কিছু লোক এমনো রয়েছে যারা আল্লাহ্‌র সমান্তরালে কিছু সমকক্ষ সাব্যস্ত করে, যাদের তারা ভালোবাসে আল্লাহ্‌র প্রতি ভালোবাসার মত। আর যারা প্রকৃত ঈমান আনয়ন করেছে, আল্লাহ্‌র প্রতি ভালোবাসার ক্ষেত্রে তারা অধিক প্রবল;[৬৭] হায়! যদি যালিমরা, যখন (দুনিয়াতে) কোন আযাব দেখে তখনই বুঝে নিতো যে, সর্বশক্তি একমাত্র আল্লাহ্‌র এবং (আখেরাতে) আল্লাহ্ ভীষণ আযাবের অধিকারী। ১৬৬. যখন সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কতা প্রকাশ করবে (সরদার কিসিমের লোকেরা,) যাদের অনুসরণ করা হয়েছে (নিঃসম্পর্কতা প্রকাশ করবে) ঐ লোকদের থেকে যারা অনুসরণ করেছে, আর সকলেই আযাব প্রত্যক্ষ করবে, আর তাদের পরস্পরের সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে।

---

[৬৫] হালকা অংশটি রাহমান ও রাহীমের বাংলা প্রতিশব্দ। ইলাহ্ মানে মা'বূদ, যার ইবাদত করা হয়; উপাস্য, যার উপাসনা করা হয়। হক ও সত্য ইলাহ্ একমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন। তবে মানুষ নিজেদের পক্ষ হতে বহু বাতিল ইলাহ্ গড়ে নিয়েছে, যাদের অন্যায়ভাবে পূজা ও উপাসনা করা হয়।

[৬৬] অনন্তর তা দ্বারা ভূমিকে-তা শুষ্ক হওয়ার পর- সজীব করেছেন।

[৬৭] দু'টি বিকল্প তরজমা- (ক) আর যারা প্রকৃতই ঈমান এনেছে আল্লাহ্‌রই প্রতি তাদের ভালোবাসা অধিক। (খ) আর যারা প্রকৃতই ঈমান এনেছে, তাদের ভালোবাসা একমাত্র আল্লাহ্‌র প্রতি।

وَ قَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّاَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا ؕ كَذٰلِكَ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرٰتٍ عَلَيْهِمْ ؕ وَ مَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنَ النَّارِ ﴿۱۶۷﴾

১৬৭. আর যারা অনুসরণ করেছে তারা বলবে, হায়, যদি আমাদের জন্য অন্তত একবার (দুনিয়ায়) ফিরে যাওয়া সাব্যস্ত হতো, যাতে আমরা তাদের থেকে নিঃসম্পর্ক হতে পারি যেমন (আজ) তারা আমাদের থেকে নিঃসম্পর্ক হয়েছে। ওভাবেই আল্লাহ্ তাদের আমলগুলো তাদের দেখিয়ে দেবেন, তাদের জন্য ভয়ঙ্কর অনুতাপের কারণরূপে;[৬৮] আর তারা তো আগুন থেকে বের হতেই পারবে না।

(রুকূ. ২১)

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّ لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿۱۶۸﴾ اِنَّمَا يَاْمُرُكُمْ بِالسُّوْٓءِ وَ الْفَحْشَآءِ وَ اَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۶۹﴾ وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَاۤ اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ؕ اَوَ لَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْـًٔا وَّ لَا يَهْتَدُوْنَ ﴿۱۷۰﴾

১৬৮. হে লোকসকল! ভূমিতে যাকিছু হালালে তাইয়েব[৬৯] রয়েছে তা থেকে তোমরা আহার কর, আর শয়তানের 'পথরেখা' অনুসরণ কর না। সে তো তোমাদের জন্য খোল্লমখোল্লা দুশমন! ১৬৯. সে তো তোমাদের শুধু মন্দ ও অশ্লীল কর্মেরই আদেশ করবে, আর (আদেশ করবে) যে, তোমরা আল্লাহ্ সম্পর্কে এমন কথা বলো, যা তোমরা জানো না। ১৭০. আর যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা অনুসরণ কর তখন তারা বলে, আমরা তো বরং ঐসব বিশ্বাস ও কর্মেরই অনুসরণ করব যার উপর আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের পেয়েছি। আচ্ছা, যদি এমন হয় যে, তাদের পূর্বপুরুষান (দ্বীনের) কোনকিছুর বোধ-বুদ্ধি রাখতো না এবং (আসমানি) হিদায়াতের উপর চলতো না তাহলেও কি (তারা পূর্বপুরুষের পথেই চলবে)?

وَ مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ الَّذِىْ يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ اِلَّا دُعَآءً وَّ نِدَآءً ؕ صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿۱۷۱﴾

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَ اشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿۱۷۲﴾

১৭১. আর যারা (সত্যকে) প্রত্যাখ্যান করেছে তাদেরকে (সত্যের পথে আহ্বান করার) উদাহরণ হল ঐ ব্যক্তির মত, যে পশুদের প্রতি ডাক হাঁকে, যারা হাঁক-ডাক ছাড়া (অর্থবোধক) কিছু শুনতে পায় না। (তারা) বধির, বোবা, অন্ধ, ফলে তারা কোন বোধ-বুদ্ধি রাখে না। ১৭২. আয় আহলে ঈমান! তোমরা আহার কর ঐ উত্তম খাদ্যসমূহ হতে যা আমি তোমাদের রিযিকরূপে দান করেছি, আর আল্লাহ্র প্রতি শোকর আদায় কর, সত্যি যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত করে থাক।

---

[৬৮] বিকল্প তরজমা– এভাবেই আল্লাহ্ তাদের দেখিয়ে দেবেন যে, তাদের আমলগুলো (আজ) শুধু অনুতাপ, আর অনুতাপে পরিণত হয়েছে।

[৬৯] হালালে তাইয়েব মানে উৎকৃষ্ট হালাল বস্তু।

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۙ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٤﴾

১৭৩. তিনি তো তোমাদের উপর হারাম করেছেন শুধু মৃতপশু এবং রক্ত এবং শূকরের গোশত এবং যে জন্তুকে গায়রুল্লাহ্‌র নামে 'কাটা' হয়েছে। তবে যে চরম মজবূর হয়ে যায় (আর হারাম বস্তু হতে কিছু আহার করে) এমন অবস্থায় যে, সে ইচ্ছুক নয় এবং (প্রয়োজনের) সীমা অতিক্রম-কারীও নয়, তো তার উপর কোন গোনাহ নেই। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ১৭৪. যারা কিতাবের কিছু অংশ গোপন করে, যা আল্লাহ্ নাযিল করেছেন এবং তার বিনিময়ে সামান্য মূল্য উশুল করে, নিঃসন্দেহে ওরা, আপন উদরে কিছুই ভক্ষণ করে না আগুন ছাড়া।[৭০] আর কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পরিশুদ্ধ করবেন না, আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿١٧٥﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿١٧٦﴾

১৭৫. ওরাই ঐসমস্ত লোক যারা খরিদ করেছে হিদায়াতের বিনিময়ে গোমরাহি এবং মাগফিরাতের বিনিময়ে আযাব। তো (দেখো না, জাহান্নামের) আগুনের বিষয়ে তারা কত না সহনশীল! ১৭৬. ঐসবকিছু এ কারণে হচ্ছে যে, আল্লাহ্ সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছেন, আর যারা কিতাবের বিষয়ে বিরোধ করেছে আসলেই তারা *যেদাযেদিতে/রেষারেষিতে* বহু দূর চলে গিয়েছে।[৭১]

(রুকূ.২২)

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ۚ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۙ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ۚ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ۚ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۚ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

১৭৭. পুণ্য শুধু এ-ই তো নয় যে, (প্রার্থনাকালে) নিজেদের মুখমণ্ডল তোমরা পূর্বমুখী বা পশ্চিমমুখী করবে, বরং আসল পুণ্যবান তো সে যে ঈমান এনেছে আল্লাহ্‌র প্রতি, শেষদিনের প্রতি, ফিরেশতা-দের প্রতি, কিতাবের প্রতি, নবীদের প্রতি, আর মালের প্রতি টান সত্ত্বেও তা দান করে আত্মীয়-স্বজনকে, এতীম-মিসকীনদের, পথেপড়া মুসাফিরদের এবং সুওয়ালকারীদের এবং (ব্যয় করে) ঋণমুক্তির কাজে, আর ছালাত কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে এবং যারা যখন ওয়াদা করে

---

[৭০] আপন উদরে তারা আগুন ছাড়া আর কিছুই ভরে না/ আপন উদরে তারা শুধু আগুনই ভরে।

[৭১] আর যারা কিতাবের বিষয়ে মতবিরোধ করেছে, আসলেই তারা দূরদারাজের বাদানুবাদে লিপ্ত।

তখন নিজেদের ওয়াদাপূরণে যত্নবান[৭২] এবং বিপদে দুর্যোগে ও যুদ্ধকালে যারা ধৈর্যশীল, ওরাই হল ঐসমস্ত লোক যারা (ঈমান ও পুণ্যকর্মের দাবিতে) সত্যবাদী সাব্যস্ত হয়েছে, আর ওরাই হল প্রকৃত মুত্তাকী।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلٰى ؕ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ؕ فَمَنْ عُفِيَ
لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ ۢ بِالْمَعْرُوْفِ وَ اَدَآءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ؕ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ ؕ فَمَنِ
اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝ وَ لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰٓاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝

১৭৮. আয় আহলে ঈমান! (শোনো, অন্যায়ভাবে) নিহতদের বিষয়ে তোমাদের উপর কিছাছের বিধান জারি করা হয়েছে; (অর্থাৎ) আযাদের বদলে আযাদ, গোলামের বদলে গোলাম, নারীর বদলে নারী(কে হত্যা করা হবে)। তো যে হত্যাকারীকে তার ভাইয়ের পক্ষ হতে[৭৩] কিছু পরিমাণ মার্জনা করা হয় তবে (নিহতের ওলীর) অধিকার হল ন্যায়ানুগভাবে (রক্তপণ) তাগাদা করা (হত্যাকারীর কাছে), আর (হত্যাকারীর) কর্তব্য হল সদাচারের সঙ্গে (তা) তার কাছে আদায় করা। (রক্তপণ আদায়ের) ঐ বিধান হল তোমাদের রবের পক্ষ হতে বিশেষ লঘুকরণ এবং বিশেষ করুণা। এরপরো যে সীমালঙ্ঘন করবে তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। ১৭৯. আর তোমাদের জন্য কিছাছের মধ্যে রয়েছে জীবন (রক্ষার উপায়), হে বুদ্ধির অধিকারীরা! যাতে তোমরা তাক্বওয়াপ্রাপ্ত হও।[৭৪]

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرَا ۖ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى
الْمُتَّقِيْنَ ۝ فَمَنْۢ بَدَّلَهٗ بَعْدَ مَا سَمِعَهٗ فَاِنَّمَآ اِثْمُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝ فَمَنْ خَافَ مِنْ
مُّوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

১৮০. তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে মা-বাবার জন্য এবং আত্মীয়স্বজনের জন্য ন্যায়ভাবে অছিয়ত করা। (কখন!) যখন তোমাদের কারো কাছে মৃত্যু উপস্থিত হয়, আর সে কোন সম্পদ রেখে যায়। এটা মুত্তাক্বীনের উপর নির্ধারিত অবশ্যকর্তব্য। ১৮১. তো যে কেউ ঐ অছিয়ত শোনার পর তাতে পরিবর্তন আনবে, তো এর গোনাহ তাদেরই উপর বর্তাবে যারা তাতে পরিবর্তন আনবে। অবশ্যই আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী। ১৮২. তবে যে ব্যক্তি অছিয়তকারীর পক্ষ হতে পক্ষপাতিত্ব

---

[৭২] ভিন্ন তরজমা, ভাবানুগ ও প্রাঞ্জল, 'আর যারা তাদের কৃত ওয়াদাপূরণে খুব যত্নবান...

[৭৩] হত্যাকারীর ভাই দ্বারা উদ্দেশ্য হল নিহতের অলী বা অভিভাবক। ভাই শব্দটি ব্যবহার করার উদ্দেশ্য হল ক্ষমার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা।

[৭৪] কিছাছের বিধান যদি কার্যকর কর, তাহলে তোমাদের মধ্যে তাক্বওয়া অর্জিত হবে এবং সমাজে খুনখারাবি কমে যাবে, বরং বিলুপ্ত হয়ে যাবে।
কারো মতে তরজমা হল, 'আশা করা যায় যে, তোমরা কিছাছের বিরুদ্ধাচরণ (থেকে নিজেদের) রক্ষা করবে।'
এখানে তাক্বওয়ার আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করে পূর্বের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে মতলব বয়ান করা হয়েছে। এর গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। পক্ষান্তরে আগের তরজমায় তাক্বওয়ার পারিভাষিক অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। তাক্বওয়া হল কিছাছের বিধান কার্যকর হওয়ার সুফল।

বা গোনাহের আশঙ্কা করছে, আর সে সংশ্লিষ্ট লোকদের মাঝে সংশোধনের প্রয়াস করে তাহলে তার উপর কোন গোনাহ নেই। অবশ্যই আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, চিরদয়ালু।

(রুকূ. ২৩)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٨٣﴾ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ
فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ؕ
فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ؕ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٨٤﴾

১৮৩. আয় আহলে ঈমান! (শোন,) তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে ছিয়াম, যেমন ফরয করা হয়েছিল তাদের উপর যারা তোমাদের পূর্বে বিগত হয়েছে। যাতে তোমরা তাক্বওয়াপ্রাপ্ত হও।
১৮৪. (তোমরা ছিয়াম পালন করবে) গনাগুনতি কয়েকদিন। তো তোমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ হবে, বা সফরের উপর থাকবে (তাদের উপর কর্তব্য হবে) অন্যকিছু দিনে তা গণনা করা।[৭৫] আর যারা ছিয়ামের সক্ষমতা রাখে তাদের উপর (ঐচ্ছিক) বিধান হল (প্রতি ছিয়ামের বিপরীতে) একটি ফিদয়া, (অর্থাৎ) এক মিসকীনকে আহার করানো। তবে কেউ যদি স্বেচ্ছায় কোন কল্যাণকর্ম করে (এবং ফিদয়ার চেয়ে বেশী পরিমাণ দান করে) তাহলে তার জন্য তা কল্যাণকরই হবে। তবে (সক্ষমতার অবস্থায়) ছিয়াম পালন করাই তোমাদের জন্য উত্তম হবে (ফিদয়া আদায় করার চেয়ে); যদি তোমরা (সত্য বিষয়) জেনে থাকো (তবে তার উপর আমল কর)।[৭৬]

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ
فَلْيَصُمْهُ ؕ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ
الْعُسْرَ ۖ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿١٨٥﴾

১৮৫. রামাযানের মাস, যাতে কোরআন নাযিল করা হয়েছে, যা মানুষের জন্য পূর্ণাঙ্গ হিদায়াত এবং যা (খাছ) হিদায়াতের বিষয়ে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীর ধারক এবং যা সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্যকারী। সুতরাং তোমাদের মধ্য হতে যে এই মাসটি পাবে, সে যেন এই মাসটিকে ছিয়ামে পরিণত করে। পক্ষান্তরে যে অসুস্থ হবে, বা সফরের উপর থাকবে (তার কর্তব্য হবে) অন্যকিছু দিন থেকে (তার সমপরিমাণ) গণনা করা।[৭৭] আল্লাহ্ তোমাদের বিষয়ে সহজতা চান, আর তোমাদের বিষয়ে কঠোরতা চান না।[৭৮] আর (কাযার বিধান দেয়া হয়েছে,) যাতে তোমরা (ছিয়ামের)

---

[৭৫] বিকল্প তরজমা– তো তোমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ হবে, বা সফরের অবস্থায় থাকবে (তাদের অবশ্যকর্তব্য হবে) অন্যকিছু দিন থেকে গণনা করে ঐ ছিয়াম পালন করা। অসুস্থতা এমন যাতে বিজ্ঞ ও ধর্মপ্রাণ চিকিৎসকের মতে ছিয়াম কষ্টকর ও ক্ষতিকর। আর সফর মানে শরী'আতের সংজ্ঞামতে নির্ধারিত দূরত্বের সফর।

[৭৬] পরবর্তীকালে ছিয়ামে সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য ফিদয়ার সুবিধা রহিত করে ছিয়াম বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, পক্ষান্তরে অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য তা বহাল রাখা হয়েছে। ব্যাকরণগত কারণে আরেকটি তরজমা হল, 'আর যারা ছিয়ামে সক্ষম নয় তাদের জন্য কর্তব্য হল ফিদয়া...।' এক্ষেত্রে রহিতকরণের বিষয়টি আর আসে না।

[৭৭] গণনা করে ঐ পরিমাণ দিনগুলোতে ছিয়াম রাখা, যাকে বলা হয় ছিয়ামের কাযা করা।

[৭৮] সুসংক্ষেপিত তরজমা, 'আল্লাহ্ তোমাদের বিষয়ে সহজতা চান, কঠোরতা চান না।

গণনা পূর্ণ করতে পার, আর যেন আল্লাহ্‌র তাকবীর বল[৭৯], তোমাদের তিনি যে হিদায়াত দান করেছেন তার উপর; আর যাতে তোমরা শোকরগুযার হতে পার।

وَ اِذَا سَاَلَكَ عِبَادِیْ عَنِّیْ فَاِنِّیْ قَرِیْبٌ ؕ اُجِیْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ فَلْیَسْتَجِیْبُوْا لِیْ وَ لْیُؤْمِنُوْا بِیْ لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُوْنَ ﴿۱۸۶﴾

১৮৬. আর (আয় পেয়ারে নবী!) যখন আমার বান্দারা আপনাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে তখন (আপনি তাদের বলে দিন,) আমি তো নিকটেই আছি। আমি আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে থাকি, যখন সে আমাকে ডাকে। সুতরাং তারাও যেন আমার অনুকূলে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি যেন ঈমান আনে, যাতে তারা প্রজ্ঞা লাভ করে।

اُحِلَّ لَكُمْ لَیْلَةَ الصِّیَامِ الرَّفَثُ اِلٰی نِسَآىِٕكُمْ ؕ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَ اَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ؕ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَیْكُمْ وَ عَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْـٰٔنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَ ابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ۪ وَ كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا حَتّٰی یَتَبَیَّنَ لَكُمُ الْخَیْطُ الْاَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۪ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّیَامَ اِلَی الَّیْلِ ۚ وَ لَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَ اَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ ۙ فِی الْمَسٰجِدِ ؕ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا ؕ كَذٰلِكَ یُبَیِّنُ اللّٰهُ اٰیٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَّقُوْنَ ﴿۱۸۷﴾

১৮৭. ছিয়ামের রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সঙ্গে সঙ্গম করা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। তারা তোমাদের জন্য লেবাস, আর তোমরা তাদের জন্য লেবাস। আল্লাহ্ জেনেছেন যে, তোমরা নিজেদেরকে খেয়ানতে লিপ্ত করছিলে।[৮০] অনন্তর তিনি তোমাদের তাওবা কবূল করেছেন এবং তোমাদের মার্জনা করেছেন। (এখন বিধিনিষেধ তুলে নেয়া হল;) তো এখন তোমরা তাদের সঙ্গে সহবাস কর এবং যাকিছু (সন্তান) আল্লাহ্ তোমাদের জন্য লিখেছেন তার সন্ধান কর। আর আহার কর এবং পান কর যতক্ষণ (না) ফজরের সাদা সুতা কালো সুতা থেকে পৃথক হয়ে তোমাদের জন্য প্রকাশ পায়। তারপর (আগামী) রাত পর্যন্ত ছিয়াম পূর্ণ কর। আর তোমরা মসজিদে মু'তাকিফ অবস্থায় স্ত্রীসহবাস কর না। ঐগুলো হচ্ছে আল্লাহ্‌র (নির্ধারিত) সীমা, সুতরাং তার (লঙ্ঘনের) কাছেও যেয়ো না। ওভাবেই আল্লাহ্ তাঁর বিধানসমূহ মানুষের জন্য বয়ান করছেন, যাতে তারা তাক্বওয়া অবলম্বন করে।

وَ لَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَ تُدْلُوْا بِهَاۤ اِلَی الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا فَرِیْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۸۸﴾

১৮৮. আর আত্মসাৎ কর না/ভোগ কর না তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের মাল অন্যায় - ভাবে, আর না ঐ মাল সম্পর্কে কোন মামলা শাসকবর্গের কাছে নিয়ে যাও, যাতে মানুষের মালের কিছু অংশ অপরাধমূলকভাবে আত্মসাৎ করতে/হড়প করতে পার, অথচ তোমরা জান (যে, তা কত বড় অপরাধ!)

---

[৭৯] বিকল্প তরজমা– আর যেন আল্লাহ্‌র (বন্দনা ও) বড়ত্ব ঘোষণা করতে পারো।

[৮০] কারণ বিশেষ বিধানমতে রাতেও সঙ্গম অবৈধ ছিল, আর তোমরা তাতে লিপ্ত হয়ে পড়তে, তারপর তাওবা করতে।

(রুকূ. ২৪)

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ ؕ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَ الْحَجِّ ؕ وَ لَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَ لٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى ۚ وَ اْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا ۪ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝ وَ قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَ لَا تَعْتَدُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ۝

১৮৯. আর তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে (বিভিন্ন মাসের) নতুন চাঁদ সম্পর্কে, আপনি বলুন, এই নতুন চাঁদগুলো হচ্ছে মানুষের (বিভিন্ন কর্মের জন্য) এবং হজ্বের জন্য সময়নির্ধারক। আর এটা কোন পুণ্য নয় যে, নিজেদের ঘরে তোমরা পিছন দিক থেকে প্রবেশ করবে, বরং পুণ্যবান তো ঐ ব্যক্তি যে তাক্বওয়া অবলম্বন করেছে,[৮১] আর তোমরা (যার যার) ঘরে প্রবেশ কর ঘরের দরজা দিয়ে। আর তোমরা আল্লাহ্‌কে 'সমীহ' করে চল, যাতে সফলকাম হতে পার।[৮২]

১৯০. আর তোমরা লড়াই কর আল্লাহ্‌র রাস্তায় তাদের বিরুদ্ধে যারা লড়াই করে তোমাদের বিরুদ্ধে, তবে সীমালঙ্ঘন কর না। আল্লাহ্ কিন্তু সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।

وَ اقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَ اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ وَ الْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَ لَا تُقٰتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقٰتِلُوْكُمْ فِيْهِ ۚ فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ ؕ كَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ ۝ فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ وَ قٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّ يَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ؕ فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ۝

১৯১. আর তোমরা তাদের নিধন কর যেখানেই তাদের পাও, আর তাদের বের কর যেখান থেকে তারা তোমাদের বের করেছে। আর ফিতনা কতল থেকেও জঘন্য।[৮৩] আর তোমরা মসজিদুল হারামের কাছে তাদের সঙ্গে লড়াই কর না, যতক্ষণ না তারা সেখানে তোমাদের সঙ্গে লড়াই করে। তো যদি তারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাহলে তাদের নিধন কর, সেটাই হল কাফিরীনের সাজা।

১৯২. অনন্তর যদি তারা বিরত হয় (ফিতনা ও নিপীড়ন থেকে বা লড়াই থেকে) তাহলে অবশ্যই আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১৯৩. আর লড়াই কর তাদের বিরুদ্ধে যতক্ষণ না ফিতনা দমিত হয় এবং (যতক্ষণ না) দ্বীন আল্লাহ্‌র জন্য হয়ে যায়[৮৪]। অনন্তর যদি তারা ক্ষান্ত হয় তাহলে (মনে রেখো), যালিম ছাড়া কারো উপর কঠোরতা বৈধ নয়।

---

৮১ মূল বার্তা হল, যা কিছু আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অনুমোদনবঞ্চিত তা থেকে বিরত থাকা, যাতে তাক্বওয়া অর্জিত হয়। বাকি আদেশ ও নিষেধ নাযিল হয়েছে আরবদের মধ্যে চলমান একটি ভুল রীতিকে অবলম্বন করে।

৮২ তাক্বওয়া শুধু আল্লাহ্‌র প্রতি ভয়ের নাম নয়, বরং ভয় ও ভালোবাসার মিশ্র অবস্থার নাম তাক্বওয়া। সুতরাং এর মূলানুগ তরজমা হবে সমীহ, যাতে ভয় যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার অনুভূতি।

৮৩ সম্ভবত এখানে ফিতনা অর্থ নির্যাতন-নিপীড়ন, যা আহলে মক্কা মুসলিমদের উপর চালাতো। তো লড়াই ও নিধন ছাড়া যদি ফিতনা দমন করা সম্ভব না হয় তাহলে তাই করতে হবে।

৮৪ আর লড়াই কর তাদের সঙ্গে/বিরুদ্ধে ফিতনা 'নাই' হওয়া পর্যন্ত এবং দ্বীন আল্লাহ্‌র জন্য হওয়া (পর্যন্ত)।

اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَ الْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ ؕ فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ ۪ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿۱۹۴﴾ وَ اَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ لَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛۚ وَ اَحْسِنُوْا ۛۚ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۹۵﴾

১৯৪. পবিত্র মাসের বদলে পবিত্র মাস এবং বিভিন্ন পবিত্রতার ক্ষেত্রে রয়েছে কিছাছ (এর বিধান)।[৮৫] তো যে তোমাদের বিরুদ্ধে সীমালঙ্ঘন করে, তোমরাও তার বিরুদ্ধে সীমালঙ্ঘন কর, তোমাদের উপর তার সীমালঙ্ঘনের পরিমাণ। আর তোমরা আল্লাহ্কে সমীহ কর[৮৬] এবং জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ মুত্তাকীনের সঙ্গে রয়েছেন। ১৯৫. আর তোমরা আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ কর, আর নিজেদের হাতে (নিজেদেরকে) বরবাদিতে নিক্ষেপ কর না, বরং পুণ্যকর্ম কর, আল্লাহ্ পুণ্যকর্ম-কারীদের অবশ্যই মুহব্বত করেন।

وَ اَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ؕ فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ وَ لَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهٗ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖٓ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ ۚ فَاِذَآ اَمِنْتُمْ ۪ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ ؕ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿۱۹۶﴾

১৯৬. আর আল্লাহ্র (সন্তুষ্টির) জন্য হজ্ব ও ওমরা পূর্ণরূপে আদায় কর। হাঁ, যদি তোমরা বাধাগ্রস্ত হও তাহলে যে হাদী[৮৭] সহজে (সংগ্রহ করা) সম্ভব হয় (আল্লাহ্র নামে তা যবেহ কর), আর ততক্ষণ পর্যন্ত নিজেদের মাথা মুড়িও না যতক্ষণ (না) হাদী নিজের স্থানে (হারামে) পৌঁছে যায়। অবশ্য তোমাদের মধ্য হতে যে অসুস্থ হয়, বা যার মাথায় কষ্টদায়ক কিছু (উকুন, খুস্কি প্রভৃতি) থাকে তাহলে ফিদয়া–অর্থাৎ ছিয়াম বা ছাদাকা বা হাদী (ওয়াজিব) হবে।[৮৮] অনন্তর যখন তোমরা নিরাপদ অবস্থায় উপনীত হবে, তখন যে ব্যক্তি হজ্বের সঙ্গে ওমরা একত্র করবে[৮৯] তো (তার উপর ওয়াজিব হবে) এমন হাদী যা সহজে সংগ্রহ করা যায়। তবে যে ব্যক্তি (হাদী সংগ্রহ করার সামর্থ্য) না পাবে সে হজ্বের সফরে তিনটি ছিয়াম রাখবে, আর সাতটি (ছিয়াম রাখবে) যখন তোমরা (ঘরে) ফিরে আসবে। (এভাবে) ঐগুলো হবে পূর্ণ দশ। (হজ্ব ও ওমরা একত্র করার) ঐ বিধান তার জন্য যার পরিবার মসজিদুল হারামের বাসিন্দা নয়। আর তোমরা আল্লাহ্কে সমীহ কর, আর

---

[৮৫] কাফিরীন যদি পবিত্র মাসের মর্যাদা লঙ্ঘন করে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাহলে তোমাদেরও সে অনুমতি রয়েছে।

[৮৬] ভিন্ন তরজমা– আর তোমরা আল্লাহ্র বিষয়ে তাক্বওয়া অবলম্বন কর।

[৮৭] হারামের সীমানার ভিতরে যবেহ করার জন্য যে 'যবীহা' সঙ্গে আনা হয় বা সংগ্রহ করা হয়. হজ্ব ও ওমরার পরিভাষায় সেটিকে হাদী বলে, সাধারণ অবস্থায় সেটিই হল উযহিয়া বা কোরবানীর যাবীহা।

[৮৮] কোন অনিবার্য কারণে যদি ইহরামের অবস্থায় মাথা মুড়াতে হয় তাহলে হয় তিনটি ছিয়াম পালন করবে, অথবা ছয় মিসকীনকে ছাদাকাতুল ফিতরের পরিমাণ দান করবে, বা একটি বকরী যবেহ করবে।

[৮৯] হজ্বের সঙ্গে ওমরার সুবিধাও ভোগ করবে।

জেনে রেখ যে, আল্লাহ্ কঠিন সাজার অধিকারী।

(রুকূ. ২৫)

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ ۙ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ ۗ وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى ۫ وَاتَّقُوْنِ يٰٓاُولِي الْاَلْبَابِ ﴿۱۹۷﴾

১৯৭. হজ্ব হচ্ছে নির্ধারিত কয়েকটি মাসে। তো এসব মাসে (ইহরাম গ্রহণের মাধ্যমে নিজের উপর) যে হজ্ব ফরয করে নেয়, তো হজ্বের অবস্থায় না কোন অশ্লীলতা বৈধ, আর না কোন পাপাচার, আর না কোন ঝগড়াবিবাদ। আর তোমরা যে কোন পুণ্যকর্ম করবে, আল্লাহ্ তা জানবেন। আর (হজ্বের সফরে) তোমরা পাথেয় সঙ্গে নাও, তবে সর্বোত্তম পাথেয় হল তাক্বওয়া। আর তোমরা আমাকে সমীহ কর,[৯০] হে জ্ঞানের অধিকারীগণ!

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ ۗ فَاِذَآ اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۠ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْ ۚ وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّآلِّيْنَ ﴿۱۹۸﴾ ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۹۹﴾

১৯৮. তোমাদের উপর কোন গোনাহ নেই যে, (হজ্বের সফরে তিজারত বা শ্রমের মাধ্যমে) তোমরা আপন রবের পক্ষ হতে (প্রদত্ত) অনুগ্রহ সন্ধান করবে। অনন্তর যখন তোমরা (মুযদালিফার উদ্দেশ্যে) আরাফা থেকে রওয়ানা হবে তখন মাশ'আরুল হারামের নিকট আল্লাহ্কে স্মরণ কর। আর তোমরা তাঁকে স্মরণ কর, যেভাবে তিনি তোমাদের বাতলে দিয়েছেন, যদিও এর আগে তোমরা ভ্রান্তিগ্রস্তদের মধ্য হতে গণ্য ছিলে। ১৯৯. তারপর (গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে, নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ত্যাগ করে) তোমরা সেখান থেকে যাত্রা কর যেখান থেকে সাধারণ লোকেরা যাত্রা করে।[৯১] আর তোমরা আল্লাহ্র কাছে মাফ চাও/ইস্তিগফার কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, চিরদয়ালু।

فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا ۗ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ﴿۲۰۰﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۲۰۱﴾

২০০. তো যখন তোমরা নিজেদের হজ্বকর্মসমূহ সমাপ্ত করবে তখন তোমরা আল্লাহ্কে স্মরণ কর তোমাদের আপন পূর্বপুরুষদের স্মরণ করার মত, অথবা তার চেয়েও বেশী স্মরণ। এখন কিছু

---

[৯০] বিকল্প তরজমা– হে জ্ঞানীগণ! আমার নাফরমানি থেকে নিজেদের সভয়ে রক্ষা কর।

[৯১] জাহেলী যুগে সাধারণ আরবগোত্রগুলো তো ৯ তারিখে আরাফায় অবস্থান করত, কিন্তু কোরায়শ 'বাইতুল্লাহ্র প্রতিবেশী' এই অহঙ্কারে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে মুযদালিফায় অবস্থান করত এবং সেখান থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতো।

লোক তো এমন যারা (দু'আর মধ্যে শুধু) বলে, (ইয়া) রাব্বানা! আমাদের দান করুন দুনিয়াতে! আখেরাতে কিন্তু তাদের সামান্য প্রাপ্তিও নেই। ২০১. আর তাদের কেউ কেউ বলে, (ইয়া) রাব্বানা! আমাদের দান করুন দুনিয়াতে কল্যাণ এবং আখেরাতে কল্যাণ, আর আমাদের রক্ষা করুন আগুনের আযাব থেকে।

أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۚ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٢٠٢﴾ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٠٣﴾

২০২. ওরা, তাদেরই জন্য রয়েছে ঐ আমলের অংশ যা তারা অর্জন করেছে। আর আল্লাহ্ হিসাবে খুব দ্রুত। ২০৩. আর (মিনার ময়দানে) নির্ধারিত কয়েকটি দিনের মধ্যে তোমরা আল্লাহ্কে স্মরণ কর। তবে যারা দু'দিনের মধ্যে (রওয়ানা হওয়ার জন্য) তাড়াতাড়ি করবে তাদের উপর কোন গোনাহ নেই। আর যে (রওয়ানা হওয়ার ক্ষেত্রে একদিন) বিলম্ব করবে তারও উপর কোন গোনাহ নেই। (এই বয়ান) তার জন্য যে তাক্বওয়া অবলম্বন করবে। আর তোমরা আল্লাহ্কে সমীহ কর, আর জেনে রেখো যে, তোমরা তাঁরই অভিমুখে নীত হবে।[৯২]

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿٢٠٤﴾ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴿٢٠٥﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ ۚ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿٢٠٦﴾

২০৪. আর এমনও মানুষ আছে, পার্থিব জীবন সম্পর্কে যার 'কথাবার্তা' আপনাকে মুগ্ধ করে,[৯৩] আর সে আল্লাহ্কে সাক্ষী রাখে ঐ বিষয়ে যা তার অন্তরে রয়েছে, অথচ সে (আপনার) ঘোর বিরোধী। ২০৫. আর যখন সে (আপনার কাছ থেকে) ফিরে যায় (তখন) সে দৌড়ঝাঁপ করে এলাকায়, সেখানে ফাসাদ (ও গোলযোগ) সৃষ্টি করার জন্য এবং ফসল ও 'নসল' বরবাদ করার জন্য। অথচ আল্লাহ্ ফাসাদ পছন্দ করেন না। ২০৬. আর যখন তাকে বলা হয়, আল্লাহ্(র আযাব)কে ভয় কর, (তখন) পাপের কারণে 'অহমিকা' তাকে পেয়ে বসে। তো জাহান্নামই তার জন্য যথেষ্ট, আর নিঃসন্দেহে তা কত না মন্দ ঠিকানা!

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٠٩﴾

২০৭. পক্ষান্তরে এমনও লোক আছে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টির সন্ধানে যে নিজের জান পর্যন্ত 'খরচ' করে ফেলে। আর (এমন) বান্দাদের প্রতি আল্লাহ্ অতি মমতাবান। ২০৮. আয় আহলে ঈমান! তোমরা

---

[৯২] বিকল্প তরজমা– আর জেনে রেখো যে, তোমাদেরকে তাঁরই কাছে একত্র/জড়ো করা হবে।

[৯৩] উপরের তরজমাটি সরল ও ভাবানুগ; শব্দানুগ তরজমা, 'আর লোকদের থেকে কিছু এমনও আছে, পার্থিব...'

ইসলামের মধ্যে পরিপূর্ণরূপে দাখেল হয়ে যাও। আর শয়তানের 'কদম কদম' অনুসরণ কর না।[৯৪] কারণ তোমাদের জন্য সে তো খোলা দুশমন। ২০৯. তো যদি তোমরা 'পদস্খলিত' হও তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি আসার পরও তাহলে জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, মহা-প্রজ্ঞাবান।

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَقُضِيَ الْاَمْرُ ۭ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۝

২১০. (ঈমান আনার জন্য) তারা কি শুধু এই প্রতীক্ষায় আছে যে, (আযাব দেয়ার জন্য) আল্লাহ্ তাদের কাছে আসবেন মেঘের ছায়ার মধ্যে এবং (আসবেন) ফিরেশতাগণ, আর সবকিছু 'খতম' করে দেয়া হবে! (তারপর কি তারা ঈমান আনবে)! অথচ শেষ পর্যন্ত সমস্ত বিষয় (সাজা ও জাযার যাবতীয় 'মুকদ্দমা') আল্লাহ্রই বরাবরে রুজু করা হবে![৯৫]

(রুকূ. ২৬)

سَلْ بَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ كَمْ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ اٰيَةٍۢ بَيِّنَةٍ ۭ وَمَنْ يُّبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاۗءَتْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝ زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۘ وَالَّذِيْنَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاۗءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

২১১. (একটু) জিজ্ঞাসা তো করুন আপনি বনী ইসরাঈলকে[৯৬], তাদের আমি সুস্পষ্ট কত নিদর্শন দান করেছি(লাম)![৯৭] বস্তুত যারা আল্লাহ্র নেয়ামত(রূপী নিদর্শনাবলী)কে পরিবর্তন করে ফেলে তা তাদের কাছে আসার পর, (তাদের জন্য) অবশ্যই আল্লাহ্ কঠিন আযাবদাতা। ২১২. যারা কুফুর করেছে তাদের জন্য দুনিয়ার জীবনকে শোভিত করা হয়েছে, আর তারা উপহাস করে তাদেরকে যারা ঈমান এনেছে, অথচ যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করে, কেয়ামতের দিন তারা তাদের উপরে থাকবে। বস্তুত আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন, তাকে রিযিক দান করেন বেলাহিসাব।

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۟ فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۠ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۭ وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاۗءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۚ فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ ۭ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاۗءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

২১৩. (শুরুতে) সমস্ত মানুষ (দ্বীনের দিক থেকে) একজাতি ছিল, (তারপর তারা বিভক্ত হয়ে পড়ে,) অনন্তর আল্লাহ্ নবীদের প্রেরণ করেছেন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে এবং তাঁদের সঙ্গে কিতাব

---

[৯৪] আয়াতের মূল লফয হল خُطُوات الشيطان (শয়তানের পদক্ষেপ/পদচিহ্ন)। এ তরজমাও গ্রহণযোগ্য, 'আর শয়তানের 'পথরেখা' অনুসরণ কর না...'

[৯৫] তাহলে তো কোন কিছুর অপেক্ষায় না থেকে এখনই ঈমান আনা বুদ্ধিমানের কাজ। মদীনার ইহুদীরা এমন কিছুই দাবী করেছিল, এ আয়াতে তারই তিরস্কার।

[৯৬] তাদের আলিমসমাজকে

[৯৭] কিন্তু কী লাভ হল, তারা তো সব বিকৃত করে ফেললো, আর হিদায়াতের পরিবর্তে গোমরাহি কবূল করল!

নাযিল করেছেন সত্যভাবে, যাতে তা (ঐ বিষয়ে) মানুষের মাঝে ফায়ছালা করে দেয় যে বিষয়ে তারা মতভেদ করেছে। তবে (আফসোস! খোদ) ঐ কিতাবের বিষয়েই মতভেদে জড়িয়ে পড়েছে, অন্যকেউ নয়, বরং তারাই যাদের উপর কিতাব নাযিল করা হয়েছে; (মতভেদে জড়িয়েছে) তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি আসার পরও, শুধু নিজেদের মধ্যে রেষারেষির কারণে। অনন্তর আল্লাহ্ আপন অনুগ্রহ দ্বারা মুমিনীনকে ঐ-সত্যের দিকে পথ দেখিয়েছেন যে বিষয়ে কিতাবীরা মতভেদ করেছে। আর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন তাকে পরিচালিত করেন ছিরাতুল মুস্তাকীমের দিকে।

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ؕ مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَآءُ وَ الضَّرَّآءُ وَ زُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ ۝

২১৪. (আয় আছহাবে নবী!) নাকি তোমরা ধারণা করছো যে, (সোজা) জান্নাতে চলে যাবে, অথচ এখনো আসেনি তোমাদের কাছে তাদের মত অবস্থা যারা তোমাদের পূর্বে বিগত হয়েছে! তাদের তো (কঠিনভাবে) ছুঁয়েছিল (ভীষণ) অনটন ও দুর্দশা, আর (বিভিন্ন বিপদাপদে) তাদের কাঁপিয়ে দেয়া হয়েছিল, এমনকি বলে উঠলেন রাসূল এবং যারা তাঁর সঙ্গে ঈমান এনেছিলেন তারা, কখন (আসবে) আল্লাহ্র (প্রতিশ্রুত) সাহায্য! শোনো, অবশ্যই আল্লাহ্র সাহায্য আসন্ন/নিকটবর্তী।

يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۬ قُلْ مَاۤ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ ؕ وَ مَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ۝ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَ هُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۚ وَ عَسٰۤى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَ عَسٰۤى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْـًٔا وَّ هُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

২১৫. তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, (আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য) তারা কী (ও কোথায়) ব্যয় করবে? আপনি বলুন, যাকিছু '*কল্যাণসম্পদ*'[৯৮] তোমরা ব্যয় করবে তা প্রাপ্য হল মা-বাবার এবং নিকটতম স্বজনদের এবং এতীমানের এবং মিসকীনদের এবং পথেপড়া মুসাফিরীনের। আর যাকিছু নেক আমল তোমরা করবে, আল্লাহ্ সে বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞাত। ২১৬. ফরয করা হয়েছে তোমাদের উপর লড়াই করা, অথচ তোমাদের জন্য তা অপ্রিয়। বস্তুত খুবই সম্ভব যে, কোনকিছু তোমরা অপছন্দ করবে, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং খুবই সম্ভব যে, কোনকিছু তোমরা পছন্দ করবে, অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। বস্তুত (কল্যাণ-অকল্যাণ) আল্লাহ্ জানেন, অথচ তোমরা জান না।

(রুকূ. ২৭)

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ؕ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ ؕ وَ صَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ كُفْرٌۢ بِهٖ وَ الْمَسْجِدِ

---

[৯৮] আয়াতের মূল শব্দটি হল خَيْر বা উত্তম ও কল্যাণকর কিছু, উদ্দেশ্য হল, মাল ও ধনসম্পদ। কারণ আল্লাহ্ যে মাল ও সম্পদ দান করেছেন তার উদ্দেশ্য হল তা দ্বারা নিজের ও অন্যের কল্যাণসাধন। সুতরাং এর প্রতিশব্দরূপে শুধু মাল/সম্পদ সঙ্গত নয়, আবার শুধু কল্যাণ শব্দটি মাল ও সম্পদের বিষয়ে সুস্পষ্ট নয়। তাই তরজমা করা হয়েছে 'কল্যাণসম্পদ'।

الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ۚ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾

২১৭. (আয় পেয়ারে নবী!) আপনাকে তারা হারাম মাস সম্পর্কে, তাতে লড়াই করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে,[৯৯] আপনি বলুন, তাতে লড়াই করা তো গুরুতর, তবে আল্লাহ্‌র রাস্তা থেকে বাধা দেয়া এবং আল্লাহ্‌র প্রতি কুফুর করা এবং মসজিদুল হারাম থেকে (বাধা দেয়া) এবং আহলে হারামকে সেখান থেকে বের করে দেয়া আল্লাহ্‌র নিকট আরো গুরুতর, আর ফিতনা করা তো হত্যার চেয়েও গুরুতর। আর তারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাবে, তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দেয়া পর্যন্ত, যদি তারা (তা) করতে পারে। আর তোমাদের মধ্য হতে যারা ফিরে যাবে আপন দ্বীন থেকে, আর মারা যাবে কাফির অবস্থায়, ওরাই, বরবাদ হবে তাদের সমস্ত আমল দুনিয়া ও আখেরাতে। ওরাই হল জাহান্নামের বাসিন্দা, তাতে তারা চিরস্থায়ী হবে।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢١٨﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ

২১৮. (পক্ষান্তরে) যারা ঈমান এনেছে এবং যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় হিজরত করেছে এবং জিহাদ করেছে, ওরাই আল্লাহ্‌র রহমত আশা করতে পারে। আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
২১৯. তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, আপনি বলুন, উভয়ের মধ্যে গুরুতর পাপ রয়েছে, আর মানুষের জন্য কিছু উপকারও রয়েছে, তবে তাদের পাপ তাদের উপকার থেকে অনেক বড়। আর তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, (আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য) কী তারা খরচ করবে? আপনি বলুন, যাকিছু (তোমাদের প্রয়োজনের) অতিরিক্ত।[১০০] ওভাবেই আল্লাহ্ তোমাদের জন্য আহকাম ও বিধান বয়ান করেন, যাতে তোমরা সুচিন্তিত আচরণ করতে পারো– ২২০. দুনিয়া সম্পর্কেও এবং আখেরাত সম্পর্কেও।

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

---

[৯৯] রজব, যিলকাদ, যিলহজ্ব ও মুহর্‌রম, এ চারমাসে যুদ্ধ করা আগে থেকেই নিষিদ্ধ মনে করে আসা হয়েছে। একঘটনায় একজামাত ছাহাবার প্রতিকূলে মুশরিকরা কঠোর সমালোচনা শুরু করে যে, তারা হারাম মাসে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন। বিষয়টা পূর্ণ সত্য ছিল না, তবে আল্লাহ্ মুশরিকদের সমালোচনা মেনে নিয়ে তাদের উপর পাল্টা অভিযোগ আরোপ করেছেন।

[১০০] সুতরাং যাকিছু নিজের ও পরিবারের প্রয়োজন, তা যেন দান না করা হয়, যেমন কোন কোন ছাহাবী এর আগে করেছেন, আর পরিবারসহ কষ্টের মধ্যে পড়েছেন।

আর তারা আপনাকে এতীমান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে; আপনি বলুন, তাদের জন্য কল্যাণপ্রয়াস পুণ্যকর্ম। (খরচের ক্ষেত্রে) তোমরা যদি তাদের সঙ্গে 'মিলেমিশে' যাও তো (তাতে ক্ষতি নেই, কারণ তারা) তোমাদের ভাই। আর আল্লাহ্ জানেন ফাসাদীকে কল্যাণপ্রয়াসী থেকে পৃথকরূপে।[১০১] আর আল্লাহ্ যদি চাইতেন তাহলে (অতিরিক্ত সতর্কতার আদেশ দ্বারা) তোমাদের কষ্টের মধ্যে ফেলতে পারতেন। আল্লাহ্ তো মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাবান।

وَ لَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ؕ وَ لَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّ لَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَ لَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ
حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ؕ وَ لَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّ لَوْ اَعْجَبَكُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۚ وَ اللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ
وَ الْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ۚ وَ يُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿۲۲۱﴾

২২১. আর মুশরিক নারীদের তোমরা বিবাহ কর না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। বস্তুত কোন মুমিন দাসী অবশ্যই কোন (স্বাধীন) মুশরিক নারী হতে উত্তম, যদিও তার সৌন্দর্য তোমাদের মুগ্ধ করে। আর মুশরিকীনের কাছে (মুমিন নারীদের) বিবাহ দিয়ো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। বস্তুত কোন মুমিন দাস অবশ্যই কোন (স্বাধীন) মুশরিক থেকে উত্তম, যদিও তার সৌন্দর্য তোমাদের মুগ্ধ করে। ওরা তো আগুনের দিকে ডাকে, অথচ আল্লাহ্ আপন করুণাগুণে জান্নাতের দিকে এবং মাগফিরাতের দিকে ডাকেন, আর মানুষের জন্য আপন আহকাম ও বিধান বয়ান করেন, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

(রুকূ. ২৮)

وَ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ؕ قُلْ هُوَ اَذًى ۙ فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِي الْمَحِيْضِ ۙ وَ لَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ۚ فَاِذَا
تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ﴿۲۲۲﴾

২২২. আর তারা আপনাকে হায়য সম্পর্কে (ঐ সময়ের সহবাস সম্পকে) জিজ্ঞাসা করে, আপনি বলুন, তা তো এক 'কষ্টদায়ক অপবিত্রতা'। সুতরাং হায়যের সময় (সঙ্গম থেকে) নারীদের পৃথক রাখো।[১০২] আর (সঙ্গমসূত্রে) তাদের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়। হাঁ, যখন তারা 'পূর্ণ' পবিত্র হবে তখন (সঙ্গমসূত্রে) তাদের কাছে যাও যে পন্থায় আল্লাহ্ তোমাদের আদেশ করেছেন।[১০৩] আল্লাহ্ ভালোবাসেন তাওবাপ্রবণদের এবং ভালোবাসেন পবিত্রতাপ্রবণদের।

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۪ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ ۪ وَ قَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ ؕ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ ؕ وَ بَشِّرِ
الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۲۲۳﴾ وَ لَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْا وَ تَتَّقُوْا وَ تُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِ ؕ وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۲۲۴﴾

---

১০১ সুতরাং এতীমের মাল সম্পর্কে মন্দ চিন্তা যেন না আসে, আবার সাধ্যের অতিরিক্ত সতর্কতারও প্রয়োজন নেই। আসল কথা হল নিয়ত। আর কারো কোন নিয়ত আল্লাহ্র অজানা নেই।

১০২ নারীকে ঋতুর কষ্ট থেকে এবং নিজেকে ঋতুর অপবিত্রতা থেকে রক্ষা করার জন্য বলা হয়েছে।

১০৩ অর্থাৎ প্রাকৃতিক পথে, অপ্রাকৃতিক পথে কিছুতেই নয়।

২২৩. তোমাদের নারীরা তোমাদের জন্য 'সন্তানক্ষেত্র'। সুতরাং তোমাদের 'ক্ষেত্রে' তোমরা যাও যেখান থেকে ইচ্ছা কর।[১০৪] আর নিজেদের জন্য (পুণ্যকর্ম) অগ্রবর্তী কর। আর আল্লাহ্‌কে তোমরা সমীহ কর এবং জেনে রেখো যে, তোমরা তাঁকে দেখা দিতে চলেছো। তো মুমিনীনকে আপনি সুসংবাদ দিন (যে, তাঁর সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ সুখকর হবে)। ২২৪. আর আল্লাহ্(র নাম)কে তোমরা তোমাদের কসমের ক্ষেত্র বানিয়ো না, (এ উদ্দেশ্যে যে, আল্লাহ্‌র নামে কসমের অজুহাতে) তোমরা নেককর্ম করবে (না) এবং তাক্বওয়া অবলম্বন করবে (না) এবং মানুষের মাঝে সমঝোতা সাধন করবে (না)।[১০৫] বস্তুত আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ ۭ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ۝ لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَاۗىِٕهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ ۚ فَاِنْ فَاۗءُوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

২২৫. তোমাদের কসমের ক্ষেত্রে 'লাগ্‌ব' সম্পর্কে আল্লাহ্ তোমাদের পাকড়াও করবেন না, তবে তোমাদের পাকড়াও করবেন ঐকসম সম্পর্কে যা তোমাদের অন্তর (উদ্দেশ্যপূর্ণরূপে) অর্জন করেছে।[১০৬] বস্তুত আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম সহনশীল। ২২৬. আপন স্ত্রীদের সঙ্গে যারা 'ঈলা' করে, তাদের জন্য রয়েছে চার মাসের অবকাশ (ও মুহলত)[১০৭]। সুতরাং যদি তারা (কসম রহিত/ভঙ্গ করে স্ত্রীকে) ফিরিয়ে নেয় তাহলে (বিবাহ বহাল থাকবে)। কারণ আল্লাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল, চিরদয়ালু। ২২৭. আর যদি তালাকেরই সঙ্কল্প করে থাকে তাহলেও আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْۗءٍ ۭ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۭ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا ۭ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۠ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۭ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

---

[১০৪] সঙ্গমের আসমানি উদ্দেশ্য নিছক ভোগ নয়, বরং সন্তান-অর্জন ও মানববংশের সংরক্ষণ। সুতরাং সঙ্গমের পথ উদ্দেশ্যানুগ হওয়া অপরিহার্য, সঙ্গমের 'আসন' যেমনই হোক।

[১০৫] মন্দ কর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য, বা সৎকর্ম থেকে দূরে থাকার জন্য আল্লাহ্‌র নামে কসমকে অজুহাতরূপে ব্যবহার কর না যে, আমি এটা করব বলে, বা এটা করব না বলে আল্লাহ্‌র নামে কসম করে ফেলেছি, সুতরাং কসম তো রক্ষা করতে হবে। না, বরং এটা হবে আল্লাহ্‌র নামের অপব্যবহার।

[১০৬] লাগ্‌ব মানে অর্থশূন্য। যেমন বারবার والله বলা আরবদের স্বভাব। অথবা অতীতের কোন বিষয়ে নিজের ধারণা অনুযায়ী সত্য বিষয়ে কসম করে বলা যে তা হয়েছিল, বা হয়নি, অথচ বিষয়টা ছিল বাস্তবের বিপরীত। তো এই হল লাগ্‌ব কসমের দু'টি প্রকার। পক্ষান্তরে ভবিষ্যতের বিষয়ে প্রত্যয় ও প্রতিজ্ঞামূলক কসম করা এবং ভঙ্গ করা, জেনে শুনে অতীতের বিষয়ে মিথ্যা কসম করা, এটা অবশ্যই পাকড়াওযোগ্য।

[১০৭] ঈলা মানে স্ত্রীসঙ্গম থেকে বিরত থাকার কসম করা। জাহেলিয়াতে এটা ছিল অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য, যা স্ত্রী-নির্যাতনের পর্যায়ে পড়ে। ইসলাম সেটাকে চারমাসের সময়সীমা দ্বারা আবদ্ধ করে দিয়েছে। চারমাসের ভিতরে যদি কসম ভঙ্গ করে তাহলে বিবাহ বহাল থাকবে এবং কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে, পক্ষান্তরে চারমাস পার হলে কসম তো রক্ষা পাবে, তবে বাইন তালাক হয়ে যাবে, যেখানে উভয়ের সম্মতিতে বিবাহ দোহরানোর সুযোগ থাকে।

২২৮. আর 'মুতাল্লাকাগণ'[১০৮] তিন হায়য পর্যন্ত নিজেদের বিষয়ে অপেক্ষায় থাকবে। আর তাদের জন্য বৈধ নয় (গর্ভ বা ঋতু) গোপন করা, যা আল্লাহ্ তাদের রেহেমে সৃষ্টি করেছেন, যদি তারা ঈমান রাখে আল্লাহ্র প্রতি এবং শেষদিনের প্রতি। আর ঐ-সময়সীমার মধ্যে তাদের স্বামীগণ তাদের ফিরিয়ে নেয়ার বিষয়ে পূর্ণ হকদার, যদি তারা (আসলেই অবস্থার) সংশোধন চায়। আর নারিদের জন্য ন্যায়সঙ্গতরূপে রয়েছে ঐরকম অধিকার, যেরকম রয়েছে তাদের উপর (পুরুষদের)। তবে তাদের উপর পুরুষদের (পরিচালনগত) কিছু অগ্রাধিকার রয়েছে। বস্তুত আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাবান।

(রুকূ. ২৯)

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۪ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ ؕ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا
اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ؕ
تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۲۲۹﴾

২২৯. তালাক (বেশীর চেয়ে বেশী) দু'বার হতে পারে। তারপর (দু'টি পথ খোলা আছে), হয় (তালাক প্রত্যাহার করে) সদাচারের সঙ্গে (স্ত্রীকে) রাখা, না হয় উত্তমরূপে মুক্ত করা। আর (স্বামীদের বলছি), তোমাদের জন্য বৈধ নয় (তালাকের বিনিময়ে) ঐসমস্ত জিনিসের কিছু ফেরত নেয়া যা তোমরা তাদের দিয়েছো। হাঁ, যদি উভয়ে আশঙ্কা করে যে, (বিবাহবন্ধনের মধ্যে) তারা আল্লাহ্র (নির্ধারিত) সীমাগুলো রক্ষা করতে পারবে না। তো (সত্যি সত্যি) যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, তারা দু'জন আল্লাহ্র (নির্ধারিত) সীমাগুলো রক্ষা করতে পারবে না তাহলে উভয়ের ক্ষেত্রে কোন গোনাহ নেই ঐ 'মুক্তিপণ'র বিষয়ে যা স্ত্রী আদায় করবে। ঐগুলো হল আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা। সুতরাং তোমরা তা লঙ্ঘন কর না। আর যারা আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমাসমূহ লঙ্ঘন করবে, ওরাই হল বড় অবিচারকারী।

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ؕ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يَّتَرَاجَعَآ اِنْ ظَنَّآ
اَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ؕ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿۲۳۰﴾

২৩০. তারপর সে যদি (দুই তালাকের পর) তাকে (তৃতীয়) তালাক দিয়ে দেয় তাহলে সে তার জন্য ততক্ষণ হালাল হবে না যতক্ষণ (না) সে অন্য স্বামীর 'ঘর' করবে।[১০৯] তারপর দ্বিতীয় স্বামী যদি তাকে তালাক দেয় (এবং ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যায়) তখন তাদের দু'জনের উপর কোন গোনাহ নেই যে, (পূর্ণ নতুন বিবাহের মাধ্যমে) তারা পরস্পর 'রুজু' করে নেবে,[১১০] যদি তারা (প্রবল) ধারণা

---

[১০৮] তালাকপ্রাপ্তা নারিগণ/তালাকিয়াগণ। তালাকী মানে যে তালাক দেয়, তালাকিয়া মানে তালাকপ্রাপ্তা।

[১০৯] উপরে مِنْۢ بَعْدُ এর তরজমা পরোক্ষভাবে এসে গিয়েছে। এভাবেও বলা যায়, তাহলে পরবর্তীতে সে তার জন্য...

[১১০] حتى تنكح এর আভিধানিক অর্থ হল, যতক্ষণ না সে অন্য স্বামীকে বিবাহ করবে। কোরআন ঘটনার লাজ রক্ষা করে আবরণ ও সতরের শব্দ ব্যবহার করেছে, আর ব্যাখ্যার ভার ছাহিবে কোরআনের উপর অর্পণ করেছে, আর=

(ও প্রতিজ্ঞা) করে যে, তারা আল্লাহ্‌র (নির্ধারিত) 'সীমারেখা' রক্ষা করতে পারবে। ওগুলো হচ্ছে আল্লাহ্‌র (নির্ধারিত) সীমারেখা, তিনি তা বয়ান করছেন এমন কাউমের জন্য যারা জ্ঞান রাখে।

وَ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ ۪ وَّ لَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا ۚ وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ؕ وَ لَا تَتَّخِذُوْۤا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا ۠ وَّ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ مَاۤ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ وَ الْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهٖ ؕ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۲۳۱﴾

২৩১. আর যখন তোমরা নারিদের তালাক দিয়ে দাও, আর তারা পৌঁছে যায় তাদের ইদ্দতের কাছাকাছি, তখন হয় তাদেরকে সদাচারের সঙ্গে (বিবাহবন্ধনে) রাখো, কিংবা সদাচারের সঙ্গে তাদের, বন্ধনমুক্ত করে দাও। আর (কিছুতেই) তাদের ধরে রেখো না ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে, যাতে (তাদের উপর) নিপীড়ন করতে পারো। আর যে ঐরূপ করবে সে কিন্তু নিজের উপর (গুরুতর) যুলুমই করবে। আর আল্লাহ্‌র আয়াত ও বিধানকে তোমরা তামাশা বানিয়ো না। আর স্মরণ কর তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র (দেয়া) নেয়ামত এবং যে কিতাব ও হিকমত তিনি তোমাদের উপর নাযিল করেছেন (সেগুলো), যা দ্বারা তিনি তোমাদের উপদেশ দান করেন। আর আল্লাহ্‌কে তোমরা সমীহ কর, আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞাত।

(রুকূ. ৩০)

وَ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ ذٰلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ وَ اَطْهَرُ ؕ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۲۳۲﴾

২৩২. আর যখন তোমরা নারিদের তালাক দিয়ে দাও, অনন্তর তারা ইদ্দতে উপনীত হয় তখন (হে নারিপক্ষ!) নারিদের তোমরা বাধা দিয়ো না তাদের পূর্বস্বামীকে বিবাহ করা হতে, যদি সদাচারের সঙ্গে তারা পরস্পর সম্মত হয়। ঐ(সব কথা) দ্বারা তোমাদের মধ্য হতে তাদেরই উপদেশ দেয়া হচ্ছে যারা ঈমান আনে আল্লাহ্‌র প্রতি এবং শেষদিনের প্রতি। তোমাদের ঐ বিধানই তোমাদের জন্য অধিক পরিশুদ্ধ ও পবিত্র। বস্তুত আল্লাহ্ জানেন, অথচ তোমরা জানো না (কিসে তোমাদের কল্যাণ-অকল্যাণ)।

তিনি বলেছেন, বিবাহের পর দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে 'সহবাস'ও হতে হবে। সেটাই আমরা বোঝাতে চেয়েছি 'ঘর করা' শব্দ দ্বারা কিছুটা আবরণ রক্ষা করে।

এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে, আমাদের সমাজে 'হালালা' নামে যে ঘৃণ্য রীতির প্রচলন রয়েছে যেখানে দ্বিতীয় বিবাহের আগে দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে তালাকের 'সমঝোতা' হয়ে থাকে, এই রূপ ঘটনার ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র নবী লা'নাত ও অভিশাপের ভয়ঙ্কর শব্দ ব্যবহার করেছেন। প্রশ্ন হতে পারে, এ ক্ষেত্রে শরী'আতের এত কঠোর অবস্থানের কারণ কী, বিশেষত অনুতপ্ত স্বামী-স্ত্রী যদি সম্মত থাকে। কিন্তু কথা হল, দু'টি আনজান নারী ও পুরুষ 'স্বামী-স্ত্রী' নামের এই নাযুকতম বন্ধনে আবদ্ধ হতে পেরেছে কীভাবে! খালিক ও মালিক আল্লাহ্‌র মহান নামকে অবলম্বন করেই তো! সেই পবিত্র নামের মর্যাদা যে স্বামী তালাক নামের ছুরি দিয়ে হত্যা করল, তার শাস্তি কি আরো কঠিন হওয়ার কথা ছিল না!

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ؕ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوْفِ ؕ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌ ۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ ۘ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ؕ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٢٣٣﴾

২৩৩. আর জননীরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দু'বছর দুগ্ধদান করবে। (এ বিধান) তার জন্য যে দুগ্ধদানের মুদ্দত পুরা করতে চায়। আর সন্তানের পিতা যে, তার (উপর) কর্তব্য হল সদাচারের সঙ্গে (দুগ্ধদানকারিণী) মায়েদের অন্নবস্ত্রের/খোরপোশের ব্যবস্থা করা। (হাঁ,) কোন ব্যক্তিকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত কষ্ট দেয়া হবে না। না তো জননীকে তার সন্তান দ্বারা নিপীড়ন করা হবে, আর না জনককে তার সন্তান দ্বারা (কষ্ট দেয়া হবে)। আর (জনকের মৃত্যুর পর তার) ওয়ারিছের উপরও অনুরূপ দায়দায়িত্ব বর্তাবে। আচ্ছা, জনক-জননী যদি পরস্পরের সম্মতি ও পরামর্শক্রমে (দু'বছরের আগেই) দুধ ছাড়াতে চায় তাহলে তাদের উপর কোন গোনাহ নেই। আর (হে জনকগণ) যদি তোমরা চাও যে, আপন সন্তানদের তোমরা অন্য 'দুগ্ধবতী' তলব করবে তাহলে তোমাদের উপর কোন গোনাহ নেই, যদি তোমরা ধার্যকৃত অর্থ সদাচারের সঙ্গে (দুগ্ধবতীকে) অর্পণ কর। আর তোমরা আল্লাহ্‌কে সমীহ কর এবং জেনে রেখো যে, যাকিছু তোমরা কর, আল্লাহ্ তা খুব দেখেন।

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ۚ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿٢٣٤﴾

২৩৪. আর তোমাদের মধ্যে যারা 'স্ত্রীদের' রেখে ওয়াফাতপ্রাপ্ত হয়, তাদের বিধবাগণ চারমাস দশদিন (পর্যন্ত) নিজেদের অপেক্ষায় রাখবে। অনন্তর যখন তারা নিজেদের (ইদ্দতের) মেয়াদে উপনীত হবে তখন তোমাদের উপর কোন গোনাহ নেই ঐ পদক্ষেপের বিষয়ে যা নারীরা নিজেদের (দ্বিতীয় বিবাহ) সম্পর্কে নিয়মসম্মতরূপে গ্রহণ করবে। আর তোমরা যা কর, সে বিষয়ে আল্লাহ্ পূর্ণ অবগত।

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ ؕ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ
سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا اِلَّآ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۬ وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ
الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ ؕ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿٢٣٥﴾

২৩৫. আর (ইদ্দতকালে) তোমরা যদি ঐ নারীদের বিবাহের 'পরোক্ষ' প্রস্তাব দাও, বা নিজেদের অন্তরে (তাদেরকে বিবাহ করার) গোপন আকাঙ্ক্ষা পোষণ কর তাহলে তোমাদের উপর কোন গোনাহ নেই। বস্তুত আল্লাহ্ জানেন যে, অচিরেই তোমরা তাদের কাছে (বিবাহের) আলোচনা

তোলবে, তবে (এখন) তাদের সঙ্গে গোপনে বিবাহের প্রতিশ্রুতি বিনিময় করে রেখ না; হাঁ, পরোক্ষভাবে কোন উত্তম কথা বলা, ভিন্ন বিষয়[১১১]। আর ইদ্দতের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত বিবাহের আকদ সম্পন্ন করার মনস্থ কর না। আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ খুব জানেন, যা কিছু তোমাদের অন্তরে রয়েছে। সুতরাং তাঁকে ভয় করে চলো, আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম সহনশীল।

(রুকূ. ৩১)

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

২৩৬. আর (এতেও) তোমাদের উপর কোন গোনাহ নেই, যদি তোমরা নারীদের তালাক দাও তাদের 'স্পর্শ' করারও আগে, বা তাদের জন্য কোন মোহর নির্ধারণ করারও আগে। আর (এ অবস্থায়) তাদেরকে (কোন উপযুক্ত) তোহফা দাও; সচ্ছল ব্যক্তি তার 'আওকাত' অনুযায়ী, আর অসচ্ছল ব্যক্তি তার 'আওকাত' অনুযায়ী, সদাচারের সঙ্গে তোহফা দেবে। পুণ্যবানদের উপর এটি অবশ্যপালনীয় হক।[১১২]

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

২৩৭. আর যদি তোমরা তাদের তালাক দাও (সঙ্গমগতভাবে) তাদের 'স্পর্শ' করার আগে, এমন অবস্থায় যে, (বিবাহকালে) তাদের জন্য তোমরা কোন মোহর নির্ধারণ করেছিলে তাহলে যা নির্ধারণ করেছিলে তার অর্ধেক প্রদান করা ওয়াজিব। তবে যদি নারীরা (অর্ধেক মোহরের বিষয়েও) ছাড় দেয়, বা (স্বামী) যার হাতে রয়েছে বিবাহের গ্রন্থি সে যদি ছাড় দেয় (এবং অর্ধেকের বেশী মোহর আদায় করে তাহলে ভিন্ন কথা)। আর (কোন মাজবূরি না থাকলে) তোমাদের ছাড় দেয়াটাই তাক্বওয়ার অধিক নিকটবর্তী। আর তোমরা পরস্পর উদার আচরণ করা ভুলে যেয়ো না। তোমরা যাকিছু কর, আল্লাহ্ তা খুব দেখেন।

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٢٣٨﴾ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ۖ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٩﴾

২৩৮. আর তোমরা অত্যন্ত যত্নবান হও ছালাতসমস্তের প্রতি এবং (বিশেষ করে) মধ্যবর্তী ছালাতের প্রতি। আর তোমরা আল্লাহ্র প্রতি অনুগতরূপে দাঁড়াও। ২৩৯. আর (ছালাতের সময়) যদি তোমরা

---

[১১১] ইদ্দতকালে এরূপ প্রত্যক্ষ পদক্ষেপ হারাম। তবে পরোক্ষভাবে কিছু বলা অসঙ্গত নয়, যেমন, 'এমন নারী যার ঘরে যাবে সে বড় ভাগ্যবান....

[১১২] আওকাত অনুযায়ী– সাধ্যের পরিমাণ অনুযায়ী। আওকাত–সাধ্য, ক্ষমতা, মুরোদ, সামাজিক অবস্থান।

(শত্রুর) ভয় কর তাহলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বা আরোহী অবস্থায়ই (ছালাত পড়ে নাও)। পরে যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন আল্লাহ্র স্মরণ (ছালাত) ঐভাবে সম্পন্ন কর যেভাবে তিনি তোমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, যা তোমরা জানতে না।

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا ۖ وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ ۚ فَاِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْ مَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوْفٍ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝ وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ۝ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝

২৪০. আর তোমাদের মধ্য হতে যারা স্ত্রীদের রেখে ওয়াফাতপ্রাপ্ত হয়, (মৃত্যুর আগেই) তারা যেন আপন স্ত্রীদের অনুকূলে অছিয়ত জারি করে যায় যে, এক বছর পর্যন্ত তারা (মীরাছ থেকে নাফকা উশুল করার) সুবিধা ভোগ করবে, (স্বামীর ঘর থেকে) বের না করাসহ।[১১৩] তবে তারা স্বেচ্ছায় যদি বের হয়ে যায় (ইদ্দতের পর বছর শেষের আগে) তাহলে তোমাদের উপর কোন গোনাহ নেই ঐ পদক্ষেপের বিষয়ে যা তারা গ্রহণ করেছে নিয়মসম্মতভাবে। বস্তুত আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, মহা প্রজ্ঞাবান। ২৪১. আর 'তালাকিয়া'দের[১১৪] অনুকূলে রয়েছে সদাচারের সঙ্গে তোহফা। এটা মুত্তাকীনের উপর অবশ্যপালনীয় হক। ২৪২. ঐভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর আহকাম ও বিধান বয়ান করেন, যাতে তোমরা আকলবুদ্ধির সঙ্গে কাজ কর।

(রুকূ. ৩২)

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا ثُمَّ اَحْيَاهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ۝ وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝ مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗٓ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً ۗ وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ ۖ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

২৪৩. আপনি কি দেখেননি তাদের অবস্থা[১১৫] যারা বের হয়েছিল নিজেদের জনপদ থেকে হাযারে হাযারে[১১৬], মৃত্যুর ভয়ে। তখন আল্লাহ্ তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, মর তোমরা! তারপর তিনি তাদের জীবিত করলেন/প্রাণ ফিরিয়ে দিলেন। বস্তুত আল্লাহ্ মানুষের উপর বড় অনুগ্রহী/কৃপাবান। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ শোকর করে না। ২৪৪. আর তোমরা লড়াই কর আল্লাহ্র রাস্তায় এবং জেনে রেখ যে, আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ২৪৫. কে সে যে আল্লাহ্কে করয দেবে উত্তম করয, অনন্তর তিনি তার অনুকূলে তা বহুগুণ বাড়িয়ে দেবেন! আর আল্লাহ্ই (রিযিক) সঙ্কুচিত করেন এবং প্রশস্ত করেন। আর তাঁরই কাছে তোমাদের ফেরানো হবে।

---

[১১৩] এটা মীরাছের পূর্ণাঙ্গ বিধান নাযিলের আগের বিধান যা এখন রহিত, তবে আয়াতের তিলাওয়াত রহিত নয়।

[১১৪] তালাকী– তালাক প্রদানকারী পুরুষ। তালাকিয়া– তালাকপ্রাপ্তা নারী।

[১১৫] আপনি কি জানেন না তাদের অবস্থা...

[১১৬] আর (সংখ্যায়) তারা (ছিল) বহু হাযার। (তারা বের হয়েছিল) মৃত্যু থেকে বাঁচার জন্য...

اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى ۘ اِذْ قَالُوْا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اَلَّا تُقَاتِلُوْا ؕ قَالُوْا وَمَا لَنَآ اَلَّا نُقَاتِلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَاَبْنَآئِنَا ؕ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ۝

২৪৬. আপনি কি দেখেননি মূসার পরবর্তী বনী ইসরাঈলের (বিশিষ্ট লোকদের) জামাত, যখন তারা তাদের জন্য (প্রেরিত) নবীকে বলেছিল, আপনি আমাদের জন্য একজন বাদশাহ নির্ধারণ করুন, যাতে (তার নেতৃত্বে) আমরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় লড়াই করতে পারি, তিনি বললেন, তোমরা এমন তো হবে না যে, তোমাদের উপর লড়াই ফরয করা হল, আর তোমরা লড়াই করলে না! তারা বলল, আমাদের কেন এমন দুর্মতি হবে যে, আমরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় লড়াই করব না, অথচ আমাদের বের করে দেয়া হয়েছে নিজেদের জনপদ থেকে এবং নিজেদের সন্তানসন্ততি থেকে! তো যখন তাদের উপর লড়াই ফরয করা হল, তাদের মধ্য হতে অল্পকিছু ছাড়া (প্রায় সবাই) মুখ ফিরিয়ে নিল। বস্তুত আল্লাহ্ যালিমদের সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত।

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا ؕ قَالُوْٓا اَنّٰى يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ؕ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰىهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهٗ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ؕ وَاللّٰهُ يُؤْتِيْ مُلْكَهٗ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝

২৪৭. আর তাদের নবী তাদের বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ (তোমাদের চাহিদা অনুযায়ী) তোমাদের জন্য তালূতকে বাদশাহরূপে পাঠিয়েছেন। (আশ্চর্য! তখন) তারা বলে উঠল, কীভাবে হতে পারে তার রাজত্ব আমাদের উপর, অথচ রাজত্বের আমরাই তার চেয়ে বেশী হকদার! আর (তদুপরি) তাকে তো অর্থের প্রাচুর্যও দেয়া হয়নি! তিনি বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাকে তোমাদের উপর নির্বাচন করেছেন, আর জ্ঞানে ও বদনে তাকে (তোমাদের চেয়ে) অধিক প্রশস্ততা দান করেছেন। তাছাড়া আল্লাহ্ তার রাজত্ব যাকে ইচ্ছা, দান করেন। বস্তুত আল্লাহ্ অতি প্রশস্ততার অধিকারী, সর্বজ্ঞ।

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖٓ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلٰٓئِكَةُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

২৪৮. আর তাদের নবী তাদের বললেন, দেখো, তার রাজত্বের নিদর্শন এই যে, (নিখোঁজ) তাবূত [১১৭] তোমাদের সামনে (আবার ফিরে) আসবে, যাতে রয়েছে তোমাদের রবের পক্ষ হতে সাকীনা (ও প্রশান্তি) এবং (রয়েছে) মূসার পরিবার এবং হারূনের পরিবার যা কিছু রেখে গিয়েছেন তার কিছু অবশিষ্ট। ফিরেশতাগণ তা বহন করবেন। নিঃসন্দেহে তাতে রয়েছে তোমাদের জন্য বড় নিদর্শন, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক।

---

[১১৭] তাবূত নামের সিন্দুকটি ছিল বনী ইসরাঈলের জাতীয় শক্তি, শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতীক, যা শত্রুরা অপহরণ করেছিল। বনী ইসরাঈল যখন তালূতের রাজত্বের পক্ষে আসমানি আলামত দাবী করল তখন তাদের নবী....

(রুকূ. ৩৩)

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ ۙ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ ۚ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّيْ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَاِنَّهٗ مِنِّيْٓ اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً ۢ بِيَدِهٖ ۚ فَشَرِبُوْا مِنْهُ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ۗ فَلَمَّا جَاوَزَهٗ هُوَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۙ قَالُوْا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ ۗ قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوا اللّٰهِ ۙ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةًۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۝

২৪৯. অনন্তর তালূত যখন সৈন্যদের নিয়ে (জনপদ) ত্যাগ করলেন, (তখন) তিনি (তাদের উদ্দেশ্যে) বললেন, অবশ্যই আল্লাহ্ তোমাদের পরীক্ষা করবেন একটি নহর/নদী দ্বারা। তো যে তা থেকে/ঐ নহর থেকে পান করবে সে আমার (দল) থেকে নয়, আর যে তা আস্বাদন করবে না সে আমার (দল) থেকে (গণ্য)। তবে যে নিজের হাতে সামান্য একআঁজলা গ্রহণ করবে (তার দোষ হবে না)। অনন্তর (কী ঘটল!) তারা (প্রায় সবাই) তা থেকে (প্রচুর) পান করল, তাদের মধ্য হতে অল্পকিছু ছাড়া। তো যখন নদী পার হলেন তিনি এবং যারা তাঁর সঙ্গে ঈমান এনেছে (তখন) তারা (তালূতের আদেশ অমান্যকারীরা) বলতে লাগল, আজ আমাদের কোন শক্তি নেই জালূত ও তার বাহিনীর বিপক্ষে। (পক্ষান্তরে) যারা বিশ্বাস করত যে, তারা আল্লাহ্র সম্মুখীন হবে তারা বলল, কত না অল্পসংখ্যার দল আল্লাহ্র হুকুমে বহুসংখ্যার দলকে পরাস্ত করেছে! বস্তুত আল্লাহ্ ছাবিরীনের সঙ্গে রয়েছেন।

وَلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝ فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۙ وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ وَاٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ۙ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۝ تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۗ وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝

২৫০. আর তারা যখন জালূত ও তার বাহিনীর জন্য (রণাঙ্গনে) 'স্বপ্রকাশ' হল (তখন) তারা বলল, (ইয়া) রাব্বানা, আমাদের উপর ঢেলে দাও কিছু ছবর এবং আমাদের কদম জমিয়ে দাও এবং আমাদের সাহায্য কর কাফির কাউমের উপর।[১১৮] ২৫১. অনন্তর আল্লাহ্র হুকুমে তারা তাদের পরাজিত করল, আর দাউদ জালূতকে কতল করলেন[১১৯]। আর আল্লাহ্ তাঁকে রাজত্ব ও প্রজ্ঞা দান করলেন, আর যাকিছু (জ্ঞান) তিনি চান তা থেকে তাঁকে শিক্ষা দান করলেন[১২০]। বস্তুত যদি মানুষকে, তাদের কিছু অংশকে কিছু অংশ দ্বারা আল্লাহ্র (পক্ষ হতে) দমন করা না হতো (তাহলে) অবশ্যই পৃথিবী ফাসাদগ্রস্ত হয়ে যেতো, তবে কিনা আল্লাহ্ সারা জাহানের উপর অত্যন্ত

---

[১১৮] ভিন্ন তরজমা– আমাদের উপর ধৈর্যগুণ প্রক্ষেপণ করুন এবং আমাদের পদ ও পদক্ষেপ সুদৃঢ় করুন, আর কাফির সম্প্রদায়ের উপর আমাদের বিজয় দান করুন। বাহিননীর জন্য/বিপক্ষে/বিরুদ্ধে, এই তিনটিই হতে পারে

[১১৯] নবুয়তপ্রাপ্তির আগে, তিনি তালূতের বাহিনীর অংশ ছিলেন। এখানে হিকমত দ্বারা মূলত নবুয়ত উদ্দেশ্য।

[১২০] যেমন লোহা না গালিয়ে তা থেকে বর্ম তৈরী করা।

অনুগ্রহশীল। ২৫২. সেগুলো হচ্ছে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ, যা আমি (জিবরীলের মাধ্যমে) আপনার উপর সত্যভাবে তিলাওয়াত করি, আর নিঃসন্দেহে আপনি প্রেরিত রাসূলান থেকে গণ্য।

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۘ مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ ؕ وَ اٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَ اَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ؕ وَ لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَ لٰكِنِ اخْتَلَفُوْا فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ وَ مِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ ؕ وَ لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْا ۫ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ﴿۲۵۳﴾

২৫৩. * ঐ রাসূলান, তাঁদের কতিপয়কে কতিপয়ের উপর আমি ফযীলত দিয়েছি। তাঁদের মধ্য হতে কেউ এমন যার সঙ্গে আল্লাহ্ কালাম করেছেন। আবার তাঁদের (মধ্য হতে) কতিপয়কে তিনি বিভিন্ন মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। আর ঈসা ইবনে মারয়ামকে আমি সুস্পষ্ট বিভিন্ন নিদর্শন দান করেছি এবং রূহুলকুদুস দ্বারা তাঁকে শক্তি যুগিয়েছি। আর যদি আল্লাহ্ চাইতেন (তাহলে) যারা তাঁদের পরে (এসেছে), তারা তাদের কাছে নিদর্শনাবলী এসে যাওয়ার পর পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত হতো না, কিন্তু তারা বাদ-বিবাদে লিপ্ত হয়েছে। তো তাদের থেকে কেউ ঈমান এনেছে, আর তাদের থেকে কেউ কুফুর করেছে। বস্তুত যদি আল্লাহ্ চাইতেন তাহলে তারা পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত হতো না। আসল কথা হল, আল্লাহ্ তাই করেন (নিজের মহাপ্রজ্ঞার বিচারে) যা তিনি ইচ্ছা করেন।

(রুকূ. ৩৪)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَ لَا خُلَّةٌ وَّ لَا شَفَاعَةٌ ؕ وَ الْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۲۵۴﴾

২৫৪. আয় আহলে ঈমান! (শোনো), আমি তোমাদের যাকিছু রিযিক দান করেছি তা থেকে তোমরা (আল্লাহ্‌র রাস্তায় কল্যাণকর্মে) ব্যয় কর ঐ দিন আসার পূর্বে যাতে না 'বিনিময়' আছে, না মিত্রতা, না সুপারিশ। আর কাফিরীন, তারাই হল মহাযালিম।

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ ۚ وَ لَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ ۚ وَ لَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ﴿۲۵۵﴾

২৫৫. আল্লাহ্, তিনি ছাড়া নেই কোন ইলাহ। (তিনিই) চিরঞ্জীব, (এবং বিশ্বজগতের) নিরঙ্কুশ ব্যবস্থাপক। তাঁকে না তন্দ্রা ধরে, না নিদ্রা। তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন যাকিছু রয়েছে আকাশমণ্ডলে এবং যাকিছু রয়েছে ভূমিতে। কে সে যে তাঁর সমীপে (কারো পক্ষে) সুপারিশ করতে পারে তাঁর অনুমতি ছাড়া! তিনি খুব জানেন যাকিছু (রয়েছে) তাদের সামনে এবং যাকিছু (রয়েছে) তাদের পিছনে।[১২১] আর তারা তাঁর ইলমের সামান্যকিছুও বেষ্টন করতে পারে না, তবে যা তিনি ইচ্ছা করেন।

---

[১২১] তিনি (খুব) জানেন তাদের সামনের এবং তাদের পিছনের সমস্ত অবস্থা।

তাঁর 'কুরসি' ধারণ করে আছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী।[১২২] আর আসমানসমস্ত ও যমীনের হিফাযত তাঁকে ভারাক্রান্ত করে না। তিনিই অতি উচ্চ, অতি মহান।

لَآ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۙ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۖ وَالَّذِينَ
كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

২৫৬. দ্বীনের বিষয়ে কোন বলপ্রয়োগ নেই। কারণ ভ্রষ্টতা থেকে সুপথ (পৃথকরূপে) সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। সুতরাং যারা তাগূতকে[১২৩] প্রত্যাখ্যান করবে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনবে তারা কিন্তু সুদৃঢ়তম হাতল আঁকড়ে ধরবে, যার জন্য কোন বিচ্ছিন্নতা নেই।[১২৪] বস্তুত আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী। ২৫৭. আল্লাহ্ তাদের অভিভাবক যারা ঈমান এনেছে, তিনি বহুমুখী অন্ধকার থেকে একক আলোর দিকে তাদের বের করে আনেন। আর যারা কুফুর করে তাদের অভিভাবক হল তাগূত, তারা তাদের বের করে নিয়ে যায় একক আলো হতে বহুমুখী অন্ধকারের দিকে। ওরাই হল আছহাবে নার, তারা তাতে চিরকাল থাকবে।

(রুকূ. ৩৫)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ ۘ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ۙ قَالَ أَنَا
أُحْيِي وَأُمِيتُ ۖ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ۗ وَ
اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

২৫৮. তুমি কি দেখনি তাকে যে ইবরাহীমের সঙ্গে তাঁর রবের (অস্তিত্ব) সম্পর্কে বিতর্ক করেছে (এই অহঙ্কারে) যে, আল্লাহ্ তাকে রাজত্ব দান করেছেন, যখন ইবরাহীম বললেন, (তিনিই) আমার রব্, যিনি প্রাণ/জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দান করেন। (তখন দম্ভভরে) সে বলল, আমিই জীবন দান করি ও মৃত্যু দান করি। (নির্বোধের জন্য আরো স্থূল যুক্তি দরকার, এ চিন্তা থেকে) ইবরাহীম বললেন, (আমার) আল্লাহ্ তো সূর্যকে 'মাশরিক' হতে উদিত করেন, তুমি তাহলে তা 'মাগরিব' হতে উদিত কর। তখন যে কুফুর করেছে সে নির্বাক হয়ে গেল। বস্তুত আল্লাহ্ যালিম কাউমকে হিদায়াত দান করেন না।[১২৫]

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا ۖ قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۖ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ
عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ۖ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ۖ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ

---

[১২২] আরশ ও কুরসি আলাদা, কুরসি আরশ থেকে অনেক ছোট, তবে দু'টোরই হাকীকত শুধু আল্লাহ্ জানেন।

[১২৩] মানুষকে সত্য হতে বিচ্যুতকারী যে কোন শক্তিকে বলে তাগূত, হোক তা মানুষ, বা শয়তান।

[১২৪] العُرْوَة الوُثْقَى মানে এমন হাতল যা কখনো মূল পাত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না। তো জান্নাত যেন সৌভাগ্যের একমহান পাত্র, আর দ্বীন হল সেই পাত্রের মযবূত হাতল। সুতরাং দ্বীনরূপী ঐ হাতল যে আঁকড়ে থাকবে সেও কখনো সত্য হতে এবং জান্নাত হতে বিচ্ছিন্ন হবে না।

[১২৫] অবিচারী সম্প্রদায়কে সত্য-সরল পথে পরিচালিত করেন না।

طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۚ وَانْظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ ۖ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٥٩﴾

২৫৯. কিংবা (তুমি কি দেখনি) ঐ রকমের কাউকে[১২৬] যে কোন (বিরান) জনপদের উপর দিয়ে যাচ্ছিল, এমন অবস্থায় যে, তা(র প্রতিটি ঘর) ছাদগুলোর উপর উপুড় হয়ে পড়ে ছিল[১২৭]। তিনি বললেন, এই মৃতজনপদকে আল্লাহ্ কীভাবে জীবিত করবেন![১২৮] তখন আল্লাহ্ তাকে একশ বছর মৃত রাখলেন, তারপর তাকে পুনর্জীবিত করলেন। আল্লাহ্ (তাকে) বললেন, কত সময় তুমি (মৃত অবস্থায়) অবস্থান করেছ! সে বলল, একদিন বা একদিনের কিছু অংশ অবস্থান করেছি! তিনি বললেন, বরং তুমি (মৃত অবস্থায়) একশ বছর অবস্থান করেছো। (বিষয়টি যদি বুঝতে চাও) তাহলে তুমি তাকাও তোমার খাবার এবং তোমার পানীয়র দিকে, (তা তো) পচেনি! অন্যদিকে তোমার গাধাটির দিকে তাকাও, (পচেগলে কী দশা হয়েছে! আমি এটা করেছি আপন কুদরত প্রকাশ করার জন্য) আর তোমাকে মানুষের জন্য নিদর্শন বানানোর উদ্দেশ্যে। আর দেখ হাড়কাঠামোর দিকে, কীভাবে সেগুলোকে উত্থিত করি, তারপর (কীভাবে) তাকে গোশতের আবরণ পরিয়ে দিই। তো যখন (সত্য) তার জন্য সুস্পষ্ট হল (তখন) সে বলল, আমি জানি যে, আল্লাহ্ সকল বিষয়ের উপরই পূর্ণ ক্ষমতাবান।

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ۖ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ۚ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦٠﴾

২৬০. আর (স্মরণ কর ঐ সময়ের কথা) যখন ইবরাহীম বললেন, (ইয়া) রাব্বি! আপনি আমাকে দেখান, কীভাবে আপনি মৃতদের জীবিত করবেন! তিনি বললেন, তবে কি তুমি ঈমান আনোনি! তিনি বললেন, অবশ্যই (ঈমান এনেছি)[১২৯] তবে কিনা (দেখতে চেয়েছি) যাতে আমার কলব মুতমাইন হয়।[১৩০] তিনি বললেন, তাহলে চারটি পাখী নাও, অনন্তর সেগুলোকে তোমার দিকে[১৩১] *'আসক্ত'* করে নাও। তারপর (যবেহকরা পাখীগুলোর হাড়গোশত মিশিয়ে চারপাশের) প্রত্যেক পাহাড়ের উপর সেগুলো থেকে কিছু অংশ রেখে দাও।[১৩২] তারপর পাখীগুলোকে ডাক দাও, (দেখবে, পাখীগুলো) তোমার দিকে উড়ে উড়ে চলে আসবে। আর জেনে রেখ যে, আল্লাহ্ মহা-পরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাবান।

---

১২৬ বিকল্প তরজমা, 'কিংবা (তুমি কি শোননি) ঐ ব্যক্তির মত (কারো ঘটনা) যে...

১২৭ ধ্বংসযজ্ঞের রূপ এই যে, আগে ছাদ ধ্বসে পড়েছে, তারপর দেয়ালগুলো ছাদের উপর ...। কী নিখুঁত চিত্রায়ণ!

১২৮ কীভাবে জীবন্ত করবেন আল্লাহ্ এই জনপদকে তার মৃত্যুর পর!

১২৯ তিনি বললেন, কেন নয়! তবে কিনা...

১৩০ যাতে আমার হৃদয় আশ্বস্ত হয়।

১৩১ অনন্তর সেগুলোকে তুমি পোষ মানিয়ে নাও।

১৩২ প্রত্যেক পাহাড়ের উপর সেগুলোর কিছু অংশ...

(রুকূ. ৩৬)

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٦١﴾ اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَآ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَآ اَذًى ۙ لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٢٦٢﴾

২৬১. যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিজেদের মাল খরচ করে তাদের উদাহরণ হল (ঐ) একটি দানার মত, যা সাতটি শীষ অঙ্কুরিত করে, প্রতিটি শীষে থাকে একশটি দানা। আর আল্লাহ্ যার জন্য ইচ্ছা করেন (আজর) বাড়িয়ে দেন (আপন শান অনুযায়ী)। বস্তুত আল্লাহ্ অত্যন্ত প্রাচুর্যের অধিকারী, সর্বজ্ঞ। ২৬২. যারা আপন সম্পদ আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করে, তারপর যা খরচ করেছে তার পিছনে না কোন খোটা দেয়, না কোন কষ্ট; তাদের জন্য রয়েছে তাদের প্রতিদান তাদের রবের নিকট। বস্তুত (সেদিন) না তাদের উপর কোন ভয় থাকবে, আর না তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে।

قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَآ اَذًى ۗ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَلِيْمٌ ﴿٢٦٣﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى ۙ كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا ۗ لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٦٤﴾

২৬৩. সদাচারমূলক বচন ও ক্ষমাশীল আচরণ ঐ ছাদাকা হতে উত্তম যার অনুগামী হয় কোন কষ্টদায়ক আচরণ। বস্তুত (কারো দান-ছাদাকার প্রতি) আল্লাহ্ অত্যন্ত নির্মুখাপেক্ষী, মহাসহনশীল। ২৬৪. আয় আহলে ঈমান! (শোনো), তোমরা নিজেদের ছাদাকা বাতিল কর না খোটা দ্বারা ও কষ্টদায়ক আচরণ দ্বারা, ঐ ব্যক্তির মত যে নিজের মাল খরচ করে মানুষকে দেখানোর জন্য, আর সে আল্লাহ্‌র প্রতি ও শেষদিনের প্রতি ঈমান রাখে না। তো তার উদাহরণ হল এক মসৃণ পাথরের মত, যার উপর কিছু মাটি জমেছে, অনন্তর তার উপর প্রবল বর্ষণ হল, আর ঐ পাথরটিকে (আগের মত) নিরেট পাথররূপে ছেড়ে দিল। এরা যাকিছু উপার্জন করে, তার কিছু অংশের উপরও এরা ক্ষমতাবান হয় না।[১৩৩] আর আল্লাহ্ কাফির কাউমকে হিদায়াত দান করেন না।

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ۚ فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٢٦٥﴾

২৬৫. আর যারা নিজেদের মাল খরচ করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং নিজেদের বিষয়ে দৃঢ়তা আনয়নের উদ্দেশ্যে[১৩৪] তাদের উদাহরণ ঐ বাগানের মত যা (রয়েছে) কোন টিলার উপর, যাতে প্রবল বর্ষণ হয়েছে, ফলে তা দ্বিগুণ ফল দান করেছে; আচ্ছা, তাতে প্রবল বর্ষণ যদি নাও হয়, তো ঝিরঝির বৃষ্টি! বস্তুত তোমরা যাকিছু আমল কর, আল্লাহ্ তা খুব ভালোভাবেই দেখেন।

---

[১৩৩] (ঐ বদনিয়ত ও মন্দ আচরণের কারণে) উপার্জিত মাল দ্বারা তারা বিন্দুমাত্র উপকৃত হতে পারে না।

[১৩৪] ভিন্ন তরজমা, 'এবং এ উদ্দেশ্যে যে, নিজেদের নফসের পক্ষ হতে (ইনফাকের উপর) দৃঢ়তা অর্জন করবে...

اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهٗ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّ اَعْنَابٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ لَهٗ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۙ وَ اَصَابَهُ الْكِبَرُ وَ لَهٗ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ ۪ فَاَصَابَهَآ اِعْصَارٌ فِيْهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿۲۶۶﴾

২৬৬. তোমাদের কেউ কি চায় যে, তার জন্য হোক আঙুর ও খেজুরের কোন বাগান, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় নহর-নালা। (আর) তার জন্য ঐ বাগানে থাকে সর্বপ্রকার ফলফলাদি, আর তাকে বার্ধক্য আক্রান্ত করে এমন অবস্থায় যে, তার রয়েছে কিছু দুর্বল সন্তানসন্ততি। তখন ঐ বাগানকে আঘাত করল এমন ঝড় যাতে রয়েছে আগুন, ফলে বাগান জ্বলেপুড়ে গেল।[১৩৫] ঐ ভাবেই আল্লাহ্ বর্ণনা করেন তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ, যাতে তোমরা চিন্তা কর (বদনিয়ত দ্বারা আখেরাতে আমল বরবাদ হওয়ার বিষয়টি)।

(রুকূ. ৩৭)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَ مِمَّاۤ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۪ وَ لَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَ لَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّاۤ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ؕ وَ اعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿۲۶۷﴾ اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ يَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ ۚ وَ اللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَ فَضْلًا ؕ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿۲۶۸﴾

২৬৭. আয় আহলে ঈমান! (শোন), যাকিছু তোমরা উপার্জন করেছ, আর যাকিছু তোমাদের জন্য ভূমি থেকে আমি উৎপন্ন করেছি, তা থেকে উত্তম কিছু (আল্লাহ্র রাস্তায়) খরচ কর; আর ঐ সবের যাকিছু মন্দ, (আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করার ক্ষেত্রে) তার ইচ্ছাও কর না। (এমন যেন না হয় যে, তা তো) খরচ করলে, অথচ (নিজেদের ক্ষেত্রে) চক্ষু বন্ধ না করে তা গ্রহণে তোমরা প্রস্তুত নও।[১৩৬] আর জেনে রেখ যে, আল্লাহ্ চিরনিমুর্খাপেক্ষী/চিরঅভাবমুক্ত, চিরপ্রশংসাময়। ২৬৮. শয়তান তোমাদের ভয় দেখায় দারিদ্র্যের, আর আদেশ করে তোমাদের অশ্লীল বিষয়ে;[১৩৭] পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তোমাদের ওয়াদা করেন তার পক্ষ হতে মাগফিরাতের এবং অনুগ্রহের। বস্তুত আল্লাহ্ অতি প্রাচুর্যের অধিকারী, সর্বজ্ঞ।

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَ مَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا ؕ وَ مَا يَذَّكَّرُ اِلَّاۤ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿۲۶۹﴾ وَ مَاۤ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهٗ ؕ وَ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ﴿۲۷۰﴾

---

[১৩৫] নিজের জন্য তো এমন অবস্থা কেউ চাইতে পারে না, তাহলে রিয়া ও বদনিয়ত দ্বারা আখেরাতের আমলগুলো কেন বরবাদ করা হয়, অথচ তখন আমলের প্রতি প্রয়োজনীয়তা হবে ভীষণ।
উপরের তরজমা তারকীবানুগ, প্রাঞ্জল তরজমা, 'বাগানে আঘাত হানলো এক অগ্নিঝড়, ফলে বাগান ছারখার হয়ে গেলো।

[১৩৬] এত মন্দ যে, চোখে দেখে তা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। فيه কে প্রত্যক্ষ বিবেচনায় রেখে, 'ঐসম্পর্কে চোখ বন্ধ না করে'।

[১৩৭] يَأْمُرُكُمْ এর তাকরার এড়িয়ে এবং কোরআনী লফয রক্ষা করে ভিন্ন তরজমা, শয়তান তোমাদের ভয় দেখায়, আর আদেশ/হুকুম করে ফাহেশার।

২৬৯. তিনি প্রজ্ঞা দান করেন যাকে ইচ্ছা করেন; আর যাকে প্রজ্ঞা দান করা হয় তাকে তো প্রচুর কল্যাণ দান করা হয়। বস্তুত উপদেশ তো শুধু জ্ঞানবানেরাই গ্রহণ করে। ২৭০. আর যা কিছু তোমরা খরচ কর, বা যাকিছু মান্নতের নযর কর, আল্লাহ্ তা জানেন। বস্তুত যালিমীনের কোন সাহায্যকারী নেই[১৩৮]।

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۚ وَإِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّاٰتِكُمْ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿٢٧١﴾ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰىهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْنَ إِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ إِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٢٧٢﴾

২৭১. ছাদাকা যদি তোমরা প্রকাশ কর (দান করার সময়, আর নিয়ত শুদ্ধ থাকে) তাহলে তা কত না উত্তম! পক্ষান্তরে যদি তা গোপন রেখে দরিদ্রদের দান কর তাহলে তা তোমাদের জন্য অধিক উত্তম।[১৩৯] বস্তুত (ছাদাকার বিনিময়ে) তিনি তোমাদের মন্দ আমল থেকে কিছু মোচন করে দেবেন।[১৪০] আর তোমরা যা কিছু আমল কর, আল্লাহ্ সে বিষয়ে পূর্ণ অবগত। ২৭২. (আয় পেয়ারে নবী!) আপনার উপর আবশ্যক নয় তাদের হিদায়াত করা, বরং আল্লাহ্ হিদায়াত করেন, যাকে ইচ্ছা করেন।[১৪১] আর যা কিছু উত্তম মাল তোমরা খরচ করবে তা তো তোমাদেরই কল্যাণের জন্য (হবে), আর তোমরা তো খরচ কর না, আল্লাহ্র সন্তুষ্টির সন্ধান ছাড়া অন্যকোন উদ্দেশ্যে। বস্তুত উত্তম মাল থেকে যাকিছু তোমরা খরচ করবে তা তোমাদেরই কাছে পূর্ণরূপে ফিরিয়ে দেয়া হবে, এমন অবস্থায় যে, তোমাদের প্রতি (বিন্দুমাত্র) যুলুম করা হবে না।

لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِي الْاَرْضِ ۖ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ۚ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ۚ لَا يَسْـَٔلُوْنَ النَّاسَ إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿٢٧٣﴾

২৭৩. (দান বিশেষভাবে) ঐ দরিদ্রদের জন্য (হওয়া উচিত) যাদের আল্লাহ্র রাস্তায় (এমন) আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে (যে, জীবিকার সন্ধানে) তারা যমীনে *দৌড়ঝাঁপ* করতে পারে না। (হাতপাতা থেকে) সংযমের কারণে বে-খবর মানুষ তাদের সচ্ছল ভাবে। তুমি তাদের (ভিতরের আসল অবস্থা) জানতে পারবে তাদের (চেহারার) 'হাবভাব' থেকে/ছায়াপাত থেকে। মানুষের কাছে তারা 'নাছোড়' হয়ে চায় না। বস্তুত উত্তম মাল থেকে যাকিছু তোমরা খরচ করবে, আল্লাহ্ সে বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞাত।

---

[১৩৮] যালিমীনের কোন সাহায্যকারীদল নেই।

[১৩৯] কারণ তা রিয়ার ঝুঁকি থেকে মুক্ত। পক্ষান্তরে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে ভালো কোন নিয়ত থাকলেও, যেমন অন্যদের দানের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা, তা রিয়ার ঝুঁকি থেকে মুক্ত নয়।

[১৪০] مِنْ অব্যয়কে بَعْض এর সমার্থক ভেবে তরজমা করা হয়েছে। এটি অতিরিক্তরূপে তাকীদী অব্যয় হতে পারে, তখন তরজমা হবে, 'তিনি তোমাদের সমস্ত মন্দ মুছে দেবেন। عَنْكُمْ অব্যয়টি তরজমার আবহে বিদ্যমান রয়েছে; তবে আমার ছেলেরা, যারা সংশোধনী (প্রুফ) দেখেছে, তাদের মতে অব্যয়টি প্রত্যক্ষ তরজমায় আসা উচিত, সে হিসাবে তরজমা, 'তোমাদের যাবতীয় মন্দ তোমাদের অনুকূলে/তোমাদের (আমলনামা) থেকে তিনি মুছে দেবেন।

[১৪১] সত্যের পথ দেখানো আপনার কর্তব্য অবশ্যই, তবে সত্যের পথে আনয়ন করা এবং তাতে উপনীত করা আপনার কর্তব্যভুক্ত কিছুতেই নয়, বরং আল্লাহ্ ...।

(রুকূ. ৩৮)

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝

২৭৪. (আল্লাহ্‌র রাস্তায়) নিজেদের মাল যারা খরচ করে রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে তাদের জন্য রয়েছে তাদের প্রতিদান তাদের রবের নিকট। আর (সেদিন) তাদের উপর কোন ভয় থাকবে না এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে না।

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ۭ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ۭ فَمَنْ جَاۗءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ۭ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ۭ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۗىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

২৭৫. যারা সুদ খায় (কিয়ামতের দিন) তারা সেভাবেই ওঠবে যেমন ওঠে, শয়তান যাকে অপস্পর্শ দ্বারা অপ্রকৃতিস্থ করে দিয়েছে। ঐ সাজা এজন্য যে, তারা বলেছিল, বিক্রি তো সুদেরই মত।[১৪২] অথচ (প্রকৃত বিষয় হল,) আল্লাহ্ বিক্রিকে হালাল করেছেন, আর সুদকে হারাম করেছেন। তো যার কাছে তার রবের পক্ষ হতে উপদেশ এসেছে, অনন্তর (সুদের লেনদেন থেকে) সে বিরত থেকেছে তাহলে পিছনের লেনদেন তার অনুকূলে (ক্ষমাযোগ্য), পক্ষান্তরে তার (ভিতরের) অবস্থা আল্লাহ্‌র এখতিয়ারে অর্পিত। আর যে (আবার সুদের লেনদের দিকে) ফিরে যাবে, ওরাই হবে আছহাবে নার-জাহান্নামী। তাতে তারা চিরকাল থাকবে।

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِي الصَّدَقٰتِ ۭ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰٓوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

২৭৬. আল্লাহ্ তো সুদকে সঙ্কুচিত/বিলুপ্ত করেন, আর দান-ছাদাকা বর্ধিত/সমৃদ্ধ করেন। বস্তুত আল্লাহ্ প্রত্যেক কৃতঘ্ন পাপিষ্ঠকে অপছন্দ করেন। ২৭৭. যারা ঈমান আনে এবং নেক আমলে মগ্ন থাকে, আর ছালাত কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে তাদের রবের নিকট তাদের জন্য অতি অবশ্যই রয়েছে পূর্ণ প্রতিদান। আর (সেদিন) তাদের উপর কোন ভয় থাকবে না এবং তারা দুশ্চিন্তা গ্রস্ত হবে না। ২৭৮. আয় আহলে ঈমান! (শোনো,) তোমরা আল্লাহ্‌কে সমীহ কর, আর সুদের যে অংশ (কারো কাছে পাওনা) রয়ে গিয়েছে, ছেড়ে দাও, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক।

---

[১৪২] সুদের প্রতি আসক্তি প্রকাশের জন্য তারা উপমাই পাল্টে দিয়েছে যে, সুদের বৈধতায় তো কোন প্রশ্নই নেই, তবে বিক্রির বৈধতায় যদি প্রশ্ন থাকে তবে দিল থেকে তা দূর করে দাও, কারণ তা সুদেরই মত বৈধ। নাউযু বিল্লাহ্।

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ ۚ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ أَمْوَالِكُمْ ۚ لَا تَظْلِمُوْنَ وَ لَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٢٧٩﴾ وَ إِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلٰى مَيْسَرَةٍ ۚ وَ أَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٨٠﴾ وَ اتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ إِلَى اللّٰهِ ۫ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٢٨١﴾

২৭৯. তো যদি তোমরা (তা) না কর তাহলে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে। পক্ষান্তরে যদি তোমরা (সুদের লেনদেন থেকে) তাওবা কর তাহলে তোমাদের মূলপুঁজি তোমাদের জন্য নিরাপদ থাকবে; না তোমরা যুলুম করবে, আর না তোমরা মযলূম হবে। ২৮০. আর যদি কোন দেনাদার অনটনগ্রস্ত হয় তাহলে সচ্ছলতা পর্যন্ত অবকাশ দেয়া কর্তব্য। তবে ছাদাকা করে দেয়া তোমাদের জন্য (খুবই) কল্যাণকর, অবশ্য যদি তোমরা উপলব্ধি করার যোগ্যতা রাখো (তাহলে অবশ্যই তা উপলব্ধি করবে)। ২৮১. আর সেই দিনকে তোমরা ভয় কর যাতে তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে আল্লাহ্র দিকে, তারপর প্রত্যেক প্রাণকে পূর্ণরূপে তাই দেয়া হবে যা সে অর্জন করেছে, এমন অবস্থায় যে, তারা যুলুমের সম্মুখীন হবে না।

(রুকূ. ৩৯)

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلٰٓى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ۚ وَ لْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۠ وَ لَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَ لْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَ لْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَ لَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا أَوْ ضَعِيْفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ ۚ وَ اسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّ امْرَأَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدٰىهُمَا الْأُخْرٰى ۚ وَ لَا يَأْبَ الشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوْا ۚ وَ لَا تَسْئَمُوْٓا أَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا أَوْ كَبِيْرًا إِلٰٓى أَجَلِهٖ ۚ ذٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَ أَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَ أَدْنٰٓى أَلَّا تَرْتَابُوْٓا إِلَّآ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوْهَا ۚ وَ أَشْهِدُوْٓا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۪ وَ لَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَّ لَا شَهِيْدٌ ۚ وَ إِنْ تَفْعَلُوْا فَإِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْ ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ۚ وَ يُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ۚ وَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٢٨٢﴾

২৮২. আয় আহলে ঈমান! (শোনো,) যখন তোমরা কোন নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত পরস্পর ঋণের লেনদেন কর তখন তা 'লেখাপড়া' করে নাও। আর কোন লেখক যেন তোমাদের মাঝে ন্যায়ভাবে লিখে দেয়। আর কোন লেখক যেন লিখতে অস্বীকার না করে, যেমন আল্লাহ্ তাকে শিক্ষা দিয়েছেন। তো সে যেন (ঠিকঠাক খুশিমনে) লিখে দেয়। আর যার উপর হক সাব্যস্ত হয়েছে সে যেন (তা) ইমলা করায়।[১৪৩] আর সে যেন তার রব্ আল্লাহ্কে সমীহ করে এবং হক থেকে কিছুমাত্র না কমায়। পক্ষান্তরে যার উপর হক সাব্যস্ত হয়েছে সে যদি কমবুদ্ধির হয়, বা দুর্বল হয়, বা (অন্যকোন কারণে) সে নিজে ইমলা করাতে না পারে তাহলে তার অভিভাবক যেন ন্যায়ভাবে

---

[১৪৩] অর্থাৎ সে মুখে মুখে মুসাবিদা করবে, আর লেখক তা কাগজে তুলে দেবে।

ইমলা করিয়ে দেয়। আর তোমরা নিজেদের মধ্য হতে দু'জন পুরুষকে সাক্ষী বানাও। আর যদি দু'জন পুরুষ না থাকে তাহলে একজন পুরুষ এবং দু'জন মহিলা (নির্বাচিত হবে) ঐ সাক্ষীদের মধ্য হতে যাদের তোমরা পছন্দ কর।[১৪৪] (দু'জন মহিলা নির্বাচন করার কারণ হল) যাতে দু'জনের একজন ভুলে গেলে, তাদের একজন অপরজনকে স্মরণ করাতে পারে।[১৪৫]
আর সাক্ষীরা যেন (হাযির হতে) অস্বীকার না করে, যখন (সাক্ষি দেয়ার জন্য) তাদের ডাকা হয়। আর মেয়াদযুক্ত লেনদেন ছোট হোক বা বড়, তা লিখতে তোমরা বিরক্তিবোধ কর না। সেটাই আল্লাহ্‌র নিকট অধিক ন্যায়সম্মত এবং সাক্ষির (সুষ্ঠুতার) পক্ষে অধিক সহায়ক এবং তোমাদের সন্দিহান না হওয়ার (বিষয়ে) অধিক নিকটবর্তী। হাঁ, যদি তাৎক্ষণিক তিজারাত হয়, যা তোমরা নিজেদের মধ্যে পরিচালনা করছো তাহলে তা না লেখার বিষয়ে তোমাদের উপর কোন গোনাহ নেই। আর যখন তোমরা বেচাকেনা করবে তখন সাক্ষী রেখো। আর যেন হেনেস্থা না করা হয়, (না) কোন লেখককে, আর না কোন সাক্ষীকে। যদি তোমরা (তা) কর তাহলে তোমাদের পক্ষে তা অনাচার হবে। আর তোমরা আল্লাহ্‌কে সমীহ কর, বস্তুত আল্লাহ্ তোমাদের শিক্ষা দেন, আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে পূর্ণ জ্ঞাত।

وَ اِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّ لَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ ؕ فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ
اَمَانَتَهٗ وَ لْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ ؕ وَ لَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ؕ وَ مَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗۤ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ۝

২৮৩. পক্ষান্তরে যদি তোমরা সফরে থাকো, আর কোন কাতিব না পাও তাহলে (আদায়ের নিশ্চয়তার জন্য) রেহেন রাখা হবে, যার উপর কব্‌যা নিশ্চিত করা হবে।[১৪৬] অবশ্য যদি তোমাদের একে অপরকে বিশ্বাস করে তাহলে যার প্রতি বিশ্বাস রাখা হল সে যেন তার আমানত ঠিকঠাক আদায় করে, আর সে যেন তার রব্ আল্লাহ্‌কে সমীহ করে। আর তোমরা সাক্ষি গোপন কর না, আর যে তা গোপন করবে তো তার কলব হবে গোনাহগার। আর তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ্ সে বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞাত।

(রুকূ. ৪০)

لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَ اِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْۤ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ؕ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ
يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ
مَلٰٓئِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ ۫ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۫ وَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا ۫ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۝

২৮৪. আল্লাহ্‌রই জন্য যাকিছু রয়েছে আকাশমণ্ডলে এবং যাকিছু রয়েছে পৃথিবীতে। আর যাকিছু তোমাদের অন্তরে রয়েছে, যদি তোমরা তা প্রকাশ কর বা লুকিয়ে রাখ, সে বিষয়ে আল্লাহ্ তোমাদের হিসাব নেবেন। অনন্তর যাকে ইচ্ছা করবেন মাফ করবেন, আর যাকে ইচ্ছা আযাব দেবেন।

---

[১৪৪] একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা (নির্বাচিত হবে) তোমাদের পছন্দমত সাক্ষীদের মধ্য হতে।
[১৪৫] বিকল্প তরজমা– 'যাতে দু'জনের একজন অন্যজনকে স্মরণ করাতে পারে যদি সে ভুলে যায়।
[১৪৬] তাহলে নিশ্চিত কবযাপূর্ণ রেহেন রাখা হবে।

বস্তুত আল্লাহ্ সর্ববিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। ২৮৫. (আখেরী) রাসূল ঈমান এনেছেন ঐসব বিষয়ে যা তাঁর রবের পক্ষ হতে তাঁর প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং (তাঁর সঙ্গে ঈমান এনেছে) মুমিনগণ(ও)। (তাদের) প্রত্যেকে ঈমান এনেছে আল্লাহ্র প্রতি এবং তাঁর ফিরেশতাদের প্রতি এবং তাঁর কিতাব -গুলোর প্রতি এবং তাঁর (নবী ও) রাসূলানের প্রতি। (আর তারা বলে) আমরা তাঁর রাসূলানের মধ্য হতে কারো প্রতি কোন পার্থক্য পোষণ করি না।[১৪৭] আর তারা বলে, আমরা (রবের বিধান) শুনলাম এবং (সন্তুষ্টচিত্তে) মান্য করলাম। (ইয়া) রাব্বানা! আমরা আপনার মাগফিরাত (ছুয়াল করি), আর আমাদের প্রত্যাবর্তন তো আপনারই দিকে।

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ؕ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ
رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ
عَنَّا ۟ وَاغْفِرْ لَنَا ۟ وَارْحَمْنَا ۟ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۧ

২৮৬. আল্লাহ্ কোন ব্যক্তিকে তার সাধ্যের পরিমাণই শুধু দায়িত্ব অর্পণ করেন। তারই অনুকূলে হবে যাকিছু (নেকি) সে অর্জন করেছে, পক্ষান্তরে তারই প্রতিকূলে হবে যাকিছু (বদি) সে কামাই করেছে। (আর আয় মুমিনীন, তোমরা আল্লাহ্র কাছে এভাবে দু'আ কর, ইয়া) রাব্বানা, আপনি আমাদের পাকড়াও করেন না যদি আমরা (আপনার কোন আদেশ-নিষেধ) ভুলে যাই, বা (পালন করতে গিয়ে) ভুল করি। আর (ইয়া) রাব্বানা, (দয়া করে) আমাদের উপর এমন কোন বোঝা চাপাবেন না যেমন চাপিয়েছেন তাদের উপর যারা (বিগত হয়েছে) আমাদের পূর্বে। আর (ইয়া) রাব্বানা, (এমনকিছু দ্বারা) আমাদের ভারাক্রান্ত করেন না, যা বহনের সাধ্য আমাদের নেই। আর আমাদের মার্জনা করুন এবং আমাদের মাগফিরাত করুন এবং আমাদের রহম করুন। আপনিই (তো) আমাদের অভিভাবক। সুতরাং কাফির কাউমের বিপক্ষে আপনি আমাদের সাহায্য করুন।

سُورَةُ آل عمران–٣؛ مَدنية؛ آياتُها ٢٠٠ ورُكوعاتها ٢٠

৩-সূরা আলে ইমরান. মাদানী. আয়াত ২০০. রুকূ ২০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ ۝١ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۝٢ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ
وَالْاِنْجِيْلَ ۝٣ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ؕ وَاللّٰهُ
عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝٤

[১৪৭] এভাবে যে, কারো প্রতি ঈমান আনা হল, কারো প্রতি ঈমান আনা হল না, বরং প্রত্যেকের বিষয়ে আমাদের ঈমান এই যে, তিনি আল্লাহ্র পক্ষ হতে প্রেরিত সত্য রাসূল।

(শুরু করছি) রাহমান, রাহীম আল্লাহর নামে

১. আলিফ-লাম-মীম ২. আল্লাহ্, তিনি ছাড়া নেই কোন ইলাহ। (তিনিই) চিরঞ্জীব, সারাজাহানের নিয়ন্ত্রণকারী ব্যবস্থাপক ৩. তিনি আপনার উপর সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছেন (পর্যায়ক্রমে), যা তার পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর তাছদীক/সত্যায়ন করে। আর তিনি নাযিল করেছেন তাওরাত ও ইন্জীল। ৪. যা ইতিপূর্বে মানুষের জন্য হিদায়াত ছিল। আর তিনি 'ফোরকান' নাযিল করেছেন[৪৫] যারা আল্লাহ্র আয়াতসমস্ত প্রত্যাখ্যান করেছে অবশ্যই তাদের জন্য রয়েছে কঠিন আযাব। বস্তুত আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, কঠিন প্রতিশোধগ্রহণের অধিকারী।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۝ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

৫. আল্লাহ্, নিঃসন্দেহে কোনকিছু তাঁর কাছে গোপন থাকে না, (না) যমীনে, না আসমানে। ৬. তিনিই সেই সত্তা যিনি মাতৃগর্ভে তোমাদের 'রূপ'/আকৃতি সৃষ্টি করেন যেমন তিনি ইচ্ছা করেন। তিনি ছাড়া নেই কোন ইলাহ্, (তিনিই) মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাবান।

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ۖ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۘ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ ۙ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ۝

৭. (আয় পেয়ারে রাসূল!) তিনিই ঐ মহান সত্তা যিনি আপনার উপর কিতাব নাযিল করেছেন। তা থেকে কিছু হল মুহকাম আয়াত[৪৬]। সেগুলোই হচ্ছে কিতাবের মূল (ও প্রধান) অংশ; পক্ষান্তরে কিছু হল মুতাশাবিহ আয়াত[৪৭]। তো যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে তারা কোরআনের ঐসমস্ত আয়াতের পিছনে পড়ে যায় যাতে প্রচ্ছন্নতা (ও জটিলতা) রয়েছে। (তারা এরূপ করে) ফিতনার তালাশে এবং আয়াতের (কল্পিত) ব্যাখ্যার তালাশে। অথচ এর প্রকৃত ব্যাখ্যা তো আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না। আর ইলমে যারা 'সুসংহত' তারা (তো পরিষ্কার) বলে দেয়, আমরা (তো মর্ম ও ব্যাখ্যা না জেনেও) এর প্রতি ঈমান এনেছি (ঐ মর্ম ও ব্যাখ্যাসহ যা আল্লাহ্র ইলমের মধ্যে রয়েছে)। প্রতিটি (আয়াত) আমাদের রবের পক্ষ হতে (এসেছে)। বস্তুত উপদেশ শুধু তারাই গ্রহণ করে যারা বুদ্ধির অধিকারী।[৪৮]

---

[৪৫] ফোরকান অর্থ যা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করে দেয়। এখানে কোরআন উদ্দেশ্য, অথবা নবী-রাসূলগণের যাবতীয় মুজিযা উদ্দেশ্য, যা আল্লাহ্র কুদরতে সম্পন্ন হতো এবং যাতে সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্য পরিষ্কার হয়ে যেতো।

[৪৬] যার অর্থ ও মর্ম সুস্পষ্ট, যাতে রয়েছে আহকাম ও বিধান, নির্দেশ ও পথনির্দেশ এবং ঘটনা ও উপদেশ।

[৪৭] যার অর্থ ও মর্ম প্রচ্ছন্ন ও জটিল, বরং বুদ্ধি-উর্ধ্ব, তবে সেগুলোর উপর জীবনের কর্মগত ও বিশ্বাসগত কোন বিষয় নির্ভরশীল নয়, সুতরাং ঐবিষয়ে শুধু এই ঈমান রাখা কর্তব্য যে, এর আসল হাকীকত শুধু আল্লাহ্ জানেন।

[৪৮] বস্তুত বুদ্ধির অধিকারীরাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে/বস্তুত বুদ্ধির অধিকারীরা ছাড়া কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না।

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَ هَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ۝ رَبَّنَآ اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ۝

৮. (তারা এভাবে প্রার্থনা করে, ইয়া) রাব্বানা! আমাদের হিদায়াত দান করার পর আমাদের কলবকে আর বক্র করে দিয়েন না, বরং আমাদেরকে আপনার পক্ষ হতে রহমত দান করুন। নিঃসন্দেহে আপনিই পরম দাতা। ৯. (ইয়া) রাব্বানা! অবশ্যই আপনি লোকদের একত্র করবেন এমন একদিন যার (আগমনের) বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহ্ তো কিছুতেই ওয়াদা খেলাফ করেন না।

(রুকূ. ২)

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَ لَآ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ۭ وَ اُولٰۗىِٕكَ هُمْ وَقُوْدُ النَّارِ ۝ كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۭ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ۭ وَ اللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝ قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ وَتُحْشَرُوْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ ۭ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝

১০. বস্তুত যারা কুফুর করেছে, আল্লাহ্র মোকাবেলায় তাদের ধনসম্পদ কিছুতেই তাদের কোন উপকার করবে না, এমনকি তাদের সন্তানেরাও না; আর ওরাই হল জাহান্নামের ইন্ধন। ১১. (তাদের অবস্থা) ফির'আউনের গোষ্ঠী এবং তাদের পূর্ববর্তী লোকদের অবস্থার মত; তারা আমার আয়াতগুলো ঝুটলিয়েছে। তখন আল্লাহ্ তাদের গোনাহের কারণে তাদের পাকড়াও করেছেন। বস্তুত আল্লাহ্ কঠিন সাজার অধিকারী। ১২. (আয় পেয়ারে নবী!) যারা কুফুর করে তাদের আপনি বলুন, অচিরেই তোমরা পরাস্ত হবে, আর তোমাদের জড়ো করে জাহান্নামের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। আর তা বড় মন্দ ঠিকানা।

قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِيْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ۭ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ اُخْرٰى كَافِرَةٌ يَّرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَاْيَ الْعَيْنِ ۭ وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِي الْاَبْصَارِ ۝ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَاۗءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۭ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ۝

১৩. নিশ্চিত, এমন দু'দলের ঘটনায় তোমাদের জন্য ছিল শিক্ষার উপকরণ, যারা মুখোমুখি হয়েছিল। একটি দল তো আল্লাহ্র রাস্তায় লড়াই করছিল, আরেকটা হল কাফির(দল), চোখের দেখায় নিজেদের যারা দেখছিল তাদের দ্বিগুণ[১৫২]। বস্তুত আল্লাহ্ যাদের ইচ্ছা করেন, আপন সাহায্য দ্বারা তাদের শক্তি যোগান। অবশ্যই তাতে রয়েছে শিক্ষার অবশ্য-উপকরণ অন্তর্চক্ষুর অধিকারীদের জন্য। ১৪. মনপছন্দ জিনিসগুলোর প্রতি আসক্তি লোকদের জন্য মনোলোভা করে

---

১৫২ 'তাদের' মানে মুসলিমদের। 'দ্বিগুণ' মানে বহু। তারপরো বিজয় মুসলিমদেরই হয়েছে, কারণ...

দেয়া হয়েছে, অর্থাৎ নারীদল, পুত্রদল, সোনা-চাঁদির বিপুল স্তূপ, (আভিজাত্যের) নিশানযুক্ত অশ্বদল, গবাদিপশুর (বিরাট) পাল ও ক্ষেতখামার। ওগুলো হচ্ছে দুনিয়ার জীবনের ভোগ-উপকরণ। আর আল্লাহ্, তাঁরই কাছে রয়েছে অনন্ত পরিণতির সৌন্দর্য।

قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ ۚ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَ أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّ رِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ ۢ بِالْعِبَادِ ۝ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ إِنَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

১৫. (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি বলুন, আমি কি তোমাদের অবহিত করব, তোমাদের ঐগুলোর চেয়ে উত্তম কিছুর বিষয়ে! (তাহলে শোনো,) যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করবে তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের নিকট এমন বাগবাগিচা, যার তলদেশ দিয়ে নহর-নালা প্রবাহিত হয়, যাতে তারা চিরকাল থাকবে। আর (রয়েছে তাদের জন্য) পবিত্র স্ত্রীগণ এবং আল্লাহ্র পক্ষ হতে সন্তুষ্টি। বস্তুত আল্লাহ্ সমস্ত বান্দাকে উত্তমরূপেই দেখছেন। ১৬. যারা (বিনয় ও সমর্পণের সঙ্গে) বলে, (ইয়া) হামারে রাব্, অবশ্যই আমরা ঈমান এনেছি, সুতরাং আপনি আমাদের অনুকূলে আমাদের গোনাহগুলো মাফ করে দিন, আর আগুনের আযাব থেকে আমাদের রক্ষা করুন।

الصّٰبِرِيْنَ وَ الصّٰدِقِيْنَ وَ الْقٰنِتِيْنَ وَ الْمُنْفِقِيْنَ وَ الْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْأَسْحَارِ ۝ شَهِدَ اللّٰهُ أَنَّهٗ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۙ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ ۚ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

১৭. যারা বড় ছবরকারী, বড় সত্যপন্থী, (স্রষ্টার প্রতি) সমর্পিত, (আল্লাহ্র রাস্তায়) খরচকারী, আর শেষরাতে ইস্তিগফারকারী। ১৮. সাক্ষ্য দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ্ যে, তিনি ছাড়া নেই কোন ইলাহ এবং (তাঁর সঙ্গে একই সাক্ষ্য দিয়েছেন) ফিরেশতাগণ এবং আছহাবে ইলম, তিনি (কুল জাহানের ব্যবস্থাপনা) নিয়ন্ত্রণ করছেন ন্যায়পরতার সঙ্গে। বস্তুত তিনি ছাড়া নেই কোন ইলাহ, মহাপরাক্রম-শালী, মহাপ্রজ্ঞাবান।

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَ مَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَ مَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَإِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝ فَإِنْ حَآجُّوْكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ وَ مَنِ اتَّبَعَنِ ۗ وَ قُلْ لِّلَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ وَ الْأُمِّيّٖنَ ءَأَسْلَمْتُمْ ۚ فَإِنْ أَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ ۗ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ ۢ بِالْعِبَادِ ۝

১৯. (গ্রহণযোগ্য) দ্বীন তো আল্লাহ্র নিকট একমাত্র ইসলাম। তবে যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে তারা (ইসলাম থেকে) ভিন্নপথ গ্রহণ করেছে (অজ্ঞতার কারণে নয়, বরং ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে) তাদের কাছে ইলম আসার পর, নিজেদের মাঝে জেদাজেদির/রেষারেষির কারণে। তো যারা আল্লাহ্র আয়াতসমস্ত প্রত্যাখ্যান করবে, (তাদের জেনে রাখা উচিত) আল্লাহ্ খুব দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী[১৫৩]। ২০. (আয় পেয়ারে নবী!) অনন্তর তারা যদি আপনার সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হয়,

---

[১৫৩] আল্লাহ্ হিসাবে খুব দ্রুত।

তাহলে আপনি বলে দিন, আমি তো নিজের অভিমুখ আল্লাহ্‌র দিকে করে নিয়েছি, আর যারা আমাকে অনুসরণ করেছে তারাও (নিজ নিজ অভিমুখ আল্লাহ্‌র দিকে করে নিয়েছে।) যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে তাদেরকে এবং (আরবের) 'আনপড়' (মুশরিক)-দের জিজ্ঞাসা করুন, তোমরা কি (আল্লাহ্‌তে) আত্মসমর্পণ করেছো? তো যদি তারা আত্মসমর্পণ করে থাকে তাহলে তো হিদায়াতপ্রাপ্ত হল। পক্ষান্তরে যদি তারা (আল্লাহ্‌ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে আপনার উপর অর্পিত দায়িত্ব (হল) শুধু পৌঁছে দেয়া। আর বান্দাদের বিষয়ে আল্লাহ্‌ খুব দেখছেন।

(রুকূ. ৩)

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢١﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٢٢﴾

২১. দেখুন, যারা আল্লাহ্‌র আয়াতগুলো প্রত্যাখ্যান করে এবং নবীদের না-হক কতল করে এবং ঐ লোকদেরও কতল করে যারা (মানুষকে) ন্যায়পরতার আদেশ করে, তো তাদের, আপনি যন্ত্রণাদায়ক আযাবের খোশখবর দিন। ২২. ওরাই তারা যাদের আমলগুলো বরবাদ হয়েছে দুনিয়াতেও এবং আখেরাতেও। বস্তুত তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই/সাহায্যকারীদল নেই।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٢٣﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٤﴾

২৩. তোমরা কি তাদের দিকে তাকাওনি, যাদের কিতাবের অংশবিশেষ দেয়া হয়েছিল, তাদের আহ্বান করা হয় আল্লাহ্‌র কিতাব (কোরআনের) দিকে, যাতে কোরআন তাদের মাঝে সত্যের ফায়ছালা করে দিতে পারে, কিন্তু পরে (দেখা গেল) তাদের মধ্য হতে একটা দল বিলকুল মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। ২৪. ঐটা (তারা করতে পারে) এ কারণে যে, তারা বলে রেখেছে, (জাহান্নামের) আগুন তো আমাদের ছোঁবেই না 'গোনাগুনতি' কয়েকটি দিন ছাড়া।[১৫৪] আসলে, তাদের দ্বীনের বিষয়ে তাদেরকে ধোকায় ফেলে রেখেছে নিজেদের মনগড়া কথাবার্তা।

فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٥﴾ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾

২৫. তো কেমন হবে তাদের অবস্থা যখন তাদের আমি একত্র করব এমন দিনের জন্য যার (আগমনের) বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই! আর (যখন) প্রত্যেক ব্যক্তিকে পূর্ণরূপে তাই দেয়া হবে যা সে অর্জন করেছে, আর তারা যুলুমের শিকার হবে না। ২৬. (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি বলুন,

---

[১৫৪] হায়রে দুর্ভাগার দল, জাহান্নামের আগুন কয়েকদিনের/সমান্য সময়ের জন্যও কি বরদাশ্‌তযোগ্য!

আয় আল্লাহ্! (আয়) মালিকে মুল্‌ক![১৫৫] আপনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকেই ক্ষমতা দান করেন, আর যার থেকে ইচ্ছা করেন ক্ষমতা ছিনিয়ে নেন। আর যাকে ইচ্ছা করেন মর্যাদাবান করেন, আর যাকে ইচ্ছা করেন লাঞ্ছিত করেন। সর্বকল্যাণ তো আপনারই হাতে। অবশ্যই আপনি সর্ববিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

تُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ۖ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۖ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ۗ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿٢٨﴾

২৭. আপনিই তো রাতকে দিনের মধ্যে প্রবিষ্ট করেন, আবার দিনকে রাতের মধ্যে প্রবিষ্ট করেন। আর আপনিই তো বে-জান জিনিস থেকে জানদার জিনিস বের করেন, আবার জানদার জিনিস থেকে বে-জান জিনিস বের করেন, আর যাকে ইচ্ছা করেন বেলা হিসাব রিযিক দান করেন। ২৮. মুমিনীন যেন মুমিনীনকে বাদ দিয়ে কাফিরীনকে বন্ধু না বানায়। আর যে তা করবে, আল্লাহ্‌র সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। তবে যদি তাদের (অনাচার) থেকে বাঁচার জন্য তোমরা কোন কৌশল অবলম্বন করে থাকো (তাহলে ভিন্ন কথা)। আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিজের (আযাবের) বিষয়ে সতর্ক করছেন, আর (তোমাদের) প্রত্যাবর্তন তো আল্লাহ্‌রই অভিমুখে।

قُلْ اِنْ تُخْفُوْا مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ اَوْ تُبْدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ ۗ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٩﴾ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ۚ وَّمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْٓءٍ ۚ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهٗٓ اَمَدًا بَعِيْدًا ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ۗ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿٣٠﴾

২৯. (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি বলুন, যাকিছু তোমাদের বুকের মধ্যে রয়েছে, যদি তোমরা তা লুকিয়ে রাখো, বা প্রকাশ কর (তাতে কিছু আসে যায় না, কারণ) আল্লাহ্ তো তা জানেন। তিনি তো জানেন, যাকিছু আকাশমণ্ডলে আছে, আর যাকিছু পৃথিবীতে আছে। বস্তুত আল্লাহ্ তো সর্ববিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান। ৩০.(স্মরণ কর) ঐ দিনকে যখন প্রত্যেক ব্যক্তি, যাকিছু নেক আমল করেছে তা (নিজের সামনে) উপস্থিত দেখতে পাবে এবং (দেখতে পাবে নিজের সামনে) যাকিছু মন্দ আমল সে করেছে। (তখন) সে আকাঙ্ক্ষা করবে, হায়, যদি বদআমলগুলোর মাঝে এবং তার মাঝে বহু দীর্ঘ দূরত্ব হতো! বস্তুত আল্লাহ্ তো নিজের (আযাব) সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করেন, আর আল্লাহ্ তো বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত মমতাবান।

(রুকূ. ৪)

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٣١﴾ قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٣٢﴾ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰٓى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّاٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى

---

[১৫৫] বাংলাভাষার আবহ রক্ষা করে, ভিন্ন তরজমা, 'সমস্ত রাজত্বের নিরঙ্কুশ অধিকারী হে আল্লাহ্!'

الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٣﴾ ذُرِّيَّةًۢ بَعْضُهَا مِنْۢ بَعْضٍ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٣٤﴾

৩১. (আয় পেয়ারে নবী,) আপনি বলুন, যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে মুহব্বত কর তাহলে আমাকে অনুসরণ কর। (তখন) আল্লাহ্ তোমাদের মুহব্বত করবেন এবং তোমাদের অনুকূলে তোমাদের গোনাহগুলো মাফ করে দেবেন। আর আল্লাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৩২. আপনি বলুন, তোমরা আল্লাহ্ ও রাসূলকে মান্য কর। অনন্তর যদি তারা (এ আহ্বান থেকে) ফিরে যায় তাহলে (তারা যেন জেনে রাখে যে,) কাফিরীনকে আল্লাহ্ বরদাশ্‌ত করেন না। ৩৩. নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ আদমকে, নূহকে, আলে ইবরাহীমকে এবং আলে ইমরানকে কুল জাহানের উপর (শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে) মনোনীত করেছেন। ৩৪. (তাঁরা) এমন বংশধর যে, (পুণ্যকর্মে) তাঁদের একে অপরের অংশভুক্ত। বস্তুত আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত।

اِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرٰنَ رَبِّ اِنِّيْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِيْ بَطْنِيْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّيْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٣٥﴾
فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّيْ وَضَعْتُهَآ اُنْثٰى ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ؕ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى ۚ وَاِنِّيْ سَمَّيْتُهَا
مَرْيَمَ وَاِنِّيْٓ اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ﴿٣٦﴾

৩৫. (স্মরণ কর ঐ সময়কে) যখন ইমরানের স্ত্রী বললেন, (ইয়া) রাব্বি, আমার গর্ভস্থ সন্তান (জাগতিক সমস্ত দায়দায়িত্ব থেকে) মুক্তরূপে আপনার জন্য ওয়াকফ করে দিলাম। সুতরাং আপনি (তাকে) আমার (পক্ষ) হতে কবূল করুন। নিঃসন্দেহে আপনিই তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত। ৩৬. তো যখন তিনি কন্যাসন্তান প্রসব করলেন তখন (আক্ষেপ করে) বললেন, (আয় মেরে) রাব্ব, আমি তো তাকে কন্যা প্রসব করেছি! (তাহলে আমার ওয়াক্‌ফের কী হবে!)। অথচ তিনি যা প্রসব করেছেন সে সম্পর্কে আল্লাহ্ অধিক জানেন। আর (সকল) পুত্রসন্তান তো কন্যাসন্তানের মত নয়। (তো ইমরান -পত্নী বললেন,) আর আমি তার নাম রাখলাম মারয়াম, আর আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে (নিরাপদ রাখার জন্য) তাকে এবং তার বংশধরকে আপনার আশ্রয়ে অর্পণ করলাম।

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ وَّاَنْۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۙ وَّكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ؕ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ ۙ وَجَدَ
عِنْدَهَا رِزْقًا ۚ قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا ؕ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٧﴾

৩৭. তো তার রব্ তাকে কবূল করলেন উত্তমরূপে কবূল করা, আর তিনি তাকে প্রতিপালন করলেন উত্তমরূপে প্রতিপালন। আর তিনি যাকারিয়্যাকে তার অভিভাবক নিযুক্ত করলেন। যখনই যাকারিয়্যা তার কাছে (তার) ইবাদতখানায় প্রবেশ করতেন, তার কাছে দেখতে পেতেন বে-মউসূম (ফলের) রিযিক। (তো একবার) তিনি বললেন, আয় মারয়াম! এটা তোমার কাছে কোত্থেকে আসে! মারয়াম বললেন, এটা তো আল্লাহ্‌র নিকট হতে (আসে)। (আর অবাক হওয়ার কী আছে!) আল্লাহ্ তো যাকে ইচ্ছা করেন, বেলা হিসাব রিযিক দান করেন!

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ ۚ قَالَ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ ﴿٣٨﴾ فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ
قَآئِمٌ يُّصَلِّيْ فِي الْمِحْرَابِ ۙ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًۢا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا وَّنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٣٩﴾

৩৮. তখন (আশান্বিত হয়ে) যাকারিয়্যা তাঁর রব্‌কে ডাকলেন, বললেন, (ইয়া) রাব্বি, আপনি আমাকে আপনার পক্ষ হতে উত্তম বংশধর দান করুন, আপনিই তো দু'আ শ্রবণকারী। ৩৯. তো (একবার) যখন তিনি (নিজের) ইবাদতখানায় দাঁড়িয়ে ছালাত পড়ছিলেন, তখন ফিরেশতাদল তাঁকে ডাক দিয়ে বললেন, আল্লাহ্ আপনাকে ইয়াহয়া (নামের একপুত্রসন্তানের জন্য) সম্পর্কে সুসংবাদ দিচ্ছেন, যিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে (আগত) একটি কালিমার সত্যায়ন করবেন [১৫৬], যিনি বরণীয় হবেন এবং ইন্দ্রিয় চাহিদা থেকে সংযমী হবেন এবং ছালিহীন থেকে গণ্য নবী হবেন।

قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ ۖ قَالَ كَذَٰلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۝ قَالَ رَبِّ
اجْعَل لِّي آيَةً ۚ قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا ۗ وَاذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ۝

৪০. যাকারিয়্যা বললেন, (ইয়া) রাব্বি! কীভাবে হবে আমার কোন পুত্রসন্তান, অথচ আমার তো বার্ধক্য এসে পড়েছে, আর আমার স্ত্রী হলেন বন্ধ্যা! (তাঁকে আশ্বাস দিয়ে) আল্লাহ্ বললেন, ওভাবেই আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন, তা (সম্পন্ন) করেন। ৪১. তিনি নিবেদন করলেন, (ইয়া) রাব্বি! আমার জন্য একটি আলামত নির্ধারণ করুন (যাতে আমি বুঝতে পারি, ঘটনা ঘটতে চলেছে!) আল্লাহ্ বললেন, তোমার আলামত এই যে, তিনদিন তুমি মানুষের সঙ্গে ইশারা ছাড়া কথা বলতে পারবে না। আর (তখন) তুমি বেশী বেশী তোমার রবের যিকির কর, আর পড়ন্ত বেলায় এবং ভোর বেলায় তাসবীহ (বয়ান) কর।

(রুকূ. ৫)

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ۝ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ
وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ۝ ذَٰلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۖ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ
أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ۖ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ۝

৪২. আর (এবার স্মরণ কর ঐ সময়ের কথা) যখন ফিরেশতাদল বললেন, আয় মারয়াম! আল্লাহ্ তো তোমাকে মনোনীত করেছেন এবং তোমাকে পবিত্রতা দান করেছেন, আর তোমাকে কুল জাহানের নারীকুলের উপর (শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে) মনোনীত করেছেন। ৪৩. আয় মারয়াম! তুমি তোমার রবের প্রতি নিবেদিত হও। আর সিজদা কর এবং রুকুকারীদের সঙ্গে রুকু করতে থাক। ৪৪. (আয় পেয়ারে নবী!) সেটা হল গায়বের খবরগুচ্ছ হতে (গণ্য), যা আমি আপনার কাছে অহীরূপে প্রেরণ করি। আর আপনি তো তাদের কাছে ছিলেন না, যখন তারা (এ-মর্মে) কলম নিক্ষেপ করছিল যে, তাদের মধ্য হতে কে মারয়ামের কাফালাত করবে! এমনকি আপনি তো তাদের কাছে (তখনো) ছিলেন না যখন তারা (এ বিষয়ে) পরস্পর বিরোধ করছিল।

---

[১৫৬] এখানে কালিমা অর্থ পারিভাষিক কালিমা নয়, বরং কালিমা অর্থ শব্দ, যার উদ্দেশ্য হযরত ঈসা আ.। তাকে কালিমা/আল্লাহ্‌র কালিমা এজন্য বলা হয় যে, স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার পরিবর্তে তিনি 'কুন' শব্দ দ্বারা পয়দা হয়েছেন। হযরত ইয়াহয়া আ. তাঁর নবুয়তের সত্যায়ন করেছিলেন।

إِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ إِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ۖ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَ
الْاٰخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۝ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَّمِنَ الصّٰلِحِينَ ۝ قَالَتْ رَبِّ اَنّٰى يَكُونُ لِي
وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ ۖ قَالَ كَذٰلِكِ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۖ إِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝

৪৫. (ঐ সময়টিও স্মরণ কর) যখন ফিরেশতাদল বললেন, আয় মারয়াম! নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তোমাকে তাঁর পক্ষ হতে একটি কালিমার (জন্মগ্রহণের) খোশখবর দিচ্ছেন। তাঁর নাম হবে মাসীহ ঈসা ইবনে মারয়াম। দুনিয়া ও আখেরাতে তিনি হবেন অভিজাত এবং (আল্লাহ্র) নৈকট্য-প্রাপ্তদের মধ্য হতে (গণ্য হবেন)। ৪৬. আর মানুষের সঙ্গে তিনি কথা বলবেন দোলনায় থাকা অবস্থায়ও এবং পরিণত বয়সেও, আর ছালিহীনের মধ্য হতে (গণ্য হবেন)। ৪৭. তিনি বললেন, (ইয়া) রাব্বি, কীভাবে হবে আমার সন্তান, অথচ কোন 'মানব' আমাকে স্পর্শ (পর্যন্ত) করেনি! তিনি বললেন, ওভাবেই আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন (তা) সৃষ্টি করেন। যখন তিনি কোন বিষয়ের ফায়ছালা করেন তখন ঐ বিষয়কে উদ্দেশ্য করে শুধু বলেন, হও, আর তা হয়ে যায়।

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْإِنْجِيلَ ۝ وَرَسُولًا إِلٰى بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ ۙ اَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ
رَّبِّكُمْ ۙ اَنِّيٓ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّينِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَاُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَ
الْاَبْرَصَ وَاُحْيِ الْمَوْتٰى بِإِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ ۙ فِي بُيُوتِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ إِنْ
كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝

৪৮. আর আল্লাহ্ তাঁকে কিতাব ও হিকমত এবং তাওরাত ও ইন্জীল শিক্ষা দেবেন। ৪৯. আর বনী ইসরাঈলের কাছে (তাঁকে) রাসূলরূপে প্রেরণ করবেন। (এই মর্মে যে,) আমি তোমাদের কাছে এসেছি তোমাদের রবের পক্ষ হতে কোন আলামতসহ। (আর তা এই যে,) আমি কাদামাটি দ্বারা তোমাদের সামনে পাখীর মত আকৃতি তৈরী করি, অনন্তর তাতে ফুঁক দিই, আর তা আল্লাহ্র হুকুমে পাখী হয়ে যায়। আর আল্লাহ্র হুকুমে আমি জন্মান্ধকে এবং ধবলরোগীকে আরোগ্য দান করি, আর মৃতদের জীবিত করি। আর যাকিছু তোমরা নিজ নিজ ঘরে আহার কর এবং জমা করে রাখো, তা আমি তোমাদের হুবহু বলে দিতে পারি। সত্যি সত্যি তাতে তোমাদের জন্য রয়েছে (যথেষ্ট) নিদর্শন, যদি তোমরা মুমিন হতে চাও।

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَلِاُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۖ
فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُونِ ۝ إِنَّ اللّٰهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ۝

৫০. আর যে কিতাব আমার সামনে আছে, তাওরাত, আমি তার তাছদীক/সত্যায়ন করি। আর (আমি এসেছি) যাতে তোমাদের জন্য হালাল ঘোষণা করি ঐসবের কিছু যা তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছিল। আর (আবার বলছি শোনো,) আমি তোমাদের কাছে এসেছি তোমাদের রবের পক্ষ হতে কোন নিদর্শনসহ। তাই তোমরা আল্লাহ্কে সমীহ কর, আর আমাকে (আল্লাহ্র

রাসূলরূপে) মান্য কর। ৫১. অবশ্যই আল্লাহ্ আমার রব্ এবং তোমাদের রব্, সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদত কর। এটাই হচ্ছে সরল পথ– ছিরাতুল মুস্তাকীম।

فَلَمَّآ اَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ ۚ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ ۚ وَ اشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ۝ رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ اَنْزَلْتَ وَ اتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ۝ وَ مَكَرُوْا وَ مَكَرَ اللّٰهُ ؕ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ۝

৫২. তো 'ঈসা যখন তাদের তরফে কুফুর অনুভব করলেন (তখন) তিনি বললেন, আল্লাহ্র পথে কারা হবে আমার আনছার (ও মদদগার)! হাওয়ারীগণ বললেন, আমরা আল্লাহ্র আনছার, আমরা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনেছি, আর আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা মুসলিম, (আপনার প্রতি) অনুগত। ৫৩. (তাঁরা আরো বললেন, ইয়া) রাব্বানা! আপনি যাকিছু নাযিল করেছেন, আমরা তার প্রতি ঈমান এনেছি এবং রাসূলকে অনুসরণ করেছি, তাই (সত্যের বিষয়ে) সাক্ষ্যদানকারীদের সঙ্গে আমাদের (নাম) লিখে রাখুন। ৫৪. আর কাফিরীন ('ঈসা ইবনে মারয়ামের বিরুদ্ধে) চক্রান্ত করল, আর আল্লাহ্ (তাদের চক্রান্তের) 'প্রতিব্যবস্থা' নিলেন। বস্তুত আল্লাহ্ চক্রান্ত নস্যাৎকারীদের শ্রেষ্ঠ।[১৫৭]

(রুকূ. ৬)

اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسٰٓى اِنِّيْ مُتَوَفِّيْكَ وَ رَافِعُكَ اِلَيَّ وَ مُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ جَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۝

৫৫. (আল্লাহ্র পক্ষ হতে চক্রান্তের পাল্টা ব্যবস্থা তখনই প্রকাশ পেল) যখন আল্লাহ্ বললেন, আয় 'ঈসা! আমি তোমাকে (বাহ্যত) ওয়াফাত দান করব, আর (প্রকৃতপক্ষে) তোমাকে আমার দিকে তুলে নেব[১৫৮], আর যারা কুফুর করেছে তাদের (যন্ত্রণা) থেকে তোমাকে আমি পবিত্র/মুক্ত করে দেব, আর যারা তোমাকে অনুসরণ করেছে তাদের আমি কিয়ামত পর্যন্ত কাফিরদের উপরে রাখব। তারপর আমারই দিকে হবে তোমাদের (সবার) প্রত্যাবর্তন। তখন আমি তোমাদের মাঝে ঐ বিষয়ে ফায়ছালা করব যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করে আসছিলে।

فَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَاُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ۫ وَ مَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ۝ وَ اَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ۝ ذٰلِكَ نَتْلُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ الْاٰيٰتِ وَ الذِّكْرِ

---

[১৫৭] ভিন্ন তরজমা, আর তারা ('ঈসা ইবনে মারয়ামকে হত্যা করার) গোপন তদবীর করল, আর আল্লাহ্ (তাঁকে রক্ষা করার জন্য) গোপন তদবীর করলেন। আর যত গোপন তদবীরকারী, আল্লাহ্ তাদের শ্রেষ্ঠ/ আর আল্লাহ্ সমস্ত গোপন তদবীরকারীদের শ্রেষ্ঠ।

[১৫৮] অর্থাৎ লোকেরা ভাববে, শূলে আপনার মৃত্যু হয়েছে, অথচ...। বিকল্প দু'টি তরজমা– (ক) আপনাকে যথাসময়ে স্বাভাবিক মৃত্যু দান করব, তবে (এখন) আপনাকে আমি আমার দিকে তুলে নেব। (খ) আপনাকে পূর্ণরূপে গ্রহণ করছি, আর (তা এভাবে যে,) আপনাকে আমি আমার দিকে তুলে নিচ্ছি।

الْحَكِيْمِ ۝ اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ ؕ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝

৫৬. তো যারা কুফুর করেছে তাদের আমি কঠিন শাস্তি দেবো দুনিয়াতে এবং আখেরাতে, আর তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী(দল) থাকবে না। ৫৭. তবে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক নেক আমল করেছে তাদেরকে আল্লাহ্ তাদের প্রতিদান পূর্ণরূপে প্রদান করবেন। বস্তুত আল্লাহ্ যালিমীনকে বরদাশত করেন না। ৫৮. (আয় পেয়ারে নবী!) ঐগুলো হচ্ছে আয়াত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ উপদেশ যা আমি আপনাকে (জিবরীলের মাধ্যমে) তিলাওয়াত করে শোনাচ্ছি। ৫৯. আল্লাহ্র কাছে ঈসার উদাহরণ অবশ্যই আদমের উদাহরণের মত, তাঁকে তিনি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তাঁকে বলেছেন, হও, তো তিনি হয়ে গেলেন।

اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ ۝ فَمَنْ حَآجَّكَ فِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَآءَنَا وَاَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ ۟ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ ۝

৬০. সত্য (তাই যা) আপনার রবের পক্ষ হতে (এসেছে)। সুতরাং আপনি যেন সন্দেহ পোষণকারীদের থেকে কিছুতেই না হন। ৬১. (ঈসা সম্পর্কে) আপনার কাছে সঠিক ইলম আসার পরেও তাঁর বিষয়ে যে আপনার সঙ্গে তর্ক করে (তাকে) আপনি বলে দিন, এসো, ডেকে নিই আমরা আমাদের পুত্রদের এবং তোমাদের পুত্রদের এবং আমাদের নারীদের এবং তোমাদের নারীদের এবং আমাদের নিজেদের এবং তোমাদের নিজেদের, তারপর আমরা (সবাই মিলে আল্লাহ্র কাছে) মিনতি করি, অনন্তর মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্র লা'নত সাব্যস্ত করি।

اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِالْمُفْسِدِيْنَ ۝

৬২. নিঃসন্দেহে এটাই হল সত্য ঘটনা, বস্তুত আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, আর আল্লাহ্, তিনিই তো হলেন মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাবান। ৬৩. অনন্তর যদি তারা (সত্য হতে) মুখ ফিরিয়ে নেয় (তাহলে চিন্তা করার কিছু নেই), কারণ আল্লাহ্ তো ফাসাদীদের সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান রাখেন।

(রুকূ. ৭)

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ۝ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تُحَآجُّوْنَ فِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمَآ اُنْزِلَتِ التَّوْرٰىةُ وَالْاِنْجِيْلُ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِهٖ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝

৬৪. (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি বলুন, আয় আহলে কিতাব! এস তোমরা এমন এক বক্তব্যের দিকে, যা আমাদের মাঝে এবং তোমাদের মাঝে সমান (স্বীকৃত), (আর তা) এই যে, আমরা আল্লাহ্ ছাড়া কারো ইবাদত করব না এবং তাঁর সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক করব না এবং আল্লাহ্কে ছেড়ে আমরা একে অপরকে রব্ সাব্যস্ত করব না। অনন্তর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়

তাহলে তোমরা বলে দাও, (আয় আহলে কিতাব!) সাক্ষী থেক যে, আমরা মুসলিম। ৬৫. আয় আহলে কিতাব! কেন তোমরা তর্ক কর ইবরাহীমের বিষয়ে, অথচ তাওরাত ও ইন্‌জীল তো তাঁর (আগে নয়, বরং তাঁর) পরেই নাযিল হয়েছে। তো তোমরা কি এতটুকু বুদ্ধি রাখ না!

هٰٓاَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ حَاجَجْتُمْ فِيْمَا لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَآجُّوْنَ فِيْمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝٦٦ مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝٦٧ اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرٰهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝٦٨

৬৬. এই দেখো, তোমরা এই লোকেরাই তো (ইতিপূর্বে) তর্ক করেছো যে বিষয়ে তোমাদের কিছু না কিছু ইলম ও জ্ঞান ছিল, তো এখন এমন বিষয়েও কেন তর্কে লিপ্ত হও যে বিষয়ে তোমাদের কোন ইলম ও জ্ঞানই নেই! বস্তুত আল্লাহ্ জানেন, অথচ তোমরা জানো না।[১৫৯] ৬৭. ইবরাহীম তো না ইহুদী ছিলেন, না নাছরানী; হাঁ, তিনি তাওহীদবাদী মুসলিম ছিলেন, কখনোই তিনি মুশরিকীন থেকে ছিলেন না। ৬৮. নিঃসন্দেহে লোকসমাজে ইবরাহীমের সঙ্গে সম্পর্কের সবচেয়ে হকদার তারাই যারা (তাওহীদের বিষয়ে) তাঁকে অনুসরণ করেছে এবং এই নবী এবং যারা (তাঁর সঙ্গে) ঈমান এনেছে। বস্তুত আল্লাহ্ তো মুমিনীনের অভিভাবক, বন্ধু।

وَدَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يُضِلُّوْنَكُمْ ؕ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۝٦٩ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ۝٧٠ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَلْبِسُوْنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝٧١

৬৯. (আয় আছহাবে নবী!) আহলে কিতাবের একটা দল বাসনা পোষণ করে যে, যদি তারা (দ্বীন ও ঈমান থেকে) তোমাদের ভ্রষ্ট করতে পারতো! অথচ তারা তো নিজেদেরই শুধু ভ্রষ্ট করছে, বাকি (সেটা) তারা উপলব্ধি করতে পারে না। ৭০. আয় আহলে কিতাব! কেন তোমরা আল্লাহ্‌র (পক্ষ হতে আসা আখেরি নবীর সুসংবাদবিষয়ক) আয়াতগুলো প্রত্যাখ্যান করছো, অথচ তোমরা নিজেরাই সাক্ষী (যে, তা আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে এসেছে!)। ৭১. আয় আহলে কিতাব! কেন তোমরা সত্যকে মিথ্যার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলছো, আর সত্যকে গোপন করছো, অথচ তোমরা জানো (যে, কোনটি সত্য, কোনটা মিথ্যা)!

(রুকূ. ৮)

وَقَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اٰمِنُوْا بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوْٓا اٰخِرَهٗ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝٧٢ وَلَا تُؤْمِنُوْٓا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ ؕ قُلْ اِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ ۙ اَنْ يُّؤْتٰٓى اَحَدٌ مِّثْلَ مَآ اُوْتِيْتُمْ اَوْ يُحَآجُّوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ ؕ قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ ۚ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝٧٣

৭২. আর আহলে কিতাবের একটা দল বলাবলি করে, যাকিছু মুমিনীনের উপর নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি দিনের প্রথমভাগে তোমরা ঈমান আনো, আর দিনের শেষভাবে (তা) প্রত্যাখ্যান কর,

---

[১৫৯] তাই আল্লাহ্ তাঁর নবীর মাধ্যমে যে খবর দিচ্ছেন, হঠকারিতা ছেড়ে তা মেনে নাও, তাতেই তোমাদের কল্যাণ

যাতে (দুর্বল ঈমানের লোকেরা তোমাদের প্রত্যাখ্যানে প্রভাবিত হয়ে) ফিরে যায়। ৭৩. তবে (অন্তর থেকে) তাদেরই মান্য করবে যারা তোমাদের দ্বীন অনুসরণ করে। (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি বলে দিন, (তোমাদের এরূপ ঘৃণ্য কৌশলে কাজ হবে না। কারণ) আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে আগত হিদায়াতই (প্রকৃত) হিদায়াত। (এসব কারসাজি তোমরা তো শুধু এ আক্রোশ থেকেই করছো যে,) একজনকে দেয়া হচ্ছে (নবুয়ত ও কিতাব) যেমন তোমাদের দেয়া হয়েছে, কিংবা (এ আক্রোশ থেকে যে,) তোমাদের রবের নিকট তারা[১৬০] তোমাদের বিপক্ষে যুক্তিতে জয়ী হয়ে যাবে! (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি বলে দিন, সর্ব-অনুগ্রহ তো আল্লাহ্‌রই হাতে, তিনি যাকে ইচ্ছা করেন (তাকে) তা দান করেন। বস্তুত আল্লাহ্ অতি প্রশস্ততার অধিকারী, সর্বজ্ঞ।

يَّخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝ وَمِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُّؤَدِّهٖۤ
اِلَيْكَ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ لَّا يُؤَدِّهٖۤ اِلَيْكَ اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَيْسَ
عَلَيْنَا فِى الْاُمِّيّٖنَ سَبِيْلٌ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝

৭৪. আপন রহমতের জন্য তিনি যাকে ইচ্ছা করেন (তাকেই) খাছ করেন, আর আল্লাহ্ তো মহা অনুগ্রহের অধিকারী। ৭৫. আর আহলে কিতাব থেকে কিছু এমনো আছে, যদি তাকে তুমি একস্তূপ সম্পদের বিষয়েও বিশ্বাস কর, সে তোমার কাছে তা আদায় করে দেবে। আবার তাদের মধ্য হতে এমনো আছে, যদি একটা দীনারের বিষয়েও তাকে বিশ্বাস কর, সে তা তোমার কাছে আদায় করবে না, যতক্ষণ না তুমি তার ঘাড়ের কাছে দাঁড়িয়ে থাকো। তা এ জন্য যে, (নিজেদের বিশ্বাস থেকেই) তারা বলে, এই উম্মী (আরব)দের বিষয়ে আমাদের (ইহুদীদের) উপর (আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে) কোন 'পাকড়'/দায় নেই। আসলে তারা জেনে বুঝে আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা আরোপ করছে।

بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰٓئِكَ
لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۪ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

৭৬. কেন নয়, (নিয়ম তো এই যে,) যে ব্যক্তি নিজের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবে এবং তাক্বওয়া অবলম্বন করবে (সে-ই নাজাত পাবে)। কারণ আল্লাহ্ মুত্তাকীনকে ভালোবাসেন। ৭৭. পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ্‌র (সঙ্গে কৃত) প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের কসমের সওদা করে সামান্য মূল্য উশূল করে, ওরা, আখেরাতে তাদের তো কোন অংশ নেই, আর আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা (পর্যন্ত) বলবেন না এবং তাদের দিকে তাকাবেন (পর্যন্ত) না, আর তাদের পরিশুদ্ধও করবেন না, বরং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيْقًا يَّلْوٗنَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتٰبِ لِتَحْسَبُوْهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتٰبِ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ مِنْ عِنْدِ
اللّٰهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝

---

১৬০ 'তাঁরা' অর্থাৎ নবী ও তাঁর অনুসারী মুমিনীন

৭৮. আর সত্যি তাদের মধ্য হতে এমন দলও রয়েছে (তাওরাত) কিতাব (পড়ার সময়) যারা তাদের জিহ্বা বাঁকায়। (বাঁকিয়ে নিজেদের পছন্দমত ভুল উচ্চারণ দ্বারা ভুল অর্থ সাব্যস্ত করে), যাতে তোমরা তা কিতাবের অংশ মনে কর, অথচ তা কিতাবের অংশ নয়। আর তারা বলে, এ তো আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে, অথচ তা আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে নয়। বস্তুত তারা জেনেবুঝে আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা আরোপ করছে।

مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ لٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتٰبَ وَ بِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ ﴿٧٩﴾ وَ لَا يَاْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰٓئِكَةَ وَ النَّبِيّٖنَ اَرْبَابًا ؕ اَيَاْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿٨٠﴾

৭৯. কোন মানবের জন্য বৈধ নয় যে, আল্লাহ্ তাঁকে কিতাব দেবেন এবং প্রজ্ঞা ও নবুয়ত (দেবেন), তারপর তিনি লোকদের উদ্দেশ্যে বলবেন, আল্লাহ্‌কে ছেড়ে তোমরা আমার বান্দা হয়ে যাও;[১৬১] বরং (তাঁর তো কর্তব্য হবে একথা বলা যে,) তোমরা রাব্বানী হয়ে যাও। কারণ তোমরা যে কিতাবের পাঠ দিচ্ছো এবং যে কিতাব পাঠ করছ তার দাবী তো এটাই। ৮০. আর না তিনি তোমাদের এমন আদেশ দিতে পারেন যে, ফিরেশতাদের এবং নবীদের রব্‌রূপে গ্রহণ কর। বলো দেখি, তোমাদের মুসলিম হওয়ার পর তিনি কি পারেন তোমাদের কুফুরের আদেশ করতে!

(রুকূ. ৯)

وَ اِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّ حِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَ لَتَنْصُرُنَّهٗ ؕ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَ اَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِيْ ؕ قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا ؕ قَالَ فَاشْهَدُوْا وَ اَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٨١﴾ فَمَنْ تَوَلّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٨٢﴾

৮১. আর (আয় পেয়ারে নবী, ঐ সময়ের কথা তাদের স্মরণ করিয়ে দিন) যখন আল্লাহ্ নবীদের (থেকে এই মর্মে) প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন, যদি আমি তোমাদের কোন কিতাব ও প্রজ্ঞা দান করি, তারপর তোমাদের কাছে আসেন কোন রাসূল যিনি তোমাদের সঙ্গে থাকা কিতাবের সত্যায়ন করেন তাহলে অবশ্যই তোমরা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে এবং অবশ্যই তোমরা তাঁকে সাহায্য করবে। (তারপর) তিনি (তাদের) জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি স্বীকার করেছো এবং তোমাদের এ অবস্থার উপর আমার (পক্ষ হতে প্রদত্ত) দায়িত্বভার গ্রহণ করেছো? তারা বললেন, আমরা স্বীকার করলাম। তখন আল্লাহ্ বললেন, আচ্ছা, তোমরা তাহলে (একে অপরের স্বীকারোক্তির) সাক্ষী হয়ে যাও, আর আমি তোমাদের সঙ্গে সাক্ষীদের মধ্যে শামিল হলাম। ৮২. তো এর পর যারা (সত্য থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেবে ওরাই হল পাপাচারী।

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَ لَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ طَوْعًا وَّ كَرْهًا وَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ﴿٨٣﴾ قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ

---

[১৬১] যেমন নাছারা ঈসা ইবনে মারয়ামের যবানিতে বলিয়েছে, অথচ তিনি তা থেকে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত! রাব্বানী অর্থ আল্লাহ্‌র প্রতি একান্ত নিবেদিত।

مَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَ مَا أُنْزِلَ عَلَىٰٓ إِبْرٰهِيمَ وَ إِسْمٰعِيلَ وَ إِسْحٰقَ وَ يَعْقُوبَ وَ الْأَسْبَاطِ وَ مَا أُوتِيَ مُوسٰى وَ عِيسٰى وَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ۖ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿٨٤﴾

৮৩. আচ্ছা, এরা কি আল্লাহর দ্বীন ছাড়া অন্যকিছুর সন্ধান করছে! অথচ উদ্যোয় এবং অনিচ্ছায় আল্লাহ্‌রই প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করছে যাকিছু আছে আকাশমণ্ডলে এবং পৃথিবীতে। আর সবাইকে তো তাঁরই অভিমুখে ফেরানো হবে। ৮৪. আপনি বলে দিন, আমরা তো ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং (ঐ কিতাবের প্রতি) যা নাযিল করা হয়েছে আমাদের উপর এবং যা নাযিল করা হয়েছে ইবরাহীম, ইসমা'ঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও আসবাতের উপর। (এবং ঐ কিতাবের উপর) যা দান করা হয়েছে মূসা, ঈসা ও নবীদেরকে তাঁদের রবের পক্ষ হতে। (আরো বলে দিন), আমরা তাঁদের মধ্য হতে কারো মাঝে পার্থক্য করি না, আর আমরা একমাত্র তাঁরই প্রতি অনুগত।

وَ مَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَ هُوَ فِي الْأٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِينَ ﴿٨٥﴾ كَيْفَ يَهْدِي اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَ شَهِدُوٓا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَّ جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ۗ وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِينَ ﴿٨٦﴾ أُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ وَ الْمَلٰٓئِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿٨٧﴾ خٰلِدِينَ فِيهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَ لَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَ أَصْلَحُوا ۖ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٨٩﴾

৮৫. আর যে ইসলাম ছাড়া অন্যকোন দ্বীন কবূল করতে চাইবে, তার পক্ষ হতে তা কিছুতেই কবূল করা হবে না, বরং আখেরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের থেকে গণ্য[১৬৩]। ৮৬. কীভাবে আল্লাহ্ এমন কাউমকে হিদায়াত দান করবেন যারা ঈমান আনার পর কুফুর অবলম্বন করে, অথচ (ইতিপূর্বে) তারা সাক্ষি দিয়েছে যে, রাসূল সত্য, আর তাদের কাছে (ঐমর্মে) সুস্পষ্ট নিদর্শনাদিও এসে গিয়েছে! বস্তুত আল্লাহ্ যালিমীনকে হিদায়াত দেন না। ৮৭. ওরা, তাদের প্রতিদান এই যে, তাদের উপর রয়েছে আল্লাহ্‌র লা'নাত এবং ফিরেশতাদের এবং সমস্ত মানুষের। ৮৮. তারা তাতে চিরকাল থাকবে। তাদের উপর থেকে আযাব লাঘব করা হবে না, আর না তাদের কোন অবকাশ দেয়া হবে। ৮৯. হাঁ, তবে যারা এর পরে তাওবা করে এবং (নিজেদের) সংশোধন করে নেয় তো অবশ্যই আল্লাহ্ মহাক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ۚ وَ أُولٰٓئِكَ هُمُ الضَّآلُّونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ مَاتُوا وَ هُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِّلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَّ لَوِ افْتَدٰى بِهِ ۗ أُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَّ مَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِينَ ﴿٩١﴾

---

[১৬২] আহলে ঈমান তো স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেনে নেয়, পক্ষান্তরে যারা মানতে চায় না, তারাও অনিবার্য বিধানগুলো তো মেনে নিতে বাধ্য হয়, যেমন জীবন-মৃত্যু, ব্যাধি ও আরোগ্য।

[১৬৩] مِنَ الخاسرين ক্ষতিগ্রস্তদের থেকে গণ্য, এ বাগধারার উদ্দেশ্য হল চরম ও চূড়ান্ত অবস্থা প্রকাশ করা। সে হিসাবে তরজমা হতে পারে, 'আর আখেরাতে সে হবে চরম ক্ষতিগ্রস্ত'।

৯০. পক্ষান্তরে যারা নিজেদের ঈমান আনয়নের পরেও কুফুর করেছে, তারপর কুফুরির ক্ষেত্রে বাড়াবাড়িই করে গিয়েছে তাদের তাওবা কিছুতেই কবূল করা হবে না, আর ওরাই হল পথভ্রষ্ট। ৯১. বস্তুত যারা কুফুর অবলম্বন করেছে, আর কাফির অবস্থায় মারা গিয়েছে তাদের কারো কাছ থেকে পৃথিবীভর্তি সোনাদানাও গ্রহণ করা হবে না, যদিও তারা তা মুক্তিপণরূপে দিতে চায়। ওরা, তাদেরই জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব, আর তাদের জন্য হবে না কোন সাহায্যকারী(দল)।

(রুকূ. ১০)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿٩٢﴾ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا
لِّبَنِيْٓ إِسْرَآءِيْلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَآءِيْلُ عَلٰى نَفْسِهٖ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرٰىةُ ۗ قُلْ فَأْتُوْا بِالتَّوْرٰىةِ فَاتْلُوْهَآ
إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٩٣﴾ فَمَنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٩٤﴾

৯২. * কিছুতেই তোমরা পুণ্য অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ (না) তোমরা যা পছন্দ কর তা থেকে (আল্লাহ্‌র রাস্তায়) খরচ করবে। আর যাকিছু তোমরা খরচ কর, আল্লাহ্ সে বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞাত। ৯৩. তাওরাত নাযিল হওয়ার আগে সর্বপ্রকার খাবার (যা মুসলিমীনের জন্য হালাল তা) বনী ইসরাঈলের জন্য(ও) হালাল ছিল, ঐ জিনিসগুলো ছাড়া যা ইসরাঈল নিজের উপর হারাম করে নিয়েছিল[১৬৪]। (আয় পেয়ারে নবী! ইহুদীদের) আপনি বলুন, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে আনো তাওরাত এবং কর তার তিলাওয়াত। ৯৪. তো ঐ কথা (স্পষ্ট হয়ে যাওয়া)র পরো যারা আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা আরোপ করবে তো ওরাই হবে অবিচারকারী।

قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ ۗ فَاتَّبِعُوْا مِلَّةَ إِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٩٥﴾ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ
بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٦﴾ فِيْهِ ءَايٰتٌ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ إِبْرٰهِيْمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ ءَامِنًا ۗ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ
حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٧﴾

৯৫. (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি বলুন, (ইবরাহীম সম্পর্কে) আল্লাহ্ সত্য বলে দিয়েছেন, সুতরাং তোমরা ইবরাহীমের মিল্লাত অনুসরণ কর, যিনি হানীফ ছিলেন;[১৬৫] মুশরিকীন থেকে ছিলেনই না। ৯৬. নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর যা (আল্লাহ্‌র ইবাদতের উদ্দেশ্যে) মানুষের জন্য তৈয়ার করা হয়েছে অবশ্যই তা ঐ ঘর যা মক্কায় অবস্থিত, যা বরকতপূর্ণ, যা সারা জাহানের জন্য হিদায়াতের মাধ্যম। ৯৭. তাতে রয়েছে উজ্জ্বল নিদর্শনাদি, (তার মধ্যে একটি হল) মাকামে ইবরাহীম। যে তাতে প্রবেশ করে সে নিরাপদ হয়ে যায়। আর যে লোকেরা ঐ ঘর পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য রাখে তাদের উপর আল্লাহ্‌র জন্য (ঐ) ঘরের হজ্ব করা ফরয। আর যে (এ বিধান) অস্বীকার করবে তো (সে যেন শুনে রাখে যে,) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সারা জাহান থেকে বে-মুহতাজ।

---

[১৬৪] অর্থাৎ ইহুদীদের নবী এবং তাদের আদিপুরুষ হযরত ইয়াকূব আ. যার অপর নাম ইসরাঈল, তিনি বিশেষ কারণে উটের গোশত নিজের উপর হারাম সাব্যস্ত করেছিলেন। তাফসীরের কিতাব দ্রঃ।

[১৬৫] হানীফ অর্থ তাওহীদের পূর্ণ অনুসারী, আর শিরক থেকে পূর্ণ বিমুখ।

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۖ وَاللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا تَعْمَلُوْنَ ۝٩٨ قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ تَبْغُوْنَهَا عِوَجًا وَّاَنْتُمْ شُهَدَآءُ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝٩٩

৯৮. (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি বলুন, আয় আহলে কিতাব কেন তোমরা প্রত্যাখ্যান কর আল্লাহ্‌র আয়াতগুলো, অথচ যাকিছু তোমরা কর, আল্লাহ্ সে বিষয়ে সাক্ষী আছেন। ৯৯. আপনি (আরো) বলুন, আয় আহলে কিতাব, কেন তোমরা আল্লাহ্‌র রাস্তা থেকে ফিরিয়ে রাখো তাদের, যারা ঈমান এনেছে, (এটা তোমরা কর) তাতে বক্রতা সৃষ্টির অপচেষ্টায়, অথচ তোমরা (প্রকৃত অবস্থার) সাক্ষী। আর যাকিছু তোমরা করছো, আল্লাহ্ তা থেকে বে-খবর নন।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كٰفِرِيْنَ ۝١٠٠ وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَاَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ اٰيٰتُ اللّٰهِ وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ ۗ وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝١٠١

১০০. আয় আহলে ঈমান! (শোনো), যদি তোমরা আহলে কিতাবের একদলের আনুগত্য কর (তাহলে) তারা তোমাদের ঈমান আনার পর (আবার) কুফুরের দিকে তোমাদের ফিরিয়ে দেবে। ১০১. আর কীভাবে তোমরা কুফুর করতে পারো, অথচ তোমাদের সামনে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয়, আর তোমাদের মাঝে রয়েছেন আল্লাহ্‌র রাসূল। বস্তুত যে আল্লাহ্‌র আশ্রয়কে দৃঢ়তার সঙ্গে আঁকড়ে ধরে, অবশ্যই তাকে সরল পথ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া হয়।

(রুকূ. ১১)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝١٠٢ وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ۠ وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖٓ اِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۝١٠٣

১০২. আয় আহলে ঈমান! (শোনো), আল্লাহ্‌কে তোমরা সমীহ কর যেমন সমীহ করার হক। আর (সাবধান!) তোমরা যেন কিছুতেই মৃত্যুবরণ না কর, তবে এমন অবস্থায় যে, তোমরা মুসলিম।[১৬৬] ১০৩. আর তোমরা সবাই মিলে দৃঢ়তার সঙ্গে আল্লাহ্‌র রজ্জু আঁকড়ে ধর, আর পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর স্মরণ কর তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র নেয়ামতের কথা, যখন তোমরা (পরস্পর) শত্রু ছিলে, তখন তিনি তোমাদের অন্তরের মাঝে জোড় সৃষ্টি করেছেন। ফলে তোমরা আল্লাহ্‌র নেয়ামতের কল্যাণে ভাই ভাই হয়ে গেলে। আর তোমরা অগ্নিগর্তের কিনারে ছিলে, তখন আল্লাহ্ তা থেকে তোমাদের উদ্ধার করেছেন। ওভাবেই আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শন/আয়াতসমূহ বয়ান করেন, যাতে তোমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হও।

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝١٠٤ وَ

---

[১৬৬] তোমরা যেন মুসলিম না হয়ে কিছুতেই মৃত্যুবরণ না কর।

لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ؕ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۙ

১০৪. আর তোমাদের মাঝে একটি দল যেন এমন হয় যারা কল্যাণের পথে ডাকবে, আর সৎকাজের আদেশ করবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে।[১৬৭] আর ওরাই হল সফলকাম। ১০৫. আর তোমরা তাদের মত হয়ো না, যাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি আসার পরও পরস্পর বিভেদ ও বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। আর ওরা, তাদেরই জন্য রয়েছে বিরাট (যন্ত্রণাদায়ক) আযাব।

يَّوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ ۚ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ ۫ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ۝ وَاَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتْ وُجُوْهُهُمْ فَفِيْ رَحْمَةِ اللّٰهِ ؕ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝ تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ؕ وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝ وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۝

১০৬. (স্মরণ কর) ঐ দিন যখন কিছু চেহারা শুভ্র হবে, আর কিছু চেহারা কালো হবে। তো যাদের চেহারা কালো হবে (তাদের উদ্দেশ্যে বলা হবে,) তোমরা কি কুফুর করেছিলে তোমাদের ঈমান আনার পর! এখন তাহলে আযাব আস্বাদন কর তোমাদের কুফুর-নিমগ্নতার প্রতিদানরূপে। ১০৭. আর যাদের চেহারা উজ্জ্বল হবে তারা আল্লাহ্‌র রহমতের মধ্যে (বিরাজ করবে)। তারা তাতে চিরকাল থাকবে। ১০৮. (আয় পেয়ারে নবী,) ঐগুলো হচ্ছে আল্লাহ্‌র আয়াত যা আমি সত্যভাবে আপনাকে তিলাওয়াত করে শোনাই, আর সারা জাহানের লোকদের উপর আল্লাহ্‌ যুলুম করতে চান না। ১০৯. আর আল্লাহ্‌রই জন্য যাকিছু রয়েছে আকাশমণ্ডলে এবং যাকিছু রয়েছে পৃথিবীতে। আর সমস্ত বিষয় তো আল্লারই দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে।

(রুকূ. ১২)

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ؕ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝ لَنْ يَّضُرُّوْكُمْ اِلَّاۤ اَذًى ؕ وَاِنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ يُوَلُّوْكُمُ الْاَدْبَارَ ۫ ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ ۝

১১০. (আয় আছহাবে নবী!) তোমরা হলে সেই সর্বোত্তম উম্মত যাদের উত্থিত করা হয়েছে মানুষের (কল্যাণের) জন্য; তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে, আর মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনবে। বস্তুত আহলে কিতাব যদি (আখেরি নবীর প্রতি) ঈমান আনতো তাহলে তাদের জন্য তা উত্তমই হতো। তাদের মধ্য হতে কিছু তো মুমিন, তবে তাদের অধিকাংশ হল ফাসিক (ও অবাধ্য)। ১১১. সামান্য কিছু কষ্ট দেয়া ছাড়া কিছুতেই তারা তোমাদের (বড় কোন) ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি তারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাহলে তোমাদের শুধু পিঠ দেখাবে। তারপর তাদের সাহায্য করা হবে না।

---

[১৬৭] আর আমর বিল মা'রূফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার করবে।

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَ مَا ثُقِفُوْٓا اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ حَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَ بَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَ يَقْتُلُوْنَ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّ كَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿۱۱۲﴾

১১২. তাদের উপর লাঞ্ছনার ছাপ মেরে দেয়া হয়েছে, যেখানেই তাদের পাওয়া যাক না কেন; তবে যদি আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে কোন অবলম্বন এবং মানুষের পক্ষ হতে কোন অবলম্বন (প্রকাশ পায়, তাহলে হয়ত লাঞ্ছনার সাময়িক লাঘব ঘটে)। তবে (পরিণাম কিন্তু এই যে,) তারা আল্লাহ্‌র ক্রোধ (ছায়ার মত) সঙ্গে নিয়ে বেড়ায়। আর মাসাকানাত (ও অভাববোধ) তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। ঐ সাজা এই কারণে যে, আল্লাহ্‌র আয়াতকে তারা প্রত্যাখ্যান করত, আর নবীদের না-হক কতল করত। তা তাদের (অব্যাহত) অবাধ্যতা এবং নিরন্তর সীমালঙ্ঘনের কারণে।

لَيْسُوْا سَوَآءً ؕ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَآءَ الَّيْلِ وَ هُمْ يَسْجُدُوْنَ ﴿۱۱۳﴾ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ ؕ وَ اُولٰٓئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۱۱۴﴾ وَ مَا يَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُّكْفَرُوْهُ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالْمُتَّقِيْنَ ﴿۱۱۵﴾

১১৩. (তবে সবাই) তারা সমান নয়। আহলে কিতাব থেকে (সত্যের উপর) অবিচল সম্প্রদায়ও রয়েছে, যারা রাতের বিভিন্ন ভাগে আল্লাহ্‌র আয়াত তিলাওয়াত করে, এমন অবস্থায় যে, তারা (আল্লাহর সামনে) সিজদাবনত হয়। ১১৪. তারা আল্লাহ্‌র প্রতি এবং শেষদিনের প্রতি ঈমান আনে, আর সৎ কাজের আদেশ করে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে এবং উত্তম কাজেকর্মে তৎপর হয়। তো ওরাই ছালিহীন থেকে গণ্য। ১১৫. যে পুণ্যকর্মই তারা করে, কিছুতেই তা নিয়ে তাদের বে-কদরি করা হবে না।[১৬৮] বস্তুত মুত্তাকীন সম্পর্কে আল্লাহ্ পূর্ণ জ্ঞাত।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِىَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَ لَآ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ وَ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۱۱۶﴾ مَثَلُ مَا يُنْفِقُوْنَ فِىْ هٰذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيْحٍ فِيْهَا صِرٌّ اَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَاَهْلَكَتْهُ ؕ وَ مَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَ لٰكِنْ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿۱۱۷﴾

১১৬. সত্য এই যে, যারা কুফুরের পথ গ্রহণ করেছে, আল্লাহ্‌র মোকাবেলায় কিছুতেই তাদের কোন কাজে আসবে না, (না) তাদের ধনসম্পদ, না তাদের সন্তানসন্ততি। আর ওরাই হল আছহাবে নার[১৬৯], সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। ১১৭. এই পার্থিব জীবনে যাকিছু তারা খরচ করে তার উদাহরণ হল প্রবল বাতাসের মত, যাতে রয়েছে শৈত্যপ্রবাহ, যা এমন সম্প্রদায়ের শস্যক্ষেত্রকে আক্রান্ত করেছে যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছে (আল্লাহ্‌র নাফরমানির মাধ্যমে), অনন্তর ঐ প্রবল বাতাস শস্যক্ষেত্র বরবাদ করে দিয়েছে। বস্তুত আল্লাহ্ তাদের উপর যুলুম করেননি, বরং তারাই নিজেদের উপর যুলুম করে চলেছে।

---

[১৬৮] তার যথাযোগ্য প্রতিদান দিয়ে অবশ্যই তাদের মর্যাদা রক্ষা করা হবে।

[১৬৯] আছহাবে জাহান্নাম/জাহান্নামী দল।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لَا يَاْلُوْنَكُمْ خَبَالًا ۭ وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ ۚ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاۗءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ۠ وَمَا تُخْفِيْ صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُ ۭ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝

১১৮. আয় আহলে ঈমান! (শোনো), নিজেদের বাইরে থেকে কাউকে তোমরা 'রাযদার'[১৭০] বানিয়ো না। বস্তুত তারা তোমাদের অনিষ্ট সাধনে চেষ্টার কোন ত্রুটি করবে না। তারা তোমাদের কষ্ট ভোগের বাসনা পোষণ করে: বিদ্বেষ তাদের মুখ ফসকেই বের হয়ে পড়েছে, আর যাকিছু তাদের বুক গোপনে পুষে রেখেছে তা আরো গুরুতর। (তাদের বিদ্বেষের) লক্ষণগুলো আমি তোমাদের জন্য খুলে খুলে বয়ান করে দিয়েছি, যদি তোমরা বুদ্ধি কাজে লাগাও (তবেই কাজ হতে পারে)।

هٰٓاَنْتُمْ اُولَاۗءِ تُحِبُّوْنَهُمْ وَلَا يُحِبُّوْنَكُمْ وَتُؤْمِنُوْنَ بِالْكِتٰبِ كُلِّهٖ ۚ وَاِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۖۚ وَاِذَا خَلَوْا عَضُّوْا عَلَيْكُمُ الْاَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ۭ قُلْ مُوْتُوْا بِغَيْظِكُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝ اِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۡ وَاِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَّفْرَحُوْا بِهَا ۭ وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـــًٔا ۭ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ۝

১১৯. দেখ, এই যে তোমরা তাদের ভালোবাস, তারা কিন্তু তোমাদের ভালোবাসে না, বরং তোমরা তো সমস্ত (আসমানি) কিতাবের উপর ঈমান রাখো, অথচ (তারা!) যখন তোমাদের সঙ্গে তারা দেখা করে (তখন) বলে, আমরা ঈমান এনেছি, আর যখন নিরালায় যায় তখন তোমাদের প্রতি আক্রোশের কারণে (নিজেদের) আঙুল কামড়ায়। (আয় পেয়ারে নবী,) আপনি বলে দিন, মরো তোমরা নিজেদের আক্রোশ নিয়ে। আল্লাহ্ তো বুকের (ভিতরে পুষে রাখা) যাবতীয় কথা সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত। ১২০. যদি কোন কল্যাণ তোমাদের স্পর্শ করে, তাদের অসহ্য লাগে, আর যদি কোন মন্দ তোমাদের আক্রান্ত করে, তাতে তারা উল্লসিত হয়। তো যদি তোমরা ছবর কর, আর তাক্বওয়া অবলম্বন কর, তাদের চক্রান্ত তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তারা যাকিছু করে, অবশ্যই আল্লাহ্ (আপন ইলম ও কুদরত দ্বারা) তা বেষ্টন করে আছেন।

(রুকূ. ১৩)

وَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ۭ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝ اِذْ هَمَّتْ طَّاۗىِٕفَتٰنِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا ۙ وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا ۭ وَعَلَي اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝

১২১. (আয় পেয়ারে নবী, অহুদের সেই কঠিন সময় স্মরণ করুন) যখন সকালবেলা আপনি বের হলেন আপন পরিবারপরিজন থেকে, এ অবস্থায় যে, আপনি মুমিনীনকে লড়াইয়ের জন্য বিভিন্ন অবস্থান নির্ধারণ করে দিচ্ছিলেন, আর আল্লাহ্ তো সবই শুনেন, জানেন। ১২২. যখন তোমাদেরই মধ্য হতে দু'টি দল 'হাল ছেড়ে দেয়ার' চিন্তা করছিল; তবে (শেষ পর্যন্ত হাল ছাড়েনি, কারণ) আল্লাহ্ তো তাদের অভিভাবক। তো মুমিনীন আল্লাহ্রই উপর যেন তাওয়াক্কুল করে।

---

[১৭০] রায মানে অতি গোপনীয় বিষয়। যার কাছে তুমি তোমার যাবতীয় গোপন বিষয় বলো সে তোমার রাযদার বা বিতানাহ। পরম মিত্র, অন্তরঙ্গ, কোনটাই বিতানাহ্ এর সার্থক প্রতিশব্দ নয়। রাযদার কিছুটা গ্রহণযোগ্য প্রতিশব্দ।

وَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّ اَنْتُمْ اَذِلَّةٌ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿١٢٣﴾ اِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ اَنْ
يُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلٰثَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُنْزَلِيْنَ ﴿١٢٤﴾ بَلٰٓى ۙ اِنْ تَصْبِرُوْا وَ تَتَّقُوْا وَ يَاْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا
يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ ﴿١٢٥﴾ وَ مَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى لَكُمْ وَ لِتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُكُمْ
بِهٖ ۚ وَ مَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴿١٢٦﴾

১২৩. আর সুনিশ্চিতই আল্লাহ্ তোমাদের সাহায্য করেছেন বদরে, যখন তোমরা হীনবল ছিলে। সুতরাং তোমরা শুধু আল্লাহ্কেই সমীহ কর, যাতে তোমরা শোকরগুযার হতে পারো। ১২৪. (আয় পেয়ারে নবী, বদরের ঐ সময়কে স্মরণ করুন,) যখন মুমিনীনকে আপনি বলছিলেন, তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট হবে না যে, তোমাদের রব্ তোমাদের সাহায্য করবেন তিন হাযার অবতারিত ফিরেশতা দ্বারা[১৭১]। ১২৫. অবশ্যই (যথেষ্ট হবে), বরং যদি তোমরা ছবর কর, আর তাক্বওয়া অবলম্বন কর, আর তারা তাদের ঠিক সময়ক্ষণটিতে তোমাদের উপর আপতিত হয় (তাহলে) পাঁচহাযার ফিরেশতা দ্বারা তোমাদের রব্ তোমাদের সাহায্য করবেন, যারা বিশেষ প্রতীক ধারণ করে থাকবে[১৭২]। ১২৬. আর এ ব্যবস্থা তো আল্লাহ্ করেছেন শুধু তোমাদের জন্য সুসংবাদরূপে এবং যেন তা দ্বারা তোমাদের অন্তর আশ্বস্ত হয়। পক্ষান্তরে বিজয় তো (অন্য কারো কাছ থেকে নয়,) শুধু মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাবান আল্লাহ্র কাছ থেকেই (আসে)।

لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوْا خَآئِبِيْنَ ﴿١٢٧﴾ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ
اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿١٢٨﴾ وَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَ اللّٰهُ
غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢٩﴾

১২৭. (আর বদরে এই আসমানী মদদ আল্লাহ্ করেছেন) যাতে কাফিরদের একটা অংশকে কেটে ফেলেন, কিংবা তাদের নাস্তানাবুদ করে দেন, যাতে ব্যর্থ পর্যুদস্ত হয়ে তারা ফিরে যায়। ১২৮. (আয় পেয়ারে নবী!) আপনার এ ফায়ছালা করার কোন এখতিয়ার নেই যে, আল্লাহ্ তাদের তাওবা কবূল করবেন, না তাদের আযাব দেবেন। (তো আপনার পক্ষ হতে যেন কোন সুপারিশ না আসে), কারণ তারা তো যালিম। ১২৯. আর আল্লাহ্রই জন্য যাকিছু আকাশমণ্ডলে এবং যাকিছু পৃথিবীতে রয়েছে। (সুতরাং) তিনি যাকে ইচ্ছা করবেন মাফ করবেন, আর যাকে ইচ্ছা করবেন আযাব দেবেন। বস্তুত আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, চিরদয়ালু।

(রুকূ. ১৪)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۠ وَّ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾ وَ اتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْٓ اُعِدَّتْ

---

[১৭১] তোমাদের রব্ তোমাদের সাহায্য করবেন তিনহাজার ফিরেশতা নামিয়ে।

[১৭২] তাহলে বিশেষ প্রতীকধারী পাঁচহাযার ফিরেশতা পাঠিয়ে তিনি তোমাদের...।

لِلْكٰفِرِيْنَ ﴿١٣١﴾ وَ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿١٣٢﴾ وَ سَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَ الْاَرْضُ ۙ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿١٣٣﴾

১৩০. আয় আহলে ঈমান! (শোনো), তোমরা চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ খেয়ো না;[১৭৩] আর তোমরা আল্লাহ্‌কে সমীহ কর, যাতে সফলকাম হতে পারো। ১৩১. আর ঐ আগুন থেকে বাঁচার চেষ্টা কর যা কাফিরীনের জন্য তৈয়ার করা হয়েছে। ১৩২. আর তোমরা আল্লাহ্‌কে এবং (আল্লাহ্‌র) রাসূলকে মান্য কর, যাতে তোমরা করুণাপ্রাপ্ত হতে পারো। ১৩৩. আর তোমরা প্রতিযোগিতা-মূলকভাবে ছুটে যাও তোমাদের রবের পক্ষ হতে (ঘোষিত) মাগফিরাতের দিকে এবং ঐ জান্নাতের দিকে যার প্রশস্ততা আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সমান,[১৭৪] যা তৈয়ার করা হয়েছে মুত্তাকীনের জন্য–

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَ الْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَ الْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ؕ وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٣٤﴾ وَ الَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ۫ وَ مَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ ۫ وَ لَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿١٣٥﴾

১৩৪. যারা (আল্লাহ্‌র রাস্তায়) খরচ করে সচ্ছলতার সময় এবং দুর্দশার সময়, আর যারা ক্রোধ দমনকারী এবং মানুষের প্রতি মার্জনাকারী। বস্তুত আল্লাহ্ এরূপ পুণ্যবানদের ভালোবাসেন। ১৩৫. আর যারা যখন কোন অশ্লীল কাজ করে ফেলে[১৭৫], কিংবা নিজেদের উপর কোন যুলুম করে বসে (তখন) তারা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং নিজেদের (সমস্ত) গোনাহের কারণে ইস্‌তিগফার করে, আর আল্লাহ ছাড়া কেই বা গোনাহ মাফ করতে পারে! আর তারা যা করেছে তার উপর তারা 'ডাট' করে থাকে না, কারণ তারা জানে (এর পরিণতি)।[১৭৬]

اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَ نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ﴿١٣٦﴾ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ ۙ فَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١٣٧﴾ هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَ هُدًى وَّ مَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿١٣٨﴾

১৩৬. ওরা, তাদের প্রতিদান হল আপন রবের পক্ষ হতে মাগফিরাত এবং এমন বাগবাগিচা, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় নহর-নালা, যাতে তারা চিরকাল থাকবে। আর আমলকারীদের প্রতিদান কত উত্তম! ১৩৭. তোমাদের আগে বহু ঘটনা-দুর্ঘটনা বিগত হয়েছে, তো তোমরা ভূমিতে বিচরণ কর, আর দেখো, কেমন ছিল, তাদের পরিণতি, (সত্যকে) যারা ঝুটলিয়েছে[১৭৭]। ১৩৮. এ হচ্ছে মানুষের জন্য সুস্পষ্ট বয়ান এবং মুত্তাকীনের জন্য হিদায়াত ও উপদেশ।

---

[১৭৩] এটা তো হল সুদের পাশবিকতম রূপ, বাকি সাধারণ সুদও একই রকম হারাম।

[১৭৪] তাহলে ঐ জান্নাতের দৈর্ঘ্য কেমন হবে!

[১৭৫] যারা যখন কোন 'ফাহেশা' করে ফেলে... (এর কোন প্রতিশব্দ ব্যবহার না করাই ভালো)।

[১৭৬] আর তারা জেনেবুঝে নিজেদের কৃতকর্মের উপর অবিচল থাকে না।

[১৭৭] কেমন ছিল (সত্যকে) তাকযীবকারীদের পরিণতি।

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝ اِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهٗ ؕ وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ۝ وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَمْحَقَ الْكٰفِرِيْنَ ۝

১৩৯. আর (আয় আছহাবে নবী!) তোমরা হীনবল হয়ো না এবং হয়ো না বিষাদগ্রস্ত। যদি তোমরা হও সত্যিকারের মুমিন তাহলে তো তোমরাই হবে জয়ী। ১৪০. কিছু ক্ষত যদি তোমাদের ছুঁয়ে গিয়ে থাকে তাহলে প্রতিপক্ষ গোষ্ঠীকেও তো অনুরূপ ক্ষত ছুঁয়ে গিয়েছে! আর ঐ দিনগুলো তো মানুষের মাঝে আমি পালাবদল করতে থাকি (নিযামে কুদরতের দাবী রক্ষা করার জন্য) এবং যেন (বাস্তব ঘটনা দ্বারাও) আল্লাহ্ জেনে নেন (তাদের) যারা প্রকৃতই ঈমান এনেছে[১৭৮], আর যেন তিনি তোমাদের মধ্য হতে কিছু শহীদ নির্বাচন করেন। বস্তুত যালিমীনকে আল্লাহ্ বরদাশত করেন না। ১৪১. আর (আরো উদ্দেশ্য এই যে,) যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ্ যেন ('ময়লা' থেকে) তাদের পরিশুদ্ধ/নিখাদ করে নেন, আর কাফিরীনকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়েন।

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ ۝ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ ۖ فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ۝

১৪২. নাকি তোমরা ভেবেছো যে, (বিলকুল আসানির সঙ্গে) তোমরা জান্নাতে দাখেল হয়ে যাবে, অথচ তোমাদের মধ্য হতে যারা জিহাদ করেছে, আর যারা ছবর করেছে, আল্লাহ্ এখনো তাদের যাচাই করে দেখেননি।[১৭৯] ১৪৩. আর মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার পূর্বে তোমরা তো (শাহাদাতের) মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করতে, তো এখন তো তোমরা খোলা চোখে মৃত্যু দেখে নিয়েছ।

(রুকূ. ১৫)

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ؕ اَفَاۡئِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ ؕ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْـًٔا ؕ وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ ۝ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا ؕ وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۚ وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِهٖ مِنْهَا ؕ وَسَنَجْزِى الشّٰكِرِيْنَ ۝

১৪৪. আর মুহম্মদ তো রাসূল ছাড়া অন্যকিছু নন! তাঁর পূর্বে বহু রাসূল বিগত হয়েছেন। তো তিনি যদি মারা যান, বা নিহত হন, (তখন) কি তোমরা (জাহিলিয়াতের দিকে) উল্টো পায়ে ফিরে যাবে! আর যে উল্টো পায়ে ফিরে যাবে সে তো আল্লাহ্র কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর

---

[১৭৮] পক্ষান্তরে গায়বের ইলম তো আল্লাহ্র সত্তাগত গুণ ও যাতী ছিফাত, যা বাস্তব ঘটনার মুহতাজ নয়।

[১৭৯] وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ এর স্বাভাবিক অর্থ তো 'অথচ এখনো আল্লাহ্ জানেননি, বলাবাহুল্য যে, না জানার অর্থ হল. বাস্তব ঘটনার মাধ্যমে বিষয়টির প্রকাশ না ঘটা। কিন্তু আল্লাহ্র সঙ্গে না-জানার সম্পৃক্তি সাধারণের জন্য বিব্রতকর, তাই তরজমায় বিষয়টি বিবেচনায় রাখা হয়েছে। তাছাড়া يَعْلَمِ এর তাকরার তরজমায় এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে, কারণ তরজমার গতিধারা তা দাবী করে।

অবশ্যই আল্লাহ্ শোকরগুযারদের উত্তম জাযা দান করবেন। ১৪৫. আর কোন ব্যক্তিরই এখতিয়ারে এটা নেই যে, আল্লাহ্র অনুমোদন ছাড়া সে মৃত্যুবরণ করবে। (মৃত্যুর তো) এক নির্ধারিত সময় লেখা রয়েছে। আর যে দুনিয়ার প্রতিদান চায় তাকে আমি তা থেকে (কিছু) দেবো, পক্ষান্তরে যে আখেরাতের আজর-ছাওয়াব চাইবে আমি তাকে তা থেকে (বিপুল পরিমাণ) দেবো। বস্তুত শাকিরীন ও কৃতজ্ঞদের আমি অবশ্যই (উত্তম) জাযা দান করব।

وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قٰتَلَ ۙ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ ۚ فَمَا وَهَنُوْا لِمَآ اَصَابَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ ۝ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِيْٓ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝

১৪৬. আর কত না নবী, তাঁর সঙ্গে (আল্লাহ্র রাস্তায়) লড়াই করেছেন বহু রিব্বী,[১৮০] কিন্তু তারা না হিম্মতহারা হয়েছেন, না দুর্বল হয়েছেন, না অবনত হয়েছেন ঐ কষ্টের কারণে যার সম্মুখীন তাঁরা হয়েছেন আল্লাহ্র রাস্তায়। বস্তুত আল্লাহ্ ছাবিরীনকে ভালোবাসেন। ১৪৭. আর তাদের শুধু একটাই কথা ছিল যে, তারা বলেছেন, (আয়) হামারে রাব্, আমাদের অনুকূলে আমাদের গোনাহগুলো মাফ করে দিন এবং আমাদের (যাবতীয়) কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে আমাদের অনাচার (মাফ করে দিন), আর আমাদের কদম জমিয়ে দিন, আর কাফির কাউমের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করুন।

فَاٰتٰىهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

১৪৮. অনন্তর আল্লাহ্ তাদের দান করেছেন দুনিয়ার পুরস্কার, আবার আখেরাতেরও উত্তম প্রতিদান। বস্তুত আল্লাহ্ পুণ্যবানদের ভালোবাসেন।

(রুকূ. ১৬)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تُطِيْعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَرُدُّوْكُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ۝ بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ النّٰصِرِيْنَ ۝ سَنُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَآ اَشْرَكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا ۚ وَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ۗ وَبِئْسَ مَثْوَى الظّٰلِمِيْنَ ۝

১৪৯. আয় আহলে ঈমান! (শোনো), যদি তোমরা কাফিরদের (কথা) মান্য কর তাহলে তারা তোমাদের ফিরিয়ে দেবে (কুফুরের দিকে) তোমাদের উল্টো পায়ের উপর, ফলে তোমরা (ভীষণ) ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ফিরে যাবে। ১৫০. (এরা তোমাদের কল্যাণকামী নয়,) বরং আল্লাহ্ই তোমাদের অভিভাবক, বন্ধু; আর তিনিই সর্বোত্তম সাহায্যকারী। ১৫১. যারা কুফুর করেছে অচিরেই তাদের অন্তরে আমি ভীতি ঢেলে দেব, কারণ তারা আল্লাহ্র সঙ্গে শির্ক করেছে এমন কিছুকে যার অনুকূলে আল্লাহ্ কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। বস্তুত তাদের ঠিকানা হবে আগুন, আর (তা) যালিমীনের কত না মন্দ ঠিকানা/গন্তব্যস্থল![১৮১]

---

[১৮০] জীবনের সকল বিষয়ে রবের প্রতি নিবেদিত ব্যক্তি।

[১৮১] বস্তুত আল্লাহ্র পক্ষ হতে ঢেলে দেয়া ভীতির কারণেই অহুদ থেকে মদীনামুখী না হয়ে ওরা মক্কামুখী হয়েছিল, অথচ ওরা জয়ীপক্ষ!

وَ لَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗۤ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ ۚ حَتّٰۤى اِذَا فَشِلْتُمْ وَ تَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ وَ عَصَيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَاۤ اَرٰىكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ ؕ مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَ مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۚ وَ لَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۵۲﴾

১৫২. আর সুনিশ্চিত, আল্লাহ্ তোমাদের সঙ্গে তাঁর (কৃত) ওয়াদা পূর্ণ করেছেন যখন তোমরা তাঁরই হুকুমে দুশমনদের 'মাথাকাটা' করছিলে। এমনকি যখন তোমরা হীনবলতা দেখালে এবং (নববী) আদেশ সম্পর্কে বিরোধ করলে, আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের পছন্দের বিজয় দেখানোর পর তোমরা বিচ্যুত হলে।[১৮২] তোমাদের মধ্য হতে কেউ তো দুনিয়া প্রত্যাশা করছিলে, আবার তোমাদের মধ্য হতে কেউ আখেরাত কামনা করছিলে। তারপর তিনি তোমাদেরকে তাদের থেকে ফিরিয়ে দিয়েছেন, যাতে তোমাদের পরীক্ষা করেন।[১৮৩] তো এখন তিনি তোমাদের মার্জনা করে দিয়েছেন। বস্তুত মুমিনীনের উপর আল্লাহ্ বড় অনুগ্রহের অধিকারী।

اِذْ تُصْعِدُوْنَ وَ لَا تَلْوٗنَ عَلٰۤى اَحَدٍ وَّ الرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ فِىْۤ اُخْرٰىكُمْ فَاَثَابَكُمْ غَمًّۢا بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَ لَا مَاۤ اَصَابَكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۵۳﴾

১৫৩. (আয় আছহাবে নবী, স্মরণ কর ঐ সময়কে) যখন তোমরা ঊর্ধ্বভূমির দিকে ছুটছিলে, আর কারো দিকে ফিরে তাকাতেও যেন পারছিলে না, অথচ রাসূল তোমাদের পিছনে তোমাদের ডাকছিলেন। অনন্তর আল্লাহ্ তোমাদের (পরাজয়ের) বেদনা দিলেন, (নবীকে অমান্যতার) বেদনা দেয়ার বিনিময়ে, যাতে (আগামীতে) তোমরা বিষাদগ্রস্ত না হও, (না প্রিয়) কিছু হারানোর কারণে, আর না (অপ্রিয় কিছু) তোমাদের আক্রান্ত করার কারণে।[১৮৪] আর তোমরা যাকিছু কর, আল্লাহ্ সে বিষয়ে পূর্ণ বা-খবর।

ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُّعَاسًا يَّغْشٰى طَآئِفَةً مِّنْكُمْ ۙ وَ طَآئِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ يَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ؕ يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَىْءٍ ؕ قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهٗ لِلّٰهِ ؕ يُخْفُوْنَ فِىْۤ اَنْفُسِهِمْ مَّا لَا يُبْدُوْنَ لَكَ ؕ يَقُوْلُوْنَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَىْءٌ مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا ؕ قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ فِىْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلٰى مَضَاجِعِهِمْ ۚ وَ لِيَبْتَلِىَ اللّٰهُ مَا فِىْ صُدُوْرِكُمْ وَ لِيُمَحِّصَ مَا فِىْ قُلُوْبِكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿۱۵۴﴾

---

[১৮২] বিকল্প তরজমা– 'আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের পছন্দের মালেগনীমত দেখানোর পর তোমরা বিচ্যুত হলে, অর্থাৎ নবীর আদেশ, উপদেশ বিস্মৃত হলে। (প্রকৃতপক্ষে এটা দুনিয়ামুখিতা ছিল না, ছিল মালে গনীমত একত্র করার আনন্দ উচ্ছ্বাস। কারণ গনীমতের ভাগ তো তাদেরও জন্য সুনিশ্চিত ছিল! কিন্তু মাকামে ছাহাবিয়াতের কারণে এটাই ছিল তিরস্কারযোগ্য 'দুনিয়ামুখিতা' এবং আসমানি তারবিয়াতের বিষয়।

[১৮৩] অর্থাৎ সাময়িক বিপর্যয় এবং বিজয় হাতছাড়া হওয়া নারাযি ও শাস্তির জন্য নয়, ছিল ঈমানের পরীক্ষার জন্য।

[১৮৪] অর্থাৎ আসল উদ্দেশ্য ছিল জীবনের অনুকূল প্রতিকূল এবং যিন্দেগীর ঠাণ্ডা-গরম সব অবস্থার সঙ্গে অভ্যস্ততা গড়ে তোলা

১৫৪. পরে ঐ বেদনার পর তিনি তোমাদের উপর প্রশান্তি (ও) তন্দ্রা নামালেন, যা তোমাদের একটি দলকে আচ্ছন্ন করে রাখল, আর অন্য দলটি, নিজেদের জানের চিন্তা তাদের অস্থির করে রেখেছিল। তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে না-হক ধারণা করছিল, জাহেলিয়াতের ধারণার মত। তারা বলছিল, সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে আমাদের কি কোন অধিকার আছে? আপনি বলে দিন, সমস্ত অধিকার তো একমাত্র আল্লাহ্র। নিজেদের ভিতরে তারা ঐ সব কথা লুকিয়ে রাখে যা আপনার সামনে প্রকাশ করে না। তারা বলে, আমাদের জন্য যদি সিদ্ধান্তের কোন ক্ষমতা থাকতো তাহলে এখানে আমরা (এভাবে) মারা পড়তাম না। আপনি বলুন, তোমরা যদি তোমাদের ঘরেও থাকতে, তাহলেও যাদের উপর কতল লেখা হয়ে গিয়েছিল তারা নিজ নিজ হত্যাস্থলের উদ্দেশ্যে অবশ্যই বের হয়ে আসতো। আর (এগুলো এজন্য হয়েছে যে,) যেন আল্লাহ্ যাকিছু তোমাদের বুকে আছে তা পরীক্ষা করেন, আর তোমাদের কলবে যাকিছু (ময়লা আছে) তা পরিষ্কার করে দেন। বস্তুত আল্লাহ্ বুকের (ভিতরে পুষে রাখা) যাবতীয় কথা সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত।

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ۙ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ۖ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٥٥﴾

১৫৫. দু'টি বাহিনী মুখোমুখি হওয়ার দিন তোমাদের মধ্য হতে যারা পিঠ দেখিয়েছিল, আসলে শয়তান তাদের স্খলিত করেছিল তাদের কিছু কৃতকর্মের কারণে। তবে সুনিশ্চিত, আল্লাহ্ তাদের মার্জনা করেছেন। বস্তুত আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম সহনশীল।

(রুকূ. ১৭)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَّوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا ۖ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٥٦﴾

১৫৬. আয় আহলে ঈমান! (শোনো), তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা (ভিতরে ভিতরে) কুফুর করেছে, আর তাদের (মুমিন) ভাইদের সম্পর্কে,[১৮৫] যখন তারা কোন ভূখণ্ডের সফরে বের হতো, বা জিহাদে যাত্রা করত (আর মৃত্যু বা শাহাদাত ঘটতো, তখন) তারা বলতো, তারা যদি আমাদের কাছে থাকতো তাহলে না মারা যেতো, না নিহত হতো। (ঐ চিন্তা তাদের পেয়ে বসতো) যাতে আল্লাহ্ সেটাকে তাদের অন্তরে আফসোসের কারণ বানিয়ে দেন, (অন্যথায় আসল ঘটনা তো এই যে,) একমাত্র আল্লাহ্ই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দান করেন। বস্তুত তোমরা যাকিছু কর, আল্লাহ্ তা খুব ভালো করেই দেখেন।

وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿١٥٧﴾ وَلَئِن مُّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴿١٥٨﴾ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

---

[১৮৫] মুখের কালিমা এবং মৌখিক ঈমানের কারণে 'ভাই' পরিচয়টা তো বিদ্যমান ছিল।

১৫৭. তাছাড়া (আসল কথা হল,) যদি তোমরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিহত হও, বা (স্বাভাবিকভাবে) মারা যাও, তাহলেও আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে মাগফিরাত এবং রহমত (যা তোমরা পাবে তা) অবশ্যই বহু উত্তম ঐসব জিনিস থেকে যা তারা সঞ্চয় করছে। ১৫৮. আর যদি তোমরা মারা যাও, বা নিহত হও, (সর্বাবস্থায়) আল্লাহ্‌রই কাছেই তো তোমাদের নিয়ে জড়ো করা হবে! ১৫৯. তো (এতসব ঘটনার পরো আয় পেয়ারে নবী,) আল্লাহ্‌র রহমতের কারণেই আপনি তাদের প্রতি কোমল আচরণ করেছেন। পক্ষান্তরে যদি আপনি রূঢ়স্বভাব (ও) কঠোরহৃদয় হতেন (তাহলে) অবশ্যই তারা আপনার চারপাশ থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে যেতো। তো আপনি তাদের মার্জনা করুন, আর তাদের জন্য ইস্‌তিগফার করুন, আর (গুরুত্বপূর্ণ) বিষয়ে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করুন। অনন্তর যখন (কোন বিষয়ে) আপনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন তখন আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল (ও ভরসা) করুন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ তাওয়াক্কুলকারীদের মুহব্বত করেন।

اِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۚ وَ اِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِيْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ؕ وَ عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
الْمُؤْمِنُوْنَ ۝ وَ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّ ؕ وَ مَنْ يَّغْلُلْ يَاْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ
وَ هُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝

১৬০. (আয় আছহাবে নবী! এবং আয় মুমিনীন!) যদি আল্লাহ্‌ তোমাদের সাহায্য করেন তাহলে কেউ তোমাদের পরাস্ত করতে পারে না,[১৮৬] আর যদি তিনি তোমাদের ত্যাগ করেন (ও নিঃসঙ্গ ছেড়ে দেন) তাহলে তাঁর পরে কে আছে এমন যে তোমাদের সাহায্য করতে পারে! তো আল্লাহ্‌রই উপর যেন মুমিনগণ তাওয়াক্কুল করে। ১৬১. আর কোন নবীর পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব নয় যে, তিনি 'গুলূল' করবেন।[১৮৭] আর যে কেউ গুলূল করবে, কেয়ামতের দিন মালে গুলূল নিয়েই সে (আল্লাহ্‌র সামনে) আসবে। তারপর প্রত্যেক ব্যক্তিকে পুরোপুরি তাই দেয়া হবে যা সে অর্জন করেছে, আর তাদের উপর কোন যুলুম করা হবে না।

اَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللّٰهِ كَمَنْۢ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ مَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ ؕ وَ بِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝ هُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَ
اللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ۝ لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ
يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ ۚ وَ اِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

১৬২. আচ্ছা, যে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির প্রয়াসে থাকে সে কি তার মত হতে পারে যে আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির সঙ্গে (জীবনের অঙ্গনে) বিচরণ করে। বস্তুত তার ঠিকানা তো হল জাহান্নাম, আর (তা) কত না মন্দ গন্তব্যস্থল! ১৬৩. আল্লাহ্‌র নিকট তাদের (অবস্থার) বিভিন্ন স্তর রয়েছে। বস্তুত তারা যাকিছু করে, আল্লাহ্‌ তা খুব দেখেন। ১৬৪. সুনিশ্চিতই আল্লাহ্‌ মুমিনীনের উপর বড় কৃপা করেছেন যে, তিনি তাদের মাঝে তাদেরই মধ্য হতে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের সামনে আল্লাহ্‌র আয়াতগুলো তিলাওয়াত করেন, আর তাদের (অন্তরকে) পরিশুদ্ধ করেন, আর তাদের কিতাব ও

---

[১৮৬] তাহলে তোমাদের উপর জয়ী কোন শক্তি হতে পারে না।

[১৮৭] গুলূল অর্থ জিহাদের সময় মালে গনীমতের মধ্যে খেয়ানত করা। আসল উদ্দেশ্য হল মুমিনীনকে সতর্ক করা...

হিকমত শিক্ষা দেন, যদিও (এর) পূর্ব হতে তারা স্পষ্ট ভ্রান্তিতে (লিপ্ত) ছিল।

اَوَ لَمَّآ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَدْ اَصَبْتُمْ مِّثْلَيْهَا ۙ قُلْتُمْ اَنّٰى هٰذَا ؕ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝ وَمَآ اَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَ لِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

১৬৫. আচ্ছা, এটা কি সঙ্গত যে, যখন তোমরা এমন বিপদে আক্রান্ত হও, যার দ্বিগুণ (শত্রুকে) তোমরা পৌঁছিয়েছ, তখন (অধৈর্যের সঙ্গে) বলতে শুরু কর যে, এ (আপদ) আবার কোত্থেকে এল! (তো) আপনি বলে দিন, তা তোমাদের নিজেদের পক্ষ হতে (নিজেদের কর্মদোষে এসেছে)। বস্তুত আল্লাহ্ সর্ববিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। ১৬৬. আর (অহুদে) দুই বাহিনী মুখোমুখি হওয়ার দিন যাকিছু (বিপদ ও পরাজয়) তোমাদের উপর এসেছে তা আল্লাহ্র অনুমোদনক্রমেই (বিভিন্ন কল্যাণ-উদ্দেশ্যে এসেছে), আর (তার মধ্যে একটি কল্যাণ এই যে,) যাতে (এর মাধ্যমে) তিনি মুমিনীনকে (পরখ করে) জেনে নেন—[১৮৮]

وَ لِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا ۚ وَ قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوِ ادْفَعُوْا ؕ قَالُوْا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّا اتَّبَعْنٰكُمْ ؕ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْاِيْمَانِ ۚ يَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِهِمْ مَّا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُوْنَ ۝ اَلَّذِيْنَ قَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ وَ قَعَدُوْا لَوْ اَطَاعُوْنَا مَا قُتِلُوْا ؕ قُلْ فَادْرَءُوْا عَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

১৬৭. এবং তাদেরও (পরখ করে) জেনে নেন যারা নিফাক করেছে। আর (সেদিন) তাদের বলা হয়েছিল, এস, আল্লাহ্র রাস্তায় লড়াই কর, বা (অন্তত হামলা) ঠেকাও! তারা বলল, যদি জানতাম যে, (এটা) লড়াই তাহলে অবশ্যই আমরা তোমাদের অনুগমন করতাম, (কিন্তু এ তো পরিষ্কার আত্মহনন!) আসলে সেদিন তারা ঈমানের চেয়ে কুফুরের বেশী কাছে ছিল।[১৮৯] মুখে তারা এমন কথা বলছিল যা তাদের অন্তরে ছিল না। আর যাকিছু তারা (অন্তরে) গোপন করছিল সে সম্পর্কে আল্লাহ্ খুব জানেন। ১৬৮. (এরা তো তারা) যারা আপন (শহীদ) ভাইদের[১৯০] সম্পর্কে (ঘরে) বসে বসে বলছিল, তারা যদি আমাদের মান্য করত তাহলে হত না (এমন বেঘোরে) নিহত। আপনি বলে দিন, আচ্ছা, তাহলে নিজেদের থেকে মৃত্যুকে রোধ কর দেখি, যদি (এসব কথায়) তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।

وَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ۝ فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۙ وَ يَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ ۙ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝ يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ فَضْلٍ ۙ وَّ اَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

---

[১৮৮] নিজস্ব সত্তাগত ইলম দ্বারা তো আল্লাহ্ সবকিছু জানেন, যা সময়-উর্ধ্ব এবং ঘটনা-উর্ধ্ব, যা বান্দার সামনে প্রকাশিত নয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ্র ইলম যখন সময় ও ঘটনার সঙ্গে যুক্ত হয় তখন তা বান্দার জানার সিমানায়ও এসে যায়...। তো সেই রকম জানা আল্লাহ্ জানতে চান।

[১৮৯] مِنْهُمْ এটিকে প্রত্যক্ষরূপে তরজমাভুক্ত করা জটিলতার কারণ, তাছাড়া তেমন প্রয়োজন নেই। তখন তরজমা হতে পারে, 'তারা সেদিন ঈমানের প্রতি তাদের নিকটবর্তিতার চেয়ে কুফুরের অধিক নিকটবর্তী ছিল।'

[১৯০] মুনাফিকদের মুখে তো ঈমানের দাবী ছিল, তাই বাহ্যত তারা মুমিনদের 'ভাই' পরিচয়ের সুবিধাভোগী ছিল।

১৬৯. আর (আয় পেয়ারে নবী!) যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিহত হয় তাদের আপনি মোটেও মৃত ভাববেন না; (তারা তো) বরং তাদের রবের নিকট জীবিত (এবং) তাদের তো রিযিক দেয়া হয়! ১৭০. আপন অনুগ্রহগুণে আল্লাহ্ তাদের যাকিছু দান করেছেন তারা তাতেই খুশিতে আত্মহারা! তারা তো ঐ লোকদের বিষয়েও আনন্দে বিভোর যারা তাদের পিছনে রয়েছে, এখনো তাদের সঙ্গে (শাহাদাতের সৌভাগ্যে) যুক্ত হয়নি, (এ আনন্দে বিভোর) যে, (যখন তারা শাহাদাতের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে যুক্ত হবে তখন) তাদের উপর কোন ভয় ভর করবে না, আর না তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে। ১৭১. তারা তো আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে (প্রাপ্ত) নেয়ামত ও অনুগ্রহের কারণে আনন্দে বিভোর! আর (অধিক আনন্দ এ জন্য) যে, আল্লাহ্ মুমিনদের আজর নষ্ট করেন না।

(রুকূ. ১৮)

اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْۢ بَعْدِ مَآ اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۛ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۚ اَلَّذِيْنَ
قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا ۖ وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ۝
فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْٓءٌ ۙ وَّاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ ۝

১৭২. যারা যখমী হওয়ার পরও আল্লাহ্ ও (তাঁর) রাসূলের ডাকে (স্বতঃস্ফূর্ত) সাড়া দিয়েছে, তাদের মধ্য হতে যারা পুণ্যকর্ম করেছে এবং তাক্বওয়া অবলম্বন করেছে তাদের জন্য বিরাট প্রতিদান রয়েছে। ১৭৩. লোকেরা যাদের বলেছিল, (মক্কার) লোকলস্কর তোমাদের (শায়েস্তা করার) জন্য (আবার নিজেদের) জড়ো করছে, সুতরাং তাদের ভয় কর, তো (এসব কথা) তাদের ঈমান আরো বাড়িয়ে দিয়েছে, আর তারা (দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে) বলে উঠেছে, আমাদের জন্য তো আল্লাহ্ যথেষ্ট, আর তিনি কত না উত্তম ব্যবস্থাপক! ১৭৪. ফল এই যে, (ঐ জিহাদী যাত্রা থেকে) তারা ফিরে এল আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে নেয়ামত ও অনুগ্রহ সঙ্গে করে, এ অবস্থায় যে, কোন মন্দই তাদের ছুঁতেও পারেনি। আর (শুরু থেকে শেষ) তারা তো আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিরই প্রয়াস করেছে। বস্তুত আল্লাহ বিরাট অনুগ্রহের অধিকারী।

اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَآءَهٗ ۠ فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ
يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ ۚ اِنَّهُمْ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ۗ يُرِيْدُ اللّٰهُ اَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِى الْاٰخِرَةِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ
عَظِيْمٌ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

১৭৫. তোমাদের ঐটা আর কিছু না, শয়তান; আপন অনুচরদের যে ভয় দেখিয়ে থাকে। তো তোমরা তাদের ভয় কর না, বরং আমাকে ভয় কর, যদি তোমরা সত্যিকারের মুমিন হয়ে থাকো। ১৭৬. আর (আয় পেয়ারে নবী!) কুফুরে যারা একে অন্যের আগে ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা যেন আপনার (ব্যথা ও) দুশ্চিন্তার কারণ না হতে পারে। তারা তো কিছুতেই আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আসলে আল্লাহ্ চান যে, আখেরাতে তাদের জন্য কোন ভাগ রাখবেন না।[১৯১]

[১৯১] আসলে আল্লাহ্ চান, আখেরাতের সমস্ত নাযনেয়ামত থেকে তাদের তিনি চিরবঞ্চিত রাখবেন।

আর তাদের জন্য রয়েছে বিরাট আযাব। ১৭৭. ঈমানের বিনিময়ে যারা কুফুর খরিদ করেছে তারা কিন্তু আল্লাহ্‌র কোনই ক্ষতি করতে পারবে না, আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

وَ لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّاَنْفُسِهِمْ ۭ اِنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْٓا اِثْمًا ۚ وَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰي مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۭ وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَي الْغَيْبِ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِيْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَاۗءُ ۠ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهٖ ۚ وَ اِنْ تُؤْمِنُوْا وَ تَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝

১৭৮. আর যারা কুফুর করেছে তারা যেন কিছুতেই না ভাবে যে, আমি তাদের যে ঢিল দিচ্ছি তা তাদের জন্য ভালো কিছু। আমি তো তাদের ঢিল দিচ্ছি, যাতে পাপের পথে তারা আরো আগে বাড়ে[১৯২]। আর (শেষে) তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর আযাব। ১৭৯. আল্লাহ্‌ মুমিনীনকে ঐ অবস্থার উপর কিছুতেই ছেড়ে রাখতে পারেন না যে অবস্থার উপর (আয় মুমিনীন এখন) তোমরা আছো, (হাঁ,) যতক্ষণ (না) তিনি নিকৃষ্ট (বান্দাকে) উৎকৃষ্ট (বান্দা) থেকে পৃথক করে নেন (পরীক্ষার মাধ্যমে)। আর (অন্যদিকে) আল্লাহ্‌ এমনো করতে পারেন না যে, গায়বের বিষয়ে তিনি তোমাদের (সরাসরি) অবহিত করবেন, তবে (গায়বের বিষয় জানানোর জন্য) আল্লাহ্‌ আপন রাসূলদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা করেন মনোনীত করেন। সুতরাং (গায়বের বিষয়ে অবগতি ছাড়াই) তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি এবং তাঁর রাসূলানের প্রতি ঈমান আনো। আর যদি তোমরা ঈমান আনো এবং তাক্বওয়া অবলম্বন কর তাহলে তোমাদের জন্য রয়েছে বিরাট আজর।

وَ لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ۭ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۭ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ وَ لِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝

১৮০. আর যারা ঐ সম্পদে কৃপণতা করে যা আপন অনুগ্রহে আল্লাহ্‌ তাদের দান করেছেন, তারা যেন কিছুতেই না ভাবে যে, তা তাদের জন্য ভালো কিছু, বরং তা তাদের জন্য নিকৃষ্ট কিছু। (কারণ) কেয়ামতের দিন অবশ্যই তাদের 'বখিলি মাল' তাদের গলায় বেড়িরূপে পরানো হবে। আর সমস্ত আসমান ও যমীনের উত্তরাধিকার একমাত্র আল্লাহ্‌র। আর যাকিছু আমল তোমরা কর, আল্লাহ্‌ সে সম্পর্কে বা-খবর রয়েছেন।

(রুকূ. ১৯)

لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَاۗءُ ۘ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا وَقَتْلَهُمُ الْاَنْۢبِيَاۗءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّ نَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ۝ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَ اَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ۝

১৮১. সুনিশ্চিত, আল্লাহ্‌ শুনেছেন তাদের কথা, (যাকাতের বিধানপ্রসঙ্গে নিছক উপহাসরূপে) যারা

---

[১৯২] ভিন্ন তরজমা– যাতে পাপের দিক থেকে তারা আরো বাড়বাড়ন্ত হয়/যাতে তাদের পাপ আরো বাড়তে থাকে/ যাতে তাদের পাপের বোঝা আরো ভারী হয়।

বলে (তাহলে তো) আসলেই আল্লাহ্ গরীব, আর আমরা ধনী! তারা যা বলেছে তা অবশ্যই আমি (তাদের আমলনামায়) লিখে রাখব, আর (লিখে রাখব) অন্যায়ভাবে তাদের, নবীদের হত্যা করার অপরাধও। আর (কেয়ামতের দিন তাদের) বলব, দাউ দাউ আগুনের আযাব চেখে দেখ! ১৮২. আর তা ঐ অপরাধের ফল যা নিজেদের হাতে তোমরা আগে পাঠিয়ে রেখেছিলে। নইলে (তোমরা তো জান যে,) আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি এত যুলুমকারী নন।[১৯৩]

اَلَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ اِلَيْنَآ اَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُوْلٍ حَتّٰى يَاْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَاْكُلُهُ النَّارُ ۭ قُلْ قَدْ جَاۗءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِيْ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالَّذِيْ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَاۗءُوْ بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ۝

১৮৩. (ঈমান না আনার বাহানারূপে) যারা বলে, আমাদের প্রতি আল্লাহ্র ওয়াদা আছে যে, কোন রাসূলের প্রতি আমরা ঈমান আনবো না যতক্ষণ (না) তিনি আমাদের সামনে এমন 'কোরবান-সামগ্রী' আনয়ন করেন, আগুন যা ভস্ম করে। (আয় পেয়ারে নবী,) আপনি বলুন, আমার আগে তোমাদের কাছে তো বহু রাসূল এসেছেন সুস্পষ্ট সবনিদর্শনসহ, এমনকি তোমরা যা দাবী করছো সেটাও সহ, তখন তাদের কেন তোমরা কতল করেছো! (জবাব দাও), যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো। ১৮৪. এরপরো যদি তারা আপনাকে ঝুটলায়/তাকযীব করে (তাহলে পেরেশান হওয়ার কিছু নেই। এটা তো নতুন কথা নয়), আপনার আগেও বহু রাসূলকে ঝুটলানো হয়েছে/তাকযীব করা হয়েছে, যারা সুস্পষ্ট নিদর্শনাদিসহ এসেছিলেন এবং (এসেছিলেন) লিখিত ছাহীফা এবং আলোদানকারী কিতাবসহ।

كُلُّ نَفْسٍ ذَاۗىِٕقَةُ الْمَوْتِ ۭ وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۭ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ۝ لَتُبْلَوُنَّ فِيْٓ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ۣ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا اَذًى كَثِيْرًا ۭ وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ۝

১৮৫. প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে।[১৯৪] আর কেয়ামতের দিনই তোমাদের (যাবতীয় আমলের) আজর তোমাদের পরিপূর্ণরূপে দেয়া হবে। তো (সেদিন) যাকে আগুন থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে দাখেল করা হবে সে তো কামিয়াব, আর কামিয়াব! বস্তুত (জান্নাতের মোকাবেলায় এই) দুনিয়ার জীবন তো ধোকার উপকরণ ছাড়া আর কিছু নয়। ১৮৬. (আয় আহলে ঈমান!) সুনিশ্চিতই তোমাদের (আরো কিছু) পরীক্ষা নেয়া হবে তোমাদের মাল ও জান সম্পর্কে। আর অতি অবশ্যই শোনবে তোমরা যথেষ্ট কষ্টদায়ক কথা তাদের পক্ষ হতে যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে তোমাদের আগে এবং তাদের পক্ষ হতে যারা শিরকে লিপ্ত হয়েছে। তো যদি ছবর করতে পারো এবং তাক্বওয়া অবলম্বন করতে পারো তাহলে তো সেটা বড়ই হিম্মতের কর্ম থেকে গণ্য।[১৯৫]

---

[১৯৩] ظَلَّام শব্দটি অতিশয়তা প্রকাশক, তাই এমন তরজমা, তবে মতলব হল যুলুমের বিষয়টি সমূলেই আল্লাহ্ থেকে নাকচ করা। ভিন্ন তরজমা, আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি মোটেই যুলুমকারী নন।

[১৯৪] প্রাণীমাত্রকেই/মানুষমাত্রকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।

[১৯৫] আর তোমাদের ছাড়া কে আছে, হিম্মতের কর্ম আঞ্জাম দিতে পারে! অবিচল ঈমানের কারণে তোমরাই শুধু পারো তা করতে!

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿١٨٧﴾ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَّيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨٨﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٨٩﴾

১৮৭. আর (স্মরণ কর ঐ সময়কে) যখন আল্লাহ্ আহলে কিতাব থেকে এই প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, মানুষের সামনে এই কিতাব (শুরু থেকে শেষ সম্পূর্ণটুকু) অতি অবশ্যই তোমরা বয়ান করবে, আর তা গোপন করবে না। কিন্তু এ প্রতিশ্রুতি তারা পিঠের পিছনে ছুঁড়ে ফেলেছে[১৯৬] এবং তার বিনিময়ে খুব সামান্য মূল্যই তারা গ্রহণ করেছে। তো যা তারা খরীদ করছে, তা কত না নিকৃষ্ট! ১৮৮. (আর) কিছুতেই ভেব না তাদের বিষয়ে যারা আপন কর্মে খুশী, আর (যারা) চায় যে, যে উত্তম কর্ম তারা করেনি তা নিয়েও তাদের প্রশংসা করা হোক, তাদের সম্পর্কে কিছুতেই ভেব না যে, আযাব থেকে তারা বেঁচে যাবে। (না,) বরং তাদের জন্য রয়েছে বড় যন্ত্রণাদায়ক আযাব। ১৮৯. আর আল্লাহ্রই জন্য রয়েছে সমস্ত আসমান ও যমীনের যাবতীয় মালিকানা। বস্তুত আল্লাহ্ সর্ববিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

(রুকূ. ২০)

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَّقُعُودًا وَّعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

১৯০. সমস্ত আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের বিবর্তনে, অতি অবশ্যই নিদর্শনাদি রয়েছে আকল-বুদ্ধির অধিকারীদের জন্য– ১৯১. যারা উঠতে বসতে এবং শুয়ে শুয়ে (সর্বাবস্থায়) আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং সমস্ত আসমান ও যমীনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে। (তারপর সমর্পিত চিত্তে বলে, ইয়া) রাব্বানা! আপনি তো এগুলো অনর্থক সৃষ্টি করেননি! আপনি তো (অনর্থক কাজ থেকে) চিরপবিত্র। তো আমাদের আপনি আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করুন।

رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿١٩٢﴾ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا ۚ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴿١٩٣﴾ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿١٩٤﴾

১৯২. (ইয়া) রাব্বানা! আপনি যাকে আগুনে ফেলবেন তাকে তো আপনি চিরলাঞ্ছিতই করলেন। আর যালিমীনের জন্য তো কোনই সাহায্যকারী(দল) নেই। ১৯৩. (ইয়া) রাব্বানা! এক মুনাদীকে আমরা ঈমানের জন্য নেদা দিতে শুনেছি যে, আপন রবের প্রতি তোমরা ঈমান আন।[১৯৭] তাই আমরা (আপনার প্রতি) ঈমান এনেছি। (ইয়া) রাব্বানা! সুতরাং আপনি আমাদের অনুকূলে আমাদের

---

[১৯৬] কিন্তু এ প্রতিশ্রুতি তারা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেছে।

[১৯৭] হে আমাদের প্রতিপালক! একজন ঘোষক (ফিরেশতাকে) আমরা ঈমানের জন্য এই ঘোষণা দিতে শুনেছি যে....! মুনাদী মানে ঘোষণাকারী, আর নেদা মানে ঘোষণা।

গোনাহগুলো মাফ করে দিন, আর আমাদের (আমলনামা) থেকে আমাদের কালিমাগুলো মুছে দিন। আর আপনি (নিজের কাছে) আমাদের তুলে নিন নেককারদের সঙ্গে। ১৯৪. (ইয়া) রাব্বানা! আর আপনি আমাদের ঐপুরস্কার দান করুন, যার ওয়াদা আমাদের সঙ্গে আপনি করেছেন আপনার রাসূলানের মাধ্যমে, আর কেয়ামতের দিন (আপনার রহমতের দোহাই) আমাদের লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি তো ওয়াদাখেলাফি করেন না।

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ ۖ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

১৯৫. তো তাদের রব্ তাদের মিনতিতে সাড়া দিলেন (আর বললেন) যে, পুরুষ হোক বা নারী, আমি তোমাদের কোন আমলকারীর আমল নষ্ট করব না। তোমরা তো একে অপরেরই মত। তো যারা হিজরত করেছে এবং নিজেদের বাস্তুভিটা থেকে বিতাড়িত হয়েছে এবং আমার রাস্তায় নির্যাতন ভোগ করেছে এবং (দ্বীনের জন্য) লড়াই লড়েছে আর 'শহীদ' হয়েছে, সুনিশ্চিতই আমি তাদের (আমলনামা) থেকে তাদের কালিমাগুলো মুছে দেবো, আর সুনিশ্চিতই আমি তাদের দাখেল করব এমন বাগবাগিচায় যার তলদেশ দিয়ে নহর-নালা প্রবাহিত হয়। (এটা করা হবে) আল্লাহ্র পক্ষ হতে প্রতিদানরূপে। আর আল্লাহ্, তাঁরই কাছে রয়েছে সর্বোত্তম প্রতিদান।

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ﴿١٩٦﴾ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٩٧﴾ لَٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ ۗ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ ﴿١٩٨﴾

১৯৬. (আয় পেয়ারে নবী!) যারা কুফুরি করেছে, শহরে শহরে তাদের 'নাদুস নুদুস' বিচরণ আপনাকে যেন চিন্তায় না ফেলে।[১৯৮] ১৯৭. (তা তো) সামান্য ভোগ, তারপর তাদের ঠিকানা হল জাহান্নাম, আর তা বড়ই মন্দ ঠিকানা। ১৯৮. পক্ষান্তরে যারা আপন রব্কে সমীহ করবে তাদের জন্য রয়েছে এমন বাগবাগিচা যার তলদেশ দিয়ে নহর-নালা প্রবাহিত হয়। তাতে তারা চিরকাল থাকবে। (এটা হবে) আল্লাহ্র পক্ষ হতে মেহমানদারি হিসাবে। বস্তুত আল্লাহ্র কাছে যাকিছু রয়েছে, নেককারদের জন্য তা খুবই উত্তম।

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩٩﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٠٠﴾

১৯৯. আর কোন সন্দেহ নেই যে, আহলে কিতাব থেকেও এমন ব্যক্তি রয়েছে যে ঈমান আনে আল্লাহ্র প্রতি এবং ঐ কিতাবের প্রতি যা তোমাদের উদ্দেশ্যে নাযিল করা হয়েছে এবং যা তাদের

---

[১৯৮] শহরে শহরে তাদের সদম্ভ বিচরণ আপনাকে যেন ধোকায় না ফেলে/মোহগ্রস্ত না করে। এমন কঠিন কথা আল্লাহ্ তার পেয়ারা নবীকে বলেছেন, উম্মতকে শিক্ষা দেয়ার জন্য। কারণ আল্লাহ্ তো জানেন, নবীর ক্ষেত্রে এমন কখনো ঘটবে না।

উদ্দেশ্যে নাযিল করা হয়েছে। (তা তারা করে) আল্লাহ্‌র প্রতি বিনয়াকুতি প্রকাশ করার জন্য। তারা কিন্তু (অন্যদের মত) আল্লাহ্‌র আয়াতের[১৯৯] বিনিময়ে সামান্য মূল্যও গ্রহণ করে না। ওরা, তাদেরই জন্য রয়েছে তাদের রবের নিকট তাদের (পূর্ণ) আজর।[২০০] বস্তুত হিসাবে আল্লাহ্ খুব দ্রুত। ২০০. আয় আহলে ঈমান! ছবর কর, (যুদ্ধকালে) হিম্মত দেখাও, আর প্রহরায় সদাসতর্ক থাকো এবং আল্লাহ্‌কে সমীহ কর, যাতে তোমরা কামিয়াব হতে পার।

سُورَةُ النِّسَاء–٤؛ مدنية؛ آياتها ١٧٦ وركوعاتها ٢٤

৪-সূরা নিসা. মাদানী. আয়াত. ১৭৬. রুকূ. ২৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّ نِسَآءً ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَ الْاَرْحَامَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ۝ وَ اٰتُوا الْيَتٰمٰٓى اَمْوَالَهُمْ وَ لَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ ۪ وَ لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَهُمْ اِلٰٓى اَمْوَالِكُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا ۝

(শুরু করছি) রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে

১. হে লোকসকল! তোমাদের রবকে তোমরা সমীহ কর, যিনি একটিমাত্র প্রাণ থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকেই তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের (দু'জন) থেকে বহু নর ও নারী (পৃথিবীতে) ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর তোমরা আল্লাহ্‌কে সমীহ কর, যার দোহাই দিয়ে তোমরা একে অপরের কাছে কিছু চেয়ে থাক এবং রেহেম-সম্পর্ককে (সমীহ কর)[২০১]। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তোমাদের উপর 'নেগাহবান'। ২. আর তোমরা এতীমানকে তাদের 'ধনমাল' দিয়ে দাও। আর তোমরা মন্দ মালকে ভালো মাল দ্বারা বদল কর না।[২০২] আর তোমরা ভোগ কর না তাদের মাল নিজেদের মালের দিকে টেনে এনে।[২০৩] নিঃসন্দেহে তা জঘন্য পাপ।

وَ اِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَ ثُلٰثَ وَ رُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ۝ وَ اٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ؕ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ

---

১৯৯ আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের বিনিময়ে...

২০০ ইযাফাতের উদ্দেশ্য হল আজরের পূর্ণতা প্রকাশ করা।

২০১ মানুষের মুখের ভাষা যাই হোক, মুখের বক্তব্য অভিন্ন, 'আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে এটা আমাদের দিয়ে দাও।' নিজের নামের মর্যাদার সঙ্গে আল্লাহ্ রেহেম-সম্পর্কের মর্যাদার উল্লেখ করেছেন। কত না ভাগ্যবান সে, ছেলারেহেমি ও আত্মীয়তার হক যে রক্ষা করে!

২০২ যেমন এতীমের ভালো মাল নিজের কাছে রেখে তার বদলে নিজের মন্দ মাল এতীমকে দিয়ে দিলো। বিকল্প তরজমা, আর তোমরা ভালো মালকে মন্দ মাল দ্বারা বদল কর না।

২০৩ বিকল্প তরজমা, আর তোমরা এতীমের মাল নিজেদের মালের সঙ্গে একাকার করে ভোগ কর না।

عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْٓـًٔا مَّرِيْٓـًٔا ۝ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِيْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا وَّارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوْهُمْ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۝

৩. আর যদি আশঙ্কা কর যে, এতীমানের বিষয়ে তোমরা 'ন্যায়' রক্ষা করতে পারবে না, তাহলে (এতীম মেয়ে বিবাহ না করে) তোমাদের পছন্দের নারীদের বিবাহ কর দু'জন করে, তিনজন করে, চারজন করে।[২০৪] পক্ষান্তরে যদি আশঙ্কা কর যে, (স্ত্রীদের মধ্যে) তোমরা সমতা রক্ষা করতে পারবে না, তাহলে একজন (স্ত্রী যথেষ্ট), বা তোমাদের মালিকানাধীন দাসী (যথেষ্ট)।[২০৫] বস্তুত সেটা তোমাদের অসম আচরণে লিপ্ত না হওয়ার জন্য অধিকতর উপযোগী। ৪. আর নারীদেরকে তাদের মোহর স্বচ্ছন্দে প্রদান কর, তবে স্ত্রীরা নিজেরা যদি খুশিমনে মোহরের কিছু অংশ ছেড়ে দেয় তবে তা ভোগ কর সানন্দে স্বচ্ছন্দে।[২০৬] ৫. আর যারা 'কমসমঝ' (এতীম) তাদেরকে তোমাদের মাল সোপর্দ কর না, যে মালকে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য (জীবনের) অবলম্বন বানিয়েছেন। তবে ঐ মালের মধ্যে তাদের অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা কর, আর তাদের সঙ্গে সৌজন্যমূলক কথা বল।[২০৭]

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰٓى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَاْكُلُوْهَآ اِسْرَافًا وَّبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْا ۭ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ۭ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ ۭ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ۝

৬. (বুদ্ধিবিবেচনার দিক থেকে মাঝে মধ্যে) এতীমানকে তোমরা পরীক্ষা করে দেখবে। এমনকি যখন তারা বিবাহযোগ্য বয়সে উপনীত হয়, তখন যদি তাদের দিক থেকে বিবেচনাবোধ অনুভব কর তাহলে তাদের মাল তাদের হাওয়ালা করে দাও। আর ঐ মাল তোমরা 'ফুযুল খরচি'র সঙ্গে, বা তাড়াহুড়ার সঙ্গে সাবাড় কর না, এই ভয়ে যে, তারা বড় (না) হয়ে যায়![২০৮] আর (এতীমের) যে (অভিভাবক) সচ্ছল সে যেন (পারিশ্রমিকের নামে এতীমের মাল খাওয়া থেকে নিজেকে) পাকছাফই রাখে। পক্ষান্তরে যে দরিদ্র সে যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে (পারিশ্রমিক) গ্রহণ করে।[২০৯] তো যখন তাদের মাল তাদের হাওয়ালা করছ তখন তাদের বিপরীতে 'সাক্ষি' রেখ। তবে হিসাব রাখার জন্য আল্লাহ্ই

---

[২০৪] ভিন্ন তরজমা, 'তাহলে (সাধারণ) নারীদের থেকে বিবাহ কর যা তোমাদের ভালো লাগে, দু'জন করে....'

[২০৫] শব্দানুগ তরজমা– বা তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যার মালিকানা লাভ করেছে, তাই যথেষ্ট

[২০৬] জী, তবে মনে রাখতে হবে, গায়বের খবর আল্লাহ্ জানেন। সুতরাং সাবধান, যদি কোনরকম, আবারো বলছি যদি কোনরকম চাপের মুখে 'খুশিমনে' মাফের বিষয়টা ঘটে তাহলে আল্লাহ্র কাছে একদিন দাঁড়াতে হবে। আর...

[২০৭] এতীমানের মালকে 'তোমাদের মাল' বলা হয়েছে পরিচালনাগত দায়িত্বের কারণে। 'জীবনের অবলম্বন' বলা হয়েছে সমস্ত মাল সম্পর্কে। অর্থাৎ মাল নিজস্ব সত্তায় আমাদের সবার জন্যই জীবনের অবলম্বন।
অন্ন-বস্ত্রের কথা বলা হয়েছে, প্রধান প্রয়োজন হিসাবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য স্বাভাবিক প্রয়োজনও এর অন্তর্ভুক্ত। আচরণে ও উচ্চারণে এমন যেন প্রকাশ না পায় যে, এতীমের প্রতি ইহসান ও অনুগ্রহ করা হচ্ছে।

[২০৮] আর ভোগের সুযোগ হাতছাড়া না হয়ে যায়।

[২০৯] সে যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে আহার করে।

যথেষ্ট/'হিসাবক'রূপে আল্লাহই যথেষ্ট।

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٨﴾

৭. পুরুষদের জন্য ঐমাল থেকে অংশ রয়েছে যা মা-বাবা এবং নিকটতম আত্মীয়গণ রেখে গিয়েছেন তদ্রূপ নারীদের জন্য অংশ রয়েছে ঐমাল থেকে যা মা-বাবা এবং নিকটতম আত্মীয়গণ রেখে গিয়েছেন, তরকা (মীরাছের মাল) কম হোক বা বেশী। এই অংশ (আল্লাহর পক্ষ হতে) নির্ধারণকৃত। ৮. আর যখন (তরকা) বণ্টনে, (ওয়ারিছ নয় এমন) আত্মীয়বর্গ, এতীমান ও মাসাকীন উপস্থিত হয় তখন তা থেকে তাদেরও কিছু 'রিযিক' দিয়ে দাও, আর তাদের সঙ্গে সৌজন্যমূলক কথা বল।[১১]

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

৯. আর (এতীমের মালে 'তছরুফ' করা থেকে) তারা যেন ভয় করে যারা, যদি নিজেদের পিছনে দুর্বল বাচ্চাদের রেখে যায় তাহলে তাদের বিষয়ে তারা আশঙ্কায় থাকে। তো (এখনকার এতীমদের বিষয়ে) তারা যেন আল্লাহ্‌কে সমীহ করে, আর সঠিক সঠিক কথা বলে। ১০. কঠিন সত্য এই যে, যারা যুলুম করে এতীমের মাল আত্মসাৎ করে তারা আসলে নিজ নিজ উদরে আগুন ভরে। আর অচিরেই তারা জ্বলন্ত আগুনে ঝলসে যাবে।

(রুকূ. ২)

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

১১. তোমাদের সন্তানসন্ততি সম্পর্কে আল্লাহ্ তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন (যে,) পুরুষের জন্য রয়েছে দুই নারীর অনুরূপ অংশ। তবে যদি তারা (শুধু) নারী হয়, (দু'জন, বা) দু'জনের বেশী, তাহলে তাদের জন্য (নির্ধারিত) হবে, মৃত যা রেখে গিয়েছে তার দুই তৃতীয়াংশ। আর যদি নারী একা হয় তাহলে তার জন্য (নির্ধারিত) হবে (তরকার) অর্ধেক। আর মৃতের মা-বাবা হতে প্রত্যেকের

---

[১১] বিকল্প তরজমা– তা থেকে তাদেরও কিছু (সৌজন্য অংশ) দিয়ে দাও। আর তাদের সঙ্গে সদাচারপূর্ণ কথা বল। আয়াতে রিযিক শব্দটি এসেছে, মূল তরজমায় তা বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

জন্য (নির্ধারিত) হবে রেখে যাওয়া মালের ছয়ভাগের একভাগ, যদি মৃতের কোন সন্তান থাকে, আর যদি মৃতের কোন সন্তান না থাকে, বরং তার মা-বাবাই শুধু তার ওয়ারিছ হয় তাহলে তার মায়ের জন্য (নির্ধারিত) হবে তৃতীয়াংশ। হাঁ, যদি তার কতিপয় ভাই থাকে তাহলে তার মায়ের জন্য (নির্ধারিত) হবে ছয়ভাগের একভাগ। (এই পুরো বণ্টন হবে) ঐ অছিয়ত কার্যকর করার পর যা মৃত ব্যক্তি করে গিয়েছে,[২১১] বা (ঐ) ঋণ পরিশোধের পর (যা মৃতের যিম্মায় ছিল)। তোমরা তো জান না, তোমাদের বাপ-বেটাদের মধ্যে কে তোমাদের জন্য অধিক উপকারী।[২১২] (এটাকে) আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে নির্ধারিত অংশ (বলে গণ্য কর), বস্তুত আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, সর্বপ্রজ্ঞার অধিকারী।

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ
الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّورَثُ كَلٰلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَّلَهٗ أَخٌ أَوْ
أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوْا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوصٰى
بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۙ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ۝١٢

১২. আর তোমাদের জন্য রয়েছে ঐ তর্‌কার অর্ধেক যা তোমাদের স্ত্রীগণ রেখে গিয়েছে, যদি তাদের কোন (জীবিত) সন্তান না থাকে। পক্ষান্তরে যদি তাদের কোন সন্তান থাকে তাহলে তোমাদের জন্য (নির্ধারিত) হবে তাদের তর্‌কার চতুর্থাংশ। (এই সমস্ত বণ্টন হবে) তাদের কৃত অছিয়ত কার্যকর করার পর, বা (তাদের উপর থাকা) ঋণ পরিশোধের পর।
আর তোমাদের স্ত্রীদের জন্য রয়েছে তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে চতুর্থাংশ, যদি তোমাদের কোন (জীবিত) সন্তান না থাকে, পক্ষান্তরে তোমাদের যদি কোন সন্তান থাকে তাহলে তাদের জন্য হবে তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে আটভাগের একভাগ, তোমাদের কৃত অছিয়ত কার্যকর করার পর, বা (তোমাদের যিম্মায় থাকা) ঋণ পরিশোধের পর।
আর পুরুষ বা নারী, যার তর্‌কা বণ্টন করা হবে, সে যদি 'কালালাহ' হয়,[২১৩] আর তার একজন ভাই বা একজন বোন থাকে তাহলে উভয়ের প্রত্যেকের জন্য রয়েছে ছয়ভাগের একভাগ। আর যদি তারা তার চেয়ে বেশী হয় তাহলে সবাই মিলে এক তৃতীয়াংশের মধ্যে শরীক হবে। (তবে এই পুরো বণ্টন হবে) কৃত অছিয়ত কার্যকর করার পর, বা (তার যিম্মায় থাকা) ঋণ পরিশোধের পর, (এমন অবস্থায় যে, অছিয়ত বা ঋণের স্বীকারোক্তি কারো জন্য) ক্ষতিকর হবে না[২১৪]। (এগুলোকে) আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে (জারিকৃত) আদেশ (মনে কর)। বস্তুত আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী ও সর্বসহনশীল।

---

[২১১] যদি কোন অছিয়ত করে গিয়ে থাকে, পক্ষান্তরে যদি কোন অছিয়ত না করে গিয়ে থাকে তাহলে তো... অছিয়ত কখন কোন অবস্থায় কতটুকু করতে পারবে, এ বিষয়ে তাফসীর বা ফেকাহ্‌র কিতাব দেখতে হবে।

[২১২] তারকীবানুগ তরজমা, 'তোমাদের বাবারা এবং তোমদের বেটারা, তোমরা জানো না, তাদের কে তোমাদের জন্য অধিক নিকটবর্তী উপকারের দিক থেকে, (বাবা, না বেটা)।

[২১৩] কালালাহ্ মানে, এমন মৃত ব্যক্তি যার মীরাছ বণ্টিত হবে, অথচ তার উপরে মা-বাবা নেই, আবার নীচে সন্তান নেই

[২১৪] সহজ তরজমা, 'তবে শর্ত হল, (অছিয়ত বা ঋণের স্বীকারোক্তি দ্বারা) কারো ক্ষতি করা যেন উদ্দেশ্য না হয়।'

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ؕ وَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۞ وَ مَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ يَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا ۪ وَ لَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۞

১৩. ঐগুলো হচ্ছে আল্লাহ্‌র (নির্ধারিত) সীমাসমূহ। আর যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে মান্য করবে তিনি তাকে দাখেল করবেন এমন বাগবাগিচায় যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় নহর-নালা, যাতে তারা চিরকাল থাকবে। আর সেটাই হল মহান সফলতা। ১৪. আর যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করবে এবং আল্লাহ্‌র (নির্ধারিত) সীমাগুলো লঙ্ঘন করবে তিনি তাকে আগুনে দাখেল করবেন, যাতে সে চিরকাল থাকবে, আর তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর আযাব।

(রুকূ. ৩)

وَ الّٰتِيْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِي الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰىهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا ۞ وَ الَّذٰنِ يَاْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا ۚ فَاِنْ تَابَا وَ اَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ۞

১৫. আর তোমাদের যেসকল নারী ফাহেশা করে,[২১৫] তো তাদের বিপক্ষে তোমাদের মধ্য হতে চারজন সাক্ষী নির্ধারণ কর। অনন্তর যদি তারা সাক্ষি দেয় তাহলে তাদেরকে ঘরের ভিতরে আবদ্ধ রাখো, যতক্ষণ (না) মৃত্যু তাদের তুলে নেয়, কিংবা আল্লাহ্ তাদের জন্য কোন পথ নির্ধারণ করেন। ১৬. আর তোমাদের মধ্য হতে যে দু'পুরুষ অশ্লীলতায়/ফাহেশায় লিপ্ত হয় তো তাদের যন্ত্রণা দাও (শাসকের বিবেচনা অনুযায়ী)। অনন্তর তারা যদি তাওবা করে, আর (নিজেদের) সংশোধন করে নেয় তাহলে (ক্ষমাসুন্দরভাবে) তাদের থেকে (নিজেদের) সরিয়ে রাখো। বস্তুত আল্লাহ্ অত্যন্ত তাওবা কবূলকারী, চিরদয়ালু।

اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَاُولٰٓئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۞ وَ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ۚ حَتّٰٓى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّيْ تُبْتُ الْـٰٔنَ وَ لَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَ هُمْ كُفَّارٌ ؕ اُولٰٓئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۞

১৭. আল্লাহ্‌র যিম্মায় তাওবা(র কবূলিয়াত) তো শুধু ঐ লোকদের জন্য যারা না জেনে মন্দ কাজ করে ফেলে, তারপর নিকটসময়েই তাওবা করে নেয়, তো ওরা, তাদেরই তাওবা আল্লাহ্ কবূল করেন। আর আল্লাহ্ তো সর্বজ্ঞানী, মহাপ্রজ্ঞাবান।
১৮. তাওবা তাদের জন্য নয় যারা মন্দ মন্দ কাজ করতেই থাকে, এমনকি যখন তাদের কারো কাছে মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন বলে, এই যে আমি এখন তাওবা করেছি, এবং (তাওবা) তাদেরও

---

[২১৫] ভিন্ন তরজমা– আর তোমাদের নারীদের/স্ত্রীদের মধ্য হতে যারা ফাহেশায় লিপ্ত হয় .... ফাহেশা মানে অশ্লীল কাজ, এখানে উদ্দেশ্য হল যিনা। প্রতিশব্দের পরিবর্তে ফাহেশা শব্দটি বহাল রাখা আমাদের কাছে ভালো মনে হয়। শব্দটি মন্দ বিষয়ে হলেও বাংলায় শব্দটির সুন্দর গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। কর্মটাও ফাহেশা, নারীও ফাহেশা।

জন্য নয় যারা মারা যায় কাফির অবস্থায়। ওরা, তাদের জন্য আমি তৈয়ার করেছি যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهًا ؕ وَ لَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَ عَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّ يَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ۝١٩

১৯. আয় আহলে ঈমান! তোমাদের জন্য বৈধ নয় বলপূর্বক নারীদের 'অধিগ্রহণ' করা। আর তোমরা তাদের আটক রেখো না, যাতে তাদের যাকিছু দিয়েছো তার (অন্তত) কিছু অংশ 'হস্তগত' করতে পারো। হাঁ, তবে যদি তারা প্রকাশ্য ফাহেশা করে[২১৬] (তাহলে ভিন্ন কথা)। আর তাদের সঙ্গে সৌজন্যমূলক জীবন যাপন কর। অনন্তর যদি তাদের অপছন্দ কর তাহলে এমন হওয়া খুবই সম্ভব যে, কোন কিছুকে তোমরা অপছন্দ করলে, আর আল্লাহ্ তাতেই প্রচুর কল্যাণ রেখে দিলেন।

وَ اِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ ۙ وَّ اٰتَيْتُمْ اِحْدٰىهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْـًٔا ؕ اَتَاْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا وَّ اِثْمًا مُّبِيْنًا ۝٢٠ وَ كَيْفَ تَاْخُذُوْنَهٗ وَ قَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ وَّ اَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ۝٢١ وَ لَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَآؤُكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ؕ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّ مَقْتًا ؕ وَ سَآءَ سَبِيْلًا ۝٢٢

২০. আর যদি (শেষপর্যন্ত) তোমরা একস্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী বদল করতেই চাও, আর আগেই তাদের একজনকে (মোহররূপে) বিপুল সম্পদ দিয়ে থাকো তাহলে তা থেকে কিছুই ফেরত নিয়ো না। তোমরা কি অপবাদ আরোপ করে বা স্পষ্ট গোনাহ করে ঐ মাল (মোহর ও অন্যান্য সামগ্রী) নিতে চাও! ২১. আর কীভাবে তোমরা তা নিতে চাও, অথচ তোমরা একে অপরের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়েছিলে, আর তারা তোমাদের থেকে গুরুতর প্রতিশ্রুতি নিয়েছিল।[২১৭] ২২. আর তোমাদের বাপ-দাদা যে নারীদের (কখনো) বিবাহ করেছে, তোমরা (কখনো) তাদের বিবাহ কর না, তবে পিছনে যা গত হয়েছে (তা তো হয়েছে)।[২১৮] মনে রেখো, এটা বড় ফাহেশা ও ঘৃণ্য কাজ, আর (তা) কত না মন্দ পন্থা!

(রুকূ. ৪)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَ بَنٰتُكُمْ وَ اَخَوٰتُكُمْ وَ عَمّٰتُكُمْ وَ خٰلٰتُكُمْ وَ بَنٰتُ الْاَخِ وَ بَنٰتُ الْاُخْتِ وَ اُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَ اَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَ اُمَّهٰتُ نِسَآئِكُمْ وَ رَبَآئِبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآئِكُمُ الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۫ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۪ وَ حَلَآئِلُ اَبْنَآئِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ ۙ وَ اَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝٢٣

---

[২১৬] যদি তারা প্রকাশ্য অশ্লীলতায়/ফাহেশায় লিপ্ত হয়...

[২১৭] এমন প্রতিশ্রুতি যে, বিবাহের পবিত্র বন্ধন শেষ পর্যন্ত রক্ষা করা হবে।

[২১৮] তার জন্য কোন পাকড়াও হবে না, যদি সৎ মাকে বিবাহ থেকে মুক্ত করে দেয়া হয়।

২৩. তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে তোমাদের মায়েদের, তোমাদের কন্যাদের, তোমাদের বোনদের, তোমাদের ফুফুদের, তোমাদের খালাদের, তোমাদের ভ্রাতৃকন্যাদের, তোমাদের ভগ্নিকন্যাদের, তোমাদের ঐ মায়েদের যারা তোমাদের দুগ্ধদান করেছে, তোমাদের দুধবোনদের, তোমাদের স্ত্রীদের মায়েদের, তোমাদের প্রতিপালনে থাকা ঐ সৎকন্যাদের যারা তোমাদের 'সহবাসিতা' স্ত্রীদের থেকে এসেছে।[২১৯] পক্ষান্তরে যদি তাদের সঙ্গে দুখূল না করে থাকো[২২০] তাহলে (ঐ সৎকন্যাদের বিবাহ করায়) তোমাদের উপর কোন গোনাহ নেই। তদ্রূপ তোমাদের উপর হারাম আপন পুত্রদের স্ত্রীরা। আর হারাম দুই বোনের মাঝে একত্র করাও, তবে পিছনে যা গত হয়েছে (তা তো হয়েছে)। বস্তুত আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَّالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۚ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرٰضَيْتُمْ بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝

২৪. * তদ্রূপ (তোমাদের উপর হারাম) অন্যপুরুষের স্ত্রীত্বে থাকা নারীরা, তবে যারা দাসীরূপে তোমাদের মালিকানায় এসে গিয়েছে।[২২১] এ বিধান আল্লাহ্ তোমাদের উপর ফরয করেছেন। আর তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে এর বাইরে যত নারী রয়েছে, এই শর্তে যে, তোমরা (মোহররূপে) তোমাদের মাল খরচ করে তাদের বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করবে এবং এই শর্তে যে, তোমরা নৈতিক শুচিতা অর্জন করবে, নিছক যৌনসম্ভোগ উদ্দেশ্য হবে না।
সুতরাং তাদের মধ্য হতে যাকে তোমরা (বিবাহসূত্রে) ভোগ করেছো তাদেরকে তাদের নির্ধারিত মোহর আদায় কর। আর তোমাদের উপর কোন গোনাহ নেই মোহর নির্ধারণের পর যে পরিমাণের উপর তোমরা সম্মত হবে। বস্তুত আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, সর্বপ্রজ্ঞাবান।

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ۚ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْ ۚ بَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۚ فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ ۚ فَاِذَآ اُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

২৫. আর তোমাদের মধ্য হতে যে এরূপ সামর্থ্য রাখে না যে, স্বাধীন মুসলিম নারীদের বিবাহ করবে, সে ঐ মুমিন দাসীদের কাউকে বিবাহ করতে পারে যারা তোমাদের (কারো) মালিকানায়

---

[২১৯] সাধারণত প্রতিপালনে থাকে বলে এটা বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে হুরমতের ক্ষেত্রে প্রতিপালনে থাকা, না থাকার কোন ভূমিকা নেই।

[২২০] আর তাদের তালাক দিয়ে দিয়েছো, বা তাদের মৃত্যু হয়েছে...

[২২১] জিহাদের সময় মালে গনীমতরূপে কারো হাতে এসেছে, অথচ তার স্বামী দারুল হরবে জীবিত রয়েছে। ঐ স্বামীদের বিবাহবন্ধন বাতিল বলে গণ্য হবে এবং ইদ্দত পালনের পর মালিকের পক্ষে সে হালাল হয়ে যাবে। তবে এখন ঐ রকম দাসীর কোন অস্তিত্ব নেই।

রয়েছে। আর আল্লাহ্ তোমাদের ঈমান সম্পর্কে ভালোভাবেই জানেন। (তাছাড়া আদমসন্তান হওয়ার সূত্রে মর্যাদায়) তোমরা পরস্পর একই রকম। (সুতরাং দাসীরূপে অবজ্ঞার আচরণ ঠিক নয়।) তো তাদের মালিকের অনুমতিক্রমে তোমরা তাদের বিবাহ কর এবং তাদেরকে তাদের (নির্ধারিত) মোহর আদায় কর নিয়মসম্মতভাবে,[১২২] সতী নারীরূপে, নিছক যৌনসম্ভোগের পাত্রীরূপে নয় এবং নয় রক্ষিতারূপেও। অনন্তর যখন তারা বিবাহের পবিত্র বন্ধনে এসে যায়, তারপর যদি কোন ফাহেশায় (যিনায়) লিপ্ত হয় তাহলে তাদের উপর ঐ সাজার অর্ধেক হবে, যা (একই ক্ষেত্রে অবিবাহিতা) স্বাধীন নারীর উপর হয়।[১২৩] (দাসীবিবাহের) এ আদেশ তোমাদের মধ্য হতে তাদের জন্য যারা 'পাপলিপ্ততার' আশঙ্কা করে। তবে ছবর করা তোমাদের জন্য উত্তম। বস্তুত আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, চিরদয়ালু।

(রুকূ- ৫)

يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوْبَ عَلَيْكُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۞ وَاللّٰهُ يُرِيْدُ
اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْكُمْ ۖ وَيُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوٰتِ اَنْ تَمِيْلُوْا مَيْلًا عَظِيْمًا ۞ يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ ۚ وَ
خُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا ۞

২৬. আল্লাহ্ চান যে, তিনি তোমাদের জন্য (আহকাম ও বিধান) স্পষ্ট বয়ান করবেন, আর তোমাদের পরিচালিত করবেন ঐ নেককারদের রীতিনীতির উপর, যারা তোমাদের পূর্বে বিগত হয়েছেন, আর (চান যে,) তোমাদের উপর (রহমতের) দৃষ্টি দান করবেন। বস্তুত আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, মহাপ্রজ্ঞাবান। ২৭. আর আল্লাহ্ চান তোমাদের উপর (রহমতের) দৃষ্টি দান করতে, পক্ষান্তরে যারা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে তারা চায় যে, তোমরা বহুদূর সরে যাও (সত্য পথ থেকে)। ২৮. আল্লাহ্ চান তোমাদের থেকে (ভার) লাঘব করতে, আর মানুষকে তো দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۣ وَلَا تَقْتُلُوْۤا
اَنْفُسَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۞ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى
اللّٰهِ يَسِيْرًا ۞ اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلًا كَرِيْمًا ۞

২৯. আয় আহলে ঈমান, তোমরা নিজেদের মধ্যে নিজেদের মাল অন্যায়ভাবে ভোগ কর না, তবে যদি তোমাদের পক্ষ হতে পরস্পর সম্মতির ভিত্তিতে তিজারাত হয় (তাহলে কোন দোষ নেই), আর তোমরা নিজেরা নিজেদের হত্যা কর না।[১২৪] আল্লাহ্ তো তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। ৩০. আর যে তা করবে সীমালঙ্ঘন ও অবিচাররূপে তাকে আমি অবশ্যই আগুনে ঝলসাবো, আর আল্লাহ্র

---

[১২২] পরবর্তী অংশের বিকল্প তরজমা, 'এই শর্তে যে, বিবাহবন্ধনের মাধ্যমে তাদের সতীনারীর মর্যাদা দেয়া হবে, নিছক যৌনসম্ভোগের পাত্রী বানান হবে না এবং রক্ষিতাও করে রাখা হবে না।

[১২৩] একশ চাবুকের অর্ধেক পঞ্চাশ চাবুক।

[১২৪] অর্থাৎ কেউ কাউকে হত্যা কর না। এটাই নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা করার অর্থ। কারণ অন্যকে হত্যা করার পরিণাম তো নিজেকেই হত্যার সম্মুখীন করা, অন্তত কিছাছের বিধানে, আর আখেরাতের বরবাদি তো আছেই।

জন্য তা সহজ। ৩১. যদি তোমরা ঐ বড় বড় গোনাহ পরিহার কর, যা থেকে তোমাদের নিষেধ করা হয় তাহলে আমি তোমাদের (ছোট ছোট) 'কালিমা' তোমাদের (আমলনামা) থেকে মুছে দেব, আর তোমাদের দাখেল করব এক মর্যাদাপূর্ণ স্থানে।

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ؕ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ؕ وَ
سْـَٔلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمًا ۝ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِىَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ؕ وَ
الَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدًا ۝

৩২. আর যে সমস্ত বিষয় দ্বারা আমি তোমাদের কাউকে কারো উপর[২২৫] শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি (যেগুলো তোমাদের সাধ্যের মধ্যে নেই) সেগুলো (অর্জনের) আকাঙ্ক্ষা কর না। পুরুষেরা যাকিছু কর্ম করবে তাতে তাদের অংশ থাকবে, আর নারীরা যাকিছু কর্ম করবে তাতে তাদের অংশ থাকবে।[২২৬] আর তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে খুব জানেন। ৩৩. মা-বাবা ও নিকটতম আত্মীয়রা যে সম্পদ রেখে যায় তার প্রতিটির জন্য আমি কিছু উত্তরাধিকারী বানিয়েছি।[২২৭] আর যাদের অনুকূলে তোমাদের কোন চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে তাদেরকে তাদের ভাগ অবশ্যই দান কর। বস্তুত সর্ববিষয়ের উপর আল্লাহ্ সাক্ষী রয়েছেন।

(রুকূ- ৬)

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ؕ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ
حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ؕ وَالّٰتِىْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ
فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ۝

৩৪. পুরুষসম্প্রদায় নারীসম্প্রদায়ের উপর পরিচালক (নিযুক্ত হয়েছে), ঐ(গুণের) কারণে (যা দ্বারা) আল্লাহ্ তাদের একাংশকে একাংশের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং একারণেও যে, পুরুষেরা তাদের সম্পদ ব্যয় করে। সুতরাং নেক নারীগণ অনুগত হয় এবং (পুরুষের) গায়েবানা (তার হকসমূহ) হিফাযত করে, আল্লাহ্‌র দেয়া হেফাযতের সাহায্যে। আর তোমরা যে স্ত্রীদের অবাধ্যতার আশঙ্কা কর, (প্রথমে) তাদের উপদেশ দাও। আর (তাতে যদি সুরাহা না হয় তাহলে) শয়নশয্যায় তাদের সঙ্গ ত্যাগ কর। আর (তাতেও যদি সংশোধন না হয়, তাহলে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন মাত্রায়) তাদের (সাধারণ) প্রহার করতে পারো।[২২৮] অনন্তর যদি তারা তোমাদের আনুগত্য করে তাহলে

---

[২২৫] পুরুষ ও নারীকে পরস্পরের উপর, আবার কোন মানুষকে কোন মানুষের উপর।

[২২৬] যেসব নেক আমল সাধ্যের ভিতরে তাতে নর-নারীতে কোন তফাৎ নেই, যে যা করবে সে তা হতেই অংশ পাবে

[২২৭] সুতরাং ঐ বিধান হুবহু কার্যকর করা তোমাদের কর্তব্য।

[২২৮] বন্ধনীর কথাগুলো ...فإن أطعنكم এর অনিবার্য দাবী। সাবধান, শাসনের মধ্যে শুধু যেন শাসনই উদ্দেশ্য হয়। ক্রোধের, বা নাফসানি খাহেশের সামান্য যদি দখল থাকে, তাহলে আল্লাহ্‌র কাছে আমারো অপরাধ কিন্তু কম নয়। তখন আল্লাহ্‌র বান্দীকে প্রহার করার অর্থ হবে স্বয়ং আল্লাহ্‌কে...! সুতরাং সাবধান! সাবধান!

তাদের উপর বাড়াবাড়ির কোন পথ খোঁজো না। নিশ্চিত জেনে রেখো, আল্লাহ্ সবার উপরে, সবার বড়।[২২৯]

وَ اِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَابۡعَثُوۡا حَكَمًا مِّنۡ اَهۡلِهٖ وَ حَكَمًا مِّنۡ اَهۡلِهَا ۚ اِنۡ يُّرِيۡدَاۤ اِصۡلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيۡنَهُمَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيۡمًا خَبِيۡرًا ۝

৩৫. আর যদি তোমরা উভয়ের মাঝে 'ফাটলের' আশঙ্কা কর তাহলে (সমঝোতার উদ্দেশ্যে) স্বামীর পক্ষ হতে একজন ছালিছ এবং স্ত্রীর পক্ষ হতে একজন ছালিছ প্রেরণ কর। তারা যদি (উভয়ের মাঝে) সংশোধনই চায় তাহলে আল্লাহ্ উভয়ের মাঝে মিল করে দেবেন। বস্তুত আল্লাহ্ (সর্ববিষয়ে) যেমন জ্ঞান রাখেন তেমনি খবর রাখেন।

وَ اعۡبُدُوا اللّٰهَ وَ لَا تُشۡرِكُوۡا بِهٖ شَيۡـًٔا وَّ بِالۡوَالِدَيۡنِ اِحۡسَانًا وَّ بِذِى الۡقُرۡبٰى وَ الۡيَتٰمٰى وَ الۡمَسٰكِيۡنِ وَ الۡجَارِ ذِى الۡقُرۡبٰى وَ الۡجَارِ الۡجُنُبِ وَ الصَّاحِبِ بِالۡجَنۡۢبِ وَ ابۡنِ السَّبِيۡلِ ۙ وَ مَا مَلَكَتۡ اَيۡمَانُكُمۡ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنۡ كَانَ مُخۡتَالًا فَخُوۡرَا ۝ الَّذِيۡنَ يَبۡخَلُوۡنَ وَ يَاۡمُرُوۡنَ النَّاسَ بِالۡبُخۡلِ وَ يَكۡتُمُوۡنَ مَاۤ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنۡ فَضۡلِهٖ ؕ وَ اَعۡتَدۡنَا لِلۡكٰفِرِيۡنَ عَذَابًا مُّهِيۡنًا ۝

৩৬. আর তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর, তাঁর সঙ্গে কোনকিছুকে শরীক কর না, আর সদাচার কর মা-বাবার প্রতি এবং আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে এবং এতীমানের সঙ্গে এবং মাসাকীনের সঙ্গে এবং নিকটপ্রতিবেশীর প্রতি, দূরপ্রতিবেশীর প্রতি এবং সঙ্গে অবস্থান করা ব্যক্তির প্রতি এবং পথচারীর প্রতি এবং তোমাদের দাস-দাসীর প্রতি। বস্তুত যে দাম্ভিক, গর্বকারী তাকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না। ৩৭. যারা নিজেরা যেমন কৃপণতা করে তেমনি মানুষকেও কৃপণতার প্ররোচনা দেয়, আর আপন অনুগ্রহে আল্লাহ্ তাদের যাকিছু দিয়েছেন তা তারা গোপন করে। বস্তুত কাফিরীনের জন্য আমি লাঞ্ছনাকর আযাব তৈরী করে রেখেছি।

وَ الَّذِيۡنَ يُنۡفِقُوۡنَ اَمۡوَالَهُمۡ رِئَآءَ النَّاسِ وَ لَا يُؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰهِ وَ لَا بِالۡيَوۡمِ الۡاٰخِرِ ؕ وَ مَنۡ يَّكُنِ الشَّيۡطٰنُ لَهٗ قَرِيۡنًا فَسَآءَ قَرِيۡنًا ۝ وَ مَاذَا عَلَيۡهِمۡ لَوۡ اٰمَنُوۡا بِاللّٰهِ وَ الۡيَوۡمِ الۡاٰخِرِ وَ اَنۡفَقُوۡا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ بِهِمۡ عَلِيۡمًا ۝

৩৮. আর যারা মানুষকে দেখানোর জন্য[২৩০] নিজেদের ধনসম্পদ ব্যয় করে, না আল্লাহ্র প্রতি ঈমান রাখে, আর না শেষদিনের প্রতি। বস্তুত শয়তান যার দোসর হবে, দোসর হিসাবে সে বড় মন্দই তো হবে।

৩৯. আচ্ছা, তাদের কী ক্ষতি হতো যদি তারা আল্লাহ্র প্রতি এবং শেষদিনের প্রতি ঈমান আনতো, আর আল্লাহ্ তাদের যে রিযিক দান করেছেন তা থেকে (পুণ্যকর্মে কিছু) ব্যয় করত![২৩১] (কিন্তু আল্লাহ্ জানেন, তারা তা করবে না)। বস্তুত আল্লাহ্ তাদের বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞাত।

---

[২২৯] সুতরাং দুর্বল নারীদের উপর যে কোন অবিচারের জন্য তিনি তোমাদের সহজেই শায়েস্তা করতে পারবেন।

[২৩০] লোকপ্রদর্শনের জন্য...

[২৩১] কোরআনের লফয রক্ষা করে তরজমা, 'তাদেরকে দেয়া আল্লাহ্র রিযিক থেকে কিছু ইনফাক করত। (এখানে পুণ্যকর্মের বন্ধনীর প্রয়োজন নেই, কারণ ইনফাক শব্দের আবহই তা ধারণ করে।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۖ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٤٠﴾ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا
مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا ﴿٤١﴾ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ
بِهِمُ الْأَرْضُ ۚ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ﴿٤٢﴾

৪০. নিশ্চিত সত্য, আল্লাহ্ (কারো প্রতি) যার্‌রা বরাবরও যুল্‌ম করেন না। আর যদি (কারো আমলনামায়) কোন নেকি থাকে, তো তিনি তা কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেন, আর নিজের পক্ষ হতে বিরাট আজর দান করেন। ৪১. অনন্তর (তারা যেন ভেবে দেখে যে, তাদের) কী অবস্থা হবে, যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী আনবো, আর (আয় পেয়ারে নবী!) আপনাকে আমি এদের উপর সাক্ষীরূপে আনবো! ৪২. যারা কুফুর অবলম্বন করেছে, আর রাসূলের অবাধ্যতা করেছে, সেদিন তারা আকাঙ্ক্ষা করবে, হায়, যদি তাদেরসহ ভূমি সমান করে দেয়া হতো! বস্তুত তারা আল্লাহ্ থেকে কোন কথা গোপন করতে পারবে না।

(রুকূ. ৭)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ
تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً
فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

৪৩. আয় আহলে ঈমান! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা ছালাতের ধারেও যেয়ো না, যতক্ষণ (না) জানতে পারো যা তোমরা বলছো[২৩২] এবং জানাবাতের অবস্থায়, যতক্ষণ (না) গোসল করে নাও। হাঁ যদি তোমরা মুসাফির অবস্থায় থাকো (আর শর্তমত পানি না থাকে তাহলে তায়াম্মুম করে ছালাত পড়তে পারো।) আর যদি তোমরা অসুস্থ থাকো, বা সফরের উপর থাকো, বা তোমাদের কেউ 'হাম্মাম' থেকে আসে, বা তোমরা নারীদের 'পূর্ণরূপে' স্পর্শ করে থাকো, অনন্তর (অযু বা গোসলের জন্য) পানি না পাও তাহলে (উভয় তাহারাতের জন্যই তায়াম্মুমের নিয়তে) পাক মাটির ইচ্ছা কর, অনন্তর নিজেদের চেহারা ও হাত (ঐ মাটি দ্বারা) মাসেহ কর। বস্তুত আল্লাহ্ বড় মার্জনাকারী, বড় ক্ষমাশীল।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ ﴿٤٤﴾ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بِأَعْدَائِكُمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا ﴿٤٥﴾

৪৪. (আয় মুখাতাব্,) তুমি কি তাদের দিকে তাকাওনি যাদের (তাওরাত) কিতাবের কিছু পরিমাণ (ইলম) দান করা হয়েছে, (কীভাবে) তারা গোমরাহি খরিদ করছে, আর তারা চায়, তোমরাও যেন সরল পথ থেকে বিচ্যুত হও। ৪৫. আর আল্লাহ্ তোমাদের শত্রুদের সম্পর্কে খুব জানেন।

---

[২৩২] অর্থাৎ পূর্ণ হুঁশ ফিরে আসা পর্যন্ত। এটা ছিল ঐ সময়ের বিধান যখন শরাবের হুরমত নাযিল হয়নি, তবে যারা অন্তর্জ্ঞানী তারা এখান থেকেই যা বোঝার বুঝে নিয়েছিলেন।

আর অভিভাবকরূপে আল্লাহ্ যথেষ্ট, আর সাহায্যকারীরূপেও আল্লাহ্ যথেষ্ট।

مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ وَ يَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا وَ عَصَيْنَا وَ اسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَّ رَاعِنَا لَيًّا
بِاَلْسِنَتِهِمْ وَ طَعْنًا فِي الدِّيْنِ ؕ وَ لَوْ اَنَّهُمْ قَالُوْا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا وَ اسْمَعْ وَ انْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَ اَقْوَمَ ۙ وَ
لٰكِنْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝٤٦

৪৬. যারা ইহুদিয়াত অবলম্বন করেছে তাদের থেকে কিছুলোক (তাওরাতের) শব্দাবলী সরিয়ে ফেলে তার যথাস্থান থেকে, আর নিজেদের জিহ্বা বাঁকিয়ে এবং দ্বীনের প্রতি অপবাদ দিয়ে তারা বলে, سمعنا وعصينا (আমরা শুনলাম এবং অমান্য করলাম!) আরো বলে, اسمع غير مسمع (আমাদের নিবেদন শুনুন, আপনি যেন কোন কথা শুনতে না পান!) আরো বলে, راعنا (আমাদের প্রতি সদয় হোন!) [২৩৩] বস্তুত (সরল হৃদয়ের পরিচয় দিয়ে) তারা যদি বলতো سمعنا وأطعنا (আমরা শুনলাম এবং মান্য করলাম) আর اسمع وانظرنا (আমাদের নিবেদন শুনুন, আর আমাদের প্রতি সদয় দৃষ্টি দিন) তাহলে সেটাই তাদের জন্য হতো অধিক কল্যাণকর এবং অধিক সরল। কিন্তু তাদের কুফুরের কারণে আল্লাহ্ তাদের অভিশাপ দিয়ে রেখেছেন, তাই তারা ঈমান আনে না (তাদের) অল্প কিছু ছাড়া।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّطْمِسَ وُجُوْهًا فَنَرُدَّهَا عَلٰۤى اَدْبَارِهَاۤ
اَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّاۤ اَصْحٰبَ السَّبْتِ ؕ وَ كَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ۝٤٧ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَ يَغْفِرُ مَا
دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ وَ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰۤى اِثْمًا عَظِيْمًا ۝٤٨

৪৭. হে ঐ লোকেরা যাদের (আসমানি) কিতাব দেয়া হয়েছে, তোমরা ঈমান আনো কোরআনের প্রতি যা আমি (এখন) নাযিল করেছি, যা আগে থেকেই তোমাদের কাছে বিদ্যমান কিতাবকে সত্যায়ন/তাছদীক করে। (ঈমান আনো) এর আগে যে, কিছু চেহারা মিটিয়ে সেগুলো আমি করে দেবো পশ্চাদ্বেশের অনুরূপ, কিংবা তাদের অভিশাপ দেবো, যেমন অভিশাপ দিয়েছি শনিবার-ওয়ালাদের[২৩৪]। আর আল্লাহ্র ফায়ছালা তো কার্যকর হয়েই থাকে।

৪৮. নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তাঁর সঙ্গে শির্ক করা মাফ করেন না, এর চেয়ে কম যা গোনাহ আছে তা তিনি মাফ করে দেন যার জন্য ইচ্ছা করেন। বস্তুত যে আল্লাহ্র সঙ্গে শির্ক করে সে (আসলে আল্লাহ্র প্রতি) একগুরুতর পাপের অপবাদ আরোপ করে।[২৩৫]

---

[২৩৩] এরা এতই খবীছ ছিল যে, যখন জিজ্ঞাসা করা হতো যে, তোমরা কী বললে, তখন সাফাই দিয়ে বলতো, আমরা তো আসলে বলেছি, 'আপনার শত্রুদের অমান্য করলাম; এবং আপনি যেন অপ্রীতিকর কোন কথা শুনতে না পান, পক্ষান্তরে হিব্রু ভাষায় راعنا হচ্ছে গালিবিশেষ, কিন্তু জিজ্ঞাসার মুখে তারা বলতো, আমরা তো নির্দোষ অর্থটাই বুঝিয়েছি।

[২৩৪] তাওরাতমতে শনিবার ছিল ইহুদীদের জন্য কর্মহীন উপাসনাদিবস। কিন্তু তারা কৌশল করেছিল এবং কঠিন পরিণতির সম্মুখীন হয়েছিল। (বিশদ বয়ান তাফসীরে)

[২৩৫] যেন আল্লাহ্ই তাদেরকে এরূপ গুরুতর পাপের অনুমোদন দিয়েছেন!

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ اَنْفُسَهُمْ ؕ بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَآءُ وَ لَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ۝ اُنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ؕ وَ كَفٰى بِهٖۤ اِثْمًا مُّبِيْنًا ۝

৪৯. তুমি কি তাদের দিকে তাকাওনি, নিজেদের যারা খুব পরিশুদ্ধ বলে দাবী করে! (ওদের দাবী ভুল), বরং আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন, পরিশুদ্ধতা দান করেন। আর (এ ক্ষেত্রে) তাদের প্রতি সলিতাপরিমাণও যুলুম করা হয় না।[২৩৬] ৫০. দেখো, কীভাবে তারা আল্লাহ্র উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে! প্রকাশ্য পাপরূপে এটাই তো যথেষ্ট।

(রুকূ. ৮)

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَ الطَّاغُوْتِ وَ يَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا هٰۤؤُلَآءِ اَهْدٰى مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِيْلًا ۝ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ ؕ وَ مَنْ يَّلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ نَصِيْرًا ۝

৫১. তুমি কি তাদের দিকে তাকাওনি, যাদেরকে (তাওরাত) কিতাবের (জ্ঞানের) কিছু অংশ দান করা হয়েছে! (তাদের অবস্থা তো এই যে,) তারা মূর্তি ও শয়তানের প্রতি 'ঈমান' প্রকাশ করছে, আর (মূর্তিপূজার মাধ্যমে) যারা কুফুর করেছে তাদের অনুকূলে (সনদ দিয়ে) তারা (এই কিতাবীরা) বলে, যারা ঈমান এনেছে তাদের চেয়ে এরা সরল পথের বেশী অনুসারী। ৫২. ওরাই তারা, আল্লাহ্ যাদের লা'নত করেছেন। আর আল্লাহ্ যাকে লা'নাত করেন, তুমি তার জন্য কিছুতেই কোন সাহায্যকারী পাবে না।

اَمْ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَاِذًا لَّا يُؤْتُوْنَ النَّاسَ نَقِيْرًا ۝ اَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَاۤ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ فَقَدْ اٰتَيْنَاۤ اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ اٰتَيْنٰهُمْ مُّلْكًا عَظِيْمًا ۝ فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ بِهٖ وَ مِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ ؕ وَ كَفٰى بِجَهَنَّمَ سَعِيْرًا ۝

৫৩. নাকি (বিশ্বজগতের) রাজত্বে তাদের কোন অংশ রয়েছে! তাহলে তো মানুষকে তারা খেজুর-বীচির আবরণ পরিমাণও (কিছু) দেবে না! ৫৪. নাকি তারা (ঈমানদার) লোকদের ঈর্ষা করে, ঐ নেয়ামতের কারণে যা আল্লাহ্ তাদের দান করেছেন আপন অনুগ্রহে! (ঈর্ষা করবে কেন!) আমি তো (এর আগে) ইবরাহীমের বংশধরকে (তার একটি শাখাকে) কিতাব ও হিকমত দান করেছি এবং দান করেছি তাদের বিরাট রাজত্ব![২৩৭] ৫৫. তো তাদের মধ্য হতে কিছু তো আখেরী নবীর প্রতি ঈমান এনেছে, পক্ষান্তরে তাদের মধ্য হতে কিছু তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আর (ঐ কাফিরীনের 'খবর' নেয়ার জন্য) জ্বলন্ত আগুনরূপে জাহান্নামই যথেষ্ট।

---

[২৩৬] এমন নয় যে, কারো পরিশুদ্ধতা লাভের যোগ্যতা ছিল, কিন্তু আল্লাহ্র পক্ষ হতে পরিশুদ্ধতা দান করা হয়নি।

[২৩৭] এখন যদি ইবরাহীমের খান্দানের অন্য শাখায় ইসমাঈলের বংশের একজনকে নবুয়তের নেয়ামত দান করি, তাহলে ঈর্ষান্বিত হওয়ার কী আছে! তাছাড়া 'ইসমা'ঈলীরা' তো তোমাদের নবী-রাসূলানের প্রতি ঈমান রাখে, তবে তোমরা কেন এই নবীর প্রতি...! জগত সংসারের বলা যায়, সবচে বড় বিস্ময়, বনী ইসরাইলের সমস্ত নবী-রাসূলের নামে নাম রাখে মুসলিম উম্মাহ্। অথচ আমাদের একমাত্র নবীর উপর বনী ইসরাইলের এমন ক্রোধ...

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٥٦﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ﴿٥٧﴾

৫৬. যারা আমার বিভিন্ন আয়াতের প্রতি কুফুর করেছে,[২৩৮] অবশ্যই তাদের আমি (জাহান্নামের) আগুনে ঝলসাবো। যখনই তাদের চামড়া (আগুনে) সিদ্ধ হবে, আমি ঐ চামড়ার বদলে অন্য চামড়া তাদের দেবো, যাতে তারা আযাব (আরো চরমভাবে) আস্বাদন করতে পারে।[২৩৯] আল্লাহ্ তো মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞার অধিকারী। ৫৭. আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক নেক আমল করেছে, অবশ্যই আমি তাদের এমন বাগবাগিচায় দাখেল করব, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় নহর-নালা, তাতে তারা অনন্তকাল থাকবে। সেখানে তাদের জন্য থাকবে অতি পবিত্র স্ত্রীগণ। আর তাদের আমি দাখেল করব ঘন/নিবিড়/শীতল ছায়ায়।

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

৫৮. (আয় আহলে ঈমান!) অবশ্যই আল্লাহ্ তোমাদের আদেশ করছেন যে, যাবতীয় আমানত তোমরা তার হকদারের কাছে আদায় করে দেবে, আর যখন তোমরা মানুষের মাঝে ফায়ছালা করবে তখন যেন ইনছাফের সঙ্গে ফায়ছালা কর। আর আল্লাহ্ তোমাদের যে বিষয়ে উপদেশ দেন তা কত না উত্তম! বস্তুত আল্লাহ্ সব শোনেন, সব দেখেন। ৫৯. আয় আহলে ঈমান! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর, আর আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা শাসনক্ষমতার অধিকারী তাদের।[২৪০] অনন্তর যদি কোন বিষয়ে তোমরা পরস্পর বিরোধে জড়িয়ে পড়ো তাহলে সেটা আল্লাহ্ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও;[২৪১] প্রকৃতই যদি তোমরা ঈমান এনে থাকো আল্লাহ্র প্রতি এবং শেষদিনের প্রতি। পরিণামের বিচারে সেটাই সর্বোত্তম এবং সর্বসুন্দর।

(রুকূ. ৯)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿٦٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ﴿٦١﴾

---

[২৩৮] যারা আমার আয়াতসমস্ত প্রত্যাখ্যান করেছে....

[২৩৯] আধুনিক শরীরবিজ্ঞান বলছে, যন্ত্রণার অনুভূতি ত্বকের কারণেই হয়।

[২৪০] আল্লাহ্কে মান্য কর এবং রাসূলকে মান্য কর এবং (মান্য কর) তোমাদের মধ্য হতে যারা শাসক, তাদের ।

[২৪১] বিকল্প তরজমা, তাহলে তার ফায়ছালার ভার আল্লাহ্ ও রাসূলের কাছে অর্পণ কর।

৬০. (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি কি তাদের দিকে তাকাননি যারা দাবী করে যে, তারা ঈমান এনেছে ঐ কালামের প্রতি যা আপনার উপর নাযিল করা হয়েছে এবং ঐ কালামের প্রতিও যা আপনার পূর্বে নাযিল করা হয়েছে। অথচ (তাদের অবস্থা এই যে,) নিজেদের মোকদ্দমা তারা তাগূতের কাছে নিয়ে যেতে চায়, অথচ তাদের আদেশ করা হয়েছে তাগূতকে প্রত্যাখ্যান করার। আসল কথা হল, শয়তান চায় চরম পর্যায়ের গোমরাহিতে তাদের লিপ্ত করতে। ৬১. আর যখন তাদের বলা হয়, এসো তোমরা ঐ কিতাবের (ফায়ছালার) দিকে যা আল্লাহ্ নাযিল করেছেন এবং (এসো) রাসূলের (ফায়ছালার) দিকে তখন মুনাফিকীনকে তুমি দেখতে পাবে যে, তারা তোমার (আনুগত্য) থেকে বিলকুল সরে যাচ্ছে।

فَكَيْفَ إِذَآ أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَآ إِلَّآ إِحْسَٰنًا وَتَوْفِيقًا ﴿٦٢﴾ أُولَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِى قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِىٓ أَنفُسِهِمْ قَوْلًۢا بَلِيغًا ﴿٦٣﴾

৬২. তো কেমন হতে পারে তাদের অবস্থা যখন নিজেদের কৃতকর্মের কারণে তাদের উপর কোন বিপদ এসে পড়ে, তারপর তারা আপনার কাছে এই মর্মে আল্লাহ্র নামে কসম করতে করতে আসে যে, আমরা তো আসলে কল্যাণসাধন ও মীমাংসাসাধন ছাড়া আর কিছু চাইনি! (বস্তুত বড়ই মন্দ হবে তখন তাদের অবস্থা!)।

৬৩. ওরা এমন লোক যে, তাদের অন্তরে যাকিছু আছে, আল্লাহ্ সে বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান রাখেন। সুতরাং আপনি তাদের থেকে সরে থাকুন এবং তাদের উপদেশ দিতে থাকুন এবং নিজেদের সম্পর্কে তাদেরকে মর্মস্পর্শী কথা বলতে থাকুন।

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَٱسْتَغْفَرُوا۟ ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُوا۟ ٱللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿٦٤﴾ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

৬৪. আর কোন রাসূল আমি পাঠাইনি, তবে একমাত্র এ উদ্দেশ্যে যে আল্লাহ্র হুকুমে তাকে মান্য করা হবে। হায়, যদি তারা, যখন নিজেদের উপর যুলুম করেছে, আপনার কাছে হাযির হয়ে যেতো, অনন্তর তারা আল্লাহ্র কাছে ইস্তিগফার করত, আর রাসূল তাদের জন্য ইস্তিগফার করতেন (তাহলে তো) অবশ্যই আল্লাহ্কে তারা বড় তাওবাকবূলকারী, পরম দয়ালুরূপে পেত। ৬৫. তো না, (আয় পেয়ারে নবী!) আপনার রবের কসম, তারা মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ (না) নিজেদের মধ্যকার বিবাদের বিষয়ে তারা আপনাকে বিচারক বানাবে[২৪২], তারপর আপনি যে ফায়ছালা দেবেন সে বিষয়ে নিজেদের অন্তরে তারা কোন ক্ষোভ পাবে না, আর পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে তারা (তা) মেনে নেবে।

---

[২৪২] এটাই প্রচলিত তরজমা, তবে উন্নত তরজমা হল–
'তো (আয় পেয়ারে নবী!) আপনার রবের কসম, তারা মুমিন হতে পাওে না, যতক্ষণ না তারা আপনাকে বিচারকরূপে মেনে নেবে/গ্রহণ করবে।

وَ لَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِ اقْتُلُوْۤا اَنْفُسَكُمْ اَوِ اخْرُجُوْا مِنْ دِيَارِكُمْ مَّا فَعَلُوْهُ اِلَّا قَلِيْلٌ مِّنْهُمْ ؕ وَ لَوْ اَنَّهُمْ فَعَلُوْا مَا يُوْعَظُوْنَ بِهٖ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَ اَشَدَّ تَثْبِيْتًا ۙ﴿۶۶﴾ وَّ اِذًا لَّاٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ لَّدُنَّاۤ اَجْرًا عَظِيْمًا ۙ﴿۶۷﴾ وَّ لَهَدَيْنٰهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ۙ﴿۶۸﴾

৬৬. আর যদি আমি তাদের উপর বিধান আরোপ করতাম[২৪৩] যে, তোমরা নিজেরা নিজেদের কতল কর, বা আপন জনপদ থেকে বের হয়ে যাও তাহলে তারা তা পালন করত না, তাদের থেকে অল্পক'জন ছাড়া। পক্ষান্তরে যদি তাদের যে উপদেশ দেয়া হয় তারা তা পালন করত তাহলে তাদের জন্য তা অবশ্যই খুব কল্যাণকর হতো এবং (তাদের অন্তরে) অবিচলতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রবল (কার্যকর) হতো। ৬৭. আর তখন অবশ্যই আমি আমার পক্ষ হতে তাদের বিরাট আজর দিতাম, ৬৮. আর অবশ্যই তাদের আমি সরল পথের দিকে পরিচালিত করতাম।

وَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصّٰلِحِيْنَ ۚ وَ حَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ؕ﴿۶۹﴾ ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ ؕ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا ۧ﴿۷۰﴾

৬৯. আর যারা আল্লাহ্ ও (তাঁর) রাসূলকে মান্য করবে তো ওরাই থাকবে তাঁদের সঙ্গে যাদের উপর আল্লাহ্ নেয়ামত বর্ষণ করেছেন, অর্থাৎ আম্বিয়া, ছীদ্দীকীন, শহীদান ও ছালিহীন। আর সঙ্গী -হিসাবে 'ওঁরা' কত না উত্তম! ৭০. ঐ অনুগ্রহ (আসলে একমাত্র) আল্লাহ্র পক্ষ হতেই (প্রাপ্ত)। আর (মানুষের অবস্থা সম্পর্কে) জ্ঞাত হওয়ার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

(রুকূ. ১০)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ اَوِ انْفِرُوْا جَمِيْعًا ﴿۷۱﴾ وَ اِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيُبَطِّئَنَّ ۚ فَاِنْ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالَ قَدْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيَّ اِذْ لَمْ اَكُنْ مَّعَهُمْ شَهِيْدًا ﴿۷۲﴾ وَ لَئِنْ اَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللّٰهِ لَيَقُوْلَنَّ كَاَنْ لَّمْ تَكُنْۢ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهٗ مَوَدَّةٌ يّٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ مَعَهُمْ فَاَفُوْزَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴿۷۳﴾

৭১. আয় আহলে ঈমান! (শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার সময়) তোমাদের আত্মরক্ষার উপকরণ সঙ্গে রাখো। অনন্তর পৃথক পৃথক দলে (জিহাদের জন্য) যাত্রা কর, বা সবাই একসঙ্গে যাত্রা কর। ৭২. আর নিঃসন্দেহে তোমাদের মধ্য হতে অতিঅবশ্যই এমনও থাকবে, যে (জিহাদে যাত্রার বিষয়ে) গড়িমসি করবে। অনন্তর যদি কোন বিপদ তোমাদের আক্রান্ত করে (তখন) সে বলবে, আল্লাহ্ আমার উপর বড় অনুগ্রহ করেছেন যে, আমি তাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলাম না। ৭৩. পক্ষান্তরে যদি আল্লাহ্র পক্ষ হতে (বিজয়, বা মালে গনীমতের) অনুগ্রহ তোমরা লাভ কর তখন অবশ্যই সে বলবে– যেন তোমাদের মাঝে এবং তার মাঝে কোন অন্তরঙ্গতা ছিলই না– (বলবে,) হায় আমিও যদি তাদের সঙ্গে থাকতাম তাহলে তো আমিও বিরাট সফলতা অর্জন করতাম।

---

[২৪৩] বিকল্প তরজমা, আর যদি আমি তাদের উপর বিধান লিখে দিতাম যে,...

فَلْيُقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ۭ وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاۗءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ۚ وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۙ وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ۝

৭৪. সুতরাং (এদের কথা ছাড়ো, বরং) আল্লাহ্‌র রাস্তায় তারাই যেন লড়াই করে যারা আখেরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন বিক্রি করবে। বস্তুত যে আল্লাহ্‌র রাস্তায় লড়াই করবে, আর নিহত হবে, বা বিজয়ী হবে (সর্বাবস্থায়) অবশ্যই আমি তাকে বিরাট আজর দান করব। ৭৫. (আয় আহলে ঈমান!) তোমাদের হল কী যে তোমরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় লড়াই করছ না; এবং (লড়াই করছো না) অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে, (আয়) হামারে রাব্, এই জনপদ থেকে আমাদের বের করুন, যার বাসিন্দারা যালিম, আর আপনার পক্ষ হতে আমাদের জন্য নির্ধারণ করুন কোন অভিভাবক, আর আপনার পক্ষ হতে আমাদের জন্য নির্ধারণ করুন কোন সাহায্যকারী।

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَاۗءَ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا ۝

৭৬. যারা ঈমান এনেছে তারা তো লড়াই করে আল্লাহ্‌র রাস্তায়, আর যারা কুফুরি করেছে তারা লড়াই করে তাগূতের পথে। সুতরাং তোমরা শয়তানের দোসরদের বিরুদ্ধে লড়াই কর। বস্তুত শয়তানের চাল (ও জাল) অতি দুর্বল।

(রুকূ. ১১)

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْٓا اَيْدِيَكُمْ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ۚ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوْا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ۚ لَوْلَآ اَخَّرْتَنَآ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۭ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ ۚ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى ۣ وَلَا تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ۝

৭৭. (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি কি তাকাননি তাদের দিকে, (মক্কার পর্বে) যাদের বলা হতো, (দুশমনের উপর হামলা করা থেকে) তোমরা গুটিয়ে রাখো নিজেদের হাত, আর ছালাত কায়েম কর এবং যাকাত আদায় কর, (তখন তো তারা লাড়াইয়ের জোশ দেখাত।) অনন্তর যখন তাদের উপর লাড়াইয়ের বিধান আরোপ করা হল/লড়াই ফরয করা হল, হঠাৎ দেখা গেল তাদের একটা দল লোকদের ভয় পেতে লাগল আল্লাহ্‌কে ভয় পাওয়ার মত, বা আরো বেশী ভয়। আর তারা বলতে লাগল, (ইয়া) রাব্বানা! কেন আমাদের উপর লড়াই ফরয করলেন, সামান্য মেয়াদ পর্যন্ত আমাদেরকে অবকাশ কেন দিলেন না! (তাদের) আপনি বলুন, দুনিয়ার ভোগ খুব অল্প। আর আখেরাত উত্তম তার জন্য যে তাক্বওয়া অবলম্বন করে। আর তোমাদের যুলুম করা হবে না সলিতাপরিমাণও।

اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ ۭ وَاِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ وَ

إِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِكَ ۭ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۭ فَمَالِ هٰٓؤُلَاۗءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا ۝ مَآ اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ۡ وَمَآ اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ ۭ وَاَرْسَلْنٰكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلًا ۭ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ۝

৭৮. যেখানেই তোমরা থাকো, (নির্ধারিত সময়ে) মৃত্যু তোমাদের পাকড়াও করবেই, যদিও তোমরা মযবূত দুর্গের ভিতরেও থাক। (সুতরাং মৃত্যুর ভয়ে জিহাদ ও কিতাল থেকে পিছিয়ে থাকা অনেক বড় নির্বুদ্ধিতা।) আর যদি কোন কল্যাণ তাদের অর্জিত হয়, তখন তারা বলে, এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে এসেছে, আর যদি কোন মন্দকিছু তাদের কাছে আসে তখন তারা বলে, এটা তো আপনার পক্ষ হতে। আপনি বলুন, (ভালো ও মন্দ) সবই আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে। তো হল কী এই কাউমের, কোন কথা বোঝার ধারে কাছেও আসে না! ৭৯. যাকিছু কল্যাণ আপনার অর্জিত হয় তা আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে, আর যাকিছু অকল্যাণ আপনার অর্জিত হয় তা আপনার (নিজের) পক্ষ হতে। আর আপনাকে আমি মানুষের জন্য শুধু রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছি, (তাই কল্যাণ-অকল্যাণের ক্ষেত্রে আপনার কোন দায় নেই।) আর (এ বিষয়ে) সাক্ষীরূপে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ۚ وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ۝ وَيَقُوْلُوْنَ طَاعَةٌ ۡ فَاِذَا بَرَزُوْا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَاۗىِٕفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِيْ تَقُوْلُ ۭ وَاللّٰهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُوْنَ ۚ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَي اللّٰهِ ۭ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ۝

৮০. বস্তুত যে রাসূলকে মান্য করে সে (আসলে) আল্লাহ্‌কে মান্য করে, আর যে (আনুগত্য হতে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, তো (আয় পেয়ারে নবী! আপনি বিলকুল দায়মুক্ত), কারণ আপনাকে তো আমি তাদের উপর পাহারাদার বানিয়ে পাঠাইনি। ৮১. আর (আয় পেয়ারে নবী!) তারা (মুনাফিকীন সামনাসামনি তো) বলে, 'আনুগত্য'![২৪৪] তবে যখন আপনার এখান থেকে (অন্যস্থানের উদ্দেশ্যে) বের হয় তখন তাদের মধ্য হতে একটা দল, আপনি যাকিছু বলেন, তার বিপরীতে নৈশচক্রান্তে লিপ্ত হয়। তাদের নৈশচক্রান্তের কথা আল্লাহ্‌ (তাদের আমলনামায়) লিখে রাখছেন। সুতরাং আপনি তাদের থেকে সরে থাকুন,[২৪৫] আর আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করুন। আর (আপনার) তদারককারীরূপে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ ۭ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا ۝ وَاِذَا جَاۗءَهُمْ اَمْرٌ مِّنَ الْاَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَذَاعُوْا بِهٖ ۭ وَلَوْ رَدُّوْهُ اِلَى الرَّسُوْلِ وَاِلٰٓى اُولِي الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْۢبِطُوْنَهٗ مِنْهُمْ ۭ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطٰنَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝

---

[২৪৪] আর মুনাফিকীন সামনাসামনি তো আনুগত্যের কথা বলে...!

[২৪৫] বিকল্প তরজমা, সুতরাং আপানি তাদের এড়িয়ে চলুন।

৮২. তো তারা কি কোরআন (নিয়ে) চিন্তা করে না! আর (তারা কি বুঝতে পারে না যে,) যদি তা গায়রুল্লাহ্‌র কাছ থেকে এসে থাকতো তাহলে তো অবশ্যই তারা তাতে বহু বিভিন্নতা/অসঙ্গতি পেতো! ৮৩. আর (এই মুনাফিকীনের বদ খাছলত এই যে,) যখন তাদের কাছে কোন বিষয় আসে, হোক তা শান্তির, বা ভীতির (সত্য, মিথ্যা চিন্তা না করেই) তারা তা ছড়াতে থাকে। অথচ যদি তারা সেটাকে রাসূলের কাছে এবং তাদের দায়িত্বশীলদের কাছে নিয়ে যেতো তাহলে তাদের মধ্য হতে যারা তা অনুসন্ধানের যোগ্যতা রাখে তারা প্রকৃত বিষয় অবশ্যই জানতে পারতো। আর (আয় আহলে ঈমান!) তোমাদের উপর যদি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ এবং তাঁর করুণা না হতো, অল্প কিছু বাদে সবাই তোমরা অবশ্যই শয়াতানকে অনুসরণ করতে/শয়তানের পিছনে চলে যেতে!

فَقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ لَا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّكُفَّ بَاْسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۗ وَاللّٰهُ اَشَدُّ بَاْسًا وَّاَشَدُّ تَنْكِيْلًا ۝ مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهٗ نَصِيْبٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهٗ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيْتًا ۝

৮৪. সুতরাং (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি আল্লাহ্‌র রাস্তায় লড়াই করুন। (আর জেনে রাখুন,) আপনার উপর আপনি ছাড়া আর কারো দায়ভার থাকবে না। তবে হাঁ, মুমিনীনকে (লড়াই করার উপর) উদ্বুদ্ধ করতে থাকুন। আশু সম্ভাবনা আছে যে, যারা কুফুর করেছে তাদের পরাক্রম আল্লাহ্ (আপনার থেকে এবং মুমিনীন থেকে) রোধ করবেন।[২৪৬] কারণ আল্লাহ্ পরাক্রমে সবচে' প্রবল এবং সাজা দেয়ার ক্ষেত্রে সবচে' প্রবল। ৮৫. যে ব্যক্তি (কারো অনুকূলে) উত্তম কোন সুপারিশ করবে, তার জন্য তা থেকে ভাগ নির্ধারিত হবে, পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মন্দ সুপারিশ করবে তার জন্য তা থেকে 'দায়ভার' আসবে। বস্তুত আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের উপরই পূর্ণ 'নযরদার'।

وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَآ اَوْ رُدُّوْهَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا ۝ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۗ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۗ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا ۝

৮৬. আর যখন তোমরা (কারো কাছ থেকে) কোন প্রকার 'অভিবাদন' প্রাপ্ত হও তখন তোমরা (তাকে) প্রতিঅভিবাদন কর তার চেয়ে উত্তম দ্বারা, বা সেটাই ফিরিয়ে দাও; (কিন্তু তার চেয়ে নিম্ন যেন না হয় কিছুতেই)। আল্লাহ্ কিন্তু প্রত্যেক বিষয়ের উপর পূর্ণ হিসাবরক্ষক। ৮৭. আল্লাহ্, তিনি ছাড়া নেই কোন ইলাহ; অবশ্যই তিনি তোমাদের জমা করে রোয কেয়ামতের দিকে নিয়ে যাবেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর কথায় কে বেশী সত্যবাদী আল্লাহ্‌র চেয়ে!

(রুকূ. ১২)

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنٰفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوْا ۗ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَهْدُوْا مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ۗ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ۝ وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ كَمَا كَفَرُوْا فَتَكُوْنُوْنَ سَوَآءً فَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ اَوْلِيَآءَ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا فِيْ

---

[২৪৬] বিকল্প তরজমা, হয়ত অচিরেই আল্লাহ্ কাফিরদের যুদ্ধক্ষমতা খর্ব করে দেবেন।

سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ ۪ وَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ۙ﴿۸۹﴾

৮৮. তো (আয় আহলে ঈমান!) তোমাদের হল কী যে, মুনাফিকীন সম্পর্কে তোমরা দু'দলে বিভক্ত হয়ে গেলে! অথচ তারা যে কর্ম করেছে তার পরিণামে আল্লাহ্ তাদের 'উপুড়' করে ছেড়েছেন! তোমরা কি চাও যে, আল্লাহ্ যাকে (তার চাহিদামত) ভ্রষ্ট করেছেন তাকে তোমরা সরল পথে পরিচালিত করবে! অথচ আল্লাহ্ যাকে ভ্রষ্ট করেন তার জন্য তুমি কখনো কোন কল্যাণপথ খুঁজে পাবে না। ৮৯. তারা চায় তো এ-ই যে, তোমরাও কুফুর কর যেমন তারা কুফুর করেছে, এভাবে তোমরা (তাদের) সমান হয়ে যাও। সুতরাং (আয় আহলে ঈমান!) তাদের মধ্য হতে তোমরা 'বন্ধুস্বজন' বানিয়ো না যতক্ষণ (না) তারা আল্লাহ্র রাস্তায় হিজরত করে (এবং জীবনাচারের ক্ষেত্রে তোমাদের মত হয়ে যায়)। অনন্তর যদি তারা (হিজরত থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে ধরো তাদের এবং যেখানেই তাদের পেলে সেখানেই তাদের কতল কর। আর তাদের মধ্য থেকে কাউকে না (নিজের) বন্ধু বানাবে, না সাহায্যকারী।

اِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ اِلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ اَوْ جَآءُوْكُمْ حَصِرَتْ صُدُوْرُهُمْ اَنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ اَوْ يُقَاتِلُوْا قَوْمَهُمْ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقٰتَلُوْكُمْ ۚ فَاِنِ اعْتَزَلُوْكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ وَاَلْقَوْا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ ۙ فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا ﴿۹۰﴾

৯০. তবে (এই বিধান থেকে তারা ব্যতিক্রম) যারা এমন কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গে গিয়ে যুক্ত হয়েছে যে, তোমাদের মাঝে এবং তাদের মাঝে (সন্ধির) কোন চুক্তি রয়েছে, অথবা তোমাদের কাছে এসেছে এমন অবস্থায় যে, তাদের অন্তর তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এবং আপন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতে বিমুখ হয়ে পড়েছে। বস্তুত আল্লাহ্ যদি চাইতেন তাহলে অবশ্যই তাদেরকে তোমাদের উপর চাপিয়ে দিতে পারতেন, আর অবশ্যই তারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করত। সুতরাং তারা যদি তোমাদের এড়িয়ে যায়, আর তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই না করে, বরং তোমাদের দিকে শান্তিপ্রস্তাব এগিয়ে দেয়, তাহলে আল্লাহ্ কিন্তু তোমাদের জন্য তাদের উপর কোন রাস্তা রাখেননি।[২৪৭]

سَتَجِدُوْنَ اٰخَرِيْنَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّاْمَنُوْكُمْ وَيَاْمَنُوْا قَوْمَهُمْ ؕ كُلَّمَا رُدُّوْٓا اِلَى الْفِتْنَةِ اُرْكِسُوْا فِيْهَا ۚ فَاِنْ لَّمْ يَعْتَزِلُوْكُمْ وَيُلْقُوْٓا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوْٓا اَيْدِيَهُمْ فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ ؕ وَاُولٰٓئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ﴿۹۱﴾

৯১. (মুনাফিকীনের মধ্যে) অবশ্যই তোমরা অন্যকিছু লোক পাবে, যারা চায় যে, তোমাদের থেকেও নিরাপদ থাকবে, আবার আপন সম্প্রদায় থেকেও নিরাপদ থাকবে, (তবে) যখনই ফিতনার দিকে তাদের ফেরত ডাকা হয়[২৪৮] তখনি তারা তাতে মুখথুবড়ে পড়ে। তো এরা যদি (যুদ্ধবিষয়ে)

---

[২৪৭] বিকল্প তরজমা, তাহলে আল্লাহ্ কিন্তু তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়ার কোন পথ খোলা রাখেননি।

[২৪৮] ফেরত ঠেলে দেয়া হয়/ ফিরিয়ে নেয়া হয়/ফিরিয়ে আনা হয়...

তোমাদের এড়িয়ে না চলে, আর তোমাদের দিকে শান্তিপ্রস্তাব এগিয়ে না দেয়, আর (তোমাদের থেকে) নিজেদের হাত গুটিয়ে না রাখে তাদেরও ধর, এবং যেখানে তাদের পেলে সেখানেই তাদের কতল কর। বস্তুত তোমাদের ঐ লোকেরা, তাদের উপর তোমাদের জন্য আমি পরিষ্কার ক্ষমতা দিয়েছি।

(রুকূ. ১৩)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّصَّدَّقُوْا ۭ فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۭ وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖ وَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ۡ تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝

৯২. কোন মুমিনের জন্য (এটা) শোভন হতে পারে না যে, কোন মুমিনকে সে হত্যা করবে, তবে হাঁ, হতে পারে ভুলক্রমে। তো কোন মুমিনকে যে ভুলক্রমে হত্যা করবে (তার কাফফারা হল), একজন মুমিন গোলাম (পুরুষ বা নারী) মুক্ত করা, আর রক্তপণ (ও দিয়ত), যা নিহতের ওয়ারিছদের কাছে অর্পণ করা হবে, তবে তারা যদি (দিয়ত থেকে) অব্যাহতি দান করে, (তাহলে ভিন্ন কথা)। আর ঐ নিহত ব্যক্তি যদি তোমাদের কোন শত্রুসম্প্রদায় থেকে হয়, আর সে মুমিন হয় তাহলে (বিধান হল) এক মুমিন গোলাম (পুরুষ বা নারী) মুক্ত করা। আর যদি সে (ঐ নিহত ব্যক্তি) এমন কাউম থেকে হয় (যে,) তোমাদের মাঝে এবং তাদের মাঝে কোন সমঝোতাচুক্তি রয়েছে তাহলে (বিধান হল) রক্তপণ, যা অর্পণ করা হবে নিহতের ওয়ারিছদের কাছে, আর এক মুমিন গোলাম (পুরুষ বা নারী) মুক্ত করা। তবে যে (আযাদ করার মত মুমিন গোলাম) না পায় (তার জন্য বিধান হল) লাগাতার দুই মাসের ছিয়াম। (এটা) আল্লাহর পক্ষ হতে (নির্ধারিত) তাওবা। বস্তুত আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, মহাপ্রজ্ঞাবান।

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاۗؤُهٗ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا ۝ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰٓى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ۚ تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۡ فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ ۭ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوْا ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۝

৯৩. আর কোন মুমিনকে যে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে তার সাজা হবে জাহান্নাম, যাতে সে চিরকাল থাকবে। আর আল্লাহ্ তার উপর ক্রুদ্ধ হবেন এবং তাকে অভিশাপ দেবেন এবং তার জন্য বিরাট আযাব তৈয়ার করে রাখবেন। ৯৪. আয় আহলে ঈমান, যখন তোমরা আল্লাহ্র রাস্তায় সফর করবে তখন (কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে প্রতিটি বিষয়) খুব অনুসন্ধান কর, আর যে তোমাদের উদ্দেশ্যে সালাম নিবেদন করল, (শুধু) দুনিয়ার জীবনের সামগ্রী লাভের গরযে তাকে বল না যে, তুমি (প্রকৃত) মুমিন নও।[২৪৯] আল্লাহ্র কাছে তো বহু মালে গনীমত রয়েছে (যা এভাবে নয়, বরং

[২৪৯] শুধু জান বাঁচাতে চাও। সুতরাং আমরা তোমাকে কতল করব, এমন একটা ঘটনা তখন অসতর্কতার কারণে ঘটেছিল।

বৈধভাবেই অর্জন করতে পারবে। চিন্তা করে তো দেখ,) পূর্বে তোমরাও ঐরকম (অমুসলিম) ছিলে, অনন্তর আল্লাহ্ তোমাদের উপর অনুগ্রহ করলেন।[২৫০] সুতরাং তোমরা খুব অনুসন্ধান কর। তোমরা যাকিছু কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্, অবশ্যই বা-খবর।

لَا يَسْتَوِي الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجٰهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ؕ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً ؕ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ؕ وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٩٥﴾ دَرَجٰتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٩٦﴾

৯৫. যে সমস্ত মুমিন ওযর ছাড়া (ঘরে) বসে আছে, আর যারা নিজেদের জান ও মাল নিয়ে আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করছে তারা সমান হতে পারে না। বসে থাকা লোকদের উপর নিজেদের জান ও মাল নিয়ে জিহাদকারীদেরকে আল্লাহ্ মর্যাদায় শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। (তবে এমনিতে) আল্লাহ্ প্রত্যেককেই (ঈমানের সূত্রে) উত্তম পরিণতির ওয়াদা করেছেন। আর (আবারো বলছি, শোনো, ঘরে) বসে থাকা লোকদের উপর মুজাহিদীনকে আল্লাহ্ বিরাট আজর দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, ৯৬. অর্থাৎ (বিশেষভাবে) নিজের পক্ষ হতে বড় বড় মরতবা এবং মাগফিরাত ও রহমত। বস্তুত আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(রুকূ. ১৪)

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ ؕ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِي الْاَرْضِ ؕ قَالُوْٓا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا ؕ فَاُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ﴿٩٧﴾

৯৭. বস্তুত ফিরেশতারা যাদের রূহ কব্য করেন, এমন অবস্থায় যে, নিজেদের উপর তারা যুলুম করেছে,[২৫১] (ফিরেশতাগণ তাদের উদ্দেশ্যে) বলেন, তোমরা কী অবস্থার মধ্যে ছিলে (যে, তোমাদের আমলের এমন দুর্দশা!) তারা বলে, আমরা তো যমীনে অসহায় ছিলাম। ফিরেশতাগণ বলেন, আল্লাহ্র ভূখণ্ড কি প্রশস্ত ছিল না, যাতে সেখানে তোমরা হিজরত করতে! তো ওরা, তাদেরই ঠিকানা হল জাহান্নাম, আর গন্তব্যস্থল হিসাবে তা কত না মন্দ!

اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً وَّلَا يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلًا ﴿٩٨﴾ فَاُولٰٓئِكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّعْفُوَ عَنْهُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُوْرًا ﴿٩٩﴾ وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِي الْاَرْضِ مُرٰغَمًا كَثِيْرًا وَّسَعَةً ؕ وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْۢ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١٠٠﴾

---

[২৫০] আর তোমরা মুমিন হলে, অথচ মুখের দাবী ছাড়া তোমাদের ঈমান প্রমাণের কোন উপায় ছিল না।

[২৫১] অর্থাৎ ঈমান না এনে কুফুরের অবস্থায় থাকা, পরিণাম পরিণতির বিচারে এটা হল নিজের উপর চরম যুলুম বা অবিচার, কিংবা ঈমান আনার পর গোনাহ ও পাপাচারে লিপ্ত থাকা, এটাও নিজের উপর বড় যুলুম। এ দু'ই অবস্থাকেই কোরআন বলে 'নিজের উপর যুলুম করা'।

৯৮. তবে যে সমস্ত অসহায় পুরুষ, নারী ও বাচ্চা কোন উপায় করতে পারে না এবং কোন পথও খুঁজে পায় না, ৯৯. তো ওরা, খুবই সম্ভব যে, আল্লাহ্ তাদের মার্জনা করবেন, বস্তুত আল্লাহ্ পরম মার্জনাকারী, পরম ক্ষমাশীল। ১০০. আর যে আল্লাহ্র রাস্তায় হিজরত করবে সে কিন্তু ভূখণ্ডে বহু স্থান এবং প্রশস্ততা পাবে। আর যে আপন ঘর হতে বের হয় আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকে মুহাজির অবস্থায়, তারপর (পথে) মৃত্যু তাকে ধরে ফেলে, তো তার আজর আল্লাহ্র উপর অবশ্যই সাব্যস্ত হয়েছে। বস্তুত আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, চিরদয়ালু।

(রুকূ. ১৫)

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ﴿١٠١﴾

১০১. আর যখন তোমরা যমীনে সফর কর, আর আশঙ্কা কর যে, কাফিরীন তোমাদের নাজেহাল করবে, তখন তোমাদের উপর কোন গোনাহ নেই যে, তোমরা ছালাতে কছর করবে। (কারণ, আমি জানি,) কাফিরীন তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ۖ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ ۖ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ ۖ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿١٠٢﴾

১০২. আর (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি যখন তাদের মধ্যে থাকেন এবং (ইমামরূপে) তাদের জন্য ছালাত কায়েম করেন তখন তাদের একটি দল যেন আপনার সঙ্গে দাঁড়ায়, আর তারা যেন নিজেদের অস্ত্রসস্ত্র সঙ্গে রাখে। তো যখন তারা সিজদা করে ফারেগ হবে তখন যেন তারা তোমাদের পিছনে (শত্রুর মুখোমুখি) অবস্থান করে। আর অন্যদলটি যেন এসে যায়, যারা এখনো ছালাত শুরু করেনি, তো তারা যেন আপনার সঙ্গে ছালাত শুরু করে। তবে (পূর্ববর্তী দলটির মত) তারাও যেন আত্মরক্ষার উপকরণ ও অস্ত্রসস্ত্র সঙ্গে রাখে। যারা কুফুরি করেছে তারা তো এ-ই চায় যে, যদি তোমরা (কিছু সময়ের জন্য হলেও) নিজেদের অস্ত্রসস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম থেকে উদাসীন হতে, আর তারা তোমাদের উপর একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়তো! আর যদি তোমাদের কষ্ট হয় বৃষ্টির কারণে বা তোমরা অসুস্থ হও তখন নিজেদের হাতিয়ার রেখে দেয়ার মধ্যে তোমাদের উপর কোন গোনাহ্ নেই, তবে নিজেদের সতর্কতা রক্ষা কর। বস্তুত কাফিরীনের জন্য আল্লাহ্ লাঞ্ছনাকর আযাব তৈয়ার করে রেখেছেন।

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ۖ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۚ وَتَرْجُونَ

مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْضٰى مِنَ الْقَوْلِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطًا ۝

১০৩. তো যখন তোমরা ছালাত আদায় করে সারবে তখন (সর্বাবস্থায়) তোমরা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করতে থাকো, (যেমন) দাঁড়ানো অবস্থায় (তেমনি) বসা অবস্থায়, আর (তেমনি) শোয়া অবস্থায়। তো যখন (শত্রুর দিক থেকে) তোমরা আশ্বস্ত হয়ে গেলে তখন (স্বাভাবিক অবস্থার মত) ছালাত আদায় কর। নিঃসন্দেহে ছালাত মুমিনীনের উপর ফরয সময় দ্বারা আবদ্ধ অবস্থায় রয়েছে। ১০৪. আর শত্রুদলের পিছনে ধাওয়া করার সময় তোমরা দুর্বলতা দেখিও না। যদি তোমরা কষ্টগ্রস্ত হয়ে থাকো তাহলে তারাও তো কষ্টগ্রস্ত হয় যেমন তোমরা কষ্টগ্রস্ত হও। অথচ তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে এমন কিছু (আজর ও প্রতিদান) আশা কর যা তারা আশা করে না। বস্তুত আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, মহাপ্রজ্ঞার অধিকারী।

(রুকূ. ১৬)

اِنَّاۤ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَاۤ اَرٰىكَ اللّٰهُ ۚ وَلَا تَكُنْ لِّلْخَآئِنِيْنَ خَصِيْمًا ۝ وَّاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَثِيْمًا ۝

১০৫. (আয় পেয়ারে নবী,) নিঃসন্দেহে আমি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি সত্যসহ যেন মানুষের মাঝে আপনি বিচার করতে পারেন ঐ পন্থায় যা আল্লাহ্ আপনাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। আর আপনি খেয়ানতকারীদের প্রতি তরফদার হবেন না।[২৫২] ১০৬. আর আপনি আল্লাহ্‌র কাছে ইস্‌তিগফার করুন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ১০৭. আর (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি তাদের পক্ষ নিয়ে কখনো যেন বিতর্ক না করেন যারা নিজেদেরই সঙ্গে খেয়ানত করে। বস্তুত খিয়ানতে অভ্যস্ত কোন পাপিষ্ঠকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না।

يَّسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ مَعَهُمْ اِذْ يُبَيِّتُوْنَ مَا لَا يَرْضٰى مِنَ الْقَوْلِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطًا ۝ هٰۤاَنْتُمْ هٰۤؤُلَآءِ جٰدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۣ فَمَنْ يُّجَادِلُ اللّٰهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَمْ مَّنْ يَّكُوْنُ عَلَيْهِ وَكِيْلًا ۝

১০৮. (লজ্জার কারণে নিজেদের অপকর্ম) মানুষ থেকে তো তারা গোপন করে রাখে, কিন্তু আল্লাহ্ থেকে তো (কোন কিছু) গোপন করতে পারে না। কারণ তিনি তো তাদের সঙ্গে তখনো থাকেন যখন রাতের আড়ালে তারা ঐ সব কথা বলে যা আল্লাহ্ পছন্দ করেন না। আর তারা যাকিছু করে, আল্লাহ্ তা বেষ্টন করে আছেন। ১০৯. তো এই যে তোমরা, দুনিয়ার জীবনে তাদের পক্ষ নিয়ে (মানুষের সঙ্গে) বিবাদ-বিতর্ক তো করলে, কিন্তু কেয়ামতের দিন তাদের পক্ষ হয়ে আল্লাহ্‌র সঙ্গে কে বিবাদ-বিতর্ক করবে![২৫৩] কিংবা কে ওকীল হয়ে তাদের উপর ছায়া দেবে।

---

[২৫২] খাইনীনের প্রতি....! আয়াতের বক্তব্য ও বার্তা সার্বজনীন, তবে এর অবতারণ বিশেষ ঘটনাকেন্দ্রিক।

[২৫৩] কিন্তু কেয়ামতের দিন কে তাদের হয়ে 'পায়রবি করবে' আল্লাহ্‌র সামনে।/ কে আল্লাহ্‌র সামনে তাদের হয়ে মোকদ্দমা লড়বে।

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١١٠﴾ وَمَنْ يَّكْسِبْ اِثْمًا فَاِنَّمَا يَكْسِبُهٗ عَلٰى نَفْسِهٖ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١١١﴾ وَمَنْ يَّكْسِبْ خَطِيْٓئَةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ بَرِيْٓـًٔا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَّ اِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿١١٢﴾

১১০. আর যে কোন মন্দ কাজ করে বসে, কিংবা নিজের উপর কোন যুলুম করে বসে, তারপর (ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হৃদয়ে) আল্লাহ্‌র কাছে ইস্‌তিগফার করে, আল্লাহ্‌কে সে পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু পাবে। ১১১. আর যে (ব্যক্তি) কোন গোনাহ কামাবে সে তো নিজেরই বিপক্ষে তা কামাই করবে।[২৫৪] বস্তুত আল্লাহ্‌ সর্ববিষয়ে জ্ঞাত, মহাপ্রজ্ঞাবান। ১১২. আর যে (ব্যক্তি) কোন অনাচার বা পাপ করে, তারপর কোন নির্দোষকে সেবিষয়ে অভিযুক্ত করে[২৫৫] তাহলে তো বড় গুরুতর অপবাদ এবং পরিষ্কার গোনাহ (নিজে) বহন করল।

(রুকূ. ১৭)

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهٗ لَهَمَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُّضِلُّوْكَ ؕ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّوْنَكَ مِنْ شَيْءٍ ؕ وَ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ؕ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ﴿١١٣﴾

১১৩. আর (আয় পেয়ারে নবী!) আপনার উপর যদি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও করুণা না হতো তাহলে তো তাদের মধ্য হতে একটি দল (সঠিক পথ থেকে) আপনাকে বিচ্যুত করার মনস্থ করেই ফেলেছিল। আসলে কিন্তু তারা নিজেদের ছাড়া আর কাউকে বিচ্যুত করছে না। বস্তুত তারা আপনার কোনপ্রকার ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ্‌ আপনার উপর কিতাব ও হিকমত নাযিল করেছেন এবং আপনাকে তা শিক্ষা দিয়েছেন যা আপনি জানতেন না। আসল কথা, আপনার উপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ (বরাবরই) বিরাট ছিল।

لَا خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰىهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍۢ بَيْنَ النَّاسِ ؕ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿١١٤﴾ وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ؕ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ﴿١١٥﴾

১১৪. তাদের বহু গোপন পরামর্শে কোন কল্যাণ নেই, তবে যে (ব্যক্তি) আদেশ করে কোন ছাদাকার, বা কোন সদাচারের, বা মানুষের মাঝে সংশোধনের; আর যে ঐগুলো করবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের প্রয়াসে, আমি অবশ্যই তাকে আজরে আযীম দান করব। ১১৫. আর যে নিজের সামনে সরল পথ পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পরো রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমিনীনের পথ ছাড়া অন্যপথে চলে, তো আমি তাকে ঐ পথেরই পথিক করে দেবো, যা নিজের জন্য সে গ্রহণ করেছে,

---

[২৫৪] এই গোনাহের সাজা ও ফল তো তাকেই ভোগ করতে হবে দুনিয়াতে এবং আখেরাতে। সুতরাং এত বেপরোয়া হয়ে পাপকর্মে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়।

[২৫৫] ... কোন দোষ বা পাপকর্মে লিপ্ত হয় তারপর কোন নির্দোষের উপর তার দায়ভার চাপিয়ে দেয়...

২৫৬ আর (পরিণামে) তাকে জাহান্নামে ঝলসাবো, আর গন্তব্যরূপে তা কত না মন্দ!২৫৭

(রুকূ. ১৮)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١١٦﴾ إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا ۖ وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا ﴿١١٧﴾ لَعَنَهُ اللَّهُ ۘ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴿١١٨﴾

১১৬. নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তার সঙ্গে শির্ক করা (কখনো) মাফ করবেন না; তবে ওর চেয়ে কম পর্যায়ের গোনাহ তিনি মাফ করবেন, যার অনুকূলে ইচ্ছা করবেন তাকে। বস্তুত যে আল্লাহ্র সঙ্গে (কিছুকে বা কাউকে) শরীক সাব্যস্ত করে সে বহু দূরের ভ্রষ্টতায় লিপ্ত হয়। ১১৭. তারা তো আল্লাহ্ ছাড়া কতিপয় নারীমূর্তিকেই ডাকে!২৫৮ আসলে তারা চরম অবাধ্য শয়তানকেই শুধু ডাকে, ১১৮. যাকে আল্লাহ্ অভিশপ্ত করে রেখেছেন। আর সে তো (আল্লাহ্কে) বলেই রেখেছে, আমি তো আপনার বান্দাদের থেকে একটা নির্ধারিত অংশকে দখল করেই ছাড়বো।

وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا ﴿١١٩﴾ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢٠﴾ أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ﴿١٢١﴾

১১৯. আর আমি অবশ্যই তাদের ভ্রষ্ট করে ছাড়বো, আর আমি তাদের মিথ্যা আশা দিয়েই রাখবো, আর অবশ্যই তাদের আমি প্ররোচনা দেবো, যাতে তারা গবাদি পশুর কর্ণবিদীর্ণ করে, তদুপরি অতিঅবশ্যই আমি তাদের প্ররোচিত করব, যাতে তারা আল্লাহ্র সৃষ্টিতে রদবদল করে।২৫৯ আর যারা আল্লাহ্র পরিবর্তে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে সে তো সুস্পষ্ট ক্ষতিগ্রস্ততার শিকার হবে। ১২০. সে তো তাদেরকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয় এবং মিথ্যা আশা দিয়ে রাখে, অথচ (প্রকৃত অবস্থা হল,) শয়তান তাদের যাকিছু প্রতিশ্রুতি দেয় তা প্রতারণা ছাড়া কিছু নয়।২৬০ ১২১. ওরা, তাদের ঠিকানা হল জাহান্নাম, আর তা থেকে (বাঁচার জন্য) তারা কোন 'পলায়নপথ' পাবে না।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا ۚ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴿١٢٢﴾ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ ۗ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ ۙ وَلَا

---

২৫৬ বিকল্প তরজমা, আমি তাকে তার চলার পথেই চলতে দেব।

২৫৭ বিকল্প তরজমা, আর জাহান্নাম কত না মন্দ গন্তব্যস্থল।

২৫৮ বিকল্প তরজমা, অথচ নারীদের প্রতি তাদের আচরণ ন্যাক্কারজনক!

২৫৯ আধুনিক যুগের প্লাস্টিক সার্জারি, যার প্রাথমিক রূপ তখনো প্রচলিত ছিল, বলাবাহুল্য, এগুলো সব শয়তানি কাজ। অবশ্য যদি অনিবার্য প্রয়োজনে করা হয় তাহলে ভিন্ন কথা।

২৬০ অথচ শয়তান প্রতারণা ছাড়া তাদের আর কোন প্রতিশ্রুতি দেয় না।

يَجِدْ لَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ۝

১২২. আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক নেক আমল করেছে, অবশ্যই তাদের আমি দাখেল করব এমন বাগবাগিচায় যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় নহর-নালা, যাতে তারা অনন্তকাল থাকবে। (এটা) আল্লাহ্‌র ওয়াদা, যা চিরসত্য, আর কথায় আল্লাহ্‌র চেয়ে সত্যনিষ্ঠ কে হতে পারে! ১২৩. (আয় মুশরিকীন! জান্নাতে যাওয়া) না তোমাদের (অমূলক) আশা-আকাঙ্ক্ষা দ্বারা হবে, আর না আহলে কিতাবের আশা-আকাঙ্ক্ষা দ্বারা। (বরং) যে (কেউ) কোন মন্দ আমল করবে তাকে তার প্রতিদান দেয়া হবে। আর নিজের জন্য সে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে না কোন বন্ধু পাবে, না কোন সাহায্যকারী।

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ۝ وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ؕ وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا ۝ وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطًا ۝

১২৪. আর নারী-পুরুষ যে কেউ মুমিন অবস্থায় কিছু না কিছু নেক আমল করবে ওরাই জান্নাতে দাখেল হবে, আর খেজুরদানার ফাটলপরিমাণও তাদের উপর যুলুম করা হবে না।[২৬১] ১২৫. আর দ্বীনের বিষয়ে তার চেয়ে উত্তম কে হতে পারে, যে নিজের চেহারা (ও সমগ্র সত্তা) আল্লাহ্‌র সামনে অবনত করেছে, আর সে পুণ্যে অভ্যস্ত, আর সে মিল্লাতে ইবরাহীম অনুসরণ করে, যিনি ছিলেন 'হানীফ' (ও তাওহীদবাদী।) আর (ইবরাহীম সম্পর্কে সত্য এই যে,) ইবরাহীমকে আল্লাহ্‌ খালীলরূপে[২৬২] গ্রহণ করেছেন। ১২৬. আর আল্লাহ্‌রই মালিকানাধীন যাকিছু সমস্ত আসমানে ও যমীনে রয়েছে। বস্তুত প্রতিটি বিষয় ও বস্তুকে আল্লাহ্‌ (আপন কুদরত দ্বারা) বেষ্টন করে আছেন।

(রুকূ. ১৯)

وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِي النِّسَآءِ ؕ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ ۙ وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ فِيْ يَتٰمَى النِّسَآءِ الّٰتِيْ لَا تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ ۙ وَاَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتٰمٰى بِالْقِسْطِ ؕ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا ۝

১২৭. আর (আয় পেয়ারে নবী!) তারা আপনাকে নারীদের সম্পর্কে ফতোয়া (শরী'আতের বিধান) জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলুন, আল্লাহ্‌ তোমাদের ফতোয়া (ও বিধান) দিচ্ছেন তাদের বিষয়ে। আর কিতাবের (কোরআনের) যে সমস্ত আয়াত তোমাদের তিলাওয়াত করে শোনানো হয় সেগুলোও মূলত এতীম নারী-কিশোরীদের[২৬৩] বিষয়ে (শরীআতের বিধান দিচ্ছে), যাদেরকে তোমরা তাদের

---

[২৬১] আরবীভাষার নিজস্ব বাগধারা, উদ্দেশ্য হল, 'সামান্যতম পরিমাণ'।

[২৬২] খালীল মানে পরম বন্ধু, তবে এটি কিছুতেই খালীলের প্রতিশব্দ নয়।

[২৬৩] এতীম মানেই তো অল্পবয়সের, তাই নারীর সঙ্গে কিশোরী শব্দটি যুক্ত হয়েছে।

নির্ধারিত হক দিতে চাও না, আর (না দিয়েই) তাদের বিবাহ করতে চাও, এবং (বিধান দিচ্ছে) অসহায় বাচ্চাদের বিষয়েও যে, এতীমদের অনুকূলে তোমরা ন্যায় প্রতিষ্ঠা কর। আর (শোনো,) যাকিছু কল্যাণকর্ম তোমরা সম্পন্ন করবে, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ অবশ্যই পূর্ণ জ্ঞাত।

وَ اِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاۤ اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ؕ وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ ؕ وَ اُحْضِرَتِ
الْاَنْفُسُ الشُّحَّ ؕ وَ اِنْ تُحْسِنُوْا وَ تَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿۱۲۸﴾ وَ لَنْ تَسْتَطِيْعُوْۤا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ
وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ؕ وَ اِنْ تُصْلِحُوْا وَ تَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۱۲۹﴾

১২৮. আর যদি কোন নারী তার স্বামীর পক্ষ হতে বাড়াবাড়ি বা বিমুখতার আশঙ্কা করে তাহলে ঐ স্বামী-স্ত্রীর উপর কোন গোনাহ নেই যে, তারা নিজেদের মধ্যে কোন সমঝোতা করে নেবে। তবে সমঝোতাই উত্তম। আর লোকস্বভাবে তো লোভের উপাদান রাখাই হয়েছে।[১৩৪] আর (হে পুরুষদল!) যদি তোমরা সদাচার কর, আর তাক্বওয়া অবলম্বন কর তাহলে (সেটাই তোমাদের জন্য উত্তম, কারণ) যাকিছু তোমরা কর, সে বিষয়ে আল্লাহ্ পূর্ণ বা-খবর। ১২৯. আর যতই প্রয়াসী হও, স্ত্রীদের মাঝে পূর্ণ সমতা রক্ষা করতে তোমরা কিছুতেই পারবে না, তো (অন্তত কোন একজনের প্রতি) সম্পূর্ণ ঝুঁকে পড়ো না যে, আরেকজনকে প্রায় 'ঝুলন্ত' করে রাখলে। পক্ষান্তরে যদি তোমরা সংশোধনের প্রয়াসী হও এবং তাক্বওয়া অবলম্বন কর তাহলে (আল্লাহ্ তোমাদের সঙ্গে ক্ষমা ও করুণার আচরণ করবেন, কারণ) আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَ اِنْ يَّتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهٖ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَكِيْمًا ﴿۱۳۰﴾ وَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَ لَقَدْ
وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ اِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ وَ اِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي
الْاَرْضِ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا حَمِيْدًا ﴿۱۳۱﴾ وَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿۱۳۲﴾

১৩০. আর (শেষপর্যন্ত) দু'জন যদি বিচ্ছিন্ন হয়েই যায়, তাহলে আল্লাহ্ তার (কুদরত ও রহমতের) প্রশস্ততা থেকে প্রত্যেককে (অপরের প্রয়োজন থেকে) বে-মুহতাজ করে দেবেন। বস্তুত আল্লাহ্ তো মহাপ্রশস্ততার অধিকারী, মহাপ্রজ্ঞার অধিকারী।
১৩১. আর আল্লাহ্রই জন্য যাকিছু রয়েছে সমস্ত আসমানে এবং যাকিছু রয়েছে যমীনে। আর (আয় আহলে ঈমান) তোমাদের আগে যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমি জোর ও জোরালো তাকীদ করেছি যে, তোমরা আল্লাহ্কে সমীহ কর। পক্ষান্তরে যদি তোমরা কুফুর কর তাহলে (আল্লাহ্র তো কোন ক্ষতি নেই, কারণ) যাকিছু সমস্ত আসমানে রয়েছে, আর যাকিছু যমীনে রয়েছে সব তো আল্লাহ্রই জন্য। আর আল্লাহ্ তো (কুল জাহান থেকে) বে-মুহতাজ (এবং সত্তাগতভাবেই) প্রশংসাযোগ্য। ১৩২. আর যাকিছু সমস্ত আসমানে এবং যাকিছু যমীনে রয়েছে তা

---

[১৩৪] সুতরাং নারী যদি লোভের বিষয়ে কিছু ছাড় দিয়ে সমঝোতা করে নেয় তাহলে সেটাই তার জন্য ভালো, যেমন 'আমাকে ভরণপোষণ কম দিলেও হবে, তবু আমি তালাকের কলঙ্ক থেকে বাঁচতে চাই।.... হায়, পুরুষ যদি বুঝতো, তাদের রব্ তাদের প্রতি কতটা রুষ্ট হয়ে এবং নারীর প্রতি কতটা করুণাপূর্ণ হয়ে কালাম করছেন!

আল্লাহ্‌রই। (আর) ব্যবস্থাপকরূপে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

إِنْ يَّشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِيْنَ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى ذٰلِكَ قَدِيْرًا ﴿١٣٣﴾ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ﴿١٣٤﴾

১৩৩. হে লোকসকল, যদি তিনি ইচ্ছা করেন, তোমাদের বিলুপ্ত করে (তোমাদের স্থলে এখানে) অন্যদের আনতে পারেন, আর আল্লাহ্‌ সেটা করার উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। ১৩৪. যে (শুধু) দুনিয়ার প্রতিদান চায় (তার জানা উচিত যে,) আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতের প্রতিদান। (তাই আল্লাহ্‌র কাছে দুনিয়া ও আখেরাত, উভয় প্রতিদানেরই প্রত্যাশী হওয়া উচিত)। বস্তুত আল্লাহ্‌ সর্ববিষয় শোনেন এবং দেখেন।

(রুকূ. ২০)

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ ۚ إِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ أَوْلٰى بِهِمَا ۣ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى أَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَإِنْ تَلْوٗٓا أَوْ تُعْرِضُوْا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

১৩৫. আয় আহলে ঈমান! তোমরা ন্যায়প্রতিষ্ঠার প্রয়াসী হও, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির নিয়তে সাক্ষিদানকারী হও, হোক না তোমাদের নিজেদের বিপক্ষে, কিংবা ওয়ালিদায়নের বিপক্ষে এবং নিকটতম আত্মীয়বর্গের বিপক্ষে। (যার বিরুদ্ধে সাক্ষি দিতে হবে) যদি সে ধনী বা দরিদ্র হয়, উভয়ের ক্ষেত্রেই আল্লাহ্‌ (তোমাদের চেয়ে) তাদের অধিক কল্যাণকামী[২৬৫]। সুতরাং ন্যায় থেকে সরে যাওয়ার জন্য তোমরা খাহেশাতের পিছনে পড় না। আর যদি (সাক্ষি দেয়ার বিষয়ে) তোমরা কারসাজি কর, বা (সাক্ষি দেয়া থেকে) সরে যাও তাহলে (জেনে রেখ), যাকিছু তোমরা করছ, সে সম্পর্কে আল্লাহ্‌ খুবই বা-খবর।

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْٓا آمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْٓ أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا ﴿١٣٦﴾ إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ آمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيْلًا ﴿١٣٧﴾

১৩৬. আয় আহলে ঈমান, (পূর্ণ অনুভব ও উপলব্ধির সঙ্গে) তোমরা ঈমান আনো আল্লাহ্‌র প্রতি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি এবং ঐ কিতাবের প্রতি যা তিনি তাঁর রাসূলের উপর নাযিল করেছেন এবং ঐ কিতাবের প্রতি যা তিনি পূর্বে নাযিল করেছেন। বস্তুত যে কুফুর করবে আল্লাহ্‌র প্রতি এবং তাঁর ফিরেশতাদের প্রতি এবং তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি এবং রাসূলানের প্রতি এবং শেষ দিনের প্রতি সে কিন্তু ভ্রষ্টতায় বহুদূর চলে গিয়েছে। ১৩৭. যারা ঈমান এনেছে, তারপর কুফুর করেছে,

---

[২৬৫] ধনী ও গরীব উভয়ের সঙ্গে আল্লাহ্‌র সম্পর্ক তোমাদের সম্পর্কের চেয়ে গভীর। কারণ তিনি তোমার এবং তাদের খালেক ও রাযিক। তা সত্ত্বেও তিনি সবার কল্যাণ এর মধ্যেই দেখছেন যে, হক ও সত্যের প্রকাশ হোক। তো সাক্ষি দেয়ার সময় দুর্বল সম্পর্ক বিবেচনায় আনবে কেন? বরং সবকিছু আল্লাহ্‌র উপর অর্পণ করে তুমি সত্য প্রকাশ কর।

তারপর ঈমান এনেছে, তারপর কুফুর করেছে, তারপর কুফুরের পথে 'বাড়াবাড়ি' করেছে, আল্লাহ্ না তাদের মাফ করতে রাজী, না তাদের পথ দেখাতে রাজী!

بَشِّرِ الْمُنٰفِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمَا ۙ الَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ اَيَبْتَغُوْنَ
عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۝ وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى الْكِتٰبِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَ
يُسْتَهْزَاُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِىْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖۤ ۚ اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ
وَ الْكٰفِرِيْنَ فِىْ جَهَنَّمَ جَمِيْعَا ۙ

১৩৮. মুনাফিকীনকে খোশখবর দাও যে, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব! ১৩৯. (মুনাফিকীন) যারা মুমিনীনকে বাদ দিয়ে কাফিরীনকে বন্ধু বানায় (তারা আসলে কী চায়!) তারা কি তাদের কাছে মর্যাদার সন্ধান করে, অথচ (এই জাহানে) যাকিছু ইয্যত আছে তা তো একমাত্র আল্লাহ্র জন্য।

১৪০. আর তিনি তো তোমাদের উপর কিতাবে নাযিল করেছেন এই মর্মে যে, যখন তোমরা শুনতে পাও যে, আল্লাহ্র আয়াত[২৬৬] অস্বীকার করা হচ্ছে, বা তা নিয়ে উপহাস করা হচ্ছে তখন তোমরা তাদের সঙ্গে বসে থেকো না, যতক্ষণ (না) তারা অন্য আলোচনায় 'প্রবৃত্ত' হয়। (যদি তা না কর, যদি বসেই থাকো) তাহলে তো তোমরা তাদেরই মত হলে! আল্লাহ্ কিন্তু মুনাফিকীন ও কাফিরীন সবাইকে জাহান্নামে 'স্তূপ' করবেন।

الَّذِيْنَ يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمْ ۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوْۤا اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ۖ وَ اِنْ كَانَ لِلْكٰفِرِيْنَ نَصِيْبٌ ۙ قَالُوْۤا
اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَ نَمْنَعْكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَ لَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ
عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا ۧ

১৪১. (আয় আহলে ঈমান!) যারা তোমাদের (বিপর্যয়ের) আশায় বসে আছে, তাদের অবস্থা এই যে, যদি তোমাদের অনুকূলে আল্লাহ্র পক্ষ হতে বিজয় আসে (তখন) তারা বলে, আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না! আর যদি কাফিরীনের অনুকূলে (বিজয়ের) ভাগ সাব্যস্ত হয় (তখন) তারা (কাফিরীনের উদ্দেশ্যে) বলে, আমরা কি তোমাদের উপর পূর্ণ আধিপত্য অর্জন করিনি! (তা সত্ত্বেও) আমরা কি মুমিনীন থেকে তোমাদের রক্ষা করিনি।

তো কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তোমাদের মাঝে ফায়ছালা করবেন (যে কার কী স্বরূপ ছিল।) তবে মুমিনীনের উপর (জয়ী হওয়ার জন্য) কাফিরীনের অনুকূলে আল্লাহ্ কোন রাস্তা কিছুতেই রাখবেন না।

(রুকূ. ২১)

---

[২৬৬] সমূহ।

إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۚ وَإِذَا قَامُوْٓا إِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ
إِلَّا قَلِيْلًا ۝١٤٢ مُّذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ لَآ إِلٰى هٰٓؤُلَآءِ وَلَآ إِلٰى هٰٓؤُلَآءِ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ۝١٤٣ يٰٓأَيُّهَا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ أَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ أَتُرِيْدُوْنَ أَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ۝١٤٤

১৪২. মুনাফিকীন তো আল্লাহ্‌কে ধোকা দিতে চায়, অথচ আল্লাহ্ তাদের ধোকায় ফেলে রেখেছেন (এবং তারা ধোকায় পড়ে আছে)। তাই যখন তারা ছালাতে দাঁড়ায় তখন অলসভাবে দাঁড়ায়, আসলে তারা মানুষকে দেখায়; আল্লাহ্‌কে স্মরণ খুব কমই করে। ১৪৩. তারা কুফুর ও ঈমানের মাঝে দোদুল্যমান অবস্থায় রয়েছে, না পূর্ণরূপে এদের দিকে, না এদের দিকে[২৬৭]। বস্তুত আল্লাহ্ যাকে ভ্রষ্ট করেন তার জন্য তুমি কিছুতেই কোন পথ খুঁজে পাবে না। ১৪৪. আয় আহলে ঈমান! মুমিনীনকে বাদ দিয়ে কাফিরীনকে তোমরা বন্ধু বানিয়ো না। তোমরা কি চাও যে, নিজেদের বিপক্ষে আল্লাহ্‌র জন্য তোমরা সুস্পষ্ট প্রমাণ সরবরাহ করবে!

إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا ۝١٤٥ إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَأَصْلَحُوْا وَاعْتَصَمُوْا
بِاللّٰهِ وَأَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ لِلّٰهِ فَأُولٰٓئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ أَجْرًا عَظِيْمًا ۝١٤٦ مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ
بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا ۝١٤٧

১৪৫. নিঃসন্দেহে মুনাফিকীন জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে। আর তাদের জন্য তুমি কোন সাহায্যকারী খুঁজে পাবে না। ১৪৬. তবে (তাদের মধ্যে) যারা তাওবা করবে এবং (অবস্থার) সংশোধন করবে এবং আল্লাহ্‌র (আশ্রয়) আঁকড়ে ধরবে এবং নিজেদের দ্বীনকে আল্লাহ্‌র জন্য খালিছ করে নেবে, তো ওরাই মুমিনীনের সঙ্গে শামিল হয়ে যাবে। আর অবশ্যই আল্লাহ্ (নতুন ও পুরোনো উভয় প্রকারের) মুমিনীনকে আজরে আযীম দান করবেন। ১৪৭. আচ্ছা, আল্লাহ্ তোমাদের আযাব দিয়ে কী করবেন, যদি তোমরা শোকরগুযার হও এবং ঈমানের উপর দৃঢ় থাকো। আল্লাহ্ তো অত্যন্ত গুণগ্রাহী এবং (সমস্ত অবস্থা সম্পর্কে) পূর্ণ জ্ঞাত।

لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا ۝١٤٨ إِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوْهُ أَوْ
تَعْفُوْا عَنْ سُوْٓءٍ فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا ۝١٤٩

১৪৮. * আল্লাহ্ (কারো) মন্দের প্রকাশ্য আলোচনা পছন্দ করেন না, তবে যদি কারো উপর যুলুম হয়ে থাকে (তাহলে তার মুখ খোলার কিছু অবকাশ আছে)। বস্তুত আল্লাহ্ সব শোনেন, সব জানেন। ১৪৯. যদি তোমরা কোন নেকি প্রকাশ কর, বা তা গোপন কর,[২৬৮] অথবা (কারো) মন্দ আচরণ মার্জনা কর (তাহলে তা উত্তম)। কারণ আল্লাহ্ অত্যন্ত মার্জনাকারী, (যদিও সাজা দিতে) পূর্ণ সক্ষম।

---

[২৬৭] না পূর্ণরূপে মুসলিমীনের দিকে, না পূর্ণরূপে কাফিরীনের দিকে। যখন যেদিকের বাতাস প্রবল তখন সেদিকে। দু'দিকেরই সুবিধা ভোগ, আবার দু'দিকেরই কষ্ট থেকে আত্মরক্ষা। তাই তাদের সাজা হবে জাহান্নামের তলদেশে।
[২৬৮] যদি তোমরা প্রকাশ্যে বা গোপনে কোন নেকি কর...

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهٖ وَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَ رُسُلِهٖ وَ يَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّ نَكْفُرُ بِبَعْضٍ
وَّ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ۝ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا ۚ وَ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ۝ وَ الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهٖ وَ لَمْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ اُولٰٓئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ۗ وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

১৫০. যারা আল্লাহ্‌র প্রতি এবং তাঁর রাসূলানের প্রতি কুফুর করে, আর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলানের মাঝে পার্থক্য করতে চায়, আর বলে, কতিপয়ের প্রতি ঈমান আনব, আর কতিপয়ের প্রতি কুফুর করব। এভাবে তারা চায় যে, ঈমান ও কুফুরের মাঝে নতুন পথ বের করবে। ১৫১. ওরাই হল আসল কাফির। আর আমি কাফিরীনের জন্য লাঞ্ছনাকর আযাব তৈয়ার করে রেখেছি। ১৫২. আর যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্‌র প্রতি এবং তার রাসূলানের প্রতি, আর তাদের মধ্য হতে কারো মাঝে পার্থক্য করেনি, ওরা, অবশ্যই আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের আজর দান করবেন। আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(রুকূ. ২২)

يَسْـَٔلُكَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَآءِ فَقَدْ سَاَلُوْا مُوْسٰٓى اَكْبَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالُوْٓا اَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْهُمُ
الصّٰعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ۚ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذٰلِكَ ۚ وَ اٰتَيْنَا مُوْسٰى سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ۝

১৫৩. (আয় পেয়ারে নবী!) আহলে কিতাব আপনার কাছে আব্‌দার করে যে, আপনি (নিজের নবুয়তের প্রমাণরূপে) আসমান থেকে কোন কিতাব তাদের উপর নাযিল করিয়ে দেখাবেন। তো (এটা তাদের নতুন কোন আব্‌দার নয়) তারা তো (আল্লাহ্‌র নবী) মূসার কাছে তার চেয়ে গুরুতর আব্‌দার করেছিল, অর্থাৎ তারা বলেছিল, আমাদেরকে খোলা চোখে আল্লাহ্‌র দীদার করিয়ে দাও। সুতরাং তাদের অবাধ্যতার কারণে বজ্র তাদের আঘাত করেছিল। তারপর তারা তাদের কাছে স্পষ্ট স্পষ্ট নিদর্শন আসার পরো গোশাবককে (উপাস্য) বানিয়েছিল। অনন্তর (তাদের) সে অপরাধও আমি মার্জনা করেছি। আর মূসাকে আমি সুস্পষ্ট প্রাধান্য/ক্ষমতা দান করেছি।

وَ رَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّوْرَ بِمِيْثَاقِهِمْ وَ قُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّ قُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوْا فِي السَّبْتِ وَ اَخَذْنَا مِنْهُمْ
مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ۝ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ وَ كُفْرِهِمْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَ قَتْلِهِمُ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَّ قَوْلِهِمْ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ۭ
بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝ وَّ بِكُفْرِهِمْ وَ قَوْلِهِمْ عَلٰى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيْمًا ۝

১৫৪. আর আমি তাদের উপর উত্তোলন করেছিলাম তূর (পাহাড়) তাদের (কাছ থেকে) প্রতিশ্রুতি আদায়ের জন্য, আর তাদের বলেছিলাম, তোমরা নত মস্তকে (শহরের) দুয়ার দিয়ে প্রবেশ কর, আর তাদের বলেছিলাম, শনিবারের বিষয়ে তোমরা সীমালঙ্ঘন কর না। আর আমি তাদের কাছ থেকে গুরুতর প্রতিজ্ঞা আদায় করেছিলাম। ১৫৫. অনন্তর (তাদের উপর বিভিন্ন আযাব এসেছে) শুধু একারণে যে, নিজেদের অঙ্গীকার তারা ভঙ্গ করেছিল এবং আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং নবীদের নাহক কতল করেছিল, আর বলেছিল, 'আমাদের দিল তো আবরণ দ্বারা সুরক্ষিত', বরং সত্য তো এই যে, তাদের কুফুরের কারণে আল্লাহ্ তাদের দিলের উপর মোহর

লাগিয়ে দিয়েছিলেন। তাই তারা কম বিষয়ের উপরই ঈমান আনে।[২৬৯] ১৫৬. আর (তাদের উপর আরো আযাব এসেছিল) শুধু এ জন্য যে, তারা কুফুরের পথ ধরেছিল এবং মারয়ামের উপর গুরুতর অপবাদ আরোপ/উচ্চারণ করেছিল।

وَّ قَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ۚ وَ مَا قَتَلُوْهُ وَ مَا صَلَبُوْهُ وَ لٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ؕ وَ اِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ ؕ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَ مَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا ۞ بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۞ وَ اِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ ۚ وَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا ۞

১৫৭. আর (এ-কারণে যে, বড় দম্ভ করে) তারা বলেছিল, আমরা তো আল্লাহ্‌র রাসূল মাসীহ 'ঈসা ইবনে মারয়ামকে কতল করেছিলাম। অথচ না তারা তাঁকে কতল করতে পেরেছিল, না তাঁকে শূলে চড়াতে পেরেছিল, তবে (ঘটনা এই যে,) তাদের জন্য ('ঈসা ইবনে মারয়ামের) 'সদৃশ' সৃষ্টি করা হয়েছিল। বস্তুত যারা এ বিষয়ে মতভেদ করেছে অবশ্যই তারা এ বিষয়ে দ্বিধা-সংশয়ের মধ্যে রয়েছে। এ বিষয়ে তাদের কোন সঠিক জ্ঞান নেই, ধারণার পিছনে চলা ছাড়া। সুনিশ্চিত বিষয় যে, তারা তাকে হত্যা করতে পারেনি, ১৫৮. বরং আল্লাহ্ তাঁকে তুলে নিয়েছিলেন নিজের কাছে। বস্তুত আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাবান। ১৫৯. (ইহুদী হোক বা নাছারা) আহলে কিতাবে এমন একজনও নেই যে নিজের মৃত্যুর পূর্বে (যখন গায়ব প্রকাশ পেয়ে যায় তখন) 'ঈসা ইবনে মারয়ামের উপর সত্যি সত্যি প্রকৃত ঈমান না আনবে। আর কেয়ামতের দিন তিনি তাদের বিপক্ষে সাক্ষী হবেন।

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَ بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا ۞ وَّ اَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَ قَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَ اَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ؕ وَ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۞

১৬০. মোটকথা, যারা ইহুদিয়াত গ্রহণ করেছিল তাদের পক্ষ হতে অনাচারের কারণেই আমি কিছু উত্তম বস্তু তাদের উপর হারাম করে দিয়েছিলাম, যা (আগে) তাদের জন্য হালাল করা হয়েছিল। (এটা ঘটেছিল) আরো এ-কারণে যে, অনেকভাবে (মানুষকে) তারা আল্লাহ্‌র রাস্তা থেকে বাধা দিয়ে রাখত, ১৬১. আর তারা সুদ গ্রহণ করত, অথচ (তাওরাতে) তা থেকে তাদের নিষেধ করা হয়েছিল, আর মানুষের সম্পদ তারা অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করত। আর তাদের মধ্য হতে যারা কাফির[২৭০] তাদের জন্য আমি যন্ত্রণাদায়ক আযাব তৈয়ার করে রেখেছি।

لٰكِنِ الرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَ مَاۤ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَ الْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ وَ الْمُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ اُولٰٓئِكَ سَنُؤْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا ۞

---

[২৬৯] অথচ পূর্ণ বিষয়ের উপর পূর্ণ ঈমানই শুধু গ্রহণযোগ্য, তাই তারা কাফিরই থেকে গেল।

[২৭০] যারা বুঝে শুনেও নবুয়তে মুহম্মদীকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

১৬২. তবে তাদের মধ্য হতে যারা জ্ঞানে পরিপক্ব এবং যারা মুমিন, তারা কিন্তু ঈমান রাখে ঐ কিতাবে যা আপনার প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং ঐ কিতাবে যা আপনার পূর্বে নাযিল করা হয়েছে এবং (প্রশংসা করি তাদের), যারা ছালাত কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে এবং ঈমান রাখে আল্লাহ্‌র প্রতি এবং (বিশেষভাবে) শেষদিনের (প্রতি), ওরা, অবশ্যই তাদের আমি বিরাট আজর দান করব।

(রুকূ. ২৩)

إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنۢ بَعْدِهٖ ۚ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرٰهِيمَ وَإِسْمٰعِيلَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسٰى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهٰرُونَ وَسُلَيْمٰنَ ۚ وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُورًا ﴿١٦٣﴾ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوسٰى تَكْلِيمًا ﴿١٦٤﴾

১৬৩. অবশ্যই আমি আপনার প্রতি ওহী প্রেরণ করেছি যেমন ওহী প্রেরণ করেছি নূহের প্রতি এবং তার পরবর্তী নবীদের প্রতি; আর আমি ওহী প্রেরণ করেছি ইবরাহীমের প্রতি এবং ইসমাঈলের প্রতি এবং ইসহাকের প্রতি এবং ইয়াকূবের প্রতি এবং আসবাতের প্রতি এবং ঈসার প্রতি এবং আইয়ূবের প্রতি এবং ইউনুসের প্রতি এবং হারূনের প্রতি এবং সোলাইমানের প্রতি। আর দাউদকে আমি যাবূর দান করেছি। ১৬৪. আরো কতিপয় রাসূল রয়েছেন যাদের ঘটনা আমি আপনাকে পূর্বে বর্ণনা করে শুনিয়েছি, আর কতিপয় রাসূল রয়েছেন যাদের ঘটনা আমি আপনাকে (কখনো) বর্ণনা করে শুনাইনি। আর আল্লাহ্‌ মূসার সঙ্গে প্রত্যক্ষরূপে কালাম করেছেন।

رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ ۢ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿١٦٥﴾ لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَآ أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهٗ بِعِلْمِهٖ ۚ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ ۚ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ﴿١٦٦﴾ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوْا ضَلٰلًا بَعِيْدًا ﴿١٦٧﴾

১৬৫. এমন রাসূল যাদের প্রেরণ করেছি (জান্নাতের) সুসংবাদদাতারূপে এবং (জাহান্নামের বিষয়ে) সতর্ককারীরূপে, যাতে রাসূলানের (আগমনের) পরে মানুষের পক্ষে আল্লাহ্‌র কাছে কোন কৈফিয়ত বাকি না থাকে। বস্তুত আল্লাহ্‌ মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাবান। ১৬৬. (এই কাফিরীন স্বীকার করুক বা না করুক) তবে আল্লাহ্‌ নিজে সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, যাকিছু তিনি আপনার প্রতি নাযিল করেছেন, তা আপন ইলম অনুযায়ী নাযিল করেছেন, ফিরেশতাগণও (এ) সাক্ষ্য দান করেন। আর সাক্ষী হিসাবে তো আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। ১৬৭. যারা কুফুর করেছে এবং (মানুষকে) আল্লাহ্‌র পথ হতে বাধা দিয়ে রেখেছে নিঃসন্দেহে তারা চূড়ান্ত ভ্রষ্টতায় লিপ্ত হয়েছে।

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَظَلَمُوْا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيْقًا ﴿١٦٨﴾ إِلَّا طَرِيْقَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ أَبَدًا ۚ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿١٦٩﴾ يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَاٰمِنُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ۚ وَإِنْ تَكْفُرُوْا فَإِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١٧٠﴾

১৬৮. যারা কুফুর করেছে এবং (এর দ্বারা চূড়ান্ত বিচারে নিজেরই উপর) যুলুম করেছে, নিশ্চিত জেনো যে, আল্লাহ্ না তাদের মাফ করতে রাজী, আর না তাদের কোন পথ দেখাতে রাজী, ১৬৯. তবে জাহান্নামের পথ (দেখাতে রাজী), যাতে তারা অনন্তকাল থাকবে। আর আল্লাহ্র জন্য সেটা সহজ। ১৭০. হে লোকসকল, তোমাদের রবের পক্ষ হতে রাসূল তোমাদের কাছে এসেছেন সত্য(বার্তা)সহ, সুতরাং তোমরা ঈমান আনো, তোমাদের জন্য কল্যাণ হবে। পক্ষান্তরে (এখনো) যদি কুফুর কর তাহলে (আল্লাহ্র তো কোন ক্ষতি নেই, কারণ) সমস্ত আসমানে ও যমীনে যাকিছু আছে তা তো একমাত্র আল্লাহ্র জন্য। আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে জ্ঞাত, মহাপ্রজ্ঞাবান।

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ وَلَا تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ۭ اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَ كَلِمَتُهٗ ۚ اَلْقٰىهَآ اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ ۡ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۣ وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ ۭ اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ۭ اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۭ سُبْحٰنَهٗٓ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ ۘ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ۝

১৭১. আয় আহলে কিতাব, তোমরা তোমাদের দ্বীনের বিষয়ে অতিশয়তা কর না, আর আল্লাহ্র বিষয়ে সত্য ছাড়া কিছু বলো না। মাসীহ, ঈসা ইবনে মারয়াম তো শুধু আল্লাহ্র রাসূল ছিলেন এবং আল্লাহ্র কালিমা ছিলেন, যা তিনি মারয়ামের প্রতি প্রক্ষেপণ করেছিলেন এবং তিনি তো শুধু আল্লাহ্র পক্ষ হতে (সৃষ্ট) একটি রূহ ছিলেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র প্রতি এবং তাঁর রাসূলানের প্রতি ঈমান আনো, আর (কখনো) প্রলাপ বকো না যে, (ইলাহ হচ্ছেন) তিন (এর সমষ্টি)। (এই প্রলাপ থেকে) তোমরা নিবৃত্ত হও এবং তোমাদের জন্য কল্যাণ (গ্রহণ কর), (আর সেই কল্যাণ হচ্ছে এই বিশ্বাস যে,) আল্লাহ্ই হচ্ছেন একমাত্র ইলাহ। তিনি তো এই কলঙ্ক/'কালিমা' থেকে পূর্ণ পবিত্র যে, তাঁর কোন পুত্র হবে! যাকিছু সমস্ত আসমানে আছে এবং যাকিছু যমীনে আছে তা তো একমাত্র আল্লাহ্র জন্য। আর সবকিছুর ব্যবস্থাকারী হিসাবে তো আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

(রুকূ. ২৪)

لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَلَا الْمَلٰۗىِٕكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ ۭ وَمَنْ يَّسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا ۝ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۚ وَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْتَنْكَفُوْا وَاسْتَكْبَرُوْا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ وَّلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ۝

১৭২. মাসীহ (এটাকে নিজের জন্য) কিছুতেই লজ্জার বিষয় ভাবতে পারেন না যে, তিনি আল্লাহ্র এক বান্দা বলে পরিচিত হবেন এবং নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরেশতাগণও না।[২৭১] আর যে আল্লাহ্র ইবাদতে লজ্জা ও অহঙ্কার বোধ করবে (তারা ভালোভাবে জেনে রাখুক যে,) অবশ্যই আল্লাহ্ তাদের সবাইকে নিজের কাছে জড়ো করবেন। ১৭৩. অনন্তর যারা (দুনিয়াতে) ঈমান এনে থাকবে এবং নেক নেক আমল করে থাকবে, অবশ্যই আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের আজর পূর্ণরূপে দান করবেন, এমনকি আপন করুণা হতে অধিক থেকে অধিকও দান করবেন। আর যারা (দুনিয়াতে আল্লাহ্র ইবাদতের বিষয়ে) লজ্জাবোধ

[২৭১] তাঁরাও 'আল্লাহ্র বান্দা' এ পরিচয়কে লজ্জার বিষয় ভাবতে পারেন না।

ও অহঙ্কারবোধ করে থাকবে, অবশ্যই আল্লাহ্ তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব দান করবেন, আর আল্লাহ্র মোকাবেলায় নিজেদের জন্য তারা না পাবে কোন বন্ধু, না পাবে কোন সাহায্যকারী।

يَاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا ۝ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَ اعْتَصَمُوْا بِهٖ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِيْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَ فَضْلٍ ۙ وَّ يَهْدِيْهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ۝

১৭৪. হে লোকসকল, তোমাদের কাছে তো তোমাদের রবের কাছ থেকে 'প্রমাণ'/বোরহান এসে পড়েছে, আর তোমাদের প্রতি আমি নাযিল করেছি (পথ) উজ্জ্বলকারী আলো। ১৭৫. তো আল্লাহ্র প্রতি যারা ঈমান এনেছে এবং তাঁর আশ্রয় আঁকড়ে ধরেছে, অবশ্যই তিনি আপন করুণা ও দয়ার (ছায়ায়) তাদের প্রবেশ দান করবেন,[২৭২] আর নিজের দিকে (আসার) সরল পথ তাদের দেখিয়ে দেবেন।

يَسْتَفْتُوْنَكَ ۭ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلٰلَةِ ۭ اِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّ لَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَ هُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۭ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۭ وَ اِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّ نِسَاۗءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۭ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۭ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝

১৭৬. (আয় পেয়ারে নবী!) তারা আপনার কাছে (কালালাহ সম্পর্কে) ফতোয়া জিজ্ঞাসা করে, আপনি বলুন, আল্লাহ্ তোমাদের ফতোয়া (ও বিধান) দিচ্ছেন কালালাহ সম্পর্কে। যদি কোন ব্যক্তি মারা যায় এ অবস্থায় যে, তার কোন সন্তান নেই, তবে তার এক বোন আছে, তাহলে সে রেখে যাওয়া সম্পত্তির অর্ধেক পাবে, আর যদি ঐ বোনের কোন সন্তান না থাকে, (আর সে ভাইকে জীবিত রেখে মারা যায়) তাহলে ঐ ভাই এই বোনের ওয়ারিছ হবে। আর যদি বোন দু'জন হয় তাহলে ভাইয়ের রেখে যাওয়া সম্পত্তি থেকে তাদের দু'জনের জন্য দুই তৃতীয়াংশ (সাব্যস্ত) হবে। আর যদি (মৃতের) কয়েক ভাই -বোন থাকে, তাহলে এক পুরুষ দুই নারীর সমান ভাগ পাবে। আল্লাহ্ তোমাদের সামনে খুলে খুলে বয়ান করছেন, যাতে তোমরা (সরল পথ হতে) বিচ্যুত না হও। আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে পূর্ণ জ্ঞাত।

سورة المائدة–٥، مدنية؛ آياتها ١٢٠ وركوعاتها ١٦

৫- সূরাতুল মাইদাহ, মাদানী; আয়াত ১২০, রুকূ ১৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۭ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَ اَنْتُمْ حُرُمٌ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ۝

---

[২৭২] সম্পাদনার আগে ছিল '...করুণা ও দয়ার (ছায়ায়) তাদের দাখেল করবেন।' করুণা ও দয়ার সঙ্গে ছায়া শব্দটির বন্ধনী খুব উপযোগী, তবে দাখেল শব্দটি ছায়ার সঙ্গে সঙ্গত নয়। তাই উপরের সম্পাদনা।

(শুরু করছি) রাহমান রাহীম আল্লাহ্‌র নামে।

১. আয় আহলে ঈমান, যাবতীয় অঙ্গীকার (ও চুক্তি) তোমরা পূর্ণ কর। তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে গবাদিপশু (এবং যা গবাদিপশুর সদৃশ)[২৭৩] তবে ঐগুলি ছাড়া যা (সামনে) তোমাদের তিলাওয়াত করে শোনানো হবে।[২৭৪] তবে যখন তোমরা (হজ্ব বা ওমরার জন্য) মুহরিম অবস্থায় হবে তখন শিকার করা হালাল মনে কর না।[২৭৫] আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন তারই আদেশ করেন।[২৭৬]

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَآئِرَ اللّٰهِ وَ لَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَ لَا الْهَدْيَ وَ لَا الْقَلَآئِدَ وَ لَآ آٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ رِضْوَانًا ؕ وَ اِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ؕ وَ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۘ وَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوٰى ۘ وَ لَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ ۘ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

২. আয় আহলে ঈমান! তোমরা বেহুরমতি কর না, (না) আল্লাহ্‌র (দ্বীনের) পরিচয়বৈশিষ্ট্য-গুলোর এবং না হারাম মাসের এবং না হাদীর[২৭৭] এবং না কালাইদের এবং না পবিত্র গৃহ-অভিমুখে গমনকারীদের, যারা শুধু আপন রবের অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি চায়। আর যখন তোমরা হালাল/ইহরাম-মুক্ত হবে তখন শিকার করতে পারো। আর কোন সম্প্রদায়ের এই শত্রুতা যে, তারা তোমাদের মাসজিদে হারাম থেকে বাধা দিয়েছে, (এই শত্রুতা যেন) তোমাদের উসকে না দেয় (তাদের প্রতি) সীমালঙ্ঘনের বিষয়ে।[২৭৮] আর তোমরা নেকি ও তাক্বওয়ার বিষয়ে পরস্পর সহযোগিতা কর, পক্ষান্তরে পাপ ও সীমালঙ্ঘনের বিষয়ে পরস্পর সহযোগিতা কর না। আর তোমরা আল্লাহকে সমীহ কর, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সাজাদানে কঠিন/কঠিন সাজাদানকারী।

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَ مَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوْذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيْحَةُ وَ مَآ اَكَلَ السَّبُعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ۘ وَ مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَ اَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ ؕ ذٰلِكُمْ فِسْقٌ ؕ اَلْيَوْمَ

---

[২৭৩] بهيمة الأنعام বাহিমা হচ্ছে যে কোন চতুষ্পদ জন্তু, তার মধ্যে হালাল হচ্ছে শুধু আন'আম, বা গবাদিপশু, বা গৃহ-পালিত পশু, যেমন গরু, মহিষ, উট, ভেড়া-বকরী, অথবা গবাদিপশুর সদৃশ, যেমন হরিণ, নীলগাভী। গাধা, খচ্চর, এগুলো হাদীছ দ্বারা ব্যতিক্রমরূপে হারাম সাব্যস্ত হয়েছে।

[২৭৪] ঐ হারাম জিনিসগুলোর দিকে ইশারা যা সামনে তৃতীয় আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

[২৭৫] ইহরামের অবস্থায় মুহরিম যাকিছু হালাল প্রাণী শিকার করবে তা তার নিজের জন্য যেমন হারাম ও মুরদা তেমনি অন্যের জন্যও হারাম ও মুরদা।

[২৭৬] বান্দার ইচ্ছা, অনিচ্ছার তাতে কোন দখল নেই এবং চিন্তা ও বুদ্ধি প্রয়োগের কোন অধিকার নেই।

[২৭৭] 'হাদী' অর্থ কোরবানি করার জন্য, বা যবেহ করার জন্য যে জন্তু হারামে নিয়ে যাওয়া হয়। আল্লাহ্‌র নির্ধারিত হারামের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার সূত্রে এর প্রতি সম্মান জানানো কর্তব্য, এমনকি হাদীর গলায় যে রশি থাকে, যাকে কিলাদাহ ও কালাইদ বলা হয়, সেটার সম্মান রক্ষা করা কর্তব্য।

[২৭৮] আর (তোমাদের প্রতি) কোন সম্প্রদায়ের এ শত্রুতা যেন, তোমাদেরকে তাদের প্রতি সীমালঙ্ঘনে উসকে না দেয় যে, তারা তোমাদের মাসজিদে হারাম থেকে বাধা দিয়েছে।

يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ؕ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ؕ فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍ ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

৩. তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু এবং রক্ত এবং শূকরের গোশত এবং যে জন্তু গায়রুল্লাহ্‌র নামে 'কাটা' হয়েছে এবং শ্বাসরোধে মরা জন্তু এবং আঘাত করে মারা জন্তু এবং উপর থেকে পড়ে মরা জন্তু, শিঙের আঘাতে মরা জন্তু এবং হিংস্রপশুর খাওয়া জন্তু, তবে যদি (মরার আগে শরী'আতসম্মত উপায়ে) যবেহ করে থাকো[২৭৯] এবং যাকে মূর্তির বেদিতে কাটা হয়েছে এবং (এ বিষয়টি হারাম) যে, জুয়ার তীর দ্বারা (লটারির মত) বণ্টন করবে।[২৮০] তোমাদের ঐ কাজ গুরুতর পাপ।

যারা কুফুর করেছে, আজ তারা তোমাদের দ্বীন (পরাজিত হওয়া) থেকে হতাশ হয়ে গিয়েছে। সুতরাং (অহেতুক) তাদের ভয় কর না, বরং আমাকে ভয় কর। আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণ করে দিয়েছি, আর তোমাদের উপর আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করে দিয়েছি। আর (চিরকালের মত) আমার সন্তুষ্টির সঙ্গে ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীনরূপে মনোনীত করেছি।

সুতরাং (এই দ্বীনের সমস্ত আহকাম ও বিধানের পূর্ণ অনুসরণ কর, যার মধ্যে একটি হল,) যে ব্যক্তি কঠিন ক্ষুধার কারণে মাজবূর হয়ে যায়, (আর মাজবূরির কারণে কোন হারাম জিনিস খেয়ে ফেলে) তবে (শর্ত হল,) পাপের প্রতি ঝোঁকের কারণে তা করেনি (তাহলে তার কোন গোনাহ হবে না)। কারণ আল্লাহ্‌ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَآ اُحِلَّ لَهُمْ ؕ قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ ۫ فَكُلُوْا مِمَّآ اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ ۠ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝

৪. (আয় পেয়ারে নবী,) তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, কোন কোন বস্তু তাদের জন্য হালাল করা হয়েছে? আপনি বলুন, তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে যাবতীয় পাকীযা (ও পবিত্র) বস্তু, আর যে সমস্ত শিকারী প্রাণীকে আল্লাহ্‌র শেখানো পন্থায় (শিকারের জন্য) প্রশিক্ষণ দিয়ে বশ করেছো, ঐ শিকারী প্রাণী[২৮১] যে প্রাণী শিকার করে তোমাদের জন্য ধরে রাখে[২৮২] তা থেকে তোমরা আহার করতে পারো, আর (শিকারী প্রাণীকে ছাড়ার সময়) তার উপর আল্লাহ্‌র নাম নিয়ো[২৮৩], আর তোমরা আল্লাহ্‌কে সমীহ কর। নিঃসন্দেহে হিসাবে আল্লাহ্‌ অতি দ্রুত/ক্ষিপ্র।

---

[২৭৯] তাহলে সেটা হালাল হয়ে যাবে।

[২৮০] জাহেলিয়াতে যবেহ করা সম্মিলিত মালিকানার উটের গোশত বিতরণের পদ্ধতিবিশেষ। এখানে তীরের উল্লেখ মূল বিষয় নয়, জুয়ানির্ভর পদ্ধতিটা মূল বিষয়, যা কাউকে আনন্দ দেয়, কাউকে কষ্ট দেয়।

[২৮১] যেমন শিকারী কুকুর, শিকারী বাযপাখী, ইত্যাদি।

[২৮২] অর্থাৎ এমন প্রশিক্ষিত যে, শিকারকরা প্রাণী থেকে নিজে কিছু খায় না, বরং মালিকের পক্ষে শিকার করে মালিকের জন্য অক্ষত রেখে দেয়।

[২৮৩] যদি বিসমিল্লাহ্‌ না বলে ছেড়ে দাও আর তা শিকার করে আনে মৃত অবস্থায় তবে তা হালাল হবে না, বরং মুরদা

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ؕ وَ طَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ۖ وَ طَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۫ وَ الْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَ الْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَاۤ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَ لَا مُتَّخِذِيْۤ اَخْدَانٍ ؕ وَ مَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ۫ وَ هُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝৫

৫. আজ তোমাদের জন্য সমস্ত পাকীযা (ও পবিত্র) বস্তু হালাল করা হয়েছে, আর (তোমাদের পূর্বে) যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের (যবেহ করা গোশতের) খাবার তোমাদের জন্য হালাল (যদি শর্তমত যবেহ করা হয়), আর তোমাদের খাবারও তাদের জন্য হালাল। আর সচ্চরিত্র মুমিন নারীরা এবং তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের সচ্চরিত্র নারীরা (বিধিসম্মত বিবাহের মাধ্যমে তোমাদের জন্য হালাল), যদি বিবাহের বন্ধনে আনার জন্য তোমরা তাদের মোহর আদায় করে থাকো, (বিবাহের বন্ধনহীন) যৌন সম্ভোগ করা, বা গোপনে রক্ষিতা করে রাখা যেন উদ্দেশ্য না হয়। আর যে ঈমান প্রত্যাখ্যান করবে, তার কিন্তু সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যাবে, আর আখেরাতে সে মহাক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

(রুকূ. ২)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَ اَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ؕ وَ اِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ؕ وَ اِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰۤى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَ اَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ؕ مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّ لٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝৬

৬. আয় আহলে ঈমান! যখন তোমরা ছালাতে দাঁড়াবে তখন তোমরা ধুয়ে নাও তোমাদের চেহারা এবং কনুই পর্যন্ত নিজেদের হাত, আর তোমাদের মাথা(র কিছু অংশ) মসেহ কর, আর তোমাদের পাদু'টো গোড়ালি পর্যন্ত (ধুয়ে নাও)। আর যদি তোমরা 'জুনুবী' হও তাহলে (গোসলের মাধ্যমে) উত্তমরূপে পবিত্র হও।[২৮৪] আর যদি তোমরা অসুস্থ হও, বা সফরের অবস্থায় হও, বা যদি তোমাদের কেউ হাম্মাম থেকে আসে, বা যদি তোমরা নারীকে *'পূর্ণস্পর্শ'* করে থাক, আর পানি না পাও তাহলে তোমরা পাক মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর, (সূরত এই যে,) ঐ মাটি দ্বারা তোমরা (নিয়মমত) নিজেদের চেহারা এবং নিজেদের হাত মসেহ কর। আল্লাহ্ তোমাদের উপর কোন কষ্ট আরোপ করতে চান না, বরং চান তোমাদের পবিত্র করতে এবং তোমাদের উপর তাঁর নেয়ামত পূর্ণাঙ্গ করতে, যাতে তোমরা শোকরগুযার হতে পার।

وَ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ مِيْثَاقَهُ الَّذِىْ وَاثَقَكُمْ بِهٖۤ ۙ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا ۫ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۫ وَ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰۤى اَلَّا تَعْدِلُوْا ؕ اِعْدِلُوْا ۟ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۫ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

---

[২৮৪] জুনুবী বা জানাবাতগ্রস্ত হল ঐ নারী বা পুরুষ যার (যে কোন উপায়ে) বীর্যস্খলন হয়েছে।

৭. আর তোমরা স্মরণ কর তোমাদের উপর (বর্ষণকৃত) আল্লাহ্‌র নেয়ামতসমূহ এবং ঐ অঙ্গীকার যা দ্বারা তিনি (দৃঢ়ভাবে) তোমাদের আবদ্ধ করেছেন, যখন তোমরা বলেছিলে, আমরা শুনলাম এবং আনুগত্য করলাম; আর তোমরা আল্লাহ্‌কে সমীহ কর। বস্তুত বুকের (ভিতরে পুষে রাখা) সব কথা আল্লাহ্ খুব জানেন। ৮. আয় আহলে ঈমান! আল্লাহ্‌র (আহকাম ও বিধানের প্রতি আনুগত্যের) জন্য পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে যাও (এবং) ইনছাফের সঙ্গে সাক্ষ্যদাতা হয়ে যাও। আর (তোমাদের প্রতি) কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতা তোমাদের যেন উসকে না দেয় (তাদের বিষয়ে) ইনছাফ না করতে; (না, বরং) ইনছাফের আচরণ কর। ইনছাফই তাক্বওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী। আর তোমরা আল্লাহ্‌কে সমীহ কর। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ পূর্ণ বা-খবর, যাকিছু তোমরা কর সে বিষয়ে।

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ
اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ۝ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوْٓا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ
فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝

৯. যারা ঈমান এনেছে এবং নেক নেক আমল করেছে, আল্লাহ্ তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন (যে,) তাদের জন্য হবে মাগফিরাত এবং আজরে আযীম। ১০. আর যারা কুফুর করেছে এবং আমার আহকাম (ও বিধান) ঝুটলিয়েছে, ওরা জাহান্নামের বাসিন্দা। ১১. আয় আহলে ঈমান! তোমরা স্মরণ কর তোমাদের উপর (বর্ষিত) আল্লাহ্‌র নেয়ামত, যখন কিছু লোক তোমাদের দিকে তাদের হাত বাড়াতে মনস্থ করল, তখন তিনি তোমাদের (ক্ষতিসাধন করা) থেকে তাদের হাত সরিয়ে রাখলেন/নিবৃত্ত করলেন। তো (এই নেয়ামতের শোকর এই যে,) তোমরা আল্লাহ্‌কে সমীহ কর, আর মুমিনীন যেন আল্লাহ্‌রই উপর তাওয়াক্কুল করে।

(রুকূ. ৩)

وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ ۚ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيْبًا ۭ وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّىْ مَعَكُمْ ۭ لَىِٕنْ اَقَمْتُمُ
الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِيْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَ
لَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاۗءَ السَّبِيْلِ ۝

১২. আর সুনিশ্চিতই আল্লাহ্ বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, আর (তখন) আমি তাদের (বারো গোত্রের) মধ্য হতে বারজন নকীব (তত্ত্বাবধায়ক) নিযুক্ত করেছিলাম।[২৮৫] আর আল্লাহ্ (তাদের) বলেছিলেন, অবশ্যই আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। যদি তোমরা ছালাত কায়েম কর এবং যাকাত আদায় কর, আর আমার রাসূলানের প্রতি ঈমান আন, আর (যথাসাধ্য) তাদের সাহায্য কর,[২৮৬] আর আল্লাহ্‌কে উত্তম করয দাও (তাহলে) অতিঅবশ্যই আমি তোমাদের থেকে তোমাদের কালিমাগুলো

---

[২৮৫] যাতে প্রত্যেক গোত্রের নকীব তাদের অঙ্গীকার পূরণের বিষয়টি এবং গোত্রীয় অন্যান্য বিষয় তদারক করতে পারে এবং নিজেদের মধ্যেকার সাধারণ সমস্যাগুলোর সমাধান করতে পারে।

[২৮৬] বিকল্প তরজমা, আর তাদের মর্যাদাপূর্ণ সঙ্গ দান কর।

মুছে দেবো, আর তোমাদের এমন বাগবাগিচায় দাখেল করব, যার তলদেশ দিয়ে নহর-নালা প্রবাহিত হয়। তো ঐ অঙ্গীকারের পরো তোমাদের মধ্য হতে যে কুফুর করবে সে কিন্তু সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে।

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّٰهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَٰسِيَةً ۖ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِۦ ۙ وَنَسُوا۟ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا۟
بِهِۦ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱصْفَحْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٣﴾

১৩. অনন্তর তাদের অঙ্গীকারভঙ্গেরই কারণে আমি তাদের অভিসম্পাত করেছি, আর তাদের দিল-গুলো শক্ত করে দিয়েছি। (তাদের বড় অপরাধ ছিল এই যে, তাওরাতের) বাণীগুলো স্বস্থান থেকে সরিয়ে তারা বিকৃতিসাধন করত। আর যে বিষয়ে তাদের উপদেশ দেয়া হয়েছিল তার (বড়) একটা অংশই তারা ভুলে গিয়েছিল। আর তাদের কোন না কোন খেয়ানতের কথা সময় সময় তুমি জানতেই থাকবে, [২৮৭] (এ অবস্থা) তাদের মধ্য হতে অল্পকিছু মানুষ ছাড়া (প্রায় সবারই)। তো আপনি তাদের মাফ করুন, আর (তাদের সঙ্গে) ক্ষমাসুন্দর আচরণ করুন[২৮৮]। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সদাচারকারীদের পছন্দ করেন।

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّا نَصَٰرَىٰٓ أَخَذْنَا مِيثَٰقَهُمْ فَنَسُوا۟ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا۟ بِهِۦ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَىٰ
يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ ۚ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ ٱللَّهُ بِمَا كَانُوا۟ يَصْنَعُونَ ﴿١٤﴾ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا
مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَيَعْفُوا۟ عَن كَثِيرٍ ۚ قَدْ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَٰبٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾

১৪. আর যারা বলেছিল, আমরা নাছারা, তাদেরও কাছ থেকে আমি অঙ্গীকার নিয়েছিলাম, কিন্তু যে বিষয়ে তাদের উপদেশ দেয়া হয়েছিল তার (বড়) একটা অংশ তারা(ও) ভুলে গিয়েছিল। ফলে আমি কেয়ামতের দিন পর্যন্ত তাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ উসকে দিলাম।[২৮৯] আর অতিসত্বর আল্লাহ্ তাদের অবহিত করবেন ঐ বিষয়ে যা তারা করতে থাকত।

১৫. আয় আহলে কিতাব! নিশ্চিত, তোমাদের কাছে এসে পড়েছেন আমাদের রাসূল, যিনি (তাওরাত ও ইন্‌জীল) কিতাবের এমন বহু কথা খুলে খুলে বয়ান করেন, যা তোমরা লুকিয়ে রাখতে[২৯০], আর বহু বিষয় তিনি এড়িয়ে যান। নিশ্চিত, তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে এসেছে নূর এবং (সত্যকে) উজ্জ্বলরূপে প্রকাশকারী কিতাব।

---

[২৮৭] তাদের খেয়ানতপ্রবণতার প্রতি ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য। বস্তুত এটা ইহুদীদের এমন জাতীয় চরিত্র যা এখনো অব্যাহত আছে! আজকের গায্‌যা তার জ্বলন্ত সাক্ষী।

[২৮৮] অর্থাৎ ফিলহাল জাতীয়ভাবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার প্রয়োজন নেই। যখন সময় হবে তখন আল্লাহ্ নিজেই সে আদেশ করবেন এবং তিনি করেছেন।

[২৮৯] ঈসাঈদের বিভিন্ন দল-উপদলের মধ্যকার হিংসা-বিদ্বেষ ও দ্বন্দ্ব-সঙ্ঘাতের প্রতি ইঙ্গিত।

[২৯০] যা প্রকাশ করা ঈমান ও আকীদার দিক থেকে এবং আমলের দিক থেকে অপরিহার্য ছিল। পক্ষান্তরে যেগুলো প্রকাশ করা তেমন জরুরি ছিল না, শুধু তাদের লজ্জিত করা ছাড়া, সেগুলো তিনি মহানুভবতাবশত সতর করেছেন, প্রকাশ করেননি।

يَهْدِيْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَ يَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٦﴾

১৬. যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি সন্ধান করে, ঐ কিতাব দ্বারা আল্লাহ্ তাদের শান্তির পথ দেখান এবং আপন অনুগ্রহে তাদের বের করে আনেন (বাতিলের) বহুমুখী অন্ধকার থেকে (সত্যের) আলোর দিকে এবং সরল পথের দিকে তাদের পরিচালিত করেন।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ؕ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُّهْلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَ اُمَّهٗ وَ مَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ؕ وَ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا ؕ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٧﴾

১৭. যারা বলেছে, আল্লাহ্‌ই 'ঈসা ইবনে মারয়াম, সুনিশ্চিতই তারা কুফুর করেছে, (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি বলুন, তো এমন কে আছে যে আল্লাহ্‌র মোকাবেলায় কিছু করার ক্ষমতা রাখে, যদি আল্লাহ্ মাসীহ ইবনে মারয়ামকে এবং তাঁর মাকে এবং যমীনে যারা আছে তাদের সবাইকে হালাক করতে চান। সমস্ত আসমান ও যমীনের এবং ঐ দু'য়ের মাঝখানে যাকিছু রয়েছে সবকিছুর (একক) মালিকানা আল্লাহ্‌রই জন্য। তিনি তো যা ইচ্ছা করেন, সৃষ্টি করেন। বস্তুত আল্লাহ্ সবকিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

وَ قَالَتِ الْيَهُوْدُ وَ النَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَ اَحِبَّآؤُهٗ ؕ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوْبِكُمْ ؕ بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ؕ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا ۫ وَ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ﴿١٨﴾

১৮. ইহুদী ও নাছারারা বলে, আমরা আল্লাহ্‌র পুত্র ও তাঁর প্রিয়পাত্র। আপনি বলুন, তাহলে কেন তিনি তোমাদের গোনাহের কারণে তোমাদের আযাব দেন! বরং তোমরা তো তাদেরই মত মানুষ, যাদের তিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি যাকে চান, মাফ করে দেন, আর যাকে চান আযাব দেন। আর আসমানসমস্তে ও যমীনে এবং দুইয়ের মাঝে যাকিছু আছে সবকিছুর (একক) মালিকানা তো আল্লাহ্‌রই জন্য। আর তাঁরই কাছে (আমাদের সবার) ফিরে যাওয়া।

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلٰى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا جَآءَنَا مِنْۢ بَشِيْرٍ وَّ لَا نَذِيْرٍ ۫ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيْرٌ وَّ نَذِيْرٌ ؕ وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٩﴾

১৯. আয় আহলে কিতাব! নিশ্চিত তোমাদের কাছে এসেছেন আমাদের রাসূল, তোমাদের জন্য (দ্বীনের বিষয়) বয়ান করতে, রাসূলানের (আগমনধারার) স্থগিতির সময়, যাতে তোমরা বলতে না পার যে, আমাদের কাছে না (জান্নাত সম্পর্কে) কোন সুসংবাদদাতা এসেছেন, না (জাহান্নাম সম্পর্কে) কোন সতর্ককারী। তো এই যে, তোমাদের কাছে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী এসে গিয়েছেন। বস্তুত আল্লাহ্ সর্ববিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

(রুকূ. ৪)

وَ اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْۢبِيَآءَ وَ جَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا ۖ وَّ اٰتٰىكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ
اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ۝ يٰقَوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِيْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَ لَا تَرْتَدُّوْا عَلٰۤى اَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ۝

২০. আর (স্মরণ করুন ঐ সময়ের কথা) যখন মূসা তার কাউমকে বললেন, তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র (পক্ষ হতে বর্ষিত) নেয়ামত স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদের মাঝে বহু নবী পাঠিয়েছেন, আর তোমাদের শাসক বানিয়েছেন, আর তোমাদের এমন কিছু দান করেছেন যা কুল জাহানের কাউকে দান করেননি। ২১. হে আমার কাউম, তোমরা ঐ পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ কর, যা আল্লাহ্ তোমাদের জন্য লিখে দিয়েছেন, আর তোমরা নিজেদের পিছনের দিকে ফিরে যেয়ো না; তাহলে কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ফিরে যাবে।

قَالُوْا يٰمُوْسٰۤى اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ ۖ وَ اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْهَا ۚ فَاِنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنَّا دٰخِلُوْنَ ۝
قَالَ رَجُلٰنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ۚ فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَاِنَّكُمْ غٰلِبُوْنَ ۚ وَ عَلَى
اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْۤا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

২২. তারা বলল, আয় মূসা, সেখানে তো বড় পরাক্রমশালী সম্প্রদায় রয়েছে। তো আমরা কিছুতেই সেখানে প্রবেশ করব না যতক্ষণ (না) তারা সেখান থেকে বের হয়ে যায়। হাঁ, যদি তারা সেখান থেকে বের হয়ে যায় তাহলে আমরা প্রবেশ করব। ২৩. যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করত তাদের মধ্য হতে দু'জন লোক, যাদের উপর আল্লাহ্ অনুগ্রহ বর্ষণ করেছেন, বলে উঠলো, তোমরা তাদের উপর হামলা করে (শহরের) দরজা দিয়ে ঢুকে তো পড়ো। তো যখন তোমরা দরজা দিয়ে ঢুকে পড়বে তখন তোমরাই বিজয়ী হবে। আর তোমরা আল্লাহ্‌রই উপর তাওয়াক্কুল কর, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো।

قَالُوْا يٰمُوْسٰۤى اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَاۤ اَبَدًا مَّا دَامُوْا فِيْهَا فَاذْهَبْ اَنْتَ وَ رَبُّكَ فَقَاتِلَاۤ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ ۝ قَالَ رَبِّ
اِنِّيْ لَاۤ اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِيْ وَ اَخِيْ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ۝ قَالَ فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ اَرْبَعِيْنَ
سَنَةً ۚ يَتِيْهُوْنَ فِي الْاَرْضِ ۗ فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ۝

২৪. তারা বলতে লাগলো, আয় মূসা, আমরা কখনো কিছুতেই সেখানে ঢুকবো না যতক্ষণ তারা সেখানে আছে। তো (তাদের বিরুদ্ধে লড়তে যদি হয়) তুমি এবং তোমার রব্ যাও, আর লড়াই কর। আমরা তো এখানেই বসলাম। ২৫. মূসা বললেন, (ইয়া) রাব্বি, আমি তো নিজের এবং নিজের ভাই ছাড়া আর কারো উপর ক্ষমতা রাখি না, তো আপনি আমাদের মাঝে এবং পাপাচারী কাউমের মাঝে আলাদা ফায়ছালা করে দিন। ২৬. আল্লাহ্ বললেন, তো এই ভূখণ্ড তাদের উপর চল্লিশ বছর নিষিদ্ধ করা হল। (এ দীর্ঘ সময়) তারা ভূমিতে দিকভ্রান্ত হয়ে ঘুরে মরবে। তো (আয় মূসা!) তুমিও (এই) পাপাচারী সম্প্রদায়ের প্রতি সহানুভূতি পোষণ কর না।

(রুকূ. ৫)

وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ ابْنَيْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ ۘ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ ؕ قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ ؕ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿۲۷﴾ لَئِنْۢ بَسَطْتَّ اِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِيْ مَاۤ اَنَا بِبَاسِطٍ يَّدِيَ اِلَيْكَ لِاَقْتُلَكَ ۚ اِنِّيْۤ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۲۸﴾

২৭. আর (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি তাদের সামনে আদমের দুই পুত্রের খবর ঠিক ঠিক বয়ান করুন, যখন তারা দু'জন একটি করে 'উৎসর্গবস্তু' নিবেদন করেছিল, অনন্তর দু'জনের একজন থেকে তো গ্রহণ করা হল, কিন্তু অপরজন থেকে গ্রহণ করা হল না। (তখন) সে (ক্রোধে অন্ধ হয়ে প্রথমজনকে) বলল, আমি তোমাকে কতল করে ছাড়বো। সে বলল, (এতে আমার কী দোষ!) আল্লাহ্ তো মুত্তাকীনের পক্ষ হতেই শুধু কবুল করেন। ২৮. তুমি যদি আমাকে কতল করার জন্য তোমার হাত বাড়াও, আমি কিন্তু তোমাকে হত্যা করার জন্য আমার হাত বাড়াবো না। কারণ আমি রাব্বুল আলামীন আল্লাহ্কে ভয় করি।

اِنِّيْۤ اُرِيْدُ اَنْ تَبُوْٓاَ بِاِثْمِيْ وَ اِثْمِكَ فَتَكُوْنَ مِنْ اَصْحٰبِ النَّارِ ۚ وَ ذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِيْنَ ﴿۲۹﴾ فَطَوَّعَتْ لَهٗ نَفْسُهٗ قَتْلَ اَخِيْهِ فَقَتَلَهٗ فَاَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿۳۰﴾ فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَّبْحَثُ فِي الْاَرْضِ لِيُرِيَهٗ كَيْفَ يُوَارِيْ سَوْءَةَ اَخِيْهِ ؕ قَالَ يٰوَيْلَتٰى اَعَجَزْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ فَاُوَارِيَ سَوْءَةَ اَخِيْ ۚ فَاَصْبَحَ مِنَ النّٰدِمِيْنَ ﴿۳۱﴾

২৯. আমি তো চাই যে, তুমি আমার পাপ এবং তোমার পাপ দু'টোই নিয়ে (আল্লাহ্র কাছে) ফিরে যাও, আর (পরিণামে) জাহান্নামীদের থেকে গণ্য হও, আর সেটাই হল যালিমীনের শাস্তি। ৩০. শেষ-পর্যন্ত তার নফস ভ্রাতৃহত্যায় তাকে প্ররোচিত করল, আর সে তাকে কতল করে ফেলল। এভাবে সে ক্ষতিগ্রস্তদের থেকে গণ্য হল। ৩১. অনন্তর আল্লাহ্ একটি কাক পাঠালেন, যে ভূমি খুঁড়তে লাগল, যাতে তাকে দেখাতে পারে, কীভাবে সে তার ভাইয়ের 'মন্দজিনিসটা'[২৯১] গোপন করবে! (কাকের কাছ থেকে উপায় শিখে, আফসোস করে) সে বলল, ধিক আমাকে, আমি কি এই কাকটির মতও হতে অপারগ হলাম, যাতে নিজের ভাইয়ের মন্দজিনিসটা গোপন করতে পারি। তখন সে খুব শরমিন্দা হল।[২৯২]

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ۚۛ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَ مَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَاۤ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَ لَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ۫ ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِي الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ ﴿۳۲﴾

---

[২৯১] মন্দ জিনিস, মানে লাশ। জীবিত অবস্থায় যা সৌন্দর্যের বিষয়, মৃত অবস্থায় তা দুর্গন্ধ ছড়ায় বলে মন্দজিনিস।

[২৯২] তখন সে শরমিন্দা (ও লজ্জিত)দের মধ্য হতে গণ্য হল। এ বর্ণনাশৈলীর উদ্দেশ্য হল জোরালোতা প্রকাশ করা, তাই উপরের তরজমায় 'খুব' শব্দটি যুক্ত হয়েছে। খুব-এর স্থলে অত্যন্ত বা চরম শব্দটিও ব্যবহার করা যায়।

৩২. ঐ কারণেই বনী ইসরাঈলের উপর আমি এ বিধান লিখে দিলাম যে, যে কেউ কোন প্রাণ হত্যা করল কোন প্রাণের (হত্যার) বিনিময়ে নয়, বা যমীনে ফাসাদ ছড়ানোর বিনিময়ে নয়, তাহলে সে যেন সমস্ত মানুষকে হত্যা করল। পক্ষান্তরে যে কোন প্রাণ রক্ষা করল, তো সে যেন সমস্ত মানুষের প্রাণ রক্ষা করল। আর সুনিশ্চিতই আমাদের রাসূলান তাদের কাছে এসেছিলেন সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ। কিন্তু তারপরো তাদের মধ্য হতে অনেকে ভূমিতে 'বাড়াবাড়ি'ই করতে থাকল।

إِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَ اَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ؕ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۙ﴿۳۳﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ ۚ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۳۴﴾

৩৩. যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, আর যমীনে ফাসাদের অপপ্রয়াস চালায় তাদের সাজা এই যে, তাদের কঠিনভাবে হত্যা করা হবে, বা শূলে চড়ানো হবে, অথবা উল্টোভাবে তাদের হাত-পা কেটে দেয়া হবে, কিংবা ভূখণ্ড থেকে তাদের অপসারণ করা হবে।[২৯৩] এ তো হল দুনিয়াতে তাদের জন্য লাঞ্ছনা, আর আখেরাতে তাদের জন্য রয়েছে বিরাট আযাব। ৩৪. তবে যারা তাওবা করবে, তোমরা তাদের উপর কাবু পাওয়ার আগে তাহলে জেনে রাখ যে, (এরূপ ক্ষেত্রে) আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[২৯৪]

(রুকূ. ৬)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ابْتَغُوْٓا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَ جَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿۳۵﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّ مِثْلَهٗ مَعَهٗ لِيَفْتَدُوْا بِهٖ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ۚ وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۳۶﴾ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنَ النَّارِ وَ مَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنْهَا ۡ وَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ﴿۳۷﴾

৩৫. আয় আহলে ঈমান, তোমরা আল্লাহ্কে সমীহ কর, আর আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছার জন্য অছীলা সন্ধান কর।[২৯৫] আর তাঁর রাস্তায় জিহাদ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো। ৩৬. যারা কুফুর (অবলম্বন) করেছে, (হাশরে তাদের অবস্থা এমন হবে যে,) যদি দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ তাদের কাছে থাকে, আর ঐ সম্পদের সঙ্গে থাকে ঐ পরিমাণ সম্পদ, যাতে সে কেয়ামতের দিনের

---

[২৯৩] نَفْي مِنَ الْأَرْض এর শাব্দিক অর্থ হল ভূখণ্ড থেকে অপসারণ করা, দূর করে দেয়া; তবে ইমাম আবূ হানীফা রহ.র মতে এর উপায় কারাগারে নিক্ষেপ করা, পক্ষান্তরে অন্যরা বলেন, এর উপায় হল, নির্বাসনে পাঠানো। ইমাম আবূ হানীফা রহ. বলেন, তাতে তো ফাসাদের দমন হয় না, স্থানান্তর ঘটে, যদিও বা মাত্রা কমে।

[২৯৪] ধরা পড়ার আগেই তারা তাওবা করে ধরা দিয়েছে। সেক্ষেত্রে উপরে বর্ণিত সাজা তো তাদের মাফ হয়ে যাবে, যা আল্লাহ্র হক, পক্ষান্তরে বান্দার হক নির্ধারিত নিয়মেই চলবে। মাল লুণ্ঠন করলে ফেরত দিতে হবে, আর হত্যার অপরাধ হলে...।

[২৯৫] উদ্দেশ্য হল নেক আমল, অর্থাৎ আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের জন্য নেক আমলের অছীলা গ্রহণ কর।

আযাব থেকে (বাঁচার জন্য) মুক্তিপণ দেবে, তখন তাদের কাছ থেকে তা কবুল করা হবে না, বরং তাদের জন্য হবে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। ৩৭. তারা চাইবে আগুন থেকে বের হতে, অথচ তারা তা থেকে বের হতে পারবে না, বরং তাদের জন্য হবে স্থায়ী আযাব।

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝ فَمَنْ تَابَ مِنْۢ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَاَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝

৩৮. পুরুষ চোর ও মহিলা চোর, তো তাদের হাত কেটে দাও, তাদের কৃতকর্মের ফলরূপে,[২৯৬] আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে শিক্ষণীয় সাজা হিসাবে। বস্তুত আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাবান। ৩৯. তো যে ব্যক্তি নিজের যুলুমের পরে তাওবা করবে এবং (নিজেকে) সংশোধনের চেষ্টা করবে, তো আল্লাহ্ তার তাওবা কবূল করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৪০. তুমি কি জানো না যে, আল্লাহ্, তাঁরই জন্য রয়েছে আসমানসমস্ত ও যমীনের (নিরঙ্কুশ) মালিকানা! তিনি যাকে ইচ্ছা করেন, আযাব দান করেন, আর যাকে ইচ্ছা করেন মাফ করে দেন। আর আল্লাহ্ সবকিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

يٰٓاَيُّهَا الرَّسُوْلُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِاَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ ۛ وَمِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا ۛ سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ سَمّٰعُوْنَ لِقَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ۙ لَمْ يَاْتُوْكَ ؕ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ مِنْۢ بَعْدِ مَوَاضِعِهٖ ۚ يَقُوْلُوْنَ اِنْ اُوْتِيْتُمْ هٰذَا فَخُذُوْهُ وَاِنْ لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوْا ؕ وَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهٗ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُّطَهِّرَ قُلُوْبَهُمْ ؕ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا خِزْىٌ ۚ وَّلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝

৪১. আয় (পেয়ারে) রাসূল! কুফুরের বিষয়ে যারা বড় তেজ দেখাচ্ছে তারা আপনাকে যেন দুশ্চিন্তা-গ্রস্ত না করে। তাদের একদল তো মুখে মুখে বলে, আমরা ঈমান আনলাম, কিন্তু তাদের অন্তর ঈমান আনেনি। আরেক দল, যারা (প্রকাশ্যে) ইহুদিয়াত গ্রহণ করেছে, (তারা) উৎকর্ণ হয়ে মিথ্যা শ্রবণ করে; তারা অন্য লোকদরের জন্য, যারা আপনার কাছে আসেনি (তাদের জন্য আপনার কথা) উৎকর্ণ হয়ে শ্রবণ করে। তারা (আল্লাহ্‌র কিতাব তাওরাতের) বাণী ও বক্তব্য, তার মর্ম ও ক্ষেত্র নির্ধারিত হয়ে যাওয়ার পরও বিকৃত করে, (আর) বলে, যদি তোমাদের এ আদেশ দেয়া হয় তাহলে তা গ্রহণ কর, আর যদি এ আদেশ না দেয়া হয় তাহলে (সতর্কতার সঙ্গে) তা এড়িয়ে যেয়ো।[২৯৭] বস্তুত আল্লাহ্ যাকে ফেতনায় নিক্ষেপের ইচ্ছা করেছেন, আল্লাহ্(র পাকড়াও) থেকে তাকে বাঁচানোর জন্য তুমি কিছুই করতে পারো না। ওরা ঐ সমস্ত লোক যাদের অন্তর পবিত্র করার ইচ্ছা আল্লাহ্ করেননি। তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়াতে লাঞ্ছনা, আর তাদের জন্য আখেরাতে রয়েছে বিরাট আযাব।

---

[২৯৬] আরো সুন্দর তরজমা, চোর, পুরুষ হোক, বা নারী, তো তাদের অপকর্মের শাস্তিরূপে...

[২৯৭] নবীর দরবারে গুপ্তচর পাঠানো হতো এ আশায় যে, তাদের মনপছন্দ আদেশ বা উপদেশ পেয়ে যাবে, আর সেটাকে ঢাল বানিয়ে কাজ বাগাবে। তাই এ দিকনির্দেশনা দিয়ে পাঠানো হতো যে, মনপছন্দ কিছু পেলে লুফে নিয়ো এবং মান্যতা স্বীকার করে নিয়ো। কিন্তু ইচ্ছা ও চাহাতের বিপরীত কোন আদেশ বা উপদেশ হলে তা মানার ক্ষেত্রে সতর্কতার সঙ্গে এড়িয়ে যেয়ো।

سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ ؕ فَاِنْ جَآءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ ۚ وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْـًٔا ؕ وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴿۴۲﴾ وَكَيْفَ يُحَكِّمُوْنَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرٰىةُ فِيْهَا حُكْمُ اللّٰهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ؕ وَمَاۤ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۴۳﴾

৪২. (এরা) উৎকর্ণ হয়ে মিথ্যা শ্রবণ করে, (আর) মনের সুখে হারাম মাল উদরস্থ করে।[২৯৬] তো যদি তারা আপনার কাছে (কোন বিষয়ে ফায়ছালা নিতে) আসে তো তাদের মাঝে ফায়ছালা করে দিন, বা তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। আর যদি আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন তাহলে তারা আপনার কোন ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। আর যদি আপনি ফায়ছালা করেন তাহলে তাদের মাঝে ন্যায়ভাবে ফায়ছালা করুন। বস্তুত আল্লাহ্ ন্যায়নিষ্ঠদের ভালোবাসেন। ৪৩. আর কীভাবে এরা আপনাকে বিচারক সাব্যস্ত করে, অথচ তাদের কাছে রয়েছে তাওরাত, তাতে রয়েছে আল্লাহ্র বিধান। তারপর ঐ ফায়ছালা (শোনবা)র পর (তা থেকে) তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। আসলে ওরা তো আহলে ঈমানই নয়।

(রুকূ. ৭)

اِنَّاۤ اَنْزَلْنَا التَّوْرٰىةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَالرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿۴۴﴾

৪৪. অবশ্যই আমি তাওরাত নাযিল করেছিলাম, তাতে হিদায়াত ছিল, নূর ছিল। সমস্ত নবী, যারা (আল্লাহ্র প্রতি) নিবেদিত হয়েছেন, তাঁরা তাওরাতের আলোকে ফায়ছালা করতেন ইহুদীদের (বিভিন্ন) বিষয়ে; আর রাব্বানীগণ[২৯৭] এবং ধর্মপণ্ডিৎগণ(ও তাই করতেন)। কারণ তাদেরকে আল্লাহ্র কিতাবের রক্ষক বানানো হয়েছিল, আর তারা ছিলেন ঐ কিতাবের সাক্ষী। সুতরাং (হে ইহুদিগণ!) তোমরা মানুষকে ভয় কর না, বরং আমাকে ভয় কর। আর আমার আয়াত ও বিধানের বিনিময়ে সামান্য মূল্য খরিদ কর না। আর যারা ঐ বিধানমতে ফায়ছালা করে না যা আল্লাহ্ নাযিল করেছেন, (বরং সামান্য অর্থের বিনিময়ে মানুষের খাহেশমতে ফায়ছালা করে) তো ওরাই হল কাফির।

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَاۤ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ۙ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ ۙ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ ؕ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ ؕ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۴۵﴾

৪৫. আর আমি তাতে (তাওরাতে) তাদের উপর এ বিধান আরোপ করেছিলাম যে, জানের বদলে

---

[২৯৬] ঐ সমস্ত ইহুদি ধর্মনেতাদের প্রতি ইঙ্গিত যারা মানুষের খাহেশাত অনুযায়ী তাওরাতের বিকৃতিসাধন করে, আর বিনিময়ে 'ধর্মীয় উৎকোচ' গ্রহণ করে।

[২৯৭] রবের প্রতি নিবেদিত ইহুদী আলিমগণ

জান, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত, আর যাবতীয় জখমের ক্ষেত্রে হল কিছাছ– অনুরূপ বদলা। হাঁ, যে ব্যক্তি এই কিছাছের হক মাফ করে দেয়, তো এটা তার জন্য হবে (তার গোনাহ থেকে) কাফফারা। আর যারা ঐ বিধানমতে ফায়ছালা করে না যা আল্লাহ্ নাযিল করেছেন, তো ওরাই হল আসল যালিম।

وَقَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ ۖ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى وَّنُوْرٌ ۙ وَّ
مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝ وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيْلِ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ ۭ
وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝

৪৬. আর ঐ-নবীগণের পরে আমি ঈসা ইবনে মারয়ামকে পাঠিয়েছি ঐ-কিতাবের প্রতি সত্যায়নকারী -রূপে যা তাঁর সামনে ছিল, অর্থাৎ তাওরাত। আর তাঁকে আমি ইন্‌জীল দান করেছি, তাতে ছিল হিদায়াত ও নূর; আর তা নিজের পূর্ববর্তী কিতাবের (তাওরাতের) প্রতিও সত্যায়নকারী ছিল, আর মুত্তাকীনের জন্য হিদায়াত ও উপদেশ ছিল ৪৭. আর আহলে ইন্‌জীল যেন ঐ বিধানমতেই ফায়ছালা করে, আল্লাহ্ যা ইন্‌জীলে নাযিল করেছেন। বস্তুত যারা আল্লাহ্‌র নাযিল করা বিধানমতে ফায়ছালা করবে না, তো ওরাই হল আসল পাপাচারী।

وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا
تَتَّبِعْ اَهْوَاۗءَهُمْ عَمَّا جَاۗءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۭ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا ۭ وَلَوْ شَاۗءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً
وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ۭ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۝

৪৮. আর (আয় আখেরী নবী!) আমি আপনার প্রতি(ও) কিতাব নাযিল করেছি সত্যসম্বলিতরূপে, যা তার আগের কিতাবের প্রতি সত্যায়ন করে এবং সেগুলোর উপর তদারকি আরোপ করে। সুতরাং আপনি তাদের মাঝে ফায়ছালা করুন ঐ বিধানমতে যা আল্লাহ্ (আপনার প্রতি) নাযিল করেছেন। আর যে সত্য আপনার কাছে এসেছে তা থেকে সরে গিয়ে আপনি তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করবেন না।
তোমাদের থেকে প্রত্যেক উম্মতের জন্য আমি বিধান ও ব্যবস্থা নির্ধারণ করেছি। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ যদি চাইতেন তাহলে তোমাদের সবাইকে এক উম্মত বানাতে পারতেন। তবে (ভিন্ন ভিন্ন বিধান ও ব্যবস্থা দিয়েছেন) যাতে যে বিধান দিয়েছেন তাতে তিনি তোমাদের পরীক্ষা নিতে পারেন (যে এই ভিন্নতা কে অবনত মস্তকে মেনে নেয়, আর কে অবাধ্যতা করে)। সুতরাং নেকি ও পুণ্যে তোমরা পরস্পর প্রতিযোগিতা কর। আল্লাহ্‌রই দিকে হবে তোমাদের সবার প্রত্যাবর্তন। তখন অবহিত করবেন তিনি তোমাদের, ঐ-সমস্ত বিষয়ে যাতে তোমরা মতভিন্নতা করতে।

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۗءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْۢ بَعْضِ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ۭ
فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ ۭ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ ۝ اَفَحُكْمَ

الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ ۭ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ۝

৪৯. আর (আয় আখেরী নবী! আপনাকে আমি হুকুম দিচ্ছি) যে, আপনি তাদের মাঝে ফায়ছালা করুন ঐ বিধানমতে যা আল্লাহ্ (আপনার প্রতি) নাযিল করেছেন, আর তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করবেন না। আর তাদের বিষয়ে সতর্ক থাকুন, যেন আপনাকে তারা ফেতনায় ফেলে না দেয় এমন কতিপয় বিধানের বিষয়ে যা আল্লাহ্ আপনার প্রতি নাযিল করেছেন। তো (এ কারণে) যদি তারা (আপনার থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে জেনে রাখুন যে, আসলে তাদের কোন কোন গোনাহের কারণে আল্লাহ্ চাচ্ছেন তাদেরকে মুছীবতগ্রস্ত করতে। আর নিঃসন্দেহে (এই) লোকদের মধ্য হতে অনেকেই নিরেট পাপাচারী। ৫০. তো তারা কি জাহেলিয়াতের ফায়ছালা চায়! অথচ যারা বিশ্বাসী তাদের জন্য আল্লাহ্র চেয়ে উত্তম ফায়ছালাকারী কে হতে পারে!

(রুকূ. ৮)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰٓى اَوْلِيَاۗءَ ۘ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۗءُ بَعْضٍ ۭ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝ فَتَرَى الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يُّسَارِعُوْنَ فِيْهِمْ يَقُوْلُوْنَ نَخْشٰٓى اَنْ تُصِيْبَنَا دَاۗىِٕرَةٌ ۭ فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَ بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهٖ فَيُصْبِحُوْا عَلٰي مَآ اَسَرُّوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ نٰدِمِيْنَ ۝

৫১. আয় আহলে ঈমান! ইহুদী ও নাছারাদের তোমরা 'ইয়ার-বন্ধু' বানিয়ো না, বরং তারা একে অন্যের ইয়ার-বন্ধু। আর তোমাদের মধ্য হতে যে তাদের বন্ধুত্বে মগ্ন হবে সে কিন্তু তাদের থেকেই গণ্য হবে। আল্লাহ্ কিন্তু যালিম কাউমকে হিদায়াত দেন না। ৫২. তো যাদের অন্তরে (নিফাকের) ব্যাধি রয়েছে তাদের আপনি দেখবেন যে, তারা আগে বেড়ে বেড়ে ইহুদী-নাছারার দলে ভিড়ছে। তারা এ অজুহাত দেয় যে, আমাদের আশঙ্কা যে, আমাদের উপর কোন 'বিপদঘূর্ণী' না এসে পড়ে![৩০০] কিন্তু এমন তো হতেই পারে যে, আল্লাহ্ (মুমিনদের) বিজয় দান করলেন, বা নিজের পক্ষ হতে বিশেষ কোন অবস্থা প্রকাশ করলেন,[৩০১] ফলে তারা তাদের মনের গোপন কথাগুলোর জন্য শরমিন্দা হল!

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَهٰٓؤُلَاۗءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ ۙ اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ۭ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَاَصْبَحُوْا خٰسِرِيْنَ ۝ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِي اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗٓ ۙ اَذِلَّةٍ عَلَي الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَي الْكٰفِرِيْنَ ۡ يُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَاۗىِٕمٍ ۭ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝

---

[৩০০] বিকল্প তরজমা, আমাদের আশঙ্কা যে, কোন দুর্বিপাকে না আমরা পড়ে যাই! (যেন আজকেরই বাস্তব চিত্র!)

[৩০১] যেমন, বিজয় তো হল না, তবে অহীর মাধ্যমে আল্লাহ্ মুনাফিকদের গোপন কথা ফাঁস করে দিলেন, আর তারা লজ্জায় পড়ে গেলো।

৫৩. আর (তখন) আহলে ঈমান (একে অন্যকে) বলবে, এরাই কি তারা, যারা আল্লাহ্‌র নামে বড় জোরদার কসম করেছিল যে, তারা তোমাদের সঙ্গে আছে। বস্তুত (কপটতার কারণে) তাদের সমস্ত আমল বরবাদ হয়েছে, তাই তারা ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। ৫৪. আয় আহলে ঈমান! তোমাদের মধ্য হতে যে তার দ্বীন থেকে ফিরে যাবে/ মুরতাদ হয়ে যাবে, তো অতিসত্বর আল্লাহ্ (তাদের স্থলে) এমন সম্প্রদায় নিয়ে আসবেন/সৃষ্টি করবেন, আল্লাহ্ যাদের ভালোবাসবেন, আর যারা আল্লাহ্‌কে ভালোবাসবে, যারা মুমিনদের প্রতি হবে কোমল, কাফিরদের মোকাবেলায় হবে কঠোর; তারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করবে, আর কোন 'তিরস্কারী'র তিরস্কারের পরোয়া করবে না। এটা হল আল্লাহ্‌র ফযল (ও অনুগ্রহ) যা তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকে দান করেন। আর আল্লাহ্ বড় প্রশস্ততার অধিকারী, সর্ববিষয়ে জ্ঞাত।

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُونَ ﴿٥٥﴾ وَمَنْ يَتَوَلَّ
اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُونَ ﴿٥٦﴾

৫৫. তোমাদের বন্ধু তো হলেন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল, আর যারা ঈমান এনেছে, যারা ছালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, এমন অবস্থায় যে তারা (আল্লাহ্‌র প্রতি) অবনত। ৫৬. আর যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে বন্ধু বানাবে (তারাই হবে আল্লাহ্‌র দল, হিযবুল্লাহ্!) আর আল্লাহ্‌র দল, হিযবুল্লাহ্ই হবে চূড়ান্ত বিজয়ী।

(রুকূ. ৯)

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَّلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَآءَ ۚ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَّلَعِبًا ۚ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ﴿٥٨﴾

৫৭. আয় আহলে ঈমান! তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেয়া হয়েছিল, তাদের মধ্য হতে যারা তোমাদের দ্বীনকে হাসির পাত্র এবং খেলনার পাত্র বানিয়ে রেখেছে তাদেরকে, আর কাফিরীনকে তোমরা বন্ধু বানিয়ো না। আর তোমরা আল্লাহ্‌কে সমীহ কর, যদি তোমরা (সত্যিকারের) মুমিন হয়ে থাক। ৫৮. আর (তাদের অবস্থা তো এই যে,) যখন (তাদের) তোমরা ছালাতের দিকে আহ্বান কর তখন তারা ছালাতকে 'হাসিতামাশার পাত্র' বানায়। (আর) সেটা এ জন্য (করে) যে, তারা এমন সম্প্রদায় যারা আকল-বুদ্ধি ধারণ করে না।

قُلْ يٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّآ إِلَّآ أَنْ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ
فٰسِقُونَ ﴿٥٩﴾ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللّٰهِ ۚ مَنْ لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ
الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ ۚ أُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّأَضَلُّ عَنْ سَوَآءِ السَّبِيلِ ﴿٦٠﴾

৫৯. (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি (তাদের) বলুন, আয় আহলে কিতাব, শুধু কি এ কারণেই আমাদের প্রতি তোমরা বিদ্বেষ পোষণ কর যে, আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছি এবং (ঈমান এনেছি) ঐ

কিতাবের প্রতি যা আমাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং যা পূর্বে নাযিল করা হয়েছে। আর (এটাই কি কারণ) যে, তোমাদের অধিকাংশই হলে পাপাচারী। ৬০. (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি (তাদের) বলুন, আমি কি তোমাদের বাতলে দেব, (যে বিষয়টিকে তোমরা নিকৃষ্ট ভাবছো), আল্লাহ্‌র নিকট প্রতিফল হিসাবে তার চেয়ে নিকৃষ্ট কারা! যাদের আল্লাহ্ অভিশাপ দিয়েছেন এবং যাদের উপর আল্লাহ্ ক্রোধান্বিত হয়েছেন এবং যাদের মধ্য হতে (কতিপয়কে) তিনি বানর ও শূকর বানিয়েছেন এবং যারা তাগূতের (শয়তানের) পূজা করেছে। ওরাই হল অবস্থানের দিক থেকে সর্বনিকৃষ্ট এবং সরল পথ থেকে সবচে' বিচ্যুত।

وَإِذَا جَآءُوكُمْ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَقَد دَّخَلُوا۟ بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا۟ بِهِۦ ۚ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا۟ يَكْتُمُونَ ﴿٦١﴾ وَتَرَىٰ كَثِيرًا
مِّنْهُمْ يُسَـٰرِعُونَ فِى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٦٢﴾ لَوْلَا يَنْهَىٰهُمُ ٱلرَّبَّـٰنِيُّونَ وَ
ٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا۟ يَصْنَعُونَ ﴿٦٣﴾

৬১. আর যখন তারা তোমাদের কাছে আসে তখন তারা বলে, আমরা (তো তোমাদেরই মত) ঈমান এনেছি! অথচ তারা কুফুর নিয়েই (তোমাদের মজলিসে) প্রবেশ করেছিল, আবার (এই) কুফুর নিয়েই তারা বের হয়ে গিয়েছে। আর আল্লাহ্ সবচেয়ে ভালো জানেন ঐ বিষয়ে যা তারা গোপন করে চলেছে। ৬২. আর তাদের মধ্য হতে বহুকে তুমি দেখবে, পাপ ও সীমালঙ্ঘনের দিকে এবং হারাম উদরস্থ করার দিকে ছুটে ছুটে যায়। হায়, কত না মন্দ, যা তারা করছে! ৬৩. (ইহুদীদের) রাব্বানীগণ ও আলিমগণ কেন তাদের বাধা দেয় না পাপের কথা বলা থেকে এবং হারাম উদরস্থ করা থেকে। হায়, কত না মন্দ, যা তারা সম্পন্ন করছে।[৩০২]

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ ۚ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا۟ بِمَا قَالُوا۟ ۘ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ۖ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ ۚ وَ
لَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَـٰنًا وَكُفْرًا ۚ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَىٰ يَوْمِ
ٱلْقِيَـٰمَةِ ۚ كُلَّمَآ أَوْقَدُوا۟ نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ ۙ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا ۚ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿٦٤﴾

৬৪. ইহুদীরা বলে, 'আল্লাহ্‌র হাত বাঁধা',[৩০৩] তাদেরই হাত যেন বাঁধা হয়, আর তারা যা বলেছে, সে জন্য তারা অভিশপ্ত হোক। আল্লাহ্‌র তো উভয়হাত পূর্ণ উন্মুক্ত, তিনি যেমন ইচ্ছা করেন, খরচ করেন। আর (আয় পেয়ারে নবী! অবস্থা প্রমাণ করছে যে,) আপনার উপর আপনার রবের পক্ষ হতে যা নাযিল করা হয়েছে তা তাদের অনেকেরই অবাধ্যতা ও কুফুর বাড়িয়েই ছাড়বে। আর আমি তাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঢেলে দিয়েছি কেয়ামতের দিন পর্যন্ত। যখনই তারা (আহলে ঈমানের বিরুদ্ধে) যুদ্ধের আগুন জ্বালায়, আল্লাহ্ তা নিভিয়ে দেন। আর তারা ভূখণ্ডে ফাসাদ সৃষ্টির অপচেষ্টায় লেগে

---

[৩০২] বিকল্প তরজমা, কত না মন্দ তাদের এরূপ আচরণ! রাব্বানী অর্থ যিনি বা যারা আপন রবের প্রতি নিবেদিত, অর্থাৎ ফানা ফির্-রাব্ব।

[৩০৩] তাই তিনি আমাদের দেয়ার ক্ষেত্রে, নাউযু বিল্লাহ্– এত কৃপণ। শাস্তিস্বরূপ মদীনার ইহুদিদের উপর কিছু সময়ের জন্য অভাব নেমে এসেছিল, কিন্তু তারা সতর্ক হওয়ার পরিবর্তে আরো বেপরোয়া হয়ে এরূপ আস্পর্ধামূলক কথা বলেছে। আমাদের সমাজেও এরূপ দাম্ভিকতাপূর্ণ উচ্চারণের মানসিকতা রয়েছে। আল্লাহ্ মাফ করুন।

থাকে, আল্লাহ্ কিন্তু (ফাসাদ ও) ফাসাদীদের বরদাশ্‌ত করেন না।

وَ لَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتٰبِ اٰمَنُوْا وَ اتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَ لَاَدْخَلْنٰهُمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿٦٥﴾ وَ لَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا
التَّوْرٰىةَ وَ الْاِنْجِيْلَ وَ مَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ ؕ مِنْهُمْ اُمَّةٌ
مُّقْتَصِدَةٌ ؕ وَ كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُوْنَ ﴿٦٦﴾

৬৫. আহলে কিতাব যদি (আখেরী নবীর প্রতি) ঈমান আনতো এবং তাক্বওয়া অবলম্বন করত তাহলে অবশ্যই তাদের থেকে আমি তাদের কালিমাগুলো মুছে দিতাম, আর অবশ্যই তাদের আমি আরাম-আয়েশের বাগবাগিচায় দাখেল করতাম। ৬৬. আর যদি তারা তাওরাত ও ইন্‌জীলের এবং (এখন) যে (কোরআন) তাদের রবের পক্ষ হতে তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে সেগুলো (র আহকাম ও বিধান) কার্যকর করত তাহলে অবশ্যই তারা (আল্লাহ্‌র নেয়ামত) ভোগ করত তাদের উপর থেকে এবং তাদের পায়ের নীচ থেকে (সর্বদিক থেকে)। তাদের মধ্য হতে একটি দল (অবশ্যই) ভারসাম্যপূর্ণ পথের অনুসারী, তবে তাদের অনেকেই কত না মন্দ কর্ম করে!

(রুকূ. ১০)

يٰۤاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ؕ وَ اِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ ؕ وَ اللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ
لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٦٧﴾ قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰى شَىْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰىةَ وَ الْاِنْجِيْلَ وَ مَاۤ اُنْزِلَ
اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ وَ لَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّ كُفْرًا ۚ فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٦٨﴾

৬৭. আয় (পেয়ারে) রাসূল! আপনি পৌঁছাতে থাকুন যা আপনার রবের পক্ষ হতে আপনার প্রতি নাযিল করা হয়েছে। আর (এমন) যদি না করেন তাহলে তো আল্লাহ্‌র বার্তা আপনি পৌঁছালেনই না! আর (মানুষের পরোয়া করার প্রয়োজন নেই, কারণ) আল্লাহ্ আপনাকে মানুষের (চক্রান্ত) হতে রক্ষা করবেন। আল্লাহ্ তো কাফির কাউমকে হিদায়াত দেন না।

৬৮. আপনি বলুন, আয় আহলে কিতাব! তোমরা কোন সঠিক দ্বীনের উপর নেই যতক্ষণ (না) তোমরা তাওরাত ও ইন্‌জীলের এবং (এখন) যে কিতাব তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের পক্ষ হতে নাযিল করা হয়েছে, তা(র আহকাম ও বিধান) কার্যকর করছ। আর (আয় নবী! অবস্থা বলে যে,) আপনার রবের পক্ষ হতে আপনার উপর যা নাযিল করা হয়েছে তা তাদের অনেকেরই অবাধ্যতা ও কুফুর বাড়িয়েই ছাড়বে। সুতরাং আপনি কাফির সম্প্রদায়ের উপর সহানুভূতি যেন প্রকাশ না করেন।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ الَّذِيْنَ هَادُوْا وَ الصّٰبِـُٔوْنَ وَ النَّصٰرٰى مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٦٩﴾ لَقَدْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِىْۤ اِسْرَآءِيْلَ وَ اَرْسَلْنَاۤ اِلَيْهِمْ رُسُلًا ؕ كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌۢ
بِمَا لَا تَهْوٰۤى اَنْفُسُهُمْ ۙ فَرِيْقًا كَذَّبُوْا وَ فَرِيْقًا يَّقْتُلُوْنَ ﴿٧٠﴾

৬৯. যারা ঈমান এনেছে, আর যারা ইহুদিয়াত গ্রহণ করেছে, আর যারা ছাবী ও নাছরানী, (তাদের মধ্যে) যারা আল্লাহ্‌র প্রতি এবং শেষদিনের প্রতি ঈমান আনবে, আর নেক আমল করবে, তো (সেদিন) তাদের উপর কোন ভয় নেই, আর তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে না। ৭০. সুনিশ্চিতই আমি বনী ইসরাঈলের (কাছ থেকে) অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম, আর তাদের প্রতি বহু রাসূল পাঠিয়েছি। (তো) যখনই তাদের কাছে কোন রাসূল আসতেন ঐ বিধান নিয়ে যা তাদের অন্তর পছন্দ করত না, (তখন রাসূলদের) একটি দলকে তারা ঝুটলিয়েছে/তাকযীব করেছে, আর একটি দলকে কতল করতে থাকতো।

وَحَسِبُوْٓا اَلَّا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ فَعَمُوْا وَصَمُّوْا ثُمَّ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوْا وَصَمُّوْا كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ ۭ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ۝ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۭ وَقَالَ الْمَسِيْحُ يٰبَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ ۭ اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰىهُ النَّارُ ۭ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ۝

৭১. আর তারা ভেবেছে যে, কোন 'ধরপাকড়' হবে না[৩০৪]। তাই (হিদায়াতের বিষয়ে) তারা অন্ধ ও বধির হয়ে আছে। তারপর আল্লাহ্ তাদের অবস্থার উপর সদয় হয়েছেন, কিন্তু তবু তাদের অনেকে অন্ধ ও বধির সেজেছে। তো তারা যাকিছু করছে, আল্লাহ্ তা ভালোভাবেই দেখছেন। ৭২. সুনিশ্চিতই তারা কুফুরি করেছে যারা বলেছে, আল্লাহ্, নিঃসন্দেহে তিনিই মাসীহ ইবনে মারয়াম। পক্ষান্তরে মাসীহ বলেছেন, আয় বনী ইসরাঈল, তোমরা আমার রব্ এবং তোমাদের রব্ আল্লাহ্‌র ইবাদত কর। আল্লাহ্‌র সঙ্গে যে শিরক করবে, তো নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তার উপর জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন, আর তার ঠিকানা হল জাহান্নাম, আর যালিমীনের জন্য কোন সাহায্যকারী(দল) নেই।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّآ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۭ وَاِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْلُوْنَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝ اَفَلَا يَتُوْبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَهٗ ۭ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

৭৩. সুনিশ্চিতই তারা কুফুরি করেছে যারা বলেছে, আল্লাহ তো তিন ইলাহের তৃতীয়। অথচ (সত্য এই যে, কোথাও) কোন ইলাহ নেই এক ইলাহ ছাড়া। আর যদি তারা, যা বলছে, তা থেকে বিরত না হয় তাহলে তাদের মধ্য হতে যারা কুফুর করেছে, যন্ত্রণাদায়ক আযাব তাদের পাকড়াও করবেই করবে[৩০৫]। ৭৪. তো তারা কি আল্লাহ্‌র অভিমুখে তাওবা করবে না এবং তাঁর কাছে ইস্‌তিগফার করবে না! অথচ আল্লাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু!

مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۭ وَاُمُّهٗ صِدِّيْقَةٌ ۭ كَانَا يَاْكُلٰنِ الطَّعَامَ ۭ اُنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ انْظُرْ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ۝

---

৩০৪ আর তারা ভেবেছে যে, কোন ফিতনা ও বিপদ হবে না...

৩০৫ তাদের ছোঁবেই ছোঁবে। مَسّ মানে স্পর্শ করা, বা ছোঁয়া। এখানে মতলব হল, আযাবের প্রথম অবস্থা, যখন আযাব মাত্র ছুঁয়েছে, তারপর পর্যায়ক্রমে তা পাকড়াও পর্যন্ত উপনীত হবে, যেমন মূল তরজমায় বলা হয়েছে।

৭৫. মাসীহ ইবনে মারয়াম তো রাসূল ছাড়া আর কিছু নন। তাঁর পূর্বেও রাসূলান বিগত হয়েছেন। আর তাঁর মা 'ছিদ্দীকা' ছিলেন।[৩০৬] তাঁরা (উভয়ে) খাদ্য আহার করতেন। দেখ, কীভাবে তাদের জন্য নিদর্শনাদি খুলে খুলে বয়ান করছি। তারপর আরো দেখ, কোথায় কোথায় তাদের ঘুরিয়ে মারা হচ্ছে!

قُلْ اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا ؕ وَاللّٰهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٧٦﴾ قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوْۤا اَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَاَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَّضَلُّوْا عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ ﴿٧٧﴾

৭৬. (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি বলুন, আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা কি এমন কিছুর উপাসনা করছো যা তোমাদের জন্য না ক্ষতি করার মালিক, না উপকার করার! অথচ আল্লাহ্‌ই পূর্ণরূপে শোনেন এবং পূর্ণরূপে জানেন। ৭৭. আপনি (আরো) বলুন, আয় আহলে কিতাব! নিজেদের দ্বীনের বিষয়ে অযথা অতিশয়তা কর না, আর এমন কাউমের খাহেশাতের অনুসরণ কর না, যারা আগে থেকেই বিচ্যুত হয়েছে এবং বহুমানুষকে বিচ্যুত করেছে, আর সরল পথ থেকে সরে গিয়েছে

(রুকূ. ১১)

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿٧٨﴾ كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ؕ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿٧٩﴾ تَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ اَنْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ﴿٨٠﴾

৭৮. বনী ইসরাঈল থেকে যারা কুফুর করেছে তাদের অভিশাপ দেয়া হয়েছে দাউদের যবানে এবং 'ঈসা ইবনে মারয়ামের (যবানে)। সেটা এজন্য যে, তারা নাফরমানি করেছে, আর (একারণেও যে,) তারা সীমালঙ্ঘন করতে থাকতো। ৭৯. যে অন্যায় কর্ম তারা করত, তা থেকে একে অন্যকে তারা বাধা দিতো না। তারা যা করত, তা কত না মন্দ! ৮০. তাদের মধ্য হতে অনেককে তুমি দেখবে (যে, মূর্তিপূজক) কাফিরদের তারা বন্ধু বানিয়ে রেখেছে। নিজেদের জন্য তারা নিজেরা যাকিছু অগ্রে প্রেরণ করেছে তা কত না মন্দ! কারণ এই যে, (ঐগুলোর ফলে) আল্লাহ্‌ তাদের উপর রুষ্ট হয়েছেন, আর তারা আযাবের মধ্যে চিরকাল থাকবে।

وَلَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِيِّ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٨١﴾ لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۚ وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْۤا اِنَّا نَصٰرٰى ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَّاَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٨٢﴾

৮১. আর যদি তারা ঈমান আনতো আল্লাহ্‌র প্রতি এবং (আখেরী) নবীর প্রতি এবং ঐ কিতাবের প্রতি যা তাঁর প্রতি নাযিল করা হয়েছে তাহলে তাদের (মূর্তিপূজকদের) তারা বন্ধু বানাত না।

---

[৩০৬] ছিদ্দীক ও ছিদ্দীকা, আভিধানিক অর্থ অত্যন্ত সত্যাশ্রয়ী। পরিভাষায়, যিনি রাসূলের শ্রেষ্ঠতম অনুসারী, নবুয়ত ও রিসালাতের পর এটি সর্বোত্তম মর্যাদা।

তবে (ঘটনা হল,) তাদের মধ্য হতে অনেকেই পাপাচারী। ৮২. আহলে ঈমানের প্রতি শত্রুতার ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে সবচে' কঠিন তুমি দেখতে পাবে ইহুদীদের এবং যারা শির্ক করে তাদের। আর বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে আহলে ঈমানের সবচে' নিকটে দেখতে পাবে তাদের, যারা বলে, আমরা নাছারা। সেটা এ-জন্য যে, তাদের মধ্যে রয়েছে কিছু জ্ঞানবান্ধব (আলিম) এবং সংসারত্যাগী পুরুষ, আর (এ কারণেও) যে, তারা অহঙ্কার করে না।

وَ اِذَا سَمِعُوْا مَاۤ اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ تَرٰۤى اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ ۚ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَاۤ اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ۝ وَ مَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ مَا جَآءَنَا مِنَ الْحَقِّ ۙ وَ نَطْمَعُ اَنْ يُّدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصّٰلِحِيْنَ ۝

৮৩. * আর যখন তারা শোনে (ঐ-সব আয়াত) যা রাসূলের উপর নাযিল করা হয়েছে তখন আপনি তাদের চক্ষুগুলো দেখতে পাবেন, সত্যকে চিনতে পারার কারণে তাদের চোখে অশ্রু ঝরছে। (আর) তারা বলে, (ইয়া) রাব্বানা, আমরা ঈমান এনেছি, সুতরাং আমাদের (নাম) লিখে রাখুন (সত্যের পক্ষে) সাক্ষ্যদাতাদের সঙ্গে। ৮৪. আর আমাদের কী হল যে, আমরা ঈমান আনবো না আল্লাহ্‌র প্রতি এবং ঐ সত্যের প্রতি যা আমাদের কাছে এসেছে, অথচ আমরা বাসনা রাখি যে, আমাদের রব্ নেককারদের সঙ্গে আমাদের শামিল করবেন।[৩০৭]

فَاَثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوْا جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَ ذٰلِكَ جَزَآءُ الْمُحْسِنِيْنَ ۝ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَاۤ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ۝

৮৫. সুতরাং যে (উত্তম) কথা তারা বলেছে সে জন্য পুরস্কাররূপে আল্লাহ্ তাদের এমন বাগবাগিচা দান করবেন যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় নহর-নালা, তাতে তারা চিরকাল থাকবে। আর সেটা পুণ্যবানদের জাযা। ৮৬. আর যারা কুফুর করেছে এবং আমার আয়াতগুলো ঝুটলিয়েছে, ওরাই হল জাহান্নামের বাসিন্দা।

(রুকূ. ১২)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَاۤ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَ لَا تَعْتَدُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ۝ وَ كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۪ وَّ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْۤ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ۝

৮৭. আয় আহলে ঈমান, যে সমস্ত উত্তম জিনিস আল্লাহ্ তোমাদের জন্য হালাল করেছেন সেগুলো তোমরা হারাম কর না, আর সীমালঙ্ঘন কর না। সীমালঙ্ঘনকারীদের কিন্তু আল্লাহ্ ভালোবাসেন না। ৮৮. আর আল্লাহ্ তোমাদের যাকিছু রিযিক দিয়েছেন তা থেকে হালাল ও পাক জিনিস আহার কর। আর তোমরা আল্লাহ্‌কে সমীহ কর, যাঁর প্রতি তোমরা ঈমান রাখ।

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْۤ اَيْمَانِكُمْ وَ لٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ ۚ فَكَفَّارَتُهٗۤ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ؕ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ ؕ

---

[৩০৭] এমন আশা করব, অথচ আল্লাহ্‌র প্রতি ও সত্যের প্রতি ঈমান আনব না, তা কীভাবে হতে পারে!

ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوْٓا اَيْمَانَكُمْ ۚ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝٨٩

৮৯. তোমাদের কসমগুলোর মধ্যে যা লাগ্‌ব, সে বিষয়ে আল্লাহ্‌ তোমাদের পাকড়াও করবেন না, তবে যে সমস্ত কসম তোমরা প্রত্যয়ের সঙ্গে সম্পন্ন করেছো সে বিষয়ে তিনি তোমাদের পাকড়াও করবেন। তো ঐরকম কসম (ভঙ্গের) ক্ষেত্রে কাফফারা হচ্ছে দশজন মিসকীনকে আহার দান করা, এমন মধ্যম স্তরের খাবার যা তোমরা তোমাদের পরিবারপরিজনকে আহার করাও, বা (কাফফারার দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে) তাদের পোশাক দান করা, বা (তৃতীয় উপায় হচ্ছে) গোলাম আযাদ করা। তবে যে (এগুলোর কোনটি নাগালের মধ্যে) না পায়, তো (তার কর্তব্য হল) তিনদিন ছিয়াম পালন করা। সেটাই হল তোমাদের কসমের কাফফারা, যখন তোমরা কসম কর, (তারপর কসম ভঙ্গ কর)। আর নিজেদের কসমগুলো তোমরা রক্ষা কর।[৩০৮] এভাবেই আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা শোকর আদায় কর।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝٩٠
اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ۝٩١

৯০. আয় আহলে ঈমান! কোন সন্দেহ নেই যে, মদ ও জুয়া এবং মূর্তির সামনে বলিদানের বেদী এবং ভাগ্যনির্ধারণের তীরগুচ্ছ, (এগুলো) অপবিত্র (এবং) শয়তানের কর্মবিশেষ; সুতরাং তোমরা তা পরিহার কর, যাতে সফলকাম হতে পারো। ৯১. শয়তান তো এ-ই চায় যে, মদ ও জুয়াতে (ফেলে) তোমাদের মধ্যে সে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাবে, আর আল্লাহ্‌র যিকির থেকে এবং ছালাত থেকে তোমাদের বাধা দিয়ে রাখবে, তো তোমরা কি (এগুলো থেকে) বিরত থাকবে!

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاحْذَرُوْا ۚ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۝٩٢ لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْٓا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاَحْسَنُوْا ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۝٩٣

৯২. আর তোমরা আল্লাহ্‌কে মান্য কর এবং (তাঁর) রাসূলকে মান্য কর, আর (শয়তানের চক্রান্ত থেকে) সতর্ক থাকো। অনন্তর যদি তোমরা (আনুগত্যের পথ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে জেনে রাখো যে, আমার রাসূলের উপর দায়িত্ব হল শুধু (বার্তা ও পায়গাম) সুস্পষ্টরূপে পৌঁছে দেয়া। ৯৩. যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমলে মগ্ন থেকেছে, তারা পিছনে যাকিছু (হারাম) পানাহার করেছে তাতে তাদের উপর কোন গোনাহ নেই, যদি তারা (সামনের বিষয়ে) তাক্বওয়া অবলম্বন করে এবং ঈমানের উপর অবিচল থাকে এবং নেক আমল করে যায়, তারপর (আরো বেশী) তাক্বওয়া অবলম্বন করে এবং ঈমানের উপর (আরো বেশী) অবিচল থাকে, তারপর আরো বেশী তাক্বওয়া অবলম্বন করে এবং সদাচার রক্ষা করে। বস্তুত আল্লাহ্‌ সদাচারকারীদের ভালোবাসেন।

---

[৩০৮] যাতে গোনাহ না হয়, আর কাফফারা ওয়াজিব না হয়।

(রুকূ. ১৩)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهٗٓ اَيْدِيْكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّخَافُهٗ بِالْغَيْبِ ۚ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

৯৪. আয় আহলে ঈমান! সত্যি সত্যি আল্লাহ্ তোমাদের পরীক্ষা করবেন কিছু শিকারের পশু দ্বারা, যা তোমাদের হাতের ও বর্শার নাগালে আসবে, যাতে (ঘটনা থেকে) আল্লাহ্ জেনে নেন, কে তাঁকে ভয় করে গায়বানা। তো এর পরে যে সীমালঙ্ঘন করবে, তো তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ۭ وَمَنْ قَتَلَهٗ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاۗءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهٖ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًۢا بٰلِغَ الْكَعْبَةِ اَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسٰكِيْنَ اَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوْقَ وَبَالَ اَمْرِهٖ ۭ عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ ۭ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ ۭ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝

৯৫. আয় আহলে ঈমান! তোমরা মুহরিম অবস্থায় কোন শিকার হত্যা কর না। আর তোমাদের থেকে যে ইচ্ছাকৃতভাবে শিকার হত্যা করবে তো (তার উপর) জাযা (ওয়াজিব হবে, যার পন্থা এই যে,) যে পশু সে হত্যা করেছে তার সমস্তরের কোন গবাদিপশু হাদীরূপে কা'বায় উপস্থিত করবে (এবং যবেহ করবে)। (আর) সমস্তর নির্ধারণ করবে তোমাদের থেকে দু'জন ন্যায়পরায়ণ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি, অথবা (ঐ পশুর মূল্য) কাফফারা দেবে মিসকীনদের আহার করানো দ্বারা, বা ঐ পশুর মূল্যবরাবর ছিয়াম পালন করবে।[৩০৯] (এ বিধান এ-জন্য যে,) সে যেন তার কর্মের পরিণতি আস্বাদন করতে পারে। আগে যা ঘটেছে তা (তো) আল্লাহ্ মার্জনা করেছেন, তবে (এর) পুনরাবৃত্তি যে করবে, আল্লাহ্ তার থেকে 'প্রতিশোধ' নেবেন। আর আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, প্রতিশোধের নিরঙ্কুশ অধিকারী।

اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهٗ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۚ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۭ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ۝ جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيٰمًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَاۗىِٕدَ ۭ ذٰلِكَ لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝

৯৬. তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে সাগরের শিকার ও খাবার। (আল্লাহ্ এটাকে) তোমাদের জন্য এবং (নৌ)কাফেলার জন্য ভোগের উপকরণ বানিয়েছেন। তবে তোমাদের জন্য স্থলের শিকার হারাম করা হয়েছে যতক্ষণ তোমরা মুহরিম থাকবে। আর তোমরা আল্লাহ্কে সমীহ কর, যাঁরই অভিমুখে তোমাদের জড়ো করে নিয়ে যাওয়া হবে। ৯৭. কা'বাকে, পবিত্র গৃহকে আল্লাহ্ মানুষের জন্য নিরাপদ অবস্থানক্ষেত্র বানিয়েছেন, আর (তদ্রূপ) পবিত্র মাস, হাদী ও কালাইদকে (নিরাপদ অবস্থানের মাধ্যম বানিয়েছেন), সেটা (এ-জন্য যে,) তোমরা যেন জানতে পার যে, আল্লাহ্ জানেন, যাকিছু সমস্ত আসমানে আছে এবং যাকিছু যমীনে আছে, আর (যেন জানতে পারো যে,) আল্লাহ্ প্রতিটি বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞাত।

---

[৩০৯] অর্থাৎ ঐ পশুর যা মূল্য তা থেকে প্রতি পৌনে দুই সের গমের জন্য একটি ছিয়াম ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে পূর্ণ ছিয়াম ওয়াজিব হবে।

اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ وَ اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٩٨﴾ مَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ﴿٩٩﴾ قُلْ لَّا يَسْتَوِى الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰٓاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٠٠﴾

৯৮. তোমরা জেনে রাখো যে, (একদিকে) আল্লাহ্ কঠিন সাজাদানকারী, আর (অন্যদিকে) আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৯৯. পূর্ণরূপে পৌঁছে দেয়া ছাড়া রাসূলের উপর আর কোন 'দায়দায়িত্ব' নেই। আর আল্লাহ্ পূর্ণরূপেই জানেন যা তোমরা প্রকাশ কর, আর যা তোমরা গোপন কর। ১০০. (আয় পেয়ারে নবী! লোকদের) আপনি বলুন, অপবিত্র এবং পবিত্র (দু'টি বস্তু)[৩১০] সমান হতে পারে না, যদিও অপবিত্র বস্তুর আধিক্য তোমাকে মুগ্ধ করে। সুতরাং হে জ্ঞানের অধিকারীগণ! আল্লাহ্কে সমীহ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

(রুকূ. ১৪)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْـَٔلُوْا عَنْ اَشْيَآءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ۚ وَاِنْ تَسْـَٔلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْاٰنُ تُبْدَ لَكُمْ ؕ عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿١٠١﴾ قَدْ سَاَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ اَصْبَحُوْا بِهَا كٰفِرِيْنَ ﴿١٠٢﴾

১০১. আয় আহলে ঈমান! এমন কিছু বিষয়ে তোমরা জিজ্ঞাসা কর না, যা যদি তোমাদের জন্য প্রকাশ করা হয়, তোমাদের কাছে অপ্রিয় লাগবে।[৩১১] আর যদি তোমরা, যখন কোরআন নাযিল করা হচ্ছে তখন ঐ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর (তখন কিন্তু) তোমাদের জন্য তা প্রকাশ করে দেয়া হবে। (অবশ্য) পিছনের প্রশ্নাদি সম্পর্কে আল্লাহ্ মার্জনা করেছেন, আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম সহনশীল। ১০২. এক কাউম কিন্তু তোমাদের আগে থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন করেছে, তারপর (যে সমস্ত উত্তর দেয়া হয়েছে) সে বিষয়ে তারা কুফুরে/প্রত্যাখ্যানে লিপ্ত হয়েছে।

مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْۢ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَآئِبَةٍ وَّلَا وَصِيْلَةٍ وَّلَا حَامٍ ۙ وَّلٰكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ؕ وَاَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿١٠٣﴾

১০৩. (কোন পশুকে) আল্লাহ্ না বাহীরা বানানোর সিদ্ধান্ত করেছেন, না সাইবাহ, না ওয়াছীলাহ, না হাম।[৩১২] তবে যারা কুফুর অবলম্বন করেছে তারা আল্লাহ্র নামে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করত। আসলে তাদের অধিকাংশই আকল-বুদ্ধি ধারণ করত না।

---

৩১০ বিকল্প তরজমা, খবিছ ও তাইয়েব সমান হতে পারে না,

৩১১ তারকীবানুগ ভিন্ন তরজমা, যা যদি তোমাদের জন্য প্রকাশ করা হয়, তা তোমাদের অপ্রসন্ন করবে।

৩১২ জাহেলী যুগের কিছু প্রথা ছিল, যা এখন আমাদের কাছে হাস্যকর মনে হলেও তখন তাদের কাছে তা কঠিন ধর্মীয় আচার ছিল। পশুর কান ফেড়ে তার দুধ মূর্তির নামে উৎসর্গ করা হতো, এটা হল বাহীরা। কোন পশুকে মূর্তির নামে ছেড়ে দেয়া হতো, তাকে কোন কাজে লাগানোকে কঠিন পাপ মনে করা হতো। এটা হল সাইবাহ্। উটনী যখন মাঝখানে নর প্রসব করা ছাড়া লাগাতার 'মাদা' প্রসব করত, সেটাকেও মূর্তির নামে ছেড়ে দেয়া হতো, এটা হল ওয়াছীলাহ। হামও একজাতীয় পশুর নাম ছিল, যাকে পবিত্র ভেবে মূর্তির নামে অবমুক্ত করে দেয়া হতো। এ যুগেও কি নেই সংস্কৃতির নামে, এমনকি ধর্মের নামে উদ্ভট আচার-আচরণ!

وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَ اِلَى الرَّسُوْلِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ؕ اَوَ لَوْ كَانَ
اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا وَّ لَا يَهْتَدُوْنَ ﴿۱۰۴﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ ۚ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا
اهْتَدَيْتُمْ ؕ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۰۵﴾

১০৪. আর যখন তাদের বলা হয়, এসো ঐ কিতাবের দিকে যা আল্লাহ্ নাযিল করেছেন এবং (এসো) রাসূলের দিকে, তখন তারা বলে, আমাদের জন্য তো তাই যথেষ্ট যার উপর আমরা পেয়েছি আমাদের পূর্বপুরুষানকে। আচ্ছা, যদি তাদের পূর্বপুরুষান কিছুই না জেনে থাকে এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত না হয়ে থাকে তাহলেও কি (তারা তাদেরই পিছনে চলবে)। ১০৫. আয় আহলে ঈমান! তোমরা নিজেদের (সংশোধনের) চিন্তা কর। তোমরা (নিজেরা) যদি হিদায়াতপ্রাপ্ত হও (এবং হিদায়াতের উপর অবিচল থাক) তাহলে (আপন কর্মফলরূপে) যারা পথচ্যুত হয়েছে তারা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।[৩১৩] আল্লাহ্রই অভিমুখে হবে তোমাদের সবার প্রত্যাবর্তন; তখন তিনি তোমাদের অবহিত করবেন (দুনিয়াতে) তোমরা যাকিছু করছিলে সে সম্পর্কে।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ اَوْ اٰخَرٰنِ
مِنْ غَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ ؕ تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْۢ بَعْدِ الصَّلٰوةِ فَيُقْسِمٰنِ
بِاللّٰهِ اِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِىْ بِهٖ ثَمَنًا وَّ لَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۙ وَ لَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ اِنَّاۤ اِذًا لَّمِنَ الْاٰثِمِيْنَ ﴿۱۰۶﴾

১০৬. আয় আহলে ঈমান! যখন তোমাদের কারো সামনে মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন অছিয়তের সময় তোমাদের মাঝে সাক্ষির ব্যবস্থা হওয়া জরুরি। (অর্থাৎ) তোমাদের (মুসলিমদের) থেকে দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি যেন (কৃত অছিয়তের বিষয়ে) সাক্ষী হয়, কিংবা তোমাদের ভিন্ন সম্প্রদায় থেকে দু'জন (যেন সাক্ষী হয়), যদি তোমরা ভূখণ্ডে সফর কর, আর তখন মৃত্যুর বিপদ তোমাদের আক্রান্ত করে। এরপর যদি (সাক্ষীদ্বয়ের সত্যতা ও সততায়) তোমরা সন্দিহান হয়ে পড় তাহলে সাক্ষীদ্বয়কে ছালাতের পর ধরে রাখতে পার, তখন তারা আল্লাহ্র নামে কসম করবে যে, এই কসমের বিনিময়ে আমরা কোন মূল্য খরিদ করছি না।[৩১৪] হোক না সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি (আমাদের) নিকটাত্মীয়। আর আল্লাহ্র (পক্ষ হতে আমাদের উপর অর্পিত) শাহাদাত আমরা গোপন করব না, যদি করি তাহলে আমরা গোনাহগারদের মধ্য হতে গণ্য হব।

فَاِنْ عُثِرَ عَلٰۤى اَنَّهُمَا اسْتَحَقَّاۤ اِثْمًا فَاٰخَرٰنِ يَقُوْمٰنِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْاَوْلَيٰنِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ
لَشَهَادَتُنَاۤ اَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَ مَا اعْتَدَيْنَاۤ ۖ اِنَّاۤ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۰۷﴾ ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَنْ يَّاْتُوْا بِالشَّهَادَةِ عَلٰى وَجْهِهَاۤ

---

[৩১৩] কারণ তাদের গোমরাহির দায়ভার তোমাদের উপর চাপানো হবে না, যদি তোমরা আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকারের দায়িত্ব ঠিকমত পালন করে থাকো। সুতরাং একটা নির্ধারিত সীমার পর অন্যের সংশোধনের চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত হওয়া, আর নিজের সংশোধন সম্পর্কে উদাসীন হওয়া ঠিক নয়।

[৩১৪] বিকল্প তরজমা, তখন তারা আল্লাহ্র নামে কসম করবে যে, এর বিনিময়ে আমরা কোন আর্থিক সুবিধা অর্জন করছি না।

اَوْ يَخَافُوْٓا اَنْ تُرَدَّ اَيْمَانٌۢ بَعْدَ اَيْمَانِهِمْ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاسْمَعُوْا ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝

১০৭. পরে যদি জানা যায় যে, সাক্ষীদু'জন (মিথ্যা সাক্ষি দিয়ে) পাপের (শাস্তির) যোগ্য হয়েছে,[৩১৫] তখন অন্য দু'জন (আগের) সাক্ষীদ্বয়ের স্থানে দাঁড়াবে (ওয়ারিছদের পক্ষ হতে), যাদের বিপক্ষে (সাক্ষীদের) পাপ সাব্যস্ত হয়েছিল। (কসম করে সাক্ষি দেবে ওয়ারিছদের মধ্য হতে মাইয়েতের) সবচে' নিকটবর্তী দু'জন, তো তারা আল্লাহ্‌র নামে কসম করে বলবে, আমাদের সাক্ষি তাদের সাক্ষির চেয়ে নিশ্চয় অধিক সত্য, আর আমরা সীমালঙ্ঘন করিনি। (যদি করি) তাহলে তো আমরা যালিমীন থেকে গণ্য হবো। ১০৮. (সাক্ষিপ্রদানের) এ বিধানটি অধিক নিকটবর্তী এ বিষয়ের যে, অছীগণ যথাযথ সাক্ষি দেবে, অথবা তারা ভয় করবে যে, তাদের (মিথ্যা) কসমের পরে (তো) ফিরতি কসম নেয়া হবে, (তখন তো তারা লজ্জায় পড়ে যাবে।) আর তোমরা আল্লাহ্‌কে সমীহ কর এবং (আহকাম ও বিধান মান্য করার নিয়তে) শোনো। আর (জেনে রাখো যে,) আল্লাহ্ পাপাচারী সম্প্রদায়কে সরল পথে পরিচালিত করেন না।

(রুকূ. ১৫)

يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَآ اُجِبْتُمْ ۗ قَالُوْا لَا عِلْمَ لَنَا ۗ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ۝

১০৯. (ঐ দিনকে স্মরণ কর) যেদিন আল্লাহ্ রাসূলানকে একত্র করবেন, আর (তাঁদের উদ্দেশ্য করে) বলবেন, (উম্মতের পক্ষ হতে) তোমাদের কী জবাব দেয়া হয়েছিল? তারা বলবেন, আমাদের তো কিছু জানা নেই। আপনিই তো সমস্ত গায়বের পূর্ণ জ্ঞানী।

اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِىْ عَلَيْكَ وَعَلٰى وَالِدَتِكَ ۘ اِذْ اَيَّدْتُّكَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ۗ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۚ وَاِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ۚ وَاِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ بِاِذْنِىْ فَتَنْفُخُ فِيْهَا فَتَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِىْ وَتُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ بِاِذْنِىْ ۚ وَاِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتٰى بِاِذْنِىْ ۚ وَاِذْ كَفَفْتُ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَنْكَ اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝

১১০. (এ-ঘটনা ঐ-দিন হবে) যখন আল্লাহ্ বলবেন, আয় 'ঈসা ইবনে মারয়াম! তুমি স্মরণ কর তোমার উপর এবং তোমার মা-জননীর উপর (বর্ষিত) আমার নেয়ামত, যখন তোমাকে আমি শক্তি যুগিয়েছি রূহুল কুদুস দ্বারা, মানুষের সঙ্গে তুমি কথা বলতে দোলনায় এবং প্রবীণ বয়সেও, আর যখন তোমাকে শিক্ষা দান করেছি কিতাব ও হিকমাত এবং তাওরাত ও ইন্‌জীল, আর যখন আমার হুকুমে তুমি কাদামাটি দ্বারা পাখীর মত আকৃতি তৈরী করতে, অনন্তর তাতে তুমি ফুঁক দিতে, ফলে আমার হুকুমে তা পাখী হয়ে যেতো! আর তুমি আমার হুকুমে জন্মান্ধকে এবং ধবলরোগীকে সুস্থ করতে, আর যখন আমার হুকুমে তুমি মৃতদের (জীবিত অবস্থায় কবর থেকে) বের করে আনতে, আর যখন বনী ইসরাঈলকে আমি তোমার থেকে বিরত রেখেছিলাম, যখন তুমি তাদের কাছে এসেছিলে সুস্পষ্ট সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ, তখন তাদের মধ্য হতে যারা কুফুর করেছিল

---

[৩১৫] বিকল্প তরজমা, পরে যদি জানা যায় যে, তারা দু'জন (মিথ্যা সাক্ষি দেয়ার) অপরাধ/গোনাহ করেছে...

তারা বলেছিল, এ তো পরিষ্কার জাদু ছাড়া আর কিছু নয়!

وَ اِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيّٖنَ اَنْ اٰمِنُوْا بِيْ وَ بِرَسُوْلِيْ ۚ قَالُوْۤا اٰمَنَّا وَ اشْهَدْ بِاَنَّنَا مُسْلِمُوْنَ ﴿۱۱۱﴾ اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ اَنْ يُّنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ ؕ قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۱۱۲﴾

১১১. আর যখন আমি হাওয়ারীদের অভিমুখে এ বার্তা পাঠালাম যে, তোমরা আমার প্রতি এবং আমার রাসূলের প্রতি ঈমান আন। তখন তারা বলল, আমরা ঈমান আনলাম, আর আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা আত্মসমর্পণকারী। ১১২. (আরো শোন ঐ সময়ের কথা) যখন হাওয়ারীগণ বলল, আয় 'ঈসা ইবনে মারয়াম, আপনার রব্ কি পারেন যে, আসমান থেকে আমাদের উপর একটি 'মাইদা' নাযিল করবেন! তিনি বললেন, তোমরা আল্লাহ্‌কে সমীহ কর, যদি তোমরা মুমিন হও।

قَالُوْا نُرِيْدُ اَنْ نَّاْكُلَ مِنْهَا وَ تَطْمَئِنَّ قُلُوْبُنَا وَ نَعْلَمَ اَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَ نَكُوْنَ عَلَيْهَا مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿۱۱۳﴾ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَاۤ اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِّاَوَّلِنَا وَ اٰخِرِنَا وَ اٰيَةً مِّنْكَ ۚ وَ ارْزُقْنَا وَ اَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿۱۱۴﴾

১১৩. তারা বলল, আমরা তো চাই যে, তা থেকে আহার করব, আর আমাদের অন্তর আশ্বস্ত হবে, আর আমরা জানতে পারব যে, আপনি আমাদের সঙ্গে সত্য বলেছেন, আর আমরা শামিল হব এ ঘটনার সাক্ষীদের মধ্যে। ১১৪. 'ঈসা ইবনে মারয়াম (নিবেদন জ্ঞাপন করে) বললেন, আয় আল্লাহ্, (ইয়া) রাব্বানা, আসমান থেকে আপনি আমাদের উপর একটি 'মাইদা' নাযিল করুন, যা আমাদের জন্য, আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবার জন্য আনন্দোৎসব হয়ে যায় এবং আপনার পক্ষ হতে একটি নিদর্শন হয়ে যায়। আর আপনি আমাদের রিযিক দান করুন, আপনি তো সর্বোত্তম রিযিকদাতা।[৩১৬]

قَالَ اللّٰهُ اِنِّيْ مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَاِنِّيْۤ اُعَذِّبُهٗ عَذَابًا لَّاۤ اُعَذِّبُهٗۤ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۱۵﴾

১১৫. আল্লাহ্ বললেন, অবশ্যই আমি তা তোমাদের উপর নাযিল করছি, তবে পরে তোমাদের মধ্য হতে যে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে তাকে তো আমি এমন সাজা দেবো যা দুনিয়া-জাহানের কাউকে দেব না।

(রুকূ. ১৬)

وَ اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِيْ وَ اُمِّيَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِيْۤ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِيْ ۗ بِحَقٍّ ؕ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهٗ فَقَدْ عَلِمْتَهٗ ؕ تَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِيْ وَ لَاۤ اَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِكَ ؕ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿۱۱۶﴾ مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَاۤ اَمَرْتَنِيْ بِهٖۤ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَ رَبَّكُمْ ۚ وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا

---

[৩১৬] বিকল্প তরজমা, আর (এই নেয়ামত) আপনি আমাদের দিয়েই দেন, আপনি তো সর্বোত্তম দাতা।

مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ۚ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١١٧﴾

১১৬. আর (ঐ সময়কেও স্মরণ কর) যখন (হাশরে) আল্লাহ্ বলবেন, আয় 'ঈসা ইবনে মারয়াম, তুমি কি লোকদের বলেছো (যে,) তোমরা আমাকে এবং আমার আম্মাকে আল্লাহ্র পরিবর্তে দুই ইলাহরূপে গ্রহণ কর! তিনি বলবেন, সুবহানাক্; আপনার সত্তা তো (শির্ক থেকে) চিরপবিত্র, আমার সাধ্য কি যে আমি বলি এমন কিছু যার কোন অধিকার আমার নেই! যদি আমি তা বলে থাকি তাহলে তো আপনি তা শুনেছেন।[১১৭] আপনি জানেন যা আমার অন্তরে সুপ্ত আছে, কিন্তু আমি তো আপনার সুপ্ত কথাগুলো জানি না। নিঃসন্দেহে আপনি তো সমস্ত গায়বের পূর্ণ জ্ঞানী। ১১৭. আমি তো তাদের শুধু তাই বলেছি যা আপনি আমাকে বলার আদেশ করেছেন, অর্থাৎ তোমরা আমার রব্ এবং তোমাদের রব আল্লাহ্র ইবাদত কর। আর যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তাদের মাঝে ছিলাম, তাদের উপর আমি সাক্ষী ছিলাম, তারপর যখন আপনি আমাকে পূর্ণরূপে (আপন অভিমুখে) তুলে নিলেন তখন আপনি নিজেই ছিলেন তাদের 'নেগাহবান'। আর আপনি তো সবকিছুর উপর সাক্ষী।

إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۖ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١١٨﴾ قَالَ اللَّهُ هَٰذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ۚ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١٩﴾ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٢٠﴾

১১৮. যদি আপনি তাদের সাজা দেন তাহলে (কার কী বলার আছে!) তারা তো আপনার বান্দা! আর যদি তাদের মাফ করে দেন (তাহলেও কারো কিছু বলার নেই।) কারণ আপনিই তো মহা-পরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাবান। ১১৯. (তখন) আল্লাহ বলবেন, এটা হল সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতা উপকার করার দিন। তাদের জন্য হবে এমন বাগবাগিচা যার তলদেশ দিয়ে নহর-নালা প্রবাহিত হয়; তাতে তারা অনন্তকাল থাকবে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, আর তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। এটাই হল আযীমুশ্-শান কামিয়াবি। ১২০. আল্লাহ্রই জন্য সমস্ত আসমান ও যমীনের এবং যাকিছু তাতে রয়েছে সবকিছুর নিরঙ্কুশ মালিকানা। আর তিনি সবকিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

سورة الأنعام–٦، مكية؛ آياتها ١٦٥ وركوعاتها ٢٠

৬- সূরাতুল আন'আম, মাক্কী; আয়াত ১৬৫, রুকূ ২০

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ۖ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿١﴾ هُوَ الَّذِي

[১১৭] বিকল্প তরজমা, আমি যদি এমন কথা বলে থাকতাম তাহলে তো আপনি জানতেন।

خَلَقَكُمْ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ قَضٰٓى اَجَلًا ؕ وَ اَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ ۝ وَ هُوَ اللّٰهُ فِى السَّمٰوٰتِ وَ فِى الْاَرْضِ ؕ
يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَ جَهْرَكُمْ وَ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُوْنَ ۝ وَ مَا تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ۝

(শুরু করছি) রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি সমস্ত আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, আর সমস্ত অন্ধকার ও নূর তৈরী করেছেন। তারপরো যারা কুফুর করেছে তারা আপন রবের সঙ্গেই কিনা (বিভিন্ন কল্পিত শক্তিকে ইবাদতের ক্ষেত্রে) সমান সাব্যস্ত করে। ২. তিনিই ঐ (মহান) সত্তা, যিনি কাদামাটি থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, তারপর (প্রতিটি জীবনের জন্য) একটি মেয়াদ/সময়সীমা নির্ধারণ করেছেন। আর (মৃত্যুর পর দ্বিতীয় জীবনের জন্য) নির্দিষ্ট মেয়াদ রয়েছে তাঁরই কাছে। তারপরো এই তোমরা, (তোমাদের কতিপয় পুনরুত্থানবিষয়ে) সন্দেহ পোষণ কর![৩১৮] ৩. আর তিনিই তো আল্লাহ্, (যাঁর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা) সমস্ত আসমানে এবং যমীনে (সুপ্রতিষ্ঠিত)। তিনি জানেন তোমাদের গুপ্ত ভেদ এবং তোমাদের প্রকাশ্য অবস্থা এবং (বিশেষভাবে) জানেন (দিনের আলোতে এবং রাতের অন্ধকারে) যাকিছু আমল তোমরা কামাই কর/সম্পন্ন কর। ৪. আর (এই কাফিরদের মূর্খতা দেখো,) যখনই তাদের কাছে তাদের রবের নিদর্শনাদি হতে কোন নিদর্শন এসেছে তখনই তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

فَقَدْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ؕ فَسَوْفَ يَاْتِيْهِمْ اَنْۢبٰٓؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝ اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ
قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَّكُمْ وَ اَرْسَلْنَا السَّمَآءَ عَلَيْهِمْ مِّدْرَارًا ۪ وَّ جَعَلْنَا الْاَنْهٰرَ تَجْرِىْ
مِنْ تَحْتِهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ ۝

৫. তো (এই মূর্খতারই ধারাবাহিকতায়) সত্য (কোরআন)কে তারা ঝুটলিয়েছে যখন তা তাদের সামনে এসেছে। তো শীঘ্রই তাদের কাছে এসে যাবে (কোরআনের বয়ান করা) আযাবের বাস্তব খবরাখবর যা নিয়ে তারা হাসিতামাশা করে এসেছে।[৩১৯] ৬. (আযাবকে তারা এত অসম্ভব কেন মনে করে!) তারা কি দেখেনি, তাদের আগে কত সম্প্রদায়কে (বিভিন্ন আযাব দিয়ে) আমি ধ্বংস করেছি, যাদেরকে ভূখণ্ডে এমন প্রতিপত্তি দিয়েছিলাম যা তোমাদের জন্য আমি সাব্যস্ত করিনি। আর তাদের উপর আমি বৃষ্টি প্রেরণ করেছি অঝোরধারে। আর তাদের তলদেশ দিয়ে আমি নহর-নদী প্রবাহিত করেছি। পরে তাদের পাপরাশির কারণে তাদের ধ্বংস করেছি, আর তাদের পরে অন্য প্রজন্ম সৃষ্টি করেছি।

وَ لَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتٰبًا فِىْ قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوْهُ بِاَيْدِيْهِمْ لَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝ وَ قَالُوْا لَوْ
لَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ؕ وَ لَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِىَ الْاَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُوْنَ ۝ وَ لَوْ جَعَلْنٰهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنٰهُ رَجُلًا وَّ لَلَبَسْنَا

---

[৩১৮] যিনি নির্ধারিত মেয়াদসহ প্রথম জীবন সৃষ্টি করেছেন, তাঁর পক্ষে নির্ধারিত মেয়াদসহ দ্বিতীয় জীবন, তথা পুনরুত্থান অসম্ভব কেন হবে?!

[৩১৯] খবরাখবর আসার অর্থ হল, নিজের চোখেই তারা দেখতে পাবে আযাবের বিভিন্ন ভয়াবহ দৃশ্য। তখন সেটা খবর থেকে 'কবর' হয়ে যাবে। কারণ কবর থেকেই তো শুরু হয়ে যাবে সাপবিচ্ছুর আযাবের সিলসিলা।

عَلَيْهِمْ مَّا يَلْبِسُوْنَ ۝ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝

৭. আর (আয় পেয়ারে নবী! তাদের কুফুর এমনই দুরারোগ্য যে,) যদি আমি আপনার উপর কাগজে লেখা কোন কিতাব নামিয়ে আনতাম, অনন্তর তারা তা নিজেদের হাতে ছুঁয়েও দেখতো তবু যারা কুফুর করেছে তারা অবশ্যই বলতো, এ তো সুস্পষ্ট জাদু ছাড়া আর কিছু না! ৮. আর তারা বলে, কেন তাঁর উপর কোন ফিরেশতা নামানো হয় না, (যারা তাঁর নবুয়তের পক্ষে সাক্ষি দিতো!) অথচ যদি ফিরেশতা নাযিল করতাম তাহলে তো বিষয়টা চূড়ান্ত হয়ে যেতো, তারপর তাদের আর অবকাশ দেয়া হতো না।[৩২০] ৯. আর যদি আমি ফিরেশতাকেই রাসূল বানাতাম তাহলে তো অবশ্যই তাকে কোন না কোন পুরুষের আকৃতিতে বানাতাম, আর (তখন) তাদের উপর ঐ জটিলতাই আরোপ করতাম, (এখন) তারা যে জটিলতার সম্মুখীন হচ্ছে।[৩২১] ১০. আর (আয় পেয়ারে নবী! তাদের প্রলাপোক্তিতে আপনি যেন ব্যথিত না হন, কারণ) সুনিশ্চিত, আপনার পূর্বে বহু নবীর সঙ্গেই তো বিদ্রূপের আচরণ করা হয়েছে। (তাতে রাসূলানের তো কোন ক্ষতি হয়নি, বরং বিদ্রূপকারীরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।) অর্থাৎ যারা রাসূলানের (পক্ষ হতে আযাবের হুঁশিয়ারির) প্রতি উপহাস করেছে ঐ আযাব তাদের ঘিরে ধরেছে যা নিয়ে তারা বিদ্রূপ করত।

(রুকূ. ২)

قُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ۝ قُلْ لِّمَنْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ قُلْ لِّلّٰهِ ۭ كَتَبَ عَلٰي نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۭ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۭ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝ وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۭ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝

১১. (আয় পেয়ারে নবী, কাফিরদের) আপনি বলুন, তোমরা যমীনে সায়র কর/চলাফেরা কর[৩২২] তারপর তাকিয়ে দেখো, কেমন ছিল, (নবীদের) যারা ঝুটলিয়েছে/তাকযীব করেছে তাদের পরিণতি। ১২. (আয় পেয়ারে নবী! তাদের) আপনি বলুন, যাকিছু আসমান সমস্তে ও যমীনে রয়েছে তার নিরঙ্কুশ মালিকানা কার জন্য? (তারা যদি উত্তর দিতে না পারে অজ্ঞতা, বা ভীতির কারণে তখন) আপনিই বলুন, (একমাত্র) আল্লাহ্‌র জন্য। নিজের উপর তিনি অনিবার্য করে নিয়েছেন রহমত (সুতরাং রহমতের অছিলা ধরে তাওবা করে নাও, অন্যথায়) অতি অবশ্যই কেয়ামতের দিনের জন্য তিনি তোমাদের জড়ো করবেন; ঐদিনের আগমন সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। (কিন্তু) নিজেদের যারা ক্ষতি ও খাসারায় লিপ্ত করেছে তারা তো কিছুতেই ঈমান আনবে না। ১৩. আর রাতে ও দিনে যত সৃষ্টি স্থিতি লাভ করে তা তাঁরই মালিকানাধীন। আর (সবকিছু) তিনি খুব শোনেন, খুব জানেন

قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ۭ قُلْ اِنِّىْٓ اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ ۭ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝ قُلْ اِنِّىْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝ مَنْ يُّصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَىِٕذٍ فَقَدْ

---

[৩২০] কারণ গায়ব দৃশ্যমান হলে তখন তো আর ঈমান গ্রহণযোগ্যই হত না, যেমন মৃত্যুর গরগরার সময়।

[৩২১] মানব-আকৃতির অনিবার্যতা এ-জন্য যে, ফিরেশতাকে তার প্রকৃত রূপে দেখার সাধ্য মানুষের নেই। তখন মানুষ ঐ কথাই বলত যা এখন বলছে, এ তো আমাদেরই মত মানুষ!

[৩২২] বিকল্প তরজমা, তোমরা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ঘোরো ফেরো,

رَحْمَةَ ۚ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ﴿١٦﴾ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗۤ اِلَّا هُوَ ۚ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى
كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٧﴾ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ ۚ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ﴿١٨﴾

১৪. (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি বলুন, আমি কি আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন শক্তিকে অভিভাবক বানাবো, (ঐ আল্লাহ্র পরিবর্তে) যিনি সমস্ত আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃজনকারী, যিনি (সবাইকে) আহার দান করেন, (কারো কাছ থেকে) আহার গ্রহণ করেন না। আপনি বলুন, আমাকে তো আদেশ করা হয়েছে যেন আমি আত্মসমর্পণকারীদের প্রথম হই, আর আপনি মুশরিকীনের মধ্যে কিছুতেই শামিল হবেন না। ১৫. আপনি বলুন, যদি আমি আমার রবের নাফরমানি করি তাহলে তো আমি এক ভীষণ দিনের আযাবের আশঙ্কা করি। ১৬. সেদিন যার থেকে আযাব সরিয়ে দেয়া হবে তার উপর তো আল্লাহ্ বড় রহম করলেন। আর সেটাই তো সুস্পষ্ট সফলতা। ১৭. আর আল্লাহ্ যদি তোমাকে কোন কষ্টের ছোঁয়া দেন তাহলে তিনি ছাড়া তা দূর করারও কেউ নেই। আর যদি তিনি তোমাকে কোন কল্যাণের ছোঁয়া দান করেন তাহলে তিনি তো সবকিছুরই উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। ১৮. আর তিনিই তো আপন বান্দাদের উপর পূর্ণ প্রতাপের অধিকারী, আর তিনিই তো পরম প্রজ্ঞাবান, পূর্ণ অবগত।

قُلْ اَىُّ شَىْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً ۭ قُلِ اللّٰهُ ۙ شَهِيْدٌۢ بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ ۭ وَاُوْحِىَ اِلَىَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْۢ بَلَغَ ۭ
اَىِٕنَّكُمْ لَتَشْهَدُوْنَ اَنَّ مَعَ اللّٰهِ اٰلِهَةً اُخْرٰى ۭ قُلْ لَّاۤ اَشْهَدُ ۚ قُلْ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّاِنَّنِىْ بَرِىْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ﴿١٩﴾
اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ ۘ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٢٠﴾

১৯. আপনি বলুন, (কোন বিষয়ে) সাক্ষি দেয়ার জন্য 'কোন্ সত্তা' সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী?[১১৩] (তারা আর কী উত্তর দেবে!) আপনি বলুন, তিনি আল্লাহ্! (সুতরাং আমার রিসালাতের বিষয়ে) আল্লাহ্ই আমার মাঝে এবং তোমাদের মাঝে সাক্ষী। আর আমার প্রতি এ কোরআন অহী করা হয়েছে যাতে তা দ্বারা সতর্ক করতে পারি তোমাদেরকে এবং যাদের কাছে কোরআন পৌঁছেছে তাদেরকে। আচ্ছা, সত্যি বল তো, তোমরা কি সাক্ষি দিতে পার যে, আল্লাহ্র সঙ্গে আরো কিছু ইলাহ রয়েছে। আপনি বলুন, আমি তো এমন সাক্ষি দিতে পারব না। আপনি বলুন, নিঃসন্দেহে তিনি তো এক ইলাহ্, আর যে সমস্ত শক্তিকে তোমরা (আল্লাহ্র সঙ্গে) শরীক করছ তা থেকে আমি কিন্তু সম্পর্কমুক্ত। ২০. যাদের আমি কিতাব দিয়েছি তারা তাঁকে (আখেরী নবীকে) চেনে যেমন চেনে আপন পুত্রদের, (তবে) নিজেদের যারা ক্ষতি ও খাসারায় লিপ্ত করেছে, (চিনেশুনেও) তারা কিন্তু ঈমান আনবে না।

(রুকূ. ৩)

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ۭ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢١﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ
نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا اَيْنَ شُرَكَاۗؤُكُمُ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿٢٢﴾ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوْا وَاللّٰهِ رَبِّنَا

---

[১১৩] যার সাক্ষির ভিত্তিতে উভয়পক্ষের মধ্যে কোন বিতর্কিত বিষয়ে ফায়ছালা হতে পারে!

مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ ۝ اُنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۝

২১. আর কে তার চেয়ে যালিম যে আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছে, বা তাঁর আয়াত -গুলো ঝুটলিয়েছে! বস্তুত যালিমরা (কখনো) সফল হবে না। ২২. আর (স্মরণ করুন) ঐ দিনকে যখন আমি তাদের সবাইকে জড়ো করব, তারপর যারা শির্‌ক করেছে তাদের বলব, কোথায় তোমাদের (উপাস্য) শরীকান, যাদের সম্পর্কে তোমরা ধারণা করতে (যে, উপাসনার ক্ষেত্রে তারা আল্লাহ্‌র শরীক)! ২৩. তারপর তাদের (শির্‌কের) পরিণাম এছাড়া আর কিছু হবে না যে, (দিশেহারা হয়ে) তারা বলে ওঠবে, আমাদের রব্ আল্লাহ্‌র কসম, আমরা তো মুশরিক ছিলাম না! ২৪. দেখো, কীভাবে (সেদিন) নিজেদের উপর তারা মিথ্যা আরোপ করবে। আর (ঐ কঠিন সময়) তাদের থেকে হারিয়ে যাবে ঐ সমস্ত উপাস্য যা তারা মিথ্যাভাবে গড়ে রেখেছিল।

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ اِلَيْكَ ۚ وَجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ۭ وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا ۭ حَتّٰٓى اِذَا جَاۗءُوْكَ يُجَادِلُوْنَكَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۝ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْــَٔوْنَ عَنْهُ ۚ وَاِنْ يُّهْلِكُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۝

২৫. আর তাদের মধ্যে কিছু লোক এমন আছে যারা আপনার প্রতি শ্রবণমনোযোগী হয়। আর (যেহেতু তাদের উদ্দেশ্য সত্যের সন্ধান নয়, বরং ছিদ্রান্বেষণ সেহেতু) তাদের অন্তরের উপর আমি কিছু আবরণ রেখে দিয়েছি, যাতে তারা তা বুঝতে (না) পারে, আর তাদের কানে (রেখে দিয়েছি) বধিরতা। আর যদি তারা (এক এক করে) প্রতিটি নিদর্শনও অবলোকন করে তবু তারা সেগুলোর প্রতি ঈমান আনবে না। এমনকি যখন তারা আপনার কাছে আসে আপনার সঙ্গে বিতর্কে জড়াতে, তখন যারা কুফুর করেছে তারা বলে, এ কোরআন তো পিছনের লোকদের গল্পকথা ছাড়া আর কিছু না। ২৬. আর (লোকদের) তারা কোরআন থেকে দূরে রাখে, আর (নিজেরাও) কোরআন থেকে দূরে থাকে। আসলে (এভাবে) তারা নিজেদেরই শুধু বরবাদ করছে, তবে তারা (তা) অনুভব করে না।

وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ وُقِفُوْا عَلَى النَّارِ فَقَالُوْا يٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِاٰيٰتِ رَبِّنَا وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُوْا يُخْفُوْنَ مِنْ قَبْلُ ۭ وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۝ وَقَالُوْٓا اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ ۝ وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ وُقِفُوْا عَلٰي رَبِّهِمْ ۭ قَالَ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ۭ قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا ۭ قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ۝

২৭. আর (হায়, সে ভয়ঙ্কর দৃশ্য) যদি আপনি দেখতে পান যখন তারা আগুনের উপর অবস্থান করবে, আর বলবে, আহ, যদি (দুনিয়ার জীবনে) আমাদের ফিরিয়ে দেয়া হয়, আর আমরা আমাদের রবের বিধান ও নিশান না ঝুটলাই, আর আমরা মুমিনীন থেকে শুমার হই (তাহলে কত না সৌভাগ্যের কথা হয়)! ২৮. আসলে তাদের (চোখের) সামনে (এখন) প্রকাশ পেয়ে গিয়েছে (আখেরাতের ঐ-সমস্ত হাকীকত) যা আগে থেকে তারা (বুঝে-শুনেও নিজেদেরই কাছে) লুকিয়ে রাখত। (তাই লাচার হয়ে এখন এসব প্রলাপ বকে চলেছে,) নইলে (সত্য তো এই যে,) যদি

তাদের ফিরিয়ে দেয়া হয়ও, তারা ঐ (জীবনপথের) দিকেই ফিরে যাবে যা থেকে তাদের নিষেধ করা হয়েছে। আর অতি অবশ্যই তারা মিথ্যাবাদী। ২৯. আর এখন তো তারা বলে, ব্যস, আমাদের দুনিয়ার এই জীবন ছাড়া আর কিছু নেই এবং নেই আমাদের পুনরুত্থান। ৩০. আর (হায়, তাদের দুর্দশা) যদি আপনি দেখেন যখন তাদের দাঁড় করানো হবে আপন রবের সামনে, (আর) তিনি বলবেন, এ(ই পুনরুত্থান) কি সত্য নয়! তারা বলবে, আমাদের রবের কসম, অবশ্যই (সত্য)! তিনি বলবেন, তাহলে (দুনিয়ার জীবনে) যে কুফুর তোমরা করতে তার জন্য (এখন) আযাব আস্বাদন কর।

(রুকূ. ৪)

قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ اللّٰهِ ؕ حَتّٰۤى اِذَا جَآءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوْا يٰحَسْرَتَنَا عَلٰى مَا فَرَّطْنَا فِيْهَا ۙ وَهُمْ يَحْمِلُوْنَ اَوْزَارَهُمْ عَلٰى ظُهُوْرِهِمْ ؕ اَلَا سَآءَ مَا يَزِرُوْنَ ۝ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَاۤ اِلَّا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ؕ وَلَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝ قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهٗ لَيَحْزُنُكَ الَّذِىْ يَقُوْلُوْنَ فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ۝

৩১. নিশ্চিত, মহাসর্বনাশগ্রস্ত হয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র সামনে যাওয়া(র সত্য)কে 'মিথ্যা' বলেছে[৩২৪]। এমনকি যখন কেয়ামত (তার সমস্ত ভয়াবহতা নিয়ে) আচমকা তাদের সামনে এসে যাবে তখন তারা বলবে, হায় আফসোস, কেয়ামতের বিষয়ে ঐ গুরুতর ভুল ভাবনার জন্য যা আমরা ভেবেছি! আর তখন তারা নিজেদের পিঠে নিজেদের পাপের বোঝা বহন করতে থাকবে। শোন, কত না নিকৃষ্ট বোঝা, যা (সেদিন) তারা বহন করবে! ৩২. আর দুনিয়ার জীবন তো আসলে খেলা ও তামাশা ছাড়া আর কিছু নয়।[৩২৫] বস্তুত যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য আখেরাতের ঘর অতি উত্তম। তো (এত সহজ কথাটা) তোমরা কি আকলে ধরতে পার না! ৩৩. (আয় পেয়ারে নবী!) নিশ্চিত, আমি জানি, তারা যা বলে, অবশ্যই আপনাকে তা বিষণ্ন করে।[৩২৬] (আপনি স্থির থাকুন, তাদের পাকড়াও আসন্ন, প্রকৃতপক্ষে তারা তো আমার ক্রোধকেই লালকার দিয়েছে)। কারণ তারা তো আসলে আপনাকে ঝুটলায় না, বরং এই যালিমরা তো আল্লাহ্‌র আয়াতগুলোই অস্বীকার করছে।[৩২৭]

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا وَاُوْذُوْا حَتّٰۤى اَتٰىهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ۚ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِنْ نَّبَاِى الْمُرْسَلِيْنَ ۝

---

৩২৪ আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের সত্যকে তাকযীব করেছে/ঝুটলিয়েছে

৩২৫ খেলতামাশা ছাড়া/খেলাধূলা ছাড়া

৩২৬ আমি খুব জানি, তাদের মন্তব্য আপনাকে অবশ্যই বিষণ্ন করে।

৩২৭ বিকল্প তরজমা, (আয় পেয়ারে নবী!) অবশ্যই আমার জানা আছে, তাদের কথা আপনাকে কত মর্মাহত করে, (আর মর্মাহতির) কারণ, তারা তো আসলে আপনাকে ঝুটলায় না, বরং (এর দ্বারা) এই যালিমরা তো...
এ তরজমার বক্তব্য অবশ্যই সত্য, তবে পরবর্তী সান্ত্বনাবাণী থেকে বোঝা যায়, মূল তরজমাটিই এখানকার জন্য অধিক উপযোগী। আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন।

৩৪. আর সুনিশ্চিতই,[৩২৮] আপনার আগেও বহু রাসূলকে ঝুটলানো হয়েছে, অনন্তর এই ঝুটলানোর উপর এবং কষ্ট দেয়ার উপর তাঁরা ছবর করেছেন, এমনকি (যথাসময়ে) তাদের কাছে আমার সাহায্য এসেছে। আর আল্লাহ্‌র কথা ও সিদ্ধান্তকে কোন বদলকারী (শক্তি) নেই। আর রাসূলানের কিছু কিছু ঘটনা তো সুনিশ্চিত, আপনার কাছে এসেছে, (যা আপনার সান্ত্বনার জন্য যথেষ্ট)।

وَ اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْاَرْضِ اَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَآءِ فَتَاْتِيَهُمْ بِاٰيَةٍ ؕ وَ لَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدٰى فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ۝ اِنَّمَا يَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ يَسْمَعُوْنَ ؕ وَ الْمَوْتٰى يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ ثُمَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ۝ وَ قَالُوْا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ قَادِرٌ عَلٰۤى اَنْ يُّنَزِّلَ اٰيَةً وَّ لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

৩৫. আর (আপনাকে) তাদের এড়িয়ে চলা আপনার জন্য যদি এতই কষ্টদায়ক হয় তাহলে যদি ভূমিতে (যাওয়ার) কোন সুড়ঙ বা আকাশে (আরোহণের) কোন সিঁড়ি খুঁজে বের করতে পারেন, অনন্তর তাদের সামনে কোন প্রমাণ আনতে পারেন (তো তাদের আব্‌দারকৃত মু'জিযা পুরা করে দেখুন, তারা ঈমান আনে কি না)। আর (আসল সত্য তো এই যে,) যদি আল্লাহ্‌ চাইতেন তাহলে তো (সহজেই বাধ্যতামূলকভাবে) তাদেরকে হিদায়াতের উপর একত্র করতে পারতেন। (কিন্তু তা তো স্বভাব ও যুক্তির অনুকূল নয়!) সুতরাং (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি অবুঝ হতে যেয়েন না।[৩২৯] ৩৬. (সত্যের ডাকে) তারাই তো সাড়া দেবে, (দিতে পারবে) যারা (গ্রহণের আকুতির সঙ্গে) শোনবে। বাকি এই *'যিন্দা লাশগুলো'*, এদেরকে তো আল্লাহ্‌ই কবর থেকে তোলবেন, তারপর তাঁরই অভিমুখে তাদের ফেরানো হবে। ৩৭. আর তারা (কুফুরির পঙ্কে নিমজ্জিত লোকেরা) বলে, (ইনি যদি সত্য নবী হবেন তাহলে) তাঁর উপর তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ হতে কোন নিশান কেন নামানো হয় না! আপনি বলুন, আল্লাহ্‌ অবশ্যই সক্ষম কোন নিশান নামাতে, তবে তাদের অধিকাংশই (এর পরিণাম) জানে না।[৩৩০]

وَ مَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَ لَا طٰٓئِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّاۤ اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ ؕ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ ۝ وَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا صُمٌّ وَّ بُكْمٌ فِي الظُّلُمٰتِ ؕ مَنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يُضْلِلْهُ ؕ وَ مَنْ يَّشَاْ يَجْعَلْهُ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝ قُلْ اَرَءَيْتَكُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ اَوْ اَتَتْكُمُ السَّاعَةُ اَغَيْرَ اللّٰهِ تَدْعُوْنَ ۚ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ بَلْ اِيَّاهُ تَدْعُوْنَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ اِنْ شَآءَ وَ تَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُوْنَ ۝

৩৮. আর ভূমিতে (জলে, স্থলে) যত প্রাণী বিচরণ করে এবং ডানা মেলে যত পাখী ওড়ে, (হাশর ও

---

[৩২৮] আর এটা তো অনস্বীকার্য যে,

[৩২৯] আপনি যেন অবুঝদের কাতারে শামিল না হন/ আপনি মূর্খদের থেকে গণ্য হবেন না

[৩৩০] বিগত জাতিগুলোর দিকে তাকালেই তো বোঝা যায়, ফরমায়েশি মু'জিযা আসার পর যখন তারা কুফুরের উপর অটল থাকল তখন তাদের কী পরিণতি হল। আখেরী নবীর 'কাফির উম্মতের' প্রতিও আল্লাহ্‌র দয়া যে, আব্দার ও ফরমায়েশ পুরা করার পরিবর্তে যুক্তির মাধ্যমে বোঝানো হচ্ছে।

পুনরুত্থানের ক্ষেত্রে) সবই তোমাদের মত প্রাণীপুঞ্জ/সৃষ্টি।[৩৩১] (আর কেয়ামত পর্যন্ত কী হবে, সবকিছুর তাফছীল লাওহে মাহফূয) কিতাবে (অলেখা) কিছুই ছাড়িনি, (সবকিছু লিখে রেখেছি)। তারপর (মানুষ ও পশুপাখী) সবাইকে জড়ো করে তাদের রবের অভিমুখে নিয়ে যাওয়া হবে। ৩৯. আর যারা আমার আয়াত ও বিধান ঝুটলিয়েছে তারা অন্ধকারে থেকে থেকে বধির ও বোবা হয়ে গিয়েছে।[৩৩২] আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন, (হঠকারিতার শাস্তিস্বরূপ) তাকে গোমরাহিতে নিক্ষেপ/লিপ্ত করেন, আর যাকে ইচ্ছা করেন (কোন না কোন নেকির কারণে) তাকে সরল পথের পথিক করে দেন। ৪০. (এই কাফিরদের) আপনি বলুন, (শির্কের বিষয়ে) যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে বলো দেখি, যদি তোমাদের উপর আল্লাহ্র আযাব এসে পড়ে, কিংবা কিয়ামতই এসে পড়ে (তখন) কি তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে ডাকবে? ৪১. (না, ডাকবে না,) বরং আল্লাহ্কেই শুধু ডাকবে। তারপর তিনি যদি ইচ্ছা করেন তাহলে যে পেরেশানির জন্য তোমরা (তাঁকে) ডাকছো তা দূর করে দেবেন, আর যে যে দেবদেবীকে (আল্লাহ্র সঙ্গে) শরীক করছো (তখন) তাদের (বেমালুম) ভুলে যাবে।

(রুকূ. ৫)

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰٓى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاَخَذْنٰهُمْ بِالْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُوْنَ ۝ فَلَوْلَآ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَا
تَضَرَّعُوْا وَلٰكِنْ قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ
اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ؕ حَتّٰٓى اِذَا فَرِحُوْا بِمَآ اُوْتُوْٓا اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ ۝

৪২. আর (আয় পেয়ারে নবী!) আপনার আগে তো বহু সম্প্রদায়ের কাছেই আমি (নবী ও রাসূল) প্রেরণ করেছি। অনন্তর (অবাধ্যতা ও অকৃতজ্ঞতার কারণে) বিভিন্ন দুঃখ-কষ্ট ও সঙ্কট-অনটন দ্বারা তাদের পাকড়াও করেছি, যাতে তারা বিনয়-কাতরতা প্রকাশ করে। ৪৩. হায়, কেন তারা বিনয়-কাতর হল না যখন তাদের উপর এসেছিল আমার 'পরাক্রম', কিন্তু (হল কী!) তাদের দিল্ আরো কঠিন হয়ে গেল, আর তারা যাকিছু করছিল, শয়তান সেটাকেই তাদের জন্য *'মনোলোভা'* করে দেখাল। ৪৪. তো যখন তারা, যে সমস্ত উপদেশ তাদের দান করা হচ্ছিল তা ভুলেই থাকল তখন আমি তাদের জন্য সবকিছুর (সমস্ত নেয়ামতের) দরজা খুলে দিলাম। এমনকি যখন নেয়ামতের প্রাচুর্য দেয়ার কারণে তারা উল্লসিত হল তখন আমি আচমকা তাদের পাকড়াও করলাম, ফলে দেখা গেল, তারা হতভম্ব হয়ে পড়েছে।

فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ؕ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَاَبْصَارَكُمْ وَ
خَتَمَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ مَّنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِهٖ ؕ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُوْنَ ۝

৪৫. এভাবে যে সম্প্রদায় যুলুম করেছিল তাদের গোড়া কেটে দেয়া হল। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা

---

[৩৩১] পশুপাখীরও হাশর হবে, হিসাব হবে, পরস্পরের যুলুমের বিচার হবে, তারপর আবার অস্তিত্বহীন করে দেয়া হবে। মানুষ শুধু জান্নাত বা জাহান্নামে যাবে।

[৩৩২] বিকল্প তরজমা, তারা (সত্যের কথা শুনতে ও বলতে অক্ষম) বধির ও বোবা, (তারা) গভীর অন্ধকারের বাসিন্দা।

রাব্বুল আলামীন আল্লাহ্‌র।[৩৩৩] ৪৬. (আয় পেয়ারে নবী! ওদের) আপনি বলুন, আচ্ছা, আমাকে একটু বল দেখি, যদি আল্লাহ্ তোমাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত করে দেন, আর তোমাদের অন্তরের উপর মোহর লাগিয়ে দেন, (তাহলে) আল্লাহ্ ছাড়া কে আছে এমন ইলাহ যে তোমাদের তা ফিরিয়ে দেবে। দেখুন, কীভাবে আমি ফিরিয়ে ফিরিয়ে দলিল-যুক্তি পেশ করি, তারপরো তারা (এভাবে) এড়িয়ে যায়!

قُلْ اَرَءَيْتَكُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ بَغْتَةً اَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ ۚ فَمَنْ اٰمَنَ وَ اَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝ وَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ۝ قُلْ لَّاۤ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَ لَاۤ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَ لَاۤ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّيْ مَلَكٌ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰۤى اِلَيَّ ؕ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَ الْبَصِيْرُ ؕ اَفَلَا تَتَفَكَّرُوْنَ ۝

৪৭. (আয় পেয়ারে নবী! তাদের) আপনি বলুন, আচ্ছা, বল দেখি, যদি তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র আযাব এসে পড়ে আচমকা, বা হাক-ডাক/শোরগোল করে, (যেভাবেই আসুক) হালাক তো করা হবে শুধু যালিম কাউমকেই।[৩৩৪] ৪৮. আর রাসূলানকে তো আমি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই পাঠিয়ে থাকি। তো যারা ঈমান আনবে এবং (ইলমে, আমলে, আখলাকে, আফকারে নিজেদের অবস্থা) সংশোধন করে নেবে, (সেদিন) তাদের উপর না কোন ভয়ের ছায়া আছে, না তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে। ৪৯. পক্ষান্তরে যারা আমার আয়াত ও বিধানকে ঝুটলাবে, অব্যাহত পাপাচারের কারণে আযাব তাদের চেপে ধরবে/ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাবে। ৫০. (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি বলুন, তোমাদেরকে আমি বলছি না (যে,) আমার কাছে আল্লাহ্‌র সমস্ত খাযানা আছে, আর আমি গায়বের 'জানকারি'ও রাখি না, আর এ-কথা তো তোমাদেরকে বলিই না যে, আমি ফিরেশতা! আমি তো শুধু, যা আমার প্রতি অহী করা হয়, তাই অনুসরণ করি। আপনি (আরো) বলুন, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে! তো তবু কি তোমরা একটু ভাববে না!

(রুকূ. ৬)

وَ اَنْذِرْ بِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْ يُّحْشَرُوْۤا اِلٰى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ وَلِيٌّ وَّ لَا شَفِيْعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ۝ وَ لَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَ الْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ ؕ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّ مَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

৫১. আর (আয় পেয়ারে নবী!) এই অহী দ্বারা আপনি তাদের সতর্ক করুন, যারা (হাশরে) আপন রব-অভিমুখে জড়ো করাকে ভয় করে, (যখন) আল্লাহ্ ছাড়া তাদের কোন বন্ধু হবে না, আর না

---

[৩৩৩] এটা প্রশংসার বিষয় এ-জন্য যে, এভাবে যালিমানের যুলুম ও বরবাদি থেকে পুরো মানবজাতি রক্ষা পায়।

[৩৩৪] হাকডাক করে বা শোরগোল করে, এর বিকল্প শব্দ হতে পারে প্রকাশ্যে বা ঘোষণা দিয়ে। ধ্বংস ও বরবাদি শুধু যালিম কাউমেরই হবে। মুমিনদের তো আমি বাঁচিয়ে নেব, অথবা আখেরাতে এর প্রতিদান দেব। তো সেটা যালিমানের জন্য হবে আযাব, মুমিনীনের জন্য হবে নেয়ামত।

(হবে) কোন সুপারিশকারী, (সতর্ক করুন) যাতে তারা তাক্বওয়া অবলম্বন করতে পারে। ৫২. আর আপন রবের সন্তুষ্টির বাসনায় সকালে ও সন্ধ্যায় যারা তাঁকে ডাকে, (আপনার মজলিস থেকে) তাদের আপনি তাড়িয়ে দেবেন না। তাদের হিসাব থেকে আপনার উপর কোন দায় নেই, আবার আপনার হিসাব থেকে তাদের উপর কোন দায় নেই; যাতে আপনি তাদের তাড়িয়ে দেয়ার চিন্তাও করতে পারেন, তাহলে কিন্তু আপনার, যালিমীনের মধ্যে শামিল হওয়ার আশঙ্কা!

وَ كَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُوْلُوْٓا اَهٰٓؤُلَآءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنْۢ بَيْنِنَا ؕ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشّٰكِرِيْنَ ﴿۵۳﴾ وَ اِذَا
جَآءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِنَا فَقُلْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۙ اَنَّهٗ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْٓءًا
بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَ اَصْلَحَ فَاَنَّهٗ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۵۴﴾ وَ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَ لِتَسْتَبِيْنَ سَبِيْلُ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿۵۵﴾

৫৩. আর এভাবেই তাদের কিছুকে কিছু দ্বারা আমি পরীক্ষায় ফেলেছি, যার কারণে তারা (অভিজাত লোকেরা, সাধারণ মানুষ সম্পর্কে) বলে, আমাদের বাদ দিয়ে এদেরই উপর কি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন! (যারা এভাবে বলে, তাদের কী ধারণা,) আল্লাহ্ কি শোকরগুযার বান্দাদের সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত নন! ৫৪. আর যারা আমার সমস্ত আয়াতের প্রতি ঈমান আনে তারা যখন আপনার কাছে আসে তখন (তাদের উদ্দেশ্যে) আপনি বলুন, শান্তি হোক তোমাদের উপর! তোমাদের রব্ তো নিজের উপর রহমত (অনিবার্য করে) লিখে নিয়েছেন (এবং এটাও) যে, কোন নাদানির কারণে তোমাদের থেকে যে ব্যক্তি কোন মন্দ কিছু করে ফেলেছে তারপর ঐ মন্দকর্মের পরে তাওবা করেছে এবং (নিজেকে) সংশোধন করে নিয়েছে, তাহলে কিন্তু আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৫৫. আর এভাবেই আমি সমস্ত নিশান বিশদ করে বলি, (যাতে সরল পথ সুস্পষ্ট হয়ে যায়) এবং যাতে অপরাধীদের পথ পরিষ্কারভাবে সামনে এসে যায়।

(রুকূ. ৭)

قُلْ اِنِّيْ نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قُلْ لَّآ اَتَّبِعُ اَهْوَآءَكُمْ ۙ قَدْ ضَلَلْتُ اِذًا وَّ مَآ اَنَا مِنَ
الْمُهْتَدِيْنَ ﴿۵۶﴾ قُلْ اِنِّيْ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَ كَذَّبْتُمْ بِهٖ ؕ مَا عِنْدِيْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ
يَقُصُّ الْحَقَّ وَ هُوَ خَيْرُ الْفٰصِلِيْنَ ﴿۵۷﴾ قُلْ لَّوْ اَنَّ عِنْدِيْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ لَقُضِيَ الْاَمْرُ بَيْنِيْ وَ بَيْنَكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ
اَعْلَمُ بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿۵۸﴾

৫৬. (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি (তাদের) বলুন, আল্লাহ্ ছাড়া যে (বাতিল) ইলাহদের তোমরা পূজা কর, আমাকে তো তাদের উপাসনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। আপনি (আরো) বলুন, আমি তো তোমাদের খেয়ালখুশি অনুসরণ করতে পারি না, তখন তো আমি ভ্রষ্ট হয়ে যাব, আর হিদায়াতপ্রাপ্তদের মধ্যে থাকব না! ৫৭. (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি বলুন, আমি তো আমার রবের পক্ষ হতে এক সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর (অবিচল) রয়েছি, আর তোমরা তা ঝুটলিয়েছ। (আযাবের) যে বিষয়ে তোমরা তাড়া দিচ্ছো তা তো আমার কাছে/হাতে নেই। হুকুম (ও সিদ্ধান্ত) তো আল্লাহ্ ছাড়া কারো চলে না। সত্যকথা তিনি বয়ান করেন, আর তিনিই সর্বোত্তম ফায়ছালাকারী। ৫৮. আপনি (আরো) বলুন, (আযাবের) যে বিষয়ে তোমরা তাড়া দিচ্ছ তা যদি আমার কাছে থাকত

তাহলে তো আমার মাঝে এবং তোমাদের মাঝে ফায়ছালা হয়েই গিয়েছিল! তবে (মনে রেখ,) আল্লাহ্ যালিমীন সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত।

وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ اِلَّا هُوَ ؕ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ؕ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِيْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ﴿۵۹﴾ وَهُوَ الَّذِيْ يَتَوَفّٰىكُمْ بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيْهِ لِيُقْضٰٓى اَجَلٌ مُّسَمًّى ۚ ثُمَّ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۶۰﴾

৫৯. আর তাঁরই কাছে রয়েছে গায়বের চাবিকুঞ্জ, তিনি ছাড়া কেউ তা জানে না। আর তিনি জানেন, যাকিছু রয়েছে স্থলে ও জলে। আর (গাছ থেকে) কোন একটি পাতাও পড়ে না, কিন্তু তিনি তা জানেন। আর ভূমির গভীর থেকে গভীর অন্ধকারে এমন কোন দানা নেই এবং আর্দ্র ও শুষ্ক এমন কিছু নেই যা একটি খোলা কিতাবে (লেখা) নেই। ৬০. আর তিনিই রাতে (ঘুমের মধ্যে) তোমাদের (রূহ একটা নির্দিষ্ট সময় ও সীমা পর্যন্ত) কব্য করে নেন। আর দিনভর তোমরা যাকিছু পাপের 'ক্ষত' কর তা তিনি জানেন। তারপর ঐ দিবসে তিনি তোমাদের (নতুন জীবনে) পাঠিয়ে দেন, যাতে (তোমাদের আয়ুর) নির্ধারিত মেয়াদ পূর্ণ করা হয়। তারপর তো তাঁরই অভিমুখে তোমাদের ফিরে যাওয়া; তারপর যাকিছু তোমরা করতে সে বিষয়ে তিনি তোমাদের অবহিত করবেন।

(রুকূ. ৮)

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُوْنَ ﴿۶۱﴾ ثُمَّ رُدُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰىهُمُ الْحَقِّ ؕ اَلَا لَهُ الْحُكْمُ ۫ وَهُوَ اَسْرَعُ الْحٰسِبِيْنَ ﴿۶۲﴾ قُلْ مَنْ يُّنَجِّيْكُمْ مِّنْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُوْنَهٗ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ۚ لَئِنْ اَنْجٰىنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿۶۳﴾ قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيْكُمْ مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ﴿۶۴﴾

৬১. আর তিনিই তো আপন বান্দাদের উপর পূর্ণ পরাক্রমের অধিকারী। আর তিনিই তোমাদের উপর (তাঁর) নেগরান ফিরেশতা পাঠান। এমনকি যখন তোমাদের কারো কাছে 'মউত' এসে পড়ে তখন আমার প্রেরিত (ফিরেশতা)-রা ঐ রূহকে পূর্ণরূপে উশুল করে নেন, আর তারা (সামান্য) শিথিলতাও করেন না। ৬২. তারপর (মৃত্যুর পরে) তাদেরকে তাদের 'বরহক' মাওলা আল্লাহ্র কাছে ফিরিয়ে দেয়া হয়। শোনো, হুকুম (ও নিয়ন্ত্রণ) তো একমাত্র তাঁরই। আর তিনি দ্রুততম হিসাব-গ্রহণকারী। ৬৩. (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি (তাদের) বলুন, স্থলভাগ ও জলভাগের বিভিন্ন অন্ধকার থেকে কে তোমাদের উদ্ধার করতে পারে, যাকে তোমরা রোনাযারি করে এবং চুপি চুপি ডাক (যে,) যদি আল্লাহ্ এ থেকে আমাদের উদ্ধার করেন তাহলে সত্যি সত্যি আমরা শোকর-গুযারদের থেকে গণ্য হবো। ৬৪. আপনি বলুন, আল্লাহ্ই তোমাদের তা থেকে এবং প্রতিটি যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার করেন। তারপরো তো তোমরা শির্ক কর!

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰٓى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّيُذِيْقَ

بَعْضَكُمْ بَاْسَ بَعْضٍ ؕ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ ۝ وَ كَذَّبَ بِهٖ قَوْمُكَ وَ هُوَ الْحَقُّ ؕ قُلْ لَّسْتُ
عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ۝ لِكُلِّ نَبَاٍ مُّسْتَقَرٌّ ۫ وَّ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝ وَ اِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِيْۤ اٰيٰتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ
حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ ؕ وَ اِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝

৬৫. (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি বলুন, একমাত্র তিনিই সক্ষম তোমাদের উপর আযাব পাঠাতে, তোমাদের উপর থেকে বা তোমাদের পায়ের নীচ থেকে; অথবা (তিনিই শুধু সক্ষম) তোমাদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করতে এবং তোমাদের কিছু অংশকে কিছু অংশের পরাক্রম আস্বাদন করাতে। দেখুন, কীভাবে বিভিন্ন নিশান ফিরিয়ে ফিরিয়ে আমি বয়ান করি, যাতে তারা অনুধাবন করতে পারে। ৬৬. আর (আয় পেয়ারে নবী!) আপনার কাউম তো এই কিতাবকে ঝুটলিয়েছে, অথচ তা-ই সত্য। আপনি (তাদের) বলে দিন, আমি তো তোমাদের উপর (নিযুক্ত) নেগরান নই। ৬৭. প্রতিটি খবরের (ও ঘটনার) একটি নির্ধারিত সময় রয়েছে, আর অতিসত্বর তোমরা (তা) জানবে। ৬৮. আর (আয় মোখাতাব!) তুমি যখন তাদের দেখ যারা আমার আয়াত সম্পর্কে বাজে বকছে, তখন তুমি তাদের থেকে সরে থেক, যতক্ষণ (না) তারা অন্য কথায় লিপ্ত হয়। আর যদি শয়তান তোমাকে (বিষয়টি) ভুলিয়ে দেয় তাহলে মনে পড়ার পর যালিম কাউমের সঙ্গে আর বসে থেক না।

وَ مَا عَلَى الَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّ لٰكِنْ ذِكْرٰى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ۝ وَ ذَرِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ
لَعِبًا وَّ لَهْوًا وَّ غَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَ ذَكِّرْ بِهٖۤ اَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌۢ بِمَا كَسَبَتْ ۚ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيٌّ وَّ لَا
شَفِيْعٌ ۚ وَ اِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اُبْسِلُوْا بِمَا كَسَبُوْا ۚ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّ
عَذَابٌ اَلِيْمٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ۝

৬৯. আর তাদের (আমলের) হিসাব থেকে তাদের উপর কোন দায় নেই যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করে। তবে উপদেশ দেয়া (কর্তব্য), যাতে তারা তাক্বওয়া অবলম্বন করে। ৭০. আর তাদের (কথা) ছাড়ো, নিজেদের দ্বীনকে যারা খেলতামাশা বানিয়ে রেখেছে, আর দুনিয়ার জীবন যাদের ধোকায় ফেলে রেখেছে। আর এই কোরআন দ্বারা (লোকদের) আপনি উপদেশ দিতে থাকুন, যাতে এমন না হয় যে, কোন ব্যক্তি তার কৃতকর্মে ফেঁসে গেলো! (এমনভাবে যে,) আল্লাহ্ ছাড়া তার না থাকলো কোন বন্ধু, আর না কোন সুপারিশকারী। আর যদি (নিজের মুক্তির জন্য) সে হরকিসিমের মুক্তিপণ দিতে চায় তো তার থেকে তা গ্রহণ করা হবে না। ওরাই হল ঐ-সমস্ত লোক, নিজেদের কৃতকর্মে যারা ফেঁসে গিয়েছে। তাদের অব্যাহত কুফুরের কারণে তাদের জন্য রয়েছে ফুটন্ত/অত্যুষ্ণ পানির শরবত এবং (রয়েছে) যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

(রুকূ. ৯)

قُلْ اَنَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَ لَا يَضُرُّنَا وَ نُرَدُّ عَلٰۤى اَعْقَابِنَا بَعْدَ اِذْ هَدٰىنَا اللّٰهُ كَالَّذِى اسْتَهْوَتْهُ

الشَّيٰطِيْنُ فِي الْاَرْضِ حَيْرَانَ لَهٗۤ اَصْحٰبٌ يَّدْعُوْنَهٗۤ اِلَى الْهُدَى ائْتِنَا ؕ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ؕ وَاُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ﴿۷۱﴾ وَاَنْ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّقُوْهُ ؕ وَهُوَ الَّذِيْۤ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿۷۲﴾

৭১. (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি (তাদের) বলুন, আল্লাহ্‌কে ছেড়ে আমরা কি এমন (বাতিল) উপাস্যদের ডাকবো যারা আমাদের না উপকার করতে পারে, না ক্ষতি করতে পারে; আচ্ছা, আল্লাহ্ আমাদের হিদায়াত দেয়ার পর, আবার কি আমরা (কুফুরে) ফিরে যাবো আমাদের উল্টো পায়ে, ঐ লোকের মত, শয়তান যাকে প্ররোচিত করে দিকভ্রান্ত অবস্থায় বিজনভূমিতে নিয়ে গিয়েছে! তার রয়েছে কিছু সঙ্গী, যারা তাকে সরল পথের দিকে ডাকে (যে,) আমাদের কাছে এসে পড়ো। আপনি বলুন, আল্লাহ্‌র প্রদর্শিত হিদায়াতই আসল হিদায়াত, আর আমাদের আদেশ করা হয়েছে, যেন আমরা রাব্বুল আলামীনের সামনে অবনত হই। ৭২. আর (আদেশ করা হয়েছে) যে, তোমরা ছালাত কায়েম কর, আর আল্লাহ্‌কে সমীহ/লেহায করে চলতে থাক। আর (মনে রেখ,) তিনিই ঐ সত্তা, তোমাদের জড়ো করে যাঁর দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।

وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ وَيَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ ۙ قَوْلُهُ الْحَقُّ ؕ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ ؕ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ؕ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ﴿۷۳﴾ وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ اٰزَرَ اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا اٰلِهَةً ۚ اِنِّيْۤ اَرٰىكَ وَقَوْمَكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۷۴﴾ وَكَذٰلِكَ نُرِيْۤ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ ﴿۷۵﴾

৭৩. আর তিনিই ঐ সত্তা যিনি সমস্ত আসমান ও যমীন সত্যভাবে সৃষ্টি করেছেন। আর (হাশরকে তোমরা অসম্ভব মনে কর না, কারণ) যেদিন তিনি বলবেন, (হাশর) তুমি হয়ে যাও, তখনি (হাশর) হয়ে যাবে। তাঁর কথাই চিরসত্য। আর শিঙগায় ফুঁক দেয়ার দিনের রাজত্ব তো একমাত্র তাঁর। (তিনি সমস্ত) অদৃশ্য ও দৃশ্যের পূর্ণ জ্ঞানী। আর তিনিই পরম প্রজ্ঞাবান, (সর্ববিষয়ে) পূর্ণ বা-খবর।

৭৪. আর (আয় পেয়ারে নবী! স্মরণ করুন ঐ সময়ের কথা) যখন ইবরাহীম তাঁর পিতা আযরকে বললেন, আপনি কি কিছু মূর্তিকে ইলাহ বানাচ্ছেন! আমি তো আপনাকে এবং আপনার কাউমকে স্পষ্ট গোমরাহিতে দেখতে পাচ্ছি। ৭৫. আর এভাবেই ইবরাহীমকে আমি সমস্ত আসমান ও যমীনের রাজত্বের ঝলক দেখাচ্ছিলাম, (যাতে তিনি আল্লাহ্‌র কুদরত বুঝতে পারেন) এবং যাতে পূর্ণ একীন ও বিশ্বাস রাখতে পারেন।

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَاٰ كَوْكَبًا ۚ قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ۚ فَلَمَّاۤ اَفَلَ قَالَ لَاۤ اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ ﴿۷۶﴾ فَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ۚ فَلَمَّاۤ اَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِيْ رَبِّيْ لَاَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّآلِّيْنَ ﴿۷۷﴾ فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّيْ هٰذَاۤ اَكْبَرُ ۚ فَلَمَّاۤ اَفَلَتْ قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ﴿۷۸﴾ اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَاۤ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿۷۹﴾

৭৬. তো যখন তাঁর উপর রাত নেমে এল তখন তিনি একটি গ্রহ দেখতে পেলেন, (আর) বললেন, এ আমার রব্! কিন্তু যখন গ্রহ ডুবে গেল তখন তিনি বললেন, আমি কিন্তু ডুবে যাওয়াদের পছন্দ

করি না। ৭৭. পরে যখন চাঁদকে উজ্জ্বল অবস্থায় দেখতে পেলেন তখন বললেন, এ আমার রব্। কিন্তু চাঁদ যখন অস্ত গেলো তখন তিনি বললেন, যদি আমার রব্ আমাকে হিদায়াত না দেন তাহলে তো অবশ্যই আমি গোমরাহ কাউমের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। ৭৮. শেষে যখন সূর্যকে উজ্জ্বল অবস্থায় দেখতে পেলেন তখন বললেন, এ আমার রব্, এ তো সবার বড়। যখন সূর্যও অস্ত গেল তখন তিনি বলে উঠলেন, আয় মেরে কাউম, যাকিছুকে তোমরা (আল্লাহ্র সঙ্গে) শির্ক কর তা থেকে অবশ্যই আমি মুক্ত। ৭৯. আমি তো আমার চেহারা (ও সর্বসত্তা) পূর্ণ আত্মনিবেদিত অবস্থায় তাঁর অভিমুখী করেছি যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃজন করেছেন, আমি কিন্তু মুশরিকীন থেকে নই।

وَحَآجَّهٗ قَوْمُهٗ ؕ قَالَ اَتُحَآجُّوْٓنِّيْ فِي اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰىنِ ؕ وَلَآ اَخَافُ مَا تُشْرِكُوْنَ بِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ رَبِّيْ شَيْـًٔا ؕ وَسِعَ رَبِّيْ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ؕ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ۝٨٠ وَكَيْفَ اَخَافُ مَآ اَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُوْنَ اَنَّكُمْ اَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا ؕ فَاَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ ۚ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝٨١ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ۝٨٢

৮০. আর (পরে) তাঁর কাউম তাঁর সঙ্গে বিতর্ক শুরু করল, (তখন) তিনি বললেন, তোমরা কি আমার সঙ্গে আল্লাহ্ সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হচ্ছো, অথচ তিনি আমাকে হিদায়াত দান করেছেন। আর যে শক্তিগুলোকে তোমরা তাঁর সঙ্গে শরীক করছ, আমি সেগুলোকে ভয় পাই না (যে, আমার কোন ক্ষতি করতে পারে), তবে যদি আমার রব্ (আমার) কোন ক্ষতি চান (তাহলে তা ভিন্ন কথা)। আমার রব্ তো (তাঁর) জ্ঞান দ্বারা সবকিছুকে বেষ্টন করে রেখেছেন। তবু কি তোমরা কোন উপদেশ গ্রহণ করবে না। ৮১. আর কীভাবে আমি ভয় করব ঐ-সব বাতিল শক্তি যেগুলোকে তোমরা (আল্লাহ্র সঙ্গে) শরীক করেছ, অথচ তোমরা তো ভয় পাচ্ছ না যে, তোমরা আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক করেছ এমন কিছুকে যার পক্ষে তিনি তোমাদের উপর কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি! তো যদি তোমরা (আসল সত্য) জান, তাহলে বল দেখি, দু'টি দলের কোনটি নিরাপত্তা লাভের অধিক হকদার! ৮২. (বাস্তব সত্য তো এই যে,) যারা ঈমান এনেছে, আর নিজেদের ঈমানকে যুলুম (ও শির্ক) দ্বারা দোষযুক্ত করেনিঃ ওরা, তাদেরই জন্য রয়েছে শান্তি ও নিরাপত্তা, আর তারাই সরল পথের পথিক।

(রুকূ. ১০)

وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ اٰتَيْنٰهَآ اِبْرٰهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ ؕ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ۝٨٣ وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ؕ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ وَاَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ وَمُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ۝٨٤

৮৩. আর সেটাই ছিল আমার (অকাট্য) দলীল, যা ইবরাহীমকে আমি তাঁর কাউমের বিরুদ্ধে দান করেছিলাম। আমি তো বহু মরতবা বুলন্দ করি, যাকে ইচ্ছা করি। নিঃসন্দেহে আপনার রব্ মহাপ্রজ্ঞাবান, সর্ববিষয়ে জ্ঞাত। ৮৪. আর আমি তাঁকে (পুত্র) ইসহাক ও (পৌত্র) ইয়াকূব দান

করেছিলাম, (আর তাদের) প্রত্যেককে আমি হিদায়াত দান করেছি। পক্ষান্তরে নূহকে আমি আগেই হিদায়াত দান করেছি, আর (হিদায়াত দান করেছি) তার নসল থেকে দাউদ, সোলায়মান, আইয়ূব, ইউসুফ, মূসা ও হারূনকেও। আর এভাবেই আমি পুণ্যবানদের প্রতিদান দিয়ে থাকি।

وَ زَكَرِيَّا وَ يَحْيٰى وَ عِيْسٰى وَ اِلْيَاسَ ؕ كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۙ﴿۸۵﴾ وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ الْيَسَعَ وَ يُوْنُسَ وَ لُوْطًا ؕ وَ كُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى
الْعٰلَمِيْنَ ۙ﴿۸۶﴾ وَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَ ذُرِّيّٰتِهِمْ وَ اِخْوَانِهِمْ ۚ وَ اجْتَبَيْنٰهُمْ وَ هَدَيْنٰهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۸۷﴾

৮৫. আর (হিদায়াত দান করেছি) যাকারিয়্যা, ইয়াহয়া, 'ঈসা ও ইলয়াসকে। (তাদের) প্রত্যেকে নেককারদের মধ্য হতে ছিলেন। ৮৬. আর (হিদায়াত দান করেছি) ইসমা'ঈল, ইয়াসা', ইউনুস ও লূতকেও। আর (তাদের) প্রত্যেককে আমি সারা জাহানের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। ৮৭. আর তাঁদের পূর্বপুরুষ, তাঁদের সন্তানসন্ততি ও ভ্রাতৃগণ হতেও কতিপয়কে (আমি শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি), আর তাঁদের আমি মনোনীত করেছি এবং সরল পথের দিকে পরিচালিত করেছি।

ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَ لَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۸۸﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ
اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ ۚ فَاِنْ يَّكْفُرْ بِهَا هٰٓؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوْا بِهَا بِكٰفِرِيْنَ ﴿۸۹﴾ اُولٰٓئِكَ
الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰىهُمُ اقْتَدِهْ ؕ قُلْ لَّآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْعٰلَمِيْنَ ﴿۹۰﴾

৮৮. সেটা হল আল্লাহ্‌র দেয়া হিদায়াত, যা দ্বারা আপন বান্দাদের মধ্য হতে যাকে তিনি ইচ্ছা করেন সরল পথে পরিচালিত করেন। আর যদি তাঁরা শির্‌কে লিপ্ত হয়ে পড়তেন তাহলে যাকিছু নেক আমল তারা করতেন, তাদের (আমলনামা) থেকে তা নিষ্ফল হয়ে যেত। ৮৯. ওরাই ঐ-সমস্ত মানুষ যাদের আমি কিতাব ও হিকমত ও নবুয়ত দান করেছি। তো (এখন) যদি এরা (এই আহলে মক্কা) নবুয়ত অস্বীকার করে (তাহলে আপনি বিলকুল পরোয়া করবেন না,) কারণ এই নবুয়তের (উপর ঈমান আনার) জন্য আমি এমন কাউমকে নিযুক্ত করেছি যারা এই নবুয়তের প্রত্যাখ্যানকারী হতেই পারে না। ৯০. ওরাই হলেন ঐ-সমস্ত মানুষ যাদের আল্লাহ্ হিদায়াত দান করেছেন। সুতরাং (আয় পেয়ারে নবী!) তাঁদের চলা পথই আপনি অনুসরণ করুন। (আর) আপনি বলুন, (দাওয়াত ও তাবলীগের) এই কাজের উপর আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না। এটা তো সারা জাহানের মানুষের জন্য বড় উপদেশ।

(রুকূ. ১১)

وَ مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖۤ اِذْ قَالُوْا مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ ؕ قُلْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ الَّذِيْ جَآءَ بِهٖ مُوْسٰى
نُوْرًا وَّ هُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُوْنَهٗ قَرَاطِيْسَ تُبْدُوْنَهَا وَ تُخْفُوْنَ كَثِيْرًا ۚ وَ عُلِّمْتُمْ مَّا لَمْ تَعْلَمُوْۤا اَنْتُمْ وَ لَاۤ اٰبَآؤُكُمْ ؕ
قُلِ اللّٰهُ ۙ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِيْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ ﴿۹۱﴾ وَ هٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ لِتُنْذِرَ اُمَّ
الْقُرٰى وَ مَنْ حَوْلَهَا ؕ وَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ﴿۹۲﴾

৯১. আর এই কাফির লোকেরা আল্লাহ্‌র যথাযোগ্য কদর করেনি[১১৬] যখন তারা বলেছিল, আল্লাহ্ কোন মানুষের উপর কোনকিছু নাযিল করেননি। (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি (তাদের) বলুন, (তাহলে) কে ঐ কিতাব নাযিল করেছিলেন যা মূসা নিয়ে এসেছিলেন মানুষের জন্য নূর ও হিদায়াতরূপে। যেটিকে তোমরা টুকরা টুকরা কাগজ বানিয়ে রেখেছ, যার কিছু অংশ (মানুষের সামনে) প্রকাশ কর, আর বহু অংশ লুকিয়ে রাখ। আর (যা দ্বারা) শিক্ষা দেয়া হয়েছে তোমাদের, যা তোমরা জানতে না; তোমরাও না, তোমাদের পূর্বপুরুষানও না। (আয় পেয়ারে নবী! আপনি নিজেই এ প্রশ্নের উত্তরে) বলুন, (ঐ কিতাব) আল্লাহ্ (নাযিল করেছেন)। তারপর তাদেরকে (তাদের অবস্থার উপর) ছেড়ে দিন, যাতে তারা তাদের বেহুদা কথার খেলায় মেতে থাকে। ৯২. আর এটি বড় বরকতপূর্ণ কিতাব, যা আমি নাযিল করেছি, যা নিজের সামনে বিদ্যমান কিতাবকে 'তাছদীক' (ও সত্যায়ন) করে। আর (নাযিল করেছি) যাতে আপনি (তা দ্বারা) উম্মুল ক্বোরা এবং যারা তার চারপাশে রয়েছে তাদের সতর্ক করতে পারেন।[১১৭] আর যারা আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে তারা এর প্রতিও ঈমান রাখে, আর তারা নিজেদের ছালাতের পূর্ণ হিফাযত করে থাকে।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ ۗ وَلَوْ تَرٰى إِذِ الظّٰلِمُونَ فِي غَمَرٰتِ الْمَوْتِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَاسِطُوٓا أَيْدِيهِمْ ۚ أَخْرِجُوٓا أَنْفُسَكُمُ ۖ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيٰتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٩٣﴾

৯৩. আর তার চেয়ে যালিম কে হতে পারে যে আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা আরোপ করে, বা বলে, (এটা তো) আমার প্রতি অহী করা হয়েছে, অথচ তার প্রতি কোন প্রকার অহী করা হয়নি। আর (তার চেয়ে বড় যালিম কে হবে) যে বলে, অবশ্যই আমি তেমন অহী নাযিল করব যেমন আল্লাহ্ নাযিল করেছেন। হায়, যদি আপনি (ঐ ভয়াবহ দৃশ্য) দেখতে পান, যালিমগণ যখন মৃত্যুর যন্ত্রণায় (কাতরাতে থাকবে), আর ফিরেশতাগণ তাদের হাত বাড়িয়ে রাখবেন, (আর বলতে থাকবেন) যে, নিজেরাই নিজেদের জান বের কর। আজ তোমাদের প্রতিদান দেয়া হবে যিল্লতের আযাব। কারণ আল্লাহ্‌র নামে তোমরা নাহক কথা বলতে, আর তাঁর আয়াতগুলোর বিষয়ে দম্ভ প্রকাশ করতে।

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنٰكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنٰكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ ۚ وَمَا نَرٰى مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكٰٓؤُا ۚ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٩٤﴾

৯৪. আর (কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাদের সম্বোধন করে বলবেন, এই দেখো,) সুনিশ্চিতই তোমরা আমার কাছে এসে পড়েছো 'তানে তানহা'[১১৮] যেমন আমি প্রথমবার তোমাদের সৃষ্টি

---

[১১৬] আর এরা আল্লাহ্‌কে যথাযোগ্য মর্যাদা দান করেনি/ আর এরা আল্লাহ্‌র সঠিক মর্যাদা উপলব্ধি করেনি।

[১১৭] উম্মুল ক্বোরা মানে সমস্ত জনপদের কেন্দ্র, এটি মক্কাতুল মুকার্‌রামার উপাধিনাম।

[১১৮] তানে তানহা, সুন্দর শব্দ, যা বাংলায় স্বচ্ছন্দে চলতে পারে, এর প্রতিশব্দ হল, একা-একা/নিঃসঙ্গ অবস্থায়

করেছিলাম। আর যে সম্পদ তোমাদের দান করেছিলাম তা তোমরা নিজেদের 'পিঠপিছনে' ছেড়ে এসেছো। আর (কী হল!) তোমাদের সঙ্গে তোমাদের সুফারিশীদের তো দেখতে পাচ্ছি না, যাদের সম্পর্কে তোমরা ভেবেছিলে যে, তোমাদের (প্রয়োজন পূরণের) বিষয়ে তারা (আমার) শরীকদার। তোমাদের মাঝে সম্পর্ক তো কেটেই গিয়েছে, আর তোমাদের থেকে হারিয়ে গিয়েছে (তোমাদের উপাস্য দেবতারা) যাদের সম্পর্কে তোমরা কী সব ভাবতে!

(রুকূ. ১২)

اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَ النَّوٰى ؕ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ مُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ۝ فَالِقُ
الْاِصْبَاحِ ۚ وَ جَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا وَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ حُسْبَانًا ؕ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۝ وَ هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ
النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِيْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ ؕ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝ وَ هُوَ الَّذِيْۤ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ
وَّاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَّ مُسْتَوْدَعٌ ؕ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّفْقَهُوْنَ ۝

৯৫. অবশ্যই আল্লাহ্ দানা ও আঁটি বিদীর্ণকারী। (তাঁর কুদরত এই যে,) তিনি মৃত বস্তু থেকে জীবিত বস্তু বের করেন, আবার জীবিত বস্তু থেকে মৃত বস্তু বের করেন। (হে লোকসকল!) তোমাদের ঐ সত্তাই তো আল্লাহ্! তাহলে তোমাদের প্ররোচিত করে কোথায় কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে! ৯৬. (তিনিই তো) ভোরের উদ্ভাসদাতা![৩৩৮] আর তিনি(ই) রাতকে করেছেন স্বস্তির সময়/স্বস্তিপূর্ণ, আর সূর্য ও চাঁদকে (করেছেন) নিখুঁত হিসাবের অনুগত। সেটা তো মহাপরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী (মহান সত্তা)র পরিকল্পনা।
৯৭. আর তিনিই (ঐ মহান সত্তা) যিনি তোমাদের জন্য তারকারাজি স্থাপন করেছেন, যাতে স্থলভাগের ও জলভাগের বিভিন্ন অন্ধকারে তা দ্বারা তোমরা পথপ্রাপ্ত হও। আমি সমস্ত নিশান খুলে খুলে বয়ান করেছি এমন কাউমের জন্য যারা ইলম অর্জন করে (আত্মনিবেদনের সঙ্গে এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে)। ৯৮. আর তিনিই (ঐ মহান সত্তা) যিনি একটিমাত্র প্রাণ থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। অনন্তর (প্রত্যেকের জন্য রয়েছে) পার্থিব অবস্থানক্ষেত্র এবং অস্থায়ী আমানতস্থল।[৩৩৯] অবশ্যই আমি সমস্ত নিশান খুলে খুলে বয়ান করেছি এমন কাউমের জন্য যারা উপলব্ধি করে।

وَ هُوَ الَّذِيْۤ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا ۚ وَ مِنَ
النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَّ جَنّٰتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّ الزَّيْتُوْنَ وَ الرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّ غَيْرَ مُتَشَابِهٍ ؕ اُنْظُرُوْۤا اِلٰى ثَمَرِهٖۤ
اِذَاۤ اَثْمَرَ وَ يَنْعِهٖ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكُمْ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝ وَ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ الْجِنَّ وَ خَلَقَهُمْ وَ خَرَقُوْا لَهٗ بَنِيْنَ وَ
بَنٰتٍۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَ تَعٰلٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝

---

[৩৩৮] (তিনিই তো আপন কুদরতে) ভোরের আলো প্রস্ফুটিতকারী।
[৩৩৯] প্রথমটির অর্থ হল দুনিয়া, যা ইনসানের নিয়মিত বসবাসের স্থান। পক্ষান্তরে দ্বিতীয়টির অর্থ হল কবর, যেখানে আল্লাহ্র আমানত আল্লাহ্র কাছে পৌঁছানোর জন্য গচ্ছিত রাখা হয়।

৯৯. আর তিনিই (ঐ মহান সত্তা) যিনি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, অনন্তর তা দ্বারা আমি প্রত্যেক উদ্ভিদের অঙ্কুর উদ্গত করেছি, অনন্তর ঐ সমস্ত অঙ্কুর থেকে আমি সবজি উৎপন্ন করেছি; তা থেকে আমি থরে থরে বিন্যস্ত দানা উৎপন্ন করি। আর খেজুরবৃক্ষ হতে, তার মাথি হতে (ফলভারে) নত কাঁদি (নির্গত হয়)। আর (আমি উৎপন্ন করি) আঙুরের বিভিন্ন বাগান, আর যায়তুন ও আনার (উৎপন্ন করি), কখনো সদৃশ, কখনো অসদৃশ।[১৪০] তোমরা বিভিন্ন গাছের ফল দেখো, যখন তা ফল দান করে, আর (দেখো) ফলের পাকার অবস্থা। তোমাদের এই সমস্ত জিনিসের মধ্যে অবশ্যই বিভিন্ন নিদর্শন রয়েছে, এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা ঈমান রাখে। ১০০. আর লোকেরা জ্বিনজাতিকে আল্লাহ্‌র জন্য শরীকদার সাব্যস্ত করেছে, অথচ তিনিই তাদের সৃষ্টি করেছেন। আর তারা তাঁর জন্য অজ্ঞতাবশত পুত্রদল ও কন্যাদল গড়ে নিয়েছে, অথচ লোকেরা তাঁর সম্পর্কে যাকিছু মন্দ বলে তা থেকে তিনি চিরপবিত্র এবং (তা থেকে) বহু উর্ধ্বে তিনি অবস্থান করেন।

(রুকূ. ১৩)

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ اَنّٰى يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّ لَمْ تَكُنْ لَّهٗ صَاحِبَةٌ ؕ وَ خَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ ۚ وَ هُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ
عَلِيْمٌ ۝ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ فَاعْبُدُوْهُ ۚ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ وَّكِيْلٌ ۝ لَا تُدْرِكُهُ
الْاَبْصَارُ ۫ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ ۚ وَ هُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ۝ قَدْ جَآءَكُمْ بَصَآئِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنْ اَبْصَرَ فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَ مَنْ
عَمِىَ فَعَلَيْهَا ؕ وَ مَاۤ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ ۝

১০১. (তিনি তো) আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃজনকারী। তাঁর জন্য কীভাবে হতে পারে পুত্র, অথচ তাঁর কোন সঙ্গিনী নেই! আর তিনিই প্রতিটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি প্রতিটি জিনিস সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত। ১০২. তিনিই তোমাদের আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক। তিনি ছাড়া নেই কোন ইলাহ। (তিনি) প্রতিটি জিনিসের স্রষ্টা। সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদত কর। আর তিনি প্রতিটি জিনিসের দেখভালকারী। ১০৩. দৃষ্টিসমূহ তাঁকে আয়ত্ত করতে পারে না, অথচ তিনি দৃষ্টিসমূহ আয়ত্ত করেন। আর তিনি, তাঁর সত্তা অতি সূক্ষ্ম, অতি অবগত। ১০৪. (আয় পেয়ারে নবী! আপনি তাদের বলুন,) নিশ্চিত, তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ হতে সত্যের অনুধাবনের প্রমাণাদি এসে গিয়েছে, সুতরাং যে দৃষ্টি প্রসারিত করে তাকাবে (এবং সত্যকে অনুধাবন করবে) সে নিজেরই কল্যাণ করবে, আর যে অন্ধ সেজে থাকবে, তো (তার অন্ধত্ব) তারই ক্ষতির কারণ হবে। আর (নবী ও রাসূল হিসাবে) আমি কিন্তু তোমাদের সংরক্ষক নই।[১৪১]

وَ كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ وَ لِيَقُوْلُوْا دَرَسْتَ وَ لِنُبَيِّنَهٗ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝ اِتَّبِعْ مَاۤ اُوْحِىَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ
وَ اَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ۝ وَ لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَاۤ اَشْرَكُوْا ؕ وَ مَا جَعَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ۚ وَ مَاۤ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ۝

---

[১৪০] অর্থাৎ কোন কোন ফল দেখতে একে অন্যের সঙ্গে প্রায় একই রকম, আবার কোন কোন ফল দেখতে একে অন্য থেকে ভিন্ন। আবার কোন কোন ফল দেখতে সদৃশ, তবে স্বাদে প্রকৃতিতে ভিন্নতা রয়েছে।

[১৪১] অর্থাৎ আমি কিন্তু তোমাদের কোন অবস্থার উপর দায়বহনকারী নই। আমার দায়িত্ব শুধু রিসালাতের বার্তা তোমাদের পৌঁছে দেয়া, তোমরা মানলে কি মানলে না, সে দায় আমার উপর নয়, সেটা তোমাদের কাজ।

১০৫. আর এভাবেই বিভিন্ন নিদর্শন বিভিন্নভাবে বিশদরূপে আমি তুলে ধরছি (যাতে লোকদের কাছে আপনি তা পৌঁছে দেন) এবং যাতে লোকেরা এ-কথা বলে, আপনি (তা কারো কাছ থেকে) শিখেছেন[৩৪২] (এভাবে সে আরো অপরাধী বলে প্রমাণিত হয়।) আর যেন আমি তা বয়ান করি এমন কাউমের জন্য যারা জ্ঞান রাখে। ১০৬. আপনি অনুসরণ করুন, আপনার রবের পক্ষ হতে আপনার প্রতি যা অহী করা হয়েছে। তিনি ছাড়া নেই কোন ইলাহ, আর আপনি মুশরিকীন থেকে সরে থাকুন। ১০৭. আর আল্লাহ্ যদি (তাদের বাধ্য করতে) চাইতেন তাহলে তারা শির্ক করতে পারতো না। আর আপনাকে আমি তাদের (আমলের) উপর সংরক্ষক নিযুক্ত করিনি, আর আপনি তাদের উপর (আমার পক্ষ হতে আযাবের) ব্যবস্থাপক নন।[৩৪৩]

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۭ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ۠ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَىِٕنْ جَاۗءَتْهُمْ اٰيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا ۭ قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ ۭ وَمَا يُشْعِرُكُمْ ۙ اَنَّهَآ اِذَا جَاۗءَتْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝ وَنُقَلِّبُ اَفْـِٕدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوْا بِهٖٓ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّنَذَرُهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ۝

১০৮. আর (আয় আছহাবে নবী!) আল্লাহ্ ছাড়া যাদের এরা উপাসনা করে তাদের তোমরা মন্দ বল না, কারণ (তাতে) তারা না জেনে সীমালঙ্ঘন করে আল্লাহ্ সম্পর্কে কটুকথা বলবে। (দুনিয়াতে তো) এভাবে আমরা প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য তাদের কর্মকাণ্ডকে শোভন বানিয়ে রেখেছি। তারপর তাদের রবের কাছে হবে তাদের প্রত্যাবর্তন, তখন তিনি তাদের অবহিত করবেন ঐ বিষয়ে যা তারা করত। ১০৯. আর লোকেরা বড় জোরালো কসম করেছে যে, সত্যি যদি তাদের কাছে (তাদের আব্দারকৃত মু'জিযার) নিদর্শন এসে পড়ে তাহলে অবশ্যই তারা ঐ নিদর্শনের প্রতি ঈমান আনবে। আপনি (তাদের) বলে দিন, যাবতীয় নিদর্শন তো আল্লাহ্র নিকট।[৩৪৪] আর তোমাদের কী খবর যে, ঐ নিদর্শন যখন (তাদের কাছে) আসবে তখনো তারা ঈমান আনবে না![৩৪৫] ১১০. আর (তাদের এই ঈমান না আনার কারণে) আমিও তাদের অন্তর (সত্যের সন্ধান থেকে) এবং তাদের দৃষ্টি (সত্যের অবলোকন থেকে) ফিরিয়ে রাখব।[৩৪৬] (আর তাদের এই ঈমান না আনা এমন) যেমন তারা প্রথমবার তার প্রতি ঈমান আনেনি (যখন তা এসেছিল। সুতরাং এখন ঈমান না আনা আর আশ্চর্যের কী)! আর তাদের আমি ছেড়ে দেব, যাতে নিজেদের ঔদ্ধত্যের মধ্যে তারা দিকভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে থাকে।

---

[৩৪২] বিকল্প তরজমা, 'যাতে লোকেরা বলতে না পারে যে, আপনি তা...

[৩৪৩] আর আপনি তাদের উপর (তাদের কর্মের) দায়বহনকারী নন। কাফিরীনের অব্যাহত প্রত্যাখ্যানে আল্লাহ্র নবী যেহেতু বিষণ্ন থাকতেন, তাই তাকে এভাবে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে।

[৩৪৪] এ বিষয়ে তিনি তাঁর প্রজ্ঞা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেন, কারো আব্দার ফরমায়েশের তাতে কোন ভূমিকা নেই।

[৩৪৫] ঈমান যদি আনার হত তাহলে তো মু'জিযারূপে এক কোরআনই যথেষ্ট ছিল। সুতরাং কেন তোমরা ভাবছ যে, তাদের ফরমায়েশি মু'জিযা পেলেই তারা ঈমান আনবে!

[৩৪৬] বিকল্প তরজমা, আমিও তাদের অন্তর এবং তাদের দৃষ্টি (ঈমান ও কুফুরের মাঝে) ঘোরপাক খাওয়াতে থাকব। (ফলে ঈমান আনা আর নছীব হবে না। (তার প্রতি, অর্থাৎ কোরআনের প্রতি/আল্লাহ্র প্রতি/আল্লাহ্র নবীর প্রতি)

(রুকূ. ১৪)

وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَآ اِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْٓا اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُوْنَ ۝ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا ۭ وَلَوْ شَاۗءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ۝

১১১. * আর যদি আমি (আপনার অনুকূলে) তাদের প্রতি ফিরেশতাদল নাযিলও করতাম, আর মৃতরা (কবর থেকে উঠে এ বিষয়ে) তাদের সঙ্গে কথাও বলত, আর (এভাবে তাদের আবৃদারের) প্রতিটি জিনিস তাদের সামনে রেখেও দিতাম, তবু কিন্তু তারা ঈমান আনতে প্রস্তুত হত না, তবে যদি আল্লাহ্ (তাদের বাধ্য করার) ইচ্ছা করেন (তাহলে ভিন্ন কথা)। কিন্তু (মজবূর ঈমানের ফায়দা কী!) তাদের অধিকাংশ তো (কথায় ও কাজে) মূর্খতা প্রকাশ করে। ১১২. আর (আয় পেয়ারে নবী! আপনার সঙ্গে তাদের এ শত্রুতা নতুন কিছু নয়, বরং) এভাবেই আমি প্রত্যেক (বিগত) নবীর জন্য শত্রু বানিয়েছি, মানুষ ও জ্বিন হতে যারা শয়তানপ্রকৃতির তাদেরকে। ধোকা দেয়ার মতলবে তারা একে অপরকে[৩৪৭] চমকদার/চটকদার কথা শেখাতে থাকত। তবে আপনার প্রতিপালক যদি চাইতেন (তারা যেন এমন শত্রুতা করতে না পারে) তাহলে তারা তা করতে পারত না। (কিন্তু যুক্তি ও প্রজ্ঞার দাবী তা নয়।) সুতরাং পড়ে থাকতে দিন তাদেরকে তাদের অপবাদরটনায়।

وَلِتَصْغٰٓى اِلَيْهِ اَفْـِٕدَةُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوْا مَا هُمْ مُّقْتَرِفُوْنَ ۝ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْتَغِيْ حَكَمًا وَّهُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتٰبَ مُفَصَّلًا ۭ وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْلَمُوْنَ اَنَّهٗ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ۝

১১৩. আর (চটকদার কথা শেখানো হতো), যাতে যারা আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে না তাদের দিল ঐ কথার দিকে আকৃষ্ট হয়, আর যাতে তারা তাতে মজে থাকে, আর যাতে তারা ঐ-সমস্ত অপকর্ম করতে থাকে যা তারা করতে চায়। ১১৪. (আয় পেয়ারে নবী! আপনি তাদের বলুন,) তো আমি কি গায়রুল্লাহ্কে বিচারক বানাবো, অথচ তিনিই (ঐ মহান সত্তা) যিনি তোমাদের প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন, যা (সমস্ত বিচার্য বিষয়ে) বিশদ বয়ানসম্বলিত। আর যাদের আমি (তাওরাত ও ইন্জীল) কিতাব দিয়েছি তারা (ঠিকই) জানে যে, এ (কোরআন) আপনার রবের পক্ষ হতে সত্যসহ অবতারিত, সুতরাং আপনি যেন সন্দিহানদের মধ্যে না হোন।

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا ۭ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝ وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِي الْاَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۭ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ۝ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ مَنْ يَّضِلُّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۚ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ۝ فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِاٰيٰتِهٖ مُؤْمِنِيْنَ ۝

---

[৩৪৭] জ্বিন শয়তানেরা মানুষ শয়তানদের শেখাতো, কারণ প্রত্যক্ষ শত্রুতা তো মানুষ শয়তানেরাই করত জ্বিন শয়তানদের নিবিড় তত্ত্বাবধান ও সহায়তায়। চটকদার কথার অর্থ যা শুনতে তো ছিল খুব ভালো, কিন্তু প্রকৃত- পক্ষে তা ছিল বরবাদির বিষয়। তো কাফিররা শয়তানদের শেখানো পথে চলে নবীর শত্রুতায় অবতীর্ণ হত।

১১৫. আর আপনার রবের 'কালাম' সত্যতা ও ন্যায়পরতায় পূর্ণতা লাভ করেছে। তাঁর কথার কোন পরিবর্তনকারী নেই। আর তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ১১৬. আর (আয় পেয়ারে নবী!) পৃথিবীতে যারা আছে তাদের অধিকাংশের (কথা) যদি আপনি মান্য করেন (তাহলে) আপনাকে তারা আল্লাহ্‌র রাস্তা থেকে বিচ্যুত করে ছাড়বে। তারা তো অমূলক ধারণার অনুসরণ করেমাত্র, আর তারা তো আন্দায-অনুমান করেমাত্র, (এছাড়া আর কিছু না)। ১১৭. নিঃসন্দেহে আপনার রবই, (তাকে) খুব জানেন, যে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত, আর তিনিই উত্তম জানেন হিদায়াতপ্রাপ্তদের বিষয়ে। ১১৮. তো যে যাবীহার উপর আল্লাহ্‌র নাম নেয়া হয়েছে (সেটাকে হালাল মনে করে) তা থেকে তোমরা আহার কর, (সত্যি) যদি তোমরা আল্লাহ্‌র আয়াতসমস্তের প্রতি ঈমান রাখো[১৭৭]।

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿١١٩﴾ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ﴿١٢٠﴾ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۗ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ۚ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿١٢١﴾

১১৯. আর কোন্ বিষয় তোমাদের জন্য বাধা হল যে, তোমরা ঐ যাবীহা থেকে আহার করবে না, যার উপর (শুধু) আল্লাহ্‌র নাম নেয়া হয়েছে, অথচ তোমাদের জন্য তিনি বিশদ বয়ান করেছেন, যা (সাধারণ অবস্থায়) তোমাদের উপর তিনি হারাম করেছেন! তবে (কথা এই যে, অনিবার্য পরিস্থিতির কারণে) যে সমস্ত হারাম বস্তুর আহারে তোমরা মজবূর (তা প্রয়োজনপরিমাণ আহার করার অনুমতি রয়েছে)। আর অনেকে তো কোন প্রকার ইলমের ভিত্তিতে নয়, বরং নিজেদের খাহেশাতের ভিত্তিতে (মানুষকে সত্যপথ থেকে) অবশ্যই বিচ্যুত করে। নিঃসন্দেহে আপনার রবই সীমালঙ্ঘনকারীদের বিষয়ে খুব জানেন। ১২০. আর তোমরা (অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা সম্পন্ন) প্রকাশ্য গোনাহ এবং (হৃদয় ও চিন্তা দ্বারা সম্পন্ন) গুপ্ত গোনাহ (দু'টোই সম্পূর্ণরূপে) ছেড়ে দাও। নিঃসন্দেহে যারা গোনাহ কামাই করে, খুব দ্রুতই তাদের সাজা দেয়া হবে তাদের কৃত সমস্ত অপরাধের। ১২১. আর তোমরা ঐ পশু থেকে আহার কর না, যার উপর আল্লাহ্‌র নাম নেয়া হয়নি।[১৭৮] বস্তুত তা গুরুতর পাপাচার। আর দেখো, শয়তানের দল তাদের অনুচরদের প্ররোচিত করতেই থাকে, যাতে তোমাদের সঙ্গে তারা বিতর্কে লিপ্ত হয়। তো যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তাহলে কিন্তু তোমরা অবশ্যই মুশরিক হয়ে যাবে।

(রুকূ. ১৫)

أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٢﴾ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا ۚ وَمَا يَمْكُرُونَ

---

[১৭৭] কারণ হালালকে হালাল (এবং হারামকে হারাম) মনে করা ঈমানের দাবী।

[১৭৮] হয় কোন নামই নেয়া হয়নি, যেমন নাস্তিকীনের অবস্থা, অথবা শুধু গায়রুল্লাহ্‌র নাম নেয়া হয়েছে, বা আল্লাহ্‌র সঙ্গে গায়রুল্লাহ্‌র নাম নেয়া হয়েছে, যেমন মুশরিকীনের অবস্থা।

إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢٣﴾ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ۘ اللَّهُ أَعْلَمُ
حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ۗ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٤﴾

১২২. আচ্ছা, (বলো দেখি,) যে ব্যক্তি (কুফুরের কারণে) মুরদা ছিল, অনন্তর (ঈমানের মাধ্যমে) তাকে আমি জীবন দান করলাম, আর তার জন্য (আমলের) নূর নির্ধারণ করলাম, যার সাহায্যে মানুষের মাঝে সে (নিরাপদে) বিচরণ করে, সে কি তার মত হতে পারে, যে বহু অন্ধকারের ঘেরাটোপে আবদ্ধ, যা থেকে সে বের হতে পারে না! (বের না হতে পারার কারণ,) কাফিরীনের জন্য সেভাবেই মনোলোভা করে তুলে ধরা হয়েছে যাকিছু মন্দ তারা করে যায়। ১২৩. আর সেভাবেই প্রতিটি জনপদে আমি তাদের শীর্ষ অপরাধীদের সুযোগ দিয়েছি/নিযুক্ত করেছি, যাতে সেখানে তারা (নবী ও তাঁর অনুসারী -দের বিরুদ্ধে) চক্রান্ত করে (আর আযাবের উপযুক্ত হয়), সুতরাং আসলে তারা নিজেদের বিরুদ্ধেই চক্রান্ত করে, তবে কিনা তারা (তা) অনুভব করতে পারে না। ১২৪. আর তাদের (আহলে মক্কার) কাছে যখন কোন আয়াত আসে, তারা বলে, কিছুতেই আমরা (এর উপর) ঈমান আনবো না, যতক্ষণ (না) আমাদেরও দেয়া হয় ঐরকম, যা দেয়া হয়েছে আল্লাহ্‌র রাসূলানকে। (দেখো তাদের মূর্খতা!) আল্লাহ্-ই না ভালো জানবেন, কোথায় (কার উপর) তিনি তাঁর রিসালাত অর্পণ করবেন! (আচরণে ও উচ্চারণে) যারা (এমন) অপরাধ করেছে, তাদের অব্যাহত চক্রান্তের কারণে, আল্লাহ্‌র কাছে অচিরেই তাদের পাকড়াও করবে লাঞ্ছনা ও কঠিন আযাব।

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ۖ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا
يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ ۚ كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢٥﴾ وَهَٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ۗ قَدْ فَصَّلْنَا
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٢٦﴾ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٧﴾

১২৫. তো আল্লাহ্ যাকে হিদায়াতের পথে পরিচালিত করতে চান তার বক্ষকে তিনি ইসলামের জন্য 'উদ্ভাসিত' করে দেন। পক্ষান্তরে (দম্ভ ও ঔদ্ধত্যের কারণে) যাকে তিনি ভ্রষ্ট করতে চান (ঈমানের বিষয়ে) তার বক্ষকে তিনি করে দেন সঙ্কীর্ণ, অতি সঙ্কীর্ণ, (ফলে ঈমান গ্রহণ তার কাছে মনে হয় এত কষ্টের,) যেন প্রাণান্ত চেষ্টায় সে আসমানে চড়তে চায়।[৩৫০] এভাবেই আল্লাহ্ (কুফুরের) পঙ্কিলতা তাদের উপর আরোপ করেন যারা ঈমান আনে না। ১২৬. আর এ হচ্ছে আপনার রবের (নির্ধারিত) সরল পথ। নছীহত কবূল করে এমন কাউমের জন্য অবশ্যই আমি (সরল পথের) নিশানসমস্ত বিশদ করে তুলে ধরেছি। ১২৭. তাদেরই জন্য তাদের রবের নিকট রয়েছে শান্তির নিবাস, আর তাদের অব্যাহত নেক আমলের কারণে তিনি তাদের বন্ধু/অভিভাবক।

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ۚ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ ۖ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا
اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا ۚ قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۗ إِنَّ
رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٢٨﴾ وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٢٩﴾

---

[৩৫০] বিকল্প তরজমা, যেন না পেরে তাকে আসমানে চড়তে হচ্ছে।

১২৮. আর (ঐ দিনকে স্মরণ কর) যে দিন তাদের সবাইকে তিনি ঘিরে জড়ো করবেন। (আর জ্বিন শয়তানদের বলবেন,) হে জ্বিনসমাজ! মানুষের (গোমরাহির) ক্ষেত্রে তোমরা তো বড় 'বেড়েচড়ে' কাজ করেছো[৩৫১]। আর মানুষের মধ্যে যারা তাদের বন্ধু তারা (স্বীকারোক্তি দিয়ে) বলবে, (ইয়া) রাব্বানা, আমাদের একে অপরের দ্বারা খুব মউজ করেছে,[৩৫২] আর (এখন তো) আমরা পৌঁছে গিয়েছি ঐ মেয়াদে যা আপনি আমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। (তখন) আল্লাহ্ বলবেন, (এখন) আগুন হল তোমাদের ঠিকানা, যাতে তোমরা চিরকাল থাকবে, তবে আল্লাহ যা চান,[৩৫৩] আপনার রব্ অবশ্যই মহাপ্রজ্ঞাবান, (সর্ববিষয়ে) পূর্ণ জ্ঞাত। ১২৯. আর এভাবেই আমরা যালিমীনের কিছু অংশকে কিছু অংশের উপর চাপিয়ে দেই তাদের অব্যাহত মন্দকর্মের কারণে।[৩৫৪]

(রুকূ. ১৬)

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ؕ قَالُوْا شَهِدْنَا عَلٰٓى اَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ۝ ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا غٰفِلُوْنَ ۝ وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ؕ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ۝

১৩০. হে জ্বিন ও মানবসমাজ! তোমাদের কাছে কি তোমাদেরই মধ্য হতে রাসূলান আসেননি, যারা তোমাদের কাছে আমার আয়াতসমস্তের বয়ান পেশ করতেন, আর তোমাদের এই দিনটির সম্মুখীন হওয়ার বিষয়ে তোমাদের সতর্ক করতেন! তারা বলবে,[৩৫৫] (আজ) আমরা নিজেদের বিপক্ষেই সাক্ষি দিলাম (যে রাসূলান এসেছিলেন এবং...)। আসল কথা, দুনিয়ার জীবন তাদের ধোকায় ফেলে রেখেছিল, তাই তাদের সাক্ষি দিতে হল নিজেদের বিরুদ্ধে যে, তারা কাফির ছিল। ১৩১. সেটা (নবী-রাসূল প্রেরণের সিলসিলা) এ জন্য যে, আপনার রব্ কোন অনাচার (ও অবাধ্যতার অপরাধে) জনপদসমস্ত ধ্বংস করতে রাজী নন, এমন অবস্থায় যে, জনপদের বাসিন্দারা (নিজেদের অপরাধ ও শাস্তি সম্পর্কে) বে-খবর।[৩৫৬] ১৩২. আর প্রত্যেক প্রকারের মানুষের জন্য তাদের কৃত আমলের দিক থেকে মর্যাদাস্তর রয়েছে। আর তারা যে আমলই করে, আপনার রব্ সে বিষয়ে বে-খবর নন।

---

[৩৫১] বিকল্প তরজমা, তোমরা তো বহু মানুষকে ভ্রষ্ট করেছো!
একই ভাবে মানুষের মধ্যে যারা কাফির তাদের বলা হবে, আয় বনী আদম, (নবী রাসূলদের মাধ্যমে) আমি কি তোমাদের প্রতি নির্দেশ প্রেরণ করিনি যে, তোমরা শয়তানের দাসত্ব কর না, সে তো তোমাদের খোলা দুশমন!

[৩৫২] বিকল্প তরজমা, আমরা তো পরস্পর খুব মউজ করেছি!
মানুষ, শয়তানের প্ররোচনায় খাহেশাতের উপর চলার আনন্দ ভোগ করেছে, আর শয়তানেরা মানুষকে গোমরাহ করে প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসা পূর্ণ করার আনন্দ ভোগ করেছে।

[৩৫৩] আল্লাহ্র মাশীআত ও ইচ্ছা আল্লাহ্র ইলমের মধ্যে আছে, তাই থাক, আমরা শুধু সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁর ইচ্ছার সামনে আত্মনিবেদন করছি।

[৩৫৪] সুতরাং কখনো নিজেদের মধ্যে হানাহানি করে, কখনো যালিম শাসক দ্বারা নিজেদের যুলুমের পরিণতি ভোগ করে সবাই বরবাদির পথে চলে যায়।

[৩৫৫] আয়াতের শব্দ, 'তারা বলল', অথচ বাস্তবতা হল, এটা তারা আখেরাতে বলবে। তো ঘটনার নিশ্চিতি বোঝাতে এভাবে বলা হয়েছে, যেন তারা বলেই ফেলেছে।

[৩৫৬] বরং নবী ও রাসূলের মাধ্যমে সতর্ক করে তিনি তাদের সংশোধনের সুযোগ দেন।

وَ رَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ؕ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَ يَسْتَخْلِفْ مِنْۢ بَعْدِكُمْ مَّا يَشَآءُ كَمَاۤ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ
اٰخَرِيْنَ ﴿۱۳۳﴾ اِنَّ مَا تُوْعَدُوْنَ لَاٰتٍ ۙ وَّ مَاۤ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿۱۳۴﴾ قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ
تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۱۳۵﴾ وَ جَعَلُوْا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَاَ مِنَ الْحَرْثِ وَ الْاَنْعَامِ
نَصِيْبًا فَقَالُوْا هٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ وَ هٰذَا لِشُرَكَآئِنَا ۚ فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمْ فَلَا يَصِلُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَ مَا كَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ
يَصِلُ اِلٰى شُرَكَآئِهِمْ ؕ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ﴿۱۳۶﴾

১৩৩. আর আপনার বে-মুহতাজ রব্ অসীম দয়ার অধিকারী। তিনি যদি ইচ্ছা করেন, (দুনিয়া থেকে) তোমাদের (তুলে) নিয়ে যেতে পারেন, আর তোমাদের পরে যে সম্প্রদায়কে চান (তোমাদের) স্থলবর্তী করতে পারেন, যেমন তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন অন্য কাউমের বংশ হতে। ১৩৪. (রাসূলানের মাধ্যমে) তোমাদেরকে (হাশর ও জাযার) যে ওয়াদা করা হচ্ছে তা কিন্তু আসবেই আসবে, আর (আল্লাহ্কে) তোমরা অক্ষম করতে পারবে না। ১৩৫. (আয় পেয়ারে নবী! লোকদের) আপনি বলুন, হে আমার কাউম! তোমরা তোমাদের অবস্থানে (তোমাদের নিজস্ব নিয়মে) আমল কর; আমিও (নিজের নিয়মে) আমল করছি, তো অচিরেই তোমরা জানতে পারবে, কার পক্ষে হবে এই দুনিয়ার (আমলের) পরিণাম। যালিমীন তো কামিয়াব হতে পারে না। ১৩৬. আর আল্লাহ্ যে ফসল ও গবাদি সৃষ্টি করেছেন, তা থেকে আল্লাহ্র জন্য তারা একটা ভাগ ঠিক করে, আর নিজেদের ধারণামতে বলে, এটা আল্লাহ্র জন্য, আর এটা আমাদের শরীকানের জন্য[৩৫৭] তো যে ভাগ তাদের শরীকানের জন্য নির্ধারিত তা তো (কখনো) আল্লাহ্র কাছে পৌঁছবে না, পক্ষান্তরে যে ভাগ আল্লাহ্র জন্য নির্ধারিত তা তাদের শরীকানের কাছেই পৌঁছে যাবে। তারা যা নির্ধারণ করে তা কত না জঘন্য!

وَ كَذٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيْرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوْهُمْ وَ لِيَلْبِسُوْا عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ ؕ وَ لَوْ شَآءَ اللّٰهُ
مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَ مَا يَفْتَرُوْنَ ﴿۱۳۷﴾ وَ قَالُوْا هٰذِهٖۤ اَنْعَامٌ وَّ حَرْثٌ حِجْرٌ ۖ لَّا يَطْعَمُهَاۤ اِلَّا مَنْ نَّشَآءُ بِزَعْمِهِمْ وَ
اَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُوْرُهَا وَ اَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُوْنَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا افْتِرَآءً عَلَيْهِ ؕ سَيَجْزِيْهِمْ بِمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿۱۳۸﴾

১৩৭. আর এভাবেই বহু মুশরিকের চিন্তায় তাদের শরীকান (উপাস্যরা) নিজেদের সন্তানের হত্যাকে শোভনরূপে তুলে ধরেছে, যেন মুশরিকীনকে তারা বিলকুল বরবাদ করে দিতে পারে, আর তাদের ধর্মকে তাদের জন্য বিভ্রান্তিপূর্ণ করে দিতে পারে। বস্তুত আল্লাহ্ যদি চাইতেন (তাদের বাধ্য করতে) তাহলে তারা তা করতে পারত না। তো পড়ে থাকতে দিন তাদেরকে তাদের অপবাদরটনার মধ্যে। ১৩৮. আর তারা বলে, এগুলো (বিশেষভাবে) নিষিদ্ধ গবাদি ও ফসল, তাদের অমূলক দাবীমতে, এগুলো শুধু তারাই খেতে পারবে যাদের আমরা চাই। আর কিছু গবাদি এমন আছে যাদের পৃষ্ঠ (তাতে আরোহণ ও ভারবহন) নিষিদ্ধ করা হয়েছে, আর কিছু গবাদি এমন আছে যেগুলো সম্পর্কে

---

[৩৫৭] অর্থাৎ আমরা যে উপাস্যদেরকে (ইবাদতের ক্ষেত্রে) আল্লাহ্র শরীকান বলে বিশ্বাস করি, তাদের জন্য।

আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে (যবেহকালে) ঐগুলোর উপর তারা আল্লাহ্‌র নাম নেয় না।[৩৫৮] অচিরেই আল্লাহ্ তাদের এসব অপবাদরটনার সাজা তাদেরকে দেবেন।

وَ قَالُوْا مَا فِیْ بُطُوْنِ هٰذِهِ الْاَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُوْرِنَا وَ مُحَرَّمٌ عَلٰۤى اَزْوَاجِنَا ۚ وَ اِنْ یَّكُنْ مَّیْتَةً فَهُمْ فِیْهِ
شُرَكَآءُ ؕ سَیَجْزِیْهِمْ وَصْفَهُمْ ؕ اِنَّهٗ حَكِیْمٌ عَلِیْمٌ ۝ قَدْ خَسِرَ الَّذِیْنَ قَتَلُوْۤا اَوْلَادَهُمْ سَفَهًۢا بِغَیْرِ عِلْمٍ وَّ
حَرَّمُوْا مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ افْتِرَآءً عَلَى اللّٰهِ ؕ قَدْ ضَلُّوْا وَ مَا كَانُوْا مُهْتَدِیْنَ ۝

১৩৯. আর তারা (আরো) বলে, এই গবাদিগুলোর গর্ভে যা (বাচ্চা) আছে তা শুধু আমাদের পুরুষদের জন্য খাছ, আর আমাদের নারীদের উপর (তা) হারাম। আর যদি গর্ভস্থ বাচ্চা মৃত হয় তাহলে তা ভোগ করার ক্ষেত্রে (নারী-পুরুষ) তারা (সবাই সমানভাবে) শরীক। তাদের এই মিথ্যাকথনের শাস্তি অচিরেই আল্লাহ্ তাদের দেবেন। অবশ্যই তিনি মহাপ্রজ্ঞাবান, (সর্ববিষয়ে) পূর্ণ জ্ঞাত।[৩৫৯] ১৪০. নিশ্চিতই মহাক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, আপন সন্তানদের যারা হত্যা করেছে কোন জ্ঞানের ভিত্তি ছাড়া, নিছক নির্বুদ্ধিতার কারণে। আর যাকিছু (হালাল জিনিস) আল্লাহ্ রিযিকরূপে তাদের দান করেছেন তা তারা (নিজেদের উপর) হারাম করে নিয়েছে, নিছক আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা আরোপ করে।[৩৬০] নিশ্চিত, তারা (চরম) ভ্রষ্টতার শিকার হয়েছে, আসলে (কখনো) তারা সঠিক পথে ছিলই না।

(রুকূ. ১৭)

وَ هُوَ الَّذِیْۤ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّ غَیْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّ النَّخْلَ وَ الزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ وَ الزَّیْتُوْنَ وَ الرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا
وَّ غَیْرَ مُتَشَابِهٍ ؕ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖۤ اِذَاۤ اَثْمَرَ وَ اٰتُوْا حَقَّهٗ یَوْمَ حَصَادِهٖ ۪ وَ لَا تُسْرِفُوْا ؕ اِنَّهٗ لَا یُحِبُّ الْمُسْرِفِیْنَ ۝ وَ
مِنَ الْاَنْعَامِ حَمُوْلَةً وَّ فَرْشًا ؕ كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ وَ لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّیْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِیْنٌ ۝

১৪১. আর তিনিই (ঐ মহান সত্তা) যিনি বাগবাগিচা 'সাজিয়েছেন', মাচানির্ভর ও মাচাহীন লতা-বৃক্ষ দ্বারা। এবং (সাজিয়েছেন) খেজুরবাগান ও ক্ষেতের ফসল, যেগুলোর স্বাদ ভিন্ন ভিন্ন। এবং (সাজিয়েছেন) যায়তুন ও আনার, যা পরস্পর সদৃশ, আবার পরস্পর অসদৃশ। এসব গাছ যখন ফল দেয় তখন তোমরা তার ফল আহার কর (এবং শোকর কর)। আর ফসল কাটার (বা ফল পাড়ার) দিন তোমরা তার (ফল ও ফসলের) হক আদায় কর (মিসকীনদের প্রতি দয়া ও দানের মাধ্যমে)। তবে (এই দানের মধ্যেও) তোমরা অপচয় (সীমালঙ্ঘন) কর না।[৩৬১] আল্লাহ্ অপচয় (ও সীমালঙ্ঘন)কারীদের মোটেই পছন্দ করেন না। ১৪২. আর গবাদিপশুর মধ্য হতে (আল্লাহ্ এমনও সৃষ্টি করেছেন) যা ভার বহন করে, আবার যা মাটির সঙ্গে প্রায় লেগে থাকে।[৩৬২] আল্লাহ্

---

[৩৫৮] আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তারা বলে যে, এটা আল্লাহ্‌রই নির্ধারিত বিধান।

[৩৫৯] এই একুশ শতকে গোমূত্রকে 'পবিত্র শরবত' বিশ্বাস করার চেয়ে বেশী হাস্যকর তো এটা বোধহয় না।

[৩৬০] আল্লাহ্‌র দেয়া রিযিককে আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে (নিজেদের উপর) হারাম করে নিয়েছে।

[৩৬১] যাতে পরিবারপরিজন অনটনে পড়ে না যায়।

[৩৬২] অর্থাৎ ছোট আকারের, যা ভারবহনের উপযোগী নয়, যেমন ভেড়া-বকরী।

যাকিছু রিযিকরূপে তোমাদের দিয়েছেন তা থেকে আহার কর, আর শয়তানের পথরেখা অনুসরণ কর না। সে কিন্তু তোমাদের খোলা দুশমন।

ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ۚ مِنَ الضَّاْنِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ۗ قُلْ ءٰٓالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ
اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ۗ نَبِّـُٔوْنِيْ بِعِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۱۴۳﴾ وَ مِنَ الْاِبِلِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ۗ قُلْ ءٰٓالذَّكَرَيْنِ
حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ۗ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ وَصّٰىكُمُ اللّٰهُ بِهٰذَا ۚ فَمَنْ اَظْلَمُ
مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۴۴﴾

১৪৩. (আল্লাহ্ গবাদিপশুর মোট) আটজোড়া (সৃষ্টি করেছেন)। দু'টি জোড়া (নর ও মাদী) ভেড়া থেকে, আর দু'টি জোড়া ছাগল থেকে। আপনি (তাদের) বলুন (জিজ্ঞাসা করুন), (ভেড়া ও ছাগলের) নরদু'টোকেই কি আল্লাহ্ হারাম করেছেন, না মাদীদু'টোকেই, নাকি উভয় মাদীর গর্ভ যাকিছু ধারণ করেছে তা (হারাম করেছেন)। কোন জ্ঞানের ভিত্তিতে আমাকে জানাও দেখি, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো। ১৪৪. একই ভাবে উট থেকে (নর ও মাদী) দু'টি শ্রেণী (আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন) এবং গরু থেকেও দু'টি। আপনি (তাদের) বলুন (জিজ্ঞাসা করুন), (উট ও গরুর) নরদু'টোকেই কি আল্লাহ্ হারাম করেছেন, না মাদীদু'টোকেই, নাকি উভয় মাদীর গর্ভ যাকিছু ধারণ করেছে তা (হারাম করেছেন)। নাকি তোমরা উপস্থিত ছিলে যখন আল্লাহ্ এ বিষয়ে তোমাদের আদেশ করেছেন? (জানা কথা, তোমরা সেখানে ছিলে না), তাহলে (বলো দেখি), তার চেয়ে বড় যালিম কে, যে আল্লাহ্র উপর মিথ্যা আরোপ করেছে, জ্ঞানের কোন ভিত্তি ছাড়া (সরল পথ থেকে) লোকদের বিচ্যুত করার জন্য। আসলে যালিম কাউমকে আল্লাহ্ হিদায়াত দান করেন না।

(রুকূ. ১৮)

قُلْ لَّاۤ اَجِدُ فِيْ مَاۤ اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗۤ اِلَّاۤ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ
فَاِنَّهٗ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّ لَا عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۴۵﴾ وَ عَلَى الَّذِيْنَ
هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِيْ ظُفُرٍ ۚ وَ مِنَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهُمَاۤ اِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُوْرُهُمَاۤ اَوِ الْحَوَايَاۤ اَوْ
مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۗ ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِبَغْيِهِمْ ۫ وَ اِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿۱۴۶﴾

১৪৫. (আয় পেয়ারে নবী! তাদের) আপনি বলুন, আমার প্রতি যা অহী করা হয়েছে তাতে তো এমন কিছু আমি পাই না, যা আহার করা কোন আহারকারীর উপর হারাম করা হয়েছে, তবে যদি তা হয় মৃত, বা প্রবাহিত রক্ত, বা শূকরের গোশত, কারণ (সত্তাগতভাবেই) তা নাপাক, কিংবা গায়রুল্লাহ্র নামে 'কাটাই' করে যেটাকে 'পাপবিদ্ধ' করা হয়েছে। হাঁ, যে ব্যক্তি (এই হারাম জিনিসগুলোর কোনটা ভক্ষণে) চূড়ান্ত মজবূর হয়ে যায়, না স্বাদগ্রহণ উদ্দেশ্য, না সীমালঙ্ঘন, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ১৪৬. আর যারা ইহুদিয়াত অনুসরণ করেছে তাদের উপর আমি হারাম করেছিলাম নখবিশিষ্ট প্রতিটি প্রাণী, আর গরু ও মেষ থেকে,

ওগুলোর চর্বি আমি তাদের উপর হারাম করেছিলাম, তবে যে চর্বি ঐদু'টির পিঠে, অন্ত্রে, বা হাড়ের সঙ্গে লেগে থাকে (তা হারাম নয়)। সেটা এজন্য ছিল যে, তাদের অবাধ্যতার কারণে আমি তাদের শাস্তি দিয়েছিলাম। আর অতিঅবশ্যই আমি সত্য বলছি।

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَّاسِعَةٍ ۚ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٤٧﴾ سَيَقُولُ الَّذِينَ
أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ ۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا
بَأْسَنَا ۗ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ۖ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿١٤٨﴾ قُلْ
فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ۚ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٤٩﴾

১৪৭. অনন্তর যদি তারা আপনাকে ঝুটলায় তাহলে আপনি (তাদের) বলে দিন, (তোমাদের উপর এখনি আযাব আসছে না, কারণ) তোমাদের রব্ অতি প্রশস্ত দয়ার অধিকারী, আর (ভেবো না যে, এমনই চলতে থাকবে, না, বরং যখন সময় হবে তখন) তাঁর পরাক্রম টলানো যাবে না অপরাধী সম্প্রদায় থেকে। ১৪৮. যারা শির্ক করেছে তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ যদি চাইতেন তাহলে তো আমরা শির্ক করতাম না, (করতে পারতাম না), না আমরা, না আমাদের পূর্বপুরুষান, আর না আমরা কোন কিছু হারাম করতে পারতাম! এভাবেই ঝুটলিয়েছে/তাকযীব করেছে (রাসূলানকে) যারা তাদের পূর্বে বিগত হয়েছে, এমনকি (যখন সময় হয়েছে তখন) তারা আমার পরাক্রম আস্বাদন করেছে।
(আয় পেয়ারে নবী! তাদের) আপনি বলুন, তোমাদের কাছে কি কোন রকম জ্ঞান আছে, যা তোমরা আমাদের সামনে বের করতে পার! আসলে তো তোমরা শুধু ধারণার পিছনে ছুটছ! আর তোমাদের কাছে আছেই বা কি আন্দায অনুমান ছাড়া![৩৬৩] ১৪৯. (আয় পেয়ারে নবী! তাদের) আপনি বলুন, এমন অন্তর্ভেদী প্রমাণ তো শুধু আল্লাহ্রই রয়েছে, (যা তিনি রাসূলের মাধ্যমে প্রেরণ করে হুজ্জত পুরা করে দিয়েছেন। তোমরা তা পাবে কোথায়!) তো আল্লাহ্ যদি চাইতেন তাহলে অবশ্যই তোমাদের সবাইকে (জবরদস্তি) হিদায়েতের পথে নিয়ে আসতেন।[৩৬৪]

قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَٰذَا ۚ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ
الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿١٥٠﴾

১৫০. আপনি (তাদের আরো) বলুন, আচ্ছা সামনে আনো দেখি তোমরা তোমাদের সাক্ষীদের, যারা সাক্ষি দেবে যে, আল্লাহ্ এগুলো হারাম করেছেন! তো যদি তারা (ঝুটা) সাক্ষি দেয়ও তাহলেও আপনি তাদের সঙ্গে সাক্ষী হতে যাবেন না, আর তাদের খেয়ালখুশির পিছনে যাবেন না, যারা আমার আয়াতসমস্ত ঝুটলিয়েছে, আর যারা আখেরাতের প্রতি ঈমানই রাখে না, বরং (ইবাদতের হকদারির ক্ষেত্রে) তারা তাদের রবের সমকক্ষ সাব্যস্ত করে।

---

[৩৬৩] আর তোমরা তো শুধু আন্দায-অনুমানই করতে পারো।

[৩৬৪] কিন্তু তোমাদের মুক্তি তো হল স্বেচ্ছায় রাসূলের যুক্তিপ্রমাণ বিশ্বাস করে ঈমান আনার মধ্যে, বাধ্যতামূলক ঈমান আনার মধ্যে নয়।

(রুকূ. ১৯)

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۚ وَ لَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ ۭ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ اِيَّاهُمْ ۚ وَ لَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ ۚ وَ لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ۭ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝

১৫১. (আয় পেয়ারে নবী, তাদের) আপনি বলুন, এস তোমরা, আমি তোমাদের তিলাওয়াত করে শুনাই যে, তোমাদের রব্ (আসলে) তোমাদের উপর কী কী হারাম করেছেন, তা এই যে, তোমরা তাঁর সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক করবে না, আর মা-বাবার প্রতি পূর্ণ সদাচার করবে, আর অনটনের কারণে আপন সন্তানদের তোমরা হত্যা করবে না। (কারণ) রিযিক তো আমি দান করি, তোমাদেরও এবং তাদেরও। আর যাবতীয় ফাহেশার কাছেও যেয়ো না, হোক তা প্রকাশ্য এবং গোপন। আর যে প্রাণ আল্লাহ্ হারাম করেছেন তা হত্যা কর না, কোন হক (ও অধিকার) ছাড়া। তোমাদের ঐ বিষয়গুলোর প্রতিই তিনি তোমাদের জোরালো আদেশ করেছেন, যাতে তোমরা আকল-বুদ্ধি প্রয়োগ করতে পার।

وَ لَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۚ وَ اَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَ اِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَ لَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۚ وَ بِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوْا ۭ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝ وَ اَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ۚ وَ لَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۭ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝

১৫২. আর এতীম যতক্ষণ (না) পরিপক্বতার বয়সে উপনীত হয়, তোমরা এতীমের মালের কাছে পর্যন্ত যেয়ো না, তবে ঐ পন্থায় (অবশ্যই যাবে) যা (এতীমের পক্ষে) সর্বোত্তম। আর তোমরা মাপ-পরিমাপ ইনছাফের সঙ্গে পরিপূর্ণরূপে কর। (তবে) কাউকে আমি তার সাধ্যের বাইরে কোন ভার অর্পণ করি না। তো যখন তোমরা কোন কথা বলবে তখন 'ন্যায়' রক্ষা কর, (সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি) হোক না নিকটাত্মীয়; আর তোমরা আল্লাহ্র (সঙ্গে কৃত) ওয়াদা পূর্ণ কর। তোমাদের এ বিষয়গুলোর প্রতিই তিনি তোমাদের জোরালো আদেশ করেছেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করতে পারো। ১৫৩. আর (তিনি তোমাদের আরো তাকীদ করেছেন) যে, এটাই হল আমার সরল পথ, সুতরাং তোমরা তা অনুসরণ কর, আর (এদিক সেদিকের) অন্যান্য পথ অনুসরণ কর না, যা আল্লাহ্র রাস্তা থেকে তোমাদের বিচ্ছিন্ন করে দেবে। তোমাদের ঐ বিষয়গুলোর প্রতিই তিনি তোমাদের জোরালো আদেশ করেছেন, যাতে তোমরা তাক্বওয়া অবলম্বন করতে পারো।

ثُمَّ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ تَمَامًا عَلَى الَّذِيْٓ اَحْسَنَ وَ تَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّ هُدًى وَّ رَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ ۝

১৫৪. তারপর আমি মূসাকে কিতাব দান করেছিলাম, যাতে পুণ্যবানের প্রতি (আমার নেয়ামত) পূর্ণ করা যায়, আর যাতে প্রতিটি জিনিসের জন্য বিশদ বয়ান এসে যায়, আর যাতে (মানুষের জন্য) তা হিদায়াত ও রহমত হতে পারে, যাতে আপন রবের (সঙ্গে) সাক্ষাতের বিষয়ে তারা ঈমান আনতে পারে।

(রুকূ. ২০)

وَ هٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَ اتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۙ﴿۱۵۵﴾ اَنْ تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ اُنْزِلَ الْكِتٰبُ عَلٰى طَآىِٕفَتَيْنِ مِنْ
قَبْلِنَا ۪ وَ اِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغٰفِلِيْنَ ۙ﴿۱۵۶﴾ اَوْ تَقُوْلُوْا لَوْ اَنَّآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتٰبُ لَكُنَّآ اَهْدٰى مِنْهُمْ ۚ فَقَدْ جَآءَكُمْ
بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ هُدًى وَّ رَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَ صَدَفَ عَنْهَا ؕ سَنَجْزِي الَّذِيْنَ
يَصْدِفُوْنَ عَنْ اٰيٰتِنَا سُوْٓءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يَصْدِفُوْنَ ﴿۱۵۷﴾

১৫৫. আর (হে লোকেরা, তাওরাত ও ইন্‌জীলের পর) এ (কোরআন) হল পূর্ণ বরকতপূর্ণ কিতাব, যা আমি (আখেরী নবীর প্রতি) নাযিল করেছি, সুতরাং (এখন) এটিকে পূর্ণরূপে অনুসরণ কর, আর তাক্বওয়া অবলম্বন কর যাতে তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হও। ১৫৬. (এই কিতাবের অবতরণ এ জন্য যে, হাশরে বিচারের সামনে) তোমরা যেন (না) বলো, কিতাব তো আমাদের পূর্ববর্তী দু'টি সম্প্রদায়ের উপর নাযিল করা হয়েছিল, আমরা তো তাদের পঠন-পাঠন থেকে সম্পূর্ণ বে-খবর ছিলাম।[৩৬৫] ১৫৭. কিংবা যেন তোমরা (না) বলো যে, যদি আমরা, আমাদের উপর (স্বতন্ত্র) কিতাব নাযিল করা হতো তাহলে অবশ্যই আমরা তাদের চেয়ে বেশী হিদায়াতের উপর হতাম। তো (এই দেখো,) নিশ্চিতই তোমাদের কাছে এসে গিয়েছে তোমাদের রবের পক্ষ হতে সুস্পষ্ট প্রমাণ এবং হিদায়াত ও রহমত। সুতরাং (বলো দেখি, এখন) তার চেয়ে বড় যালিম কে হবে যে আল্লাহ্‌র আয়াতসমস্তের প্রতি 'মিথ্যা' আরোপ করে, আর তা থেকে সরে যায়! (তো কান খুলে শুনে রাখো,) অবশ্যই আমি প্রতিদান দেবো যারা আমার আয়াতসমস্ত থেকে সরে যাবে তাদেরকে, নিকৃষ্ট আযাব, উপর্যুপরি এই সরে যাওয়ার কারণে।

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ يَاْتِيَ رَبُّكَ اَوْ يَاْتِيَ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ ؕ يَوْمَ يَاْتِيْ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ لَا
يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِيْٓ اِيْمَانِهَا خَيْرًا ؕ قُلِ انْتَظِرُوْٓا اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ﴿۱۵۸﴾ اِنَّ
الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَ كَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِيْ شَيْءٍ ؕ اِنَّمَآ اَمْرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿۱۵۹﴾

১৫৮. (আচ্ছা, ঈমান আনার জন্য) তারা কি এছাড়া আর কিছুর অপেক্ষা করছে যে, (অনুরোধ করার জন্য) তাদের কাছে ফিরেশতাদল আসবে, বা (স্বয়ং) আপনার রব্ আসবেন, বা আসবে আপনার রবের কিছু আয়াত ও নিশান! (অথচ সত্য তো এই যে,) যেদিন আপনার রবের কিছু আয়াত ও নিশান এসে যাবে (সেদিন) এমন কারো ঈমান তার কোন উপকার করবে না যে আগে থেকে ঈমান আনেনি, অথবা যে তার ঈমানের মধ্যে কোন নেক আমল অর্জন করেনি। (তাহলে, আয় নবী! শেষ কথা) আপনি বলে দিন, তোমরা অপেক্ষায় থাক, আমরাও (তোমাদের সঙ্গে) অপেক্ষায় থাকছি। ১৫৯. (আয় পেয়ারে নবী!) চূড়ান্ত সত্য এই যে, নিজেদের দ্বীনের মধ্যে যারা

---

[৩৬৫] কারণ ইহুদী ও নাছারা সম্প্রদায়দু'টি আরবদের জন্য যেমন ছিল আজনবী, তেমনি তাদের কিতাব তাওরাত ও ইন্‌জীলের ভাষা ছিল অপরিচিত।.... মানবজাতির বিভিন্ন অংশ কোরআন ও তার ভাষা সম্পর্কে কিন্তু এ কথা বলতে পারবে না। কারণ ইসলাম হল বিশ্বমানবতার ধর্ম, আর আরবী হল বিশ্বমানবতার ভাষা, আর আরব হল বিশ্বধর্মের এবং বিশ্বসভ্যতার ধারক, বাহক ও প্রচারক।

'তাফরেকা' (ও বিভেদ) সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়েছে, আপনি তাদের কোনকিছুতে নেই। (এখন) তাদের বিষয় শুধু আল্লাহ্‌র সমীপে অর্পিত, তারপর তিনি তাদের খবর দেবেন, কী কী কর্ম তারা করতে থেকেছে!

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝ قُلْ
اِنَّنِىْ هَدٰىنِىْ رَبِّىْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۚ دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝ قُلْ اِنَّ
صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ لَا شَرِيْكَ لَهٗ ۚ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ۝

১৬০. যে (আমার সামনে) কোন নেকি নিয়ে আসবে তার জন্য থাকবে ঐ রকম দশ নেকির ছাওয়াব, আর যে কোনা বদ আমল নিয়ে আসবে তাকে শুধু ঐ বদির অনুরূপ সাজা দেয়া হবে, আর তাদের কোন রকম যুলুম করা হবে না। ১৬১. (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি বলুন, আমার রব্ তো (অহীর মাধ্যমে) আমাকে এক সরল পথে পরিচালিত করেছেন, যা সুসংহত দ্বীন, যা ইবরাহীমের মিল্লাত, যাতে কোন প্রকার বক্রতা নেই, আর ইবরাহীম কখনো মুশরিকীন থেকে ছিলেন না। ১৬২. (তো আয় পেয়ারে নবী! আপন রবের সমীপে পূর্ণ আত্মনিবেদন করে) আপনি বলুন, আমার ছালাত, আমার ইবাদত, আমার যিন্দেগি, আমার মউত রাব্বুল আলামীন আল্লাহ্‌র জন্য। ১৬৩. তাঁর কোন শরীক নেই, আর ঐ বিষয়েরই আদেশ আমাকে করা হয়েছে, আর (আমার রবের আদেশের প্রতি) আমি প্রথম আত্মনিবেদনকারী।

قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِىْ رَبًّا وَّهُوَ رَبُّ كُلِّ شَىْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۚ
ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۝ وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ
بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِىْ مَآ اٰتٰىكُمْ ۚ اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ ۚ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

১৬৪. আপনি বলুন, আমি কি রব্ হিসাবে আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে চাইতে পারি, অথচ তিনিই হলেন সবকিছুর রব্! আর যে কোন মানুষ যাকিছু অর্জন করবে (তার কল্যাণ-অকল্যাণ, অন্য কারো উপর নয়,) তারই উপর বর্তাবে। আর কোন বোঝা বহনকারী অন্য কারো বোঝা বহন করবে না। (নিজের পাপের বোঝা নিজেকেই বহন করতে হবে।) তারপর তোমাদের রবের অভিমুখেই হবে তোমাদের প্রত্যাবর্তন, তখন তিনি তোমাদের জানিয়ে দেবেন ঐ বিষয়ে প্রকৃত সত্য যা নিয়ে তোমরা মতবিরোধ করতে। ১৬৫. আর তিনিই (ঐ মহান সত্তা,) যিনি ভূমিতে তোমাদের ক্ষমতাবান করেছেন, আর বিভিন্ন বিষয়ে তোমাদের কতিপয়কে কতিপয়ের উপর বিভিন্ন স্তরে মর্যাদাবান করেছেন, যাতে তিনি তোমাদের যে সমস্ত নেয়ামত দিয়েছেন সেবিষয়ে তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন। নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালক হিসাবে খুব দ্রুত, আর কোন সন্দেহ নেই যে, তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

سورة الأعراف–٧، مكية؛ آياتها ٢٠٦ ركوعاتها ٢٤

৭- সূরাতুল আ'রাফ, মাক্কী, আয়াত ২০৬, রুকূ ২৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓصٓ ۝١ كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَ ذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۝٢ اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ
اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ لَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ۝٣ وَ كَمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا فَجَآءَهَا بَاْسُنَا
بَيَاتًا اَوْ هُمْ قَآئِلُوْنَ ۝٤ فَمَا كَانَ دَعْوٰىهُمْ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَآ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ۝٥ فَلَنَسْـَٔلَنَّ الَّذِيْنَ
اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَ لَنَسْـَٔلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ ۝٦ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَّ مَا كُنَّا غَآئِبِيْنَ ۝٧

(শুরু করছি) রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে

১. আলিফ লাম মীম ছোয়াদ ২. (আয় পেয়ারে নবী! এ) এমন কিতাব যা আপনার প্রতি নাযিল করা হয়েছে, শুধু এ-জন্য যে, এর মাধ্যমে (মানুষকে) আপনি সতর্ক করবেন, (আপনার কর্তব্য এ পর্যন্তই)। সুতরাং এর কারণে আপনার বুকে/অন্তরে যেন কোন অস্বস্তি না থাকে।[৩৬৬] আর মুমিনীনের জন্য এটি (মহামূল্যবান) এক উপদেশবার্তা। ৩. (হে লোকসকল!) তোমাদের রবের পক্ষ হতে তোমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তা অনুসরণ কর, আর তাঁকে বাদ দিয়ে (নিজেদের মনগড়া) এত মুরুব্বির পিছনে চলো না। (উপদেশ তো দিলাম, কিন্তু তোমাদের অবস্থা তো এই যে,) খুব কমই তোমরা উপদেশ মান্য কর। ৪. আর (ছিল) কত না জনপদ, যা আমি ধ্বংস করেছি, তো তাদের কাছে এসেছে আমার আযাব রাতারাতি, অথবা যখন তারা ছিল দুপুরের বিশ্রামে। ৫. তো যখন তাদের উপর আমার আযাব আপতিত হল, তখন তাদের বলার তো আর কিছু ছিল না, তাই তারা বলে উঠলো, (হায়,) আমরাই তো ছিলাম যালিম! ৬. তো সত্যি সত্যি আমি জিজ্ঞাসা করব, যাদের কাছে রাসূল পাঠানো হয়েছিল তাদের এবং জিজ্ঞাসা করব তাদেরও যাদের পাঠানো হয়েছিল।[৩৬৭] ৭. অনন্তর অতিঅবশ্যই আমি তাদের সামনে (ঘটনাসমস্ত) খুলে খুলে বলবো (আপন) জ্ঞানের ভিত্তিতে। কারণ (ঐ সমস্ত ঘটনার সময়) আমি তো দূরে কোথাও ছিলাম না![৩৬৮]

وَ الْوَزْنُ يَوْمَئِذِ ِۨالْحَقُّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝٨ وَ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا
اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَظْلِمُوْنَ ۝٩ وَ لَقَدْ مَكَّنّٰكُمْ فِي الْاَرْضِ وَ جَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ۝١٠

৮. আর সেদিন (আমলের) ওযন হওয়ার বিষয়টি পূর্ণ সত্য। সুতরাং যার (আমলের) পাল্লা ভারী হবে তো তারাই হবে সফলকাম। ৯. পক্ষান্তরে যার (আমলের) পাল্লা হালকা হবে, তো ওরাই হবে ঐসমস্ত লোক যারা আমার আয়াতসমস্তের প্রতি অব্যাহত অবিচার করার কারণে নিজেরাই নিজেদের (চরম) ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। ১০. আর সুনিশ্চিতই ভূখণ্ডে তোমাদের আমি মযবূত অবস্থান

---

[৩৬৬] অস্বস্তি না থাকে যে, কেন তারা কোরআনের ডাক এবং ঈমানের দাওয়াত শুনছে না!

[৩৬৭] রাসূলানকে জিজ্ঞাসা করা হবে, কাউমের কাছে তোমরা আমার রিসালাত ও বার্তা পৌঁছিয়েছো কি না, তোমার দাওয়াতের প্রতি কাউমের প্রতিক্রিয়া কী ছিল! আর কাউমকে জিজ্ঞাসা করা হবে, আমার রিসালাত ও বার্তা নিয়ে তোমাদের কাছে কেউ এসেছিল কি না, রাসূলের অনুসরণ কেন করনি, ইত্যাদি।

[৩৬৮] কারণ আমি তো (ঐ সমস্ত ঘটনাস্থল থেকে) অনুপস্থিত/গায়েব ছিলাম না।

দিয়েছি, আর তোমাদের জন্য সেখানে জীবিকার উপায়-উপকরণ সরবরাহ করেছি। (সবই করেছি,) তবে খুব কমই তোমরা শোকরগুযার হওয়ার চিন্তা কর।[৩৬৯]

(রুকূ. ২)

وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ ۖ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ۭ لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ⑪ قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ ۭ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۚ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ ⑫ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ ⑬ قَالَ اَنْظِرْنِيْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ⑭ قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ⑮

১১. আর সুনিশ্চিত, আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি, তারপর তোমাদের রূপকাঠামো/আকৃতি গঠন করেছি। তারপর ফিরেশতাদের বললাম, তোমরা আদমকে সিজদা কর, তখন তারা সিজদা করল, ইবলিস ছাড়া; সে সিজদাকারীদের থেকে ছিল না। ১২. আল্লাহ্ বললেন, কী (চিন্তা) তোমাকে বাধা দিয়েছে যে, (আদমকে) তুমি সিজদা করলে না, যখন তোমাকে আদেশ করলাম! সে বলল, (আদমকে সিজদা করব কেন?) আমি তো তার চেয়ে উত্তম! (কারণ) আমাকে আপনি সৃষ্টি করেছেন আগুন থেকে, আর তাকে সৃষ্টি করেছেন (তুচ্ছ) মাটি থেকে। ১৩. তিনি বললেন, তাহলে তুমি জান্নাত থেকে নেমে যাও, কারণ এখানে (থেকে) তোমার অহঙ্কার করার কোন অধিকার নেই; সুতরাং বের হও, বস্তুত তুমি অপদস্থদের থেকে গণ্য হবে। ১৪. সে বলল, (তাহলে) মানুষকে পুনরুত্থিত করার দিন পর্যন্ত আমাকে সুযোগ/অবকাশ/মুহলত দিন।[৩৭০] ১৫. তিনি বললেন, তুমি সুযোগপ্রাপ্তদের থেকে গণ্য হলে।

قَالَ فَبِمَآ اَغْوَيْتَنِيْ لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ ⑯ ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَاۗىِٕلِهِمْ ۭ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ ⑰ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوْمًا مَّدْحُوْرًا ۭ لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَاَمْلَاَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِيْنَ ⑱ وَيٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ⑲

১৬. সে বলল, তো যেহেতু (মান্য করা সম্ভব নয়, এমন আদেশ দ্বারা) আপনি আমাকে (জান্নাত থেকে) বিচ্যুত করেছেন সেহেতু (আমিও প্রতিজ্ঞা করছি) তাদের (ভ্রষ্ট করার) জন্য সত্যি সত্যি আমি বসে থাকবো আপনার সরল পথে (ওৎ পেতে)। ১৭. তারপর সত্যি সত্যি আমি তাদের উপর হামলা করব, তাদের সামনে থেকে এবং তাদের পিছন থেকে এবং তাদের ডান হতে এবং তাদের বাম হতে (এভাবে চারদিক হতে)। আর তাদের অধিকাংশকে আপনি শোকরগুযার পাবেন না।[৩৭১] ১৮. তিনি বললেন, বেরিয়ে যাও এখান থেকে লাঞ্ছিত, বিতাড়িত হয়ে। (আর শোন,)

---

[৩৬৯] খুব কমই তোমরা শোকর আদায় করে থাকো।

[৩৭০] দীর্ঘকাল আপনার ইবাদত করার কারণে এটা আমার ন্যায্য দাবী।

[৩৭১] আওলাদে আদমকে মুহসিনের প্রতি, তারপর মুহসিনীনের প্রতি নাশোকরা বানানো, এটাই হল আল্লাহ্র সামনে শয়তানের ঔদ্ধত্যপূর্ণ লালকার। মূলত শয়তানেরও স্বভাব এটা।

তাদের থেকে যে তোমাকে অনুসরণ করবে (সে তো তোমার দোসর বলেই গণ্য হবে, আর) অতি অবশ্যই তোমাদের সবাইকে দিয়ে আমি জাহান্নাম ভরে ফেলবো। ১৯. আর আয় আদম! বাস কর তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে, অনন্তর তোমরা দু'জন যেখান থেকে তোমাদের ইচ্ছা হয় (এবং যা ইচ্ছা হয়), আহার কর, তবে এই গাছটার কাছেও যেয়ো না, তাহলে কিন্তু তোমরা যালিমদের থেকে শুমার হবে।

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وٗرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا وَ قَالَ مَا نَهٰىكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ
الشَّجَرَةِ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ ۝ وَ قَاسَمَهُمَاۤ اِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ ۝ فَدَلّٰىهُمَا
بِغُرُوْرٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَ طَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ؕ وَ نَادٰىهُمَا رَبُّهُمَاۤ
اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَ اَقُلْ لَّكُمَاۤ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝

২০. পরে শয়তান তাদের দু'জনের জন্য ওয়াসওয়াসা (ও কুমন্ত্রণা) তৈরী করল, যাতে তাদের 'মন্দস্থান'/লজ্জাস্থান, যা তাদের থেকে আড়ালে রাখা হয়েছিল, তাদের সামনে প্রকাশ পেয়ে যায়।[৩৭২] আর (কুমন্ত্রণা প্রয়োগ করে) সে বলল, তোমাদের রব্ এই গাছটি থেকে তোমাদের বারণ করেছেন শুধু এ আশঙ্কায় যে, তোমরা না আবার ফিরেশতা হয়ে যাও, বা হয়ে যাও অমরত্বের অধিকারী।[৩৭৩]

২১. আর সে (তাদের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জনের জন্য) তাদের সামনে কসম করে বলল যে, বিশ্বাস কর, আমি তোমাদের অত্যন্ত কল্যাণকামী।

২২. এভাবে ধোকার মাধ্যমে উভয়কে সে (আনুগত্যের উচ্চ মর্যাদা থেকে) নামিয়েই ছাড়লো। তো যখন তারা গাছের ফল আস্বাদন করলেন তখন তাদের জন্য/সামনে তাদের মন্দস্থান অনাবৃত হয়ে গেলো। আর তারা (পেরেশান হয়ে) জান্নাতের কিছু পাতা জোড়া দিয়ে দিয়ে নিজেদের উপর আবরণ করতে চেষ্টা করলেন।[৩৭৪] তখন তাদের রব্ তাদের নিদা দিয়ে বললেন, আমি কি তোমাদের নিষেধ করিনি, তোমাদের ঐ গাছটি থেকে এবং তোমাদের বলিনি, শয়তান নিঃসন্দেহে তোমাদের জন্য খোলা দুশমন!

---

[৩৭২] শয়তান তাদের দু'জনকে কুমন্ত্রণা দিল, যাতে তাদের আবৃত লজ্জাস্থান তাদের জন্য বে-আবরু করে দিতে পারে

[৩৭৩] কোন সন্দেহ নেই যে, তোমাদের রব্ তোমাদের কল্যাণ চান, তবে কথা হল, শুরুতে তোমাদের মধ্যে যেহেতু এ বৃক্ষের ফল গ্রহণের আত্মিক ও শারীরিক যোগ্যতা ছিল না, তাই তোমাদের নিষেধ করা হয়েছিল, এখন যেহেতু দীর্ঘদিন জান্নাতে থাকার কারণে তোমাদের মধ্যে যথেষ্ট যোগ্যতা তৈরী হয়ে গিয়েছে তাই তোমরা স্বচ্ছন্দে এই ফল গ্রহণ করতে পার। ক্ষতি তো হবেই না, বরং...। শয়তান কিন্তু নিজের ছূরতে ও স্বরূপে তাদের সামনে আসেনি।

[৩৭৪] পাশ্চাত্যের নগ্নসভ্যতাও শেষ পর্যন্ত স্বীকার করে নিয়েছে যে, লজ্জাস্থান আবরণের আড়ালে রাখা মানবের স্বভাবচাহিদার অন্তর্ভুক্ত। সভ্যতার সবচে' নির্লজ্জ স্থানেও হঠাৎ কারো লজ্জাস্থান অনাবৃত হয়ে পড়লে অবচেতন-ভাবেই সে বিব্রত হয়ে পড়ে এবং দু'হাত দিয়ে আড়াল করার চেষ্টা করে। আদম ও হাওয়া বল, বা এডাম ও ইভ, আমরা আসলে মা-বাবার স্বভাব লজ্জার উত্তরাধিকার বহন করি।

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا ۖ وَ اِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَ تَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝ قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ
عَدُوٌّ ۚ وَ لَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّ مَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ۝ قَالَ فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَ فِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَ مِنْهَا تُخْرَجُوْنَ ۝

২৩. (লজ্জায় অনুশোচনায় তখন) তারা বলে উঠলেন, (হে) রাব্বানা, আমরা তো নিজেদের উপর যুলুম করে ফেলেছি। এখন আপনি যদি আমাদের মাফ না করেন এবং আমাদের রহম না করেন তাহলে তো অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের থেকে শুমার হবো।[৩৭৫] ২৪. আল্লাহ্ (দু'জনকে এবং ইবলিসকে) বললেন, নেমে যাও তোমরা! (এখন থেকে) তোমরা হবে একে অপরের দুশমন। আর পৃথিবীতে তোমাদের জন্য নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত অবস্থান হবে এবং হবে কিছু পরিমাণ ভোগ। ২৫. তিনি (আরো) বললেন, এই পৃথিবীতেই তোমরা জীবন ধারণ করবে এবং এখানেই মৃত্যুবরণ করবে এবং এখান থেকেই তোমাদের (জীবিত করে) বের করা হবে।

(রুকূ. ৩)

يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِىْ سَوْاٰتِكُمْ وَ رِيْشًا ۭ وَ لِبَاسُ التَّقْوٰى ۙ ذٰلِكَ خَيْرٌ ۭ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ
لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ۝

২৬. আয় বনী আদাম! নিশ্চিত, তোমাদের উপর আমি লেবাস নাযিল করেছি, যা তোমাদের মন্দস্থানগুলো আবৃত করে এবং (তা) সাজের অবলম্বন। তবে তাক্বওয়ার লেবাস, (যা ভিতরের মন্দ বিষয়গুলোর উপর আবরণ তৈরী করে, তোমাদের জন্য) সেটাই উত্তম।[৩৭৬] (সতর ও যীনাতের লেবাস, যা আল্লাহ্ পয়দা করেছেন) সেটা আল্লাহ্র (কুদরত ও হিকমত এবং দয়া ও অনুগ্রহের) সামান্য কিছু নিশান, যাতে মানুষ (কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তা) স্মরণ রাখে, (যার সর্বোত্তম উপায় হল তাক্বওয়ার লেবাস গ্রহণ করা।)

يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا ۭ اِنَّهٗ
يَرٰىكُمْ هُوَ وَ قَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۭ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَآءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝ وَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً
قَالُوْا وَجَدْنَا عَلَيْهَآ اٰبَآءَنَا وَ اللّٰهُ اَمَرَنَا بِهَا ۭ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ ۭ اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

২৭. আয় বনী আদম! শয়তান যেন কোনভাবেই তোমাদের ফেতনায় ফেলতে না পারে, যেমন

---

[৩৭৫] অবশ্যই আমরা মহাক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবো।

[৩৭৬] বিশ্বসভ্যতা মানুষের শরীরের পোশাক নিয়ে যত ব্যস্ত তার ভগ্নাংশও ভিতরের পোশাক বা দিলের লেবাস নিয়ে ব্যস্ত নয়। ইসলামই একমাত্র ধর্ম এবং একমাত্র সভ্যতা যা মানুষের শরীরের পোশাকের প্রতি যেমন গুরুত্ব দিয়েছে তেমনি দিলের লেবাস যা ভিতরের সব অসৌন্দর্য ঢেকে রাখে, যার নাম তাক্বওয়া, একই গুরুত্বের সঙ্গে তা উল্লেখ করেছে। আর কোন ধর্ম বা জীবনদর্শনে উভয় লেবাসের পাশাপাশি ও তুলনামূলক আলোচনা আছে বলে আমাদের জানা নেই। ইসলামের সত্যতা এবং আল্লাহ্র কালামের অলৌকিকত্ব বোঝার জন্য এই একটি বিষয়ই আসলে যথেষ্ট, যদি আমি বুঝতে চাই।

তোমাদের আব্বা-আম্মাকে জান্নাত থেকে বের করেছিল, তাদের থেকে তাদের লেবাস খুলে ফেলে, যাতে তাদেরকে তাদের মন্দস্থান দেখায় (দেখিয়ে লজ্জায় ফেলে দেয়)।[৩৭৭] (শয়তানের বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতা এ-জন্য দরকার যে,) সে ও তার চক্র তো এমন জায়গা থেকে তোমাদের দেখতে পায় যেখান থেকে তোমরা তাদের দেখতে পাও না। (সতর্কতার অর্থ, ঈমানের উপর অবিচল থাকা, কারণ) শয়তান-চক্রকে তো আমি তাদের বন্ধু বানিয়েছি যারা ঈমান আনে না।[৩৭৮] ২৮. আর যখন তারা কোন 'ফাহেশা'[৩৭৯] করে (এবং তিরস্কারের সম্মুখীন হয়) তখন তারা বলে, আমরা তো এরই উপর আমাদের পূর্বপুরুষানকে পেয়েছি, (তারা তো বিবস্ত্র অবস্থায় তাওয়াফ করত,) আর (স্বয়ং) আল্লাহ্ আমাদের এ বিষয়ে আদেশ করেছেন, (এ-জন্যই এভাবে তাওয়াফের ধারাবাহিকতা চলে আসছে)। আপনি বলুন, আল্লাহ্ তো অশ্লীলতার আদেশ করেন না! তো তোমরা কি আল্লাহ্র নামে এমন কিছু বলছ, যা তোমরা জানোই না।

قُلْ اَمَرَ رَبِّیْ بِالْقِسْطِ ۫ وَ اَقِیْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّ ادْعُوْهُ مُخْلِصِیْنَ لَهُ الدِّیْنَ ؕ كَمَا بَدَاَكُمْ
تَعُوْدُوْنَ ۝ فَرِیْقًا هَدٰی وَ فَرِیْقًا حَقَّ عَلَیْهِمُ الضَّلٰلَةُ ؕ اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّیٰطِیْنَ اَوْلِیَآءَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ یَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ
مُّهْتَدُوْنَ ۝ یٰبَنِیْۤ اٰدَمَ خُذُوْا زِیْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّ كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا وَ لَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا یُحِبُّ الْمُسْرِفِیْنَ ۝

২৯. আপনি বলুন, আমার রব্ (আমাকে) ন্যায় রক্ষার আদেশ করেছেন, আর (আদেশ করেছেন যে,) প্রতিটি সিজদার (ও ছালাতের) সময় নিজেদের অভিমুখ তোমরা ঠিক করে নাও, আর তোমরা আল্লাহ্কে ডাকো দ্বীনকে তার জন্য পূর্ণরূপে খালেছ করে। যেভাবে তিনি তোমাদের শুরুতে সৃষ্টি করেছেন সেভাবেই তোমরা (জীবিত হয়ে) ফিরে আসবে। ৩০. (তোমাদের মধ্য হতে) একটি দলকে তো আল্লাহ্ হিদায়াত দান করেছেন, পক্ষান্তরে (অন্য) একটা দলের উপর ভ্রষ্টতা (স্থায়ীভাবে) চেপে বসেছে। (কারণ) আল্লাহ্কে ছেড়ে শয়তানদের তারা বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে, আর ভাবছে যে, তারা হেদায়াতপ্রাপ্ত। ৩১. আয় বনী আদম! প্রত্যেকবার মসজিদে আসার সময় তোমরা নিজেদের সাজবস্তু (ও লেবাস) গ্রহণ কর, আর আহার কর এবং পান কর, তবে অপচয় কর না। তিনি কিন্তু অপচয়কারীদের ভালোবাসেন না।

(রুকূ. ৪)

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِیْنَةَ اللّٰهِ الَّتِیْۤ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَ الطَّیِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ؕ قُلْ هِیَ لِلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا فِی الْحَیٰوةِ الدُّنْیَا خَالِصَةً
یَّوْمَ الْقِیٰمَةِ ؕ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰیٰتِ لِقَوْمٍ یَّعْلَمُوْنَ ۝ قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّیَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ وَ

---

[৩৭৭] এখনো মানবজাতির বিরুদ্ধে শয়তানের সমস্ত চক্রান্তের সূচনা হয় মানুষের লেবাস খুলে ফেলার অপচেষ্টা দ্বারা। কাউকে হয়ত নগ্নতার চূড়ান্তে নিয়ে যায়, কাউকে কিছু দূর, আর যাকে পারে না, তার লেবাসে যথাসম্ভব পরিবর্তন আনার চেষ্টা করে, অর্থাৎ লেবাসের মধ্যে 'ফিসক ও ফুজুরের' সামান্য ধাব্বা ও তাশাব্বুহ হলেও লাগিয়ে দেয়।

[৩৭৮] ঈমান যদি বিলুপ্ত হয় তাহলে শয়তানচক্রের আধিপত্যও সর্বব্যাপী হয়, পক্ষান্তরে মূল ঈমান যদি থাকে, শুধু ঈমানের পূর্ণতা না থাকে তাহলে শয়তানচক্রের আধিপত্যও আংশিক ও খণ্ডিত হয়, পক্ষান্তরে যারা মুমিনে কামিল ও পূর্ণ মুমিন, আল্লাহ্র রহমতে তাদের উপর শয়তানচক্রের ছায়াও পড়ে না।

[৩৭৯] ফাহেশা, এমন শব্দ যা নগ্নতা ও বেহায়াপনার সর্বনিম্ন স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তরকে শামিল করে। কামনা করি, বাংলাভাষা সর্বপ্রকার ফাহেশা থেকে যেন চিরপবিত্র থাকে, তবে 'ফাহেশা' শব্দটি বাংলাভাষায় গ্রহণ করা যায়।

الْاِثْمَ وَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ اَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّ اَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ وَ لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّ لَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ۝

৩২. (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি বলুন, এমন কে আছে যে আল্লাহ্‌র (পছন্দের) 'সাজশোভা' হারাম করেছে, যা তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য সৃষ্টি/বের করেছেন এবং (কে হারাম করেছে) রিযিকের পাকিযা (ও উত্তম) বস্তুগুলোকে! আপনি বলুন, এই (নেয়ামত)গুলো দুনিয়ার জীবনে (তো) তাদের জন্য যারা ঈমান এনেছে (এবং তাদেরও জন্য যারা কুফুরি করেছে, তবে) কেয়ামতের দিন (তা শুধু মুমিনদের জন্যই) খাছ।[১৮৮] এভাবেই আমি আয়াত ও বিধান বিশদরূপে তুলে ধরি এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা ইলম রাখে/জানে।

৩৩. আপনি বলুন, আমার প্রতিপালক তো সমস্ত অশ্লীল/ফাহেশা বিষয় হারাম করেছেন, হোক তা প্রকাশিত, বা গোপন[১৮৯] এবং (হারাম করেছেন) সর্বপ্রকার পাপকে এবং (কারো উপর) অন্যায় বাড়াবাড়িকে এবং (এ বিষয়টি) যে, এমনকিছুকে তোমরা আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরীক করবে যার অনুকূলে তিনি কোন প্রমাণ নাযিল করেননি এবং (এ বিষয়টি) যে, আল্লাহ্‌র নামে তোমরা এমন কথা বলবে যা (দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে) তোমরা জানো না। ৩৪. আর (যারা হারামে লিপ্ত হয় তাদের উপর তাৎক্ষণিক আযাব না আসার কারণ) প্রত্যেক সম্প্রদায়ের (এবং প্রত্যেক ব্যক্তির শাস্তির) জন্য নির্ধারিত আজাল (ও মেয়াদ) রয়েছে। তো যখন (তার, বা) তাদের আজাল এসে যায় তখন (সেটাকে) তারা না মুহূর্ত পিছিয়ে দিতে পারে, আর না এগিয়ে আনতে পারে।[১৯০]

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ ۙ فَمَنِ اتَّقٰى وَ اَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝ وَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَ اسْتَكْبَرُوْا عَنْهَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

৩৫. (রূহের জগতেই আমি বলে দিয়েছিলাম) আয় বনী আদম! যদি তোমাদের কাছে তোমাদেরই মধ্য হতে কিছু রাসূল আসেন যারা তোমাদের কাছে আমার আয়াতসমস্ত (তিলাওয়াত ও) বয়ান করে শুনান[১৯১] (তখন তোমরা কবূল করার নিয়তে আদবের সঙ্গে তা শোনবে)। কারণ যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করবে এবং (নিজেদের) সংশোধন করবে (সেদিন হাশরে) তাদের উপর ভয়ের কোন ছায়া নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না। ৩৬. পক্ষান্তরে যারা আমার আয়াত ও বিধান ঝুটলাবে এবং অহঙ্কার করে তা থেকে সরে যাবে ওরাই হবে জাহান্নামের বাসিন্দা। তাতে তারা চিরকাল থাকবে।

---

[১৮৮] দুনিয়ার জীবনে এগুলো মুমিনীনের জন্য (এবং কাফিরীনের জন্য, তবে) কেয়ামতের দিন খাছভাবে (মুমিনীনের জন্য)। এ-কারণেই দুনিয়াতে অনেক সময় কাফিরদের ভাগে নেয়ামত পরিমাণে বেশী এসে যায়, কারণ আখেরাতে তাদের কোন ভাগ নেই।

[১৮৯] হোক তা চোখের সামনে, বা চোখের আড়ালে। (আরেকটি তরজমা) আমার রব্ তো প্রকাশ্য ও গোপন সর্বপ্রকার অশ্লীল বিষয় হারাম/নিষিদ্ধ করেছেন।

[১৯০] তখন (সেটাকে) তারা মুহূর্তকাল আগপিছ/অগ্রপশ্চাত করতে পারে না।

[১৯১] থানবী রহ.র তরজমা, 'যারা আমার আহকাম (ও বিধান) তোমাদের সামনে বয়ান করেন।

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيْبُهُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ ۙ قَالُوْٓا اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا وَ شَهِدُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ۝

৩৭. তো তার চেয়ে বড় যালিম কে হবে যে আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা আরোপ করে বা তাঁর আয়াত ও বিধান ঝুটলায়, ওরা, (দুনিয়ার জীবনে) তাদের কাছে পৌঁছতে থাকবে 'তাকদীরে লেখা' তাদের (রিযিকের) হিছ্‌ছাঃ এমনকি যখন আমার প্রেরিত ফিরেশতারা তাদের রূহ কব্‌য করার জন্য তাদের কাছে আসবেন তখন তাঁরা বলবেন, আল্লাহ্‌কে ছেড়ে যাদের তোমরা ডাকতে তারা (এখন) কোথায়? (উত্তরে) তারা বলবে, ওরা আমাদের (জীবন) থেকে হারিয়ে গিয়েছে, আর তারা নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষি দেবে যে, তারা কাফির ছিল।

قَالَ ادْخُلُوْا فِيْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِّنَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ فِي النَّارِ ؕ كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَّعَنَتْ اُخْتَهَا ؕ حَتّٰٓى اِذَا ادَّارَكُوْا فِيْهَا جَمِيْعًا ۙ قَالَتْ اُخْرٰىهُمْ لِاُوْلٰىهُمْ رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ اَضَلُّوْنَا فَاٰتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ؕ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَّ لٰكِنْ لَّا تَعْلَمُوْنَ ۝ وَ قَالَتْ اُوْلٰىهُمْ لِاُخْرٰىهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ۝

৩৮. (জাহান্নামগামীদের উদ্দেশ্যে) আল্লাহ্‌ বলবেন, (যাও), জ্বিন ও ইনসানের ঐ দলের সঙ্গে তোমরাও জাহান্নামে দাখেল হও, যারা তোমাদের পূর্বে বিগত হয়েছে। (এভাবে) যখনই কোন দল (জাহান্নামে) দাখেল হবে তখনই তারা আপন সহগামীদের অভিসম্পাত দেবে।[৩৮৪] এমনকি যখন একের পর এক সমস্ত দল সেখানে 'স্তূপ' হয়ে যাবে তখন তাদের অনুগামীরা তাদের অগ্রগামীদের সম্পর্কে বলবে, [illegible] রাব্বানা, এরাই (সরল পথ থেকে) আমাদের বিচ্যুত করেছে। সুতরাং আপনি তাদের, আগুনের দ্বিগুণ আযাব দান করুন। (তাদের ভর্ৎসনা করে) আল্লাহ বলবেন, প্রত্যেকের জন্যই হবে দ্বিগুণ (আযাব), কিন্তু (এখন আযাবের মাত্র শুরুতে) তোমরা (তা) জানতে পারবে না।[৩৮৫] ৩৯. আর (আল্লাহ্‌র এ জওয়াব শুনে) তাদের অগ্রবর্তীরা তাদের অনুবর্তীদের উদ্দেশ্যে বলবে, তাহলে তো আমাদের উপর তোমাদের জন্য আলাদা কোন সুবিধা হল না।[৩৮৬] সুতরাং যাকিছু (অপরাধ) তোমরা নিজেরা কামাই করছিলে তার ফলরূপে (খুব) আযাব আস্বাদন কর।

---

৩৮৪ নেতারা 'জনতা'কে, আর জনতা তাদের নেতাদের অভিসম্পাত দেবে।

৩৮৫ যখন অনেক যুগ পার হবে তখন জানতে পারবে যে, উভয়পক্ষেরই আযাব বেড়ে চলেছে, ফলে অনুবর্তীরা যখন অগ্রবর্তীদের আযাবের জায়গায় এসে যাবে, আর অগ্রবর্তীরা চলে যাবে আযাবের আরো উর্ধ্বস্থানে তখন উভয়পক্ষই জানবে যে, হায়, আমাদের সবারই আযাব তো দ্বিগুণ হয়ে চলেছে! তখন কেউ আর অন্যের আযাব দ্বিগুণ বলে সান্ত্বনা খুঁজে পাবে না।

৩৮৬ আমরা যেমন হরদম দ্বিগুণ আযাবের মধ্যে আছি, তেমনি তোমরাও হরদম দ্বিগুণ আযাবের মধ্যে আছো।

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴿٤٠﴾ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٤١﴾

৪০. বিশ্বাস কর, যারা আমার আয়াতসমস্ত ঝুটলিয়েছে এবং অহঙ্কার করে তা থেকে সরে থেকেছে তাদের জন্য আসমানের দরজাগুলো খোলা হবে না, আর তারা জান্নাতে দাখেল হতে পারবে না, যতক্ষণ (না) সুঁইয়ের ছিদ্র দিয়ে উট ঢুকে যায়।[১৮৭] আর অপরাধীদের এভাবেই আমরা সাজা দিয়ে থাকি।

৪১. তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামেরই (আগুনের) বিছানা এবং তাদের উপর থেকে (আগুনেরই মুড়ি দেয়ার) চাদর। আর এভাবেই যালিমীনকে আমরা (তাদের কৃতকর্মের) সাজা দিয়ে থাকি।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٤٢﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ ۚ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا ۖ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ۖ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۖ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾

৪২. আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক নেক আমল করেছে (আর নেক আমল তো এমন কঠিন কিছু না। কারণ আমার নেযাম ও ব্যবস্থা এই যে,) কোন ব্যক্তিকে আমি তার সাধ্যের বাইরে কোন কর্মভার দেই না। তো ওরাই হবে জান্নাতের বাসিন্দা। তাতে তারা চিরকাল থাকবে। ৪৩. আর (দুনিয়াতে একে অন্যের প্রতি) তাদের বুকে যাকিছু মনোকষ্ট থেকে থাকবে তা (এখন) আমি মুছে/বের করে দেব। তাদের তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হবে নহর-নালা। আর তারা বলবে, সমস্ত প্রশংসা/শোকর আল্লাহ্‌র যিনি এ পথে আমাদের পরিচালিত করেছেন। আর আল্লাহ্ যদি আমাদের পথ না দেখাতেন তাহলে তো আমরা পথপ্রাপ্ত হতাম না। সুনিশ্চিত আমাদের রবের রাসূলান সত্য(বাণী) নিয়ে এসেছিলেন। আর (তখন) তাদের নেদা দেয়া হবে যে, তোমাদের এই জান্নাত, তোমরা তার উত্তরাধিকারী/জানশীন হয়েছ তোমাদের অব্যাহত (নেক) আমলের কল্যাণে/গুণে।

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ۖ قَالُوا نَعَمْ ۚ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿٤٤﴾ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ۚ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ ﴿٤٥﴾

৪৪. আর আছহাবে জান্নাত আছহাবে নারকে নেদা দেবে যে[১৮৮], আমাদের রব্ আমাদের সঙ্গে যা

---

[১৮৭] এ আরবী বাগ্‌ধারার অর্থ হল কোন কিছুর অসম্ভবতা প্রকাশ করা। অর্থাৎ দু'টোই অসম্ভব।

[১৮৮] কোরআনি লফযের স্থলে বাংলা প্রতিশব্দ, 'আর জান্নাতীরা জাহান্নামীদের ডাক দেবে যে,/ ডেকে বলবে যে,...'

ওয়াদা করেছিলেন, আমরা তো তা সত্যরূপে পেয়ে গিয়েছি, তো তোমরা কি, তোমাদের রব্ যা ওয়াদা করেছেন (তোমাদের সঙ্গে), সত্য পেয়েছ? (নিস্তেজ আওয়াযে) তারা বলবে, হাঁ! তখন তাদের মাঝে কোন ঘোষক ঘোষণা দেবে যে, আল্লাহ্‌র লা'নাত যালিমীনের উপর;- ৪৫. যারা আল্লাহ্‌র রাস্তা থেকে (লোকদের) সরিয়ে রাখতো, আর তাতে বক্রতা(র উপাদান) খুঁজতো। আর সর্বোপরি আখেরাতকে তারা সোজা অস্বীকার করত।

وَ بَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَ عَلَى الْاَعْرَافِ رِجَالٌ يَّعْرِفُوْنَ كُلًّا بِسِيْمٰهُمْ ۚ وَ نَادَوْا اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ ۫ لَمْ يَدْخُلُوْهَا وَ هُمْ يَطْمَعُوْنَ ۝ وَ اِذَا صُرِفَتْ اَبْصَارُهُمْ تِلْقَآءَ اَصْحٰبِ النَّارِ ۙ قَالُوْا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝

৪৬. আর (জান্নাতী ও জাহান্নামী,) দু'দলের মাঝখানে একটা আড়াল হবে। আর আ'রাফের উপর [১৯৯] কিছু (ঈমানদার) লোক থাকবে, (উভয়পক্ষের) সবাইকে তারা চিনবে তাদের আলামত দ্বারা। আর আছহাবে জান্নাতকে তারা নেদা দেবে যে, তোমাদের প্রতি সালাম। তারা জান্নাতে দাখেল হতে তো পারেনি, তবে তারা (তার) আশা করে থাকবে। ৪৭. আর যখন ফিরিয়ে দেয়া হবে তাদের নেগাহ/দৃষ্টি জাহান্নামীদের দিকে তখন তারা বলবে, । রাব্বানা, (দয়া করে) যালিম কাউমের সঙ্গে আমাদের শুমার করেন না।

(রুকূ. ৬)

وَ نَادٰۤى اَصْحٰبُ الْاَعْرَافِ رِجَالًا يَّعْرِفُوْنَهُمْ بِسِيْمٰهُمْ قَالُوْا مَاۤ اَغْنٰى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَ مَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ ۝ اَهٰۤؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ ؕ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَ لَاۤ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ۝

৪৮. আর আ'রাফীরা (জাহান্নামের) কিছু লোককে নেদা দেবে, যাদের তারা তাদের আলামত দ্বারা চিনতে পারবে। তারা বলবে, তোমাদের দলবল/সঞ্চিত সম্পদ এবং তোমরা যাদের বড় ভাবতে, তোমাদের কী কাজে এল! (কোন কাজেই তো এল না!) ৪৯. (তারপর জান্নাতীদের দিকে ইশারা করে জাহান্নামীদের উদ্দেশ্যে বলবে,) এরাই কি তারা যাদের সম্পর্কে কসম করে তোমরা বলতে, আল্লাহ্ (তাঁর) রহমতের কোন হিছ্-ছা তাদের দেবেন না! (অথচ তাদের তো বলে দেয়া হয়েছে), তোমরা জান্নাতে দাখেল হও, তোমাদের উপর ভয়ের কোন ছায়া নেই[১৯০], আর তোমরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে না!

وَ نَادٰۤى اَصْحٰبُ النَّارِ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ اَفِيْضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ؕ قَالُوْۤا اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَهْوًا وَّ لَعِبًا وَّ غَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ نَنْسٰىهُمْ كَمَا نَسُوْا لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هٰذَا ۙ وَ مَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ۝ وَ لَقَدْ جِئْنٰهُمْ بِكِتٰبٍ فَصَّلْنٰهُ عَلٰى عِلْمٍ هُدًى وَّ رَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝

---

[১৮৯] জান্নাতী ও জাহান্নামীদের মাঝখানের যে আড়াল বা দেয়াল, তার চূড়া হচ্ছে আ'রাফ, যেখান থেকে উভয় দিকের দৃশ্য দেখা যাবে। তারা হল আ'রাফী, তারা না জান্নাতী, না জাহান্নামী।

[১৯০] বিভিন্ন স্থানে لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ এর বিভিন্ন তরজমা করা হয়েছে, তবে এখানকার তরজমাটি সবচে' সুসঙ্গত।

৫০. আর আছহাবে নার আছহাবে জান্নাতকে নেদা দেবে যে, আমাদের উপর কিছু পানি অন্তত ঢেলে দাও, বা আল্লাহ্ তোমাদের যে রিযিক দিয়েছেন তা থেকে কিছু![৩৯১] তারা বলবে, আল্লাহ্ তো এগুলো হারাম করে দিয়েছেন কাফিরীনের উপর;– ৫১. নিজেদের দ্বীনকে যারা তামাশা ও খেল বানিয়েছিল, আর দুনিয়ার জীবন যাদের ধোকায় ফেলে রেখেছিল, তো আজ আমি তাদের ভুলে যাব যেমন তারা ভুলে গিয়েছিল তাদের আজকের দিনটির সাক্ষাতের কথা; আর যেমন তারা আমার আয়াতসমস্ত সোজাসাপ্টা অস্বীকার/প্রত্যাখ্যান করত। ৫২. আর সুনিশ্চিত, আমি তাদের কাছে এমন কিতাব নিয়ে এসেছি, (আপন) কামিল ইলমের (বুনিয়াদের) উপর যা আমি অত্যন্ত স্পষ্ট করে বয়ান করেছি।[৩৯২] আর (এ কিতাব) হিদায়াত ও রহমত ঐ কাউমের জন্য যারা ঈমান আনে।

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا تَاْوِيْلَهٗ ؕ يَوْمَ يَاْتِيْ تَاْوِيْلُهٗ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ نَسُوْهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۚ فَهَلْ لَّنَا مِنْ شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُوْا لَنَآ اَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِيْ كُنَّا نَعْمَلُ ؕ قَدْ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿۵۳﴾

৫৩. (যুক্তিপ্রমাণ পূর্ণরূপে আসার পরো যারা ঈমান আনছে না, তো) তারা কি কোরআনে কথিত (শাস্তির) শেষ পরিণামেরই শুধু অপেক্ষা করছে! যেদিন কোরআনে বর্ণিত আখেরী আঞ্জাম এসে যাবে, তো যারা আগে তা ভুলে গিয়েছিল তারা এখন বলবে, আমাদের রবের রাসূলান তো সত্য খবর এনেছিলেন, (তো) এখন কি আমাদের জন্য কিছু সুফারিশকারী জুটতে পারে, যাতে তারা আমাদের জন্য সুফারিশ করে, অথবা আমাদের যদি ফিরিয়ে দেয়া হয়, তখন আমরা ঐ আমল থেকে ভিন্ন আমল করব যা আগে করতাম। আসলে তারা নিজেদের সর্বনাশ করে সেরেছে, আর যাকিছু (দেবদেবী) তারা গড়ে রেখেছিল তা (তাদের জীবন থেকে) হারিয়ে গিয়েছে।

(রুকূ. ৭)

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۖ يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا ۙ وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍ بِاَمْرِهٖ ؕ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ ؕ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۵۴﴾ اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿۵۵﴾ وَلَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ؕ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۵۶﴾

৫৪. অবশ্যই তোমাদের রব্ হলেন আল্লাহ্, যিনি ছয়দিনে আসমানসমস্ত ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। তারপর আরশে সমাসীন হয়েছেন।[৩৯৩] তিনি রাতের আঁধার দ্বারা দিনের আলো আবৃত করে ফেলেন, রাত (যেন) হন্যে হয়ে দিনকে খোঁজে। আর সূর্য, চাঁদ ও তারকারাজি (তিনি সৃষ্টি করেছেন) এমন অবস্থায় যে, সেগুলো তাঁরই আদেশের অনুগত। মনে যেন থাকে, সৃষ্টি করা এবং আদেশ করা তাঁরই কাজ। বড় বরকতপূর্ণ হয়েছেন আল্লাহ্, যিনি রাব্বুল আলামীন– সারা জাহানের রব্। ৫৫. (হে লোকসকল!)

---

[৩৯১] কোরআনি লফযের বাংলা প্রতিশব্দ দ্বারা তরজমা, 'বা তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র যা দান তা থেকে কিছু!

[৩৯২] এমন কিতাব নিয়ে এসেছি যাতে আমি (আমার) পূর্ণ ইলমের ভিত্তিতে সমস্ত বিষয় বিশদরূপে বর্ণনা করেছি।

[৩৯৩] তারপর আরশে 'ইস্তিওয়া' করেছেন/আরশে অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

আপন রব্‌কে তোমরা ডাকো আহাজারির সঙ্গে এবং নীরবে। সীমালঙ্ঘনকারীদের তিনি কিন্তু বরদাশত করেন না। ৫৬. আর তোমরা যমীনে ফাসাদ মাচিয়ো না, যমীনকে সংশোধন করার পর। আর তোমরা তাকে ডাকো (বুকে) ভয় ও আশা নিয়ে। নিশ্চিত জেনো, আল্লাহ্‌র রহমত পুণ্যবানদের খুব নিকটবর্তী।

وَهُوَ الَّذِيْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ۭ حَتّٰٓى اِذَآ اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاۗءَ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۭ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهٗ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ۚ وَالَّذِيْ خَبُثَ لَا يَخْرُجُ اِلَّا نَكِدًا ۭ كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّشْكُرُوْنَ ۝

৫৭. আর তিনিই তো (ঐ মহান সত্তা) যিনি আপন রহমতের (বৃষ্টি বর্ষণের) কিছু পূর্বে বায়ুপুঞ্জ প্রেরণ করেন, যা বৃষ্টির আশা জাগিয়ে অন্তর আনন্দে পূর্ণ করে দেয়[৩৩৪]। এমনকি বায়ুপুঞ্জ যখন ভারী ভারী মেঘসমস্ত বহন করে তখন আমি তা হাঁকিয়ে নিয়ে যাই শুষ্ক জনপদের অভিমুখে, অনন্তর সেখানে বৃষ্টি বর্ষণ করি, অনন্তর বৃষ্টির কল্যাণে সর্বপ্রকার ফলফলাদি উৎপন্ন করি। (তো) এভাবেই মৃতদের আমি বের করে আনব, হয়ত (এ-কথাগুলো চিন্তা করে) তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে। ৫৮. আর উত্তম/উর্বর ভূমি, তার ফসল তো তার রবের হুকুমে/আদেশে (সুন্দরভাবে) বের হয়ে আসে। পক্ষান্তরে যে ভূমি নিকৃষ্ট (তা ফসল যদিও উৎপন্ন করে, তবে) ফসল খুবই কম বের হয়। সেভাবেই আমি (আমার কুদরতের) নিশানসমস্ত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিভিন্নভাবে বয়ান করি এমন কাউমের জন্য যারা শোকর করে।

(রুকূ. ৮)

لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۭ اِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝ قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهٖٓ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝ قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ ضَلٰلَةٌ وَّلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَاَنْصَحُ لَكُمْ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

৫৯. সুনিশ্চিত, নূহকে আমি তাঁর কাউমের কাছে প্রেরণ করেছিলাম, তখন তিনি বললেন, আয় আমার কাউম! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের জন্য কোন ইলাহ বিলকুল নেই। তোমাদের বিষয়ে আমি তো আশঙ্কা করি, এক মহাদিনের আযাবের। ৬০. তাঁর কাউমের নেতৃস্থানীয়রা বলল, সত্যি সত্যি আমরা তো তোমাকে দেখতে পাচ্ছি সুস্পষ্ট ভ্রষ্টতার মধ্যে। ৬১. তিনি বললেন, আয় আমার কাউম! আমার সঙ্গে তো কোন ভ্রষ্টতা নেই, বরং আমি রব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে প্রেরিত রাসূল। ৬২. আমি তো আমার রবের বার্তাসমস্ত তোমাদের পৌঁছে দেই, আর তোমাদের প্রতি শুভাকাঙ্ক্ষা করি, আর আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে এমনকিছু জানি যা তোমরা জান না।

اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَاۗءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰي رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوْا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝ فَكَذَّبُوْهُ فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ فِي الْفُلْكِ وَاَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۭ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا عَمِيْنَ ۝

---

[৩৩৪] যিনি আপন করুণার (বৃষ্টির) পূর্বক্ষণে (বৃষ্টির) সুসংবাদরূপে বায়ুপুঞ্জ প্রেরণ করেন।

৬৩. আচ্ছা, তোমরা কি অবাক হলে যে, তোমাদের রবের পক্ষ হতে তোমাদের কাছে উপদেশ এসেছে তোমাদেরই থেকে একজন মানুষের মাধ্যমে, যাতে সে তোমাদের সতর্ক করে, আর যাতে তোমরা তাক্বওয়া অবলম্বন কর, আর যেন তোমাদের রহম করা হয়। ৬৪. তবু (দীর্ঘকাল) নূহকে তারা ঝুটলিয়েই গেলো। তখন আমি তাঁকে এবং তাঁর সঙ্গীদের কিশতিতে করে উদ্ধার করলাম, আর যারা আমার নিদর্শনাদি ঝুটলিয়েছে তাদের ডুবিয়ে মারলাম। আসলে (অন্তরের বিচারে) তারা ছিল অন্ধ সম্প্রদায়।

(রুকূ. ৯)

وَ اِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ۝ قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖۤ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْ سَفَاهَةٍ وَّ اِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝ قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ سَفَاهَةٌ وَّ
لٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَ اَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ اَمِيْنٌ ۝

৬৫. আর (কাউমে) আদের অভিমুখে (আমি পাঠালাম) তাদের ভাই হূদকে। তিনি বললেন, আয় আমার কাউম, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের জন্য কোন ইলাহ বিলকুল নেই। তো (এখনো) কি তোমরা মুত্তাকী হবে না! ৬৬. তাঁর কাউমের সরদারান, যারা কুফুর করেছে তারা বলল, আমরা তো সত্যি সত্যি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি নির্বুদ্ধিতায় লিপ্ত, আর আমরা তো তোমাকে প্রবলভাবে মিথ্যাবাদী ধারণা করি। ৬৭. তিনি বললেন, আয় আমার কাউম, আমার মধ্যে তো কোন নির্বুদ্ধিতা নেই, বরং আমি তো রব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে প্রেরিত রাসূল! ৬৮. আমি তো তোমাদের কাছে আমার রবের পায়গাম (ও বার্তাসমস্ত) পৌঁছে দেই, আর আমি তো তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত শুভাকাঙ্ক্ষী।

اَوَ عَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ ؕ وَ اذْكُرُوْۤا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ
قَوْمِ نُوْحٍ وَّ زَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْۜطَةً ۚ فَاذْكُرُوْۤا اٰلَآءَ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝ قَالُوْۤا اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ
وَحْدَهٗ وَ نَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا ۚ فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝

৬৯. আচ্ছা, তোমরা কি অবাক হলে যে, তোমাদের রবের পক্ষ হতে তোমাদের কাছে উপদেশ এসেছে তোমাদেরই থেকে একজন মানুষের মাধ্যমে, যাতে সে তোমাদের সতর্ক করে! আচ্ছা, তোমরা স্মরণ কর ঐ-সময়কে যখন কাউমে নূহের পর তোমাদের তিনি স্থলবর্তী বানিয়েছেন, আর দেহকাঠামোতে তোমাদের তিনি (অন্যদের চেয়ে) *'বাড়বাড়ন্ত'* করেছেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র নেয়ামতগুলো স্মরণ কর যাতে তোমরা সফল হতে পারো। ৭০. তারা বলল, তুমি কি এ-জন্য আমাদের কাছে এসেছ যে, আমরা এককভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করব, আর ঐ পূজ্যদের ছেড়ে দেবো, আমাদের পূর্বপুরুষান যাদের পূজতেন! তো তুমি যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে আনো তো আমাদের উপর সেই আযাব, (বড় গলায়) যার হুমকি তুমি আমাদের দিয়ে আসছ!

قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَّ غَضَبٌ ؕ اَتُجَادِلُوْنَنِيْ فِيْۤ اَسْمَآءٍ سَمَّيْتُمُوْهَاۤ اَنْتُمْ وَ اٰبَآؤُكُمْ مَّا

نَزَّلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ؕ فَانْتَظِرُوْٓا اِنِّیْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِیْنَ ۝ فَاَنْجَیْنٰهُ وَ الَّذِیْنَ مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَ قَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِیْنَ كَذَّبُوْا بِاٰیٰتِنَا وَ مَا كَانُوْا مُؤْمِنِیْنَ ۧ

৭১. তিনি বললেন, নিশ্চিত, তোমাদের রবের পক্ষ হতে তোমাদের উপর আযাব ও ক্রোধ অনিবার্য হয়ে পড়েছে। তোমরা কি আমার সঙ্গে বিতর্ক করছো এমন কিছু নাম নিয়ে যা তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষান রেখেছো, যার অনুকূলে আল্লাহ্ কোন প্রমাণ অবতারণ করেননি। তাহলে তোমরা (আযাবের) ইন্তিযার কর, আমিও তোমাদের সঙ্গে ইন্তিযারীদের মধ্যে শামিল হলাম। [৩৯৫] ৭২. অনন্তর হূদ ও তাঁর সঙ্গীদের আমি আমার পক্ষ হতে রহমতের ওছীলায় উদ্ধার করলাম। আর আমি তাদের গোড়া কেটে দিলাম যারা আমার বিধান ও নিশান ঝুটলিয়েছে. আর তারা মুমিন ছিল না।

(রুকূ. ১০)

وَ اِلٰی ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ؔ قَالَ یٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَیْرُهٗ ؕ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَیِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰیَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِیْٓ اَرْضِ اللّٰهِ وَ لَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَیَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ ۝ وَ اذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ عَادٍ وَّ بَوَّاَكُمْ فِی الْاَرْضِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا وَّ تَنْحِتُوْنَ الْجِبَالَ بُیُوْتًا ۚ فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ وَ لَا تَعْثَوْا فِی الْاَرْضِ مُفْسِدِیْنَ ۝

৭৩. আর ছামূদের কাছে (পাঠালাম) তাদের ভাই ছালেহকে। তিনি বললেন, আয় মেরে কাউম, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ বিলকুল নেই। তোমাদের কাছে তো তোমাদের রবের পক্ষ হতে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসে গিয়েছে। (এই যে) এটি তোমাদের জন্য আল্লাহ্র (পক্ষ হতে প্রেরিত) উটনী! (এটিকে আল্লাহ্র) নিদর্শন (মনে কর)। সুতরাং এটিকে তোমরা ছেড়ে দাও, যাতে আল্লাহ্র যমীনে চরে ফিরে খেতে পারে। আর (সাবধান) কোন মন্দ নিয়তে একে ছুঁতেও যেয়ো না, তাহলে বড় যন্ত্রণাদায়ক আযাব তোমাদের ধরে ফেলবে ৭৪. আর তোমরা স্মরণ কর ঐ সময়ের কথা যখন তিনি (কাউমে) আদের পরে তোমাদেরকে (তাদের) 'জানাশীন'[৩৯৬] করেছেন। আর ভূখণ্ডে এমনভাবে তোমাদের বসতি করিয়েছেন যে, তার সমতল অংশে তোমরা বড় বড় প্রাসাদ তৈরী করতে, আর পাহাড় কেটে কেটে ঘরের আকৃতি দান করতে। সুতরাং আল্লাহ্র নেয়ামতসমস্ত তোমরা স্মরণ কর, আর ফাসাদীরূপে ভূখণ্ডে দাপিয়ে বেড়িয়ো না।

قَالَ الْمَلَاُ الَّذِیْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لِلَّذِیْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ صٰلِحًا مُّرْسَلٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قَالُوْٓا اِنَّا بِمَآ اُرْسِلَ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ۝ قَالَ الَّذِیْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا بِالَّذِیْٓ اٰمَنْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ۝ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَ عَتَوْا

---

[৩৯৫] উপরের তরজমা ছিল আরবীভাষার চাহিদা রক্ষা করে, বাংলাভাষার চাহিদা অনুযায়ী তরজমা, 'তাহলে তোমরা অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের সঙ্গে অপেক্ষায় থাকলাম।
(ধরে ফেলবে,র স্থলে ছিল পাকড়াও করবে। অঙ্গসজ্জার প্রয়োজনে...)

[৩৯৬] গদ্দিনাশীন, পর্দানাশীন– শব্দগুলোর সঙ্গে যখন আমাদের ভালো পরিচয় আছে তখন 'জানাশীন' এর সঙ্গে পরিচয় না থাকাটা দোষের বইকি। জানাশীন, অর্থ কারো স্থলাভিষিক্ত বা স্থলবর্তী। দেখুন, কেমন কোমল শব্দের কেমন কঠিন প্রতিশব্দ।

عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ وَ قَالُوْا يٰصٰلِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝ فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ
جٰثِمِيْنَ ۝ فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَ قَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّيْ وَ نَصَحْتُ لَكُمْ وَ لٰكِنْ لَّا تُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْنَ ۝

৭৫. তাঁর কাউমের সরদারান, যারা ছিল দাম্ভিক, ঐ অসহায় লোকদের উদ্দেশ্যে বলল, যারা ঈমান এনেছিল, তোমরা কি জানো যে, ছালেহ তার রবের পক্ষ হতে প্রেরিত-রাসূল! তারা বলল, তাঁকে যে বার্তা দিয়ে পাঠানো হয়েছে, আমরা তার প্রতি ঈমানদার।[৩৯৬] ৭৬. যারা দম্ভ করেছিল তারা বলল, যে পায়গামের প্রতি তোমরা ঈমান এনেছো, আমরা তা অস্বীকারকারী। ৭৭. পরে তারা উটনীর পা কেটে মেরে ফেললো। এভাবে তারা তাদের রবের আদেশ অমান্য করল, আর (দম্ভের চূড়ান্ত করে) বলল, আয় ছালেহ, যে আযাবের হুমকি তুমি দিয়ে আসছো তা আমাদের সামনে আনো না, যদি তুমি রাসূলানের মধ্যে শামিল হয়ে থাকো। ৭৮. ফলে *'ভীষণ ঝাঁকুনি'* তাদের পেয়ে বসল[৩৯৭]। অনন্তর নিজেদের ঘরেই তারা 'উপুড়' হয়ে গেলো। ৭৯. তখন তিনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে রওয়ানা হলেন, আর (ব্যথিতচিত্তে) বললেন, আয় মেরে কাউম! সুনিশ্চিত, আমি তো আমার রবের রিসালাহ তোমাদের পৌঁছে দিয়েছি, আর তোমাদের প্রতি হিতকামনা করেছি, কিন্তু কী করা যাবে, তোমরা তো হিতাকাঙ্ক্ষীদের পছন্দ করতে না।

وَ لُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ۝ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ
شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ۝ وَ مَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ
قَرْيَتِكُمْ ۚ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ۝ فَاَنْجَيْنٰهُ وَ اَهْلَهٗٓ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ۖ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ۝ وَ اَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ
مَّطَرًا ؕ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ۝

৮০. আর লূতকে (স্মরণ কর) যখন তিনি তাঁর কাউমকে বললেন, ছি! তোমরা কি ডুবে থাকছো এমন ফাহেশায়, জগতের কেউ তোমাদের আগে যা করেনি! ৮১. তোমরা দেখি, যৌনতার জন্য নারীর পরিবর্তে পুরুষগামী হও, আসলে তো তোমরা (সভ্যতা ও পবিত্রতার) সমস্ত সীমা পার করা জনগোষ্ঠী/কাউম!

৮২. তবে তাঁর কাউমের কাছে কোন জওয়াব ছিল না (নিজেদের মধ্যে এটা) বলা ছাড়া যে, তোমরা তোমাদের জনপদ থেকে তাদের বের করে দাও। এরা তো বেশ *'ছাফসুথরা'* মানুষ সেজে থাকে! ৮৩. তখন আমি তাঁকে ও তাঁর পরিজনকে উদ্ধার করলাম, তবে তাঁর স্ত্রীকে নয়, (চিন্তায় বিশ্বাসে ও মনের টানে) সে তো পিছনের লোকদের মধ্যে রয়ে গিয়েছিল। ৮৪. আর আমি তাদের উপর প্রচণ্ডরূপে (পাথরের) বৃষ্টি-বর্ষণ করলাম। তো তাকিয়ে দেখ, কেমন ছিল অপরাধীদের পরিণাম।

---

[৩৯৬] গোত্রপতিদের প্রশ্ন তো ছিল উপহাসের ছলে, কিন্তু কাউমের দুর্বল মুমিনীনের উত্তর ছিল সমীহ জাগানো। আরেকটি কথা, প্রত্যক্ষ তরজমায় مِنْهُمْ আসেনি। যদি আনতে চাই তাহলে, 'ঐ অসহায় লোকদের উদ্দেশ্যে, তাদের মধ্য হতে যারা ঈমান এনেছিল, (তাদের উদ্দেশ্যে) বলল,... 'তুমি যদি রাসূলানের একজন হয়ে থাক।'

[৩৯৭] ফলে ভীষণ ঝাঁকুনি তাদের ধরে ফেললো/পাকড়াও করল।

(রুকূ. ১১)

وَ اِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيْزَانَ وَ لَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَ لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۚ﴿۸۵﴾ وَ لَا تَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُوْنَ وَ تَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ وَ تَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَ اذْكُرُوْٓا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيْلًا فَكَثَّرَكُمْ ۪ وَ انْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿۸۶﴾

৮৫. আর মাদয়ান অভিমুখে তাদের ভাই শো'আইবকে (আমি পাঠালাম)। (নিজের কাউমকে) তিনি বললেন, আয় আমার কাউম, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ বিলকুল নেই। দেখো, তোমাদের রবের পক্ষ হতে তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসে গিয়েছে, তো তোমরা পাত্রের ও পাল্লার মাপ পুরা কর, আর মানুষকে তাদের দ্রব্যসামগ্রীতে ঠকিও না। আর ভূখণ্ডের সংশোধনের পর তাতে ফাসাদ কর না। যদি তোমরা সত্যিকারের মুমিন হও তাহলে 'তোমাদের' সেটাই তোমাদের জন্য উত্তম। ৮৬. আর পথে পথে (ওৎ পেতে) বসে থেকো না (এ উদ্দেশ্যে যে, মানুষকে) ভয়ভীতি দেখাবে, আর যারা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছে আল্লাহ্‌র রাস্তা থেকে তাদের বাধা দেবে, আর তাতে বক্রতা খোঁজবে[৩৯৯]। আর স্মরণ কর ঐ সময়ের কথা যখন তোমরা অল্প (ও হীনবল) ছিলে, তখন 'তিনি' তোমাদের 'বিপুল' (ও সবল) করেছেন। আর (চারদিকে তাকিয়ে) দেখো তোমরা, কেমন ছিল ফাসাদীদের পরিণাম!

وَ اِنْ كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنْكُمْ اٰمَنُوْا بِالَّذِىْٓ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَ طَآئِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوْا فَاصْبِرُوْا حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَنَا ۚ وَ هُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿۸۷﴾

৮৭. আর যদি তোমাদের থেকে একটি দল ঈমান এনে থাকে, আমাকে যা দিয়ে পাঠানো হয়েছে তার প্রতি, আর একটি দল ঈমান না এনে থাকে, তাহলে ঐ সময় পর্যন্ত ছবর কর যতক্ষণ (না) আল্লাহ্ আমাদের মাঝে ফায়ছালা করে দেন,আর তিনি সর্বোত্তম ফায়ছালাকারী।[৪০০]

قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَنُخْرِجَنَّكَ يٰشُعَيْبُ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَآ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِىْ مِلَّتِنَا ؕ قَالَ اَوَ لَوْ كُنَّا كٰرِهِيْنَ ﴿۸۸﴾ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِىْ مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ نَجّٰىنَا اللّٰهُ مِنْهَا ؕ وَ مَا يَكُوْنُ لَنَآ اَنْ نَّعُوْدَ فِيْهَآ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّنَا ؕ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا ؕ عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ؕ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَ اَنْتَ خَيْرُ الْفٰتِحِيْنَ ﴿۸۹﴾

৮৮. * তাঁর কাউমের সরদারান, যারা দম্ভ করেছিল (তারা) বলল, আয় শো'আইব, আমরা কিন্তু আমাদের বসতি থেকে বের করেই ছাড়বো তোমাকে এবং তাদেরকে যারা ঈমান এনেছে তোমার

---

[৩৯৯] অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পথের মধ্যে, বা দ্বীন ও শরী'আতের মধ্যে।

[৪০০] আর (মানবসমাজের) যত ফায়ছালাকারী, তিনি তাদের সর্বোত্তম।

সঙ্গে, যতক্ষণ (না) তোমরা আমাদের মিল্লাতে ফিরে আসো। তিনি বললেন, যদি (তোমাদের দ্বীনকে) আমরা ঘৃণা/অপছন্দ করি তাহলেও কী (তোমরা আমাদের মজবূর করবে তোমাদের ধর্মে ফিরে আসতে!) ৮৯. আমরা তো আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যাই আরোপ করলাম, যদি আমরা তোমাদের মিল্লাতে ফিরে আসি, তা থেকে আল্লাহ্ আমাদের নাজাত দান করার পর। বস্তুত আমাদের জন্য তো সম্ভবই নয় তাতে ফিরে আসা, তবে যদি আমাদের রব্ আল্লাহ্ (তা) চান (তাহলে তো ভিন্ন কথা)[৪০১]। আমাদের প্রতিপালক তো (আপন) জ্ঞানের অসীমতায় সবকিছু ধারণ করে আছেন। আল্লাহ্‌রই উপর আমরা তাওয়াক্কুল করেছি। (ইয়া) রাব্বানা, আমাদের মাঝে ও আমাদের কাউমের মাঝে হকের বিষয়ে আপনি ফায়ছালা করে দিন (যে, আমাদের মধ্যে কে হকের উপর রয়েছে)! আপনিই তো সর্বোত্তম ফায়ছালাকারী।

وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ ﴿٩٠﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا
فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿٩١﴾ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۚ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ ﴿٩٢﴾
فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ ۖ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿٩٣﴾

৯০. আর তার কাউমের সরদারান, যারা কুফুর করেছে. তারা বলল, যদি তোমরা শো'আইবকে অনুসরণ কর, তাহলে অবশ্যই তোমরা ক্ষতিগ্রস্তই হবে। ৯১. তখন ভীষণ ঝাঁকুনি তাদের 'পেয়ে বসলো'[৪০২]। ফলে তারা তাদের বাড়ীতে 'উপুড় অবস্থায়' হয়ে গেলো। ৯২. যারা শো'আইবকে ঝুটলিয়েছে তারা কখনো যেন সেখানে 'থাকাখাওয়া'ই করেনি।[৪০৩] যারা শো'আইবকে ঝুটলিয়েছে আসলে তারাই ছিল ক্ষতিগ্রস্ত। ৯৩. তখন তিনি তাদের থেকে সরে গেলেন, আর (ব্যথিত হৃদয়ে) বললেন, আয় মেরে কাউম, আমি তো আমার রবের বার্তাসমস্ত নিশ্চিতই তোমাদের পৌঁছিয়েছি এবং তোমাদের হিতকামনা করেছি, তবে এক না-শোকর কাউমের উপর কীভাবে শোকপ্রকাশ করব![৪০৪]

(রুকূ. ১২)

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ﴿٩٤﴾ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ
السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوا وَّقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٩٥﴾

৯৪. বস্তুত যে কোন জনপদে আমি কোন নবী পাঠিয়েছি, (আর তারা অবাধ্যতা করেছে,) তখন ঐ জনপদের লোকদের আমি সঙ্কটে ও দুর্দশায় লিপ্ত করেছি, যাতে তারা বিনয়কাতরতা প্রকাশ করে। ৯৫. তারপর মন্দের স্থানে উত্তম রেখে আমি অবস্থার বদল ঘটিয়েছি।[৪০৫] এমনকি তারা

---

৪০১ আর জানা কথা যে, আল্লাহ্ এমনকিছু কখনো চাইবেন না!

৪০২ তাদের পাকড়াও করল/ধরে ফেললো।

৪০৩ যারা শো'আইবকে ঝুটলিয়েছে তারা (এমন নাস্তানাবুদ হল যে,) যেন কখনো সেখানে তারা ছিলই না/ যেন সেখানে তারা কখনো বসত-ই করেনি!

৪০৪ কী আর আক্ষেপ করি!

৪০৫ দুর্দশার স্থানে সচ্ছলতা দ্বারা অবস্থার পরিবর্তন করেছি, যাতে ওভাবে না হলে এভাবে যেন তারা সুপথে আসে, কিন্তু...

খোশহাল হয়ে গেল, আর বলতে লাগল, (জীবনের অঙ্গনে) সুখ-দুঃখ তো (আমাদের মত) আমাদের পূর্ববর্তীদেরও ছুঁয়ে ছুঁয়ে গিয়েছে! (তো একে আসমানের সতর্কবার্তা ভাবার কী হল।) তখন আমি আচমকা তাদের পাকড়াও করলাম, আর তারা (আগে থেকে কিছু) টেরও পায়নি।[৪০৬]

وَ لَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰۤى اٰمَنُوْا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ وَ لٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿۹۶﴾ اَفَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰۤى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا بَيَاتًا وَّ هُمْ نَآئِمُوْنَ ﴿۹۷﴾ اَوَ اَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰۤى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا ضُحًى وَّ هُمْ يَلْعَبُوْنَ ﴿۹۸﴾ اَفَاَمِنُوْا مَكْرَ اللّٰهِ ۚ فَلَا يَاْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿۹۹﴾

৯৬. আর যদি জনপদগুলোর বাসিন্দারা ঈমান আনত এবং তাক্বওয়া অবলম্বন করত তাহলে তাদের উপর অবশ্যই আমি আসমান ও যমীন থেকে বরকত-প্রাচুর্য উন্মুক্ত করে দিতাম, কিন্তু তারা তো (নবী ও তাঁর সত্যকে) ঝুটলাতেই থাকল, তাই যাকিছু তারা করে যাচ্ছিল তার পরিণামে তাদের আমি পাকড়াও করলাম। ৯৭. তো (অতীতের ঘটনা শুনে বর্তমানের) গ্রাম ও জনপদের বাসিন্দারা কি এবিষয়ে চিন্তামুক্ত হয়ে গিয়েছে যে, আমার পরাক্রম তাদের উপর আপতিত হবে (না) রাতের বেলা, যখন তারা হবে ঘুমন্ত। ৯৮. আচ্ছা, (আবারো বলি,) গ্রাম ও জনপদের বাসিন্দারা কি চিন্তামুক্ত হয়ে গিয়েছে যে, আমার পরাক্রম তাদের উপর আপতিত হবে (না) রোদেলা সকালে, যখন তারা খেলাধূলায়/খেলকুদে মগ্ন। ৯৯. তো আসলেই কি তারা আল্লাহ্‌র কৌশল[৪০৭] সম্পর্কে চিন্তামুক্ত হয়ে গিয়েছে! আল্লাহ্‌র কৌশল থেকে তো চিন্তামুক্ত হয় শুধু ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়।

(রুকূ. ১৩)

اَوَ لَمْ يَهْدِ لِلَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِ اَهْلِهَاۤ اَنْ لَّوْ نَشَآءُ اَصَبْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ ۚ وَ نَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ﴿۱۰۰﴾ تِلْكَ الْقُرٰى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآئِهَا ۚ وَ لَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۚ فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا مِنْ قَبْلُ ؕ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۱۰۱﴾ وَ مَا وَجَدْنَا لِاَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ ۚ وَ اِنْ وَّجَدْنَاۤ اَكْثَرَهُمْ لَفٰسِقِيْنَ ﴿۱۰۲﴾

১০০. আচ্ছা, কোন ভূখণ্ডের বাসিন্দাদের (বরবাদির) পর যারা ঐ ভূখণ্ডের উত্তরাধিকার লাভ করে তাদের কি এ শিক্ষা হয়নি যে, যদি আমি ইচ্ছা করি তাহলে (পূর্ববর্তীদের মত) তাদের পাপসমস্তের কারণে তাদেরও আমি পাকড়াও/আক্রান্ত করতে পারি। তো (দম্ভের কারণে যারা এ শিক্ষা গ্রহণ করে না) তাদের অন্তরে আমি মোহর লাগিয়ে দিই, ফলে তারা (হকের আওয়ায) শুনতে পায় না। ১০১. ঐ যে জনপদসমস্ত, আমি আপনাকে তাদের কিছু ঘটনা বর্ণনা করে শোনাই। আর সুনিশ্চিত, তাদের কাছে তাদের রাসূলান সুস্পষ্ট নিদর্শনাদিসহ এসেছেন, কিন্তু যে বিষয় তারা আগেই ঝুটলিয়ে রেখেছে

---

[৪০৬] শাব্দিক তরজমা, 'তাদের পাকড়াও করলাম, এমন অবস্থায় যে তারা (কিছুই) টের পায় না।

[৪০৭] আয়াতের মূল مَكْرَ যার অর্থ কারো বিরুদ্ধে গুপ্ত কৌশল, গোপন কর্মপন্থা, চাল ও চক্রান্ত প্রয়োগ করা। এখানে উদ্দেশ্য হল, মানুষের নাফরমানি সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে ঢিল দেয়া, যাতে তারা খোশখেয়ালে আরো গোমরাহিতে লিপ্ত হয়, আর পাকড়-এর আশঙ্কা থেকে চিন্তামুক্ত হয়ে যায়।

তার প্রতি ঈমান আনতে তারা প্রস্তুত ছিল না। ওভাবেই কাফিরীনের অন্তরে আল্লাহ্ মোহর লাগিয়ে দেন। ১০২. আর তাদের অধিকাংশের ক্ষেত্রেই আমি (প্রতিশ্রুতির প্রতি) কোন দায়বদ্ধতা দেখতে পাইনি, বরং তাদের অধিকাংশকে আমি পাপাচারীই পেয়েছি।

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَاۤ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَ مَلَا۟ئِهٖ فَظَلَمُوْا بِهَا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿۱۰۳﴾ وَ قَالَ مُوْسٰى يٰفِرْعَوْنُ اِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۰۴﴾ حَقِيْقٌ عَلٰۤى اَنْ لَّاۤ اَقُوْلَ عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ؕ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ ﴿۱۰۵﴾ قَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِاٰيَةٍ فَاْتِ بِهَاۤ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿۱۰۶﴾ فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ﴿۱۰۷﴾ وَّ نَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنّٰظِرِيْنَ ﴿۱۰۸﴾

১০৩. তারপর তাদের পরে আমি মূসাকে ফির'আউন ও তার দরবারীদের কাছে আমার নিদর্শনাদি -সহ পাঠালাম, কিন্তু সেগুলোর প্রতি তারা অবিচার করল। তো দেখুন কেমন হয় ফাসাদীদের পরিণাম। ১০৪. আর মূসা বললেন, আয় ফির'আউন, আমি রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে একজন রাসূল। ১০৫. আমার অপরিহার্য কর্তব্য এই যে, আল্লাহ্র নামে আমি সত্য ছাড়া কিছু বলবো না। নিশ্চিত, আমি তোমাদের রবের পক্ষ হতে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ তোমাদের কাছে এসেছি। তো (আয় ফির'আউন!) বনী ইসরাঈলকে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দাও/যেতে দাও। ১০৬. সে বলল, যদি তুমি সত্যবাদী হও তাহলে কোন নিদর্শন এনে থাকলে তা দেখাও। ১০৭. অনন্তর মূসা তাঁর লাঠি নিক্ষেপ করলেন, তখন হঠাৎ দেখা গেলো, তা জ্বলজ্যান্ত এক অজগর! ১০৮. আর তিনি নিজের হাত (বগল থেকে) বের করলেন, তখন হঠাৎ দেখা গেলো, দর্শকদের সামনে তা উজ্জ্বল।

(রুকূ. ১৪)

قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۰۹﴾ يُّرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ ۚ فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ ﴿۱۱۰﴾ قَالُوْۤا اَرْجِهْ وَ اَخَاهُ وَ اَرْسِلْ فِي الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ ﴿۱۱۱﴾ يَاْتُوْكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيْمٍ ﴿۱۱۲﴾ وَ جَآءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوْۤا اِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ ﴿۱۱۳﴾ قَالَ نَعَمْ وَ اِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿۱۱۴﴾

১০৯. ফির'আউনের কাউমের অভিজাতবর্গ (পরস্পর) বলতে লাগলো, এ তো অবশ্যই এক পাকা জাদুগর! ১১০. সে তো (জাদুবলে) তোমাদের ভূখণ্ড হতে তোমাদের বের করতে চায়, তো তোমরা কী পরামর্শ দাও। ১১১. তারা (ফির'আউনকে নিবেদন করে) বলল, তাকে ও তার ভাইকে কিছু সময় দিন, এবং শহরে নগরে হরকরাদের পাঠিয়ে দিন; ১১২. তারা যেন সমস্ত বিজ্ঞ জাদুগরদের আপনার কাছে নিয়ে আসে। ১১৩. আর জাদুগরেরা ফির'আউনের কাছে এলো, (আর) বলল, আমরাই যদি (মূসার উপর) জয়ী হই তাহলে আমাদের জন্য বড় কোন পুরস্কার আছে অবশ্যই! ১১৪. ফির'আউন বলল, হাঁ, আর নিঃসন্দেহে তোমরা নৈকট্যপ্রাপ্তদের মধ্যে শামিল হবে।

قَالُوْا يٰمُوْسٰۤى اِمَّاۤ اَنْ تُلْقِيَ وَ اِمَّاۤ اَنْ نَّكُوْنَ نَحْنُ الْمُلْقِيْنَ ﴿۱۱۵﴾ قَالَ اَلْقُوْا ۚ فَلَمَّاۤ اَلْقَوْا سَحَرُوْۤا اَعْيُنَ النَّاسِ وَ اسْتَرْهَبُوْهُمْ وَ جَآءُوْ بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ ﴿۱۱۶﴾ وَ اَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰۤى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ ﴿۱۱۷﴾

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَ بَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۱۸﴾ فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَ انْقَلَبُوْا صٰغِرِيْنَ ﴿۱۱۹﴾ وَ اُلْقِيَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ﴿۱۲۰﴾ قَالُوْٓا
اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۲۱﴾ رَبِّ مُوْسٰى وَ هٰرُوْنَ ﴿۱۲۲﴾

১১৫. তারা বলল, আয় মূসা! হয় তুমি নিক্ষেপ করবে, না হয় আমরাই হব নিক্ষেপকারী। ১১৬. মূসা বললেন, কর নিক্ষেপ! তো যখন তারা (লাঠি-রশি) নিক্ষেপ করল তখন লোকদের সবচোখ জাদুগ্রস্ত করে ফেলল এবং তাদের ভয়াচ্ছন্ন/আতঙ্কগ্রস্ত করে ফেলল। আর আসলে তারা বিরাট জাদুই প্রদর্শন করেছিল। ১১৭. আর আমি মূসার প্রতি অহী করলাম যে, নিক্ষেপ কর তুমি তোমার লাঠি! (তিনি নিক্ষেপ করলেন) তখন হঠাৎ দেখা গেল, (সাপের রূপ ধারণকারী) লাঠি ঐগুলো গিলতে লাগল যা তারা *'ভেল্‌কি'* করেছিল। ১১৮. অনন্তর হক জয়ী হল, আর তাদের *'জাদুকর্ম'* অসার হল। ১১৯. ঐখানে তারা (ফির'আউন ও তার দলবল) পরাভূত হল, আর 'ছোট' হয়ে (মাঠ থেকে) পিছনে হটল। ১২০. আর (সত্যের উদ্ভাস দেখে) জাদুগরেরা সিজদায় নিক্ষিপ্ত হল। ১২১. তারা বলল, আমরা ঈমান আনলাম রব্বুল আলামীনের প্রতি- ১২২. মূসা ও হারূনের রবের প্রতি।

قَالَ فِرْعَوْنُ اٰمَنْتُمْ بِهٖ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۚ اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوْهُ فِي الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوْا مِنْهَآ اَهْلَهَا ۚ فَسَوْفَ
تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۲۳﴾ لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿۱۲۴﴾ قَالُوْٓا اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ﴿۱۲۵﴾
وَ مَا تَنْقِمُ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاٰيٰتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا ؕ رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ ﴿۱۲۶﴾

১২৩. ফির'আউন (তখন গযবের স্বরে) বলল, কী! আমার অনুমতি ছাড়াই তার প্রতি ঈমান আনলে তোমরা! এ তো দেখি অনিবার্য এক চক্রান্ত যা তোমরা শহরে পাকিয়েছো আহলে শহরকে সেখান থেকে বের করার জন্য। আচ্ছা, এখনই জানতে পারবে (এর পরিণাম!) ১২৪. অতিঅবশ্যই কেটে ফেলবো তোমাদের হাত ও পাগুলো বিপরীতভাবে; তারপর 'তোদের সবক'টাকে' নির্ঘাত শূলে চড়াবো। ১২৫. তারা (পূর্ণ স্বস্তি ও প্রশান্তির সঙ্গে) বলল, (যেভাবেই মৃত্যু হোক), আমরা তো আমাদের রবের অভিমুখেই ফিরে যাচ্ছি। ১২৬. আর আমাদের প্রতি তোমার আক্রোশ তো এ জন্যই যে, আমাদের রবের নিশানসমন্ত যখন আমাদের কাছে এলো তখন আমরা সেগুলোর প্রতি ঈমান আনলাম। (এরপর রাজদরবার থেকে মুখ ফিরিয়ে তারা আল্লাহ্‌র অভিমুখী হল, আর বলল, আয়) হামারে রাব্! আমাদের উপর আপনি ছবরের 'পায়মানা' উপুড় করে দিন,[৪০৮] আর পূর্ণ অনুগত রূপে আমাদের মৃত্যু দান করুন/পূর্ণ মুসলিমরূপে আমাদের তুলে নিন।

(রুকূ. ১৫)

وَ قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُ مُوْسٰى وَ قَوْمَهٗ لِيُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ وَ يَذَرَكَ وَ اٰلِهَتَكَ ؕ قَالَ سَنُقَتِّلُ
اَبْنَآءَهُمْ وَ نَسْتَحْيٖ نِسَآءَهُمْ ۚ وَ اِنَّا فَوْقَهُمْ قٰهِرُوْنَ ﴿۱۲۷﴾ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَ اصْبِرُوْا ۚ اِنَّ
الْاَرْضَ لِلّٰهِ ۙ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿۱۲۸﴾ قَالُوْٓا اُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِيَنَا وَ مِنْۢ بَعْدِ
مَا جِئْتَنَا ؕ قَالَ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَ يَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۲۹﴾

---

[৪০৮] বিকল্প তরজমা, আমাদের উপর ছবরের ফায়যান ও প্রবাহ নিশ্চিত করুন/ আমাদের উপর ছবর ঢেলে দিন।

১২৭. আর ফির'আউনের কাউমের অভিজাতবর্গ বলল, আপনি কি মূসা ও তার কাউমকে খোলা ছেড়ে দেবেন, যাতে তারা ভূখণ্ডে ফাসাদ সৃষ্টি করে, আর আপনাকে এবং আপনার ইলাহদের বর্জন করে। সে বলল, অচিরেই আমরা তাদের 'পুরুষদের' উপর হত্যাযজ্ঞ চালাব, আর তাদের নারীদের বাঁচিয়ে রাখব। আর আমরা তো (এখনই) তাদের উপর প্রবল। ১২৮. মূসা তাঁর কাউমকে (সাহস দিয়ে) বললেন, তোমরা আল্লাহ্‌র সাহায্য চাও, আর ছবর কর। যমীন তো আল্লাহ্‌র! তিনি আপন বান্দাদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা করেন তাকে এর উত্তরাধিকার দেন, আর সুপরিণতি তো মুত্তাকীনের জন্য। ১২৯. তারা (কাউমে মূসা) বলল, আমাদের তো নিপীড়ন করা হয়েছে আপনি আমাদের কাছে আসার আগে এবং আপনি আমাদের কাছে আগমনের পরে। তিনি বললেন, হয়ত শীঘ্র তোমাদের রব তোমাদের দুশমনকে হালাক করবেন এবং পৃথিবীতে তোমাদেরকে (তাদের) জানাশীন করবেন, আর দেখবেন, (স্বাধীন জীবনে) কেমন আমল তোমরা কর।

(রুকূ. ১৬)

وَلَقَدْ أَخَذْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِيْنَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿١٣٠﴾ فَإِذَا جَآءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا هٰذِهٖ ۚ
وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗ ۗ أَلَآ إِنَّمَا طٰٓئِرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٣١﴾

১৩০. আর সুনিশ্চিত, (ফির'আউন ও তার অনুসারীরা যখন হকের বিরোধিতায় উঠেপড়ে লাগলো, তখন আমার নেযাম অনুযায়ী) ফির'আউনের গোষ্ঠীকে আমি দীর্ঘ দুর্ভিক্ষ এবং ফলফলাদির ঘাটতি দ্বারা পাকড়াও করলাম, যেন তারা সচেতন হয়। ১৩১. তো (ফল হল উল্টো, অর্থাৎ তাদের অবস্থা দাঁড়াল এই যে,) যখন তাদের জীবনে সচ্ছলতা আসত (তখন) তারা বলত, এ তো আমাদের প্রাপ্য। আর যদি মন্দ অবস্থা তাদের আক্রান্ত করত (তবে) তারা মূসা ও তাঁর সঙ্গে যারা আছে তাদের অশুভতা সাব্যস্ত করত। সাবধান, তাদের (এ) অশুভতা(র আসল কারণ) তো শুধু আল্লাহ্‌র (ইলমের) নিকট (রয়েছে)। কিন্তু তাদের অধিকাংশ (আসল হাকীকত) জানত না।

وَقَالُوْا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهٖ مِنْ اٰيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا ۙ فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٣٢﴾ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ
وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ اٰيٰتٍ مُّفَصَّلٰتٍ ۖ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ﴿١٣٣﴾ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوْا يٰمُوْسَى
ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۚ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيْٓ إِسْرَآءِيْلَ ﴿١٣٤﴾

১৩২. আর তারা (মূসাকে) বলতো, যত নিশান (ও প্রমাণ)ই তুমি আমাদের কাছে আনো, তা দ্বারা আমাদের জাদুগ্রস্ত করার জন্য, আমরা কিন্তু তোমার প্রতি মুমিন হতে প্রস্তুত নই। ১৩৩. তো আমি তাদের উপর পাঠালাম (অতিবৃষ্টির) প্লাবন, (ক্ষেতের ফসলে) পঙ্গপাল, (ঘরে তোলা ফসলের মধ্যে) ঘুণপোকা, (সর্বত্র, এমনকি খাবারের মধ্যে) ব্যাঙ (এর প্রাদুর্ভাব), (পানি) রক্ত (হয়ে যাওয়া), (এগুলো পাঠিয়েছি বিভিন্ন সময়) পৃথক পৃথক নিশান (ও প্রমাণ)রূপে। তারপরো তারা অহঙ্কারই প্রদর্শন করল, আর (আসলে) তারা ছিলই অপরাধপ্রবণ সম্প্রদায়। ১৩৪. আর যখন তাদের উপর (কথিত আযাবগুলোর মধ্য হতে কোন) আযাব আপতিত হত (তখন) তারা বলত, আয় মূসা, তোমার কাছে (তোমার রবের) যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে (যে, তোমার প্রার্থনা তিনি শোনবেন)

তার দোহাই দিয়ে তুমি তোমার রব্‌কে আমাদের জন্য ডাক, (যেন এ আযাব তিনি দূর করে দেন); সত্যি যদি আমাদের (উপর) থেকে আযাব তুমি সরিয়ে দাও, (তাহলে) সত্যি সত্যি আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনবো, আর অতি-অবশ্যই তোমার সঙ্গে বনী ঈসরাইলকে পাঠিয়ে দেবো (অবাধে যেতে দেব)।

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴿١٣٥﴾ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ
كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿١٣٦﴾ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا
الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ۖ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۛ بِمَا صَبَرُوا ۖ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَ
قَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴿١٣٧﴾

১৩৫. তো যখন আমি তাদের (উপর) থেকে আযাব সরাতাম ঐ মেয়াদ পর্যন্ত যেখানে তাদের পৌঁছা অনিবার্য ছিল, তখন হঠাৎ দেখা যেতো, তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করছে। ১৩৬. তো (শেষপর্যন্ত) আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিলাম, আর দরিয়ায় তাদের ডুবিয়ে দিলাম। (তা এ) কারণে যে, তারা আমার নিশান (ও প্রমাণ)সমস্ত ঝুটলিয়েছে, আর সেগুলো থেকে তারা উদাসীন ছিল। ১৩৭. আর যে কাউমকে দুর্বল (ও অসহায়) মনে করা হতো তাদেরই আমি উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিলাম এই ভূখণ্ডের মাশরিক ও মাগরিব সমস্ত অঞ্চলের, যাতে আমি বরকত (ও প্রাচুর্য) দান করেছিলাম। আর (এভাবে) বনী ইসরাঈলের ক্ষেত্রে আপনার রবের শুভপ্রতিশ্রুতি পূর্ণ হল তাদের ধৈর্যের কল্যাণে। আর ফির'আউন ও তার কাউম যাকিছু শিল্প স্থাপন করত এবং যাকিছু ভবন নির্মাণ করত (তা) আমি বিধ্বস্ত/ধূলিসাৎ করে দিয়েছিলাম।

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ ۚ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَٰهًا كَمَا
لَهُمْ آلِهَةٌ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿١٣٨﴾ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٩﴾ قَالَ أَغَيْرَ
اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٤٠﴾ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ۚ
يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ۚ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿١٤١﴾

১৩৮. আর (যে দরিয়ায় ফির'আউন ও তার দলবল ডুবলো,) বনী ইসরাঈলকে আমি (সেই) দরিয়া পার করালাম, তখন তারা এমন এক জনগোষ্ঠীর পাশ দিয়ে গেল যারা তাদের (উপাস্য) কিছুমূর্তির পূজায় বিভোর ছিল। (তখন) তারা বলল, আয় মূসা, আমাদের জন্য (অন্তত) একটি উপাস্যদেবতা নির্ধারণ কর যেমন তাদের জন্য রয়েছে বিভিন্ন উপাস্যদেবতা। তিনি (আর কী করবেন! শুধু) বললেন, তোমরা তো এমন (অদ্ভুত) সম্প্রদায় যে, (আচরণে উচ্চারণে) মূর্খতা প্রকাশ করতেই থাকো। ১৩৯. আরে, এরা তো, যে অপকর্মে তারা লিপ্ত, তা তো সমূলে ধ্বংস হবে, আর যাকিছু তারা করে আসছে তাও সব পণ্ড (ও বাতিল)। ১৪০. তিনি (আরো) বললেন, আমি কি তোমাদের জন্য আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য তালাশ করব, অথচ তিনি সারা জাহানের উপর তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন!

১৪১. (আল্লাহ্ বলছেন) আর (স্মরণ কর ঐ সময়কে) যখন তোমাদের আমি উদ্ধার করলাম ফির'আউনের গোষ্ঠী থেকে, যারা তোমাদের উপর চালাতো জঘন্য নির্যাতন; তারা তোমাদের পুত্রদের উপর হত্যাযজ্ঞ চালাতো, আর (সেবাদাসত্বের জন্য) তোমাদের নারীদের বাঁচিয়ে রাখতো। আর তোমাদের ঐ অবস্থার মধ্যে তোমাদের রবের পক্ষ হতে বিরাট পরীক্ষা ছিল।

وَوٰعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً وَّاَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهٖۤ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ۚ وَقَالَ مُوْسٰى لِاَخِيْهِ هٰرُوْنَ اخْلُفْنِيْ فِيْ قَوْمِيْ وَاَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿١٤٢﴾ وَلَمَّا جَآءَ مُوْسٰى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَهٗ رَبُّهٗ ۙ قَالَ رَبِّ اَرِنِيْۤ اَنْظُرْ اِلَيْكَ ؕ قَالَ لَنْ تَرٰىنِيْ وَلٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهٗ فَسَوْفَ تَرٰىنِيْ ۚ فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا وَّخَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا ۚ فَلَمَّاۤ اَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٤٣﴾

১৪২. আর আমি মূসাকে ত্রিশটি রাতের ওয়াদা দিলাম[৩৩৯] (যে, ঐ ত্রিশরাত তিনি তূর পাহাড়ে যাপন করবেন), আর দশটি (রাত) দ্বারা ঐ ত্রিশকে আমি পূর্ণতা দান করলাম। এভাবে তাঁর রবের পক্ষ হতে নির্ধারিত মেয়াদ চল্লিশরাত পূর্ণ হল। আর মূসা তাঁর ভাই হারূনকে বললেন, আমার কাউমের মধ্যে তুমি আমার প্রতিনিধিত্ব কর, আর তুমি (কাউমের সবার সমস্ত অবস্থার) সংশোধন কর, আর ফাসাদীদের রাস্তা অনুসরণ কর না।

১৪৩. আর যখন মূসা আমার নির্ধারিত সময়ে এলেন, আর তাঁর রব্ তাঁর সঙ্গে কালাম করলেন, তখন মূসা বললেন, আয় [illegible] রব্, আমাকে আপনার দীদার করিয়ে দিন, আমি আপনার প্রতি দৃষ্টিপাত (এর সৌভাগ্য অর্জন) করতে চাই। তিনি বললেন, তুমি আমাকে কিছুতেই দেখতে পারবে না, তবে পাহাড়ের দিকে তাকাও, তো পাহাড় যদি নিজের স্থানে স্থির থাকে তাহলে অবশ্যই তুমি আমাকে দেখতে পারবে। তো যখন মূসার রব্ পাহাড়ের প্রতি তাজাল্লি দান করলেন /জ্যোতির্পাত করলেন তখন পাহাড়কে তিনি চূর্ণ করে ফেললেন, আর মূসা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। তো যখন তিনি জ্ঞান ফিরে পেলেন তখন বললেন, আপনার মহান সত্তা চিরপবিত্র। আমি আপনার সমীপে তাওবা করছি, আর (দুনিয়াতে আপনাকে দেখতে পাওয়া অসম্ভব, এ-কথার প্রতি) আমি প্রথম ঈমান আনয়নকারী।

قَالَ يٰمُوْسٰۤى اِنِّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسٰلٰتِيْ وَبِكَلَامِيْ ۖ فَخُذْ مَاۤ اٰتَيْتُكَ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿١٤٤﴾ وَكَتَبْنَا لَهٗ فِي الْاَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَّتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ۚ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَّاْمُرْ قَوْمَكَ يَاْخُذُوْا بِاَحْسَنِهَا ؕ سَاُورِيْكُمْ دَارَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿١٤٥﴾

১৪৪. আল্লাহ্ বললেন, আয় মূসা, আমি তোমাকে আমার রিসালাত দ্বারা এবং আমার 'হামকালামি' দ্বারা সমস্ত মানুষের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। সুতরাং আমি তোমাকে যাকিছু দান করলাম তা তুমি গ্রহণ কর, আর শোকরগুযারদের মধ্যে শামিল হও। ১৪৫. আর আমি কতিপয় ফলকে তাঁর

---

[৩৩৯] আমি মূসার সঙ্গে ত্রিশটি রাতের ওয়াদা নির্ধারণ করলাম।

জন্য লিখলাম সর্বপ্রকার উপদেশ এবং প্রতিটি জিনিসের বিশদ বয়ান। সুতরাং তুমি তা দৃঢ়ভাবে গ্রহণ কর, আর তোমার কাউমকে আদেশ কর যেন তারা তার সর্বোত্তম উপদেশের উপর আমল করে। অতিসত্ত্বর তোমাদের আমি দেখাব (জাহান্নামে) নাফরমানদের বাসস্থান।

سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيٰتِيَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ وَ اِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا ۚ وَ اِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ۚ وَ اِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَ كَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ ۝ وَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَ لِقَآءِ الْاٰخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ؕ هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

১৪৬. আমার নিশান ও প্রমাণসমস্ত হতে অবশ্যই আমি তাদের দূরে রাখব যারা ভূখণ্ডে অন্যায়-ভাবে অহঙ্কার করে। আর যদি তারা সর্বপ্রকার নিশান দেখেও ফেলে (তবু) তারা ঐ সমস্তের প্রতি ঈমান আনবে না। আর যদি তারা শুভ ও কল্যাণের পথ দেখে (তবু চলার) পথরূপে তারা তা গ্রহণ করবে না। পক্ষান্তরে যদি তারা ভ্রষ্টতার পথ দেখে তবে (চলার) পথরূপে তারা তা গ্রহণ করবে। সেটা এ-জন্য যে, তারা আমার আয়াত ও নিশান ঝুটলিয়েছে, আর তারা সেগুলো থেকে ছিল গাফেল, উদাসীন। ১৪৭. আর যারা আমার নিশান ও প্রমাণ এবং আখেরাতের সাক্ষাৎ ঝুটলায় তাদের সমস্ত আমল বরবাদ হবে, (আর) তাদের তো শুধু ঐ কাজেরই প্রতিদান দেয়া হবে যা তারা করে করে এসেছে।

(রুকূ. ১৮)

وَ اتَّخَذَ قَوْمُ مُوْسٰى مِنْۢ بَعْدِهٖ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ ؕ اَلَمْ يَرَوْا اَنَّهٗ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَ لَا يَهْدِيْهِمْ سَبِيْلًا ۘ اِتَّخَذُوْهُ وَ كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ۝ وَ لَمَّا سُقِطَ فِيْۤ اَيْدِيْهِمْ وَ رَاَوْا اَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوْا ۙ قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَ يَغْفِرْ لَنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝

১৪৮. আর মূসার কাউম (রবের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে) তাঁর (যাওয়ার) পর তাদের (কাছে থাকা) অলঙ্কারগুলো (গলিয়ে তা) থেকে একটি গোবাছুর বানাল, (আসলে কিছু না) শুধু (প্রাণহীন) অবয়ব, যাতে ছিল 'হাম্বা' শব্দ! (একে যে তারা উপাস্য ভাবলো! তো) তারা কি দেখেনি যে, তা তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারে না এবং পারে না তাদের পথ দেখাতে! (কিন্তু বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে) তাকে তারা (উপাস্যরূপে) গ্রহণ করেছে, আর (এভাবে) তারা (নিজেদের উপর) যালিম হয়েছে। ১৪৯. আর তারা যখন হতবুদ্ধি হল এবং দেখলো যে, তারা পথভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে (তখন) তারা বলল, আমাদের রব্ যদি আমাদের দয়া না করেন এবং আমাদের ক্ষমা না করেন তাহলে তো নির্ঘাত আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে শামিল হবো।

وَ لَمَّا رَجَعَ مُوْسٰۤى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ اَسِفًا ۙ قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُوْنِيْ مِنْۢ بَعْدِيْ ۚ اَعَجِلْتُمْ اَمْرَ رَبِّكُمْ ۚ وَ اَلْقَى الْاَلْوَاحَ وَ اَخَذَ بِرَاْسِ اَخِيْهِ يَجُرُّهٗۤ اِلَيْهِ ؕ قَالَ ابْنَ اُمَّ اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُوْنِيْ وَ كَادُوْا يَقْتُلُوْنَنِيْ ۫ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْاَعْدَآءَ وَ لَا تَجْعَلْنِيْ مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَ لِاَخِيْ وَ اَدْخِلْنَا فِيْ رَحْمَتِكَ ۫ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ۝

১৫০. আর যখন মূসা ক্রুদ্ধ ও ক্ষুদ্ধ অবস্থায় (অস্থির হয়ে) তাঁর কাউমের কাছে ফিরে এলেন (তখন কাউমকে সম্বোধন করে) তিনি বললেন, আমার (যাওয়ার) পরে তোমরা আমার কত না মন্দ প্রতিনিধিত্ব করেছো! আপন রবের আদেশের বিষয়ে (অপেক্ষা না করে) তোমরা কি (এমনই) তাড়াহুড়া করলে![৪১০] আর তিনি (যেন) ফলকগুলো ফেলে দিলেন[৪১১] এবং আপন ভাইয়ের মাথা(র চুল) ধরে নিজের দিকে টানতে লাগলেন। তিনি (বড় ভাই হারূন) বললেন, হে সহোদর![৪১২] দুর্বল ও হীনবল ভেবে লোকেরা তো আমাকে মেরেই ফেলেছিল।[৪১৩] (এখন তিরস্কার করে) দুশমনকে আমাকে নিয়ে হাসার/শামাতাত করার সুযোগ দিয়ো না, আর আমাকে (এই) যালিমদের সঙ্গে ধর না। ১৫১. মূসা বললেন, (আয়) আমার রব্, আমাকে এবং আমার ভাইকে আপনি মাফ করুন, আর আপনার রহমতের মধ্যে আমাদের দাখেল করুন। আপনি তো সমস্ত দয়ালুর সেরা দয়ালু।

(রুকূ. ১৯)

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ﴿١٥٢﴾ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٥٣﴾ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ ۖ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴿١٥٤﴾

১৫২. (আল্লাহ্ বললেন) বাছুরকে যারা (মা'বূদ) বানিয়েছে,[৪১৪] অবশ্যই তাদের পাকড়াও করবে তাদের রবের পক্ষ হতে বিরাট ক্রোধ, আর দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা। অপবাদীদের[৪১৫] এভাবেই আমি সাজা দিয়ে থাকি। ১৫৩. পক্ষান্তরে যারা মন্দ মন্দ কাজ করে, তারপর ঐ সমস্ত মন্দের পরে তাওবা করে এবং (অবিচল) ঈমান রাখে, তো (আয় পেয়ারে নবী,) আপনার রব্ তারপরে অবশ্যই পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ১৫৪. আর যখন মূসার ক্রোধ থেমে গেলো[৪১৬] (তখন) তিনি ফলক -গুলো (তুলে) নিলেন, আর তার লিখনে হিদায়াত ও রহমত ছিল তাদের জন্য যারা আপন প্রতিপালককে ভয়সমীহ করে।

وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا ۖ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ ۖ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا ۖ إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ ۖ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ ۖ أَنتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ﴿١٥٥﴾

---

৪১০ ভিন্ন তরজমা- তোমরা কি এমনই তাড়াহুড়া করলে যে, আপন রবের হুকুমেরও অপেক্ষা করলে না!

৪১১ অর্থাৎ আসলে ফেলে দেননি, বরং এমনভাবে রাখলেন ক্রোধের অবস্থার কারণে মনে হল, ফেলে দিয়েছেন।

৪১২ বিকল্প তরজমা, হে মায়ের পেটের ভাই, বা হে আমার মায়ের পুত্র! সহানুভূতি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে ছিল এরূপ সম্বোধন। আল্লাহ্র পরে পৃথিবীতে মায়ের দোহাই সবচে' কার্যকর। আফসোস, সেই মায়ের সঙ্গে এখন...!

৪১৩ আয়াতে দু'টি যমীরে মুতাকাল্লিম ني 'আমাকে' রয়েছে, বাংলাশৈলীর কারণে তরজমায় একটি যামীর এসেছে।

৪১৪ বাছুরকে যারা (উপাস্যরূপে) গ্রহণ করেছে...

৪১৫ অপবাদ আরোপকারী, সংক্ষেপে বলা যায় অপবাদী।

৪১৬ যখন মূসা থেকে ক্রোধ পড়ে গেলো/প্রশমিত হল

১৫৫. আর মূসা তাঁর কাউমের সত্তরজন ব্যক্তিকে (তূরপর্বতে) আমার (সঙ্গে) সাক্ষাতের জন্য নির্বাচন করলেন। তো যখন (বড় এক অন্যায়ের কারণে) ঝাঁকুনি তাদের পাকড়াও করল (তখন) মূসা বললেন, (আয়) [illegible] রব্, আপনি চাইলে তো তাদেরকে এবং আমাকে আগে (থেকে)ই হালাক করতে পারতেন। আমাদের মধ্য হতে কিছু নির্বোধ যে কাজ করেছে তার অপরাধে কি আপনি আমাদের (সবাইকে) হালাক করবেন! (তা তো আপনি করবেন না, তাহলে তো) এটা আপনার (পক্ষ হতে) পরীক্ষা ছাড়া কিছু না। তা দ্বারা আপনি যাকে ইচ্ছা করবেন তাকে গোমরাহ করবেন, আর যাকে ইচ্ছা করবেন হিদায়াত দান করবেন। আপনি তো আমাদের অভিভাবক, সুতরাং আপনি আমাদের ক্ষমা করুন এবং দয়া করুন, আর আপনি তো শ্রেষ্ঠ ক্ষমাকারী।

وَ اكْتُبْ لَنَا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْاٰخِرَةِ اِنَّا هُدْنَاۤ اِلَيْكَ ؕ قَالَ عَذَابِيْۤ اُصِيْبُ بِهٖ مَنْ اَشَآءُ ۚ وَ رَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ؕ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ الَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ ۚ

[illegible] আর আপনি আমাদের জন্য এ দুনিয়াতেও কল্যাণ লিখে দিন এবং আখেরাতেও। (এ জন্য) আমরা আপনারই অভিমুখে রুজু করছি। আল্লাহ্ বললেন, আমার আযাব, তা দ্বারা আমি আক্রান্ত করব, যাকে ইচ্ছা করি, তবে আমার রহমত সবকিছুকে ধারণ করে আছে। সুতরাং তা আমি তাদের জন্য লিখে দেবো যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করে এবং যাকাত আদায় করে, আর যারা আমার আয়াতসমস্তের প্রতি (অবিচল) ঈমান রাখে।

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ وَ الْاِنْجِيْلِ ۫ يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهٰىهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَ الْاَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ؕ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَ عَزَّرُوْهُ وَ نَصَرُوْهُ وَ اتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْۤ اُنْزِلَ مَعَهٗۤ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

[illegible] (আয় মূসা! আপনার এ দু'আ পরবর্তীকালে তারাই পাবে) যারা (এই আখেরী) রাসূলকে, উম্মী নবীকে অনুসরণ করবে, যার পরিচয় তারা তাদের কাছে (বিদ্যমান) তাওরাতে ও ইন্জীলে লেখা দেখতে পাবে, যিনি তাদের সৎকাজের আদেশ করবেন এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবেন, আর তাদের জন্য উত্তম বস্তুগুলো হালাল করবেন, আর নিকৃষ্ট বস্তুগুলো তাদের উপর হারাম করবেন, আর তাদের থেকে (কঠিন কঠিন আহকামের) বোঝা ও গলার বেড়ী সরিয়ে দেবেন যা তাদের উপর (তাদেরই কৃতকর্মের কারণে দীর্ঘকাল) ছিল। সুতরাং যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে এবং তাঁকে তা'যীম করবে এবং তাঁকে সাহায্য করবে, আর সেই নূরের অনুসরণ করবে যা তাঁর সঙ্গে নাযিল করা হবে, (তো) ওরাই হবে সফলকাম।

(রুকূ. ২০)

قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعَا ِۨالَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَ يُمِيْتُ ۪ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ كَلِمٰتِهٖ وَ اتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۝ وَ مِنْ قَوْمِ مُوْسٰۤى اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَ بِهٖ يَعْدِلُوْنَ ۝

১৫৮. (আয় পেয়ারে রাসূল! আপনার সময়ের ইহুদীদের) আপনি বলুন, হে লোকসকল! আমি তোমাদের সবার প্রতি (প্রেরিত) আল্লাহ্‌র রাসূল, যার জন্য রয়েছে সমস্ত আসমান ও যমীনের রাজত্ব। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দান করেন। সুতরাং তোমরা ঈমান আনো আল্লাহ্‌র প্রতি এবং তাঁর রাসূল, উম্মী নবীর প্রতি, যিনি আল্লাহ্‌র প্রতি এবং তাঁর বাণীসমস্তের প্রতি ঈমান রাখেন, আর তোমরা তাঁকে অনুসরণ কর, যাতে তোমরা হিদায়াত-প্রাপ্ত হও। ১৫৯. আর মূসার কাউম থেকে এমন একটি সম্প্রদায় রয়েছে যারা (মানুষকে) সত্যের পথ দেখায় এবং সত্যেরই সাহায্যে ইনছাফ করে।

وَقَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَمًا ؕ وَاَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰۤى اِذِ اسْتَسْقٰىهُ قَوْمُهٗۤ اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۚ
فَانْۢبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ؕ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ؕ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ
الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ؕ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ؕ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝

১৬০. আর বনী ইসরাঈলকে আমি বারটি শাখাগোত্রে বিভক্ত করলাম যা পৃথক পৃথক (ব্যবস্থাপনা) গোষ্ঠীতে রূপ নিলো। আর মূসার কাউম যখন তাঁর কাছে পানি দাবী করল তখন আমি তাঁর প্রতি অহী করলাম যে, তোমার লাঠি দ্বারা পাথরকে আঘাত কর। তখন তা থেকে প্রবাহিত হল বারটি ঝরণা, (আর) প্রতিটি গোষ্ঠী জেনে নিলো নিজ নিজ 'পানস্থল'। আর (মরুভূমির উত্তপ্ততার মধ্যে) মেঘকে আমি তাদের উপর ছায়া বানালাম। আর আমি (উত্তম রিযিকরূপে) তাদের উপর মান্না ও সালওয়া নাযিল করলাম (এ বার্তাসহ যে,) আমি যে উত্তম রিযিক তোমাদের দান করেছি তা থেকে তোমরা আহার কর। বস্তুত (অকৃতজ্ঞতা করে) তারা আমার উপর কোন যুলুম/অবিচার করেনি, বরং নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম/অবিচার করেছে।

وَاِذْ قِيْلَ لَهُمُ اسْكُنُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُوْلُوْا حِطَّةٌ وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ
خَطِيْٓـَٔتِكُمْ ؕ سَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ۝ فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا
مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ ۝

১৬১. আর (স্মরণ কর ঐ সময়) যখন তাদের বলা হল, এই জনপদে তোমরা বসতি কর, আর তা থেকে যেখান থেকে ইচ্ছা আহার কর, আর বলতে থেকো, (আয় আল্লাহ্, আপনার) ক্ষমা [illegible], আর তোমরা শহরের দরজায় প্রবেশ কর (আমার উদ্দেশ্যে) মাথা নত করে; (তাহলে) তোমাদের সমস্ত ত্রুটিবিচ্যুতি আমি মাফ করে দেব, (আর) নেককারদের [illegible] অবশ্যই বাড়িয়ে দেব। ১৬২. পরে (হল এই যে,) তাদের মধ্য হতে যারা যুলুম করল তারা অন্য কথা দ্বারা ঐ কথা বদল করে নিলো, যা তাদের বলা হয়েছিল। তখন তাদের অব্যাহত যুলুমের/অবিচারের কারণে তাদের উপর আমি আসমান থেকে আযাব পাঠিয়েছিলাম।

(রুকূ. ২১)

وَسْـَٔلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ۘ اِذْ يَعْدُوْنَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَاْتِيْهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ

شُرَّعًا وَّ يَوْمَ لَا يَسْبِتُوْنَ ۙ لَا تَاْتِيْهِمْ ۛ كَذٰلِكَ ۛ نَبْلُوْهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿١٦٣﴾ وَ اِذْ قَالَتْ اُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُوْنَ
قَوْمًا ۙ اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ؕ قَالُوْا مَعْذِرَةً اِلٰى رَبِّكُمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿١٦٤﴾ فَلَمَّا نَسُوْا مَا
ذُكِّرُوْا بِهٖۤ اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْٓءِ وَ اَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَذَابٍۭ بَـِٔيْسٍۢ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿١٦٥﴾

১৬৩. আর আপনি তাদের জিজ্ঞাসা করুন, ঐ জনপদ সম্পর্কে যা সাগরতীরে আবাদ ছিল, যখন তারা সাব্‌ত (শনিবার) সম্পর্কে সীমালঙ্ঘন করত, যখন তাদের শনিবারে (কর্মবিরতি যাপনের দিনে) তাদের (গভীর সাগরের) মাছেরা ঝাঁকে ঝাঁকে তাদের কাছে আসতো, আর যখন তাদের শনিবার হতো না তখন মাছেরা তাদের কাছে আসতো না।[৪১৭] ওভাবেই তাদের অব্যাহত অবাধ্যতার/পাপাচারের কারণে তাদের আমি পরীক্ষা করতাম।

১৬৪. আর (আয় পেয়ারে নবী, ঐ সময়টি তাদের স্মরণ করিয়ে দিন) যখন তাদের থেকে একটি দল (অন্যদলকে) বলল, এমন কাউমকে (খামোখা) কেন তোমরা উপদেশ দিচ্ছ, আল্লাহ্ যাদের হয় নির্মূল করে ফেলবেন, বা কঠিন আযাব দেবেন? তারা (অন্যদলের লোকেরা) বলল, (এটা এজন্য করছি) যাতে তোমাদের (এবং আমাদের) রবের অভিমুখে আমরা দায়মুক্ত হতে পারি। তদুপরি যাতে তারা তাক্বওয়া অবলম্বনের সুযোগ পায়। ১৬৫. তো যখন তারা ভুলে গেলো (তা) যা দ্বারা তাদের উপদেশ দেয়া হয়েছিল, (তখন) যারা মন্দ থেকে নিষেধ করত তাদের আমি উদ্ধার করলাম, আর যারা যুলুম করেছিল তাদের অব্যাহত নাফরমানির কারণে কঠিন আযাব দ্বারা তাদের পাকড়াও করলাম।

فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَّا نُهُوْا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِـِٕيْنَ ﴿١٦٦﴾ وَ اِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ
مَنْ يَّسُوْمُهُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ ؕ اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيْعُ الْعِقَابِ ۚ وَ اِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٦٧﴾ وَ قَطَّعْنٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اُمَمًا ۚ
مِنْهُمُ الصّٰلِحُوْنَ وَ مِنْهُمْ دُوْنَ ذٰلِكَ ۫ وَ بَلَوْنٰهُمْ بِالْحَسَنٰتِ وَ السَّيِّاٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿١٦٨﴾

১৬৬. তো যখন তারা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করল ঐ বিষয়ে যা থেকে তাদের নিষেধ করা হয়েছিল তখন তাদের উদ্দেশ্যে আমি বললাম, তোমরা লাঞ্ছিত বানর হয়ে যাও। ১৬৭. আর (আয় পেয়ারে নবী, স্মরণ করুন ঐ সময়টি) যখন আপনার রব্ ঘোষণা করলেন, কেয়ামতের দিন পর্যন্ত তিনি তাদের উপর কোন না কোন শক্তি অতিঅবশ্যই লেলিয়ে দেবেন যারা কঠিন থেকে কঠিন নির্যাতনে তাদের নাস্তানাবুদ করতে থাকবে। বস্তুত আপনার রব্ (অপরাধীদের) শাস্তি বিধানে সত্যি সত্যি অতিশয় ক্ষীপ্র, আবার (অনুতপ্তদের প্রতি) অতিঅবশ্যই পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ১৬৮. আর পৃথিবীতে তাদের আমি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীতে বিভক্ত করেছি। সুতরাং তাদের মধ্যে নেককারেরা যেমন ছিল তেমনি ছিল অন্যরা। আর তাদের আমি পরীক্ষা করেছি ভালো সব অবস্থা এবং মন্দ সব অবস্থা দ্বারা যাতে তারা (সত্য ও সততার পথে) ফিরে আসে।

---

[৪১৭] এটা ছিল কঠিন পরীক্ষা যে, ধর্মীয় নিষেধের কারণে শনিবারে মাছ ধরতে পারত না, আর অন্যান্য বারে মাছ কাছে আসত না।

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَّرِثُوا الْكِتٰبَ يَاْخُذُوْنَ عَرَضَ هٰذَا الْاَدْنٰى وَ يَقُوْلُوْنَ سَيُغْفَرُ لَنَا ۚ وَ اِنْ يَّاْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهٗ يَاْخُذُوْهُ ۭ اَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِّيْثَاقُ الْكِتٰبِ اَنْ لَّا يَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ وَ دَرَسُوْا مَا فِيْهِ ۭ وَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ۭ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝ وَ الَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۭ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ ۝

১৬৯. তো তাদের পরে (তাদের স্থানে) এমন স্থলবর্তী এলো যারা (তাওরাত) কিতাবের উত্তরাধিকারী হল; (তবে দ্বীন বিক্রির বিনিময়ে)) তারা এই নিকৃষ্ট দুনিয়ার সামান গ্রহণ করত, আর বলতো, অবশ্যই আমাদের মাফ করে দেয়া হবে, (অথচ তারা তাওবা করত না) বরং তাদের কাছে যদি আবার এরকম সামান আসতো, তাও তারা নিয়ে নিতো।[৩৩] আচ্ছা, তাদের উপর কি ঐ কিতাবের (মধ্যে) অঙ্গীকার নেয়া হয়নি যে, আল্লাহ্‌র নামে তারা সত্য ছাড়া কিছু বলবে না! আর ঐ কিতাবে যাকিছু (লেখা) আছে তা তারা পড়েছেও। বস্তুত আখেরাতের আবাসস্থল তাদের জন্য উত্তম যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করে, তো তোমরা কি আকলের দাবী রক্ষা করবে না!

১৭০ আর যারা কিতাবকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে, আর ছালাত কায়েম করে, (তারা যেন সুসংবাদ গ্রহণ করে; কারণ) এমন সংশোধনপ্রয়াসীদের প্রতিদান আমরা কিছুতেই নষ্ট করি না।

وَ اِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَاَنَّهٗ ظُلَّةٌ وَّ ظَنُّوْٓا اَنَّهٗ وَاقِعٌۢ بِهِمْ ۚ خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّ اذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝

১৭১ আর (স্মরণ করুন ঐ সময়কে) যখন আমি পাহাড়কে তাদের উপর ওঠালাম, যেন তা এক 'ছায়েবান',[৩৪] আর তারা ধারণা করছিল যে, 'যখন তখন' তাদের উপর তা পড়ে যাবে! (তখন আমি তাদের আদেশ করলাম যে,) যে কিতাব তোমাদের দিয়েছি, (আমলের নিয়তে) শক্তভাবে তা আঁকড়ে ধরো, আর তাতে যাকিছু (আদেশ, উপদেশ) রয়েছে তা স্মরণ রেখো, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পারো।

(রুকূ. ২২)

وَ اِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْۢ بَنِيْٓ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ اَشْهَدَهُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ ۚ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۭ قَالُوْا بَلٰى ۛ شَهِدْنَا ۛ اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ ۝ اَوْ تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ اَشْرَكَ اٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَ كُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْۢ بَعْدِهِمْ ۚ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ ۝ وَ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝ وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِيْٓ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ۝

---

[৩৩] অর্থাৎ তাওবার পরিবর্তে এবং মন্দ থেকে বিরত থাকার পরিবর্তে অব্যাহত অনাচারে তারা লিপ্ত থাকত, আবার ক্ষমার আশাবাদ ব্যক্ত করত।

[৩৪] ছায়েবান, উর্দূ ও ফার্সির মিলিত শব্দ, যাকিছু ছায়াদান করে তাকে ছায়েবান বলে, যেমন ছাউনী ও শামিয়ানা।

১৭২. আর (আয় পেয়ারে রাসূল! মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিন ঐ সময়টি) যখন আপনার রব্ বনী আদম হতে, তাদের পৃষ্ঠদেশ হতে তাদের (সমস্ত) আওলাদকে (আলাদা করে) গ্রহণ করেছিলেন,[৪২০] আর তাদেরকে তাদেরই বিপক্ষে সাক্ষী বানিয়েছিলেন, (এ মর্মে যে,) আমি কি তোমাদের রব্ নই? তারা বলেছিল, অবশ্যই, আমরা (এর উপর) সাক্ষি দিলাম। (স্বীকারোক্তি নেয়ার কারণ,) যাতে কেয়ামতের দিন তোমরা (না) বল যে, আমরা তো তা হতে (বিলকুল) গাফেল ছিলাম। ১৭৩. কিংবা যেন (না) বল যে, শির্ক (এর সূচনা) তো আমাদের পূর্বপুরুষান আগে থেকেই করেছিল, আর আমরা তো তাদের পরে তাদেরই বংশধর (এবং নিছক অনুগামী) ছিলাম, তো মন্দ লোকেরা যা করেছে তার কারণে আপনি কি আমাদের হালাক করবেন! ১৭৪. আর ওভাবেই আমি নিশান ও প্রমাণ বিশদরূপে বয়ান করি, (যাতে তারা ঐ অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করতে পারে,) আর যাতে তারা (হকের পথে) ফিরে আসতে পারে। ১৭৫. আর (আয় পেয়ারে রাসূল!) আপনি তাদের উপর তিলাওয়াত করুন, তার ঘটনা যাকে আমি আমার নিশান ও প্রমাণ দান করেছি, কিন্তু সে তা থেকে বিলুকল (খোলসের মত) বেরিয়ে গেল, তখন শয়তান তার পিছু নিল, আর সে ভ্রষ্টদের মধ্যে শামিল হয়ে গেল।

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗٓ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ ۚ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۚ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ
اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ؕ ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ۝ سَآءَ
مَثَلًا ۨ الْقَوْمُ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاَنْفُسَهُمْ كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ ۝ مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِيْ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ
فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝

১৭৬. আর আমি যদি চাইতাম (তাহলে) ঐ আয়াতসমস্তের কল্যাণে তাকে (উচ্চ মর্যাদায়) উত্তীর্ণ করতাম, কিন্তু সে তো যমীনের সঙ্গে চেপে থাকলো, আর নিজের খাহেশাতের অনুসরণ করল। তো তার উদাহরণ হল (ঐ) কুকুরের মত,[৪২১] যদি তার উপর হামলা কর তাহলেও সে জিহ্বা বের করে হাঁপাতে থাকে, আর যদি তাকে (তার অবস্থার উপর) ছেড়ে দাও তাহলেও জিহ্বা বের করে হাঁপাতে থাকে। সেটা হল ঐ সম্প্রদায়ের উদাহরণ যারা আমার আয়াতসমস্ত ঝুটলিয়েছে। সুতরাং আপনি ঘটনাবলী (তাদের) শুনিয়ে যান, যাতে (চিন্তা করতে চাইলে) তারা চিন্তা করতে পারে। ১৭৭. উদাহরণরূপে কত না মন্দ ঐ কাউম যারা আমাদের আয়াতসমস্ত ঝুটলিয়েছে, আর নিজেদেরই উপর যারা যুলুম করত। ১৭৮. আল্লাহ্ যাদের হিদায়াত দেন তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়, আর যাকে ভ্রষ্ট করেন, ওরাই হল আসল ক্ষতিগ্রস্ত।

وَلَقَدْ ذَرَاْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ۖ لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا ۫ وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ
بِهَا ۫ وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا ؕ اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ۝ وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ
الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا ۪ وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اَسْمَآئِهٖ ؕ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ
اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ ۝

---

[৪২০] ... তাদের (সমস্ত) আওলাদকে (রূহ আকারে) বের করেছিলেন।

[৪২১] পূর্ণ শব্দানুগ তরজমা, 'তো তার উদাহরণ হল (ঐ) কুকুরের উদাহরণের মত, ...

১৭৯. আর সুনিশ্চিত, আমি জাহান্নামের জন্য তৈরী করেছি জ্বিন ও ইনসান থেকে বহুজন। তাদের দিল তো রয়েছে, তবে তা দ্বারা তারা বোধ গ্রহণ করে না, আর তাদের চক্ষু তো রয়েছে, তবে তা দ্বারা তারা অবলোকন করে না; আর তাদের কান তো রয়েছে, তবে তা দ্বারা তারা শ্রবণ করে না; ওরা হল চতুষ্পদ জন্তুর মত, বরং তারা (তার চেয়েও) ভ্রষ্ট। ওরাই হল আসল গাফেল। ১৮০. আর আল্লাহ্‌রই জন্য রয়েছে আসমায়ে হুসনা– উত্তম উত্তম নাম। তো তাঁকে তোমরা ঐ সমস্ত নামেই ডাকো। আর তাদেরকে (তাদের অবস্থার উপর) ছেড়ে দাও যারা তাঁর নামসমূহে বক্রতার চিন্তা করে। তারা যা করে চলেছে, তার সাজা অবশ্যই তাদের দেয়া হবে। ১৮১. আর যাদের আমি সৃষ্টি করেছি তাদের থেকে একটি দল এমনো আছে যারা হকের রাস্তা দেখায় এবং হকেরই সাহায্যে ইনছাফ করে।

(রুকূ.২৩)

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٨٢﴾ وَاُمْلِيْ لَهُمْ ۭ اِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ ﴿١٨٣﴾ اَوَلَمْ
يَتَفَكَّرُوْا ۣ مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جِنَّةٍ ۭ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٨٤﴾ اَوَلَمْ يَنْظُرُوْا فِيْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ
مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ۙ وَّاَنْ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ قَدِ اقْتَرَبَ اَجَلُهُمْ ۚ فَبِاَيِّ حَدِيْثٍۢ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٨٥﴾ مَنْ يُّضْلِلِ
اللّٰهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ ۭ وَيَذَرُهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿١٨٦﴾

১৮২. আর যারা আমার আয়াতসমস্ত ঝুটলিয়েছে অবশ্যই তাদের আমি ধীরে ধীরে এমনভাবে পাকড়াও করব যে, তারা জানতেও পারবে না। ১৮৩. আর আমি তাদের জন্য শিথিলতার ব্যবস্থা করি, তবে আমার 'পাকড়কৌশল' বড় মযবূত। ১৮৪. আচ্ছা, তারা কি (কখনো) চিন্তা করেনি (যে,) তাদের সঙ্গী (এ) মানুষটিতে জিন্নাতের কিছুমাত্র আছরও নেই! তিনি তো শুধু সুস্পষ্ট সতর্ককারী। ১৮৫. আচ্ছা, তারা কি (চিন্তার দৃষ্টিতে) আসমানসমস্ত ও যমীনের রাজত্বের দিকে, আর আল্লাহ্ যাকিছু সৃষ্টি করেছেন, সেদিকে তাকায়নি, আর (তারা কি চিন্তা করেনি) যে, তাদের নির্ধারিত আজাল হয়ত নিকটেই এসে পড়েছে! তো এর পরে আর কী বিষয় আছে যার প্রতি তারা ঈমান আনবে! ১৮৬. বস্তুত আল্লাহ্ যাকে গোমরাহ করেন তাকে হিদায়াতকারী কেউ নেই। আর তিনি তাদের (নিঃসঙ্গ) ছেড়ে দেন, যাতে তারা নিজেদের অবাধ্যতার মধ্যে উদ্ভ্রান্তের মত ঘুরে মরে।

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰىهَا ۭ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ ۚ لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَآ اِلَّا هُوَ ۭ ثَقُلَتْ فِي
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ لَا تَاْتِيْكُمْ اِلَّا بَغْتَةً ۭ يَسْـَٔلُوْنَكَ كَاَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ۭ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٨٧﴾ قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِيْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَاۗءَ اللّٰهُ ۭ وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ
مِنَ الْخَيْرِ ۚ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوْۗءُ ۭ اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿١٨٨﴾

১৮৭. (আয় পেয়ারে নবী!) তারা আপনাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, কবে তার 'নোঙর' করার সময়?[৪২২] আপনি বলুন, কেয়ামতের (সময় সম্পর্কে) প্রকৃত ইলম তো আমার রবের কাছেই

[৪২২] তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, কবে তা ঘটতে যাচ্ছে?

রয়েছে। যথাসময়ে তিনিই তা প্রকাশ করবেন। আসমানসমূহে ও যমীনে তা বড় ভারী হবে। তোমাদের কাছে তা আচমকাই আসবে। তারা আপনাকে এমনভাবে জিজ্ঞাসা করছে যেন আপনি সে সম্পর্কে পূর্ণ বা-খবর। আপনি বলুন, তার ইলম তো শুধু আল্লাহ্‌র নিকট। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ (এ সহজ সত্যটি) জানে না। ১৮৮. (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি বলুন, যতক্ষণ না আল্লাহ্ চান, আমি আমার নিজের সম্পর্কেও না উপকারের ইখতিয়ার রাখি, না অপকারের। আর যদি আমি গায়ব জানতাম তাহলে তো আমি ভালো ভালো জিনিস খুব জমা করতাম, আর কোন মন্দ আমাকে স্পর্শই করতে পারতো না। আমি তো শুধু ঐ সম্প্রদায়ের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা যারা ঈমান রাখে।

(রুকূ. ২৪)

هُوَ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِیَسْكُنَ اِلَیْهَا ۚ فَلَمَّا تَغَشّٰىهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِیْفًا فَمَرَّتْ بِهٖ ۚ فَلَمَّاۤ اَثْقَلَتْ دَّعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَىِٕنْ اٰتَیْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِیْنَ ﴿۱۸۹﴾

১৮৯. তিনিই (ঐ মহান সত্তা) যিনি একই প্রাণ থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার জোড়া (স্ত্রী) বানিয়েছেন, যাতে সে তার কাছে প্রশান্তি পায়। (এভাবে তাদের বংশবৃদ্ধি ঘটল।) পরে (এক দম্পতির ক্ষেত্রে এমন ঘটল যে,) যখন পুরুষটি স্ত্রীকে সঙ্গত/আচ্ছন্ন করল তখন স্ত্রী হালকা ভার অনুভব করল এবং ঐ-ভার নিয়ে সে চলাফেরা করল। পরে যখন সে ভারাক্রান্ত হল তখন উভয়ে –তাদের রব– আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করল (যে,) যদি আপনি সুস্থ সন্তান দান করেন (তাহলে) সত্যি সত্যি আমরা (আপনার প্রতি) কৃতজ্ঞদের মধ্যে শামিল হব।[৪২৩]

فَلَمَّاۤ اٰتٰىهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهٗ شُرَكَآءَ فِیْمَاۤ اٰتٰىهُمَا ۚ فَتَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا یُشْرِكُوْنَ ﴿۱۹۰﴾ اَیُشْرِكُوْنَ مَا لَا یَخْلُقُ شَیْـًٔا وَّ هُمْ یُخْلَقُوْنَ ﴿۱۹۱﴾ وَ لَا یَسْتَطِیْعُوْنَ لَهُمْ نَصْرًا وَّ لَاۤ اَنْفُسَهُمْ یَنْصُرُوْنَ ﴿۱۹۲﴾ وَ اِنْ تَدْعُوْهُمْ اِلَى الْهُدٰى لَا یَتَّبِعُوْكُمْ ؕ سَوَآءٌ عَلَیْكُمْ اَدَعَوْتُمُوْهُمْ اَمْ اَنْتُمْ صَامِتُوْنَ ﴿۱۹۳﴾

১৯০. তো যখন তিনি তাদেরকে সুস্থ পুত্রসন্তান দান করলেন তখন (কী হল!) তারা আল্লাহ্‌র জন্য শরীকান সাব্যস্ত করল ঐ (সন্তানের) বিষয়ে যা তিনি তাদের দান করেছেন।[৪২৪] তো যে শির্‌ক তারা করে, আল্লাহ্ তা থেকে বহু উর্ধ্বে। ১৯১. তারা কি এমন কিছুকে (আল্লাহর সঙ্গে) শরীক করছে যা কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং তাদেরই সৃষ্টি করা হয়। ১৯২. আর তারা না তাদের (উপাসকদের) সাহায্য করতে পারে, আর না নিজেদের সাহায্য করতে পারে। ১৯৩. আর যদি তোমরা সত্যপথের দিকে তাদের ডাক, তারা তোমাদের অনুসরণ করতে পারে না, বরং তোমরা তাদের ডাক, বা নীরব থাক, তোমাদের ক্ষেত্রে দু'টোই সমান।[৪২৫]

---

[৪২৩] এ উসলূব ও শৈলীর উদ্দেশ্য হল জোরালোতা প্রকাশ করা , সে-হিসাবে তরজমা, 'আপনার প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হতাম।'

[৪২৪] যেমন এখনো বহুমানুষ শিরকী বিশ্বাস রাখে, মাযারের পীরবাবা সন্তান দান করার ক্ষমতা রাখেন।

[৪২৫] অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রে তোমরা একই ফল লাভ করবে, সাড়া না পাওয়া।

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۝ أَلَهُمْ
أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ
بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ ۝ إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى
الصَّالِحِينَ ۝ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ۝

১৯৪. আল্লাহ্‌কে ছেড়ে যাদের তোমরা ডাকো তারা তোমাদেরই মত (আল্লাহ্‌র) বান্দা। তো (বিষয়টি যদি পরীক্ষা করতে চাও তাহলে) তাদের ডাক না! তোমাদের অনুকূলে তারা সাড়া দিক না! যদি (নিজেদের শির্‌কী বিশ্বাসের ক্ষেত্রে) তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক। ১৯৫. আচ্ছা, তাদের কি পা আছে যা দ্বারা তারা হাঁটবে, কিংবা তাদের কি হাত আছে যা দিয়ে তারা ধরবে, কিংবা তাদের কি চোখ আছে, যা দ্বারা তারা দেখবে, কিংবা তাদের কি কান আছে, যা দিয়ে তারা শোনবে। আপনি (তাদের) বলুন, তোমরা তোমাদের শরীকানকে ডাকো, তারপর (তাদের সঙ্গে মিলে) আমার বিরুদ্ধে কোন চক্রান্ত কর, আর আমাকে সামান্য কোন অবকাশও দিয়ো না। ১৯৬. (আয় পেয়ারে নবী, আপনি বলুন) আমার অভিভাবক তো আল্লাহ্, যিনি কিতাব নাযিল করেছেন। আর তিনিই নেককারদের দেখভাল করেন। ১৯৭. আর আল্লাহ্‌কে ছেড়ে যাদের তোমরা ডাকো তারা না তোমাদের সাহায্য করতে পারে, আর না নিজেদের সাহায্য করতে পারে।

وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۝ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ
أَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ۝ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا
إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ۝ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ۝

১৯৮. আর যদি সঠিক পথের দিকে তোমরা তাদের ডাক (তাহলে) তারা (তা) শুনতেও পাবে না, (সাড়া দেয়া তো দূরের কথা)। আর তুমি তাদের দেখবে যে, তোমার দিকে তাকিয়ে আছে, অথচ তারা (কিছুই) অবলোকন করে না।[৪২৬] ১৯৯. (আয় পেয়ারে নবী! লোকদের বিষয়ে) আপনি মার্জনার আচরণ করুন, আর উত্তম কাজের আদেশ করুন, আর মূর্খদের থেকে সরে থাকুন। ২০০. আর যদি শয়তানের পক্ষ হতে আপনার প্রতি কোন ওয়াসওয়াসা/কুমন্ত্রণা আসে তাহলে আল্লাহ্‌র আশ্রয় গ্রহণ করুন। নিঃসন্দেহে তিনি সর্ববিষয় শোনেন, সর্ববিষয় জানেন। ২০১. যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করেছে, তাদেরকে যখন শয়তানের পক্ষ হতে কোন মন্দ চিন্তা ছুঁয়েও ফেলে সঙ্গে সঙ্গে তারা (আল্লাহ্‌কে) স্মরণ করে, তখন অকস্মাৎ তারা (সত্য) অবলোকন করতে সক্ষম হয়ে যায়। ২০২. আর (অভ্যাসে ও চরিত্রে) যারা শয়তানদের ভাই, শয়তানেরা তাদের গোমরাহির দিকে টেনে নিতে থাকে, পরে তারা (গোমরাহি থেকে) ফিরে আসতে পারে না।

وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى

---

[৪২৬] উপাস্য মূর্তি ও প্রতিমার এর চেয়ে নিখুঁত দৃশ্যাঙ্কন আর কী হতে পারে! সুবহানাল্লাহ!

وَ رَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝ وَ اِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَ اَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝ وَ اذْكُرْ رَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّ خِيْفَةً وَّ دُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَ الْاٰصَالِ وَ لَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَ يُسَبِّحُوْنَهٗ وَ لَهٗ يَسْجُدُوْنَ ۝

২০৩. আর (আয় পেয়ারে নবী!) যখন আপনি তাদের সামনে (তাদের চাহিদামত) কোন প্রমাণ (ও মু'জিযা) পেশ না করবেন তখন তারা বলবে, (সত্যি যদি আপনি নবী হন তাহলে) কেন আপনি তা পেশ করতে পারেন না! আপনি বলুন, যাকিছু আমার রবের পক্ষ হতে আমার প্রতি অহী করা হয়, আমি তো শুধু তাই অনুসরণ করি। (হে লোকসকল!) এই কোরআন তোমাদের রবের পক্ষ হতে (অন্তর্দৃষ্টিতে) উদ্ভাসিত বিষয়সমূহের সমষ্টি এবং হিদায়াত ও রহমত এমন কাউমের জন্য যারা ঈমান রাখে। ২০৪. আর যখন কোরআন পড়া হয় তখন মনোযোগের সঙ্গে তা শোনো, আর পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন কর, যাতে তোমাদের প্রতি রহম করা হয়। ২০৫. আর আপন রব্‌কে আপনি সকালে ও সন্ধ্যায় স্মরণ করুন বিনয়কাতরতা ও ভয়ভীতির সঙ্গে, মনে মনে এবং মুখে অনুচ্চস্বরে। আর গাফিলদের মধ্যে শামিল হবেন না। ২০৬. নিঃসন্দেহে যারা আপনার রবের নিকটে রয়েছে তারা তাঁর ইবাদত থেকে অহঙ্কারবশত মুখ ফিরিয়ে নেয় না, আর তারা তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করে, আর তাঁরই জন্য সিজদা করে।

سورة الأنفال–٨، مدنية؛ آياتها ٧٥ وركوعاتها ١٠

৮- সূরাতুল আনফাল, মাদানী, আয়াত ৭৫, রুকূ ১০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ ؕ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُوْلِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۪ وَ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَ اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّ عَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ؕ لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ مَغْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ كَرِيْمٌ ۝

(শুরু করছি) রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে

১. (আয় পেয়ারে নবী!) তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে মালে গনীমত সম্পর্কে। আপনি বলুন, মালে গনীমত(বিষয়ে ফায়ছালার অধিকার) একমাত্র আল্লাহ্ ও (তাঁর) রাসূলের। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌কে সমীহ কর, আর নিজেদের মধ্যকার সম্পর্ক সংশোধন করে নাও। আর পুরোপুরি মান্য কর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো। ২. মু'মিন তো শুধু তারা যাদের সামনে যখন আল্লাহ্‌র যিকির/আলোচনা করা হয় তখন তাদের অন্তর কম্পিত হয়, আর যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয় তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে, আর তারা আপন রবেরই

উপর তাওয়াক্কুল করে। ৩. যারা ছালাত কায়েম করে, আর আমি যাকিছু রিযিক তাদের দান করেছি তা থেকে তারা (আমার পথে) খরচ করে। ৪. ওরাই হল প্রকৃত মু'মিন। তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে বড় বড় মর্যাদা এবং মাগফিরাত এবং অভিজাত রিযিক।

كَمَآ اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْۢ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ ۖ وَ اِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكٰرِهُوْنَ ۝ يُجَادِلُوْنَكَ فِى الْحَقِّ بَعْدَ مَا
تَبَيَّنَ كَاَنَّمَا يُسَاقُوْنَ اِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ۝ وَ اِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّآئِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ وَ تَوَدُّوْنَ
اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ وَ يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَ يَقْطَعَ دَابِرَ الْكٰفِرِيْنَ ۝ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَ
يُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ۝

৫. (মালে গনীমতের তাকসীম কিছুটা এমনই তোমাদের ইচ্ছার বিপরীত) যেমন আপনার রব্ আপনাকে আপনার ঘর থেকে (হক ও) সত্যের জন্য বের করেছেন, অথচ মু'মিনদের একটি দল (তা) খুব অপছন্দ করছিল। ৬. হক সম্পর্কে তারা আপনার সঙ্গে বিতর্ক করছিল, হক তাদের সামনে সুপ্রকাশিত হওয়ার পরও; যেন মৃত্যুর দিকে তাদের টেনে নেয়া হচ্ছে তাদেরই চোখের/দৃষ্টির সামনে।[৪২৭] ৭. আর (আয় আছহাবে নবী! স্মরণ কর ঐ সময়টি) যখন আল্লাহ্ তোমাদের সঙ্গে ওয়াদা করছিলেন যে, (দুশমনের তেজারতি কাফেলা ও সশস্ত্রবাহিনী, এ) দু'টি দলের যে কোন একটি তোমাদের ভাগে পড়বে,[৪২৮] আর তোমরা চাচ্ছিলে যে, নিষ্কণ্টক (ও নিরাপদ) দলটি যেন তোমাদের ভাগে আসে, আর আল্লাহ্ চাচ্ছিলেন যে, হক (ও সত্য)কে নিজের আহকাম (ও বিধান) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করবেন, আর কাফিরদের গোড়া কেটে দেবেন। ৮. যেন (এভাবে) হককে তিনি হকরূপে প্রমাণিত করেন, আর বাতিলকে বাতিলরূপে প্রমাণিত করেন, যদিও অপরাধীরা (একে) অপছন্দ করে।

اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّىْ مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ ۝ وَ مَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا
بُشْرٰى وَ لِتَطْمَئِنَّ بِهٖ قُلُوْبُكُمْ ۚ وَ مَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

৯. (আয় আছহাবে নবী! স্মরণ কর ঐ সময়কে) যখন তোমরা আপন রবের কাছে ফরিয়াদ করছিলে, তখন তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিলেন যে, আমি লাগাতার অবতরণকারী হাজার ফিরেশতা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করব। ১০. আর এ ওয়াদা আল্লাহ্ (অন্য কোন কারণে নয়, বরং) শুধু এ কারণে করেছেন যে, তা যেন (তোমাদের জন্য) সুসংবাদ সাব্যস্ত হয়, আর তোমাদের অন্তর যেন তা দ্বারা/তাতে আশ্বস্ত হয়।[৪২৯] আসলে সাহায্য তো (অন্য কারো কাছ থেকে নয়, বরং) শুধু আল্লাহ্র কাছ থেকে আসে, (এর জন্য ফিরেশতা নামানোর প্রয়োজন হয় না।) বস্তুত আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাবান।

---

[৪২৭] যেন মৃত্যুর দিকে তাদের টেনে নেয়া হচ্ছে, আর তারা (সব) দেখতে পাচ্ছে!

[৪২৮] দু'টি দলের যে কোন একটি তোমাদের জন্য হবে।

[৪২৯] আর এ সাহায্যকে আল্লাহ্ শুধু (তোমাদের জন্য বিজয়ের) সুসংবাদ সাব্যস্ত করেছেন, আর...

(রুকূ. ২)

اِذْ يُغَشِّيْكُمُ النُّعَاسَ اَمَنَةً مِّنْهُ وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهٖ وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ
الشَّيْطٰنِ وَ لِيَرْبِطَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ وَ يُثَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامَ ﴿١١﴾ اِذْ يُوْحِيْ رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰٓئِكَةِ اَنِّيْ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا ؕ سَاُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَ اضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴿١٢﴾

১১. (আয় আছহাবে নবী! স্মরণ কর ঐ সময়কে) যখন (কঠিন পরিস্থিতির কারণে তোমরা অস্থির পেরেশান ছিলে, আর) আল্লাহ্ তাঁর পক্ষ হতে আশ্বস্তি দান করার জন্য তোমাদের তন্দ্রা দ্বারা আচ্ছন্ন করছিলেন, আর (তার আগে) তোমাদের উপর আসমান থেকে পানি বর্ষণ করছিলেন, যেন তা দ্বারা তিনি তোমাদের তাহারাত দান করেন, আর তোমাদের থেকে শয়তানের ওয়াসওয়াসা/অপবিত্রতা দূর করে দেন, আর যেন তোমাদের অন্তর সুদৃঢ় করে দেন, আর যেন তা দ্বারা তোমাদের কদম জমিয়ে দেন।[৪৩০] ১২. (আর আয় পেয়ারে নবী! স্মরণ করুন ঐ সময়কে) যখন আপনার রব্ ফিরেশতাদের প্রতি অহী করছিলেন যে, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি; তো যারা ঈমান এনেছে তাদের তোমরা অবিচল করে দাও। (আর) যারা কুফুরি করেছে তাদের অন্তরে অচিরেই আমি ভীতি প্রক্ষেপণ করব। সুতরাং তোমরা (তাদের) গর্দানের উপর আঘাত কর এবং তাদের আঙুলের জোড়ায় জোড়ায় আঘাত কর।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ ۚ وَ مَنْ يُّشَاقِقِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿١٣﴾ ذٰلِكُمْ فَذُوْقُوْهُ وَ اَنَّ
لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابَ النَّارِ ﴿١٤﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ ﴿١٥﴾ وَ مَنْ
يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهٗۤ اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ مَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ ؕ
وَ بِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿١٦﴾

১৩. তা এজন্য যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে শত্রু বলে গণ্য করেছে। আর যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে শত্রু বলে গণ্য করবে, (আল্লাহ্ তাকে কঠিন শাস্তি দেবেন) কারণ আল্লাহ্ কঠিন শাস্তিদাতা। ১৪. তো তোমাদের এ সাজা (এখন) তোমরা আস্বাদন কর, আর (জেনে রাখো) যে, কাফিরীনের জন্য রয়েছে আগুনের আযাব। ১৫. আয় আহলে ঈমান, যারা কুফুর করেছে, যখন তোমরা তাদের মুখোমুখি হবে (তোমাদের উপর তাদের) আগ্রাসনের অবস্থায় তখন তোমরা তাদের পিঠ দেখিও না। ১৬. আর যে সেদিন তাদেরকে নিজের পিঠ দেখাবে[৪৩১] সে কিন্তু আল্লাহ্র

---

[৪৩০] পরিস্থিতি ছিল এই যে, মুশরিক বাহিনী বদরের ময়দানে আগে এসে অনুকূল স্থান দখল করে নিয়েছিল, যেখানে পানি ছিল যথেষ্ট, আর মাটি ছিল চলাচলের উপযোগী শক্ত। এমন সময় আল্লাহ্ বৃষ্টি বর্ষণ করলেন, যাতে ছাহাবা কেরামের অংশে পানির সমাধান হয়ে গেলো, আর বালু জমে চলাচলের উপযোগী হয়ে গেলো, পক্ষান্তরে কাফিরদের অংশে কাঁদা সৃষ্টি হল। তারপরো আছহাবে বদরের অন্তরে যা কিছু (স্বভাবগত) অস্বস্তি ও অস্থিরতা ছিল তা দূর করার জন্য তাদের উপর তন্দ্রা আরোপ করা হল।

[৪৩১] আর যে কেউ সেদিন পিঠ দেখাবে সে কিন্তু... (যমীরের তরজমা বাংলায় না হলেও চলবে।)

পক্ষ হতে গযব (ও ক্রোধ) নিয়ে ফিরবে। আর তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম, আর কত না মন্দ গন্তব্যস্থান তা! তবে যে এমন করছে যুদ্ধকৌশলের জন্য, বা কোনদলের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হওয়ার জন্য (তাহলে তার কথা ভিন্ন।)

فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ ۪ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى ۚ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلَآءً حَسَنًا ۭ
اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝ ذٰلِكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ مُوْهِنُ كَيْدِ الْكٰفِرِيْنَ ۝ اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا فَقَدْ جَاۗءَكُمُ الْفَتْحُ ۚ وَاِنْ تَنْتَهُوْا
فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاِنْ تَعُوْدُوْا نَعُدْ ۚ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْـــًٔا وَّلَوْ كَثُرَتْ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

১৭. তো (আয় আছহাবে নবী! সেদিন বদরের ময়দানে) তোমরা কিন্তু তাদের কতল করনি, বরং আল্লাহ্ তাদের কতল করেছেন। আর (আয় পেয়ারে নবী! সেদিন তাদের প্রতি মুঠভর্তি কঙ্কর) যখন আপনি নিক্ষেপ করেছেন, (তখন আসলে কিন্তু) আপনি নিক্ষেপ করেননি, বরং আল্লাহ্ নিক্ষেপ করেছেন। আর (আল্লাহ্ যাকিছু আপনাকে এবং আপনার আছহাবকে সামনে রেখে করেছেন তা) এজন্য যে, এর মাধ্যমে মু'মিনীনকে আল্লাহ্ যেন উত্তম আজর দান করেন। আল্লাহ্ তো সব শোনেন, সব জানেন। ১৮. তোমাদের ঐসব বিষয় তো ঠিক আছে, তবে এ বিষয়টিও ছিল যে, আল্লাহ্ কাফিরদের চক্রান্তকে হীনবল করতে চান।[৪৩২]

১৯. (আয় আহলে কুফুর!) এমনই যদি হয়ে থাকে যে, তোমরা ফায়ছালা চাচ্ছিলে তাহলে এই যে দেখো, ফায়ছালা তোমাদের সামনে এসে গিয়েছে। তবে যদি তোমরা বিরত থাকো তাহলে সেটাই হবে তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর যদি আগের অবস্থায় ফিরে যাও[৪৩৩] তাহলে আমিও আগের (শায়েস্তা করার) অবস্থায় ফিরে যাবো। আর তোমাদের দলবল তোমাদের কোনই কাজে আসবে না, তা যতই বেশী হয়। তা একারণে যে, আল্লাহ্ মু'মিনীনের সঙ্গে রয়েছেন।

(রুকূ. ৩)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ ۝ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ۝ اِنَّ شَرَّ الدَّوَاۗبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ ۝ وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيْهِمْ خَيْرًا
لَّاَسْمَعَهُمْ ۭ وَلَوْ اَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ۝

২০. আয় আহলে ঈমান! তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে মান্য কর, তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না, অথচ তোমরা তো (আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ফরমান) শুনছ। ২১. আর তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা বলে তো যে, আমরা শুনেছি, তবে (হাকীকতে) তারা শুনতে পায় না। ২২.

---

[৪৩২] যদি প্রশ্ন হয় অসীম কুদরত সত্ত্বেও কাফিরনিধনে আল্লাহ্ নবী ও তাঁর আছহাবকে কেন ব্যবহার করলেন? প্রথম কথা হল, নিযামে কুদরত এই যে, গায়বকে সবসময় যাহিরের পর্দায় ঢেকে রাখা হয়। নবী ও আছহাবকে মাধ্যম বানানোর কারণ এই যে, তারা যেন আজর ও মর্যাদা লাভ করে। পক্ষান্তরে কাফিরদের উপায়-উপকরণের তুচ্ছতা এবং মুমিনদের শক্তিমত্তা প্রকাশ পায়।

[৪৩৩] অর্থাৎ এতদিন যা করেছো এখনো যদি তাই করতে চাও তাহলে আমিও পিছনের মত এখনো তোমাদের শায়েস্তা করব।

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র নিকট নিকৃষ্টতম জানোয়ার হচ্ছে বধির ও বোবা, যারা আকল রাখে না। ২৩. আর যদি আল্লাহ্ তাদের মধ্যে কোন কল্যাণ আছে বলে জানতেন তাহলে অবশ্যই তাদের শোনবার তাওফীক দিতেন। আর (যেহেতু তাদের মধ্যে কল্যাণ নেই তো এখন কী হবে!) যদি তাদের শোনবার তাওফীক দেনও তারা মুখ ফিরিয়ে পালিয়ে যাবে।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَ لِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ ۚ وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهٖ وَ اَنَّهٗٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ۝ وَ اتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَآصَّةً ۚ وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝ وَ اذْكُرُوْٓا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِى الْاَرْضِ تَخَافُوْنَ اَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَاٰوٰىكُمْ وَ اَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهٖ وَ رَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

২৪. আয় আহলে ঈমান! তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য এবং (তাঁর) রাসূলের জন্য সাড়া দাও যখন ঐ বিষয়ের দিকে তিনি তোমাদের ডাকেন যা তোমাদেরকে নবজীবন/অনন্ত জীবন দান করবে। আর জেনে রেখ যে, আল্লাহ্ মানুষ ও তার অন্তরের মাঝে আড়াল হয়ে যান,[১] আরো (জেনে রেখো) যে, তোমাদের জড়ো করে তাঁরই দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। ২৫. আর তোমরা ঐ ফিতনা-মুছীবতকে ভয় কর যা শুধু বিশেষভাবে তোমাদের মধ্য হতে তাদেরই ধরবে না, যারা যুলুম করেছে, (বরং যারা ফিতনা দমনে কোন ভূমিকা রাখেনি তাদেরও ধরবে।) আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ কঠিন আযাবের অধিকারী। ২৬. আর (আয় আছহাবে নবী!) ঐ সময়কে স্মরণ কর যখন তোমরা (সংখ্যায়) অল্প ছিলে, (এবং নিজেদের) ভূমিতে(ও) তোমরা অবদমিত ছিলে, আর তোমরা ভয়ে ভয়ে থাকতে যে, মানুষ তোমাদের (বাজপাখীর মত) ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে, তো (ঐ কঠিন পরিস্থিতিতে) তিনি তোমাদের আশ্রয় দিয়েছেন, আর নিজের সাহায্য দ্বারা তোমাদের শক্তি যুগিয়েছেন, আর তাইয়েবাত থেকে তিনি তোমাদের রিযিক দান করেছেন, যাতে তোমরা শোকর আদায় কর।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ وَ تَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَ اَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۙ وَّ اَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝

২৭. আয় আহলে ঈমান! তোমরা আল্লাহ্ ও (তাঁর) রাসূলের সঙ্গে অবিশ্বস্ততার আচরণ কর না, আর জেনেবুঝে তোমাদের (কাছে রাখা) আমানতসমস্তের বিষয়ে খেয়ানত কর না। ২৮. আর জেনে রেখো যে, তোমাদের ধনসম্পদ ও তোমাদের সন্তানসন্ততি বড় পরীক্ষার বিষয়, আর আল্লাহ্, তাঁরই কাছে রয়েছে বিরাট আজর।

---

[১] মানুষ তার কলবের মধ্যে ইচ্ছা করতে পারে, ভালো বা মন্দের, তবে ঐ ইচ্ছাটা সে সম্পন্ন করতে পারে না, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছাড়া, কারণ মানুষের কলবের ইচ্ছা ও তার সম্পন্নতার মাঝে আল্লাহ্‌র কুদরত আড়াল হয়, তবে কথা হল, মানুষ যা ইচ্ছা করে, আপন কুদরত দ্বারা আল্লাহ্ তা পূর্ণ করে দেন। কুদরত দ্বারা বান্দাকে করা বা না করার উপর মজবূর করেন না।

(রুকূ. ৪)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۭ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝

২৯. আয় আহলে ঈমান! যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে সমীহ কর[৪৩৫] তাহলে তোমাদের জন্য তিনি নির্ধারণ করবেন (হক ও বাতিলের মধ্যে) পার্থক্য করার তাওফীক, আর মুছে দেবেন তোমাদের কালিমাগুলো তোমাদের থেকে, আর তোমাদের মাফ করে দেবেন।[৪৩৬] বস্তুত আল্লাহ্ মহান অনুগ্রহের অধিকারী।

وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ ۭ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ ۭ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ۝ وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا قَالُوْا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاۗءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَآ ۙ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۝ وَاِذْ قَالُوا اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاۗءِ اَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝

৩০. আর (আয় পেয়ারে নবী! স্মরণ করুন ঐ সময়টি) যখন যারা কুফুর করেছে তারা আপনার বিষয়ে চক্রান্ত করছিল, যাতে আপনাকে আটক করে, বা আপনাকে কতল করে, বা আপনাকে বের করে দিতে পারে। তারা তাদের পরিকল্পনা করছিল, আর আল্লাহ্‌ও তাঁর পরিকল্পনা করছিলেন, আর আল্লাহ্ তো পরিকল্পনাকারীদের শ্রেষ্ঠ[৪৩৭]। ৩১. আর যখন আমার আয়াতসমস্ত তেলাওয়াত করে তাদের শোনানো হয় তখন তারা বলে, বেশ তো শুনলাম, (আর) যদি ইচ্ছা করতাম তাহলে এর অনুরূপ অবশ্যই আমরাও বলতে পারতাম। এগুলো তো শুধু আগিলাদের গালগল্প। ৩২. আর (স্মরণ করুন ঐ সময়টি) যখন তারা বলেছিল, আয় আল্লাহ্! যদি এ (কোরআন)-ই আপনার পক্ষ হতে সত্য হয়ে থাকে তাহলে আমাদের উপর আসমান থেকে পাথর বর্ষণ করুন, বা কোন যন্ত্রণাদায়ক আযাব আমাদের জন্য আনুন।

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ۝ وَمَا لَهُمْ اَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوْٓا اَوْلِيَاۗءَهٗ ۭ اِنْ اَوْلِيَاۗؤُهٗٓ اِلَّا الْمُتَّقُوْنَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ اِلَّا مُكَاۗءً وَّتَصْدِيَةً ۭ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ۝

৩৩. আর (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি তাদের মধ্যে থাকা অবস্থায় আল্লাহ্ তাদের আযাব দিতে বিলকুল প্রস্তুত নন। একই ভাবে আল্লাহ্ তাদের আযাব দিতে প্রস্তুত নন যতক্ষণ তারা ইস্‌তিগফার করবে। ৩৪. আর তাদের এমন কী গুণ রয়েছে যে, আল্লাহ্ তাদের আযাব দেবেন না, এমন অবস্থায় যে, (মানুষকে) তারা মসজিদুলহারাম থেকে বাধা দিচ্ছে, অথচ তারা মসজিদুলহারামের অভিভাবক নয়; এর অভিভাবক তো শুধু মুত্তাকীন! তবে তাদের অধিকাংশ (তা) জানে না। ৩৫. আর (আল্লাহ্‌র)

---

[৪৩৫] .... যদি তোমরা আল্লাহ্‌র সঙ্গে তাক্বওয়ার আচরণ কর তাহলে...

[৪৩৬] আর তোমাদের জন্য মাগফিরাত/ক্ষমা নির্ধারণ করবেন।

[৪৩৭] তারকীবের অবয়বের পরিবর্তে উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে তরজমা, 'আর আল্লাহ্‌ই শ্রেষ্ঠ/একমাত্র পরিকল্পনাকারী।'

ঘরের সামনে তাদের ছালাত, শিস দেয়া ও তালি বাজানো ছাড়া আর কিছু নয়। সুতরাং (আয় আহলে কুফুর!) তোমাদের অব্যাহত কুফুরের কারণে (এখন) তোমরা আযাব ভোগ কর।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿٣٦﴾ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٣٧﴾

৩৬. যারা কুফুর করেছে, তারা তো নিজেদের মাল খরচ করে (মানুষকে) আল্লাহ্‌র রাস্তা থেকে বাধা দিয়ে রাখার জন্য, বস্তুত তারা তো তা খরচ করবে, তারপর তা তাদের জন্য হবে আফসোসের বিষয়, তারপর তারা হবে পরাভূত। আর যারা কুফুর করেছে তাদেরকে জড়ো করে জাহান্নামের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। ৩৭. (এটা করা হবে) যাতে আল্লাহ্ খাবীছকে তাইয়েব থেকে পৃথক করেন, আর (যাতে) খবীছকে, তার কিছু অংশকে কিছু অংশের উপর রাখেন, অনন্তর সবগুলোকে একটি স্তূপ বানান, তারপর সেগুলো জাহান্নামে নিক্ষেপ করেন। ওরাই হল আসল ক্ষতিগ্রস্ত।

(রুকূ. ৫)

قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ ۚ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٨﴾ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۚ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٩﴾ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ ۚ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٤٠﴾

৩৮. (আয় পেয়ারে নবী!) যারা কুফুর করেছে তাদের আপনি বলুন, যদি তারা (কুফুর থেকে) বিরত থাকে তাহলে যাকিছু গত হয়েছে তা তাদের অনুকূলে মাফ করে দেয়া হবে। আর যদি তারা তাতেই লিপ্ত থাকে[৪৩৮] তাহলে বিগতদের/আগিলাদের পরিণতি তো বিগত হয়েছে (আর তা তো তাদের সামনেই রয়েছে, ঐ পরিণতি তাদেরও উপর নেমে আসবে)। ৩৯. আর (আয় আছহাবে নবী!) তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাও, যাতে কোন ফিতনা না থাকে, আর দ্বীন সবটুকু আল্লাহ্‌র হয়ে যায়। অনন্তর যদি তারা বিরত থাকে তাহলে তো যাকিছু তারা করছে সে বিষয়ে আল্লাহ্ সর্বদর্শী। ৪০. আর যদি (এখনো) তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে জেনে রাখো যে, আল্লাহ্ তোমাদের অভিভাবক। (আর) তিনি কত না উত্তম অভিভাবক এবং কত না উত্তম সাহায্যকারী।

***

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾

---

৪৩৮ আর যদি তারা (কুফুরের দিকেই) ফিরে ফিরে আসে তাহলে...

إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ۚ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ ۙ وَلَٰكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۙ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٤٢﴾

* আর (আয় আহলে ঈমান!) তোমরা জেনে রাখ যে, যাকিছু গনীমত তোমরা অর্জন করবে, তার পঞ্চমাংশ আল্লাহ্‌র জন্য এবং (তাঁর) রাসূলের জন্য এবং (তাঁর) নিকটাত্মীয়দের জন্য এবং এতীমান ও মাসাকীনের জন্য এবং 'পান্থপথিকের' জন্য, (তা আদায় করা তোমাদের অপরিহার্য কর্তব্য) যদি তোমরা ঈমান রাখ আল্লাহ্‌র প্রতি এবং ঐ জিনিসের প্রতি যা আমি আমার বান্দার উপর নাযিল করেছি, (হক ও বাতিলের মাঝে) পার্থক্য করার দিন, যেদিন দুই বাহিনী মুখোমুখি হয়েছিল।[৪৯১] আর আল্লাহ্ তো সর্ববিষয়ের উপরই ক্ষমতাবান।

(আয় আছহাবে বদর! স্মরণ কর তোমরা ঐ-সময়কে) যখন তোমরা (মদীনার দিক থেকে বদর উপত্যকার) নিকটতম প্রান্তে ছিলে, আর তারা দূরতম প্রান্তে ছিল। আর তেজারতি কাফেলা তোমাদের নীচের অংশে (সাগর-উপকূলে) ছিল। আর যদি তোমরা উভয়পক্ষ (যুদ্ধের সময়) নির্ধারণ করতে তাহলে সময় নির্ধারণে অবশ্যই তোমরা মতভেদ করতে। (তাতে যুদ্ধ অনিশ্চিত হয়ে যেত,) কিন্তু (ঘটনা এই যে, অনির্ধারিতভাবেই যুদ্ধ ঘটে গেল,) যাতে যে ঘটনা অনিবার্য ছিল, আল্লাহ্ তা ঘটিয়ে দেখান; যাতে যারা হালাক হওয়ার তারা সুস্পষ্ট প্রমাণ দেখে হালাক হয়, আর যারা বেঁচে থাকার তারা সুস্পষ্ট প্রমাণ দেখে বেঁচে থাকে। আর সত্যি সত্যি আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ۖ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٤٣﴾ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۗ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٤٤﴾

(আয় পেয়ারে নবী! স্মরণ করুন ঐ-সময়টি) যখন আল্লাহ্ আপনাকে আপনার স্বপ্নের মধ্যে তাদের সংখ্যা (বাস্তবের চেয়ে) অল্প করে দেখাচ্ছিলেন। আর যদি তিনি আপনাকে তাদের সংখ্যা বেশী দেখাতেন তাহলে তো তোমরা (আয় আছহাবে নবী!) সাহস হারিয়ে ফেলতে, আর (যুদ্ধ করা না করার) বিষয়ে মতবিরোধে জড়িয়ে পড়তে। কিন্তু আল্লাহ্ (তা থেকে তোমাদের) নিরাপদ রেখেছেন। অবশ্যই তিনি (মানুষের) বুকের গোপন কথা খুব জানেন। ৪৪. আর (আয় আছহাবে নবী! ঐ সময়টি স্মরণ কর) যখন তোমরা মুখোমুখি হলে, যখন আল্লাহ্ তোমাদের চোখে তাদেরকে অল্প করে দেখাচ্ছিলেন, আর তাদের চোখে তোমাদেরকে অল্প করে দেখাচ্ছিলেন, যাতে যা ঘটা অনিবার্য ছিল, আল্লাহ্ তা ঘটিয়ে দেখান।[৪৯২] আর সমস্ত বিষয় তো আল্লাহ্‌রই দিকে ফেরানো হয়।

---

[৪৯১] বিকল্প তরজমা, পথাশ্রিতদের জন্য/ পথে পড়ে থাকা মুসাফিরের জন্য, ঘরে যাদের সম্পদ আছে, অথচ...

[৪৯২] বদরের দিন, যখন নাযিল করা হয়েছিল সাহায্যকারী ফিরেশতাদের, এ আয়াতগুলো মুসলিমীনের সান্ত্বনার জন্য

[৪৯৩] আর আপনি আছহাবকে অল্প সংখ্যারই খবর দিচ্ছিলেন, ফলে তারা যুদ্ধের জন্য সাহসী হয়ে ওঠে। যদি শত্রুর সংখ্যা বেশী দেখাতেন, অর্থাৎ যা বাস্তব তাই দেখাতেন তাহলে তো...

[৪৯৪] আল্লাহ্ চাচ্ছিলেন, তোমরা একে অপরের উপর সাহসী হয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হও, দুশমন পরাজিত হয়।

(রুকূ. ৬)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا ۭ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۝ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَّرِئَاۗءَ النَّاسِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۭ وَاللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ۝

৪৫. আয় আহলে ঈমান, যখন তোমরা কোন শত্রুদলের মুখোমুখি হও তখন অবিচল থেকো, আর আল্লাহ্‌কে বেশী পরিমাণে স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফল হতে পারো। ৪৬. আর তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে মান্য কর, আর পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হয়ো না; তাহলে তোমরা সাহসহারা হয়ে যাবে, আর তোমাদের প্রতাপ ক্ষুণ্ন হবে, আর তোমরা ছবরের সঙ্গে থাক। অবশ্যই আল্লাহ্ ছাবিরীনের সঙ্গে রয়েছেন। ৪৭. আর (আয় আহলে ঈমান!) তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা নিজেদের জনপদ থেকে বের হয়েছে দম্ভের সঙ্গে এবং লোকদের সামনে জৌলুস দেখিয়ে। আর (মানুষকে) তারা আল্লাহ্‌র রাস্তা থেকে বাধা দিয়ে চলেছিল। আল্লাহ্ কিন্তু তারা যাকিছু করছে, (আপন ইলমের মাধ্যমে) তা বেষ্টন করে আছেন।

وَاِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَاِنِّىْ جَارٌ لَّكُمْ ۚ فَلَمَّا تَرَاۗءَتِ الْفِئَتٰنِ نَكَصَ عَلٰي عَقِبَيْهِ وَقَالَ اِنِّىْ بَرِيْۗءٌ مِّنْكُمْ اِنِّىْٓ اَرٰي مَا لَا تَرَوْنَ اِنِّىْٓ اَخَافُ اللّٰهَ ۭ وَاللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

৪৮. আর (ঐ সময়টি স্মরণ কর) যখন শয়তান তাদের জন্য তাদের আমলগুলো শোভনরূপে তুলে ধরেছিল, আর বলেছিল, লোকদের থেকে আজ তোমাদের উপর জয়ী হওয়ার (মত) কেউ নেই। আর (ভয় কী!) আমি তো তোমাদের জন্য রক্ষাকারী আছি! কিন্তু যখন দলদু'টি মুখোমুখি হল (তখন) সে উল্টো পায়ে সটকে পড়ল, আর বলতে লাগল, আমি কিন্তু তোমাদের থেকে পূর্ণ দায়মুক্ত। (কারণ) তোমরা যা দেখছ না, আমি তা দেখছি। (তাই এখন এখানে এই সময়ে) আল্লাহ্‌কে আমি ভয় করছি। আর আল্লাহ্ তো আযাবে বড় ভীষণ।

(রুকূ. ৭)

اِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّ هٰٓؤُلَاۗءِ دِيْنُهُمْ ۭ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَي اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝ وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمَلٰۗىِٕكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ ۚ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ۝ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ۝

৪৯. (আর ঐ সময়টি স্মরণ কর) যখন মুনাফিকীন এবং যাদের কলবে মরয রয়েছে, তারা বলেই যাচ্ছিল, 'এদের (মুসলিমদের) ধোকায় ফেলে রেখেছে তাদের ধর্মান্ধতা।'[৪৪৩] অথচ যারা আল্লাহ্‌র উপর (পূর্ণ) তাওয়াক্কুল করবে (তাদের কোন ভয়-ভীতি নেই)। কারণ আল্লাহ্ তো মহাপরাক্রমশালী,

---

[৪৪৩] মদীনার মুনাফিকীন ও মক্কায় যাদের অন্তরে সংশয়ের ব্যাধি ছিল, সংখ্যাল্পতা ও সম্বলহীনতা সত্ত্বেও মুসলিমদের এভাবে কাফিরীনের প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া দেখে বলেই যাচ্ছিল.... তো আল্লাহ জবাব দিচ্ছেন...

মহাপ্রজ্ঞাবান। ৫০. আর (হে মুখাতাব!) যদি দেখতে তুমি (ঐ সময়ের দৃশ্য) যখন ফিরেশতারা কাফিরীনের জান কব্য করছিল তাদের চেহারায় এবং তাদের পিছনে আঘাত করতে করতে। আর (কাফিরীনের কষ্ট বাড়িয়ে দেয়ার জন্য তারা বলছিল,) তোমরা আস্বাদন কর আগুনের আযাব! ৫১. এই যে পরিণতি তা তোমাদের ঐসব আমলের কারণে যা তোমাদের হাত অগ্রে প্রেরণ করেছে [৪৪৪]। আর (সত্য এই) যে, আল্লাহ্ (তাঁর) বান্দাদের প্রতি মোটেই যুলুমমুখী নন।

كَدَأْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝ كَدَأْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَاَغْرَقْنَاۤ اٰلَ فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلٌّ كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ۝

৫২. (বদরের কাফিরীনের অবস্থা হয়েছে) ফির'আউনের গোষ্ঠী এবং তাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থার মত, তারাও আল্লাহ্র (পাঠানো) নিশান (ও প্রমাণ) প্রত্যাখ্যান করেছিল, তখন নিজেদের গোনাহসমস্তের কারণে তাদেরও আল্লাহ্ পাকড়াও করেছিলেন। বস্তুত আল্লাহ্ খুব শক্তিশালী, আযাবে ভীষণ। ৫৩. এসবকিছু এ (আসমানী নেযামের) কারণে যে, আল্লাহ্ কোন সম্প্রদায়ের উপর যে নেয়ামত বর্ষণ করেন তা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ (না) তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে ফেলে। আর (সত্য এই) যে, আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত। ৫৪. (এ ক্ষেত্রেও তাদের অবস্থা হয়েছে) ফির'আউনের গোষ্ঠী এবং তাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থার মত, আপন রবের (পাঠানো) নিশান (ও প্রমাণ) তারা ঝুটলিয়েছে, তাই তাদের গোনাহের কারণে আমি তাদের ধ্বংস করেছি, আর আলে ফির'আউনকে ডুবিয়ে(মেরে)ছি। আর (এরা) সবাই ছিল যালিম।

اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ عٰهَدْتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمْ فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ وَّهُمْ لَا يَتَّقُوْنَ ۝ فَاِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ۝ وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْۢبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَآءٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَآئِنِيْنَ ۝

৫৫. এতে সন্দেহ নেই যে, যমীনে বিচরণকারী প্রাণীসমস্তের মধ্যে আল্লাহ্র নিকট সবচে' নিকৃষ্ট হচ্ছে যারা (মনেপ্রাণে) কুফুর করেছে, ফলে তারা আর ঈমান আনতেই পারে না। ৫৬. তাদের মধ্য হতে যাদের থেকে আপনি অঙ্গীকার নিয়েছেন, তারপর প্রতিবার (সুযোগ পেলেই) তারা নিজেদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, আর (পরিণামের) ভয় করে না- ৫৭. তো (আয় পেয়ারে নবী! তাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত এই যে,) যদি কখনো যুদ্ধে আপনি তাদের নাগালে পান তাহলে (তাদের উপর হামলা করে) তাদের মাধ্যমে তাদেরও ছত্রভঙ্গ করুন যারা তাদের পিছনে রয়েছে, যাতে তারা (প্রাপ্ত শিক্ষা সবসময়) মনে রাখে।[৪৪৫] ৫৮. আর যদি আপনি কোন কাউম থেকে বিশ্বাসভঙ্গের

---

[৪৪৪] অর্থাৎ যা তোমরা আগে পাঠিয়েছো। আগে বা অগ্রে দ্বারা উদ্দেশ্য হল আখেরাত।

[৪৪৫] সামনে থেকে যারা লড়াই করছে, শুধু তাদের শিক্ষা দিলেই হবে না, যারা পিছনে বা আড়ালে থেকে উস্কানি ও যোগান দিয়ে যাচ্ছে তাদেরও নাজেহাল করতে হবে, যাতে তারাও উস্কানি দেয়ার উপযুক্ত পরিণাম ভোগ করে। বড় কার্যকর সমরকৌশল এবং বড় মূল্যবান সামরিক নীতিনির্দেশ।

আশঙ্কা করেন[৪৪৬] তাহলে (তাদের সঙ্গে কৃত চুক্তি) তাদের দিকে সোজা ছুঁড়ে ফেলুন। আল্লাহ্ খেয়ানতকারীদের মোটেই পছন্দ করেন না।

(রুকূ. ৮)

وَ لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَبَقُوْا ؕ اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُوْنَ ۝ وَ اَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّ مِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَ عَدُوَّكُمْ وَ اٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ ۚ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ؕ وَ مَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَ اَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ۝

৫৯. আর যারা কুফরের পথে চলেছে তারা যেন মোটেও না ভাবে (যে), তারা পালিয়ে বেঁচেছে। তারা কিন্তু (আল্লাহ্কে) অক্ষম করতে পারে না। ৬০. আর (আয় আছহাবে নবী!) তোমরা তাদের জন্য প্রস্তুত কর, যতটা পারো, (বিভিন্ন প্রকার) শক্তি এবং অশ্ববহর, যা দ্বারা তোমরা সন্ত্রস্ত করে রাখবে আল্লাহ্র দুশমনকে এবং তোমাদের দুশমনকে এবং তাদের ছাড়াও অন্যদেরও, তোমরা তাদের জানো না, আল্লাহ্ তাদের জানেন। আর যাকিছু তোমরা আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করবে,[৪৪৭] তা তোমাদের দিকে পুরো ফিরিয়ে দেয়া হবে, আর তোমাদের প্রতি কোন যুলুম করা হবে না।

وَ اِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝ وَ اِنْ يُّرِيْدُوْۤا اَنْ يَّخْدَعُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ ؕ هُوَ الَّذِيْۤ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ۝ وَ اَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ ؕ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّاۤ اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ ؕ اِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝ يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

৬১. আর যদি তারা সন্ধির প্রতি ঝোঁকে তাহলে (আয় পেয়ারে নবী!) আপনিও সেদিকে ঝুঁকুন, আর আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল করুন। অবশ্যই তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ৬২. আর যদি তারা আপনাকে ধোকা দিতে চায় তাহলে অবশ্যই আল্লাহ্ আপনার জন্য যথেষ্ট। আপন সাহায্য দ্বারা এবং মুমিনীন দ্বারা তিনিই তো আপনাকে শক্তি যুগিয়েছেন। ৬৩. আর তাদের অন্তরে অন্তরে জোড়মিল সৃষ্টি করেছেন। যমীনে যাকিছু আছে সব যদি আপনি (এ উদ্দেশ্যে) খরচ করতেন (তাহলেও) তাদের অন্তরে অন্তরে আপনি জোড়মিল সৃষ্টি করতে পারতেন না, কিন্তু আল্লাহ্ তাদের মধ্যে জোড়মিল সৃষ্টি করেছেন। অবশ্যই তিনি মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাবান। ৬৪. আয় (পেয়ারে) নবী! আপনার জন্য তো শুধু আল্লাহ যথেষ্ট এবং ঐ সমস্ত মুমিন যারা আপনাকে অনুসরণ করে।

(রুকূ. ৯)

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ ؕ اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صٰبِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَ اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ

---

[৪৪৬] আয়াতের শব্দটি হল خِيَانَة এখানে যার উদ্দেশ্য হল চুক্তি বা সমঝোতাবিরোধী কোন কাজ করা। পক্ষান্তরে খেয়ানতকারী, আল্লাহ্ যাদের পছন্দ করেন না, তার উদ্দেশ্য সর্বব্যাপী; মুসলিম অমুসলিম যে কারো, যেকোন সময়ের যেকোন প্রকারের খেয়ানতই হোক।

[৪৪৭] আয়াতের প্রেক্ষাপটে 'আল্লাহ্র রাস্তা' দ্বারা উদ্দেশ্য হল জিহাদ ও সামরিক খাত, তবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় যে কোন ব্যয় ও অর্থব্যয় উদ্দেশ্য হতে পারে।

مِّائَةٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ۝ اَلْـٰٔنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا ۚ فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ اَلْفٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۝

৬৫. আয় (পেয়ারে) নবী! মুমিনীনকে আপনি লড়াইয়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করুন। যদি তোমাদের মধ্য হতে ধৈর্যশীল বিশজন হয় তাহলে তারা দু'শজনের উপর গালিব (ও জয়ী) হবে। আর তোমাদের মধ্য হতে যদি একশজন হয় তাহলে যারা কুফুর করেছে তাদের একহাযারের উপর তারা গালিব (ও জয়ী) হবে। (তা) এজন্য যে, কাফিরীন এমন কাউম যারা অন্তর্জ্ঞান রাখে না (,ফলে ঈমান আনাও নছীব হয় না। আর ঈমানের শক্তিই হল মূল) । ৬৬. তো এখন আল্লাহ্ তোমাদের থেকে (দায়ভার) লাঘব করে দিয়েছেন, কারণ তিনি জেনেছেন যে, তোমাদের মধ্যে কিছু দুর্বলতা রয়েছে। সুতরাং যদি তোমাদের থেকে ধৈর্যশীল একশজন হয় তাহলে তারা দু'শজনের উপর গালিব (ও জয়ী) হবে। আর যদি তোমাদের থেকে একহাযার হয় তাহলে আল্লাহ্র হুকুমে তারা দু'হাযারের উপর গালিব (ও জয়ী) হবে। আর আল্লাহ্ ছবরকারীদের সঙ্গে রয়েছেন।

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗٓ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ ۗ تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا ۖ وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝ لَوْلَا كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَآ اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝ فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

৬৭. কোন নবীর জন্য শান-উপযোগী নয় যে, তাঁর কাছে কিছু কয়েদী থাকবে, যতক্ষণ (না) তিনি ভূমিতে *'শত্রুরক্ত'* আচ্ছারকম ঢালবেন, (যাতে তাদের মনোবল সম্পূর্ণ ভেঙ্গে যায়)। তোমরা দুনিয়ার সামান চাও, আর আল্লাহ্ চান আখেরাত। বস্তুত আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাবান। ৬৮. যদি আল্লাহ্র পক্ষ হতে কোন লিখিত বিধান আগেই না এসে যেত তাহলে যা তোমরা করেছ তাতে কিন্তু বিরাট কোন আযাব তোমাদের ছুঁয়ে যেত। ৬৯. তো যাক, (এখন) যাকিছু মালে গনীমত তোমরা অর্জন করেছ হালাল ও পাকীযা মনে করে তা থেকে তোমরা আহার কর, আর আল্লাহ্কে সমীহ কর। অবশ্যই আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(রুকূ. ১০)

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّمَنْ فِيْٓ اَيْدِيْكُمْ مِّنَ الْاَسْرٰٓى ۙ اِنْ يَّعْلَمِ اللّٰهُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ خَيْرًا يُّؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّآ اُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ وَاِنْ يُّرِيْدُوْا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ فَاَمْكَنَ مِنْهُمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

৭০. আয় (পেয়ারে) নবী! আপনাদের হাতে যে বন্দীরা, (যারা ঈমানের ইচ্ছা ব্যক্ত করেছে) তাদের আপনি বলুন, যদি আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরে কল্যাণ জানতে পান তাহলে তোমাদের থেকে যাকিছু নেয়া হয়েছে তার চেয়ে উত্তম তিনি তোমাদের দান করবেন, আর তিনি তোমাদের মাফ করে দেবেন। আর আল্লাহ্ তো মহাক্ষমাশীল, মহাদয়ালু। ৭১. আর (আয় পেয়ারে নবী! ঈমানের ইচ্ছা ব্যক্ত করার পর) যদি তারা আপনার সঙ্গে বিশ্বাসভঙ্গ করতে চায় তাহলে (চিন্তার কিছু নেই, কারণ) আগেও তারা আল্লাহ্র সঙ্গে খেয়ানত করেছে, অনন্তর তিনি তাদের উপর (তোমাদের) কাবু দান করেছেন। (তো সামনেও এমনই হবে।) বস্তুত আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী, মহাপ্রজ্ঞাবান।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ هَاجَرُوْا وَ جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّ نَصَرُوْٓا اُولٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ لَمْ يُهَاجِرُوْا مَا لَكُمْ مِّنْ وَّلَايَتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا ۚ وَ اِنِ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اِلَّا عَلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

৭২. শোন, যারা ঈমান এনেছে ও হিজরত করেছে এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করেছে নিজেদের মাল ও নিজেদের জান দ্বারা, আর যারা (মদীনায় মুমিনীনকে) আশ্রয় দিয়েছে এবং সাহায্য করেছে, ওরাই হল একে অপরের বন্ধু (ও ওয়ারিছ)। আর যারা ঈমান এনেছে, কিন্তু হিজরত করেনি, তো যতক্ষণ (না) তারা হিজরত করছে তাদের সঙ্গে তোমাদের উত্তরাধিকারের কোনরকম সম্পর্ক নেই। হাঁ, যদি দ্বীনের সুবাদে তারা তোমাদের সাহায্য চায় তাহলে (তাদের) সাহায্য করা তোমাদের উপর অবশ্যকর্তব্য, তবে যদি এমন কাউমের বিরুদ্ধে (সাহায্য চাওয়া হয়,) যাদের মাঝে এবং তোমাদের মাঝে চুক্তি রয়েছে (তাহলে সাহায্য করা যাবে না, বরং চুক্তি রক্ষা করতে হবে)। আর তোমরা যাকিছু কর, আল্লাহ্ তা খুব দেখেন।

وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ اِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْاَرْضِ وَ فَسَادٌ كَبِيْرٌ ۝ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ هَاجَرُوْا وَ جٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّ نَصَرُوْٓا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ؕ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ كَرِيْمٌ ۝ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَ هَاجَرُوْا وَ جٰهَدُوْا مَعَكُمْ فَاُولٰٓئِكَ مِنْكُمْ ؕ وَ اُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝

৭৩. আর যারা কুফুর করেছে তারা একে অপরের বন্ধু। (আর তোমাদের যাকিছু আদেশ করা হয়) যদি তোমরা তা পালন না কর তাহলে ভূখণ্ডে ফিতনা হবে এবং বড় ফাসাদ হবে। ৭৪. আর যারা ঈমান এনেছে এবং হিজরত করেছে এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করেছে, আর যারা আশ্রয় দিয়েছে এবং সাহায্য করেছে, ওরাই প্রকৃত মুমিন। তাদের জন্য রয়েছে মাগফিরাত এবং অভিজাত রিযিক। ৭৫. আর যারা পরে ঈমান এনেছে এবং হিজরত করেছে এবং তোমাদের সঙ্গে জিহাদ করেছে তাহলে তারা তোমাদের থেকেই গণ্য। আর (তাদের মধ্য হতে যারা পুরোনো মুহাজিরীনের) রিহমী আত্মীয়, আল্লাহ্‌র কিতাবে তারা একে অপরের (মীরাছের) অধিক হকদার। বস্তুত আল্লাহ্ সর্ব-বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞাত।

سُورَةُ التَّوْبَة–٩؛ مَدَنِيَّة؛ آياتُها ١٢٩ وركوعاتُها ١٦

৯- সূরা তাওবা, মাদানী, আয়াত ১২৯ রুকূ ১৬

بَرَآءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖٓ اِلَى الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝ فَسِيْحُوْا فِي الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّ اعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّٰهِ ۙ وَ اَنَّ اللّٰهَ مُخْزِي الْكٰفِرِيْنَ ۝ وَ اَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖٓ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ

بَرِيْٓءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَرَسُوْلُهٗٓ فَاِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ ۗ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۙ ۳

১. (আয় আহলে ঈমান!) এটি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে দায়মুক্তির ঘোষণা মুশরিকীনের প্রতি, যাদের সঙ্গে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছ। ২. সুতরাং (আয় মুশরিকীন! এই ঘোষণার পর) চারমাস পর্যন্ত তোমরা (আরবের) ভূখণ্ডে ঘোরাফেরা করতে পার।[৪৪৬] আর জেনে রেখ যে, তোমরা আল্লাহ্কে অক্ষম করতে পারবে না, আর আল্লাহ্ কাফিরীনকে অবশ্যই লাঞ্ছিত করবেন। ৩. আর হজ্বে আকবরের দিন[৪৪৭] সমস্ত মানুষের প্রতি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে ঘোষণা যে, আল্লাহ্ মুশরিকীন থেকে দায়মুক্ত হলেন এবং আল্লাহ্র রাসূলও। (এই সময়সীমার মধ্যে) তোমরা যদি তাওবা কর (ও ঈমান আন) তবে তোমাদের জন্য তা কল্যাণকর, আর যদি মুখ ফিরিয়ে নাও তবে জেনে রাখ যে, তোমরা আল্লাহ্কে অক্ষম করতে সক্ষম নও। আর (আয় পেয়ারে রাসূল!) যারা কুফুরি আঁকড়ে ধরে আছে, আপনি তাদের এক যন্ত্রণাদায়ক আযাবের খোশখবর দিন।

اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْـًٔا وَّلَمْ يُظَاهِرُوْا عَلَيْكُمْ اَحَدًا فَاَتِمُّوْٓا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلٰى مُدَّتِهِمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۴

৪. তবে যে মুশরিকীনের সঙ্গে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছো, তারপর তোমাদের সঙ্গে তারা কোন প্রকার চুক্তিভঙ্গ করেনি (যেমন করেছিল কোরায়শ, যার ফলে ফাতহে মক্কা) এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করেনি তাহলে তাদের চুক্তিকে তাদের মেয়াদ পর্যন্ত পূর্ণতার দিকে নিয়ে যাও।[৪৫০] নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ মুত্তাকীনকে ভালোবাসেন।

فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۵ وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهٗ ۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُوْنَ ۶

---

[৪৪৬] এই সময়সীমার মধ্যে হয় তোমরা ঈমান আনো এবং মুসলিম উম্মাহ্র অন্তর্ভুক্ত হও, আর না হয় জাযীরাতুল আরব ত্যাগ কর।

আরেক প্রকার মুশরিক ছিল যাদের সময়সীমা ছিল হজ্বের সময় থেকে মুহর্‌রমের শেষ পর্যন্ত। পক্ষান্তরে যে সকল মুশরিকের সঙ্গে নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি ছিল, আর তারা চুক্তিভঙ্গও করেনি, তাদের জন্য সময়সীমা ছিল চুক্তির মেয়াদ পর্যন্ত। এর পর আর কোন মুশরিকের জাযীরাতুল আরবে থাকার অনুমতি নেই। কারণ জাযীরাতুল আরব হল মুসলিম উম্মাহ্র প্রাণকেন্দ্র। তো দায়মুক্তির আয়াতগুলোতে এ বিধানই বর্ণিত হয়েছে।

[৪৪৭] ওমরা হল হজ্বে আছগর, বা ছোট হজ্ব। পক্ষান্তরে প্রতিবছরের হজ্ব হচ্ছে হজ্বে আকবর, বা বড় হজ্ব। শুক্রবারে যে হজ্ব হয় সেখানে দু'টি ফযীলত একত্র হয় ঠিক, তবে সেটাই শুধু হজ্বে আকবার, এ ধারণা ঠিক নয়।

উল্লেখ্য, হজ্বের সময় দায়মুক্তির এ ঘোষণা দেয়ার জন্যই হযরত আলী রা.কে আলাদা করে মদীনা থেকে মক্কা শরীফে পাঠানো হয়েছিল।

[৪৫০] বিকল্প তরজমা, তাহলে তাদের সঙ্গে কৃত চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ কর।

৫. তো যখন পবিত্র মাসগুলো পার হয়ে যাবে তখন (চুক্তিভঙ্গকারী) মুশরিকীনকে (জাযীরাতুল আরবের) যেখানেই পাও কতল কর এবং তাদের পাকড়াও কর এবং ঘেরাও কর, আর তাদের (ধরপাকড়ের) জন্য প্রতিটি ওৎপাতার স্থানে অবস্থান গ্রহণ কর। হাঁ, যদি তারা তাওবা করে (এবং ঈমান আনে) এবং ছালাত কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। আল্লাহ্ তো মহাক্ষমাশীল, মহাদয়াবান। ৬. আর (আয় পেয়ারে নবী!) মুশরিকীন থেকে কেউ যদি আপনার কাছে আশ্রয়প্রার্থনা করে (অতিরিক্ত অবকাশ হিসাবে) তো তাদের আপনি আশ্রয় দান করুন এমন সময় পর্যন্ত যাতে তারা আল্লাহ্র কালাম শুনতে পারে (এবং ঈমান আনার বিষয়ে চিন্তা -ভাবনা করতে পারে।) এরপর তাদেরকে তাদের নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করুন। তা এজন্য যে, এরা এমন কাউম যারা (ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে কিছুই) জানে না।

(রুকূ. ২)

كَيْفَ يَكُوْنُ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهْدٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَ عِنْدَ رَسُوْلِهٖۤ اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ فَمَا اسْتَقَامُوْا لَكُمْ
فَاسْتَقِيْمُوْا لَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۝ كَيْفَ وَ اِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوْا فِيْكُمْ اِلًّا وَّ لَا ذِمَّةً ؕ يُرْضُوْنَكُمْ
بِاَفْوَاهِهِمْ وَ تَاْبٰى قُلُوْبُهُمْ ۚ وَ اَكْثَرُهُمْ فٰسِقُوْنَ ۝ اِشْتَرَوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ ؕ اِنَّهُمْ سَآءَ مَا
كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ لَا يَرْقُبُوْنَ فِيْ مُؤْمِنٍ اِلًّا وَّ لَا ذِمَّةً ؕ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُوْنَ ۝

৭. এই মুশরিকীনের অনুকূলে আল্লাহ্র নিকট এবং তাঁর রাসূলের নিকট কীভাবে কোন চুক্তি বাকি থাকতে পারে! তবে যাদের সঙ্গে তোমরা মসজিদুল হারামের নিকট চুক্তি করেছো, তো যতক্ষণ তারা তোমাদের সঙ্গে চুক্তির বিষয়ে অবিচল থাকে তো তোমরাও তাদের সঙ্গে অবিচল থাকো। অবশ্যই আল্লাহ্ মুত্তাকীনকে ভালোবাসেন। ৮. (তবে অন্যান্য মুশরিকীনের সঙ্গে) কীভাবে (চুক্তি বহাল থাকতে পারে,) অথচ যদি কখনো তারা তোমাদের উপর জয়ী হতে পারে (তখন) তোমাদের বিষয়ে তারা না কোন আত্মীয়তার খেয়াল রাখে, না কোন চুক্তির দায়দায়িত্বের। তারা শুধু চায় নিজেদের মুখের কথা দ্বারা খুশী করতে, তবে তাদের অন্তর (ঐ সমস্ত মুখের কথা) রদ্ করে। আর তাদের অধিকাংশই অবাধ্য/পাপাচারী। ৯. তারা তো আল্লাহ্র আয়াতসমূহের বিনিময়ে সামান্য কিছু মূল্য গ্রহণ করেছে, অনন্তর আল্লাহ্র রাস্তা থেকে লোকদের বাধা দিয়েছে। যা তারা করে আসছে তা কত না নিকৃষ্ট! ১০. কোন মু'মিনের বিষয়ে তারা কোন প্রকার আত্মীয়তা বা চুক্তির দায়-দায়িত্বের কথা চিন্তা পর্যন্ত করে না। আর ওরাই তো সীমালঙ্ঘনকারী।

فَاِنْ تَابُوْا وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ ؕ وَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝ وَ اِنْ نَّكَثُوْۤا اَيْمَانَهُمْ
مِّنْۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْۤا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ اِنَّهُمْ لَاۤ اَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ ۝ اَلَا
تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَّكَثُوْۤا اَيْمَانَهُمْ وَ هَمُّوْا بِاِخْرَاجِ الرَّسُوْلِ وَ هُمْ بَدَءُوْكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ؕ اَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَاللّٰهُ
اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوْهُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

১১. তো এরা যদি তাওবা করে (এবং ঈমান আনে), আর ছালাত কায়েম করে, আর যাকাত

আদায় করে তাহলে তো দ্বীনের ক্ষেত্রে (তারা) তোমাদেরই ভাই (হয়ে গেলো)। আর আমরা এ বিধানের এ তাফছীল আমি এমন কাউমের জন্য করছি যারা জানে/জানতে চায়। ১২. আর যদি তারা চুক্তিতে উপনীত হওয়ার পর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে, আর তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে বিঁধিয়ে কথা বলে তাহলে কুফুরের এই কিরমণিদের বিরুদ্ধে লড়াই কর, কারণ তাদের কসম ও প্রতিজ্ঞার কোন মূল্য নেই। (তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বিধান এজন্য যে,) তারা যেন (কুফুর থেকে) ফিরে আসে। ১৩. আচ্ছা, তোমরা কি এমন কাউমের বিরুদ্ধে লড়াই করবে না যারা নিজেদের কসম ও প্রতিজ্ঞা (হোদায়বিয়ার চুক্তি) ভঙ্গ করেছে, আর (তারো আগে) রাসূলকে (তাঁর জন্মভূমি থেকে) বের করার মনস্থ করেছে, আর তারাই তোমাদের বিরুদ্ধে (সীমালঙ্ঘনের) সূচনা করেছে প্রথম বার। তোমরা কি তাদের ভয় করছো! (যদি এমনই হয় তাহলে শোনো) প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই অধিক হকদার যে, তোমরা তাঁকে ভয় করবে, যদি তোমরা সত্যিকারের মুমিন হয়ে থাকো।

قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ ۙ﴿١٤﴾ وَيُذْهِبْ غَيْظَ
قُلُوْبِهِمْ ۭ وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰي مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١٥﴾ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُتْرَكُوْا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا
مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلَا رَسُوْلِهٖ وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً ۭ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٦﴾

১৪. তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর, (তখন) আল্লাহ্ তোমাদের হাতে তাদের আযাব দেবেন এবং তাদের অপদস্থ করবেন এবং তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করবেন এবং মু'মিন কাউমের দিল ঠাণ্ডা করবেন। ১৫. আর তাদের দিলের আক্রোশ দূর করবেন, আর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন তার তাওবা কবূল করেন। বস্তুত আল্লাহ্ (সর্ববিষয়ে) পূর্ণ জ্ঞাত, মহাপ্রজ্ঞাবান। ১৬. তোমরা কি এই ভেবে বসে আছ যে, তোমাদের (এমনি এমনি) ছেড়ে দেয়া হবে, অথচ আল্লাহ্ তো (গায়বের বাইরে বাস্তব ঘটনাযোগে) এখনো জানেনই নি, তোমাদের মধ্য হতে যারা জিহাদ করেছে তাদেরকে এবং (তাদেরকে,) যারা আল্লাহ্ ছাড়া এবং তাঁর রাসূল ছাড়া এবং মুমিনীন ছাড়া কাউকে খাছ রাযদার বানায়নি। আর তোমরা যাকিছু কর, আল্লাহ্ সে বিষয়ে পূর্ণ বা-খবর।[৪৫১]

(রুকূ. ৩)

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ اللّٰهِ شٰهِدِيْنَ عَلٰٓي اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ۭ اُولٰۗىِٕكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ۚ وَفِي
النَّارِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ﴿١٧﴾ اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ
يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰٓى اُولٰۗىِٕكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ﴿١٨﴾

১৭. মুশরিকরা মোটেও এ উপযুক্ত নয় যে, তারা আল্লাহ্র (ঘর) মসজিদসমস্ত আবাদ করবে, অথচ

---

[৪৫১] ইলমে গায়বের সম্পর্ক জড়জগতের কোন ঘটনার ঘটা বা না ঘটার সঙ্গে নয়। ঘটনানিরপেক্ষরূপেই তা অর্জিত রয়েছে। পক্ষান্তরে ইলমে যাহিরের সম্পর্ক হল জড়জগতে ঘটনার ঘটা ও না ঘটার সঙ্গে। সেটা তখনই অর্জিত হয় যখন ঘটনা ঘটে। আয়াতের শব্দ হল وَلَمَّا يَعْلَمِ উপরে এর শব্দানুগ তরজমা করা হয়েছে। বিকল্প তরজমা হল, অথচ আল্লাহ্ এখনো দেখেনই নি...! সম্ভবত (তরজমার ক্ষেত্রে) ইলম ও জানার নফীর চেয়ে, দেখার নফীর মধ্যে অশোভনতা কম, কারণ বাস্তব ঘটনার সঙ্গে ইলমের চেয়ে অবলোকনের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ।

কুফুর অবলম্বন করে তারা তো নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হয়ে আছে। ওরা, বরবাদ হয়ে গিয়েছে তাদের আমলসমস্ত, আর আগুনের মধ্যে তারা চিরস্থায়ী হবে। ১৮. আল্লাহ্‌র (ঘর) মসজিদসমস্ত তো আবাদ করবে শুধু তারা যারা আল্লাহ্‌র প্রতি এবং শেষদিনের প্রতি ঈমান এনেছে এবং ছালাত কায়েম করেছে এবং যাকাত আদায় করেছে, আর আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে ভয় করেনি। তো খুবই সম্ভব যে, ওরাই হিদায়াতপ্রাপ্তদের থেকে শামিল হবে/ওরাই হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে।

اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَآجِّ وَ عِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ جٰهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ لَا يَسْتَوٗنَ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ هَاجَرُوْا وَ جٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ ۙ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ۝ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَ رِضْوَانٍ وَّ جَنّٰتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ ۝ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝

১৯. তোমরা কি হাজীদের 'যমযম-আপ্যায়ন'[৪৫২] এবং মসজিদুল হারামের সেবা-পরিচর্যাকে ঐ ব্যক্তির (আমলের) মত মনে কর যে আল্লাহ্‌র প্রতি এবং আখেরাতের প্রতি ঈমান এনেছে এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করেছে। আল্লাহ্‌র নিকট তারা সমান হতে পারে না। আর আল্লাহ্ যালিম কাউমকে হিদায়াত দান করেন না। ২০. যারা ঈমান এনেছে এবং হিজরত করেছে এবং নিজেদের 'জান-মাল' দ্বারা[৪৫৩] আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করেছে তারা আল্লাহ্‌র নিকট মর্যাদায় অনেক বিরাট, আর ওরাই সফলকাম। ২১. তাদের রব্ তাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন নিজের পক্ষ হতে রহমতের এবং সন্তুষ্টির এবং এমন বাগবাগিচার, যাতে তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী নেয়ামত। ২২. তাতে তারা অনন্তকাল থাকবে। বস্তুত আল্লাহ্, তাঁরই নিকট রয়েছে বিরাট প্রতিদান।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْٓا اٰبَآءَكُمْ وَ اِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَآءَ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْاِيْمَانِ ؕ وَ مَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝ قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَ اَبْنَآؤُكُمْ وَ اِخْوَانُكُمْ وَ اَزْوَاجُكُمْ وَ عَشِيْرَتُكُمْ وَ اَمْوَالُ ِۨاقْتَرَفْتُمُوْهَا وَ تِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَ مَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ جِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝

২৩. আয় আহলে ঈমান! তোমাদের পিতাদের এবং তোমাদের ভাইদের তোমরা আপনজনরূপে গ্রহণ কর না, যদি তারা ঈমানের উপর কুফুরকে প্রিয়তা দান করে। আর তোমাদের থেকে যারা তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, তো ওরাই হবে যালিম। ২৪. (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি বলুন, যদি তোমাদের পিতারা এবং তোমাদের পুত্ররা এবং তোমাদের ভাইয়েরা এবং তোমাদের স্ত্রীরা এবং তোমাদের খান্দান এবং ধনসম্পদ যা তোমরা (বহু কষ্টে) সঞ্চয় করেছো এবং তিজারত যার মন্দা পড়ার তোমরা আশঙ্কা কর এবং বাসভবনসমূহ যা তোমাদের খুব দিলপছন্দ, (এগুলো যদি)

---

[৪৫২] সাধারণ তরজমা হল, হাজীদের (যমযম) পান করান এবং ...

[৪৫৩] পূর্ণ মূলানুগ তরজমা, 'এবং নিজেদের মাল দ্বারা এবং নিজেদের জান দ্বারা...'

তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল থেকে এবং আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ থেকে তাহলে আল্লাহ্ তাঁর ফায়ছালা নিয়ে আসা পর্যন্ত খুব ইন্তিযার কর। আর আল্লাহ্ না-ফরমান কাউমকে হিদায়াত নছীব করেন না।

(রুকূ. ৪)

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِيْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ ۙ وَّ يَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْـًٔا وَّ ضَاقَتْ عَلَيْكُمُ
الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ ﴿۲۵﴾ ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَ اَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا
وَ عَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ وَ ذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۲۶﴾ ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۲۷﴾

২৫. সুনিশ্চিত, আল্লাহ্ তোমাদের সাহায্য করেছেন বহু স্থানে ও অবস্থানে এবং (বিশেষভাবে) হুনায়নের দিনেও, যখন তোমাদের আধিক্য তোমাদের মুগ্ধ করেছিল, অথচ তা তোমাদের কোন কাজেই এলো না, বরং ভূমি প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের উপর সঙ্কীর্ণ হয়ে গেলো, তারপর তোমরা পিঠ দেখিয়ে (লড়াই থেকে) পলায়ন করলে। ২৬. তারপর আল্লাহ্ আপন প্রশান্তি অবতারণ করলেন তাঁর রাসূলের উপর এবং মুমিনীনের উপর, আর এমন বাহিনীসমস্ত নামিয়ে দিলেন যা তোমরা দেখতে পাওনি, আর যারা কুফুর করেছে তাদের তিনি আযাব দিলেন, আর এটাই হল কাফিরদের (কুফুরের) প্রতিদান। ২৭. তারপর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করবেন ঐ অবস্থার পর তাকে তাওবা নছীব করবেন। আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا ۚ وَ اِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً
فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۤ اِنْ شَآءَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿۲۸﴾ قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ لَا بِالْيَوْمِ
الْاٰخِرِ وَ لَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ وَ لَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّ هُمْ صٰغِرُوْنَ ﴿۲۹﴾

২৮. আয় আহলে ঈমান! মুশরিকীন তো আগাগোড়া নাপাক,[৪৫৪] সুতরাং তাদের এই বছরের পর তারা যেন মসজিদুল হারামের কাছেও না যায়। আর (আয় আহলে ঈমান! আল্লাহ্র মোকাবেলায় এগুলো ছাড়তে গিয়ে) যদি তোমরা দারিদ্র্যের আশঙ্কা কর তাহলে অতিসত্বর আপন অনুগ্রহ দ্বারা আল্লাহ্ তোমাদের *'সচ্ছল'* করে দিবেন, যদি তিনি ইচ্ছা করেন। আল্লাহ্ তো সর্বজ্ঞ, মহাপ্রজ্ঞাবান। ২৯. ঐ সমস্ত আহলে কিতাব যারা না আল্লাহ্র উপর ঈমান আনে, না শেষদিনের উপর, আর না যাকিছু আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল হারাম করেছেন সেগুলোকে হারাম করে, আর না দ্বীনে হককে নিজেদের দ্বীনরূপে গ্রহণ করে, তাদের বিরুদ্ধে তোমরা লড়াই কর যতক্ষণ (না) তারা অপদস্থ হয়ে (নিজেদের) হাতে জিযয়া প্রদান করে।[৪৫৫]

---

[৪৫৪] শারীরিক অপবিত্রতা নয়, বিশ্বাসগত অপবিত্রতা। সুতরাং তাদের শরীর অপবিত্র নয়, তবে তাদের অস্তিত্বই অপবিত্র।

[৪৫৫] খেলাফতের অধীনে বাসকারী অমুসলিমদের উপর যে কর আরোপ করা হয়। এর বিনিময়ে তারা রাষ্ট্রের পক্ষ হতে নিরাপত্তা লাভ করে, আবার রাষ্ট্রের নিরাপত্তার দায়দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করে।

(রুকূ. ৫)

وَ قَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ ِابْنُ اللّٰهِ وَ قَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ ۚ يُضَاهِـُٔوْنَ قَوْلَ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ؕ قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ ۚ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ۝ اِتَّخَذُوْۤا اَحْبَارَهُمْ وَ رُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ الْمَسِيْحَ ابْنَ
مَرْيَمَ ۚ وَ مَاۤ اُمِرُوْۤا اِلَّا لِيَعْبُدُوْۤا اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ سُبْحٰنَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ
بِاَفْوَاهِهِمْ وَ يَاْبَى اللّٰهُ اِلَّاۤ اَنْ يُّتِمَّ نُوْرَهٗ وَ لَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ۝

৩০. আর ইয়াহূদ বলে, ওযায়র আল্লাহ্‌র পুত্র, আর নাছারা বলে, মাসীহ আল্লাহ্‌র পুত্র। এগুলো নিছক তাদের 'মুখগড়া' কথা, (হাকীকতের সঙ্গে যার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই।) আসলে তারা তাদের সদৃশ কথা বলছে যারা তাদের আগে কুফুরি করে রেখেছে। আল্লাহ্‌র ধিক্কার তাদের উপর, কোথায় দিকভ্রান্ত করে তাদের ঘোরানো হচ্ছে! ৩১. তারা তাদের আহবারকে এবং তাদের রোহবানকে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে আরবাব বানিয়ে নিয়েছে এবং মাসীহ ইবনে মারয়ামকেও,[৪৫৬] অথচ তাদের তো আদেশ করা হয়েছে শুধু এক ইলাহের ইবাদত করার। তিনি ছাড়া নেই কোন ইলাহ। যাকিছুকে তারা (আল্লাহ্‌র সঙ্গে) শরীক করে, তা থেকে তিনি চিরপবিত্র। ৩২. তারা চায় নিজেদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহ্‌র নূর নিভিয়ে দিতে, অথচ আল্লাহ্‌র একমাত্র সিদ্ধান্ত হল নিজের নূরকে পূর্ণতা দান করা, যদিও কাফিরীন (তা) অপছন্দ করে।[৪৫৭]

هُوَ الَّذِيْۤ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۙ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ۝ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا
اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَ الرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ وَ الَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ
الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝ يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ
فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَ جُنُوْبُهُمْ وَ ظُهُوْرُهُمْ ؕ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ۝

৩৩. তিনিই তো (ঐ মহান সত্তা,) যিনি আপন রাসূলকে হিদায়াত দিয়ে এবং দ্বীনে হক দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে সমস্ত দ্বীনের উপর তাঁকে জয়ী করেন, যদিও মুশরিকীন (তা) অপছন্দ করে। ৩৪. আয় আহলে ঈমান! উহু আহবার ও রোহবান কিন্তু মানুষের ধনসম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করে ফেলে, আর (মানুষকে) আল্লাহ্‌র রাস্তা থেকে বাধা দিয়ে রাখে। আর যারা সোনা-চাঁদি আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ না করে তা কুক্ষিগত করে রাখে, তো তাদের যন্ত্রণাদায়ক আযাবের খোশখবর দিন। ৩৫. (আযাব হবে ঐদিন) যেদিন সোনা-রূপা জাহান্নামের আগুনে গরম/তপ্ত করা হবে, অনন্তর তা দ্বারা দাগানো হবে তাদের কপাল এবং তাদের পার্শ্বদেশ এবং তাদের পৃষ্ঠদেশ। (আর তাদের উদ্দেশ্যে বলা হবে,) এ তো যা তোমরা কুক্ষিগত করেছ নিজেদের জন্য, তো যাকিছু তোমরা কুক্ষিগত করতে তার স্বাদ আস্বাদন কর।

---

[৪৫৬] হিবরুন, এর বহুবচন আহবারুন, যার অর্থ ইহুদী ধর্মজ্ঞানী। রাহিবুন, এর বহুবচন রোহবানুন, যার অর্থ নাছরানী সাধু, সংসারত্যাগী। আরবাব, এটি রব্বুন-এর বহুবচন, যার অর্থ খোদার মর্যাদায় যাদের বসানো হয়।

[৪৫৭] বিকল্প তরজমা, অথচ আল্লাহ্ তাঁর নূরের পূর্ণায়ণ ছাড়া সবকিছু প্রত্যাখ্যান করেন।

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ۚ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٦﴾ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ ۖ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ ۚ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٧﴾

৩৬. নিশ্চয় আল্লাহ্‌র কাছে মাসসমন্তের হিসাব হল বারো মাস, যা আল্লাহ্‌র কিতাবে (লাওহে মাহফূযে সেদিন থেকে কার্যকর রয়েছে) যেদিন আসমানসমন্ত ও যমীন আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন। তা থেকে চারটি (মাস) হল পবিত্র/নিষিদ্ধ (মাস)।[৪৫৮] এটাই হল সুসংহত দ্বীন। সুতরাং এই মাসগুলোর মধ্যে (এগুলোর পবিত্রতা নষ্ট করে) তোমরা নিজেদের উপর যুলুম কর না। আর তোমরা সবাই মিলে মুশরিকীনের বিরুদ্ধে লড়াই কর, যেমন তারা সবাই মিলে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ মুত্তাকীনের সঙ্গে রয়েছেন। ৩৭. এই যে *'নাসী'* (নিজেদের মতলবে মাসের হিসাব অগ্রপশ্চাত করা) এটা তো কুফুরের মধ্যে গুরুতর সংযোজন! যার দ্বারা কাফিরীনকে গোমরাহ করা হয়[৪৫৯]। (মাসগুলোর পবিত্রায়ণের) একাজকে তারা একবছর হালাল করে নেয়, আর একবছর হারাম করে নেয়, যাতে আল্লাহ্ যাকিছু (চারমাস) হারাম করেছেন, তার গণনা পুরা করতে পারে। এভাবে আল্লাহ্ যা হারাম করেছেন তা যেন তারা হালাল মনে করতে পারে।[৪৬০] বস্তুত (এভাবে শয়তানের পক্ষ হতে) তাদের নিকৃষ্ট কর্মকে তাদের সামনে শোভন করে তোলা হয়েছে। বস্তুত এমন কাফির সম্প্রদায়কে তো আল্লাহ্ হিদায়াত দান করেন না।

(রুকূ. ৬)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٣٨﴾ إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

৩৮. আয় আহলে ঈমান! তোমাদের কী হয়ে গেলো যে, যখন তোমাদের বলা হয়, আল্লাহ্‌র রাস্তায় (জিহাদের জন্য) অভিযান কর তখন তোমরা 'ভার' হয়ে মাটির সঙ্গে লেগে যাও! তোমরা কি আখেরাতের মোকাবেলায় দুনিয়ার জীবন নিয়ে খুশী হয়ে গিয়েছ! (এমনই যদি হয়) তাহলে (শুনে রাখ), আখেরাতের মোকাবেলায় দুনিয়ার জীবনের ভোগ তো খুব তুচ্ছ। ৩৯. যদি তোমরা অভিযানে যাত্রা না কর (তাহলে) আল্লাহ্ তোমাদের আযাব দেবেন বড় যন্ত্রণাদায়ক আযাব; আর

---

[৪৫৮] যিলকাদ, যিলহজ্ব, মুহর্‌রম ও রজব, এই চার চান্দ্রমাস, হযরত ইবরাহীম আ. এর যামানা হতেই পবিত্র মনে করে আসা হয়েছে, আর পবিত্রতার অর্থ হল এ মাসগুলোতে লড়াই ফাসাদ ও খুন-লুণ্ঠন বন্ধ রাখা।

[৪৫৯] বিকল্প তরজমা, এটা তো কুফুরের উপর কুফুর!/ এটা তো কুফুরের মধ্যে গুরুতর কুফুর।

[৪৬০]আল্লাহর নির্ধারিত মাসের বিন্যাসকে নিজেদের যুদ্ধবিগ্রহের প্রয়োজনে অগ্রপশ্চাত করে নিতো। এভাবে নিজেদের মতলবও হাছিল হতো, আবার হারাম মাসের সংখ্যাও ঠিক থাকতো। কিন্তু তারা বুঝতো না যে, এভাবে আল্লাহ্ যা হারাম করেছেন তা হালাল করা হয় (, আবার আল্লাহ্ যা হালাল করেছেন তা হারাম করা হয়)।

(জিহাদের আমলের জন্য) তোমাদের স্থানে অন্য কোন কাউম আনবেন।[৪৬১] আর তোমরা তাঁর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ্ তো সবকিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۚ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٠﴾

৪০. যদি তোমরা তাঁকে (আখেরী নবীকে) সাহায্য না কর তাহলে (তাঁর কোন ক্ষতি হবে না। কারণ) আল্লাহ্ তো তাঁকে সাহায্য করেছেন যখন কাফিরীন তাঁকে (মক্কা থেকে) বের করেছিল এমন অবস্থায় যে, তিনি ছিলেন দু'জনের দ্বিতীয় জন। যখন তাঁরা গুহার ভিতরে ছিলেন, যখন তিনি তাঁর সঙ্গীকে বলছিলেন, চিন্তা কর না, আল্লাহ্ তো আমাদের সঙ্গে আছেন। তখন আল্লাহ্ তাঁর উপর আপন সাকীনা (ও প্রশান্তি) নাযিল করেছেন, আর তাঁকে এমনসব লশকর দ্বারা সাহায্য করেছেন যা তোমরা দেখতে পাওনি। আর যারা কুফুরি করেছে তাদের বোল (ও বক্তব্য)কে হেয় করে দেখিয়েছেন। আর প্রকৃতপক্ষে তো আল্লাহ্র বোল (ও বাণীই) সর্বোচ্চে আসীন। আর আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাবান।[৪৬২]

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَٰكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ۚ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ۚ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٤٢﴾

৪১. (আয় আহলে ঈমান! জিহাদের জন্য) অভিযানে বের হয়ে পড়ো, তোমরা (অস্ত্রশস্ত্র ও সাজসরঞ্জামের দিক থেকে) হালকা অবস্থায় থাকো, বা ভার অবস্থায়। আর তোমরা আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ কর নিজেদের 'জানমাল' দ্বারা। তোমাদের এ কর্মই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা (জিহাদের হাকীকত) জানতে পারো। ৪২. পার্থিব সম্পদ যদি সহজলভ্য হতো, আর সফরও যদি অল্প কষ্টের হত[৪৬৩] তাহলে অবশ্যই তারা (মুনাফিকীন) আপনার অনুগামী হতো। কিন্তু দীর্ঘ কঠিন পথ তাদের জন্য আরো বেশী দূরের মনে হল (তাই ঘরে বসে থাকাই তারা নিরাপদ মনে করল)। আর (আপনি ফিরে যাওয়ার পর) অবশ্যই তারা আল্লাহ্র নামে কসম করবে (যে,) যদি পারতাম (তাহলে) অবশ্যই 'আপনাদের' সঙ্গে বের হতাম। (এই মিথ্যাচার ও জিহাদবিমুখতা দ্বারা) তারা আসলে নিজেদেরই বরবাদ করছে। আর আল্লাহ্ জানেন, অতি অবশ্যই এরা মিথ্যাবাদী।

---

[৪৬১] বিকল্প তরজমা, আর তোমাদের বিপরীত কোন কাউমকে তোমাদের বদলে আনবেন।

[৪৬২] হিজরতসংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এসময় আল্লাহ্র নবী ও তাঁর প্রিয় সঙ্গী হযরত আবূ বকর রা. ছাওর পর্বতের গুহায় আত্মগোপন করেছিলেন, আর মাকড়সা গুহার মুখে জাল বুনেছিল, ইত্যাদি।

[৪৬৩] আয়াতের মূল শব্দ হচ্ছে عَرَضًا যার অর্থ সম্পদ ও সামগ্রী قَرِيبًا অর্থ নিকটবর্তী, যা হাতের নাগালে, যা সহজলভ্য قَاصِدًا অর্থ মাঝামাঝি অবস্থার কিছু। বিকল্প তরজমা- সম্পদ যদি হাতের নাগালে হতো, আর সফর যদি সহনীয় কষ্টের হতো...

(রুকূ. ৭)

عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ ۚ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَ تَعْلَمَ الْكٰذِبِيْنَ ۝ لَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ
يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالْمُتَّقِيْنَ ۝ اِنَّمَا يَسْتَاْذِنُكَ
الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ ارْتَابَتْ قُلُوْبُهُمْ فَهُمْ فِيْ رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُوْنَ ۝ وَ لَوْ اَرَادُوا الْخُرُوْجَ
لَاَعَدُّوْا لَهٗ عُدَّةً وَّ لٰكِنْ كَرِهَ اللّٰهُ انْۢبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَ قِيْلَ اقْعُدُوْا مَعَ الْقٰعِدِيْنَ ۝

৪৩. (আয় পেয়ারে নবী!) আল্লাহ্ আপনাকে মার্জনা করেছেন, (তবে) আপনি তাদেরকে (জিহাদ থেকে পিছিয়ে থাকার) অনুমতি দিলেন কেন, যতক্ষণ (না) আপনার জন্য সুস্পষ্ট হয়ে যায় (তাদের বিষয়টি) যারা সত্য বলেছে, এবং (যতক্ষণ না) আপনি জেনে যান মিথ্যাবাদীদের। ৪৪. (আসল কথা হল,) যারা আল্লাহ্র প্রতি এবং শেষদিনের প্রতি ঈমান রাখে তারা নিজেদের 'জানমাল' দ্বারা জিহাদ না করার জন্য (বাহানা খুঁজে) আপনার অনুমতি চাইবে না; [৪৬৪] আর আল্লাহ্ মুত্তাকীন সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত।

৪৫. আপনার অনুমতি তো চাইবে যারা আল্লাহ্র প্রতি এবং শেষদিনের প্রতি (অন্তরে) ঈমান রাখে না, আর যাদের অন্তর সংশয়গ্রস্ত, ফলে তারা তাদের সংশয়ের মধ্যেই খাবি খাচ্ছে। ৪৬. আর (আসলেই) যদি তারা বের হওয়ার ইচ্ছা করত[৪৬৫] তাহলে তার জন্য তারা কিছু না কিছু প্রস্তুতি অবশ্যই নিতো।[৪৬৬] কিন্তু (আসল সত্য এই যে,) আল্লাহ্ তাদের উত্থিত হওয়াটাই অপছন্দ করেছেন, তাই তাদের বে-হিম্মত করে দিয়েছেন, আর বলে দেয়া হয়েছে, বসে থাকো তোমরা 'বসেথাকা'দের সঙ্গে/দলে।

لَوْ خَرَجُوْا فِيْكُمْ مَّا زَادُوْكُمْ اِلَّا خَبَالًا وَّ لَاْ اَوْضَعُوْا خِلٰلَكُمْ يَبْغُوْنَكُمُ الْفِتْنَةَ ۚ وَ فِيْكُمْ سَمّٰعُوْنَ لَهُمْ ؕ وَ اللّٰهُ
عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ۝ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَ قَلَّبُوْا لَكَ الْاُمُوْرَ حَتّٰى جَآءَ الْحَقُّ وَ ظَهَرَ اَمْرُ اللّٰهِ وَ هُمْ
كٰرِهُوْنَ ۝ وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ ائْذَنْ لِّيْ وَ لَا تَفْتِنِّيْ ؕ اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا ؕ وَ اِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ۝

৪৭. তোমাদের মধ্যে তারাও যদি বের হতো, *'ক্ষতি ও নৈরাজ্য'* ছাড়া বাড়তি কিছুই তোমাদের দিতো না, আর অবশ্যই তারা তোমাদের ফাঁকে ফাঁকে অবস্থান নিতো তোমাদের বিরুদ্ধে ফিতনা ও বিশৃঙ্খলার খোঁজে। আর তোমাদের মধ্যেও রয়েছে তাদের জন্য 'কানপাতা/কানখাড়া' মানুষ। আর যালিমীনের বিষয়ে আল্লাহ্ পূর্ণ জ্ঞাত। ৪৮. (ফিতনাপ্রবণতা তাদের জন্য নতুন কিছু না;) এর আগেও তো তারা ফিতনা খুঁজে বেড়িয়েছে এবং আপনার (ক্ষতি করার) জন্য পরিস্থিতি ওলটপালট করেছে, শেষপর্যন্ত হক এসে গেল এবং আল্লাহ্র ফায়ছালা জয়ী হয়ে গেল, আর তারা 'ফোঁসফাস'

---

[৪৬৪] বরং তারা তো শত প্রতিকূলতার মধ্যেও স্বতঃস্ফূর্তভাবে জিহাদে শামিল হতে চাইবে।

[৪৬৫] বিকল্প তরজমা– আর (জিহাদের) যাত্রায় (প্রকৃতই) যদি তারা আন্তরিক হতো...

[৪৬৬] যেমন তাদের চেয়ে দুর্বল ও অসচ্ছল লোকেরা করেছে। তো এখানে পার্থক্যরেখা নির্ধারিত হয়ে গিয়েছে যে, কারা আন্তরিক, কারা বাহানামুখী। (বাহানাবাজ শব্দটি সচেতনভাবেই পরিহার করা হয়েছে।)

করতেই থাকল।[৪৬৭] ৪৯. আর তাদের মধ্যে এমনো আছে যে বলে, (আমি গুরুতর নারীকাতর, তাই) আমাকে ছাড় দিন, আর আমাকে (রূমের ভূমিতে) ফিতনায় ফেলেন না।[৪৬৮] আসলে ফিতনায় তো তারা পড়েই আছে! আর নিঃসন্দেহে জাহান্নাম কাফিরীনকে ঘেরাও করবেই।

إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۚ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوا وَهُمْ فَرِحُونَ ﴿٥٠﴾ قُلْ لَنْ
يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ۚ هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ۖ
وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا ۖ فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ ﴿٥٢﴾

৫০. যদি কোন কল্যাণ আপনাকে 'সিক্ত' করে, তা তাদের 'বিরক্ত' করে। আর যদি কোন বিপদ আপনাকে আক্রান্ত করে, তারা বলতে শুরু করে, (বাঁচা গেলো! কারণ) আমরা আমাদের 'ব্যবস্থা' আগেই নিয়েছিলাম। আর (একথা বলে) বেশ 'খোশখোশাল' তারা ফিরে যায়। ৫১. (আয় পেয়ারে নবী! তাদের) আপনি বলুন, আমাদের জন্য আল্লাহ্ যা লিখে রেখেছেন তার বাইরে তো কিছু আমাদের আক্রান্ত করতেই পারে না। তিনিই আমাদের অভিভাবক, আর মুমিনীন আল্লাহ্রই উপর যেন ভরসা/তাওয়াক্কুল করে। ৫২. (মুনাফিকীনকে) আপনি (আরো) বলুন, এছাড়া আর কী যে, তোমরা আমাদের ক্ষেত্রে দু'টি উত্তম বিষয়ের কোন একটির জন্য অধীর প্রতীক্ষা করছ।[৪৬৯] আর আমরাও তোমাদের বিষয়ে অধীর প্রতীক্ষা করছি যে, আল্লাহ্ কোন আযাবে তোমাদের আক্রান্ত করবেন, হয় তাঁর নিজের পক্ষ হতে, না হয় আমাদের হাত দিয়ে। তো কর তোমরা অধীর প্রতীক্ষা, আমরাও তোমাদের সঙ্গে অধীর প্রতীক্ষারত।

قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ ۖ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٥٣﴾ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ
إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ﴿٥٤﴾ فَلَا تُعْجِبْكَ
أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ ۖ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿٥٥﴾

৫৩. আপনি (আরো) বলুন, তোমরা স্বেচ্ছায় খরচ কর, বা অনিচ্ছায়, তোমাদের থেকে তা কবূল করা হবে না কিছুতেই। (কারণ) শুরু থেকেই তো তোমরা পাপাচারী সম্প্রদায়। ৫৪. বস্তুত তাদের পক্ষ হতে *'আর্থিক সহায়তা'* গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বাধা অন্যকিছু নয়, শুধু এই যে, আল্লাহ্র প্রতি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি তারা কুফুরের আচরণ করেছে; আর তারা ছালাতে আসে না, তবে অতি অলস অবস্থায়।[৪৭০] আর (কোন নেককর্মে) তারা খরচ করে না, তবে নিতান্ত অনিচ্ছুক অবস্থায়। ৫৫. তো (আয় পেয়ারে নবী!)[৪৭১] আপনাকে যেন মুগ্ধ না করে, (না) তাদের সম্পদপ্রাচুর্য, না তাদের সন্তানসমৃদ্ধি;[৪৭২] আল্লাহ্ তো শুধু চান, (নাশোকরির কারণে) এগুলো দ্বারা দুনিয়ার জীবনে তাদের

---

[৪৬৭] আর তারা ঠোঁট কামড়াতেই থাকলো/নাপছন্দ করতেই থাকলো।

[৪৬৮] জিহাদের প্রতি বিমুখতার সঙ্গে চরম লজ্জাহীনতাও প্রকাশ পেয়েছে। তাই তাদের কথা আলাদা করে বলা।

[৪৬৯] একটি হল আল্লাহ্র রাস্তায় শহীদ, দ্বিতীয়টি হল বিজয় অর্জন করা, দু'টোই মুমিনের জন্য সৌভাগ্যের বিষয়।

[৪৭০] তবে খুব গড়িমসির অবস্থায়।

[৪৭১] এ সম্বোধন তো আসলে আছহাবে নবীকে, তারচে' বেশী পরবর্তী যুগের উম্মতকে।

[৪৭২] এগুলোর প্রাপ্তি যেমন শ্লাঘার বিষয় না, তেমনি অপ্রাপ্তিও ভেঙ্গে পড়ার বিষয় না, বরং তা হল ছবর ও শোকরের বিষয় এবং রিযা বিল কাযার (তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্টির) বিষয়।

আযাব দেন। আর তাদের জান যেন ছটফট করে বের হয় কাফির অবস্থায়।

وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ﴿٥٦﴾ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ
مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿٥٧﴾ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ
يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿٥٨﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن
فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴿٥٩﴾

৫৬. আর তারা আল্লাহ্‌র নামে হলফ করে যে, নিশ্চিতই তারা তোমাদের মধ্যে শামিল, অথচ তারা তোমাদের থেকে নয়, বরং তারা এমন কাউম যারা ভয়ে কাঁপতে থাকে। ৫৭. তারা যদি কোন 'পানাগাহ' পেয়ে যেতো, বা 'গুহাগর্ত', অথবা ঢুকে পড়ার কোন জায়গা, তাহলে অবশ্যই তারা সেদিকে লাগামছেঁড়া অবস্থায় ছুটতো।[৯৭৩] ৫৮. আর তাদেরই মধ্যে এমনো আছে যারা দান-ছাদাকার (বণ্টনের) বিষয়ে আপনাকে কটাক্ষ করে। তো যদি (চাহিদা অনুযায়ী) তা থেকে তাদের দেয়া হয় (তাহলে) তারা খুশী থাকে, আর যদি তা থেকে (সেভাবে) না দেয়া হয় (তাহলে) হঠাৎ দেখা যায়, তারা অসন্তোষে ফুঁসছে। ৫৯. পক্ষান্তরে যদি তারা তাতেই সন্তুষ্ট হতো যা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তাদের দিয়েছেন, আর বলতো, আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট; আগামীতে আল্লাহ্ আপন অনুগ্রহে আমাদের (আরো) দান করবেন এবং (দান করবেন) তাঁর রাসূল। আমরা তো আল্লাহ্‌রই দিকে আগ্রহান্বিত।

(রুকূ. ৮)

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ
أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ
لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦١﴾

৬০. আসলে যাবতীয় ছাদাকা তো হল গরীবদের জন্য এবং মিসকীনদের জন্য, যারা ছাদাকার ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত তাদের জন্য (পারিশ্রমিকরূপে) এবং যাদের মনতুষ্টির প্রয়োজন তাদের জন্য এবং 'গর্দানের' (আযাদ করার) কাজে এবং ঋণগ্রস্তদের (ঋণশোধের) কাজে এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় (নিয়োজিতদের প্রয়োজনে) এবং পথে পড়ে থাকা (মুসাফির)দের প্রয়োজনে। এটি আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে অবশ্যপালনীয় এক বণ্টনবিধান। আর আল্লাহ্ (সর্ববিষয়ে) পূর্ণ জ্ঞাত, পরম প্রজ্ঞাবান। ৬১. আর তাদের মধ্যে এমনো আছে যারা নবীকে কষ্ট দেয়, আর বলে, তিনি তো বিলকুল 'কানকাঁচা'!

---

[৯৭৩] 'পানাগাহ' মূল উচ্চারণ হল পানাহ, বা আশ্রয়, গাহ মানে স্থান। সহজায়নের জন্য একটি 'হ' উহ্য রাখা হয়েছে। সহজ বিকল্প হল, আশ্রয়স্থল।

[৪৭৪] আপনি (তাদের) বলে দিন, (তিনি তো) তোমাদের জন্য 'কল্যাণকর্ণ'। তিনি তো আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখেন এবং মুমিনদের কথা বিশ্বাস করেন এবং তিনি তো রহমত তোমাদের মধ্য হতে তাদের জন্য যারা ঈমান এনেছে। আর (সাবধান!) যারা আল্লাহ্‌র রাসূলকে কষ্ট দেয় তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيُرْضُوْكُمْ ۚ وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اَحَقُّ اَنْ يُّرْضُوْهُ اِنْ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ۝ اَلَمْ يَعْلَمُوْۤا اَنَّهٗ مَنْ يُّحَادِدِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاَنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا ؕ ذٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيْمُ ۝

৬২. তারা আল্লাহ্‌র নামে হলফ করে তোমাদের সামনে তোমাদের সন্তুষ্ট করার জন্য, অথচ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক হকদার যে, তারা তাঁকে সন্তুষ্ট করবে। যদি তারা সত্যি সত্যি মুমিন হতো (তাহলে এ সত্য তারা বুঝতে পারতো)। ৬৩. তারা কি জানে না যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে যে প্রতিপক্ষ বানাবে তো তার জন্য অনিবার্যভাবে রয়েছে জাহান্নামের আগুন, তাতে তারা চিরকাল থাকবে! (আর) সেটাই তো বিরাট অপদস্থতা।

يَحْذَرُ الْمُنٰفِقُوْنَ اَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ ؕ قُلِ اسْتَهْزِءُوْا ۚ اِنَّ اللّٰهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُوْنَ ۝ وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ ؕ قُلْ اَبِاللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ وَرَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ ۝ لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ ؕ اِنْ نَّعْفُ عَنْ طَآئِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً ۢ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ۝

৬৪. মুনাফিকীন এ বিষয়ে বড় শঙ্কায় থাকে যে, মুমিনীনের উপর এমন কোন সূরা না নাযিল করা হয় যা তাদের অবহিত করবে ঐ-বিষয় যা তাদের অন্তরে রয়েছে।[৪৭৫] আপনি বলুন, (আচ্ছা, যত পার) বিদ্রূপ করে নাও, আল্লাহ্ অবশ্যই বের/প্রকাশ করবেন ঐসব কথা যা নিয়ে তোমরা বড় ঘাবড়াচ্ছিলে। ৬৫. আর (আয় পেয়ারে নবী!) যদি আপনি তাদের জিজ্ঞাসা করেন, সত্যি সত্যি তারা বলবে, আমরা তো শুধু বিনোদনচর্চা করছিলাম এবং খেলা করছিলাম।[৪৭৬] আপনি বলুন, তাহলে তোমরা কি আল্লাহ্ এবং তাঁর আয়াতসমস্তের সঙ্গে এবং তাঁর রাসূলের সঙ্গে বিদ্রূপ/তামাশা করছিলে! ৬৬. তোমরা অজুহাত দেখিয়ো না, তোমরা তো নিজেদের ঈমান জাহির করার পর কুফুরি (প্রকাশ) করে ফেলেছ। যদিও তোমাদের একদলকে (আন্তরিক তাওবার কারণে) মার্জনা করি, অন্যদলকে অবশ্যই আযাব দেব, কারণ (বাইরে ও ভিতরে) তারা অপরাধী।

(রুকূ. ৯)

اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَيَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ ؕ

---

[৪৭৪] ভিন্ন তরজমা, তিনি তো আপাদমস্তক 'কান'! কানকথায় অতিমাত্রায় বিশ্বাসীকে অতিশয়তারূপে 'কান' বলা হয়, যেন সর্বসত্তায় সে একটা কান হয়ে গিয়েছে! নবীর শানে তারা এমন অসঙ্গত ও অমূলক শব্দ বলতো।

[৪৭৫] অর্থাৎ মুমিনীনের প্রতি তাদের অন্তরে যেসব উপহাসমূলক মনোভাব রয়েছে, এগুলো না আবার আয়াতের মাধ্যমে মুমিনীনকে জানিয়ে দেয়া হয়। তাহলে তো তাদের সুবিধা ও প্রাপ্তিগুলো ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যাবে।

[৪৭৬] বিকল্প তরজমা– আমরা তো শুধু 'ক্রীড়াকৌতুক/খেলতামাশা করছিলাম।

نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ ۚ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝ وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ۝

৬৭. মুনাফিকীন ও মুনাফিকাত[৩৩৩] (মন্দবিষয়ে) একে অন্যের মত: (মানুষকে) তারা মন্দের আদেশ করে এবং নেককাজ থেকে নিষেধ করে। আর (নেক কাজে খরচ করার ক্ষেত্রে) নিজেদের হাত তারা মুঠকরে রাখে। তারা আল্লাহ্‌কে ভুলে গিয়েছে, তাই আল্লাহ্ তাদের ভুলে গিয়েছেন। মুনাফিকীনই আসলে পাপাচারী। ৬৮. মুনাফিকীন, মুনাফিকাত ও কুফ্‌ফারকে আল্লাহ্ ওয়াদা করে রেখেছেন জাহান্নামের আগুনের, যাতে তারা চিরকাল থাকবে। (আর) সেটাই হবে তাদের 'খোশমাকাম'![৩৩৪] আর আল্লাহ্ তাদের অভিসম্পাত করেছেন, আর তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী আযাব।

كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَّاَكْثَرَ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا ۭ فَاسْتَمْتَعُوْا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِيْ خَاضُوْٓا ۭ اُولٰۗىِٕكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝ اَلَمْ يَاْتِهِمْ نَبَاُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ ۙ وَقَوْمِ اِبْرٰهِيْمَ وَاَصْحٰبِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكٰتِ ۭ اَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۚ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝

৬৯. (আয় মুনাফিকীন! তোমরা তো) তাদের মত যারা তোমাদের পূর্বে বিগত হয়েছে। শক্তিতে তারা তোমাদের চেয়ে 'শক্ত' ছিল এবং ধনে সন্তানে (তোমাদের চেয়ে) বেশী ছিল। তো নিজেদের ভাগের আয়েশ তারা ভোগ করেছে, আর তোমরা তোমাদের ভাগের আয়েশ ভোগ করেছো, যেমন যারা তোমাদের পূর্বে বিগত হয়েছে তারা নিজেদের ভাগের আয়েশ ভোগ করেছে। আর তোমরাও বেহুদা আলাপে মজেছ যেমন তারা মজেছে। ওরা, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের আমল বরবাদ হয়েছে। আর ওরাই হল আসল ক্ষতিগ্রস্ত। ৭০. আচ্ছা, তাদের কাছে কি আসেনি ঐ লোকদের খবর যারা তাদের পূর্বে বিগত হয়েছে, নূহের কাউম এবং 'আদ ও ছামূদ এবং ইবরাহীমের কাউম এবং মাদয়ানের বাসিন্দারা এবং ঐসব জনপদ যা উল্টে দেয়া হয়েছিল! তাদের কাছে এসেছিলেন তাদের রাসূল সুস্পষ্ট সুস্পষ্ট প্রমাণসহ; তো আল্লাহ্ তাদের উপর যুলুম করার ছিলেন না, কিছুতেই না, কিন্তু তারাই নিজেদের উপর যুলুম করে চলেছিল।

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۗءُ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۭ اُولٰۗىِٕكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝ وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ۭ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ۭ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

---

[৩৩৩] মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা/পুরুষ ও নারী (নির্বিশেষে) সমস্ত মুনাফিক...

[৩৩৪] সেটাই তাদের উপযুক্ত (স্থান)/ সেটাই তাদের জন্য যথেষ্ট।

৭১. আর মুমিনীন ও মুমিনাত (স্বভাবে) একে অপরের মত। তারা নেক কাজের আদেশ করে, আর মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে। আর ছালাত কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে, আর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে মান্য করে। ওরা, অবশ্যই আল্লাহ্ তাদের রহম করবেন, আল্লাহ্ তো মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাবান। ৭২. মুমিনীন ও মুমিনাতকে আল্লাহ্ এমন বাগবাগিচার ওয়াদা করেছেন, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় নহর-নালা, তাতে তারা চিরকাল থাকবে। আর (ওয়াদা করেছেন) সদাবাহার বাগবাগিচায় (বিদ্যমান) উত্তম সব বাসভবনের। তবে আল্লাহ্র পক্ষ হতে পরম সন্তুষ্টি সবচে' বড় বিষয় (আর জান্নাতীরা তা অবশ্যই পাবে)। আর সেটাই হল মহান সফলতা।

(রুক. ১০)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿٧٣﴾ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا
قَالُوا۟ ۗ وَلَقَدْ قَالُوا۟ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُوا۟ بَعْدَ إِسْلَٰمِهِمْ وَهَمُّوا۟ بِمَا لَمْ يَنَالُوا۟ ۚ وَمَا نَقَمُوٓا۟ إِلَّآ أَنْ أَغْنَىٰهُمُ ٱللَّهُ
وَرَسُولُهُۥ مِن فَضْلِهِۦ ۚ فَإِن يَتُوبُوا۟ يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ۖ وَإِن يَتَوَلَّوْا۟ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِى ٱلدُّنْيَا وَ
ٱلْءَاخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ مِن وَلِىٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٧٤﴾

৭৩. আয় (পেয়ারে) নবী! কাফিরীন ও মুনাফিকীনের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন, আর তাদের প্রতি কঠোর হোন। তাদের ঠিকানা তো জাহান্নাম, আর তা কত না মন্দ গন্তব্য! ৭৪. তারা আল্লাহ্র নামে হলফ করে (যে,) তারা (অমুক কথা) বলেনি, অথচ তারা কুফুরের কথা বলেছে এবং নিজেদের ইসলাম গ্রহণের পর কুফুরে মজেছে এবং এমন কিছুর মনস্থ করেছে যা তারা নাগালের মধ্যে পায়নি। [৪৭৯] তারা আসলে এ আক্রোশ মেটাতে চেয়েছে যে, আপন অনুগ্রহে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল মুমিনদের প্রাচুর্য দান করেছেন। তো যদি তারা তাওবা করে (তাহলে) তা তাদের জন্য কল্যাণকর হবে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় (তাহলে) দুনিয়াতে ও আখেরাতে আল্লাহ্ তাদের আযাব দেবেন যন্ত্রণাদায়ক আযাব। আর পৃথিবীতে না আছে তাদের জন্য কোন বন্ধু আর না কোন সাহায্যকারী।

وَمِنْهُم مَّنْ عَٰهَدَ ٱللَّهَ لَئِنْ ءَاتَىٰنَا مِن فَضْلِهِۦ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّآ ءَاتَىٰهُم مِّن فَضْلِهِۦ
بَخِلُوا۟ بِهِۦ وَتَوَلَّوا۟ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٧٦﴾ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِى قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُۥ بِمَآ أَخْلَفُوا۟ ٱللَّهَ مَا
وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا۟ يَكْذِبُونَ ﴿٧٧﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَىٰهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَّٰمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿٧٨﴾

৭৫. আর তাদের মধ্য হতে এমনো আছে যে আল্লাহ্কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, যদি আপন অনুগ্রহে তিনি আমাদের কিছু দান করেন তাহলে সত্যি সত্যি আমরা (তা থেকে) ছাদাকা করব, আর সৎ মানুষ হয়ে যাবো। ৭৬. তো যখন আল্লাহ্ আপন অনুগ্রহে তাদের দান করলেন, তখন তারা তা নিয়ে কৃপণতা করল, আর অবজ্ঞাভরে মুখ ফিরিয়ে নিল। ৭৭. ফলে আল্লাহ্ তাদের অন্তরে কপটতা

[৪৭৯] বিকল্প তরজমা, এমন চক্রান্তের তারা উদ্যোগ নিয়েছিল যাতে তারা সফল হয়নি। এখানে তাদের কোন চক্রান্তের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে যার বাস্তবায়ন তারা করতে চেয়েছিল, কিন্তু পারেনি।

স্থিত করে দিলেন ঐদিন পর্যন্ত যেদিন তারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে মিলিত হবে। (তা হয়েছে,) যে ওয়াদা তারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে করেছিল তার খেলাফ করার কারণে, আর লাগাতার তাদের মিথ্যা বলার কারণে। ৭৮. তারা কি জানতো না যে, আল্লাহ্ জানেন তাদের যাবতীয় গুপ্ত বিষয় এবং তাদের কানে কানে বলা কথা পর্যন্ত, আর (তারা কি জানতো না) এই যে, আল্লাহ্ সমস্ত গায়ব সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত।

اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّدَقٰتِ وَ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ اِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ ۙ سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ ۖ وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝ اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ۚ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ ۗ وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝

৭৯. (এরা সেই মুনাফিকীন) যারা খুশিমনে ছাদাকাকারী মুমিনীনকে কটাক্ষ করে এবং তাদেরও (কটাক্ষ করে) যারা নিজেদের কষ্টার্জিত জিনিস ছাড়া (দান করার জন্য) আর কিছু পায় না: তাই তারা তাদের প্রতি উপহাস করে, আল্লাহ্ তাদের উপহাসের সাজা দেবেন। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। ৮০. (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি তাদের জন্য ইস্‌তিগফার করুন বা তাদের জন্য ইস্‌তিগফার না করুন, যদি আপনি তাদের জন্য সত্তরবারও ইস্‌তিগফার করেন তবু আল্লাহ্ কিছুতেই তাদের মাফ করবেন না। তা এ-কারণে যে, তারা আল্লাহ্‌র প্রতি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি কুফুর করেছে। আর আল্লাহ্ পাপাচারী কাউমকে হিদায়াত দান করেন না।

(রুকূ. ১১)

فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلٰفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَ كَرِهُوْٓا اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ قَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا فِي الْحَرِّ ۗ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا ۗ لَوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ ۝ فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا وَّ لْيَبْكُوْا كَثِيْرًا ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝

৮১. (গাযওয়া তাবূকে) যাদের *'পিছনমুখী'* করা হয়েছিল তারা আল্লাহ্‌র রাসূলের (তাবূকযাত্রার) পর (নিজেদের ঘরে) বসে থাকা দ্বারা খুব খুশী হয়েছে, আর তারা বেশ অপছন্দ করেছিল যে, নিজেদের 'জানমাল' নিয়ে তারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করবে। আর তারা (একে অন্যকে) বলেছিল, এমন গরমে যাত্রা কর না! আপনি বলুন, জাহান্নামের আগুন তো আরো গরম। হায়, যদি তারা (আসল সত্য) উপলব্ধি করত! ৮২. তো (দুনিয়াতে) তারা অল্পকিছু হেসে নিক, তবে (আখেরাতে) যেন খুব কাঁদে ঐ বদআমলের প্রতিদানরূপে যা তারা (দুনিয়াতে) কামাই করেছিল।

فَاِنْ رَّجَعَكَ اللّٰهُ اِلٰى طَآئِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَاْذَنُوْكَ لِلْخُرُوْجِ فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُوْا مَعِيَ اَبَدًا وَّ لَنْ تُقَاتِلُوْا مَعِيَ عَدُوًّا ۗ اِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُوْدِ اَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوْا مَعَ الْخٰلِفِيْنَ ۝ وَ لَا تُصَلِّ عَلٰٓى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّ لَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ ۗ اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ مَاتُوْا وَ هُمْ فٰسِقُوْنَ ۝ وَ لَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَ اَوْلَادُهُمْ ۗ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَ تَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَ هُمْ كٰفِرُوْنَ ۝

৮৩. তো (আয় পেয়ারে নবী!) আল্লাহ্ যদি আপনাকে তাদের কোন দলের কাছে ফিরিয়ে আনেন

আর তারা (অন্য জিহাদে) বের হওয়ার জন্য আপনার অনুমতি চায়, তাহলে আপনি বলে দিন, কিছুতেই কখনোই তোমরা বের হবে না আমার সঙ্গে, আর কিছুতেই (কখনোই) আমার সঙ্গে কোন শত্রুর বিরুদ্ধে তোমরা লড়াই করবে না। প্রথমবারে তো তোমরা বসে থাকতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছো, তো বসে থাকো তোমরা 'পিছনেপড়েথাকাদের'/পিছনমুখীদের সঙ্গে। ৮৪. তাদের থেকে কেউ মারা গেলে, আপনি কখনো তার জানাযা পড়বেন না এবং তার কবরের কাছে দাঁড়াবেন না। তারা তো আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি কুফুর করেছে, আর মারাও গিয়েছে পাপাচারী/নাফরমান অবস্থায়। ৮৫. আর তাদের সম্পদপ্রাচুর্য এবং সন্তানসমৃদ্ধি আপনাকে যেন মুগ্ধ/প্রলুব্ধ না করে।[৪৮০] আল্লাহ্ শুধু চান যে, দুনিয়াতে তা দ্বারা[৪৮১] তাদের আযাব দেবেন, আর ছটফটিয়ে তারা জান দেবে কাফির অবস্থায়।

وَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ ءَامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَجَٰهِدُوا۟ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَـْٔذَنَكَ أُو۟لُوا۟ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا۟ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَٰعِدِينَ ﴿٨٦﴾ رَضُوا۟ بِأَن يَكُونُوا۟ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٨٧﴾ لَٰكِنِ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ جَٰهَدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلْخَيْرَٰتُ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٨٨﴾ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿٨٩﴾

৮৬. আর যখন কোন সূরা নাযিল হয় যে, তোমরা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনো, আর আল্লাহ্র রাসূলের সঙ্গে জিহাদ কর তখন তাদের মধ্য হতে সক্ষমতার অধিকারীরা আপনার কাছে 'ছাড়' চায়. আর বলে, আমাদের ছেড়ে দিন, যেন আমরাও থাকি তাদের সঙ্গে যারা (ওযরের কারণে) বসে আছে। ৮৭. তারা এতে খুশী আছে যে, পিছনে পড়ে থাকা অবলাদের সঙ্গে তারা থাকবে, আসলে তাদের কলবে মোহর করে দেয়া হয়েছে, তাই তারা উপলব্ধি করে না (যে, এভাবে তারা কত নীচে নেমে যাচ্ছে)। ৮৮. তবে (আল্লাহ্র) রাসূল, আর যারা তাঁর সঙ্গে ঈমান এনেছে তারা নিজেদের 'জানমাল' দ্বারা জিহাদ করেছে। ওরা, বস্তুত তাদেরই জন্য রয়েছে সর্বকল্যাণ, আর ওরাই হল সফলকাম। ৮৯. আল্লাহ্ তাদের জন্য তৈরী করেছেন এমন বাগবাগিচা, যার তলদেশ দিয়ে নহর-নালা প্রবাহিত হয়, তাতে তারা চিরকাল থাকবে। সেটাই তো বিরাট সফলতা।

(রুক. ১২)

وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ ۚ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٩٠﴾ لَّيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا۟ لِلَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۚ مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٩١﴾

৯০. দেহাতীদের মধ্য হতেও বাহানামুখীরা এসেছে, যেন তাদের ছাড় দেয়া হয়। তো এভাবেই

---

[৪৮০] ভিন্ন তরজমা– আর আপনাকে যেন মুগ্ধ/প্রলুব্ধ না করে, (না) তাদের সম্পদ, আর না তাদের সন্তানসন্ততি।
[৪৮১] .... দুনিয়াতে ঐ প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধি দ্বারা...

বসে থাকলো যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে মিথ্যা বলেছে। তাদের মধ্য হতে যারা কুফুর করেছে, যন্ত্রণাদায়ক আযাব অতিসত্বর তাদের আক্রান্ত করবে। ৯১. (জিহাদে যেতে না পারায়) কোন গোনাহ নেই, (না) দুর্বলদের উপর, না অসুস্থদের উপর, আর না তাদের উপর যারা খরচ করার মত কিছু পায় না, (এটা হবে) যখন তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি শুভকামী থাকবে। বস্তুত নেককারদের উপর (দায় আরোপের) কোন পথ নেই। আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَّلَا عَلَى الَّذِيْنَ اِذَا مَآ اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ اَجِدُ مَآ اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ۖ تَوَلَّوْا وَّاَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ
حَزَنًا اَلَّا يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُوْنَ ﴿٩٢﴾ اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَسْتَاْذِنُوْنَكَ وَهُمْ اَغْنِيَآءُ ۚ رَضُوْا بِاَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ
الْخَوَالِفِ ۙ وَطَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٩٣﴾

৯২. আর তাদের উপরো কোন দায় নেই যারা যখন আপনার কাছে আসে, যাতে আপনি তাদের বাহনের ব্যবস্থা করেন, (তখন) আপনি বলেন, আমি তো এমন বাহন পাচ্ছি না, যাতে তোমাদের বহন করাবো। তখন তারা ফিরে যায়, আর তাদের চোখ অশ্রুতে প্লাবনপূর্ণ হয়ে ওঠে, এই দুঃখে যে খরচ করার অর্থ তারা যোগাড় করতে পারছে না[৪৮২]। ৯৩. অভিযোগ তো তাদের উপর যারা সচ্ছল অবস্থায় আপনার কাছে ছাড় তলব করে। আসলে তারা পিছনে পড়ে থাকা অবলাদের সঙ্গে থাকতে রাজী হয়ে গিয়েছে। আসলে আল্লাহ্ তাদের কলবের উপর মোহর করে দিয়েছেন, তাই তারা জানে না (যে, নিজেদের পায়ে নিজেরা কীভাবে কুড়াল মারছে)।

***

يَعْتَذِرُوْنَ اِلَيْكُمْ اِذَا رَجَعْتُمْ اِلَيْهِمْ ۭ قُلْ لَّا تَعْتَذِرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّاَنَا اللّٰهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ ۭ وَسَيَرَى اللّٰهُ
عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٤﴾ سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَا
انْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوْا عَنْهُمْ ۭ فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمْ ۭ اِنَّهُمْ رِجْسٌ ۙ وَّمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۚ جَزَاۗءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٩٥﴾
يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ۚ فَاِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٩٦﴾

৯৪. * (আয় আহলে ঈমান!) যখন তোমরা তাদের কাছে ফিরে যাবে তখন অবশ্যই তোমাদের কাছে তারা অজুহাত খাড়া করবে। (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি বলুন, তোমরা ওযর দেখিয়ো না, আমরা তোমাদের প্রতি কিছুতেই বিশ্বাস করব না, (কারণ) আল্লাহ্ তো তোমাদের কিছু কিছু সমাচার আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। আর অচিরেই তোমাদের আমল দেখবেন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল। তারপর তোমাদের ফিরিয়ে দেয়া হবে ঐ মহান সত্তার দিকে যিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের বিষয়ে জ্ঞাত। তো (আখেরাতে) তিনি তোমাদের পূর্ণরূপে অবগত করবেন ঐ আমল সম্পর্কে যা তোমরা অব্যাহতভাবে করে আসছিলে। ৯৫. যখন তোমরা তাদের কাছে ফিরে যাবে তখন অবশ্যই তারা

---

[৪৮২] সুসংক্ষিপ্ত তরজমা, আমি তো তোমাদের বহন করানোর মত বাহন পাচ্ছি না! তখন তারা ফিরে যায়, আর তাদের চোখে অশ্রুর ঢল নামে, এই দুঃখে যে খরচ করার অর্থ তারা যোগাড় করতে পারছে না।

তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র নামে হলফ করবে, যেন তোমরা তাদের এড়িয়ে যাও। তো তাদের তোমরা এড়িয়েই যেয়ো, আসলে তারা তো আগাগোড়া নাজাসাত ও নাপাক জিনিস, আর যাকিছু (বদ আমল) তারা কামাই করতে থেকেছে তার পরিণামে তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। ৯৬. তারা তোমাদের জন্য হলফ করবে, যাতে তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও, তো তোমরা যদি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েও যাও, আল্লাহ্ কিন্তু ফাসিক কাউমের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না।

اَلْاَعْرَابُ اَشَدُّ كُفْرًا وَّ نِفَاقًا وَّ اَجْدَرُ اَلَّا يَعْلَمُوْا حُدُوْدَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝ وَ
مِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَّتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَّ يَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَآئِرَ ؕ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ؕ وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ
عَلِيْمٌ ۝ وَ مِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبٰتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَ صَلَوٰتِ الرَّسُوْلِ ؕ
اَلَآ اِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ؕ سَيُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

৯৭. বেদুঈনরা (তাদের মুনাফিকীন) কুফুরে ও নিফাকে অন্যদের চেয়ে বেশী শক্ত, আর তারা এ-কথার বেশী উপযুক্ত যে, ঐ দ্বীনের সীমারেখা (সম্পর্কে কিছুই) জানবে না যা আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের উপর নাযিল করেছেন। আর আল্লাহ্ (সর্ববিষয়ে) পূর্ণ জ্ঞাত, মহাপ্রজ্ঞাবান। ৯৮. আর বেদুঈনদের থেকে এমনও আছে যারা, যাকিছু (আল্লাহ্‌র রাস্তায়) খরচ করে সেটাকে *'জরমানা'* মনে করে, আর তোমাদের বিষয়ে বহুমুখী বিপদচক্রের অধীর প্রতীক্ষা করে, (বরং) তাদেরই উপর আসুক নিকৃষ্ট বিপদচক্র। বস্তুত আল্লাহ্ (সর্ববিষয়ে) পূর্ণশ্রোতা, (সর্ববিষয়ে) পূর্ণজ্ঞাত। ৯৯ আর বেদুঈনদের থেকে এমনও রয়েছে যারা আল্লাহ্‌র প্রতি এবং শেষদিনের প্রতি ঈমান রাখে, আর (আল্লাহ্‌র রাস্তায়) যা খরচ করে সেটাকে অছীলারূপে গ্রহণ করে আল্লাহ্‌র কাছে পরম নৈকট্যলাভের এবং রাসূলের অশেষ দু'আ লাভের। শোনো, অবশ্যই এটি তাদের জন্য নৈকট্যলাভের মাধ্যম। অবশ্যই আল্লাহ্ আপন রহমতের মধ্যে তাদের দাখেল করবেন। আল্লাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(রুকূ. ১৩)

وَ السّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَ الْاَنْصَارِ وَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ ۙ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ وَ اَعَدَّ
لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝ وَ مِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ مُنٰفِقُوْنَ ۛؕ وَ مِنْ
اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ۛؔ مَرَدُوْا عَلَى النِّفَاقِ ۫ لَا تَعْلَمُهُمْ ؕ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ؕ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ اِلٰى عَذَابٍ عَظِيْمٍ ۝

১০০. আর মুহাজিরীন ও আনছার থেকে (ঈমান আনয়নে) যারা শীর্ষ অগ্রগামী, আর যারা নিষ্ঠার সঙ্গে তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, আর তারাও আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে; আর তিনি তাদের জন্য এমন বাগবাগিচা প্রস্তুত করেছেন, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় নহর-নালা। তাতে তারা অনন্তকাল থাকবে। সেটাই হল মহান সফলতা। ১০১. আর তোমাদের চারপাশের বেদুঈনদের থেকে কিছু মুনাফিক রয়েছে, এমনকি আহলে মাদীনা থেকেও, নিফাকের উপর তারা (রীতিমত) চৌকশ হয়েছে। আপনি তাদের চেনেন না, আমি চিনি তাদের। তাদের আমি *'দু'দফা'* আযাব দেব (মুসলিমদের বিজয়ের কারণে অন্তর্জ্বালা, আর নিজেদের মুখোশ সরে যাওয়ার আশঙ্কা ও লজ্জা)। তারপর তাদের ঠেলে দেয়া হবে (আখেরাতের) বিরাট আযাবের দিকে।

وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا ؕ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٠٢﴾
خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿١٠٣﴾
اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَاْخُذُ الصَّدَقٰتِ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿١٠٤﴾

১০২. আর কিছু আছে যারা তাদের গোনাহসমস্ত স্বীকার করে নিয়েছে। তারা মিশ্র আমল করেছে, কিছু নেক, আর কিছু মন্দ[৪৮৩]। খুবই সম্ভব যে, আল্লাহ্ তাদের তাওবা কবূল করবেন। আল্লাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ১০৩. (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি ছাদাকা গ্রহণ করুন তাদের *'আমওয়াল'* থেকে, যা দ্বারা আপনি তাদের পাক-ছাফ করবেন, আর (ছাদাকা গ্রহণের পর) তাদের উপর দু'আ *'বর্ষণ'* করুন। আপনার দু'আবর্ষণ তাদের জন্য অবশ্যই প্রশান্তির কারণ। আর আল্লাহ্ খুব শোনেন, খুব জানেন। ১০৪. আচ্ছা, তারা কী জানেনি যে, আল্লাহ্ই তাঁর বান্দাদের পক্ষ হতে তাওবা কবূল করেন এবং ছাদাকাসমস্ত গ্রহণ করেন, আর (জানেনি) যে, আল্লাহ্ই পরম তাওবা-কবূলকারী, পরম দয়ালু।

وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ وَسَتُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٠٥﴾ وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِاَمْرِ اللّٰهِ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَاِمَّا يَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١٠٦﴾

১০৫. আর (আয় পেয়ারে নবী! তাদের) আপনি বলুন, তোমরা আমল করতে থাকো, অবশ্যই তোমাদের আমল দেখবেন আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল ও মুমিনীন। তারপর তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে ঐ মহান সত্তার দিকে যিনি অদৃশ্য ও দৃশ্য (সর্ববিষয়ে পূর্ণ) জ্ঞাত, তখন তিনি তোমাদের অবহিত করবেন, যাকিছু আমল তোমরা করতে, সে বিষয়ে। ১০৬. আর আরো কিছু লোক আছে যাদের সম্পর্কে (আল্লাহ্র ফায়ছালা) বিলম্বিত করা হয়েছে আল্লাহ্র হুকুম আসা পর্যন্ত। (হুকুম আসার পর) হয় তিনি তাদের আযাব দেবেন, না হয় তাদের উপর সদয় হবেন। আর আল্লাহ্ (সর্ববিষয়ে) পূর্ণ জ্ঞাত, পরম প্রজ্ঞাবান।

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّكُفْرًا وَّتَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ مِنْ قَبْلُ ؕ وَلَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَدْنَآ اِلَّا الْحُسْنٰى ؕ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿١٠٧﴾

১০৭. আর যারা একটি মসজিদ বানিয়েছে (মু'মিনীনের) অনিষ্ট করার জন্য এবং কুফুর ছড়ানোর জন্য এবং মু'মিনীনের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির জন্য এবং যারা আগে থেকেই আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত রয়েছে তাদের অনুকূলে আখড়া বানানোর জন্য, (তো তাদের বিষয়ে সর্তক থাকুন)। আর তারা কিন্তু অবশ্যই হলফ করবে যে, আমরা তো শুধু কল্যাণই ইচ্ছা করেছি।[৪৮৪] অথচ স্বয়ং আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, সত্যি সত্যি তারা মিথ্যাবাদী।

---

[৪৮৩] তারা ভালো ও মন্দের মিশ্র আমল করেছে।

[৪৮৪] আমরা তো কল্যাণ ছাড়া আর কিছু চাইনি!

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ۚ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ
يَتَطَهَّرُوا ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ۝ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ
بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ
الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

১০৮. তাতে (ঐ-নামসর্বস্ব মসজিদে) কখনো আপনি অবস্থান করবেন না। প্রথমদিন হতেই যে মসজিদের বুনিয়াদ রাখা হয়েছে তাক্বওয়ার উপর, তা অধিক হকদার যে, আপনি তাতে অবস্থান করবেন। তাতে কিছু লোক রয়েছে, যারা পাকপবিত্রতা অর্জন করতে ভালোবাসে। আর আল্লাহ্ পাকপবিত্রদের ভালোবাসেন। ১০৯. আচ্ছা, যে তার ভবনের ভিত্তি রেখেছে আল্লাহ্র সমীহ ও সন্তুষ্টির উপর,[৪৮৫] সে উত্তম নাকি যে তার বালাখানার ভিত্তি রেখেছে এক খাদের পতনমুখী কিনারায়, আর তা তাকে নিয়ে পড়ে গেল জাহান্নামের আগুনে! বস্তুত আল্লাহ্ যালিম কাউমকে হিদায়াত দান করেন না। ১১০. যে বালাখানা তারা তৈরী করেছে তা তাদের অন্তরে সংশয় (-এর উপাদান) হয়ে থাকবে যতক্ষণ (না) তাদের অন্তর টুকরা টুকরা হয়ে যায়। আর আল্লাহ (সর্ব-বিষয়ে) পূর্ণজ্ঞাত, পরম প্রজ্ঞাবান।

(রুকূ. ১৪)

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَ
يُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ
الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

১১১. আল্লাহ্ তো মুমিনীন থেকে তাদের জান এবং তাদের মাল[৪৮৭] খরিদ করে নিয়েছেন এই বিনিময়ে যে, জান্নাত তাদেরই জন্য। (সুতরাং) তারা আল্লাহ্র রাস্তায় লড়াই করে, অনন্তর হত্যা করে এবং নিহত হয়।[৪৮৮] (এটা) এক সত্য ওয়াদা যার দায় আল্লাহ্ নিজের উপর নিয়েছেন তাওরাতে, ইন্জীলে ও কোরআনে। আর কে আছে আল্লাহ্র চেয়ে বেশী নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী! সুতরাং যে সওদা তোমরা আল্লাহ্র সঙ্গে করেছো, তা নিয়ে তোমরা আনন্দ/উচ্ছ্বাস কর। আর সেটাই হল মহান সফলতা।

التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ۚ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ۝ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَ
لَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۝

---

[৪৮৬] বিকল্প তরজমা, যে মসজিদ প্রথম দিন থেকেই নির্মাণ করা হয়েছে তাকওয়ার (বুনিয়াদের) উপর....

[৪৮৫] আচ্ছা, যে তার ঘর তৈরী করেছে আল্লাহ্র পক্ষ হতে তাকওয়া ও সন্তুষ্টির (বুনিয়াদের) উপর....

[৪৮৭] বিকল্প তরজমা, 'তাদের জান-মাল'/ 'তাদের জান ও মাল'।

[৪৮৮] বিকল্প তরজমা, তারা আল্লাহ্র রাস্তায় লড়াই করে, তারপর মারে ও মরে। (মারে বা মরে)।

১১২. (কারা এই ভাগ্যবান সওদাগর!) যারা তাওবা করে, ইবাদত করে, হামদ ও প্রশংসা করে, ছিয়াম করে, রুকূ-সিজদা করে, সৎকাজের আদেশ করে, আর মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে, আল্লাহ্‌র (আহকাম ও বিধানের) সীমারেখা/সীমা ও সীমানা রক্ষা করে: আর আপনি মু'মিনীনকে সুসংবাদ দান করুন। ১১৩. নবীর জন্য, আর যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য শোভন নয় যে, তারা মুশরিকীনের জন্য ইস্‌তিগফার করবে, তাদের জন্য এটা পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পরো যে, তারা জাহান্নামী, হোক না তারা (তাদের) নিকটাত্মীয়।

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرٰهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَآ إِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗٓ أَنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۚ إِنَّ
إِبْرٰهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ۝١١٤ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًۢا بَعْدَ إِذْ هَدٰىهُمْ حَتّٰى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَّا يَتَّقُونَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝١١٥ إِنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ يُحْيِۦ وَيُمِيتُ ۚ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيرٍ ۝١١٦

১১৪. আর ইবরাহীম যে তাঁর পিতার জন্য ইস্‌তিগফার করেছিলেন, তা শুধু এক ওয়াদার কারণে যা তিনি আপন পিতার সঙ্গে করেছিলেন, তবে (কুফুরের উপর মৃত্যুর কারণে) যখন তাঁর জন্য পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, সে আল্লাহ্‌র এক শত্রু তখন তিনি তার থেকে দায়মুক্ত হয়ে গেলেন। সত্যি সত্যি ইবরাহীম অতি 'আহাযার', অতি সহনশীল (ছিলেন)[১১৯]। ১১৫. আর আল্লাহ্ এমন কিছুতেই নন যে, কোন কাউমকে হিদায়াত দান করার পর তাদের গোমরাহ করে দেবেন যতক্ষণ (না) তাদের সামনে বয়ান করে দেন যে, কী কী বিষয় থেকে তারা বাঁচবে! অবশ্যই আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে পূর্ণ জ্ঞাত। ১১৬. আল্লাহ্, তাঁরই জন্যই তো রয়েছে আসমানসমস্ত ও যমীনের নিরঙ্কুশ মালিকানা। তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দান করেন। আর তোমাদের জন্য আল্লাহ্ ছাড়া না আছে কোন অভিভাবক, (আর) না কোন সাহায্যকারী।

لَقَد تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهٰجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ
فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّهٗ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝١١٧ وَعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا ۚ حَتّٰٓى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ
بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوٓا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللّٰهِ إِلَّآ إِلَيْهِ ۚ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ۚ إِنَّ اللّٰهَ
هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝١١٨

১১৭. সুনিশ্চিত, আল্লাহ্ সদয় হয়েছেন নবীর উপর, মুহাজিরীন ও আনছারের উপর যারা কঠিন সঙ্কটের সময়ে তাঁর অনুসরণ করেছে, বিশেষ করে ঐ অবস্থার পর যে, তাদের একটা দলের অন্তর বিচ্যুত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, তারপর আল্লাহ্ ঐ দলের উপর সদয় হয়েছেন। নিঃসন্দেহে তিনি তাদের প্রতি পরম স্নেহশীল, পরম দয়ালু। ১১৮. আর (তিনি সদয় হয়েছেন) ঐ তিনজনের উপর যাদের বিষয়টি স্থগিত রাখা হয়েছিল। এমনকি যখন ভূমি তার প্রশস্ততা সত্ত্বেও তাদের উপর সঙ্কীর্ণ হয়ে গেলো এবং তাদের জীবনও তাদের উপর সঙ্কীর্ণ হয়ে গেলো, আর তারা ভাবল

---

[১১৯] আহাযার, শব্দটি ফারসি থেকে বাংলার আদলে তৈরী, যিনি খুব আহাযারি করেন, বাংলা প্রতিশব্দ, খুব কান্নাকাতর, ক্রন্দনপ্রিয়, থানবী রহ. লিখেছেন, অতি মমতাকাতর, যার কারণে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মাগফিরাতের ক্ষীণ আশা থাকার কারণে পিতার জন্য দু'আ করেই গিয়েছেন। আর সহনশীলতার কারণে পিতার সমস্ত কষ্টদায়ক আচরণ 'সহন' করে গিয়েছেন।

যে, আল্লাহ্ থেকে (বাঁচার জন্য) তাঁরই অভিমুখে ছাড়া কোন আশ্রয়স্থল নেই।[৪৯০] তারপর তিনি তাদের প্রতি সদয় হলেন, যাতে (ভবিষ্যতেও) তারা আল্লাহ্র অভিমুখী হয়। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ পরম তাওবাকবূলকারী, পরম দয়ালু।

(রুকু. ১৫)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١١٩﴾ مَا كَانَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَ مَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ اَنْ يَّتَخَلَّفُوْا عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ وَ لَا يَرْغَبُوْا بِاَنْفُسِهِمْ عَنْ نَّفْسِهٖ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ لَا يُصِيْبُهُمْ ظَمَاٌ وَّ لَا نَصَبٌ وَّ لَا مَخْمَصَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ لَا يَطَـُٔوْنَ مَوْطِئًا يَّغِيْظُ الْكُفَّارَ وَ لَا يَنَالُوْنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهٖ عَمَلٌ صَالِحٌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٢٠﴾

১১৯. আয় আহলে ঈমান! তোমরা আল্লাহ্কে সমীহ কর, আর সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকো। ১২০. আহলে মাদীনাহ্ এবং তাদের চারপাশের বেদুঈনদের জন্য মোটেই শোভন নয় যে, আল্লাহ্র রাসূল থেকে তারা পিছিয়ে থাকবে, আর না (শোভন) যে, নিজেদের জানের জন্য নবীর জান থেকে বিমুখ হয়ে যাবে। তা এজন্য যে, যখনই আল্লাহ্র রাস্তায় তাদের কোন পিপাসা লাগে, বা ক্লান্তিবোধ হয়, বা ক্ষুধার কষ্ট হয়, বা এমন কোন ভূমিতে তারা পদার্পণ করে, যা কাফিরদের যন্ত্রণাদগ্ধ করে, বা যখন তারা শত্রুর কোন ক্ষতি সাধন করে, এমন প্রতিটি কাজের বিপরীতে অবশ্যই কোন নেক আমল তাদের জন্য (তাদের আমলনামায়)লেখা হয়। সত্যি, আল্লাহ্ নেককারদের প্রতিদান নষ্ট করেন না।

وَ لَا يُنْفِقُوْنَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَّ لَا كَبِيْرَةً وَّ لَا يَقْطَعُوْنَ وَادِيًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٢١﴾ وَ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً ؕ فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَ لِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْٓا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ ﴿١٢٢﴾

১২১. আর (আল্লাহ্র নামে) তারা যাকিছু খরচ করে, ছোট, বা বড় এবং (আল্লাহ্র রাস্তায়) যে কোন উপত্যকা তারা অতিক্রম করে, অবশ্যই তা তাদের অনুকূলে লিখে নেয়া হয়, যাতে আল্লাহ্ তাদের জাযা দান করেন তাদের সর্বোত্তম আমলের জাযার অনুরূপ। ১২২. আর মুমিনীন এমন কিছুতেই নয় যে, (সর্বদা) তারা সবাই একসঙ্গে (জিহাদের উদ্দেশ্যে) বেরিয়ে পড়বে, তবে এমন কেন নয় যে, তাদের প্রত্যেক বড় দল থেকে একটি 'বাহিনী' কেন (জিহাদের জন্য) বের হয়ে পড়ে না, যাতে (ঘরে থাকা লোকেরা) দ্বীনের বিষয়ে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অর্জন করবে এবং যাতে আপন কাউমের লোকদেরকে, যখন তারা (জিহাদের সফর থেকে) ফিরে আসবে, সতর্ক করবে, যাতে তারা সচেতনতা অর্জন করতে পারে![৪৯১]

---

[৪৯০] আর তারা বিশ্বাস করল যে, আল্লাহ থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ্ ছাড়া কোন আশ্রয়স্থল নেই।

[৪৯১] আয়াতের ব্যাখ্যায় কয়েকটি বর্ণনা রয়েছে। সবচে' গ্রহণযোগ্য বর্ণনা এই যে, আল্লাহ্র নবী যখন জিহাদের অভিযানে গাযওয়ায় বের হন, তখন জিহাদে নবীর অনুগামী হওয়া সবার কর্তব্য, বিশেষ কারণে যাদেরকে থেকে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয় তাদের কথা ভিন্ন। পক্ষান্তরে যখন তিনি মদীনায় থাকেন তখন নবীকে মদীনায় রেখে সবার জিহাদে গমন বৈধ নয়, যাদের প্রেরণ করা হবে তারাই শুধু গমন করবে। বাকিরা মদীনায় নবীর সান্নিধ্যে থেকে জ্ঞান-প্রজ্ঞা অর্জন করবে। যখন =

(রুকূ. ১৬)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً ۭ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ۝ وَاِذَا مَآ
اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هٰذِهٖٓ اِيْمَانًا ۚ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَزَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّهُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ۝
وَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا اِلٰى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوْا وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ۝ اَوَلَا يَرَوْنَ اَنَّهُمْ يُفْتَنُوْنَ فِيْ
كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوْبُوْنَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ۝

১২৩. আয় আহলে ঈমান! তোমাদের কাছেধারে যে কাফিররা থাকে, তাদের সঙ্গে তোমরা লড়াই কর, আর তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখতে পায়। আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ মুত্তাকীনের সঙ্গে রয়েছেন। ১২৪. আর যখন কোন সূরা নাযিল করা হয় তখন তাদের মধ্য হতে কেউ (উপহাস করে) বলে, এই সূরা তোমাদের কার ঈমান 'বাড়বাড়ন্ত' করেছে! পক্ষান্তরে যারা (প্রকৃত) ঈমান রাখে তা তাদের ঈমানকে অবশ্যই সমৃদ্ধ করে। আর (ঈমানের এই সমৃদ্ধির উপর) তারা প্রফুল্লতাও প্রকাশ করে। ১২৫. আর যাদের দিলের মধ্যে (নিফাকের) মরয রয়েছে, তো (এই সূরা) তাদের পঙ্কিলতার সঙ্গে আরো কিছু পঙ্কিলতা বাড়িয়ে দেয়, আর তারা মারা যায় কাফির অবস্থায়। ১২৬. আচ্ছা, তারা কি দেখতে পায় না যে, ফীবছর একবার, বা দু'বার কোন না কোন পরীক্ষায় তাদের লিপ্ত করা হয়, তারপরও না তারা তাওবা করে, আর না উপদেশ গ্রহণ করে।

وَاِذَا مَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ ۭ هَلْ يَرٰىكُمْ مِّنْ اَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوْا ۭ صَرَفَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ
بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ۝ لَقَدْ جَاۗءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ
رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ ۡ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۝

১২৭. আর যখন কোন সূরা নাযিল করা হয় তখন তাদের কতিপয় কতিপয়ের দিকে তাকায় (আর ইঙ্গিতে একে অপরকে জিজ্ঞাসা করে,) কোন কেউ কি তোমাদের দেখছে! তারপর তারা সটকে পড়ে। (সত্যের বাণী গ্রহণ থেকে) আল্লাহ্ তাদের অন্তর ফিরিয়ে রেখেছেন এ জন্য যে, তারা এমন সম্প্রদায় যারা জ্ঞান ও প্রজ্ঞা রাখে না।
১২৮. (হে লোকসকল!) সুনিশ্চিত তোমাদের কাছে এসেছেন তোমাদেরই মধ্য হতে একজন রাসূল, তোমরা যে কষ্ট ভোগ কর তার কাছে তা অতি কঠিন, তিনি তোমাদের প্রতি কল্যাণ-উন্মুখ, মু'মিনীনের প্রতি পরম স্নেহশীল, পরম দয়ালু। ১২৯. অনন্তর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে আপনি বলুন, আল্লাহ্ আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তাঁরই উপর আমি তাওয়াক্কুল করেছি, আর তিনি মহান আরশের অধিপতি।

মুজাহিদীনের দলটি মদীনায় ফিরে আসবে তখন নবীর সান্নিধ্যে জ্ঞান-প্রজ্ঞা অর্জনকারীরা এতদিন যাকিছু অর্জন করেছে নতুন আয়াত, নতুন হাদীছ সেগুলো তারা তাদের শিক্ষা দেবে। এটাই হল ফিরে আসা তাদের কাউমকে ইনযার করা, আর সেই আলোকে কাউমের সচেতনতা ও সতর্কতা অর্জন করা।

سُورَةُ يُونُس ١٠ ؛ مكية؛ آياتها ١٠٩ وركوعاتها ١١

১০-সূরা ইউনুস, মাক্কী, আয়াত ১০৯, রুকূ ১১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓرٰ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ۝١ اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَ بَشِّرِ
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ قَالَ الْكٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ مُّبِيْنٌ ۝٢ اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ
خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ ؕ مَا مِنْ شَفِيْعٍ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اِذْنِهٖ ؕ
ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝٣

(শুরু করছি) রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে

১. আলিফ, লাম, রা। এগুলো/ওগুলো মহাপ্রজ্ঞাময় কিতাবের আয়াতসমস্ত। ২. (মক্কার) মানুষের জন্য কি অবাক বিষয় যে, আমি ওহী করেছি তাদের মধ্য হতে একজন লোকের প্রতি[৪৯২] এ মর্মে যে, (সর্বশ্রেণীর) লোকদের আপনি সতর্ক করুন[৪৯৩], আর যারা ঈমান এনেছে তাদের সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্য তাদের রবের নিকট রয়েছে যথার্থ মর্যাদা/অবস্থান।[৪৯৪] (কিন্তু অহীর সূত্রে তিনি যখন লোকদের দাওয়াত দিলেন তখন) কাফিরীন বলে উঠলো, এ তো পরিষ্কার জাদুকর। ৩. (তো কাফিরীন যাই বলে, যাই করে,) সত্য হল, তোমাদের রব্ হলেন (একমাত্র) আল্লাহ্, যিনি আসমানসমস্ত ও যমীন সৃষ্টি করেছেন ছয়দিনের মধ্যে। তারপর আরশের উপর সমাসীন হয়েছেন (এমন অবস্থায় যে,) সর্ববিষয় তিনি পরিচালনা করেন। (তাঁর সামনে) কোন সুপারিশকারী নেই, তবে তাঁর অনুমতি লাভের পরে। তোমাদের ঐ আল্লাহ্ই, তোমাদের (আসল) রব্; সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদত কর। তো তোমরা (তবু) কি উপদেশ গ্রহণ করবে না!

اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا ؕ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ؕ اِنَّهٗ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ بِالْقِسْطِ ؕ
وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۢ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ۝٤ هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءً وَّ الْقَمَرَ
نُوْرًا وَّ قَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَ الْحِسَابَ ؕ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ
يَّعْلَمُوْنَ ۝٥ اِنَّ فِي اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَّقُوْنَ ۝٦

৪. তাঁরই দিকে হবে তোমাদের সবার প্রত্যাবর্তন। (এটা) আল্লাহ্‌র সত্য ওয়াদা। নিঃসন্দেহে (সমস্ত) মাখলূককে তিনিই প্রথম সৃষ্টি করেন, তারপর তিনিই তাদের 'পুনরায়ণ' করবেন, যাতে

---

[৪৯২] যে তাদের মত মানুষ: বলাবাহুল্য, তাদের বিস্ময়ের কারণ এটাই যে, প্রেরিত, ফিরিশতা নন, তাদেরই মত মানুষ।

[৪৯৩] যারা কাফের তাদের সতর্ক করুন জাহান্নামের চিরস্থায়ী আযাব সম্পর্কে, আর যারা ঈমান আনার পর পাপে লিপ্ত হয় তাদের সতর্ক করুন জাহান্নামের খণ্ডকালীন আযাব থেকে।

[৪৯৪] قَدَمَ صِدْقٍ ব্যাকরণগত অর্থ, 'সত্যতার অবস্থান'; এখানে উদ্দেশ্য বান্দাকে দেয়া উচ্চ মর্যাদা, যা দাতার শান-উপযোগী।

তিনি ইনছাফের সঙ্গে জাযা দেবেন তাদের, যারা ঈমান এনেছে এবং নেক নেক আমল করেছে। পক্ষান্তরে যারা কুফুর করেছে তাদের জন্য রয়েছে ফুটন্ত পানির শরবত, আর যন্ত্রণাদায়ক আযাব, তাদের অব্যাহতভাবে কুফুর করার কারণে। ৫. তিনিই (ঐ মহান সত্তা) যিনি সূর্যকে বানিয়েছেন আলোর আধার এবং চাঁদকে জ্যোতির্ময়। এবং চাঁদের (অভিযাত্রার) জন্য নির্ধারণ করেছেন বিভিন্ন তিথি (ও মান্‌যিল), যাতে তোমরা বছরসমন্তের গণনা এবং (মাসসমন্তের) হিসাব জানতে পারো। আল্লাহ্ তো এগুলো যথার্থ উদ্দেশ্য ছাড়া সৃষ্টি করেননি।[৯১৫] তিনি এই সমস্ত নিশান (ও প্রমাণ) বিশদরূপে বর্ণনা করেন এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা জ্ঞান রাখে। ৬. রাত ও দিনের আবর্তনে, আর আসমানসমন্তে ও যমীনে আল্লাহ্ যাকিছু সৃষ্টি করেছেন, তাতে সত্যি সত্যি বড় বড় নিদর্শন রয়েছে ঐ সম্প্রদায়ের জন্য যারা (আল্লাহ্‌কে) সমীহ করে।

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اٰيٰتِنَا غٰفِلُونَ ۝٧ أُولٰٓئِكَ مَأْوٰىهُمُ
النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝٨ إِنَّ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ ۚ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهٰرُ
فِي جَنّٰتِ النَّعِيمِ ۝٩ دَعْوٰىهُمْ فِيهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلٰمٌ ۚ وَاٰخِرُ دَعْوٰىهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ ۝١٠

৭. সত্য, যারা আমার সাক্ষাতের আশা রাখে না, বরং দুনিয়ার জীবনেই সন্তুষ্ট রয়েছে এবং তাতেই আশ্বস্ত রয়েছে, আর যারা আমার নিশান ও প্রমাণ থেকে উদাসীন– ৮. ওরা, তাদেরই ঠিকানা হল (জাহান্নামের) আগুন ঐ বদ আমলের কারণে যা তারা (দুনিয়ার জীবনে) অর্জন করত। ৯. যারা ঈমান এনেছে এবং নেক নেক আমল করেছে, তাদের ঈমানের কল্যাণে তাদের রব্ (কাঙ্ক্ষিত স্থানে) তাদের পৌঁছাবেন; নেয়ামতে পরিপূর্ণ বাগবাগিচায় তাদের তলদেশ দিয়ে নহর-নালা প্রবাহিত হবে। ১০. সেখানে (প্রবেশের সময়) তাদের বক্তব্য হবে, 'সুবহানাকাল্লাহুম্মা'– (আয় আল্লাহ! সকল দোষত্রুটি হতে আপনি চিরমুক্ত), আর সেখানে তাদের অভিবাদন হবে, 'সালাম', আর তাদের শেষ বক্তব্য হবে– 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন'– (সমস্ত প্রশংসা জগতের অধিপতি আল্লাহ্‌র)।

(রুকূ. ২)

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ ۚ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي
طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝١١ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْۢبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا ۚ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ
كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلٰى ضُرٍّ مَسَّهُ ۚ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝١٢

১১. আর যদি আল্লাহ লোকদের (কাফিরদের) জন্য অনিষ্ট (ও আযাব) ত্বরান্বিত করতেন যেমন তারা তাড়াহুড়া করে 'নিষ্টের' চাওয়ার ক্ষেত্রে, তাহলে (আযাবের জন্য) তাদের (প্রদত্ত) অবকাশ তাদের সামনেই শেষ করে দেয়া হতো। (তবে এরূপ ত্বরান্বিত করা আসমানী হিকমতের অনুকূল নয়।)

---

[৯১৫] ভিন্ন তরজমা– আল্লাহ্ তো এগুলো সঠিক উদ্দেশ্যেই শুধু সৃষ্টি করেছেন।

তো যারা (আখেরাতে) আমার সাক্ষাতের আশা করে না তাদের আমি নিজেদের অবাধ্যতার আবর্তে ঘুরে মরার জন্য ছেড়ে দেই। ১২. আর যখন মানুষকে (কোন) দুর্দশা ছুঁয়ে যায় তখন সে শুয়ে বা বসে বা দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকে। ব্যস, যখন তার উপর থেকে তার দুর্দশা সরিয়ে দিলাম তখন এমনভাবে পার হয়ে চলে যায়: যেন তাকে ছুঁয়ে যাওয়া কোন দুর্দশার সময় আমাকে সে ডাকেই নি। এভাবেই/ওভাবেই অনাচারীদের/সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য শোভন করে তুলে ধরা হয়েছে (দুনিয়াতে) অব্যাহতভাবে করে যাওয়া তাদের কর্ম।

وَ لَقَدْ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا ۙ وَ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَ مَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِي
الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ۝١٣ ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ خَلٰٓئِفَ فِي الْاَرْضِ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ۝١٤ وَ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ
اٰيَاتُنَا بَيِّنٰتٍ ۙ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَآ اَوْ بَدِّلْهُ ؕ قُلْ مَا يَكُوْنُ لِيْٓ اَنْ اُبَدِّلَهٗ مِنْ
تِلْقَآئِ نَفْسِيْ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ ۚ اِنِّيْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝١٥

১৩. আর সুনিশ্চিত, তোমাদের আগে বহুশতাব্দীর বাসিন্দাদের আমি ধ্বংস করেছি যখন তারা যুলুম করেছে। আর তাদের রাসূলান তাদের কাছে এসেছেন সুস্পষ্ট নিশান ও প্রমাণসহ। কিন্তু তারা ঈমান আনার ছিল না (, আনেওনি)। এভাবেই/ওভাবেই আমি মুজরিম কাউমকে সাজা দিয়ে থাকি। ১৪. তারপর ভূখণ্ডে তাদের পরে তোমাদেরকে (তাদের) জানশীন করেছি, যাতে দেখি, কেমন আমল তোমরা কর। ১৫. আর যখন তাদের উপর আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমস্ত তেলাওয়াত করে শোনানো হয় তখন যারা আমার সাক্ষাতের আশা রাখে না তারা বলে, এছাড়া অন্য কোরআন আনো, বা তা বদল কর। (আয় পেয়ারে নবী! তাদের) আপনি বলুন, আমার জন্য তো সম্ভব নয়, নিজের পক্ষ হতে তা বদল করা। আমি তো শুধু (তাই) অনুসরণ করি যা আমার প্রতি অহী করা হয়। যদি আমি আমার রব্‌কে অমান্য করি তাহলে তো আমি এক মহাদিনের আযাবের আশঙ্কা করি।

قُلْ لَّوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهٗ عَلَيْكُمْ وَ لَاۤ اَدْرٰىكُمْ بِهٖ ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝١٦ فَمَنْ
اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُوْنَ ۝١٧ وَ يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا
يَضُرُّهُمْ وَ لَا يَنْفَعُهُمْ وَ يَقُوْلُوْنَ هٰٓؤُلَآءِ شُفَعَآؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ ؕ قُلْ اَتُنَبِّـُٔوْنَ اللّٰهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمٰوٰتِ وَ لَا فِي
الْاَرْضِ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝١٨

১৬. আপনি বলুন, যদি আল্লাহ্ চাইতেন তাহলে আমি তোমাদের উপর তা তিলাওয়াত করতাম না, আর না তিনি তার সঙ্গে তোমাদের পরিচয় ঘটাতেন। আচ্ছা দেখো, এর আগেও তো আমি একজীবন তোমাদের মধ্যে যাপন করেছি, (আমার সবকিছু তো তোমাদের সামনে) তারপরো কি তোমরা অনুধাবন করবে না! ১৭. তো ঐ ব্যক্তির চেয়ে বড় যালিম কে হতে পারে, যে আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা আরোপ করে, বা তাঁর নিশান ও প্রমাণকে 'মিথ্যা' বলে![৪৯৬] সত্য তো এই যে, যারা

---

[৪৯৬] ঝুটলায়/তাকযীব করে...

অপরাধী/মুজরিম তারা (কখনো) সফল হয় না। ১৮. আর তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুর পূজা করে যা না তাদের কোন ক্ষতি করতে পারে, না তাদের কোন উপকার করতে পারে। আর তারা বলে, এরা হল আল্লাহ্‌র নিকট আমাদের (জন্য) সুপারিশকারী। (আয় পেয়ারে নবী! এই নির্বোধদের) আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহ্‌কে এমন কোন বিষয়ে অবহিত করছ, যা তিনি জানেন না, না আসমানসমস্তে, না যমীনে।[৪৯৫] (যাবতীয় ত্রুটি থেকে) তিনি চিরপবিত্র, আর তারা যে শির্‌কী আচরণ করে, তা থেকে আল্লাহ্ বহু ঊর্ধ্বে রয়েছেন।

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٩﴾
وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ۖ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا ۖ إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿٢٠﴾

১৯. আর (আদিতে) তো মানুষ একই উম্মত ছিল, অনন্তর তারা মতবিরোধ করেছে।[৪৯৬] আর যদি আপনার রবের পক্ষ হতে একটি (বিষয়ে) সিদ্ধান্ত না হয়ে থাকত[৪৯৭] তাহলে যা নিয়ে তারা মতবিরোধ করছে সে বিষয়ে (দুনিয়াতেই) তাদের মাঝে অবশ্যই ফায়ছালা করে দেয়া হত। ২০. আর তারা বলে, কেন তাঁর উপর তাঁর রবের তরফ হতে কোন নিশান (ও প্রমাণ) নাযিল করা হয় না। তো আপনি বলুন, গায়বের বিষয় তো একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য, সুতরাং তোমরা ইন্‌তিযার কর, দেখ, আমিও তোমাদের সঙ্গে 'ইন্‌তিযারীদের' মধ্য হতে থাকলাম।

(রুকূ. ৩)

وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا ۚ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا ۚ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴿٢١﴾

২১. আর (মানুষ এমনই না-শোকরা যে,) কঠিন দুর্দশা লোকদের আক্রান্ত করার পর যখন আমি তাদের রহমত আস্বাদন করাই তখন দেখতে না দেখতে আমার নিশান ও প্রমাণের বিষয়ে তাদের চক্রান্ত শুরু হয়ে যায়। (তো আয় পেয়ারে নবী! তাদের) আপনি বলুন, (শোনো হে চক্রান্তকারীরা!) চক্রান্তের মোকাবেলায় আল্লাহ্ আরো ক্ষিপ্র। তোমরা যাকিছু চক্রান্ত করছ, আমার ফিরেশতারা তা অবশ্যই লিখে রাখছেন।

هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ ۖ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ۙ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۖ لَئِنْ

---

[৪৯৫] বিকল্প তরজমা– তোমরা কি আল্লাহ্‌কে এমন কিছুর খবর দিচ্ছ যার অস্তিত্ব আল্লাহ্‌র ইলমের মধ্যে নেই, না আসমানসমস্তে, না যমীনে!

[৪৯৬] হযরত আদম আ. দুনিয়াতে আসার পর তাঁর সন্তানসন্ততি বেশ কিছুদিন তাওহীদের অনুসারী ছিল। পরে ধীরে ধীরে বিরোধিতায় লিপ্ত হয়ে বহু মানুষ তাওহীদ ছেড়ে শিরক্‌মূলক বিভিন্ন ধর্মে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

[৪৯৭] সিদ্ধান্তটি এই যে, দুনিয়াতে মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য অবকাশ দেয়া হবে, আর সতর্ক করার জন্য এবং সঠিক পথ দেখানোর জন্য নবী ও রাসূল পাঠানো হবে এবং কিতাব নাযিল করা হবে।

اَنْجٰىنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿٢٢﴾ فَلَمَّآ اَنْجٰىهُمْ اِذَا هُمْ يَبْغُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ
اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ ۙ مَّتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۫ ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٣﴾

২২. তিনিই তো স্থলভাগে ও জলভাগে তোমাদের যাত্রা করান, এমনকি যখন তোমরা বিভিন্ন জলযানে থাকো, আর সেগুলো লোকদের নিয়ে মনোরম বাতাসে চলতে থাকে, অনন্তর তারা তাতে আনন্দিত হয়, (তখন হঠাৎ) ঝড়ো হাওয়া জলযানগুলোর উপর এসে পড়ে, আর সর্বদিক থেকে ঢেউ তাদের উপর উত্তাল হয়[৫০৩], আর তারা ভাবতে থাকে যে, তাদের তো ঘিরে ধরা হয়েছে! (তখন) তারা দ্বীনকে আল্লাহ্‌র জন্য খালিছ করে আল্লাহ্‌কে ডাকে (যে), যদি এই বিপদ থেকে আপনি আমাদের উদ্ধার করেন তাহলে সত্যি সত্যি আমরা খুব শোকরগুযার হব। ২৩. তো যখন তিনি তাদের উদ্ধার করেন তখন হঠাৎ দেখা যায়, ভূখণ্ডে অন্যায়ভাবে তারা অবাধ্যতা শুরু করে। হে লোকসকল! তোমাদের অবাধ্যতা(র পরিণাম) তোমাদেরই উপর গড়াবে/বর্তাবে। আচ্ছা, এখন দুনিয়ার জীবনের আয়েশবিলাস ভোগ করে নাও, তারপর আমারই দিকে হবে তোমাদের প্রত্যাবর্তন, তখন, তোমরা যাকিছু করতে সে বিষয়ে আমি তোমাদের অবহিত করব।

اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ مِمَّا يَاْكُلُ النَّاسُ وَالْاَنْعَامُ ؕ حَتّٰٓى
اِذَآ اَخَذَتِ الْاَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ اَهْلُهَآ اَنَّهُمْ قٰدِرُوْنَ عَلَيْهَآ ۙ اَتٰىهَآ اَمْرُنَا لَيْلًا اَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنٰهَا
حَصِيْدًا كَاَنْ لَّمْ تَغْنَ بِالْاَمْسِ ؕ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢٤﴾ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلٰى دَارِ السَّلٰمِ ؕ وَ
يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٢٥﴾

২৪. দুনিয়ার জীবনের উদাহরণ শুধু ঐ পানির মত যা আমি আসমান থেকে নাযিল করেছি, যার ফলে খুব ঘন হয় ভূমির উদ্ভিদ, যা থেকে খায় মানুষ ও গবাদিপশু। এমনকি ভূখণ্ড যখন তার জৌলুস গ্রহণ করে, আর সুসজ্জিত হয়, আর ফসলের মালিক ভাবতে থাকে যে, ঐ ফসলের উপর তারা পূর্ণ সক্ষম তখন রাতে বা দিনে ঐ ফসলের উপর এসে যায় আমার ফায়ছালা, ফলে ঐ ফসলকে আমি কর্তিত ফসল বানিয়ে দিই, যেন গতকাল তার অস্তিত্বই ছিল না। এভাবেই আমি আমার নিশান ও প্রমাণ খুলে খুলে বয়ান করি এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা চিন্তা করার যোগ্যতা রাখে। ২৫. আল্লাহ্‌ তো (মানুষকে) শান্তির ঘরের দিকে ডাকেন, আর যাকে ইচ্ছা করেন সরল পথের দিকে পরিচালিত করেন।

لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ ؕ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوْهَهُمْ قَتَرٌ وَّلَا ذِلَّةٌ ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا
خٰلِدُوْنَ ﴿٢٦﴾ وَالَّذِيْنَ كَسَبُوا السَّيِّاٰتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا ۙ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ؕ مَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ كَاَنَّمَآ
اُغْشِيَتْ وُجُوْهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ الَّيْلِ مُظْلِمًا ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٧﴾

---

[৫০৩] ... ঢেউ তাদের উপর/তাদের দিকে ধেয়ে আসে...' উত্তাল হয়, এটি দৃশ্যের অনুকূল প্রতিশব্দ। ধেয়ে আসে, এটি শব্দানুগ প্রতিশব্দ।

২৬. যারা নেক আমল করেছে তাদের জন্য রয়েছে উত্তম ফল এবং আরো বেশী কিছু! আর না কোন কালিমা তাদের চেহারা আচ্ছন্ন করবে, আর না কোন লাঞ্ছনা। ওরাই জান্নাতের বাসিন্দা, তাতে তারা চিরকাল থাকবে। ২৭. আর যারা মন্দসমন্ত অর্জন করেছে, (তো) মন্দের প্রতিদান হবে তার অনুরূপ। আর যিল্লত (ও লাঞ্ছনা) তাদের আচ্ছন্ন করবে। আল্লাহ্(র আযাব) থেকে তাদের জন্য কোন রক্ষাকারীই থাকবে না। যেন তাদের চেহারা অন্ধকার রাতের কিছু পর্দা দ্বারা আচ্ছাদিত করা হয়েছে। ওরা হল (জাহান্নামের) আগুনের বাসিন্দা। তাতে তারা চিরকাল থাকবে।

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ ۚ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ
مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ﴿٢٨﴾ فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ ﴿٢٩﴾ هُنَالِكَ تَبْلُوا
كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٣٠﴾

২৮. আর (স্মরণ কর তোমরা) ঐ দিনকে যখন তাদের সবাইকে আমরা জড়ো করব, তারপর যারা শির্ক করেছে তাদের বলবো, থেমে থাকো নিজেদের জায়গায়/স্ব-স্ব স্থানে তোমরা এবং তোমাদের শরীকান,[৫০১] তখন উপাসক ও উপাস্যের মাঝে যে সম্পর্ক ছিল তা আমি খতম করে দেবো, আর তাদের শরীকান বলবে, আমাদের পূজা তো তোমরা করতে না! ২৯. তো আমাদের মাঝে এবং তোমাদের মাঝে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্ যথেষ্ট যে, তোমাদের পূজা সম্পর্কে অবশ্যই আমরা বে-খবর ছিলাম। ৩০. ঐ সময় প্রত্যেক ব্যক্তি পরখ করে নেবে যা সে পিছনে ফেলে এসেছে। আর তাদের ফিরিয়ে দেয়া হবে আল্লাহ্র দিকে, যিনি তাদের আসল মালিক। আর তাদের থেকে হারিয়ে যাবে ঐ-সমস্ত উপাস্য যাদের তারা নিজেরা গড়ে নিয়েছিল।

(রুকূ. ৪)

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ
الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣١﴾ فَذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ۚ فَمَاذَا
بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ۖ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ ﴿٣٢﴾ كَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾

৩১. (আয় পেয়ারে নবী! তাদের) আপনি বলুন, আসমান ও যমীন থেকে কে তোমাদের রিযিক দান করেন, বা কে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির মালিকানা ধারণ/সংরক্ষণ করেন? আর কে জীবিতকে মৃত থেকে বের করেন এবং মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন, আর কে সমস্ত বিষয় পরিচালনা করেন? তো অবশ্যই তারা বলবে, আল্লাহ্! তো আপনি বলুন, তবু কি তোমরা তাক্বওয়া অবলম্বন করবে না! ৩২. তো তোমাদের ইনিই হলেন আল্লাহ্, তোমাদের সত্য প্রতিপালক। তো সত্যের পরে গোমরাহি ছাড়া আর কী থাকে! তাহলে কোথায় তোমাদের ঘুরিয়ে ফেরানো হচ্ছে! ৩৩. পাপাচারে যারা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, তাদের উপর আপনার রবের বিধান এভাবেই অকাট্য হয়ে গিয়েছে যে, ঈমান তারা আনবে না।

---

[৫০১] (যাদের তোমরা আল্লাহ্র শরীকরূপে পূজা-উপাসনা করতে।)

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ؕ قُلِ اللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ۝ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ ؕ قُلِ اللّٰهُ يَهْدِيْ لِلْحَقِّ ؕ اَفَمَنْ يَّهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ يُّتَّبَعَ اَمَّنْ لَّا يَهِدِّيْٓ اِلَّآ اَنْ يُّهْدٰى ۚ فَمَا لَكُمْ ۫ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ۝ وَمَا يَتَّبِعُ اَكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنًّا ؕ اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ۝

৩৪. (আয় পেয়ারে নবী! তাদের,) আপনি বলুন, (আচ্ছা, যাদের তোমরা আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরীক সাব্যস্ত করেছ) তোমাদের (সেই) শরীকানের মধ্যে কি এমন কেউ আছে, মাখলূকাতকে যে সূচনাসৃষ্টি করবে, তারপর সৃষ্টির পুনরায়ণ করবে! আপনি বলুন, আল্লাহ্‌ই মাখলূকাতকে সূচনাসৃষ্টি করেন. তারপর তিনিই সৃষ্টির পুনরায়ণ করবেন। তাহলে (বল দেখি,) কোথায় তোমাদের বিভ্রান্ত করা হচ্ছে! ৩৫. আপনি বলুন, তোমাদের শরীকানের মধ্যে[৫০২] এমন কেউ কি আছে, যে সত্যের দিকে পথ দেখাতে পারে! আপনি বলুন, আল্লাহ্‌ই (শুধু) সত্যের জন্য পরিচালিত করতে পারেন। তো যে মহান সত্তা সত্যের দিকে পথ দেখাতে পারেন তিনিই কি অনুসরণের অধিক হকদার, না যে নিজেই পথ চিনতে পারে না, যতক্ষণ (না) তাকে পথ চিনিয়ে দেয়া হয়! তো তোমাদের কী হল, তোমরা কেমন বিচার করছো! ৩৬. আর (আসল সত্য হল,) ঐ মুশরিকীনের অধিকাংশই শুধু আন্দায-অনুমানেরই অনুসরণ করে। বস্তুত আন্দায-অনুমান সত্যের মোকাবেলায় কোন কাজেই আসে না। তারা যাকিছু করছে সে বিষয়ে আল্লাহ্‌ অবশ্যই পূর্ণ জ্ঞাত।

وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ بَلْ كَذَّبُوْا بِمَا لَمْ يُحِيْطُوْا بِعِلْمِهٖ وَلَمَّا يَاْتِهِمْ تَاْوِيْلُهٗ ؕ كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ ۝ وَمِنْهُمْ مَّنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهٖ ؕ وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِيْنَ ۝

৩৭. বস্তুত এ কোরআন এমন নয় যে, আল্লাহ্‌র পরিবর্তে (কারো পক্ষ হতে) তা গড়ে নেয়া হবে। বরং এ তো ঐ সমস্ত অহীকে সত্যায়ন করে যা তার আগে এসে সেরেছে এবং যা কিতাবে (লাওহে মাহফূযে) রয়েছে, সেগুলোর বিশদ বয়ান করছে। এতে কোনরকম সন্দেহ নেই। (এটি) রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে (এসেছে)। ৩৮. তবু কি তারা বলে যে, তিনি (আল্লাহ্‌র নবী) তা নিজেই গড়ে নিয়েছেন, আপনি বলুন, তাহলে তোমরা এনে দেখাও তার অনুরূপ একটি সূরা, আর ডেকে নাও (সাহায্যের জন্য) যাকে পারো আল্লাহ্‌ ছাড়া, যদি তোমরা হয়ে থাকো সত্যবাদী। ৩৯. আসল কথা, তারা এমন কিছুকে ঝুটলিয়েছে যার জ্ঞান তারা (নিজেদের বিদ্যা-বুদ্ধিতে) বেষ্টন /আয়ত্ত করতে পারেনি; আর একে ঝুটলানোর পরিণামও তাদের সামনে এখনো আসেনি।[৫০৩] যারা

---

[৫০২] তোমাদের শরীকান থেকে... এখানে مِنْ অব্যয়টির শাব্দিকতা বিবেচনা করা হয়েছে, পক্ষান্তরে উপরের তরজমায় উদ্দেশ্য বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

[৫০৩] কোরআনকে ঝুটলানোর পরিণামে এখনো আযাব আসেনি বলে নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয়, বরং যথাসময়ে তা আসবে, যেমন অতীতের সম্প্রদায়গুলোর উপর এসেছে।

তাদের পূর্বে বিগত হয়েছে তারাও এভাবেই (নিজ নিজ নবীকে) ঝুটলিয়েছিল, তো দেখো, কেমন ছিল যালিমীনের পরিণাম। ৪০. আর তাদের থেকে একদল তো কোরআনের প্রতি ঈমান আনবে, আবার তাদের থেকে একদল তার প্রতি ঈমান আনবে না। আর আপনার রব্ ফাসাদীদের খুব ভালোভাবে জানেন।

(রুকূ. ৫)

وَ اِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ لِّيْ عَمَلِيْ وَ لَكُمْ عَمَلُكُمْ ۚ اَنْتُمْ بَرِيْٓـُٔوْنَ مِمَّآ اَعْمَلُ وَ اَنَا بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝ وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ ؕ اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَ لَوْ كَانُوْا لَا يَعْقِلُوْنَ ۝ وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَّنْظُرُ اِلَيْكَ ؕ اَفَاَنْتَ تَهْدِى الْعُمْىَ وَ لَوْ كَانُوْا لَا يُبْصِرُوْنَ ۝ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْـًٔا وَّ لٰكِنَّ النَّاسَ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝

৪১. আর (আয় পেয়ারে নবী! এতসব নিশান ও প্রমাণের পরও) যদি তারা আপনাকে ঝুটলায়/ আপনার তাকযীব করে তাহলে আপনি (তাদের ছাফ) বলে দিন, আমার আমল আমার জন্য, আর তোমাদের আমল তোমাদের জন্য। আমি যা করি তা থেকে তোমরা দায়মুক্ত, আর তোমরা যা কর তা থেকে আমি দায়মুক্ত। ৪২. আর তাদের থেকে কিছু এমন আছে যারা (দেখতে তো মনে হয়, মনোযোগের সঙ্গেই) আপনার অভিমুখী হয়ে শুনছে, (কিন্তু হকের তলব না থাকার কারণে তারা বধির,) তো আপনি কি বধিরদের (কিছু) শোনাতে পারবেন, যদিও তারা আকল-বুদ্ধি না রাখে![৫০৪] ৪৩. আর তাদের থেকে কিছু আছে এমন, যারা আপনার দিকে তো তাকায়, (তবে ন্যায়প্রীতি ও অন্তর্দৃষ্টি না থাকায়, তারা যেন অন্ধ), তো আপনি কি অন্ধদের দেখাতে পারবেন সত্যের পথ, যদিও তারা (কিছুই) দেখতে না পায়।[৫০৫] ৪৪. আল্লাহ্ তো মানুষকে সামান্য পরিমাণও যুলুম করেন না, তবে মানুষ (নিজেরাই) নিজেদের (উপর) যুলুম করে।

وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَاَنْ لَّمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُوْنَ بَيْنَهُمْ ؕ قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ اللّٰهِ وَ مَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ۝ وَ اِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِيْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ ۝ وَ لِكُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلٌ ۚ فَاِذَا جَآءَ رَسُوْلُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝ وَ يَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

৪৫. আর যেদিন (আল্লাহ্) তাদের 'হাশর' করবেন (তখন তাদের মনে হবে, দুনিয়াতে ও কবরে) যেন দিনের কিছু অংশের বেশী তারা অবস্থান করেনি, (তাই যেন) তারা পরস্পর চিন-পরিচয় রাখে।[৫০৬] আসলে যারা (আখেরাতে) আল্লাহ্র (সঙ্গে) সাক্ষাতের বিষয়টি ঝুটলিয়েছে, অবশ্যই তারা সর্বনাশগ্রস্ত হয়েছে, আসলে (কখনো) তারা হিদায়াতের উপর ছিলই না। ৪৬. আর (আয় পেয়ারে

---

[৫০৪] ভিন্ন তরজমা, তো আপনি কি আকল-বুদ্ধিবঞ্চিত বধিরদের শোনাতে পারবেন (সত্যের কথা)!

[৫০৫] ভিন্ন তরজমা, আপনি কি অন্ধদের দেখাতে পারবেন সত্যের পথ, যারা (কিছুই) দেখতে পায় না!
প্রশ্নের উদ্দেশ্য হল নাকচ করা, তাই উভয় স্থানে তরজমা হতে পারে, ... শোনাতে পারেন না এবং দেখাতে পারেন না।

[৫০৬] পিছনের জীবন এতই কাছের মনে হবে যেন পরস্পর চিন-পরিচয় বহাল আছে। এমন হবে না, যেমন দীর্ঘ দিনের ব্যবধানের কারণে চিন-পরিচয় আবছা হয়ে যায়। উদ্দেশ্য হল একথা বোঝানো, যেন সবকিছু চোখের পলকে ঘটে গিয়েছে।

নবী!) যে সমস্ত আযাবের হুঁশিয়ারি আমি তাদের দিয়েছি, তার কিছু, হয় আমি আপনাকে (আপনার জীবদ্দশায়) দেখিয়ে দেবো, অথবা (তার আগে) আপনাকে তুলে নেবো, (তাতে কোন পার্থক্য হবে না,) কারণ আমার দিকেই তো হবে তাদের প্রত্যাবর্তন, তারপর আল্লাহ তো, তারা যাকিছু করছে তার সাক্ষী আছেনই, (সুতরাং তাদের শাস্তি তো হবেই, দুনিয়াতে বা আখেরাতে)।[৫০৭] ৪৭. আর প্রত্যেক উম্মতের জন্য রয়েছেন একজন রাসূল। তো যখন তাদের রাসূল (তাদের কাছে) এসে যান, (আর তাবলীগ পূর্ণ হয়ে যায়) তখন তাদের মাঝে পূর্ণ ফায়ছালা করা হয়, তাদের (উপর কোন) যুলুম করা হয় না। ৪৮. আর (মুসলিমদের উদ্দেশ্যে উপহাস করে) তারা বলে, কবে (সত্য হবে আযাবের) এ ওয়াদা! যদি তোমরা সত্যবাদী হও (তাহলে আযাব এনে দেখাও না!)

قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِيْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ؕ اِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّ
لَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ۝ قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُهٗ بَيَاتًا اَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُوْنَ ۝ اَثُمَّ اِذَا مَا
وَقَعَ اٰمَنْتُمْ بِهٖ ؕ آٰلْـٰٔنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ ۝

৪৯. আপনি (তাদের) বলুন, আমি তো নিজের জন্যও কোন ক্ষতি বা উপকারের মালিকানা রাখি না, তবে আল্লাহ্ (যখন চান এবং) যা চান। (আসলে) প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে একটি 'আজাল' (নির্ধারিত সময়)। (কোন সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে) যখন তাদের 'আজাল' এসে যায় তখন না তারা মুহূর্ত পিছুতে পারে, না এগুতে পারে। ৫০. আপনি (তাদের) বলুন, আচ্ছা বলো দেখি, আল্লাহ্র আযাব তোমাদের কাছে রাতে আসুক, বা দিনে (তাতে আনন্দের তো কিছু নেই, তাহলে) আযাবের বিষয়ে অপরাধীরা কিসের তাড়াহুড়া দেখাচ্ছে! ৫১. আচ্ছা, পরে যখন সত্যি সত্যি তা ঘটে যাবে, তখন কি তোমরা তার প্রতি ঈমান নিয়ে আসবে! (তাতে লাভ কী হবে! তখন তো তোমাদের ছাফ বলে দেয়া হবে,) এখন! অথচ তোমরা তো (আযাব দাবী করে) তা নিয়ে বড় তাড়াহুড়া দেখাচ্ছিলে!

ثُمَّ قِيْلَ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ ۚ هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ۝ وَيَسْتَنْۢبِـُٔوْنَكَ اَحَقٌّ
هُوَ ؕ قُلْ اِيْ وَرَبِّيْٓ اِنَّهٗ لَحَقٌّ ؕ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ۝

৫২. তারপর যারা যুলুম করেছে তাদের বলা হবে, চিরকালের আযাব চাখতে থাকো,[৫০৮] যাকিছু তোমরা কামাই করছিলে তার প্রতিদান/প্রতিফলই তো তোমাদের দেয়া হচ্ছে! ৫৩. আর তারা (এই দুর্ভাগা অবিশ্বাসীরা খবর জানার মত করে) আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, (আযাবের বিষয়ে যাকিছু বলা হচ্ছে) আসলেই কি তা সত্য! আপনি বলুন, জ্বি, আমার রবের কসম, অতিঅবশ্যই তা সত্য! আর (যখন তা আসবে তখন তো আল্লাহকে) তোমরা কিছুতেই অক্ষম করতে পারবে না।

---

[৫০৭] আহলে কুফুর ও আহলে শির্ক বলতো, কই, এতকিছু করছি, শুধু আযাবের ধমকই দেয়া হচ্ছে, আযাব তো আসছে না। আয়াতে এরই জবাব।

[৫০৮] অন্তহীন শাস্তি আস্বাদন কর/শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর।

(রুকূ. ৬)

وَ لَوْ اَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْاَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهٖ ؕ وَ اَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ ۚ وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ
بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿۵۴﴾ اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ اَلَآ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّ لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا
يَعْلَمُوْنَ ﴿۵۵﴾ هُوَ يُحْيٖ وَ يُمِيْتُ وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿۵۶﴾ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ شِفَآءٌ لِّمَا فِي
الصُّدُوْرِ ۙ وَ هُدًى وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۵۷﴾

৫৪. আর (কুফুর দ্বারা নিজেদের উপর) যুলুম করেছে, এমন প্রতিটি প্রাণীর কাছে যমীনের সব সম্পদ যদি থাকতো, অবশ্যই তারা তা মুক্তিপণরূপে দিয়ে দিতে চাইতো। আর (নিজের চোখে) যখন তারা আযাব দেখবে (তখন) নিজেদের লজ্জা ও অনুতাপ তারা গোপন করতে চাইবে। (কিন্তু তাতে আর কী হবে, আযাব তো হবেই) আর তাদের মাঝে ইনছাফের সঙ্গে (আযাবের) ফায়ছালা করা হবে, আর তাদের (কিছুমাত্র) যুলুম করা হবে না।
৫৫. শোন, যাকিছু আসমানসমস্তে ও যমীনে আছে তার মালিকানা নিঃসন্দেহে একমাত্র আল্লাহ্‌র। শোনো, কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ্‌র ওয়াদা চিরসত্য, কিন্তু তাদের অধিকাংশ (এ সত্য) জানে না (বিশ্বাসের জানা)। ৫৬. তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু দান করেন। আর (হিসাব কিতাবের জন্য) তাঁরই অভিমুখে তোমাদের ফেরানো হবে। ৫৭. হে লোকসকল! দেখো, তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ হতে এসে গিয়েছে এক উপদেশবাণী এবং অন্তরে অন্তরে /বুকে বুকে যাকিছু ব্যাধি রয়েছে তার আরোগ্য এবং (এসে গিয়েছে) মুমিনীনের জন্য হিদায়াত ও রহমত (লাভের উপায় ও মাধ্যম)।

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَ بِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا ؕ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿۵۸﴾ قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِّنْ رِّزْقٍ
فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَّ حَلٰلًا ؕ قُلْ آٰللّٰهُ اَذِنَ لَكُمْ اَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُوْنَ ﴿۵۹﴾ وَ مَا ظَنُّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ
الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿۶۰﴾

৫৮. (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি বলুন, (এসব যাকিছু হয়েছে) আল্লাহ্‌র ফযল ও রহমতেই হয়েছে। সুতরাং ঐ কারণে তারা যেন অবশ্যই আনন্দ প্রকাশ করে। (কারণ) তা তো ঐ-সবকিছু থেকে উত্তম যা তারা জমা করছে।[৫০৯] ৫৯. আপনি (তাদের) বলুন, আচ্ছা, বলো দেখি, এই যে যাকিছু রিযিক আল্লাহ্ তোমাদের জন্য নাযিল করেছেন, তারপর তা থেকে কিছু তোমরা হারাম সাব্যস্ত করেছো, আর (কিছু) হালাল; আপনি বলুন, (এ বিষয়ে) আল্লাহ্‌ই কি তোমাদের অনুমতি দিয়েছেন, না তোমরা আল্লাহ্‌র উপর অপবাদ আরোপ করছো! ৬০. আর কেয়ামতের দিন সম্পর্কে কী ধারণা তাদের, যারা (দুনিয়াতে) আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করছে! এ তো

[৫০৯] মূল তারকীব থেকে ভিন্ন সরল তরজমা, 'তা তো তাদের সঞ্চয় করা সমস্ত সম্পদ থেকে উত্তম'.../যত ধনসম্পদ তারা জড়ো করছে তা থেকে তা উত্তম।

অতি সত্য যে, মানুষের উপর আল্লাহ্ বড়ই অনুগ্রহের অধিকারী, তবে (এটাও সত্য যে,) তাদের অধিকাংশই শোকর করে না।

(রুকূ. ৭)

وَمَا تَكُوْنُ فِيْ شَاْنٍ وَّمَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ وَّلَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا اِذْ تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ۭ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاۗءِ وَلَآ اَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْبَرَ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝

৬১. আর (আয় পেয়ারে নবী!) যে কোন অবস্থার মধ্যেই আপনি থাকুন, আর কোরআনের যে কোন অংশই আপনি তিলাওয়াত করুন (আমি তার সাক্ষী), আর (আয় আহলে ঈমান!) যে কোন আমল তোমরা কর না কেন, আমি কিন্তু তোমাদের সাক্ষীরূপে থাকি, যখন তোমরা তাতে নিমগ্ন হও।[৫১০] আর (আয় পেয়ারে নবী!) আপনার রব্ থেকে যার্‌রা বরাবরও কিছু গোপন থাকে না, (না) যমীনে, না আসমানে। আর না যার্‌রা থেকে ছোট, আর না (তা থেকে) বড়; সবকিছু একটি সুস্পষ্ট কিতাবে বিদ্যমান রয়েছে।[৫১১]

اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَاۗءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۝ لَهُمُ الْبُشْرٰى فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ۭ لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ۭ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۭ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝ اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ ۭ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُرَكَاۗءَ ۭ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ۝

৬২. শুনে রাখ, আল্লাহ্‌র বন্ধুরা/নিকটজনেরা (কেয়ামতে হাশরে), তাদের উপর না ভয়ের কোন ছায়া থাকবে, আর না তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে।[৫১২] ৬৩. যারা ঈমান এনেছে এবং তাক্বওয়ার উপর অবিচল থেকেছে– ৬৪. তাদেরই জন্য রয়েছে সুসংবাদ, দুনিয়ার জীবনেও এবং আখেরাতেও। আল্লাহ্‌র কথায় (ও প্রতিশ্রুতিতে কখনো) কোন পরিবর্তন হয় না। (তো) ঐ সুসংবাদই হল মহাসফলতা। ৬৫. (আয় পেয়ারে নবী!) তাদের (কোন) কথা যেন আপনাকে ব্যথিত/চিন্তিত/বিষণ্ন না করে। বিশ্বাস রাখুন, সমস্ত ক্ষমতা (ও পরাক্রম) একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য; তিনিই (সবকিছু) পূর্ণরূপে শোনেন, জানেন। ৬৬. শুনে রাখো, যারা আছে আসমানসমস্তে এবং যারা আছে যমীনে

---

[৫১০] ভিন্ন তরজমা– আর (লোকসকল!) যে কোন আমলই তোমরা কর, যখন তোমরা তাতে নিমগ্ন হও তখন আমি তোমাদের উপর পাহারাদার থাকি। আর যমীন-আসমানের বিন্দুপরিমাণও কিছু আপনার রব থেকে আড়ালে থাকে না; এমনকি না বিন্দু থেকে ছোট, না তা থেকে বড়, কোন কিছু নেই যা একটি সুস্পষ্ট কিতাবে লেখা নেই/ এমনকি বিন্দু থেকে ছোট-বড় সবকিছু এক খোলা কিতাবে লেখা রয়েছে।

[৫১১] সুতরাং তোমাদের যার্‌রা যার্‌রা একত্র করে তোমাদের দ্বিতীয়বার যিন্দা করা আমার পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়। তাহলে কিসের ভিত্তিতে তোমাদের এ সন্দেহ!

[৫১২] পরের আয়াতে রয়েছে আল্লাহ্‌র বন্ধু ও নিকটজনদের গুণপরিচয়। যাদের অন্তরে ঈমান ও তাক্বওয়া রয়েছে তারাই হল আল্লাহ্‌র বন্ধু ও নিকটজন। তাদের একটি পুরস্কার বলা হয়েছে আগের আয়াতে এবং একটি সুসংবাদ রয়েছে পরবর্তী আয়াতে। সত্যি, এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য ও সফলতার কথা কল্পনাই করা যায় না।

তারা সবে একমাত্র আল্লাহ্‌র মালিকানাধীন। আর যারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে অন্যকিছুকে ডাকে, তারা আসলে আল্লাহ্‌র কোন শরীকানের অনুসরণ করে না[৫১৩]। তারা শুধু (নিজেদের) ধারণারই অনুসরণ করে, আর তারা শুধু আন্দায, অনুমানের উপর চলে। (আর সত্যের বিপরীতে আন্দায-অনুমান কোন কাজেই আসবে না।)

هُوَ الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الَّیْلَ لِتَسْكُنُوْا فِیْهِ وَ النَّهَارَ مُبْصِرًا ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّسْمَعُوْنَ ۝ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ
وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ؕ هُوَ الْغَنِیُّ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ ؕ اِنْ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ بِهٰذَا ؕ اَتَقُوْلُوْنَ عَلَی اللّٰهِ
مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ قُلْ اِنَّ الَّذِیْنَ یَفْتَرُوْنَ عَلَی اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا یُفْلِحُوْنَ ۝ مَتَاعٌ فِی الدُّنْیَا ثُمَّ اِلَیْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ
نُذِیْقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِیْدَ بِمَا كَانُوْا یَكْفُرُوْنَ ۝

৬৭. তিনিই ঐ মহান সত্তা, যিনি তোমাদের জন্য রাত বানিয়েছেন, যাতে তোমরা তাতে প্রশান্তি অর্জন কর/বিশ্রাম নিতে পারো, আর দিনকে (বানিয়েছেন) আলোকিত।[৫১৪] সত্যি সত্যি তাতে রয়েছে বিভিন্ন নিশান ঐ কাউমের জন্য যারা (দিলের আওয়ায) শুনতে পায়[৫১৫]। ৬৮. তারা (কতিপয় দুর্ভাগা) তো বলে, আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন, তিনি (তো সমস্ত খুঁত ও ত্রুটি থেকে) চিরপবিত্র। (সবকিছু থেকেই) তিনি চিরপ্রয়োজনমুক্ত। যাকিছু আছে আসমানসমস্তে এবং যাকিছু আছে যমীনে সব তাঁরই মালিকানায়। (আয় বদকিসমত! যা তোমরা বলছো,) তোমাদের কাছে তো এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নেই। (তাহলে) তোমরা কি আল্লাহ্‌র নামে এমন কিছু বলছো, যা তোমরা জানো না। ৬৯. আপনি বলুন, যারা আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে তারা কিন্তু সফলকাম হতে পারে না। ৭০. (তাদের জন্য রয়েছে শুধু) দুনিয়াতে সামান্য ভোগ, তারপর আমারই অভিমুখে হবে তাদের প্রত্যাবর্তন। তারপর তারা যে কুফুর করত তার জন্য তাদের আমি কঠিন সাজা/আযাব চাখাবো।[৫১৬]

(রুকূ. ৮)

وَ اتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَاَ نُوْحٍ ۘ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ یٰقَوْمِ اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَیْكُمْ مَّقَامِیْ وَ تَذْكِیْرِیْ بِاٰیٰتِ اللّٰهِ فَعَلَی اللّٰهِ
تَوَكَّلْتُ فَاَجْمِعُوْۤا اَمْرَكُمْ وَ شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا یَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَیْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوْۤا اِلَیَّ وَ لَا تُنْظِرُوْنِ ۝ فَاِنْ تَوَلَّیْتُمْ
فَمَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ ؕ اِنْ اَجْرِیَ اِلَّا عَلَی اللّٰهِ ۙ وَ اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ ۝ فَكَذَّبُوْهُ فَنَجَّیْنٰهُ وَ مَنْ
مَّعَهٗ فِی الْفُلْكِ وَ جَعَلْنٰهُمْ خَلٰٓئِفَ وَ اَغْرَقْنَا الَّذِیْنَ كَذَّبُوْا بِاٰیٰتِنَا ۚ فَانْظُرْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِیْنَ ۝

৭১. আর (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি তাদের উপর নূহের (ঐ সময়ের) ঘটনা তিলাওয়াত করুন,

---

[৫১৩] কারণ বিশ্বজগতে আল্লাহ্‌র কোন শরীক বা শরীকানের অস্তিত্বই তো নেই।

[৫১৪] বিকল্প তরজমা, আর দিনকে বানিয়েছেন এমন (যা তেমাদেরকে) অবলোকনের যোগ্যতা দানকারী।

[৫১৫] যারা (গভীর চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে) শোনে/যারা (সত্যকে পাওয়ার জন্য) শোনে।

[৫১৬] তারপর তাদের অব্যাহত কুফুরের অপরাধে...

যখন তিনি তাঁর কাউমকে বললেন, আয় আমার কাউম! (তোমাদের মাঝে) আমার অবস্থান এবং আল্লাহ্‌র আয়াত ও নিশান দ্বারা (তোমাদেরকে) আমার সতর্ক করা যদি তোমাদের উপর এতই ভারী হয় তাহলে আমি একমাত্র আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করছি। তো (আমার বিরুদ্ধে) তোমরা তোমাদের যাবতীয় আয়োজন একত্র কর এবং (আল্লাহ্‌র সঙ্গে যাদের তোমরা শরীক বানিয়েছো) তোমাদের (সেই) শরীকানকেও (একত্র কর)। তারপর তোমাদের এতসব আয়োজন তোমাদের উপর যেন কোন দুশ্চিন্তার কারণ না হয়[৫১৭]। তারপর ছুঁড়ে দাও আমার দিকে তোমাদের ফায়ছালা। আর আমাকে কোন অবকাশই দিয়ো না।[৫১৮]

৭২. এরপরো যদি (আমার দাওয়াত থেকে) তোমরা মুখ ফিরিয়ে রাখো তাহলে (শেষকথা শোনো!) আমি তো তোমাদের কাছে (আমার দাওয়াতি কর্মের) কোন রকম প্রতিদান চাই না।[৫১৯] আমার প্রতিদান তো (আর কারো উপর নয়,) একমাত্র আল্লাহ্‌র উপর। আমাকে তো শুধু আদেশ করা হয়েছে যেন আমি মুসলিমীনের মধ্যে শামিল থাকি[৫২০]। ৭৩. তারপরো তারা তাঁকে ঝুটলিয়েছে, তখন আমি তাঁকে এবং যারা তাঁর সঙ্গে কিশতিতে ছিল তাদের উদ্ধার করেছি, আর তাদেরকে (ভূখণ্ডে কাফিরদের) জানশীন বানিয়েছি। আর যারা আমার নিশান ও প্রমাণ ঝুটলিয়েছে তাদের আমি ডুবিয়ে মেরেছি। তো দেখো, যাদের সতর্ক করা হয়েছিল, কেমন ছিল তাদের পরিণাম।

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهٖ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ ؕ كَذٰلِكَ
نَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِ الْمُعْتَدِيْنَ ۝ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى وَهٰرُوْنَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ بِاٰيٰتِنَا فَاسْتَكْبَرُوْا وَ
كَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ۝ فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْٓا اِنَّ هٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝

৭৪. তারপর নূহের পরবর্তী সময় আমি বিভিন্ন রাসূল পাঠিয়েছি তাঁদের নিজ নিজ কাউমের কাছে। তো তাঁরা তাদের কাছে এসেছিলেন (নিজেদের সত্যতার পক্ষে) বিভিন্ন নিশানসহ। কিন্তু আগেই তারা যা ঝুটলিয়েছে তার প্রতি ঈমান আনতে তারা প্রস্তুতই ছিল না। (আসলে) এভাবেই আমি সীমালঙ্ঘনকারীদের[৫২১] অন্তরে মোহর লাগিয়ে দেই। ৭৫. তারপর ঐ-সব সম্প্রদায়ের পরবর্তী সময়ে আমি মূসা ও হারূনকে পাঠালাম ফিরআউন ও তার দরবারীদের কাছে আমার বিভিন্ন নিশানসহ। তখন তারা দম্ভ দেখালো, আর ছিলই তারা মুজরিম কাউম/অপরাধী সম্প্রদায়। ৭৬. তো যখন

---

[৫১৭] অর্থাৎ আবার ভালো করে দেখে নাও, যাতে তোমাদের আয়োজনে কোন খুঁত না থাকে, আর তা তোমাদের জন্য দুশ্চিন্তার কারণ না হয়।

[৫১৮] কাউমের প্রতি কল্যাণকামী নবী ও রাসূলের সঙ্গে এবং যুগে যুগে দা'ঈ ও মুবাল্লিগীনের সঙ্গে এটাই হল স্বেচ্ছাচারী কাউমের আচরণ। উপদেশ যেমন তাদের অসহনীয় তেমনি উপদেশদাতার অস্তিত্বও অসহ্য। তাই উপদেশ প্রত্যাখ্যানের সঙ্গে সঙ্গে উপদেশদাতার অস্তিত্ব পর্যন্ত তারা বিলুপ্ত করতে চায়। এক্ষেত্রে নবী ও রাসূলানের পথ অনুসরণ করাই কর্তব্য।

[৫১৯] কোন প্রতিদান চাই না, এ তরজমা নিখুঁত নয়। তাকীদ প্রকাশক অতিরিক্ত অব্যয় مِنْ এর কারণে বলতে হবে, কোন রকম প্রতিদান চাই না/চাইনি।

[৫২০] তারকীবের উদ্দেশ্য সামনে রেখে ভিন্ন তরজমা, আমি যেন মনেপ্রাণে মুসলিম/আত্মসমর্পণকারী হই।

[৫২১] শব্দের কলেবর গুটিয়ে আনার জন্য বলা যায়, 'সীমালঙ্ঘীদের'

আমার পক্ষ হতে তাদের কাছে হক এলো, (তখন) তারা বলল, এ তো সুস্পষ্ট জাদু।[৫২২]

قَالَ مُوْسٰٓى اَتَقُوْلُوْنَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمْ ۭ اَسِحْرٌ هٰذَا ۭ وَلَا يُفْلِحُ السّٰحِرُوْنَ ۝ قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ
اٰبَآءَنَا وَتَكُوْنَ لَكُمَا الْكِبْرِيَآءُ فِي الْاَرْضِ ۭ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِيْنَ ۝ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُوْنِيْ بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيْمٍ ۝
فَلَمَّا جَاۗءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰٓى اَلْقُوْا مَآ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ ۝ فَلَمَّآ اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰي مَا جِئْتُمْ بِهِ ۙ السِّحْرُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ
سَيُبْطِلُهٗ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ۝ وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ۝

৭৭. মূসা বললেন, হক যখন তোমাদের কাছে এসে পড়েছে (সুস্পষ্ট নিশান ও প্রমাণসহ) তখন কি হক সম্পর্কে তোমরা (এমনসব কথা) বলছো! এটা কি জাদু (হতে পারে)! অথচ (চূড়ান্ত বিচারে) জাদুকরেরা সফল হতে পারে না! ৭৮. তারা বলল, তুমি কি আমাদের কাছে এসেছো, ঐ জীবনব্যবস্থা থেকে আমাদের সরিয়ে দিতে, যার উপর আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের পেয়েছি! (তুমি কি এসেছো) আরো এ জন্য যে, ভূখণ্ডে তোমাদের জন্য হবে বড়ত্ব ও প্রতাপ। কিন্তু আমরা তো তোমাদের প্রতি ঈমান আনয়নকারী নই।
৭৯. আর ফির'আউন বলল, (এদের মোকাবেলার জন্য) তোমরা আমার কাছে আন প্রত্যেক বিজ্ঞ জাদুকরকে।[৫২৩] ৮০. তো যখন জাদুকরেরা এলো (তখন) মূসা তাদের বললেন, নিক্ষেপ কর তোমরা যাকিছু নিক্ষেপ করতে চাও। ৮১. তো যখন তারা নিক্ষেপ করল (তাদের জাদুসামগ্রী, রশি ও লাঠি তখন) মূসা বললেন, তোমরা যা নিয়ে এসেছো তা নিছক জাদু, অবশ্যই আল্লাহ্ তা বাতিল করেই দেখাবেন, আল্লাহ্ তো ফাসাদীদের আমল কখনো সংশোধন করেন না। ৮২. বস্তুত হককে আল্লাহ্ তাঁর সিদ্ধান্ত দ্বারা হক করে দেখাবেন, যদিও অপরাধীরা তা অপছন্দ করে।

(রুকূ. ৯)

فَمَآ اٰمَنَ لِمُوْسٰٓى اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهٖ عَلٰي خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهِمْ اَنْ يَّفْتِنَهُمْ ۭ وَاِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْاَرْضِ ۚ
وَاِنَّهٗ لَمِنَ الْمُسْرِفِيْنَ ۝ وَقَالَ مُوْسٰي يٰقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ ۝
فَقَالُوْا عَلَي اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝

৮৩. তখন (কী হল!) মূসার অনুকূলে ঈমান আনল না, তবে শুধু তাঁর গোত্রের কিছু তরুণ, তাও এই ভয়ের সঙ্গে যে, ফির'আউন ও তার দরবারীরা তাদের কঠিন পরীক্ষায় ফেলে দেবে। আর ফির'আউন তো যমীনে বড় *'যোরওয়ার'* ছিলই, আর সত্যি সত্যি সে (ছিল) স্বেচ্ছাচারীদের মধ্যে শামিল। ৮৪. আর মূসা বললেন, আয় [illegible] কাউম! যদি তোমরা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনে থাক তাহলে তাঁরই উপর তাওয়াক্কুল কর, যদি তোমরা (প্রকৃত) অনুগত হয়ে থাক (তাহলে আনুগত্যের প্রমাণ রাখ)। ৮৫. তখন তারা বলল, আল্লাহ্রই উপর আমরা তাওয়াক্কুল করেছি, (ইয়া) রাব্বানা! ঐ-যালিমীনের কারণে আপনি আমাদের পরীক্ষায় ফেলেন না। ৮৬. আর আপন রহমতের

---

[৫২২] এ তো পরিষ্কার জাদু ছাড়া আর কিছু নয়।

[৫২৩] ভিন্ন তরজমা– (তাদের শায়েস্তা করার জন্য) তোমরা আমার কাছে হাযির কর রাজ্যের সমস্ত বিজ্ঞ জাদুগর।

কল্যাণে কাফির কাউমের (কবল) থেকে আপনি আমাদের উদ্ধার করুন।

وَ اَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰى وَ اَخِيْهِ اَنْ تَبَوَّاٰ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا وَّ اجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ؕ وَ بَشِّرِ
الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ وَ قَالَ مُوْسٰى رَبَّنَآ اِنَّكَ اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَ مَلَاَهٗ زِيْنَةً وَّ اَمْوَالًا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ
سَبِيْلِكَ ۚ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰٓى اَمْوَالِهِمْ وَ اشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ۝ قَالَ
قَدْ اُجِيْبَتْ دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيْمَا وَلَا تَتَّبِعٰٓنِّ سَبِيْلَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

৮৭. আর মূসা ও তাঁর ভাইয়ের অভিমুখে আমি ওহী করলাম যে, তোমরা তোমাদের কাউমের জন্য মিশরেই ঘরবাড়ী তৈয়ার কর, আর (সাধারণ সময়ের বিধানের পরিবর্তে এখন মসজিদের স্থলে) তোমাদের ঘরগুলো(ই) ছালাতের স্থান বানাও। আর (এভাবে গোপনে গোপনে) ছালাত কায়েম কর. আর মুমিনীনকে সুসংবাদ দাও।
৮৮. আর মূসা বললেন, (ইয়া) রাব্বানা! আপনি তো ফির'আউন ও তার দোসরদের দুনিয়ার জীবনে দিয়ে রেখেছেন সাজসৌন্দর্য ও সম্পদপ্রাচুর্য, (ইয়া) রাব্বানা! (এজন্য কি) যেন তারা (আপনার বান্দাদের) আপনার পথ থেকে সরিয়ে রাখে! (ইয়া) রাব্বানা! (যদি তা না হয়ে থাকে এবং অবশ্যই তা নয়, তাহলে) তাদের ধনসম্পদ তছনছ করে দিন, আর তাদের কলবগুলো এমন শক্ত করে দিন যাতে তারা ঈমান আনতেই না পারে যন্ত্রণাদায়ক আযাব দেখার আগ পর্যন্ত। ৮৯. (আল্লাহ্) বললেন, নিশ্চিত, তোমাদের দো'আ কবূল করা হল, তো (এখন) তোমরা অবিচল থাক, আর তাদের পথ কিছুতেই অনুসরণ কর না যারা (হকের কোন) 'জানকারী' রাখে না।

وَ جٰوَزْنَا بِبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَ جُنُوْدُهٗ بَغْيًا وَّ عَدْوًا ؕ حَتّٰٓى اِذَآ اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ ۙ قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَآ
اِلٰهَ اِلَّا الَّذِيْٓ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْٓا اِسْرَآءِيْلَ وَ اَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝ آٰلْـٰٔنَ وَ قَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَ كُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ۝
فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَةً ؕ وَ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ اٰيٰتِنَا لَغٰفِلُوْنَ ۝

৯০. আর বনী ইসরাঈলকে আমি দরিয়া পার করালাম, তখন ফির'আউন ও তার সৈন্যদল অনাচার ও সীমালঙ্ঘনের কারণে তাদের পিছু নিলো। এমনকি যখন 'তাকে' ডুবনের পরিণাম চেপে ধরলো তখন সে বলে উঠলো, আমি ঈমান আনলাম যে, ঐ ইলাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, যার প্রতি বনী ইসরাঈল ঈমান এনেছে, আর আমিও (ঐ ইলাহের প্রতি) অনুগতদের দলে শামিল। ৯১. (তাকে বলা হল) এখন! অথচ এই কিছু আগেও তো অবাধ্যতা করেছো! আর তুমি তো ছিলে ফাসাদীদের মধ্যে শামিল![৫২৪] ৯২. তো আজ আমি তোমাকে, শুধু তোমার দেহকে উদ্ধার করব, যাতে তোমার পরবর্তীদের জন্য তুমি 'শিক্ষা' হতে পারো। কারণ বহু মানুষ তো এখনো আমার নিশান ও প্রমাণ থেকে বিলকুল উদাসীন।

---

[৫২৪] আর তুমি তো ছিলে মহাফাসাদী!

(রুকূ. ১০)

وَ لَقَدْ بَوَّاْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ مُبَوَّاَ صِدْقٍ وَّ رَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ۚ فَمَا اخْتَلَفُوْا حَتّٰى جَآءَهُمُ الْعِلْمُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ
يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۝ فَاِنْ كُنْتَ فِيْ شَكٍّ مِّمَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ فَسْـَٔلِ الَّذِيْنَ
يَقْرَءُوْنَ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَقَدْ جَآءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ۝ وَ لَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الَّذِيْنَ
كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَتَكُوْنَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝

৯৩. আর সুনিশ্চিত, বনী ইসরাঈলকে আমি আবাদ করেছি বসবাসের সর্বোত্তম স্থানে, আর তাদের আমি রিযিক দিয়েছি উত্তম ও পাকীযা সবজিনিস থেকে। অনন্তর (দ্বীনে হকের বিষয়ে এবং আখেরী নবীর বিষয়ে) তারা মতবিরোধে জড়ায়নি, যতক্ষণ (না তাওরাত ও ইন্‌জীলের মাধ্যমে) তাদের কাছে (আখেরী নবী সম্পর্কে) সঠিক ইলম এসেছে। নিশ্চয় আপনার রব্ কেয়ামতের দিন তাদের মাঝে ঐ বিষয়ে ফায়ছালা করবেন যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করত।
৯৪. তো (আয় পেয়ারে নবী! অবিশ্বাসীদের শিক্ষা দেয়ার জন্য অসম্ভবরূপেই ধরে নেয়া হল যে,) যদি আপনি ঐ কিতাব সম্পর্কে সন্দেহের মধ্যে থাকেন যা আপনার প্রতি আমি নাযিল করেছি, তাহলে আপনার পূর্ব থেকে যারা (আসমানী) কিতাব পাঠ করে তাদের জিজ্ঞাসা করুন। সুনিশ্চিত, আপনার কাছে আপনার রবের পক্ষ হতে হক ও সত্যই এসেছে। সুতরাং আপনি যেন সন্দেহগ্রস্তদের মধ্যে শামিল না হোন। ৯৫. আর আপনি কিছুতেই হবেন না তাদের থেকে যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনগুলো ঝুটলিয়েছে, তাহলে কিন্তু আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে শামিল হয়ে যাবেন।[৫২৫]

اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝ وَ لَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ۝ فَلَوْ
لَا كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَآ اِيْمَانُهَآ اِلَّا قَوْمَ يُوْنُسَ ؕ لَمَّآ اٰمَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا وَ مَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ۝ وَ لَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا ؕ اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى
يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ۝

৯৬. দেখুন, যাদের উপর আপনার রবের ফায়ছালা অনিবার্য হয়ে গিয়েছে তারা আর ঈমান আনতে পারবে না– ৯৭. যদিও তাদের কাছে সমস্ত নিদর্শন এসে যায়, (তারা ঈমান আনবে না) যতক্ষণ (না) তারা যন্ত্রণাদায়ক আযাব দেখে নেয়। ৯৮. হায়, কোন জনপদ এমন কেন হল না যে, তারা ঈমান আনল, আর তাদের ঈমান তাদের উপকারও করল, হাঁ, ইউনুসের কাউম এমন ছিল। যখন তারা ঈমান আনলো, তখন আমি দুনিয়ার জীবনে তাদের থেকে লাঞ্ছনার আযাব সরিয়ে দিলাম, আর নির্ধারিত সময় পর্যন্ত তাদের ভোগ করার সুযোগ দিলাম। ৯৯. আর যদি আপনার রব্ চাইতেন (তাহলে তো মাজবূর করে দেয়ার কারণে) যমীনের সমস্ত বাসিন্দা আলবত ঈমান আনত। কিন্তু

---

[৫২৫] তারকীবের উদ্দেশ্য সামনে রেখে তরজমা, তাহলে কিন্তু আপনি চরম ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

আপনি কি লোকদের বাধ্য করতে চান, যাতে তারা মুমিন হয়ে যায়!

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تُؤْمِنَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ ۝ قُلِ انْظُرُوْا مَاذَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَا تُغْنِى الْاٰيٰتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ۝ فَهَلْ يَنْتَظِرُوْنَ اِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ قُلْ فَانْتَظِرُوْا اِنِّىْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ۝ ثُمَّ نُنَجِّىْ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كَذٰلِكَ ۚ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

১০০. আর কোন মানুষের পক্ষে সম্ভবই নয় যে, সে ঈমান আনবে আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া। আর যারা আকল-বুদ্ধি কাজে লাগায় না তাদের উপর তিনি 'অপবিত্রতা' আরোপ করে দেন। ১০১. (আয় পেয়ারে নবী! তাদের) আপনি বলুন, তাকিয়ে দেখ, আসমানসমস্তে ও যমীনে (হকের অনুকূলে) কী কী (নিদর্শন) রয়েছে। আর আসলে নিশান ও প্রমাণ এবং সতর্ককারীগণ কোন কাজেই আসে না এমন কাউমের জন্য যারা ঈমান আনতেই চায় না। ১০২. আচ্ছা, তো (ঈমান আনার জন্য) তারা কি তাদের পূর্বে বিগতদের দিনগুলোর মত কোন দিন দেখার অপেক্ষায় রয়েছে! আপনি বলুন, তাহলে তোমরা ইনতিযারে থাকো, অবশ্যই আমি তোমাদের সঙ্গে ইনতিযারীদের মধ্যে শামিল হলাম। ১০৩. তারপর (যখন আযাব নাযিল হয় তখন) আমি উদ্ধার করে থাকি আমার রাসূলদের এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের। এভাবেই নিজের উপর আমি অনিবার্য করে নিয়েছি (যে), মুমিনীনকে আমি উদ্ধার করব।

(রুকূ. ১১)

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِىْ شَكٍّ مِّنْ دِيْنِىْ فَلَآ اَعْبُدُ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذِىْ يَتَوَفّٰىكُمْ ۖ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ وَاَنْ اَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ۚ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

১০৪. (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি বলুন, হে লোকসকল! যদি আমার দ্বীনের বিষয়ে তোমরা কোন সন্দেহের মধ্যে থেকে থাকো, তাহলে (আমার সিদ্ধান্ত হল,) আমি ঐসমস্ত উপাস্যের উপাসনা করব না, আল্লাহ্‌কে ছেড়ে তোমরা যাদের উপাসনা করছো, বরং আমি তো আল্লাহ্‌র ইবাদত করব, যিনি তোমাদের (রূহ) কব্য করেন। আর আমাকে আদেশ করা হয়েছে, যেন আমি মুমিনীনের মধ্যে শামিল হই।

১০৫. আর (আপনাকে আদেশ করা হয়েছে যে,) নিজের মুখমণ্ডল আপনি একনিষ্ঠভাবে দ্বীনের জন্য নিবেদিত রাখুন, আর কিছুতেই আপনি হবেন না মুশরিকীন থেকে। ১০৬. আর আপনি আল্লাহ্ ছাড়া এমন কিছুকে ডাকবেন না যারা না আপনাকে উপকার দিতে পারে, না আপনাকে ক্ষতি পৌঁছাতে পারে। যদি আপনি তা করেন তাহলে তখন আপনি যালিমীনের মধ্যে শামিল হবেন।

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ اِلَّا هُوَ ۚ وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ ؕ يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝ قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا

يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ۝ وَاتَّبِعْ مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ۝

১০৭. আর যদি আল্লাহ্ কোন দুদর্শা দ্বারা আপনাকে ছুঁয়ে ফেলেন তাহলে তার উপশমকারী/তা দূরকারী তিনি ছাড়া কেউ নেই। আর যদি তিনি আপনার জন্য কোন কল্যাণের ইচ্ছা করেন তাহলে তাঁর অনুগ্রহ রদ্‌কারী কেউ নেই। আপন বান্দাদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা করেন তাকে তিনি তা দান করেন। আর তিনিই পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১০৮. (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি বলুন, হে লোকসকল, তোমাদের কাছে তো তোমাদের রবের পক্ষ হতে হক এসে গিয়েছে, সুতরাং যারা হিদায়াত গ্রহণ করবে তারা নিজেরই জন্য হিদায়াত গ্রহণ করবে, আর যারা (হকের পথ থেকে) বিচ্যুত হবে তারা নিজেদের দায়ের উপরই বিচ্যুত হবে। আমি কিন্তু তোমাদের উপর নিযুক্ত প্রহরী নই। ১০৯. আর আপনার প্রতি যে অহী করা হয়েছে আপনি তারই অনুসরণ করুন, আর ছবর করুন আল্লাহ্ কোন ফায়ছালা করা পর্যন্ত। আর তিনিই সর্বোত্তম ফায়ছালাকারী।

سُوْرَةُ هُوْدٍ-١١؛ مَكِّيَّة؛ آياتُها ١٢٣ وركوعاتُها ١٠

১১-সূরা হূদ, মাক্কী; আয়াত ১২৩, রুকূ ১০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓرٰ ۚ كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ ۝ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ۭ اِنَّنِيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ ۝ وَّاَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّيُؤْتِ كُلَّ ذِيْ فَضْلٍ فَضْلَهٗ ۭ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيْرٍ ۝ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ ۚ وَهُوَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

(শুরু করছি) রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে

১. আলিফ, লাম, রা। এ তো এমন কিতাব, যার আয়াতগুলো (প্রয়োজনীয় প্রমাণ দ্বারা) সুসংহত করা হয়েছে, তারপর তা বিশদরূপে বয়ান করা হয়েছে এক মহাপ্রজ্ঞাবান, সর্ববিষয়ে পূর্ণ অবগত মহান সত্তার পক্ষ হতে। ২. (এই কিতাবের বার্তা এই) যে, তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া কারো ইবাদত কর না, আমি তো তোমাদের জন্য তাঁর পক্ষ হতে সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা। ৩. আরো (বার্তা এই) যে, তোমরা তোমাদের রবের কাছে মাগফিরাত চাও, তারপর তাঁরই অভিমুখে রুজু কর।[৫২৬] (তাহলে) একটা নির্ধারিত সময় (মৃত্যু) পর্যন্ত তোমাদের তিনি উত্তম উপভোগ করার সুযোগ দেবেন, আর 'আমলে স্বতঃস্ফূর্ত' প্রত্যেককে আপন অনুগ্রহ দান করবেন। আর যদি তোমরা

---

[৫২৬] অর্থাৎ শুধু মাফ চাওয়া যথেষ্ট নয়, মন্দকর্ম ত্যাগ করা এবং আল্লাহ্‌র হুকুমের উপর অবিচল থাকাও জরুরি। এটাই তাওবার হাকীকত।

মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে (শোনো), তোমাদের বিষয়ে আমি এক বড় দিনের আযাবের আশঙ্কা করি
৪. আল্লাহ্‌রই দিকে হবে তোমাদের প্রত্যাবর্তন, আর তিনি সর্ববিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

اَلَآ اِنَّهُمْ يَثْنُوْنَ صُدُوْرَهُمْ لِيَسْتَخْفُوْا مِنْهُ ؕ اَلَا حِيْنَ يَسْتَغْشُوْنَ ثِيَابَهُمْ ۙ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ۚ
اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝

৫. আর শুনে রাখো, কাফিরীন তাঁর থেকে (নবীর কাছ থেকে) লুকিয়ে থাকার জন্য নিজেদের বুক দু'ভাঁজ করে চলে।[৫২৭] শোনো, যখন নিজেদের উপর তারা কাপড় পেঁচায় তখনো আল্লাহ্ জানেন যা তারা গোপন করে, আর যা তারা প্রকাশ্যে করে। তিনি তো বুকের সমস্ত গোপন বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত।

***

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ؕ كُلٌّ فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝ وَهُوَ الَّذِىْ
خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ وَّكَانَ عَرْشُهٗ عَلَى الْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ؕ وَلَئِنْ قُلْتَ اِنَّكُمْ
مَّبْعُوْثُوْنَ مِنْۢ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝ وَلَئِنْ اَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِلٰٓى اُمَّةٍ
مَّعْدُوْدَةٍ لَّيَقُوْلُنَّ مَا يَحْبِسُهٗ ؕ اَلَا يَوْمَ يَاْتِيْهِمْ لَيْسَ مَصْرُوْفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝

৬. * আর ভূমিতে বিচরণশীল যে কোন প্রাণীর রিযিক শুধু আল্লাহ্‌র যিম্মায়।[৫২৮] আর তিনি জানেন প্রত্যেক প্রাণীর স্থায়ী ঠিকানা ও অস্থায়ী ঠিকানা।[৫২৯] প্রতিটি বিষয় একটি সুস্পষ্ট কিতাবে রয়েছে।[৫৩০] ৭. আর তিনিই আসমানসমস্ত ও যমীন (এবং উভয়স্থানের সবকিছু) ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন,[৫৩১] আর (তখন) তাঁর আরশ জলের উপর ছিল। (সৃষ্টি করেছেন) যাতে তোমাদের পরীক্ষা করেন যে, আমলের দিক থেকে তোমাদের কে উত্তম।[৫৩২]
আর (আয় পেয়ারে নবী!) যদি আপনি বলেন, মৃত্যুর পর অবশ্যই তোমাদের পুনরুত্থিত করা হবে/ তোমরা পুনরুত্থিত হবে (তাহলে) যারা কুফুর করেছে, সত্যি সত্যি তারা বলবে, এ তো সুস্পষ্ট জাদু ছাড়া আর কিছু নয়। ৮. আর যদি আমি তাদের থেকে আযাব নির্ধারিত কিছু সময়ের জন্য

---

[৫২৭] অর্থাৎ যখনই তাঁকে দেখতো, তাঁকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য নিজেকে গুটিয়ে সঙ্কুচিত করে এবং কাপড়ে নিজেকে জড়িয়ে পার হয়ে যেতো।

[৫২৮] বিকল্প তরজমা, ভূমিতে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই, যার রিযিকের যিম্মা আল্লাহ্‌র উপর নয়/ যার রিযিকের যিম্মা আল্লাহ্ নিজের উপর নিয়ে রাখেননি।

[৫২৯] বিকল্প প্রতিশব্দ, স্বতন্ত্র আবাস ও পরিবর্তনশীল আবাস। ঠিকানা-এর প্রতিশব্দ হতে পারে, 'অবস্থিতি, তিনি জানেন প্রত্যেক প্রাণীর স্থায়ী ও অস্থায়ী (উভয় প্রকার)অবস্থিতি; কখন কোথায় কার অবস্থান, তিনি জানেন।

[৫৩০] সুতরাং কোন প্রাণীর কাছে তার প্রাপ্য রিযিক পৌঁছানো তাঁর জন্য কঠিন কিছু না। প্রাণীর অবস্থানগত কারণেও না, রিযিকের বিবরণগত কারণেও না।

[৫৩১] কুন-ফায়াকূন, যে মহান সত্তার কুদরতের স্বরূপ, আপন সৃষ্টিকর্মে তিনি কেন ছয়দিন ব্যবহার করেছেন, তার হিকমত ও রহস্য তো তিনিই জানেন; আমরা শুধু শুনেছি, আর বিশ্বাস করেছি, এটাই বান্দার সীমানা।

[৫৩২] পরিমাণ বিবেচ্য নয়, মানে ও গুণে এবং ইখলাছ ও আল্লাহ্‌মুখিতায় কার আমল কত উত্তম সেটাই বিবেচ্য।

পিছিয়ে দিই (তাহলে) সত্যি সত্যি তারা (তামাশাচ্ছলে) বলবে, (কোথায় আযাব!) কিসে আযাব ঠেকিয়ে রেখেছে! সাবধান, আযাব যেদিন তাদের কাছে আসবে তখন তা তাদের থেকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না।[৫১১] আর যে আযাব নিয়ে তারা (দুনিয়াতে) বিদ্রূপ করত তা তাদের ঘিরে ধরবে।

(রুকূ' - ২)

وَلَئِنْ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنٰهَا مِنْهُ اِنَّهٗ لَيَـُٔوْسٌ كَفُوْرٌ ۝ وَلَئِنْ اَذَقْنٰهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ ذَهَبَ السَّيِّاٰتُ عَنِّيْ اِنَّهٗ لَفَرِحٌ فَخُوْرٌ ۝ اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ۝

৯. আর যদি আমি মানুষকে আমার পক্ষ হতে কোন রহমত আস্বাদন করাই, তারপর তার থেকে তা তুলে নেই, (তখন দেখি,) সে তো নিরাশ, কৃতঘ্ন (হয়ে পড়ে)! ১০. আর যদি কোন দুঃখ-কষ্ট তাকে স্পর্শ করার পর আমি তাকে নেয়ামত আস্বাদন করাই (তখন) সে বলেই ওঠে, (এই তো) সমস্ত মন্দ আমার থেকে দূর হয়ে গিয়েছে! (তখন) তো সে বেশ উল্লসিত, গর্বিত (রূপ ধারণ করে।) ১১. তবে যারা (উল্লাস ও গর্বের পরিবর্তে) ছবর করে এবং নেক নেক আমল করে, ওরা, তাদেরই জন্য রয়েছে মাগফিরাত ও বড় আজর।

فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ وَضَآئِقٌ بِهٖ صَدْرُكَ اَنْ يَّقُوْلُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ جَآءَ مَعَهٗ مَلَكٌ اِنَّمَآ اَنْتَ نَذِيْرٌ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ۝

১২. তো (আয় পেয়ারে নবী!) আপনার উপর যে অহী নাযিল করা হয়, আপনি কি তার কিছু অংশ ছেড়ে দেবেন, আর ঐ অহীর বিষয়ে কি আপনার অন্তর সঙ্কীর্ণ হয়ে যাবে (শুধু) এ জন্য যে, তারা (মুশরিকীন) বলছে, এই নবীর উপর কোন খাযানা কেন নাযিল হচ্ছে না, কিংবা তাঁর সঙ্গে কোন ফিরেশতা কেন আসছে না! (তো শুনুন,) আপনি কিন্তু শুধু এক সতর্ককারী। আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ের উপর পাহারাদার।[৫১৪]

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ قُلْ فَاْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهٖ مُفْتَرَيٰتٍ وَّادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ فَاِلَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اُنْزِلَ بِعِلْمِ اللّٰهِ وَاَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝

১৩. নাকি তারা বলে, এ কোরআন তিনি (নিজের থেকে) গড়ে নিয়েছেন। আপনি বলুন, তাহলে তোমরাও (নিজেদের) গড়া এরকম দশটি সূরা এনে দেখাও, আর আল্লাহ্ ছাড়া যাকে পার তাকে ডেকে নাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।[৫১৫] ১৪. অনন্তর যদি তারা তোমাদের অনুকূলে সাড়া না দেয়, তাহলে (হে লোকসকল!) তোমরা জেনে রেখ, এই অহী শুধু আল্লাহ্র ইলমের সঙ্গে নাযিল

---

[৫১১] তা তাদের থেকে রোধিত হবে না।

[৫১৪] আর আল্লাহ্ প্রতিটি বিষয়ের ব্যবস্থাপক/ প্রতিটি বিষয়ের উপর কর্তৃত্ববান।

[৫১৫] প্রথম দিকে এটাই ছিল 'লালকার'; পরে (বাকারাহ্ ২ ঃ২৩ ও সূরা ইউনুস ১০ ঃ৩৮) তা একটিমাত্র সূরায় নামিয়ে আনা হয়। কিন্তু ভাষা, সাহিত্য ও কাব্যগর্বে গর্বিত আরবের মুশরিকীন কোরআনের কোন লালকার গ্রহণ করেনি। এ লালকার আজকের জ্ঞানগর্বী ও প্রযুক্তিদর্পী মানবসভ্যতার জন্য একই ভাবে বহাল রয়েছে! কিন্তু...!

করা হয়েছে এবং এই মর্মে যে, আল্লাহ্ ছাড়া নেই কোন ইলাহ। তো এখন (এ-কথা জানার পর) কি তোমরা মুসলিম হবে!

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

১৫. যারা (শুধু) পার্থিব জীবন ও তার সাজসজ্জা চায়, আমি তাদের আমলসমস্তের পূর্ণ প্রতিদান এখানেই তাদের প্রতি এগিয়ে দেবো, আর এখানে তাদের প্রতি কোন কার্পণ্য করা হবে না। ১৬. (তবে) ওরাই হল এমন লোক যে, আখেরাতে তাদের জন্য আগুন ছাড়া আর কিছু নেই। আর দুনিয়াতে যাকিছু কর্ম তারা করেছে তা বেকার/ অবনমিত হবে, আর যাকিছু আমল তারা করত (আখেরাতের বিচারে) তা বাতিল বলে গণ্য হবে।

اَفَمَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ وَيَتْلُوْهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوْسٰٓى اِمَامًا وَّرَحْمَةً ۭ اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ۭ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ ۚ فَلَا تَكُ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ ۣ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝

১৭. তো বল দেখি, এমন ব্যক্তি (তাদের সমান কীভাবে হতে পারে) যে, আপন রবের পক্ষ হতে আসা সুস্পষ্ট হিদায়াত (কোরআন)-এর উপর অবিচল রয়েছে, যার সত্যতার প্রমাণ স্বয়ং তাতেই এসেছে, তার অনুগামীরূপে; আবার তার পূর্বে মূসার কিতাবও (তার সত্যতার প্রমাণ), (যে কোরআন আহকামের বয়ান হিসাবে মানুষের জন্য) অনুকরণীয় এবং (আজর ও ছাওয়াব হিসাবে) রহমতস্বরূপ। ওরাই আসলে ঐ সুস্পষ্ট হিদায়াতের প্রতি পূর্ণ ঈমান রাখে। পক্ষান্তরে বিভিন্ন দল থেকে যে/যারা কোরআনের প্রতি কুফুর করে, তো (জাহান্নামের) আগুনই হবে তার/তাদের নির্ধারিত/প্রতিশ্রুত স্থান। সুতরাং তুমি (হে মুখাতাব!) ঐ-সুস্পষ্ট হিদায়াতের বিষয়ে সন্দেহে পড় না। অতি-অবশ্যই তা সত্য তোমার রবের পক্ষ হতে, তবে অধিকাংশ মানুষ (এর প্রতি) ঈমান আনছে না।

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۭ اُولٰٓئِكَ يُعْرَضُوْنَ عَلٰى رَبِّهِمْ وَيَقُوْلُ الْاَشْهَادُ هٰٓؤُلَاۗءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ ۚ اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۭ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ۝

১৮. আর কে হতে পারে তার চেয়ে বড় যালিম যে আল্লাহ্র উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে। ওরা, তাদেরকে তাদের রবের সামনে পেশ করা হবে, আর সাক্ষীরা বলবে, এরাই হল তারা যারা আপন রবের উপর মিথ্যা আরোপ করেছে। সাবধান, যালিমীনের উপর আল্লাহ্র লা'নাত– ১৯. যারা (মানুষকে) আল্লাহ্র রাস্তা থেকে ফিরিয়ে রাখে, আর তাতে বক্রতা খোঁজে, আর যারা আখেরাতের সম্পূর্ণ অস্বীকারকারী–

اُولٰٓئِكَ لَمْ يَكُوْنُوْا مُعْجِزِيْنَ فِي الْاَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَاۗءَ ۘ يُضٰعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ۭ مَا كَانُوْا يَسْتَطِيْعُوْنَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوْا يُبْصِرُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۝ لَا

جَرَمَ اَنَّهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ ﴿٢٢﴾

২০. ওরা ভূখণ্ডে (কোথাও আল্লাহ্‌কে) অক্ষম করতে পারে না;[৫৩৬] আর তাদের জন্য আল্লাহ্ ছাড়া কোন বন্ধু/অভিভাবক নেই।[৫৩৭] (তো আখেরাতে) তাদের জন্য আযাব দ্বিগুণ করে দেয়া হবে।[৫৩৮] (হকের প্রতি স্বভাবঘৃণার কারণে দুনিয়াতে) না এরা (হকের কথা) শুনতে পেত, আর না (হকের নিশান ও নিদর্শন) দেখতে পেত। ২১. ওরাই হল তারা যারা (নিজেরাই) নিজেদের মহাক্ষতি করেছে, আর (এখন) তাদের থেকে হারিয়ে যাবে ঐসব উপাস্য যা তারা অমূলক গড়ে নিয়েছিল।[৫৩৯] ২২. কোন সন্দেহ নেই যে, আখেরাতে তারাই হবে সবচে' বেশী ক্ষতিগ্রস্ত।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَخْبَتُوْٓا اِلٰى رَبِّهِمْ ۙ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٣﴾ مَثَلُ الْفَرِيْقَيْنِ كَالْاَعْمٰى وَالْاَصَمِّ وَالْبَصِيْرِ وَالسَّمِيْعِ ۭ هَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا ۭ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৩. পক্ষান্তরে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক নেক আমল করেছে এবং আপন রবের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত আত্মনিবেদন করেছে, ওরাই হল জান্নাতের বাসিন্দা, তাতে তারা চিরকাল থাকবে। ২৪. (মুমিন ও কাফির) দলদু'টির উদাহরণ এমন যে, (একদিকে) অন্ধ ও বধির (অন্যদিকে) চক্ষুষ্মান ও শ্রবণ -শক্তির অধিকারী। 'নিজ নিজ অবস্থার বিচারে' এরা দু'জন কি সমান হতে পারে![৫৪০] তো (কাফির ও মুমিনের পার্থক্য বোঝার পরো) তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবে না!

(রুকূ - ৩)

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖٓ ۡ اِنِّىْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٢٥﴾ ۙ اَنْ لَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ۭ اِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ اَلِيْمٍ ﴿٢٦﴾ فَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا نَرٰىكَ اِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرٰىكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذِيْنَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّاْيِ ۚ وَمَا نَرٰى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍۢ بَلْ نَظُنُّكُمْ كٰذِبِيْنَ ﴿٢٧﴾

২৫. আর সুনিশ্চিত, নূহকে আমি তাঁর কাউমের অভিমুখে প্রেরণ করেছি। (বড় দরদের সঙ্গে তিনি বললেন,) তোমাদের জন্য আমি কিন্তু সুস্পষ্ট সতর্ককারী– ২৬. এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া কারো ইবাদত কর না। আমি তো তোমাদের উপর/বিষয়ে আশঙ্কা করছি এক যন্ত্রণাদায়ক দিনের সাজার। ২৭. তখন তাঁর কাউমের সরদার শ্রেণীর লোকেরা, যারা কুফুর করেছিল, বলতে লাগলো, আমরা তো তোমাকে আমাদেরই মত মানুষ ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না। তদুপরি আমরা তো এছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না যে, তোমার পিছু নিয়েছে শুধু তারাই যারা প্রথম

---

[৫৩৬] অর্থাৎ পৃথিবীর কোথাও কোন শক্তির আশ্রয় নিয়ে নিজেদের তারা আল্লাহ্‌র পাকড় থেকে বাঁচাতে পারবে না।

[৫৩৭] অথচ নিজেদের কর্মফলের কারণে আল্লাহ্‌র বন্ধুত্ব, অভিভাবকত্ব ও সাহায্য থেকে তারা বঞ্চিত।

[৫৩৮] কারণ তাদের অপরাধ দ্বিমুখী, নিজেরা সত্য থেকে বিচ্যুত হওয়া, আবার সত্য থেকে অন্যদের বিচ্যুত করা।

[৫৩৯] অথচ তাদের বড় আশা ছিল যে, বিপদে প্রয়োজনে ঐ উপাস্যরা তাদের কাজে আসবে এবং আল্লাহ্‌র কাছে সুপারিশ করে তাদের প্রয়োজন উদ্ধার করে দেবে।

[৫৪০] 'নিজ নিজ অবস্থার বিচারে', এ অংশটি আয়াতে বিদ্যমান مَثَلًا এর তরজমা; 'তুলনায় এরা উভয়ে কি সমান হতে পারে!'– এ তরজমা ত্রুটিপূর্ণ। কারণ তুলনা দু'জনের সমতা প্রকাশ করে না, বরং পার্থক্য প্রকাশ করে।

চিন্তাতেই (মনে হয়) আমাদের মধ্যে সবচে' নিম্নস্তরের।[৭৪১] আর আমরা তো আমাদের উপর তোমাদের জন্য কোনরকম শ্রেষ্ঠত্ব দেখি না, বরং আমরা তো তোমাদের মিথ্যাবাদী মনে করি।

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَاٰتٰنِيْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهٖ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ ؕ اَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَاَنْتُمْ لَهَا كٰرِهُوْنَ ۝٢٨ وَيٰقَوْمِ لَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ؕ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَمَاۤ اَنَا بِطَارِدِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ اِنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَلٰكِنِّيْۤ اَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ۝٢٩ وَيٰقَوْمِ مَنْ يَّنْصُرُنِيْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ طَرَدْتُّهُمْ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝٣٠

২৮. নূহ বললেন, আয় কাউম! আচ্ছা, বল দেখি, আমি যদি আমার রবের পক্ষ হতে (নিজের সত্যতার বিষয়ে) একটি সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর অবিচল থাকি, আর তিনি তাঁর পক্ষ হতে আমাকে রহমত (ও নবুয়ত) দান করে থাকেন, কিন্তু ঐ রহমত (ও নবুয়ত) অন্ধকার করে রাখা হয়েছে তোমাদের উপর, (যার কারণে তোমরা তা বুঝতে পার না।) তাহলে আমি কি তা যবরদস্তি তোমাদের ধরিয়ে দেব, অথচ তার প্রতি তোমরা ঘৃণাই পোষণ করছ!

২৯. (এমন তো আমি করতে পারি না, শুধু বোঝাতে পারি।) আর (বোঝানোর পরবর্তী প্রচেষ্টারূপে তিনি আরো বললেন,) আয় কাউম! (মিথ্যা বলে আমার লাভ কী?) আমি তো এর উপর তোমাদের কাছে কোন মাল (ও ধনসম্পদ) চাই না; আমার প্রতিদান তো শুধু আল্লাহ্‌র উপর (আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো উপর নয়)। আর (তোমাদের খুশী করার জন্য) আমি তো তাদের তাড়িয়ে দিতে পারি না, যারা ঈমান এনেছে। তারা তো (একদিন আখেরাতে) তাদের রবের সম্মুখীন হবে। [৭৪২] তবে আমি কিন্তু তোমাদের দেখতে পাচ্ছি এমন সম্প্রদায় যে, তোমরা মূর্খতার আচরণ করছো!

৩০. আর আয় কাউম! আল্লাহ্‌র (পাকড়াও) থেকে কে আমাকে সাহায্য/রক্ষা করবে, যদি আমি তাদের তাড়িয়ে দেই! তারপরো কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না!

وَلَاۤ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَاۤ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَاۤ اَقُوْلُ اِنِّيْ مَلَكٌ وَّلَاۤ اَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ تَزْدَرِيْۤ اَعْيُنُكُمْ لَنْ يُّؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا ؕ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا فِيْۤ اَنْفُسِهِمْ ۚ اِنِّيْۤ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝٣١ قَالُوْا يٰنُوْحُ قَدْ جٰدَلْتَنَا فَاَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝٣٢

৩১. আর তোমাদের আমি বলছি না যে, আমার কাছে আল্লাহ্‌র (দেয়া) বড় বড় খাযানা আছে, আর না আমি পূর্ণ গায়ব জানি, আর না বলছি যে, আমি ফিরেশতা; আর তোমাদের দৃষ্টি যাদের তুচ্ছ ভাবছে, তাদের সম্পর্কে আমি বলতে পারি না যে, আল্লাহ্ কিছুতেই তাদের কোন কল্যাণ

---

[৭৪১] ভিন্ন তরজমা, যারা -চোখ বুজে বলা যায়- আমাদের মধ্যে সবচে' নিম্নস্তরের/ যারা -পরিষ্কার দেখা যায়- আমাদের মধ্যে সবচে' নিম্নস্তরের।

[৭৪২] তখন তিনি তাদের বিষয়ে ফায়ছালা করবেন যে, আসলেই কি তারা নিম্নস্তরের, না ঈমানের কল্যাণে উচ্চস্তরের! 'এমন সম্প্রদায় যে, তোমরা মূর্খতার আচরণ করছো!' – এ তরজমা করা হয়েছে تَجْهَلُوْنَ এই সম্বোধনক্রিয়ার শাব্দিকতা রক্ষা করে, বাংলার বাক্যকাঠামোর দাবী হল, তৃতীয় পুরুষের ক্রিয়া, তখন তরজমা হবে, '... তোমাদের দেখতে পাচ্ছি এমন কাউম, যারা মূর্খতার আচরণ করছে। আরো সুন্দর তরজমা, আমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি, আচরণে তোমরা মূর্খ সম্প্রদায়!

দান করবেন না। তাদের অন্তরে যাকিছু আছে সে বিষয়ে তো আল্লাহ্ই সবচে' বেশী জ্ঞাত। (যদি এমন কিছু বলি) তাহলে তো আমি যালিমীনের মধ্যেই শামিল হয়ে যাব। ৩২. তারা বলল, আয় নূহ! তুমি তো আমাদের সঙ্গে তর্ক করেছ এবং খুব তর্ক করেছ, তো তুমি যদি সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে (তর্ক বাদ দিয়ে) ঐ আযাব এনে দেখাও, যার হুঁশিয়ারি তুমি আমাদের দিয়ে থাক।

قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٣٣﴾ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ
يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ ۚ هُوَ رَبُّكُمْ ۖ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٣٤﴾ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا
تُجْرِمُونَ ﴿٣٥﴾

৩৩. তিনি বললেন, তা তো শুধু আল্লাহ্ই তোমাদের কাছে আনতে পারেন, যদি তিনি ইচ্ছা করেন; আর (তখন) তোমরা (আল্লাহ্কে) অক্ষম করতে পারবে না। ৩৪. আর আমার কল্যাণকামনা কোন উপকার করতে পারবে না তোমাদের, যদি আমি তোমাদের কল্যাণকামনা করতে চাইও,[৫৪৩] যদি আল্লাহ্ (তোমাদের দম্ভের কারণে) তোমাদের ভ্রষ্ট করতে চেয়ে থাকেন। তিনি তোমাদের রব্, আর তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরিয়ে দেয়া হবে। ৩৫. (আয় পেয়ারে নবী!) নাকি এরা বলে, এ কোরআন তো তিনি (নিজে) গড়ে নিয়েছেন, আপনি বলুন, যদি আমি (নিজে) তা গড়ে থাকি তাহলে তো আমার অপরাধ আমারই উপর (বর্তাবে), তবে যাকিছু অপরাধ তোমরা করছ তা থেকে আমি দায়মুক্ত।

(রুকূ – ৪)

وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا
وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ﴿٣٧﴾ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ ۖ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا
مِنْهُ ۚ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿٣٨﴾ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۙ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ
عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿٣٩﴾

৩৬. আর নূহের প্রতি অহী করা হল এ মর্মে যে, তোমার কাউম থেকে আর কেউ কিছুতেই ঈমান আনবে না, (এপর্যন্ত) যারা ঈমান এনেছে তাদের ছাড়া। সুতরাং যে সমস্ত আচরণ এরা করে আসছে তাতে তুমি মোটেও বিষণ্ন হয়ো না। ৩৭. আর আমার তত্ত্বাবধানে এবং আমার অহীর নির্দেশনায় তুমি কিশতী তৈয়ার/জলযান নির্মাণ কর। আর যারা যুলুম করেছে তাদের পক্ষে আমাকে তুমি কিছু বলতে যেয়ো না, কারণ অবশ্যই তাদের ডুবিয়ে মারা হবে। ৩৮. তো তিনি কিশতী তৈয়ার/জলযান নির্মাণ করছেন, আর (এদিকে অবস্থা হল,) যখনই তাঁর সম্প্রদায়ের কোন নেতা তাঁর কাছ দিয়ে যায়, তাঁর প্রতি উপহাস করে। (কখনো কখনো) তিনি বলে দেন, (আজ) যদি তোমরা আমাদের প্রতি উপহাস কর, তো আমরাও তোমাদের প্রতি উপহাস করব যেমন তোমরা উপহাস করছ। ৩৯. তো অতিসত্বর তোমরা জানতে পারবে, কার উপর আসছে আযাব, যা তাকে লাঞ্ছিত করে ছাড়বে এবং কার উপর নেমে আসবে স্থায়ী আযাব।

---

[৫৪৩] আর আমি যদি তোমাদের হিতোপদেশ দিতে চাইও, আমার হিতোপদেশ তোমাদের কোন কাজেই আসবে না যদি...

حَتّٰٓى اِذَا جَآءَ اَمْرُنَا وَ فَارَ التَّنُّوْرُ ۙ قُلْنَا احْمِلْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَ اَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَ مَنْ اٰمَنَ ؕ وَ مَاۤ اٰمَنَ مَعَهٗۤ اِلَّا قَلِيْلٌ ۝ وَ قَالَ ارْكَبُوْا فِيْهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا وَ مُرْسٰىهَا ؕ اِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ وَ هِيَ تَجْرِيْ بِهِمْ فِيْ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ۫ وَ نَادٰى نُوْحُ ابْنَهٗ وَ كَانَ فِيْ مَعْزِلٍ يّٰبُنَيَّ ارْكَبْ مَّعَنَا وَ لَا تَكُنْ مَّعَ الْكٰفِرِيْنَ ۝

৪০. অবশেষে যখন আমার ফায়ছালা এসে গেলো, আর চুল্লী উথলে উঠলো (তখন নূহকে) আমি বললাম, কিশতীতে তুলে নাও প্রত্যেক প্রকার (প্রাণী) হতে দু'টি দু'টি জোড়া[৪৪], আর (তুলে নাও) তোমার পরিবারকে, তবে (তাদের নয়) যাদের সম্পর্কে আগেই আযাবের ফায়ছালা হয়ে গিয়েছে। আর (তুলে নাও তাদের) যারা ঈমান এনেছে। তবে (বাস্তবতা হল,) তাঁর সঙ্গে খুব কমই ঈমান এনেছে। ৪১. আর নূহ বললেন, তোমরা (আল্লাহ্‌র নামে) কিশতীতে ওঠ[৪৬]। আল্লাহ্‌রই নামে এর ভেসে চলা ও নোঙ্গর করা। আমার রব্ সত্যি সত্যি পরম ক্ষমাশীল, চির দয়ালু। ৪২. আর কিশতী সবাইকে নিয়ে পাহাড়ের মত (বিশাল বিশাল) ঢেউয়ের মাঝে ভেসে চলছিল, ওদিকে নূহ্ তাঁর পুত্রকে, আর সে ছিল দূরে আলাদা, ডাক দিলেন, আয় পেয়ারা বেটা! আমাদের সঙ্গে সওয়ার হয়ে যাও, (আর) কাফিরীনের সঙ্গে থেক না।

قَالَ سَاٰوِيْۤ اِلٰى جَبَلٍ يَّعْصِمُنِيْ مِنَ الْمَآءِ ؕ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ ۚ وَ حَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ ۝ وَ قِيْلَ يٰۤاَرْضُ ابْلَعِيْ مَآءَكِ وَ يٰسَمَآءُ اَقْلِعِيْ وَ غِيْضَ الْمَآءُ وَ قُضِيَ الْاَمْرُ وَ اسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِيِّ وَ قِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝

৪৩. সে বলল, এখনই আমি কোন পাহাড়ে আশ্রয় নেবো, যা আমাকে পানি থেকে বাঁচাবে। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র আযাব হতে আজ কোন রক্ষাকারী নেই, তবে যাকে তিনি দয়া করেন। আর (কথা -বিনিময়ের মধ্যেই) উভয়ের মাঝে ঢেউ আড়াল হল, আর সে ডুবিয়ে দেয়াদের মধ্যে পড়ে গেলো। ৪৪. আর (আদেশরূপে) বলা হল, আয় যমীন, তোমার পানি গিলে ফেলো, আর আয় আসমান, থেমে যাও[৪৭]। এভাবে পানি ভিতরে চলে গেলো, আর সবকিছুর ফায়ছালা করে দেয়া হল। আর কিশতী জুদী পাহাড়ে এসে ভিড়লো[৪৮]। আর বলে দেয়া হল, যালিম কাউমের জন্য নিপাত হোক।

وَ نَادٰى نُوْحٌ رَّبَّهٗ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابْنِيْ مِنْ اَهْلِيْ وَ اِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَ اَنْتَ اَحْكَمُ الْحٰكِمِيْنَ ۝ قَالَ يٰنُوْحُ اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ ۚ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۫ فَلَا تَسْـَٔلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ؕ اِنِّيْۤ اَعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ۝ قَالَ رَبِّ اِنِّيْۤ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَسْـَٔلَكَ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ ؕ وَ اِلَّا تَغْفِرْ لِيْ وَ تَرْحَمْنِيْۤ اَكُنْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝

---

[৪৪] যাতে আগামী দিনে মানুষের জীবন ও সভ্যতার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাণীকুলের বংশরক্ষা হয়।

[৪৫] ...যাদের বিপক্ষে আযাবের ফায়ছালা পূর্বনির্ধারিত হয়েছে।

[৪৬] এ ঘটনার জন্য *'কিশতী'* হল সবচে' উপযুক্ত শব্দ, আর কিশতীর সঙ্গে *'আরোহণ'* সুসঙ্গত নয়, কিশতীতে ওঠা/বা চড়া/সওয়ার হওয়া, সঙ্গত। ঘটনার সঙ্গে 'নৌকা' ঠিক নয়। নৌকার সঙ্গে ওঠা ও চড়া যত সুন্দর, আরোহণ...।

[৪৭] আয় আসমান! (বর্ষণ থেকে) ক্ষান্ত/নিবৃত্ত হও।

[৪৮] বিকল্প তরজমা– আর কিশতী জুদী পাহাড়েরর উপর স্থিত হল। (অধিক মূলানুগ)

৪৫. আর (তখন) নূহ তাঁর রব্‌কে নেদা দিলেন, অনন্তর বললেন, (আয়) মেরে রাব্! আমার পুত্র তো আমার পরিবার থেকে গণ্য, আর আপনার ওয়াদা চিরসত্য[৫৪৯], আর আপনি সমস্ত বিচারকের শ্রেষ্ঠ বিচারক। ৪৬. আল্লাহ্ বললেন, আয় নূহ! পরিষ্কার জেনে নাও, সে তোমার পরিবার থেকে নয়, সে তো অসৎ কর্মের স্তূপ।[৫৫০] সুতরাং তুমি আমাকে এমন বিষয়ে ছুয়াল কর না যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই।[৫৫১] আমি তো তোমাকে উপদেশ দেই, যেন তুমি অবুঝদের মধ্যে শামিল না হয়ে পড়।[৫৫২]৪৭. নূহ বললেন, (আয়) মেরে রব্! আমি আপনার আশ্রয় চাই, এমন বিষয়ে ছুয়াল করা হতে যে বিষয়ে আমার কোন জ্ঞান নেই। আর যদি আপনি আমাকে ক্ষমা না করেন এবং রহম না করেন তাহলে তো আমি মহাক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে শামিল হয়ে যাব।[৫৫৩]

قِيْلَ يٰنُوْحُ اهْبِطْ بِسَلٰمٍ مِّنَّا وَبَرَكٰتٍ عَلَيْكَ وَعَلٰٓى اُمَمٍ مِّمَّنْ مَّعَكَ ؕ وَاُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ
اَلِيْمٌ ۝ تِلْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَآ اِلَيْكَ ۚ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَآ اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا ۛ فَاصْبِرْ ؕ اِنَّ
الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝

৪৮. বলা হল, আয় নূহ, (কিশতী থেকে) নেমে আসুন, আমার পক্ষ হতে শান্তি ও বহুবরকতসহ, যা আপনার উপর যেমন তেমনি আপনার সঙ্গে যত সম্প্রদায় রয়েছে তাদেরও উপর। আর কিছু সম্প্রদায় (এমনও আসবে যারা নাফরমান হবে, তো), তাদেরকে আমি (দুনিয়াতে কিছু সময়) ভোগের সুযোগ দেবো, তারপর আমার পক্ষ হতে যন্ত্রণাদায়ক আযাব তাদের ছুঁয়ে যাবে। ৪৯. (আয় পেয়ারে নবী!) এগুলো গায়বের কিছু বিষয়, যা আমি আপনার প্রতি অহী করছি, এগুলো এর আগে না জানতেন আপনি, না আপনার কাউম। তো (আপনার কাউমের কষ্টদায়ক আচরণের উপর) আপনি ছবর করুন। (কারণ অবশেষে) শুভ পরিণাম অবশ্যই মুত্তাকীনের অনুকূলে হবে।

(রুকূ - ৫)

وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُفْتَرُوْنَ ۝ يٰقَوْمِ لَآ اَسْـَٔلُكُمْ
عَلَيْهِ اَجْرًا ؕ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى الَّذِيْ فَطَرَنِيْ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝ وَيٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ يُرْسِلِ
السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَّيَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِيْنَ ۝

৫০. আর আদের দিকে তাদের ভাই হূদকে (আমি নবী করে পাঠিয়েছি)। তিনি বললেন, আয় মেরে কাউম! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের জন্য কোন ইলাহ নেই। তোমরা কিন্তু

---

[৫৪৯] আল্লাহ্‌র ওয়াদা ছিল যে, তিনি নূহের আহল ও পরিবারকে রক্ষা করবেন।

[৫৫০] বিকল্প তরজমা– সে তো আগাগোড়া 'অসৎ কর্ম'/ সে তো আস্ত দুষ্কর্মা! অর্থাৎ অসৎ কর্ম করতে করতে সে নিজেই যেন মূর্তিমান অসৎ কর্ম হয়ে পড়েছে। এখানেই ফায়ছালা হয়ে গেল, ইসলামে সম্পর্কের বুনিয়াদ রক্তের উপর নয়, আকীদা, বিশ্বাস ও পুণ্যকর্মের উপর।

[৫৫১] তুমি আমার কাছে এমন কিছু চেয়ো না/এমন বিষয়ে আব্‌দার কর না, যে বিষয়ে তোমার কিছু জানা নেই।

[৫৫২] যেন তুমি 'এমন' অবুঝ না হয়ে পড়ো। (এমন শব্দটি যুক্ত হয়েছে তারকীবের আবহে বিদ্যমান তাকীদের জন্য)

[৫৫৩] তাহলে তো আমি হয়ে যাবো 'একেবারে' মহাক্ষতিগ্রস্ত। (একেবারে শব্দটির তাৎপর্য উপরের টীকায় দেখুন)

কিছু মিথ্যারটনাকারী/মিথ্যারটক ছাড়া আর কিছু নও। ৫১. আয় [illegible] কাউম, তোমাদের কাছে আমি দাওয়াতি কাজের উপর কোন প্রতিদান চাই না, আমার প্রতিদান তো শুধু তাঁর উপর যিনি আমাকে সৃজন করেছেন। তো তবু কি তোমরা আকল-বুদ্ধি ব্যবহার করবে না! ৫২. আর আয় [illegible] কাউম! তোমরা তোমাদের রবের কাছে ইস্‌তিগফার কর, তারপর তাঁর অভিমুখে তাওবা কর (তাহলে) তিনি আসমান থেকে তোমাদের উপর মুষলধারে বর্ষণ করবেন, আর তোমাদের শক্তিতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করবেন।[৫৫৪] আর তোমরা অপরাধীরূপে/মুজরিমরূপে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না।

قَالُوْا يٰهُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَّمَا نَحْنُ بِتَارِكِيْٓ اٰلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ۝ اِنْ نَّقُوْلُ اِلَّا اعْتَرٰىكَ بَعْضُ اٰلِهَتِنَا بِسُوْٓءٍ ۭ قَالَ اِنِّيْٓ اُشْهِدُ اللّٰهَ وَاشْهَدُوْٓا اَنِّىْ بَرِيْۗءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ۝ مِنْ دُوْنِهٖ فَكِيْدُوْنِيْ جَمِيْعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُوْنِ ۝

৫৩. তারা বলল, আয় হূদ! তুমি তো (আমাদের চাহিদামত) সুস্পষ্ট কোন প্রমাণ নিয়ে আসোনি, আর আমরা তো শুধু তোমার কথার কারণে আমাদের উপাস্যদের ছাড়তে পারি না, আর না আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনতে পারি। ৫৪. (তোমার সম্পর্কে) আমরা তো এ-ছাড়া আর কিছু বলতে পারি না যে, আমাদের কোন না কোন উপাস্য তোমার উপর বড় মন্দভাবে চড়াও হয়েছে। তিনি বললেন, আমি তো আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রাখছি, আর তোমরাও সাক্ষী থাকো যে, আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে যাকিছুকে তোমরা (আল্লাহ্‌র সঙ্গে) শরীক করছো তা থেকে আমি দায়মুক্ত।[৫৫৫] ৫৫. এখন তোমরা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত কর, তারপর আমাকে (বিন্দুমাত্র) অবকাশ দিয়ো না।

اِنِّيْ تَوَكَّلْتُ عَلَي اللّٰهِ رَبِّيْ وَرَبِّكُمْ ۭ مَا مِنْ دَاۗبَّةٍ اِلَّا هُوَ اٰخِذٌۢ بِنَاصِيَتِهَا ۭ اِنَّ رَبِّيْ عَلٰي صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ مَّآ اُرْسِلْتُ بِهٖٓ اِلَيْكُمْ ۭ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّيْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ۚ وَلَا تَضُرُّوْنَهٗ شَيْـــًٔا ۭ اِنَّ رَبِّيْ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ ۝

৫৬. আমি তো আমার রব্ এবং তোমাদের রব্ আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করছি। ভূমিতে যত প্রাণী বিচরণ করে, প্রতিটি প্রাণীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ একমাত্র আল্লাহ্‌র হাতে।[৫৫৬] অবশ্যই আমার রব্ সরল পথের উপর (প্রাপ্ত) হন। ৫৭. তো (এত বোঝানোর পরো) যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে (আমার কিছু করার নেই, কারণ) আমি তো তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি যে বার্তা দিয়ে আমি তোমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছি। আর (আশ্চর্যের কিছু নয় যে, তোমাদের কুফুরের কারণে) আমার রব্ তোমাদের থেকে ভিন্ন কোন সম্প্রদায়কে (তোমাদের) স্থলবর্তী/জানশীন করে দেবেন, আর তোমরা তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আমার রব্ তো প্রতিটি জিনিসের উপর নেগাহবান।

وَلَمَّا جَاۗءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُوْدًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ۚ وَنَجَّيْنٰهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ۝ وَتِلْكَ عَادٌ ۤ جَحَدُوْا

---

[৫৫৪] বিকল্প তরজমা, তোমাদের (বর্তমান) শক্তির সঙ্গে নতুন শক্তি যুক্ত করবেন।

[৫৫৫] 'আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে/আল্লাহ্‌কে ছাড়া', এটি পরবর্তী আয়াতে বিদ্যমান مِنْ دُوْنِهٖ এর তরজমা, যা সহজায়নের অনিবার্য কারণে উপরে নিয়ে আসা হয়েছে। হযরত থানবী রহ. এমন করেছেন। অর্থাৎ তিনি উপরের আয়াত থেকে مِمَّا تُشْرِكُوْنَ এর তরজমাকে নীচের আয়াতে নিয়ে এসেছেন। সম্ভবত তিনি আয়াতের বড় কলেবর এবং পরবর্তী আয়াতের ছোট কলেবরের কথা চিন্তা করেছেন। যারা তা করেননি তাদের তরজমা দুর্বোধ্য হয়ে পড়েছে।

[৫৫৬] বিকল্প তরজমা– ভূমিতে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই যার ঝুঁটি তাঁর নিয়ন্ত্রণে নয়।

بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَ عَصَوْا رُسُلَهٗ وَ اتَّبَعُوْۤا اَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ ﴿۵۹﴾ وَ اُتْبِعُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ عَادًا كَفَرُوْا رَبَّهُمْ ؕ اَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُوْدٍ ﴿۶۰﴾

৫৮. আর যখন আমার ফায়ছালা এসেই গেলো তখন আমার রহমত দ্বারা আমি উদ্ধার করলাম হূদকে এবং যারা তাঁর সঙ্গে ঈমান এনেছে তাদেরকে। আর তাদের আমি গুরুতর আযাব থেকে উদ্ধার করেছি। ৫৯. এই হল/এই হল আদ, যারা আপন রবের নিশানা ও প্রমাণ প্রত্যাখ্যান করেছে এবং তাঁর রাসূলদেরকে অমান্য করেছে, আর প্রত্যেক প্রতাপশালী, হঠকারী ব্যক্তির আদেশ অনুসরণ করেছে। ৬০. আর (ফল হল যে,) এই দুনিয়াতেও তাদের পিছনে অভিসম্পাত লাগিয়ে দেয়া হয়েছে এবং আখেরাতেও। শোনো, আদ কিন্তু তাদের রবের সঙ্গে কুফুর করেছে, শোনো, হূদের কাউম, আদের জন্য হোক বরবাদি।

(রুকূ – ৬)

وَ اِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تُوْبُوْۤا اِلَيْهِ ؕ اِنَّ رَبِّيْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ ﴿۶۱﴾ قَالُوْا يٰصٰلِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَاۤ اَتَنْهٰىنَاۤ اَنْ نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا وَ اِنَّنَا لَفِيْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَاۤ اِلَيْهِ مُرِيْبٍ ﴿۶۲﴾

৬১. আর ছামূদের কাছে তাদের ভাই ছালিহকে (আমি নবী করে পাঠালাম)। তিনি বললেন, আয় মেরে কাউম! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের জন্য কোন ইলাহ্ নেই। তিনিই তোমাদের 'উদ্গাত'/সৃষ্টি করেছেন ভূমি থেকে এবং তাতে তোমাদের আবাদ করেছেন। তাই তোমরা তাঁর কাছে ইস্‌তিগফার কর, তারপর তাঁর সমীপে তাওবা কর। আমার রব্ সত্যি (তোমাদের) খুব নিকটবর্তী, (মুনাজাতে) অত্যন্ত সাড়াদানকারী। ৬২. তারা বলল, আয় ছালেহ! এর আগে তো তুমি আমাদের মধ্যে বড় আশার পাত্র ছিলে। (আচ্ছা,) যাকিছুর (যেসব দেবদেবীর) পূজা আমাদের পূর্বপুরুষান করতেন, তুমি কি সেগুলোর উপাসনা করা থেকে আমাদের নিষেধ কর! বস্তুত যে বিষয়ের দিকে তুমি আমাদের ডাকছো সে বিষয়ে আমরা তো ঘোর সন্দেহের মধ্যে রয়েছি।[৫৫৭]

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَ اٰتٰىنِيْ مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَّنْصُرُنِيْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ عَصَيْتُهٗ ۫ فَمَا تَزِيْدُوْنَنِيْ غَيْرَ تَخْسِيْرٍ ﴿۶۳﴾ وَ يٰقَوْمِ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْۤ اَرْضِ اللّٰهِ وَ لَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ ﴿۶۴﴾

৬৩. তিনি বললেন, আয় মেরে কাউম, তোমাদের কী মনে হয়, যদি আমি আমার রবের পক্ষ হতে সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর অটল থাকি, আর তিনি নিজের পক্ষ হতে আমাকে এক বিশেষ রহমত (নবুয়ত) দান করেন, তারপরো যদি আমি তাঁকে অমান্য করি/তাঁর নাফরমানি করি, তাহলে আল্লাহ্‌র

---

[৫৫৭] বিকল্প তরজমা, তুমি আমাদের যে দাওয়াত দিচ্ছো, আমরা তো তাতে এমন সন্দেহের মধ্যে রয়েছি, যা ঘোর অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করে!

(গযব) থেকে কে আমাকে রক্ষা/সাহায্য করবে। সুতরাং (যাকিছু বলছ তাতে) তোমরা তো আমার ক্ষতিই শুধু বাড়িয়ে দিচ্ছ। ৬৪. আর আয় মেরে কাউম! (এই যে) এটি আল্লাহ্‌র উটনী, (তোমাদের ফরমায়েশ অনুযায়ী) তোমাদের জন্য (আল্লাহ্‌র কুদরতের এবং আমার নবুয়তের সত্যতার) এক নিদর্শনরূপে এসেছে। সুতরাং এটিকে তোমরা (আযাদ) ছেড়ে দাও, যাতে তা আল্লাহ্‌র যমীনে (ঘুরে ফিরে) খাদ্যগ্রহণ করতে পারে। আর তোমরা একে মন্দভাবে ছুঁয়েও দেখো না, তাহলে কিন্তু খুবই নিকটবর্তী/তাৎক্ষণিক/অনিবার্য আযাব তোমাদের পাকড়াও করবে।

فَعَقَرُوْهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوْا فِيْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ ؕ ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوْبٍ ﴿٦٥﴾ فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا صٰلِحًا وَّ
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَ مِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ ﴿٦٦﴾ وَ اَخَذَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا
الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ﴿٦٧﴾ كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ؕ اَلَا اِنَّ ثَمُوْدَا كَفَرُوْا رَبَّهُمْ ؕ اَلَا بُعْدًا لِّثَمُوْدَ ﴿٦٨﴾

৬৫. কিন্তু তারা তাকে/তার পা-কেটে দিল।[৫৫৮] তখন তিনি বললেন, নিজেদের বাড়ীঘরে তোমরা তিনদিন ভোগ করে নাও। (তারপর আসবে মহাআযাব, আর) তা এমন ওয়াদা, যাকে মিথ্যা বলা যাবে না। ৬৬. তো যখন আমার ফায়ছালা এসে গেলো তখন আমি আমার রহমত দ্বারা ছালিহকে এবং যারা তাঁর সঙ্গে ঈমান এনেছে তাদের উদ্ধার করলাম (ধ্বংস ও বরবাদি থেকে), আর ঐ দিনের লাঞ্ছনা থেকে। নিঃসন্দেহে আপনার রবই বড় শক্তিমান, বড় ক্ষমতাবান। ৬৭. আর যারা যুলুম করেছে তাদের পাকড়াও করল (প্রবল ভূমিকম্প ও) বিকট আওয়ায, ফলে নিজেদের বাড়ীঘরে তারা উপুড় হয়ে পড়ে থাকলো, ৬৮. যেন সেখানে তারা কখনো বসতই করেনি।[৫৫৯] সাবধান, ছামূদ তো তাদের রবের প্রতি কুফুর করেছে! সাবধান, ছামূদের জন্য যেন নিপাত হয়!

(রুকূ – ৭)

وَ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَاۤ اِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى قَالُوْا سَلٰمًا ؕ قَالَ سَلٰمٌ فَمَا لَبِثَ اَنْ جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ ﴿٦٩﴾ فَلَمَّا رَاۤ اَيْدِيَهُمْ
لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَ اَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً ؕ قَالُوْا لَا تَخَفْ اِنَّاۤ اُرْسِلْنَاۤ اِلٰى قَوْمِ لُوْطٍ ﴿٧٠﴾ وَامْرَاَتُهٗ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ
فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحٰقَ ۙ وَ مِنْ وَّرَآءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ ﴿٧١﴾ قَالَتْ يٰوَيْلَتٰۤى ءَاَلِدُ وَ اَنَا عَجُوْزٌ وَّ هٰذَا بَعْلِيْ شَيْخًا ؕ اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ
عَجِيْبٌ ﴿٧٢﴾

৬৯. আর সুনিশ্চিত, আমার ফিরেশতাগণ ইবরাহীমের কাছে (মানবের বেশে) এসেছিলেন (পুত্র হওয়ার) মহাসুসংবাদ নিয়ে। তারা বললেন, (আপনাকে আমরা বিশেষভাবে) সালাম (করছি)! তিনিও বললেন, (আমার পক্ষ হতেও বিশেষ) সালাম। অনন্তর বেশী দেরী হল না যে, ইবরাহীম (তাদের মেহমানদারির জন্য) ভুনা বাছুর নিয়ে এলেন।[৫৬০] ৭০. তো যখন তিনি দেখলেন যে, তাদের

---

[৫৫৮] ভিন্ন তরজমা– কিন্তু তারা তার পা-কেটে তাকে মেরে ফেললো।

[৫৫৯] বিকল্প তরজমা– যেন সেখানে তারা (কখনো) কোন আয়েশবিলাস করেনি।

[৫৬০] অনন্তর (তাদের আপ্যায়নের জন্য) অবিলম্বে তিনি একটি বাছুর ভুনা করে নিয়ে এলেন।

হাত খাবারের দিকে অগ্রসর হচ্ছে না, (তখন) তাদের প্রতি অপরিচয় বোধ করলেন, আর তাদের (পক্ষ) থেকে ভীতি অনুভব করলেন।[৫৬১] (বিষয়টি বুঝাতে পেরে) তারা বললেন, ভয় পাবেন না, (আমরা ফিরেশতা), আমাদের পাঠানো হয়েছে কাউমে লূতের অভিমুখে (আর পথে আপনাকে সুসংবাদ দেয়ার বিষয় আছে)। ৭১. ইবরাহীমের স্ত্রী (সেখানে কিনারে) দাঁড়িয়ে ছিলেন, তো (পুত্রের সুসংবাদে অবচেতনভাবেই), তিনি হেসে উঠলেন। অনন্তর (ফিরেশতাদের মাধ্যমে আবার) আমি বৃদ্ধাকে ইসহাকের (নাম নিয়ে) এবং ইসহাকের পরে ইয়াকূবের (নাম নিয়ে) সুসংবাদ দিলাম। ৭২. (তখন) তিনি বললেন, বলে কী! সন্তান জন্ম দেব আমি, অথচ আমি বৃদ্ধা, আর ইনি আমার স্বামী বৃদ্ধ! এ তো ভারী অবাক করা কথা!

قَالُوْٓا اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَ بَرَكٰتُهٗ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ ؕ اِنَّهٗ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۝ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ
اِبْرٰهِيْمَ الرَّوْعُ وَ جَآءَتْهُ الْبُشْرٰى يُجَادِلُنَا فِيْ قَوْمِ لُوْطٍ ۝ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَحَلِيْمٌ اَوَّاهٌ مُّنِيْبٌ ۝ يٰۤاِبْرٰهِيْمُ
اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ۚ اِنَّهٗ قَدْ جَآءَ اَمْرُ رَبِّكَ ۚ وَ اِنَّهُمْ اٰتِيْهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُوْدٍ ۝

৭৩. তারা বললেন, আপনি কি আল্লাহ্‌র ফায়ছালার বিষয়ে অবাক হচ্ছেন! (অথচ) আয় আহলে বাইত! আপনাদের উপর তো (শুরু থেকেই) আল্লাহ্‌র রহমত এবং বরকতই বরকত! তিনি তো সর্বপ্রশংসার উপযুক্ত, পরম মহিমার অধিকারী। ৭৪. তো যখন ইবরাহীম থেকে ভীতি দূর হল এবং তাঁর কাছে সুসংবাদ এসে গেলো, (তখন) তিনি কাউমে লূত সম্পর্কে আমার (বার্তাবাহকদের) সঙ্গে আব্দার শুরু করে দিলেন।[৫৬২] ৭৫. অবশ্যই ইবরাহীম পরম সহনশীল, বড় আহাযার/বড় কান্না-কাতর, বড় আদেশানুগত/বড় নিবেদিত ছিলেন। ৭৬. (আমি তাঁকে বললাম,) আয় ইবরাহীম! এ বিষয় থেকে সরে থাকুন। আসল ঘটনা হল, আপনার রবের আযাব-আদেশ এসেই পড়েছে, আর তাদের উপর এমন আযাব আসছে, যা কোনভাবেই পিছনে ফেরানো হবে না।

وَ لَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيْٓءَ بِهِمْ وَ ضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّ قَالَ هٰذَا يَوْمٌ عَصِيْبٌ ۝ وَ جَآءَهٗ قَوْمُهٗ يُهْرَعُوْنَ اِلَيْهِ ؕ وَ مِنْ
قَبْلُ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ؕ قَالَ يٰقَوْمِ هٰۤؤُلَآءِ بَنَاتِيْ هُنَّ اَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ لَا تُخْزُوْنِ فِيْ ضَيْفِيْ ؕ اَلَيْسَ مِنْكُمْ
رَجُلٌ رَّشِيْدٌ ۝ قَالُوْا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِيْ بَنٰتِكَ مِنْ حَقٍّ ۚ وَ اِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيْدُ ۝ قَالَ لَوْ اَنَّ لِيْ بِكُمْ قُوَّةً اَوْ
اٰوِيْٓ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ ۝

৭৭. আর যখন আমাদের বার্তাবাহকদল লূতের কাছে এলেন, তখন তিনি তাদের কারণে মহাফাঁপরে পড়ে গেলেন, বরং তাদের কারণে তাঁর ভূমি যেন হাতবরাবর সঙ্কীর্ণ হয়ে গেলো[৫৬৩], আর (অবস্থার

---

[৫৬১] সে যুগের তাহযীব ও সমাজসংস্কৃতি এ যুগের মত ছিল না, তখন কারো খাবার গ্রহণ করার অর্থই ছিল, আগন্তুক বন্ধু ও মিত্র, আর খাবাব গ্রহণ না করার অর্থ ছিল, আগন্তুক বন্ধু নয়, শত্রু। যার খাবার খাবে তার অনিষ্টও সাধন করবে, এটা সে যুগে কল্পনা করাও সম্ভব ছিল না, অমুসলিম সমাজেও না।

[৫৬২] বিকল্প তরজমা, এবং তাঁর কাছে সুসংবাদ এসে গেল, তখন তিনি কাউমে লূত সম্পর্কে আমার সঙ্গে (সম্পর্কের আব্‌দারে) বিতর্ক শুরু করলেন।

[৫৬৩] ذَرْعًا এর শাব্দিকতা রক্ষা করে তরজমা করা হয়েছে, মতলব, ভীষণ সঙ্কীর্ণ হয়ে গেলো।

নায়ুকতায়) তিনি বলে উঠলেন, এ তো বড় কঠিন দিন! ৭৮. আর তাঁর কাউম তাঁর কাছে ছুটে ছুটে এল, আর আগেও তারা মন্দ মন্দ আমল করত। তিনি বললেন, আয় কাউম! এই যে এরা আমার (গোত্রের, আমার আত্মিক) মেয়েরা। এরা তোমাদের জন্য অনেক বেশী পাকপবিত্র। তো তোমরা আল্লাহ্‌কে সমীহ কর, আর আমার মেহেমানদের বিষয়ে আমাকে অপদস্থ কর না। (হায়,) তোমাদের মাঝে কি একজনও 'আদর্শ' মানুষ নেই! ৭৯. তারা বলল, তুমি তো বেশ জান, তোমার (গোত্রের) মেয়েদের প্রতি আমাদের কোন *'গরয'* নেই, আর তুমি আরো খুব জান, কী আমরা চাহিদা করি! ৮০. (চূড়ান্ত পেরেশানির মধ্যে) তিনি বললেন, হায়, যদি তোমাদের মোকাবেলায় আমার কোন শক্তি থাকত! অথবা কোন সুদৃঢ় অবলম্বনের দিকে আশ্রয় নিতে পারতাম!

قَالُوْا يٰلُوْطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَّصِلُوْٓا اِلَيْكَ فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ اِلَّا امْرَاَتَكَ ؕ
اِنَّهٗ مُصِيْبُهَا مَآ اَصَابَهُمْ ؕ اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ؕ اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيْبٍ ۝ فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا
وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ ۙ مَّنْضُوْدٍ ۝ مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ ؕ وَمَا هِيَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ ۝

৮১. (তখন) ফিরেশতাগণ বললেন, আয় লূত, আমরা আপনার রবের বার্তাবাহক। এরা কিছুতেই আপনার পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। সুতরাং রাতের (শেষদিকের) কোন অংশে আপনি আপনার পরিবারপরিজন নিয়ে দ্রুত বের হয়ে পড়ুন। আর আপনাদের মধ্য হতে কেউ যেন পিছনের দিকে ফিরে না তাকায়, তবে আপনার স্ত্রী ছাড়া। বস্তুত ঐ-(ভয়ঙ্কর) আযাবই তাকে আক্রান্ত করবে, যা তাদের আক্রান্ত করবে। (আর) নিঃসন্দেহে তাদের (আযাবের জন্য) প্রতিশ্রুত সময় হল ভোর। (তো) ভোর কি খুবই নিকটবর্তী নয়! ৮২. অনন্তর যখন আমার ফায়ছালা এসে পৌঁছলো তখন আমি বস্তির উপরের অংশকে নীচের অংশ বানিয়ে দিলাম/বস্তিকে উলটপালট করে দিলাম। আর জনপদের উপর থরে থরে পোড়ানো মাটির পাথর বর্ষণ করলাম– ৮৩. যাতে আপনার রবের পক্ষ হতে নিশান-লাগানো ছিল। আর এই জনপদ (মক্কা) তো যালিমীন থেকে খুব বেশী দূরে তো নয়।

(রুকূ – ৮)

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ اِنِّيْٓ اَرٰىكُمْ
بِخَيْرٍ وَّاِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيْطٍ ۝ وَيٰقَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ
اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۝ بَقِيَّتُ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ ۝

৮৪. আর মাদয়ানের দিকে তাদের ভাই শো'আইবকে (আমি নবী করে) পাঠালাম। তিনি বললেন, আয় কাউম! তোমরা (এক) আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের জন্য কোন ইলাহ্ নেই। আর তোমরা মাপে ও পরিমাপে কম কর না। আমি তো তোমাদের সচ্ছল অবস্থার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি,[৫৬৪] তবে (মন্দকর্মের কারণে) আমি তোমাদের উপর এমন এক দিনের আযাবের

[৫৬৪] সুতরাং হারাম জীবিকার কী প্রয়োজন! তদুপরি সচ্ছলতার যে নেয়ামত তার দাবীও হচ্ছে যিনি সচ্ছলতা দিয়েছেন তাঁর আদেশ মান্য করা, নইলে তো আযাব অনিবার্য।

আশঙ্কা করছি, যা (সবকিছুকে) বেষ্টনকারী (হবে)।[৫৬৫] ৮৫. আর আয় ( ) কাউম! ন্যায়ভাবে তোমরা মাপ ও পরিমাপ পুরা করে দাও। আর লোকদেরকে তাদের জিনিস কম করে দিয়ো না। আর যমীনে ফাসাদ ছড়িয়ে ফিরো না।[৫৬৬] ৮৬. যদি তোমরা (আমার কথা) মানো/ বিশ্বাস কর (তাহলে শোনো, মানুষকে তাদের হক দেয়ার পর) আল্লাহ্‌র দেয়া যা বেঁচে থাকবে তাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর (হবে)। আর (যদি আমার কথা না মানো তাহলে তো কিছু করার নেই; কারণ) আমি তো আর তোমাদের উপর পাহারাদার নই।

قَالُوْا يٰشُعَيْبُ اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ اَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَآ اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِيْٓ اَمْوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُا ؕ اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ ۝ قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَ رَزَقَنِيْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ؕ وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَآ اَنْهٰىكُمْ عَنْهُ ؕ اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ؕ وَمَا تَوْفِيْقِيْٓ اِلَّا بِاللّٰهِ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ اِلَيْهِ اُنِيْبُ ۝

৮৭. তারা বলল, আয় শো'আইব, তোমার ছালাত কি তোমাকে আদেশ করে যে,[৫৬৭] আমাদের পূর্বপুরুষান যাকিছুর উপাসনা করতেন, আমরা তা ছেড়ে দেবো! আর আমাদের ধনসম্পদের মধ্যে যা চাই (এবং যেভাবে চাই) তাও করব না! তুমি তো দেখি বড়ই বুদ্ধিমান, বড়ই সজ্জন![৫৬৮] ৮৮. তিনি বললেন, আয় ( ) কাউম! তোমাদের কী মনে হয়, যদি আমি আমার রবের পক্ষ হতে এক সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর অটল থাকি, আর তিনি আমাকে তাঁর (পক্ষ) থেকে উত্তম রিযিক (নবুয়ত) দান করেছেন, (তখন কি আমার জন্য সঙ্গত হবে তোমাদের ভুল পথে চলা!)[৫৬৯] আর আমার এমন কোন ইচ্ছা নেই যে, যাকিছু থেকে আমি তোমাদের নিষেধ করছি, তোমাদের বিপরীতে ঐ কাজই আমি করতে থাকব। আমি তো শুধু (মানুষের ও সমাজের) সংশোধন চাই, যতটুকু পারি। আমার যাকিছু তাওফীক তা তো আল্লাহ্‌রই দানে। তাঁরই উপর আমি তাওয়াক্কুল করেছি, আর (সর্ববিষয়ে) তাঁরই দিকে আমি রুজু করি।

وَ يٰقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيْٓ اَنْ يُّصِيْبَكُمْ مِّثْلُ مَآ اَصَابَ قَوْمَ نُوْحٍ اَوْ قَوْمَ هُوْدٍ اَوْ قَوْمَ صٰلِحٍ ؕ وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ ۝ وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ ؕ اِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ ۝ قَالُوْا يٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ وَ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا ۚ وَ لَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنٰكَ ۖ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ ۝

---

[৫৬৫] তোমাদের বিষয়ে আমি (চারদিক থেকে) ঘিরে ধরা একদিনের আযাবের আশঙ্কা করছি।

[৫৬৬] বিকল্প তরজমা– আর যমীনে ফাসাদীরূপে দাপিয়ে বেড়িয়ো না।

[৫৬৭] বিকল্প তরজমা– তোমার সাধুতা কি তোমাকে এ শিক্ষাই দেয় যে,... অর্থাৎ ছালাত দ্বারা নির্দিষ্ট কোন ইবাদত বোঝানো উদ্দেশ্য নয়, বরং ধার্মিকতা বোঝানো উদ্দেশ্য।

[৫৬৮] কটাক্ষের বাক্য। বিকল্প তরজমা– (আমাদের মাঝে) তুমি তো সত্যি বুদ্ধিমান ও সুবোধ!
আরেকটি তরজমা, তুমি এমন অবুঝের কথা কীভাবে বলতে পারো। এ অর্থে এটি আফসোসের বাক্য।

[৫৬৯] উত্তম রিযিককে আত্মিকতার দিক থেকে গ্রহণ করে এ তরজমা করা হয়েছে। বিকল্প তরজমা– আর তিনি তাঁর পক্ষ হতে (হক পথে) আমাকে উত্তম রিযিক দান করেন (তাহলে জীবিকার জন্য কেন আমি তোমাদের ভুল পথে যাব!)। উত্তম রিযিককে এখানে স্বাভাবিক ও পরিচিত অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে।

৮৯. আর আয় মেরে কাউম! আমার সঙ্গে বিরোধ যেন তোমাদের মন্দ পরিণতিতে লিপ্ত না করে, ফলে ঐ রকম আযাব তোমাদেরও আক্রান্ত করবে, যা আক্রান্ত করেছে নূহের কাউমকে, বা হূদের কাউমকে, বা ছালিহের কাউমকে, আর লূতের কাউম তো তোমাদের থেকে খুব দূরে নয়। ৯০. আর (আয় মেরে কাউম,) আপন রবের কাছে তোমরা ইস্‌তিগফার কর, তারপর তাঁর অভিমুখে তাওবা কর, আমার রাব্ব তো পরম দয়ালু, অত্যন্ত প্রেমময়। ৯১. তারা বলল, আয় শো'আইব, যা তুমি বল, তার অনেক কিছুই তো আমরা সমঝে উঠতে/ঠাহর করতে পারি না, (মান্য করব তো পরে)। তাছাড়া আমাদের মাঝে তোমাকে তো আমরা দুর্বলই দেখতে পাচ্ছি। বস্তুত তোমার খান্দান/ গোষ্ঠী যদি না হত (তাহলে তো) পাথর মেরেই তোমাকে মেরে ফেলতাম! তখন আমাদের বিরুদ্ধে তো তোমার কোন জোর খাটত না।[৫৭০]

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَهْطِيْٓ اَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ ۭ وَاتَّخَذْتُمُوْهُ وَرَاۗءَكُمْ ظِهْرِيًّا ۭ اِنَّ رَبِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ۝ وَيٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰي مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَامِلٌ ۭ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ۭ وَارْتَقِبُوْٓا اِنِّىْ مَعَكُمْ رَقِيْبٌ ۝ وَلَمَّا جَاۗءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَاَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ۝ كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ۭ اَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُوْدُ ۝

৯২. তিনি বললেন, আয় মেরে কাউম! আমার গোষ্ঠী কি তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র চেয়ে পরাক্রম-শালী![৫৭১] আর আল্লাহ্‌কে তো তোমরা একেবারে পিঠের পিছনেই ফেলে রেখেছ। বিশ্বাস কর, যাকিছু তোমরা করছো, আমার রব্ (তাঁর ইলম ও কুদরত দ্বারা) তা পূর্ণরূপে বেষ্টন করে আছেন। ৯৩. আর আয় মেরে কাউম! তোমরা তোমাদের অবস্থান থেকে (যা খুশি) করে যাও, আমিও (আমার তরীকা অনুযায়ী যা করণীয় তা) করছি। অচিরেই তোমরা জানতে পারবে, কার কাছে আসবে সেই আযাব যা তাকে অপদস্থ করে ছাড়বে[৫৭২], আর কে মিথ্যাবাদী। আর তোমরা প্রতীক্ষা কর, তোমাদের সঙ্গে আমিও প্রতীক্ষায় থাকছি। ৯৪. আর যখন আমার ফায়ছালা এসে গেলো তখন আমি আমার রহমত দ্বারা উদ্ধার করলাম শো'আইবকে, আর যারা তাঁর সঙ্গে ঈমান এনেছে তাদেরকে। পক্ষান্তরে যারা যুলুম করেছে, (জিবরীলের কণ্ঠের) বিকট আওয়ায তাদের ধরে ফেললো, ফলে তারা উপুড় হয়ে পড়ে থাকলো নিজেদের বাড়ীঘরে– ৯৫. যেন সেখানে তারা কখনো বসতি করেইনি। [৫৭৩] শোনো, মাদয়ানের জন্য নিপাত হোক, যেমন নিপাত হয়েছে ছামূদ।

(রুকূ -৯)

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَاتَّبَعُوْٓا اَمْرَ فِرْعَوْنَ ۚ وَمَآ اَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ ۝ يَقْدُمُ قَوْمَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَاَوْرَدَهُمُ النَّارَ ۭ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُوْدُ ۝ وَاُتْبِعُوْا فِيْ هٰذِهٖ لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ بِئْسَ

---

[৫৭০] বস্তুত আমাদের মোকাবেলায় তুমি তো এমন কোন ওজনদার/জোরদার নও।

[৫৭১] বিকল্প তরজমা, তোমাদের উপর আমার গোষ্ঠীর চাপ কি আল্লাহ্‌র চেয়ে বেশী!

[৫৭২] কার কাছে আসবে লাঞ্ছনাকর/অপদস্থকারী শাস্তি...

[৫৭৩] বিকল্প তরজমা– যেন সেখানে (কখনো) তারা আয়েশবিলাস করেইনি!

الرِّفْدُ الْمَرْفُوْدُ ﴿٩٩﴾ ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْقُرٰى نَقُصُّهٗ عَلَيْكَ مِنْهَا قَآئِمٌ وَّ حَصِيْدٌ ﴿١٠٠﴾

৯৬. আর সুনিশ্চিত, মূসাকে আমি (নবী ও রাসূল করে) আমার বিভিন্ন নিদর্শন ও সুস্পষ্ট প্রমাণসহ প্রেরণ করেছি– ৯৭. ফির'আউন ও তার দরবারীদের উদ্দেশ্যে। কিন্তু তারা ফির'আউনের কথা ও কাজই মান্য করল, অথচ ফির'আউনের কথা ও কাজ সুসঙ্গত ছিল না। ৯৮. কেয়ামতের দিন সে তার কাউমের আগে আগে থাকবে, আর (জাহান্নামের) আগুনে তাদেরকে নামিয়ে ছাড়বে। আর তা কত না নিকৃষ্ট ঘাট যাতে নামা হয়।[৫৭৪] ৯৯. বস্তুত এই দুনিয়াতেও তাদের পিছনে অভিসম্পাত লাগিয়ে দেয়া হয়েছে, আর কেয়ামতের দিনেও (লাগিয়ে দেয়া হবে)। এ কত না নিকৃষ্ট দান যা কাউকে দেয়া হয়!

১০০. এগুলো হল বিভিন্ন জনপদের কিছু 'খবরাখবর' যা আপনাকে আমি বয়ান করে শোনাই। ঐ জনপদের কিছু তো এখনো (কোন না কোন অবস্থায়) দাঁড়িয়ে আছে, আর কিছু তো 'ফসলকাটা' ক্ষেতের মত বিরান পড়ে আছে।

وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَمَآ اَغْنَتْ عَنْهُمْ اٰلِهَتُهُمُ الَّتِيْ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ اَمْرُ رَبِّكَ ؕ وَمَا زَادُوْهُمْ غَيْرَ تَتْبِيْبٍ ﴿١٠١﴾ وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَآ اَخَذَ الْقُرٰى وَهِيَ ظَالِمَةٌ ؕ اِنَّ اَخْذَهٗٓ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ ﴿١٠٢﴾ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْاٰخِرَةِ ؕ ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ ۙ لَّهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ ﴿١٠٣﴾ وَمَا نُؤَخِّرُهٗٓ اِلَّا لِاَجَلٍ مَّعْدُوْدٍ ﴿١٠٤﴾

১০১. বস্তুত আমি তো তাদের উপর কোন যুলুম করিনি, বরং তারাই যুলুম করেছে নিজেদের উপর। তাই যখন আপনার রবের ফায়ছালা এসে গেল (তখন) তাদের উপাস্যরা তাদের কোনই কাজে আসেনি, আল্লাহ্কে ছেড়ে যাদের তারা ডাকতো। আর উপাস্যরা বরবাদি ছাড়া অতিরিক্ত কিছু তাদের দেয়নি। ১০২. এমনই/তেমনি হয় আপনার রবের 'পাকড়' যখন তিনি যুলুম-অনাচারে লিপ্ত জনপদগুলো পাকড়াও করেন। সত্যি তাঁর 'পাকড়' যন্ত্রণাদায়ক, কঠিন। ১০৩. যারা আখেরাতের আযাবকে ভয় করে, সত্যি সত্যি তাদের জন্য তাতে রয়েছে নিদর্শন। তা তো এমন দিন যার জন্য সমস্ত মানুষকে জড়ো করা হবে, আর তা (সবার) দেখার মত একটা দিনই হবে। ১০৪. আসলে ঐ দিনটাকে আমি বিলম্বিত করেছি, শুধু গোনাগুনতি কিছু সময়ের জন্য।

يَوْمَ يَاْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَّسَعِيْدٌ ﴿١٠٥﴾ فَاَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوْا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّشَهِيْقٌ ۙ﴿١٠٦﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ﴿١٠٧﴾ وَاَمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوْا فَفِي الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ؕ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوْذٍ ﴿١٠٨﴾ فَلَا تَكُ فِيْ مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هٰٓؤُلَآءِ ؕ مَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا كَمَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُهُمْ مِّنْ قَبْلُ ؕ وَاِنَّا لَمُوَفُّوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوْصٍ ﴿١٠٩﴾

---

[৫৭৪] আর (জলপানের উদ্দেশ্যে) নামার জন্য তা কত না মন্দঘাট!

১০৫. যেদিন ঐ দিনটা আসবে তখন কোন 'প্রাণ' আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া কথা পর্যন্ত বলতে পারবে না। তখন তাদের মধ্যে কেউ হবে দুর্ভাগা, আর (কেউ হবে) ভাগ্যবান।

১০৬. তো যারা দুর্ভাগা হবে তারা (নিক্ষিপ্ত হবে জাহান্নামের) আগুনে। তাদের জন্য সেখানে থাকবে (জাহান্নামের) গর্জন ও তর্জন। ১০৭. সেখানে তারা চিরকাল থাকবে যতক্ষণ থাকবে (আখেরাতের) আসমানসমস্ত ও যমীন। [৫৭৪] তবে আপনার প্রতিপালক যা চান।[৫৭৫] আপনার রব্ যা ইচ্ছা করেন অবশ্যই তা সম্পন্ন করেই থাকেন।

১০৮. আর যারা ভাগ্যবান তারা থাকবে জান্নাতে; তাতে তারা চিরকাল থাকবে যতক্ষণ থাকবে (আখেরাতের) আসমানসমস্ত ও যমীন, তবে আপনার রব্ যা ইচ্ছা করেন। তা এমন দান যা কখনো ফুরোবার নয়।

১০৯. তো (আয় পেয়ারে নবী!) এরা যাকিছুর উপাসনা করে, সেগুলোর বিষয়ে আপনি যেন সামান্য সন্দেহের মধ্যে না থাকেন।[৫৭৬] তারা তো তেমনই উপাসনা করছে যেমন উপাসনা করত এর আগে তাদের পূর্বপুরুষান। আর বিশ্বাস করুন, আমি তাদের (সবাই)কে নিজ নিজ ভাগ পুরোপুরি চুকিয়ে দেবো, যাতে কোন কমতি হবে না।

(রুকূ - ১০)

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ؕ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ؕ وَاِنَّهُمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ۝ وَاِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ اَعْمَالَهُمْ ؕ اِنَّهٗ بِمَا يَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝

১১০. আর সুনিশ্চিত, মূসাকে আমি (তাওরাত) কিতাব দিয়েছিলাম, তো তাতেও মতবিরোধ করা হল। আর যদি আপনার রবের পক্ষ হতে একটি কথা আগেই সাব্যস্ত না হতো (যে, পূর্ণ আযাব তো আখেরাতেই হবে, এটা যদি না হতো) তাহলে তো (দুনিয়াতেই) তাদের মাঝে ফায়ছালা হয়ে যেতো। অথচ দেখুন, (এখনো) এরা এ বিষয়ে ঘোর সন্দেহের মধ্যে পড়ে আছে। ১১১. আর বিশ্বাস করুন, আপনার প্রতিপালক প্রত্যেককে তাদের আমলের প্রতিদান পুরোপুরি অবশ্যই দেবেন। যা-কিছু তারা করছে তিনি তো সে বিষয়ে পূর্ণ অবগত।

فَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ؕ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝ وَلَا تَرْكَنُوْٓا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ۙ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ۝ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ؕ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ؕ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ ۝ وَاصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

১১২. সুতরাং (আয় পেয়ারে নবী!) যেভাবে আপনাকে আদেশ করা হয়েছে সেভাবে (সত্যের পথে)

---

[৫৭৪] দুনিয়ার আসমান-যমীন তো ফানা হয়ে যাবে, কিন্তু আখেরাতের আসমান-যমীন ফানা হবে না। সুতরাং জোরালোভাবে অনন্তকাল বোঝানো হল উদ্দেশ্য।

[৫৭৫] আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও কুদরতের নিরঙ্কুশতা বোঝানো হল উদ্দেশ্য। এটা অবশ্য আলাদা কথা যে, কাফিরদের ক্ষেত্রে অনন্তকালের আযাবই হবে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা।

[৫৭৬] প্রিয় নবীকে অবলম্বন করে উদ্দেশ্য হল উম্মতকে সতর্ক করা।

আপনিও অবিচল থাকুন এবং তারাও (অবিচল থাক) যারা আপনার সঙ্গে তাওবা করেছে।[৫৭৮] আর তোমরা (কোনপ্রকার) অবাধ্যতা দেখিয়ো না। যাকিছু তোমরা কর তা তিনি খুব খুব দেখেন। ১১৩. আর (আয় আহলে ঈমান!) যারা যুলুম করেছে তাদের দিকে (বিন্দুমাত্র) ঝুঁকতে যেয়ো না, তাহলে কিন্তু আগুন তোমাদের ছুঁয়ে ফেলবে। আর তখন আল্লাহ্‌র মোকাবেলায় তোমাদের জন্য কোন বন্ধুদল থাকবে না। তারপর তোমাদের (কোনভাবেই) সাহায্য করা হবে না। ১১৪. আর (আয় পেয়ারে নবী!) দিনের প্রান্তদ্বয়ে আপনি ছালাত কায়েম করুন এবং রাতের কিছু অংশেও। পুণ্যরাজি পাপরাশিকে অবশ্যই বিলুপ্ত করে দেয়। উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য তা এক উত্তম উপদেশ। ১১৫. আর (পূর্ণমাত্রায়) ছবর অবলম্বন করুন, কারণ আল্লাহ্ পুণ্যবানদের আজর নষ্ট করেন না।

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوْا بَقِيَّةٍ يَّنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ۚ وَ
اتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَآ أُتْرِفُوْا فِيْهِ وَ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿١١٦﴾ وَ مَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّ أَهْلُهَا مُصْلِحُوْنَ ﴿١١٧﴾
وَ لَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّ لَا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ ﴿١١٨﴾ إِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ ؕ وَ لِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ ؕ وَ
تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِيْنَ ﴿١١٩﴾

১১৬. তো তোমাদের পূর্বপ্রজন্মগুলোতে এমন 'অল্পসল্প' বুদ্ধির মানুষও কেন হল না, যারা ভূমিতে অনাচার করা থেকে (লোকদের) বিরত রাখতো! অবশ্য অল্পকিছু ছিল, তাদের মধ্য হতে যাদের আমি (আযাব থেকে) উদ্ধার করেছি। আর যারা যুলুম করেছে তারা ঐ ভোগবিলাসেই মজে থাকলো যাতে তাদের লিপ্ত করা হয়েছিল/যাতে তারা লিপ্ত ছিল, আর তারা (গুরুতর) অপরাধী ছিল। ১১৭. আর (আয় পেয়ারে নবী!) আপনার রব্ এমন কিছুতেই নন যে, যুলুম করে জনপদের পর জনপদ ধ্বংস করে দেবেন, অথচ জনপদের অধিবাসীরা সংশোধনপ্রয়াসী। ১১৮. আর যদি আপনার রব্ চাইতেন তাহলে সমস্ত মানুষকে এক উম্মত (ও একপথের অনুসারী) বানাতে পারতেন।[৫৭৯] (কিন্তু তিনি তা করেননি) তাই এখন সবাই ভিন্ন ভিন্ন পথের পথিক থেকে যাবে। ১১৯. তবে যার উপর আপনার রব্ দয়া করবেন (সে হকের উপর অবিচল থাকবে)। আর এই (পরীক্ষার) জন্যই আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আর আপনার রবের এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হবেই যে, সত্যি সত্যি জ্বিন ও ইনসান সবাইকে দিয়ে জাহান্নামকে আমি ভরে ফেলব।

وَ كُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهٖ فُؤَادَكَ ۚ وَ جَآءَكَ فِيْ هٰذِهِ الْحَقُّ وَ مَوْعِظَةٌ وَّ ذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٢٠﴾
وَ قُلْ لِّلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ ؕ إِنَّا عٰمِلُوْنَ ﴿١٢١﴾ وَ انْتَظِرُوْا ۚ إِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ﴿١٢٢﴾ وَ لِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَ
الْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهٗ فَاعْبُدْهُ وَ تَوَكَّلْ عَلَيْهِ ؕ وَ مَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٢٣﴾

---

[৫৭৮] বিকল্প তরজমা, এবং তারাও যারা তাওবা করে আপনার সঙ্গে রয়েছে।

[৫৭৯] কিন্তু তাতে মজবূরির সঙ্গে চাপিয়ে দেয়া হতো, যা হিকমত ও প্রজ্ঞার দাবী নয়, বরং প্রত্যেক মানুষকে তার ইচ্ছাশক্তি ব্যবহারের সুযোগ দেয়াই ছিল প্রজ্ঞার দাবী, যাতে শাস্তি-পুরস্কারের ব্যবস্থা কার্যকর হতে পারে। এটা অবশ্য ভিন্ন কথা যে, আল্লাহ্ জানেন, কে কী করবে। জানেন বলেই করবে না, বরং করবে বলেই তিনি জানেন।

১২০. আর (আয় পেয়ারে নবী!) রাসূলানের ঐ-সব ঘটনা আমি আপনাকে শোনাই যা দ্বারা আপনার দিলকে শক্তি যোগাই/অবিচলতা দান করি। আর এগুলোর মধ্যে আপনার কাছে হক ও সত্য এসে গিয়েছে এবং মুমিনীনের জন্য উপদেশ ও স্মারকও (এসে গিয়েছে)। ১২১. আর যারা ঈমান রাখে না তাদের আপনি বলুন, তোমরা তোমাদের অবস্থান থেকে কাজ করে যাও, আমরাও কাজ করে যাই। ১২২. আর ইনতিযার কর, আমরাও আছি মুনতাযির। ১২৩. আর আল্লাহ্‌রই জন্য আসমান -সমন্তের এবং যমীনের সমস্ত গায়ব। আর তাঁরই দিকে ফেরানো হবে সমস্ত বিষয়। সুতরাং আপনি তাঁর(ই) ইবাদত করুন এবং তাঁর(ই) উপর তাওয়াক্কুল করুন, আর আপনার রব্, যাকিছু তোমরা করছো তা থেকে বে-খবর নন।

سُورَةُ يُوسُفَ–١٢؛ مَكِّيَّة؛ آياتُها ١١١ وركوعاتها ١٢

১২-সূরা ইউসুফ, মাক্কী; আয়াত ১১১; রুকূ ১২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓرٰ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۝ اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ ۖ وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ ۝ اِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِاَبِيْهِ يٰٓاَبَتِ اِنِّيْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ لِيْ سٰجِدِيْنَ ۝

(শুরু করছি) রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে

১. আলিফ লাম রা। এগুলো/ঐগুলো (হক ও সত্যকে) সুস্পষ্টকারী কিতাবের আয়াত। ২. আমি একে নাযিল করেছি 'আরবী কোরআন'রূপে, যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পারো। ৩. (আয় পেয়ারে নবী!) এই কোরআন, যা আমি আপনার প্রতি অহী করেছি, এর মাধ্যমে আমি আপনাকে একটি সর্বোত্তম ঘটনা শোনাবো, যদিও এর আগে আপনি (এ-বিষয়ে) বিলকুল বে-খবরই ছিলেন। ৪. (স্মরণ করুন ঐ সময়কে) যখন ইউসুফ তাঁর আব্বাকে বললেন, আব্বাজান! আমি তো (স্বপ্নযোগে) দেখেছি এগারটি সিতারা এবং সূর্য ও চাঁদ। আমি এদের দেখেছি আমাকে সিজদা করা অবস্থায়।

قَالَ يٰبُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلٰٓى اِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوْا لَكَ كَيْدًا ۭ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝ وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَعَلٰٓى اٰلِ يَعْقُوْبَ كَمَآ اَتَمَّهَا عَلٰٓى اَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ ۭ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

৫. তিনি বললেন, হে বৎস! তোমার (এ) স্বপ্ন তুমি তোমার ভাইদের বলো না, এমন যেন না হয় যে, তারা তোমার জন্য চক্রান্ত পাকায়। (কারণ) শয়তান তো মানুষের জন্য খোলা দুশমন।[৫৮০]

[৫৮০] হযরত ইউসুফ আ.র একজন ছিলেন সহোদর ভাই, বিনয়ামীন, বাকি দশজন ছিলেন সৎভাই। জ্ঞানে গুণে ও যোগ্যতায় তাঁরা নবীর যোগ্য পুত্রই ছিলেন। ব্যস, এই একটা দুর্বলতাই ছিল যে, তাঁরা পিতার নিরঙ্কুশ স্নেহলাভের আকাঙ্ক্ষী ছিলেন। অথচ অন্তর্গত

৬. আর (স্বপ্নের ব্যাখ্যা এই যে,) এভাবেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে (নবুয়তের জন্য) মনোনীত করবেন এবং সমস্ত কথার সঠিক ব্যাখ্যা তোমাকে শেখাবেন এবং তিনি তাঁর নেয়ামত পূর্ণ করবেন তোমার উপর এবং আলে ইয়াকূবের উপর যেমন আগে তিনি তা পূর্ণ করেছেন তোমার দুই পূর্বপুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাকের উপর। সত্যি তোমার প্রতিপালক (সর্ববিষয়ে) পূর্ণ জ্ঞাত, পরম প্রজ্ঞাবান।

(রুকূ - ২)

لَقَدْ كَانَ فِيْ يُوْسُفَ وَ اِخْوَتِهٖۤ اٰيٰتٌ لِّلسَّآىِٕلِيْنَ ۝ اِذْ قَالُوْا لَيُوْسُفُ وَ اَخُوْهُ اَحَبُّ اِلٰۤى اَبِيْنَا مِنَّا وَ نَحْنُ عُصْبَةٌ ؕ اِنَّ
اَبَانَا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنِ ۝ اِقْتُلُوْا يُوْسُفَ اَوِ اطْرَحُوْهُ اَرْضًا يَّخْلُ لَكُمْ وَجْهُ اَبِيْكُمْ وَ تَكُوْنُوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ قَوْمًا صٰلِحِيْنَ ۝

৭. সুনিশ্চিত, ইউসুফ ও তাঁর ভাইদের (ঘটনার) মধ্যে বিভিন্ন নিদর্শন রয়েছে প্রশ্নকারীদের জন্য (যারা এ বিষয়ে জানার জন্য এবং শিক্ষাগ্রহণের জন্য আপনাকে প্রশ্ন করে)। ৮. (স্মরণ করুন ঐ সময়টি) যখন (ইউসুফের ভাইয়েরা ক্ষোভের সঙ্গে) বলল, ইউসুফ ও তার ভাই (বিনয়ামীন) তো আমাদের আব্বার কাছে আমাদের চেয়ে প্রিয়, অথচ আমরা (তাঁর পক্ষে) একটি সুসংহত দল! কোন সন্দেহ নেই যে, আমাদের আব্বা পরিষ্কার কোন ভুল চিন্তায় রয়েছেন। ৯. (সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিলো, এর সমাধান হল) ইউসুফকে তোমরা কতল কর, বা তাকে (দূরবর্তী) কোন ভূখণ্ডে ফেলে এস, তখন তোমাদের আব্বার সমস্ত মনোযোগ তোমাদের জন্য 'একান্ত' হয়ে যাবে। আর (যেহেতু কাজটা গর্হিত, সেহেতু) একাজের পর (তাওবা করে) তোমরা নেক লোক হয়ে যাবে।[৫৮১]

قَالَ قَآىِٕلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوْا يُوْسُفَ وَ اَلْقُوْهُ فِيْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ۝ قَالُوْا
يٰۤاَبَانَا مَا لَكَ لَا تَاْمَنَّا عَلٰى يُوْسُفَ وَ اِنَّا لَهٗ لَنٰصِحُوْنَ ۝ اَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَّرْتَعْ وَ يَلْعَبْ وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ۝ قَالَ اِنِّيْ
لَيَحْزُنُنِيْۤ اَنْ تَذْهَبُوْا بِهٖ وَ اَخَافُ اَنْ يَّاْكُلَهُ الذِّئْبُ وَ اَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُوْنَ ۝ قَالُوْا لَئِنْ اَكَلَهُ الذِّئْبُ وَ نَحْنُ عُصْبَةٌ
اِنَّاۤ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ۝

১০. তাদের থেকে একজন বলনেওয়ালা বলল, ইউসুফকে তোমরা কতল কর না, বরং তাকে কোন অন্ধকুয়ায় ফেলে দাও,[৫৮২] তাতে কোন যাত্রীদল তাকে তুলে নেবে, যদি কিছু করতেই চাও (তাহলে তোমরা এটা করতে পার।)[৫৮৩] ১১. (পরিকল্পনামত) তারা (ইয়াকূবের কাছে এলো এবং) বলল, আয় আব্বাজান,[৫৮৪] আপনার কী হয়েছে যে, ইউসুফের বিষয়ে আপনি আমাদের উপর

অনন্যতার কারণে হযরত ইয়াকূব আ.র অন্তরে হযরত ইউসুফ আ.র প্রতি ছিল স্বতন্ত্র আত্মিক ও আধ্যাত্মিক আকর্ষণ, যা ভাইদের মনে হয়েছিল, পিতৃহৃদয়ের অহেতুক পক্ষপাত।

[৫৮২] অর্থাৎ নফস ও শয়তানের ধোকায় পড়লেও বিবেকের দংশন তাদের মধ্যে ছিল।

[৫৮৩] অন্ধকার কুয়ার মধ্যে/ কুয়ার অন্ধকারে

[৫৮৪] সম্ভবত এ ভাইটি মূল পরিকল্পনারই পক্ষে ছিলেন না, তবে হয়ত এর চেয়ে বেশী বাধা দেয়ার সাধ্য তার ছিল না, হয়ত কিছুটা দুর্বলচেতা ছিলেন।

[৫৮৫] يٰۤاَبَانَا এর পূর্ণ শব্দানুগ তরজমা হল, আয় হামারে আব্বাজান!/হে আমাদের আব্বাজান! এখানে সম্বোধনের ক্ষেত্রে বাংলায় সর্বনামের উহ্যতাই সঙ্গত।

ভরসা করেন না।[৫৮৫] অথচ সত্যি সত্যি আমরা তার জন্য আন্তরিক হিতাকাঙ্ক্ষী। ১২. কাল তাকে আমাদের সঙ্গে (বিনোদনের জন্য) পাঠিয়ে দিন, যাতে খায় দায় ও খেলা করে। আর তার হিফাযতে অবশ্যই আমরা পূর্ণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ১৩. তিনি বললেন, (কোন দুর্ঘটনা নাও যদি ঘটে) এতটুকুই তো আমাকে ব্যথিত করে যে, তোমরা তাকে নিয়ে (আমার থেকে দূরে) যাবে, তাছাড়া আমি আশঙ্কা করি যে, (কোন ফাঁকে) তোমরা তার বিষয়ে গাফেল হলে, আর নেকড়ে তাকে খেয়ে ফেলল! ১৪. তারা বলল, আমরা সঙ্ঘবদ্ধ দল হওয়া সত্ত্বেও যদি নেকড়ে তাকে খেয়ে ফেলে তাহলে তো আমরা বিলকুল ক্ষতিগ্রস্তের দল/অপদার্থের দল!

فَلَمَّا ذَهَبُوْا بِهٖ وَاَجْمَعُوْٓا اَنْ يَّجْعَلُوْهُ فِيْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ ۚ وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِاَمْرِهِمْ هٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝
وَجَآءُوْٓ اَبَاهُمْ عِشَآءً يَّبْكُوْنَ ۝ قَالُوْا يٰٓاَبَانَآ اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوْسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَاَكَلَهُ الذِّئْبُ ۚ وَمَآ اَنْتَ
بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صٰدِقِيْنَ ۝

১৫. তো যখন তারা তাকে নিয়ে গেলো, আর সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিলো যে, তাকে অন্ধকুয়ায় ফেলে দেবে, (এবং ফেলেও দিলো), আর আমি ইউসুফের কাছে অহী করলাম,[৫৮৬] (এমন সময় অবশ্যই আসবে যখন) সত্যি সত্যি তুমি তাদের এ (নির্দয়) আচরণের কথা তাদের অবহিত করবে, আর তারা (তোমার পরিচয়) অনুভবও করতে পারবে না! ১৬. আর এশার সময়/রাতের সময় তারা তাদের আব্বার কাছে কাঁদতে কাঁদতে (ফিরে) এলো। ১৭. তারা বলল, আয় আব্বাজান! বিশ্বাস করুন, আমরা দৌড়প্রতিযোগিতা করতে করতে দূরে চলে গিয়েছিলাম, আর ইউসুফকে আমাদের সামানের কাছে রেখে গিয়েছিলাম, এই ফাঁকে নেকড়ে (এসে) তাকে খেয়ে ফেলেছে। আপনি তো আমাদের (কথা) বিশ্বাসই করবেন না, যতই আমরা সত্য বলি।

وَجَآءُوْ عَلٰى قَمِيْصِهٖ بِدَمٍ كَذِبٍ ۭ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ۭ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ۭ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰي مَا تَصِفُوْنَ ۝
وَجَاۗءَتْ سَيَّارَةٌ فَاَرْسَلُوْا وَارِدَهُمْ فَاَدْلٰى دَلْوَهٗ ۭ قَالَ يٰبُشْرٰى هٰذَا غُلٰمٌ ۭ وَاَسَرُّوْهُ بِضَاعَةً ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ۝
وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍۢ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُوْدَةٍ ۚ وَكَانُوْا فِيْهِ مِنَ الزّٰهِدِيْنَ ۝

১৮. আর তারা তাঁর (অক্ষত) জামায় মিথ্যা রক্ত নিয়ে এলো। (তখন) তিনি বললেন, বরং (আসল সত্য হল,) তোমাদের নফস তোমাদের জন্য কোন বিষয়কে শোভনরূপে তুলে ধরেছে। তো (আমার জন্য) ছবরই সঙ্গত।[৫৮৭] আর যাকিছু তোমরা বর্ণনা করছো তার বিপক্ষে আল্লাহ্ই সাহায্যকারী/সাহায্যলাভের স্থল। ১৯. আর (ওদিকে, যে কুয়ায় তারা ইউসুফকে ফেলেছিল সেখানে) এক কাফেলা /যাত্রিদল এলো (এবং যাত্রাবিরতি করল)। তখন তারা তাদের 'জলসন্ধানী'কে পাঠালো। আর সে (কুয়ার মধ্যে) বালতি ফেললো, (আর) বলে উঠলো, আহা, কী খোশখবর! এ যে (জ্যান্ত) বালক! তারা (লাভজনক) পণ্যসামগ্রী (হবে) ভেবে তাকে লুকিয়ে রাখলো। আর যাকিছু তারা করছিল,

---

[৫৮৫] বিকল্প তরজমা– আপনি আমাদের আস্থাযোগ্য মনে করেন না।
[৫৮৬] 'আর' এর পরিবর্তে 'তখন' হতে পারে, যদিও ব্যাকরণের দাবী তা সমর্থন করে না।
[৫৮৭] বিকল্প তরজমা, ছবরে জামীলই/উত্তম ছবরই আমার জন্য সঙ্গত।

আল্লাহ্ সে বিষয়ে খুব জ্ঞাত (ছিলেন)। ২০. আর তারা (শহরের বাজারে গিয়ে) 'গোনাগুনতি' কিছু দিরহামের সামান্য মূল্যে ইউসুফকে বিক্রি করে দিলো। বস্তুত ইউসুফের বিষয়ে তারা খুব অনাগ্রহী ছিল।[৫৮৮]

(রুকূ. ৩)

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ۚ وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ
فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢١﴾ وَلَمَّا بَلَغَ
أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٢﴾

২১. আর মিশরে যে ব্যক্তি তাঁকে খরিদ করল সে তার স্ত্রীকে বলল, তাঁর থাকা খাওয়ার স্থানকে মর্যাদাপূর্ণ কর।[৫৮৯] খুব সম্ভব সে আমাদের কোন উপকারে আসবে, বা তাকে আমরা সন্তানরূপে গ্রহণ করব। এ-ভাবে ঐভূখণ্ডে ইউসুফের জন্য আমি দৃঢ় অবস্থান তৈরী করলাম, (যাতে তিনি সান্ত্বনা লাভ করেন) আর যাতে তাঁকে বিভিন্ন কথার সঠিক ব্যাখ্যা শেখাতে পারি। আর আল্লাহ্ তাঁর (যাবতীয়) বিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ (এ সত্য) জানে না। ২২. আর যখন তিনি 'শক্তসমর্থ' হলেন[৫৯০] (তখন) আমি তাঁকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করলাম। আর এভাবেই/সেভাবেই প্রতিদান দিয়ে থাকি আমি পুণ্যবানদের।

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۚ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ۖ
إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٣﴾ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ ۖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ ۚ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ۚ
إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴿٢٤﴾ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ۚ قَالَتْ مَا جَزَاءُ
مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٥﴾

২৩. আর (তখন একটি দুঃখজনক ঘটনা ঘটল,) যে নারীর গৃহে তিনি ছিলেন, তিনি তাঁকে নিজের বিষয়ে প্ররোচিত করলেন, আর দরজাসমস্ত বন্ধ করে দিলেন, আর বললেন, *'গ্রহণ কর আমাকে'*! তিনি বললেন, আল্লাহ্র পানাহ, তিনি (গৃহস্বামী) তো আমার প্রতিপালনকারী, তিনি তো আমাকে উত্তম অবস্থান দান করেছেন। যালিমীন তো কখনো সফল হয় না। ২৪. আর সুনিশ্চিত, ঐ-নারী তাঁর প্রতি পূর্ণ ইচ্ছুক হয়েছিলেন, আর তিনিও তার প্রতি (কিঞ্চিৎ) ইচ্ছুক হয়েছিলেন, যদি না তিনি আপন রবের প্রমাণ দেখতেন।[৫৯১] (আর) আমি তেমন করেছি, যাতে মন্দ ও অশ্লীলতা তাঁর থেকে

---

[৫৮৮] তাদের কাছে মালিকানার পক্ষে আইনগত সমর্থন ছিল না। তাই 'মুফতের মাল', যা পাওয়া যায় তাই লাভ।

[৫৮৯] বিকল্প তরজমা– তাকে মর্যাদার সঙ্গে রেখো/আদর-যত্নে রাখো।

[৫৯০] বিকল্প তরজমা– আর যখন তিনি শক্তসমর্থতার বয়সে/স্তরে উপনীত হলেন। (খ) আর যখন তিনি পরিপূর্ণ যুবক হলেন/ যুবকবয়সে উপনীত হলেন।

[৫৯১] সম্ভবত তা ছিল মন্দকর্মের অনুভূতি ও আল্লাহ্র ভয়, যা আল্লাহ্ তাঁর সামনে 'মূর্ত' করেছিলেন।

ফিরিয়ে রাখি। তিনি তো আমার বিশিষ্ট/নির্বাচিত বান্দাদের থেকে ছিলেন। ২৫. আর তারা দু'জন (আত্মরক্ষায় ও আত্মতাড়নায়) দরজার দিকে দ্রুত গেলেন। আর ঐ নারী (একপর্যায়ে) তাঁর জামার পিছন থেকে ছিঁড়ে ফেললেন। আর (শেষ পর্যায়ে) তারা দু'জন তার স্বামীকে দোরগোড়ায় পেলেন। নারী (তখন আত্মসম্মান রক্ষার স্বভাবতাগিদ থেকে) বললেন, যে আপনার পরিবারের সঙ্গে মন্দ ইচ্ছা করে, তার সাজা কী হতে পারে, কারাগারে নিক্ষেপ, অথবা যন্ত্রণাদায়ক কোন শাস্তি ছাড়া!

قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَّفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٢٦﴾
وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٧﴾ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ
كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ ﴿٢٩﴾

২৬. (আপন পবিত্রতা প্রকাশের মজবুরি থেকে) তিনি বললেন, তিনিই আমাকে আমার বিষয়ে প্ররোচিত করেছেন। আর নারীর পরিবার থেকে এক (শিশু) সাক্ষী সাক্ষি দিল যে, যদি তাঁর জামা সামনে থেকে ফাড়া হয় তাহলে নারী সত্য বলেছেন, আর নিশ্চিত, তিনি মিথ্যাবাদী। ২৭. আর যদি তাঁর জামা পিছন থেকে ফাড়া থাকে তাহলে নারী মিথ্যা বলেছেন, আর তিনি নিশ্চিত সত্যবাদী। ২৮. তো স্বামী যখন তাঁর জামা পিছন থেকে ফাড়া দেখলেন তখন তিনি বললেন, এ তো তোমাদের কূটতাবিশেষঃ তোমাদের কূটতা তো বড় গুরুতর। ২৯. (আয়) ইউসুফ! এটা এড়িয়ে যাও। আর তুমি তোমার পাপের জন্য অনুতাপ কর। আসলে তুমিই ভুলের শিকার ছিলে।

(রুকূ - ৪)

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٠﴾

৩০. আর ঐ শহরে বাসকারী (অভিজাত শ্রেণীর) কিছু নারী বলাবলি করতে লাগল (যে,) আযীযের স্ত্রী তার (ঘরের) তরুণকে নিজের বিষয়ে প্ররোচিত করছে! (এ কেমন রুচিহীনতা!) আসলে আসক্তি তাকে আত্মহারা করে ফেলেছে।[৫৯২] আমরা তো তাকে দেখছি স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে।

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ
فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴿٣١﴾ قَالَتْ فَذَٰلِكُنَّ الَّذِي
لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ ﴿٣٢﴾

৩১. তো যখন তিনি তাদের *'জল্পনা'* সম্পর্কে শুনতে পেলেন (তখন) তিনি তাদের নামে *'দাওয়াত -নামা'* পাঠালেন এবং তাদের জন্য তাকিয়াসহ বসার স্থান প্রস্তুত করলেন।[৫৯৩] আর (ফল কাটার জন্য) তাদের প্রত্যেককে একটি ছুরি দিলেন। আর তিনি তাঁকে আদেশ করলেন, তুমি তাদের উদ্দেশ্যে বের হও (.আর তিনি সরল মনে বের হলেন)। তো যখন তারা তাঁকে দেখল তখন তাঁর সৌন্দর্যকে

---

[৫৯২] আসলে তরুণ ও তার ভালোবাসা তাকে বিভোর করে ফেলেছে।

[৫৯৩] তাকিয়া ও মসনদ প্রস্তুত করলেন।

বড় করে ভাবলো।[৫৯৪] আর (বে-খবর অবস্থায়) নিজেদের হাত কেটেই ফেললো, আর বলে উঠলো, ইয়া আল্লাহ্!/সুবহানাল্লাহ্! ইনি তো মানুষ নন, ইনি তো অভিজাত ফিরেশতা ছাড়া আর কিছু নন। ৩২. (তখন) তিনি (আমন্ত্রিত নারীদের উদ্দেশ্যে) বললেন, দেখ, ইনিই তোমাদের সেই তরুণ যার বিষয়ে তোমরা আমাকে মন্দ বলেছ! আর সুনিশ্চিত, আমি তাকে নিজের বিষয়ে প্ররোচিত করেছি, কিন্তু তিনি সংযম রক্ষা করেছেন। তবে আমি যা বলছি/আদেশ করছি, যদি তিনি তা না করেন/যদি তিনি তাতে সম্মত না হন, (তাহলে) সত্যি সত্যি তিনি কারারুদ্ধ হবেন, আর কঠিন-ভাবে লাঞ্ছিত হবেন।[৫৯৫]

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ۖ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ ۝
فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ
حَتَّىٰ حِينٍ ۝

৩৩. (পরিস্থিতির নাযুকতা আঁচ করতে পেরে মুনাজাতের মধ্যে) তিনি বললেন, (আয়) মেরে রব্! এরা আমাকে যে মন্দের দিকে ডাকছে, তার চেয়ে তো কারাগারই আমার বেশী প্রিয়। বস্তুত আপনি যদি তাদের অপপ্রয়াস আমার থেকে ফিরিয়ে না দেন (তাহলে অসম্ভব তো নয় যে), আমি ঝুঁকে পড়ব তাদের (যোগসাজশের) দিকে, আর হয়ে যাব মূর্খদের একজন। ৩৪. তখন তাঁর রব্ তাঁর মুনাজাতে সাড়া দিলেন, অনন্তর তাঁর থেকে তাদের অপপ্রয়াস সরিয়ে দিলেন। নিশ্চয় তিনিই সবকিছু শোনেন, জানেন। ৩৫. তারপর (ইউসুফের পবিত্রতার) বিভিন্ন নিশান (ও প্রমাণ) দেখার পরো সংশ্লিষ্টদের কাছে ভালো মনে হল যে, একটা সময় পর্যন্ত তারা তাঁকে কারাবদ্ধ করে রাখবে।[৫৯৬]

(রুকূ – ৫)

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ ۖ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا ۖ وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا
تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ۖ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ ۖ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۝ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ
قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمَا ۚ ذَٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ۚ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۝

৩৬. আর দু'টি তরুণ তাঁর সঙ্গে (ঐ সময়কালে) কারাগারে প্রবেশ করল। (ইউসুফের সততা ও জ্যোতির্ময়তায় মুগ্ধ হয়ে) তাদের একজন (তাঁকে) বলল, (স্বপ্নে) নিজেকে আমি দিব্য দেখতে

---

[৫৯৪] বিকল্প তরজমা, তাঁর সৌন্দর্যে অভিভূত/আত্মহারা হল...

[৫৯৫] আমন্ত্রিত নারীরাও তাকে সমর্থন করল এবং ইউসুফকে বোঝাতে চাইলো যে, মালিকানের অবাধ্য হওয়া ঠিক নয়। এখানে মিশরের তখনকার অভিজাত সমাজের রুচি ও সংস্কৃতির প্রকৃত চিত্র ফুটে উঠেছে, যা এ যুগের, বিশেষ করে পাশ্চাত্যের রুচি ও সমাজসংস্কৃতির যেন সম্পূর্ণ অনুলিপি!

[৫৯৬] অভিজাত সমাজের কদর্যতা চাপা দেয়ার জন্য যুগে যুগে একই কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে, হচ্ছে এবং সম্ভবত হবে। তবে যারা আল্লাহ্র আশ্রয় চাইবে, পরীক্ষার পর্যায়গুলো পার হওয়ার পর শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তাদের সাহায্য করেছেন, করছেন এবং অবশ্যই করবেন, ইনশাআল্লাহ্। মোটকথা, যামানার জুলেখা এবং যামানার ইউসুফ তখনো ছিল, এখনো আছে এবং সামনেও থাকতে পারে, বাকি সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ একমাত্র ভরসা।

পেলাম যে, (আঙুর) নিঙড়ে মদ তৈরী করছি। আর অন্যজন বলল, এদিকে আমি নিজেকে দেখতে পাচ্ছি যে, আমার মাথার উপর রুটি(র ঝুড়ি) বহন করছি, (আর) তা থেকে পাখী (ঠুকরে ঠুকরে) খাচ্ছে। এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে আপনি আমাদের অবহিত করুন। বস্তুত আপনাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি অত্যন্ত পুণ্যবান।[৫৯৭] ৩৭. (তরুণদু'টির ভক্তি ও সুধারণা দেখে, ইউসুফ তাদের ঈমান ও তাওহীদের দাওয়াত দিতে চাইলেন, তাই সুকৌশলে কথার মোড় ঘুরিয়ে) তিনি বললেন, যে খাবার (কারাগারে) তোমাদের দেয়া হয় তা তোমাদের কাছে এসেও সারবে না, তোমাদের কাছে আসার আগেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা আমি তোমাদের জানিয়ে দেবো। (আর) তোমাদের এ ব্যাখ্যাদান ঐ ইলমেরই অংশ যা আমার রব্ আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। (আর তা এ কারণে যে,) আমি ঐ সম্প্রদায়ের পথ ও পন্থা ত্যাগ করেছি, যারা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান রাখে না, বরং তারা সোজা আখেরাত অস্বীকারকারী

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَآءِیْۤ اِبْرٰهِیْمَ وَاِسْحٰقَ وَیَعْقُوْبَ ؕ مَا كَانَ لَنَاۤ اَنْ نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَیْءٍ ؕ ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَیْنَا
وَعَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَشْكُرُوْنَ ۝ یٰصَاحِبَیِ السِّجْنِ ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَیْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝
مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلَّاۤ اَسْمَآءً سَمَّیْتُمُوْهَاۤ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ
اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّاۤ اِیَّاهُ ؕ ذٰلِكَ الدِّیْنُ الْقَیِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ ۝

৩৮. আর আমি অনুসরণ করেছি আমার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূবের মিল্লাত (ও দ্বীন)। আমাদের জন্য কোনপ্রকার বৈধতা নেই যে, আল্লাহ্‌র সঙ্গে কোনকিছুকে আমরা শরীক করব। এটা (তাওহীদের বিশ্বাস) আমাদের উপর এবং সমস্ত মানুষের উপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহবিশেষ, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ শোকর আদায় করে না। ৩৯. কারাগারের হে দুই সঙ্গী আমার! (চিন্তা করে তোমরাই বলো,) ভিন্ন ভিন্ন (উপাস্য ও) প্রতিপালক উত্তম, নাকি মহাপরাক্রমশালী এক আল্লাহ্? ৪০. আল্লাহ্‌কে ছেড়ে তোমরা আসলে (অন্তঃসারশূন্য) কিছু নামের উপাসনা করছো, যা তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষেরা নির্ধারণ করে নিয়েছো/ রেখে দিয়েছো; এর অনুকূলে আল্লাহ্ কোন প্রমাণ অবতারণ করেননি। নিরঙ্কুশ শাসনক্ষমতা আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো নেই। (তাই) তিনি আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া আর কারো ইবাদত কর না। সেটাই হল চিরন্তন দ্বীন/সহজ-সরল দ্বীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ (তা) জানে না।

یٰصَاحِبَیِ السِّجْنِ اَمَّاۤ اَحَدُكُمَا فَیَسْقِیْ رَبَّهٗ خَمْرًا ۚ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَیُصْلَبُ فَتَاْكُلُ الطَّیْرُ مِنْ رَّاْسِهٖ ؕ قُضِیَ الْاَمْرُ الَّذِیْ فِیْهِ
تَسْتَفْتِیٰنِ ۝ وَقَالَ لِلَّذِیْ ظَنَّ اَنَّهٗ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِیْ عِنْدَ رَبِّكَ ۖ فَاَنْسٰىهُ الشَّیْطٰنُ ذِكْرَ رَبِّهٖ فَلَبِثَ فِی السِّجْنِ بِضْعَ
سِنِیْنَ ۝

৪১. কারাগারের, হে আমার দুই সঙ্গী! (এখন স্বপ্নের ব্যাখ্যা শোনো,) তোমাদের একজন, সে তার মনীবকে শরাব পান করাবে, আর অন্যজন, তাকে শূলে দেয়া হবে, আর (শূলে মৃত্যু হওয়ার পর)

---

[৫৯৭] আপনাকে আমাদের বড় পুণ্যবান মনে হচ্ছে।

পাখী তার মাথা থেকে (ঠুকরে ঠুকরে) খাবে। যে বিষয়ে তোমরা জানতে চাচ্ছো, তার ফায়ছালা (এভাবেই) হয়ে গিয়েছে। ৪২. আর দু'জনের মধ্য হতে যার সম্পর্কে তিনি ধারণা করেছিলেন যে, সে বেঁচে যাবে, তাকে বললেন, তোমার মনীবের কাছে আমার কথা উল্লেখ কর। অনন্তর শয়তান তাকে ভুলিয়ে দিল আপন মনীবের কাছে উল্লেখ করা(র বিষয়টি)। ফলে তিনি কারাগারে (দশের নীচে) কয়েক বছর থেকে গেলেন।

(রুকূ - ৬)

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ ۖ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ ﴿٤٣﴾ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ ۖ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ ﴿٤٤﴾ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ﴿٤٥﴾

৪৩. (এর মধ্যে হল স্বপ্নের ঘটনা! মিশরের) বাদশাহ্ (দরবারীদের) বললেন, আমি দেখছি সাতটি মোটাতাজা গাভী, সেগুলোকে খেয়ে ফেলছে সাতটি জীর্ণশীর্ণ গাভী। আর (দেখতে পাচ্ছি) সাতটি সজীব শীষ, আর অন্যকিছু (শীষ) শুকনো। আয় আহলে দরবার! যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার যোগ্যতা রাখো তাহলে আমার (এ রহস্যপূর্ণ) স্বপ্ন সম্পর্কে ব্যাখ্যা দাও। ৪৪. তারা বলল, (এ তো শুধু) তাৎপর্যহীন স্বপ্ন (মনে হচ্ছে)। আর তেমন স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে আমরা জ্ঞাত নই। ৪৫. আর ঐ দু'জন থেকে যে উদ্ধার পেয়েছিল, আর বহুদিন পর হঠাৎ তার মনে পড়ল। সে বলল, এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে আমি আপনাদের অবহিত করব, তো আপনারা আমাকে (ইউসুফের কাছে) প্রেরণ করুন।

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا ۖ فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿٤٩﴾

৪৬. (লোকটি কারাগারে গিয়ে অনুতাপ প্রকাশ করে ইউসুফকে বলল), ইউসুফ! হে সদাসত্যবাদী! আপনি আমাদের ব্যাখ্যা দিন সাতটি মোটাতাজা গাভী সম্পর্কে, যেগুলোকে খেয়ে ফেলছে সাতটি জীর্ণশীর্ণ গাভী। এবং (ব্যাখ্যা দিন) সাতটি সজীব শীষ এবং অন্যকিছু শুকনো (শীষ) সম্পর্কে। যাতে আমি (কোন সুন্দর ব্যাখ্যাসহ) মানুষের কাছে ফিরে যেতে পারি, যাতে তারা (প্রকৃত সত্য) জানতে পারে। ৪৭. (ইউসুফ কোন অভিযোগ না করে, পূর্ণ আভিজাত্য রক্ষা করে ব্যাখ্যা জানালেন।) তিনি বললেন, তোমরা সাতবছর লাগাতার ফসল করবে। তারপর যে ফসল কাটবে তা শীষের মধ্যেই রেখে দাও, অল্প সামান্য ছাড়া, যা তোমরা খাদ্যরূপে আহার করবে। ৪৮. তারপর ঐ সাতবছর পার হওয়ার পর কঠিন সাতবছর আসবে; ঐ সাতবছরের জন্য যাকিছু সঞ্চয় করে রেখেছ, ঐ সাতবছর তা সাবাড় করে ফেলবে, তবে সামান্য পরিমাণ যা তোমরা সংরক্ষণ করতে পারবে। ৪৯. তারপর (দুর্ভিক্ষের

ঐ কঠিন সাতবছর পার হওয়ার পর) এমন একটি বছর আসবে যাতে মানুষকে খুব বৃষ্টি দান করা হবে, আর তাতে তারা (প্রচুর আঙুর) নিঙড়াবে।

(রুকূ - ৭)

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ۚ إِنَّ رَبِّي
بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿٥٠﴾ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ ۚ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ ۚ قَالَتِ
امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَن نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٥١﴾ ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ
بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ ﴿٥٢﴾

৫০. আর (স্বপ্নের এমন তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা শুনে) বাদশাহ্ বললেন, তাঁকে আমার কাছে নিয়ে এসো! তো রাজদূত যখন তার কাছে এলো তখন তিনি বললেন, তুমি তোমার মনীবের কাছে ফিরে যাও, অনন্তর তাঁকে জিজ্ঞাসা কর, ঐ নারীদের কী অবস্থা যারা তাদের হাত কেটে ফেলেছিল! আমার রব্ কিন্তু তাদের মন্দপ্রয়াস সম্পর্কে খুব জ্ঞাত। ৫১. বাদশাহ (ঐ নারীদের তলব করে) বললেন, কী ঘটনা তোমাদের, যখন তোমরা ইউসুফকে নিজের বিষয়ে প্ররোচিত করেছিলে! (অপরাধ স্বীকার করে) তারা বলল, আল্লাহ্র পানাহ্! তাঁর ক্ষেত্রে আমরা মন্দকিছু জানতে পারিনি। (তখন) আযীযের স্ত্রী বললেন, এখন তো সত্য উন্মোচিত হয়ে গিয়েছে। হাঁ, আমিই তাঁকে তাঁর বিষয়ে প্ররোচিত করেছি। আর সত্যি সত্যি, তিনি সম্পূর্ণ সত্যবাদী। ৫২. (ইউসুফ যখন কারাগারে সববিষয় অবগত হলেন তখন বললেন) এটা (করিয়েছি) এ-জন্য যে, তিনি (আমার মনীব) যেন (নির্দ্বিধভাবে) জানতে পারেন যে, অগোচরে আমি তাঁর সঙ্গে কোন খেয়ানত করিনি, (এবং এ-জন্য যে,) খাইনীনের অপচেষ্টা আল্লাহ্ সফল হতে দেন না।

***

وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥٣﴾ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي
بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي ۚ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿٥٤﴾ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۖ
إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾ وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ ۖ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ۚ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَ
لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٥٧﴾

৫৩. * আর নিজেকে আমি দোষমুক্ত দাবী করি না। নফস তো আসলে মন্দের আদেশ দিতেই থাকে, তবে আমার রব্ যদি রহম করেন (তাহলে ভিন্ন কথা)। আমার রব্ অবশ্যই পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৫৪. আর বাদশাহ্ বললেন, তাঁকে আমার কাছে নিয়ে এস, আমি তাঁকে নিজের জন্য বিশিষ্ট (সাহায্যকারী) করে নেব। তো যখন (ইউসুফ বাদশাহর কাছে এলেন, আর) বাদশাহ তাঁর সঙ্গে কথা বললেন, তখন তিনি বললেন, আপনি আজ আমাদের কাছে সত্যি মর্যাদাবান (ও) আস্থাভাজন! ৫৫. ইউসুফ বললেন, আপনি আমাকে ভূখণ্ডের (যাবতীয়) সম্পদভাণ্ডারের উপর (ব্যবস্থাপক) নিযুক্ত

করুন। অবশ্যই আমি উত্তম রক্ষক, সুবিজ্ঞ।[৫৯৮] ৫৬. (তাই করা হল), আর ওভাবে ইউসুফের জন্য ভূখণ্ডে আমি ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির ব্যবস্থা করলাম যে, তিনি ভূখণ্ডের যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করতে পারেন। (সত্য হল,) আমি আমার রহমত যাকে ইচ্ছা করি তাকে পৌঁছাই, আর আমি পুণ্যবানদের আজর নষ্ট করি না। ৫৭. আর আখেরাতের আজর অবশ্যই উত্তম তাদের জন্য যারা ঈমান এনেছে, আর যারা তাক্বওয়ার উপর চলে।

(রুকূ - ৮)

وَجَآءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ﴿٥٨﴾ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُمْ
مِّنْ أَبِيكُمْ ۚ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ﴿٥٩﴾ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ ﴿٦٠﴾
قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ﴿٦١﴾ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا
انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٦٢﴾

৫৮. আর (একসময় দুর্ভিক্ষের কারণে) ইউসুফের ভাইয়েরা এল, অনন্তর তারা তাঁর সামনে উপস্থিত হল, তখন তিনি তাদের চিনতে পারলেন, অথচ তারা তাঁর বিষয়ে অজ্ঞ।[৫৯৯] ৫৯. আর যখন তিনি তাদের সামান তৈয়ার করে দিলেন[৬০০] (তখন) বললেন, তোমাদের বাপশরীক ভাইকেও আমার কাছে এনো! তোমরা কি দেখছো না যে, আমি পাত্র পূর্ণ করে দেই, আর আমি সর্বোত্তম মেযবান! ৬০. তো যদি তাকে সঙ্গে না আনো তাহলে কিন্তু তোমাদের জন্য আমার কাছে কোন পরিমাপপাত্র (ও বরাদ্দ রসদ) নেই, আর (তখন) তোমরা আমার কাছেও আসবে না। ৬১. তারা বলল, তার বাবাকে তার বিষয়ে অবশ্যই আমরা উদ্বুদ্ধ করব, আর সত্যি সত্যি আমরা (তা) করব[৬০১]। ৬২. আর ইউসুফ তাঁর (সেবক) তরুণদের বলে দিলেন, তোমরা তাদের পণ্যমূল্য (অগোচরে) তাদের বাহনে (সামগ্রীর মধ্যে) রেখে দাও, যাতে যখন তারা আপন পরিবারপরিজনের কাছে ফিরে যাবে, যেন নিজেদের পণ্যমূল্য চিনতে পারে, যাতে (আবার) ফিরে আসে (আসতে উদ্বুদ্ধ হয়)।

فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٦٣﴾ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ
عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ ۖ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٦٤﴾ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا

---

[৫৯৮] সততা ও দক্ষতা, যে কোন সফল ও কল্যাণকর ব্যবস্থাপনার জন্য, এ দু'টি প্রধান শর্ত। তাই জনকল্যাণের কথা চিন্তা করে বাদশাহ্‌র সামনে নিজের এ-দু'টি গুণের কথা তিনি অকপটে প্রকাশ করেছেন। এ'টি অযথা আত্মপ্রচার নয়, প্রয়োজনীয় আত্মপ্রকাশ। এটি অনুসরণযোগ্য।

[৫৯৯] বিকল্প তরজমা– অথচ তারা তাকে চিনতে পারল না। কারণ বড়দের মধ্যে পরিবর্তন ঘটে কম, আর ছোটদের মধ্যে পরিবর্তন ঘটে বেশী। তাছাড়া এটা তাদের জীবনের ঘটনা ছিল না, ছিল ইউসুফ আ.র জীবনের ঘটনা। যার জীবনের ঘটনা, তারই মনে থাকে, অন্যরা ভুলে যায়।

[৬০০] সম্ভবত ভাইয়েরা ইউসুফের বদান্যতা দেখে বলেছিল যে, আমাদের একজন বাপশরীক ভাই আছে, দয়া করে তার ভাগও দান করুন। তখন তিনি বললেন, নিয়মের বিচারে তো আমি তা করতে পারি না, তবে সামনে যখন ...

[৬০১] আর আমরা (তা) করতে বদ্ধপরিকর।/ আর সত্যি সত্যি আমরা (তা) করতে যাচ্ছি।

بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ ۖ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي ۖ هَٰذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا ۚ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ۖ ذَٰلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ﴿٦٥﴾

৬৩. তো যখন তারা তাদের আব্বার কাছে ফিরে এল (তখন) বলল, আয় আব্বাজান! আমাদের বরাদ্দ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে (বিনইয়ামীনকে ছাড়া যাওয়ার অবস্থায়)। তাই আমাদের সঙ্গে আমাদের ভাইকেও প্রেরণ করুন, যাতে আমরা (আবার) বরাদ্দ আনতে পারি; আর যে কোন মূল্যে আমরা তার সুরক্ষা নিশ্চিত করব। ৬৪. তিনি বললেন, তার বিষয়ে আমি কি তোমাদের বিশ্বাস করব যেমন আগে তোমাদের বিশ্বাস করেছি তার ভাইয়ের বিষয়ে। আসল কথা, রক্ষকরূপে আল্লাহ্ই সর্বোত্তম। আর তিনি দয়ালুদের বড় দয়ালু। ৬৫. অনন্তর যখন তারা নিজেদের সামানপত্র খুললো (তখন) দেখতে পেলো যে, তাদের পণ্যমূল্যও তাদের ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। (তখন পূর্ণ জোর দিয়ে) তারা বলল, আয় আব্বাজান! (বলুন,) আমরা আর কী চাই, এই যে আমাদের পণ্যমূল্য আমাদের ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। এবার আমরা আমাদের পরিবারের জন্য বরাদ্দ আনব, আর নিজেদের ভাইকে রক্ষাও করব, আর একউটের বোঝা পরিমাণ অতিরিক্ত রসদও আনব। (রহমদিল শাসকের জন্য তো) সেটা খুব সহজ বরাদ্দ।

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ ۖ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٦٦﴾ وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ۖ وَمَا أُغْنِي عَنكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ ۖ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٦٧﴾ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم ۖ مَّا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا ۚ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾

৬৬. তিনি বললেন, কিছুতেই তাকে তোমাদের সঙ্গে পাঠাবো না, তোমরা আল্লাহ্র নামে আমাকে প্রতিশ্রুতি দেয়া পর্যন্ত যে, সত্যি সত্যি তোমরা তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনবে, তবে এই যে, (বাস্তবেই যদি) তোমরা (বিপদে) বেষ্টিত হয়ে যাও।[৬০২] তো যখন তারা তাঁকে নিজেদের প্রতিশ্রুতি দিলো তখন তিনি বললেন, (প্রতিশ্রুতিমূলক) যাকিছু আমরা বলছি, তার উপর আল্লাহ্ নেগাহবান। ৬৭. আর তিনি (আরো) বললেন, আয় মেরে পেয়ারে বাচ্চে! তোমরা সবে এক দরজা দিয়ে (শহরে) প্রবেশ কর না, বরং বিভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ কর, (যাতে বদনযর থেকে বাঁচতে পারো)। বাকি আল্লাহ্(র ইচ্ছা ও ফায়ছালা) থেকে আমি তোমাদের কিছুমাত্র বাঁচাতে পারি না। হুকুম (ও ফায়ছালা) তো একমাত্র আল্লাহ্র জন্য। (তাই সতর্কতামূলক ব্যবস্থার পরো) তাঁরই উপর আমি ভরসা রাখলাম, আর তাঁরই উপর যেন ভরসাকারীরা ভরসা রাখে।[৬০৩] ৬৮. আর যখন তারা (মিশরের রাজধানীতে)

---

[৬০২] إلا أن يحاط بكم তবে এই যে, (বাস্তবেই) তোমরা (বিপদে) বেষ্টিত হয়ে যাও)...
যে কোন পরিস্থিতিতে তাকদীরকে স্মরণ রাখা, এটা হল নবুয়তের, তারপর ঈমানের শান।

[৬০৩] সাধ্যমত ব্যবস্থা গ্রহণ করা, তারপর আল্লাহ্র কুদরতের উপর ভরসা করা, এটাই মুমিনের শান।

সেভাবেই প্রবেশ করল যেভাবে তাদের পিতা তাদের আদেশ করেছেন, (তো তাদের এ কৌশল) আল্লাহ্‌র ফায়ছালা হতে তাদের বিন্দুমাত্র বাঁচাতে পারতো না, তবে ইয়াকূবের অন্তরে (সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের) একটি অভিপ্রায় ছিল যা তিনি পূর্ণ করেছেন, (বাকি ভরসা তাঁর আল্লাহ্‌রই উপর ছিল)। নিঃসন্দেহে তিনি ঐ ইলমের অধিকারী ছিলেন যা আমি তাকে শিক্ষা দিয়েছি।[৬০৪] কিন্তু অধিকাংশ মানুষ (কর্ম ও প্রভাবকের রহস্য) জানে না।

(রুকূ -- ৯)

وَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰٓى اِلَيْهِ اَخَاهُ قَالَ اِنِّيْٓ اَنَا اَخُوْكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ
جَعَلَ السِّقَايَةَ فِيْ رَحْلِ اَخِيْهِ ثُمَّ اَذَّنَ مُؤَذِّنٌ اَيَّتُهَا الْعِيْرُ اِنَّكُمْ لَسٰرِقُوْنَ ۝ قَالُوْا وَاَقْبَلُوْا عَلَيْهِمْ مَّاذَا تَفْقِدُوْنَ ۝
قَالُوْا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَآءَ بِهٖ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَّاَنَا بِهٖ زَعِيْمٌ ۝

৬৯. আর যখন তারা ইউসুফের কাছে পৌঁছলো (তখন) তিনি তাঁর (সহোদর) ভাইকে নিজের কাছে (থাকার) জায়গা দিলেন।[৬০৫] (আর) বললেন, আমি কিন্তু তোমার (সেই) ভাই, তো যাকিছু তারা করে আসছে তাতে তুমি ব্যথিত হয়ো না। ৭০. পরে ইউসুফ যখন তাদের রসদপত্র প্রস্তুত করে দিলেন (তখন নিজের) পানপাত্র তিনি তাঁর (আপন) ভাইয়ের বাহনের মধ্যে রেখে দিলেন। (এভাবে কাফেলা রওয়ানা হয়ে গেলো) তারপর (কাফেলা যখন কিছু দূর গেলো তখন) কোন ঘোষক ঘোষণা দিলো, আয় কাফেলা! তোমরা তো দেখি চোরের দল।[৬০৬] ৭১. তারা আগন্তুকদের অভিমুখী হয়ে বলল, তোমরা কী হারিয়েছ? ৭২. তারা বলল, আমরা বাদশাহ্‌র পানপাত্র হারিয়েছি, আর যে তা (উদ্ধার করে) এনে দেবে তার জন্য (পুরস্কাররূপে) রয়েছে এক উটের বোঝা, আর আমি সেই পুরস্কারের দায়ভার গ্রহণকারী।

قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْاَرْضِ وَمَا كُنَّا سٰرِقِيْنَ ۝ قَالُوْا فَمَا جَزَآؤُهٗٓ اِنْ كُنْتُمْ كٰذِبِيْنَ ۝
قَالُوْا جَزَآؤُهٗ مَنْ وُّجِدَ فِيْ رَحْلِهٖ فَهُوَ جَزَآؤُهٗ ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ ۝ فَبَدَاَ بِاَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ اَخِيْهِ ثُمَّ
اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِّعَآءِ اَخِيْهِ ؕ كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ ؕ مَا كَانَ لِيَاْخُذَ اَخَاهُ فِيْ دِيْنِ الْمَلِكِ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ؕ نَرْفَعُ
دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ؕ وَفَوْقَ كُلِّ ذِيْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ ۝

৭৩. তারা বলল, কসম আল্লাহ্‌র! (বিগত আচরণ থেকে) তোমরা ভালো করেই জানো যে, আমরা ভূখণ্ডে ফাসাদ করার জন্য আসিনি, আর না (স্বভাবে) কখনো আমরা চোর ছিলাম। ৭৪. তারা

---

[৬০৪] ঐ ইলম অনুযায়ী ভরসা তাঁর আল্লাহ্‌রই উপর ছিল, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা যা করেছেন, তাও আল্লাহ্‌রই হুকুমে অছীলারূপে করেছেন। তাই আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় বান্দার অছীলা ও ভরসার লাজ রক্ষা করেছেন। গভীর চিন্তার কথা!

[৬০৫] দু'জন করে দশভাইয়ের জন্য পাঁচকামরার ব্যবস্থা হল। বাকি থাকলো একজন, তো ইউসুফ বললেন, ঠিক আছে, এই একজন আমার সঙ্গে থাকবে। তাই একান্ততার এ ব্যবস্থা অস্বাভাবিক মনে হওয়ার সুযোগ থাকলো না।

[৬০৬] এটা ছিল আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে আসমানি হুকুম, আর বিনা প্রশ্নে আল্লাহ্‌র হুকুম পালন করাই হল ইবাদত ও বান্দেগি। সুতরাং এখানে হযরত ইউসুফ আ.র উপর কোন অভিযোগ উঠতে পারে না।

(বাদশাহ্‌র লোকেরা) বলল, তো এর সাজা কী হবে যদি তোমরা মিথ্যাবাদী (প্রমাণিত) হও। ৭৫. (নিজেদের *নির্দোষতার* প্রতি পূর্ণ আস্থার অবস্থান থেকে) তারা বলল, এর সাজা এই যে, যার বাহনে তা পাওয়া যাবে সে নিজেই হবে এর সাজা (তাকেই ধরে নিয়ে যাওয়া হবে)। যারা (এরূপ) অন্যায় করে তাদের আমরা তেমনই সাজা দিয়ে থাকি।[৬০৭] ৭৬. (তো লোকজনসহ পুরো বিষয়টি ইউসুফের সামনে আনা হল,) তখন তিনি আপন ভাইয়ের সামানের আগে তাদের সামান দিয়ে তল্লাশি শুরু করলেন। তারপর পানপাত্রটি আপন ভাইয়ের সামান থেকে বের করলেন। এভাবেই আমি কৌশল করেছি ইউসুফের অনুকূলে, (যাতে আপন ভাইকে তিনি নিজের কাছে রাখতে পারেন)। (ঐ ভূখণ্ডের) বাদশাহ্‌র আইনে ইউসুফের পক্ষে সম্ভব ছিল না নিজের ভাইকে গ্রহণ করা, তবে যদি না আল্লাহ্ (এরূপ) ইচ্ছা করেন।[৬০৮] আর আমি যাকে ইচ্ছা করি, (ইলমের ক্ষেত্রে) বহু উচ্চ মরতবা দান করি। তবে প্রত্যেক ইলমওয়ালার উপর সর্বোচ্চ ইলমের অধিকারী এক মহান সত্তা রয়েছেন।[৬০৯]

قَالُوْٓا اِنْ يَّسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ ۚ فَاَسَرَّهَا يُوْسُفُ فِيْ نَفْسِهٖ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ قَالَ اَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا ۚ وَاللّٰهُ
اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ ۝ قَالُوْا يٰٓاَيُّهَا الْعَزِيْزُ اِنَّ لَهٗٓ اَبًا شَيْخًا كَبِيْرًا فَخُذْ اَحَدَنَا مَكَانَهٗ ۚ اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝
قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اَنْ نَّاْخُذَ اِلَّا مَنْ وَّجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهٗٓ ۙ اِنَّآ اِذًا لَّظٰلِمُوْنَ ۝

৭৭. (উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিব্রত হয়ে) তারা বলে বসলো, যদি সে চুরি করে থাকে তাহলে (আশ্চর্যের কিছু নেই, কারণ) তার এক ভাই আগেই চুরি করেছে। ইউসুফ এ অপবাদ নিজের অন্তরেই গোপন রাখলেন, তাদের সামনে তা প্রকাশ করলেন না। তিনি (শুধু মনে মনে) বললেন, অবস্থার বিচারে তোমরা তো আরো নিকৃষ্ট।[৬১০] আর তোমরা যে বয়ান দিচ্ছো, সে বিষয়ে আল্লাহ্ অধিক জ্ঞাত। ৭৮. (নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে) তারা বলল, আয় (মুহতারাম) আযীয, তার তো অতিবৃদ্ধ একজন পিতা রয়েছেন, (আর তার বিরহে তিনি কাতর হয়ে পড়বেন)। তো আপনি তার স্থলে আমাদের একজনকে গ্রহণ করুন। আমরা তো আপনাকে অত্যন্ত সদাচারকারী দেখতে পাচ্ছি।[৬১১] ৭৯. তিনি বললেন, যার কাছে আমাদের সামান পেয়েছি তাকে ছাড়া অন্য কাউকে ধরা (, এই না-ইনছাফী) থেকে আল্লাহ্‌র পানাহ। তাহলে তখন তো আমরা যালিমই হয়ে যাব।

(রুকূ - ১০)

فَلَمَّا اسْتَيْـَٔسُوْا مِنْهُ خَلَصُوْا نَجِيًّا ۭ قَالَ كَبِيْرُهُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْٓا اَنَّ اَبَاكُمْ قَدْ اَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ وَمِنْ قَبْلُ

---

[৬০৭] এটি ছিল ইয়াকুবী শরী'আতের বিধান, যা আল্লাহ্ তা'আলা ভাইদের মুখে বলিয়ে দিয়েছেন, অন্যথায় মিশরের আইনে শাস্তি ছিল বেত্রাঘাত ও জরিমানা। সুবহানাল্লাহ্!

[৬০৮] আর আল্লাহ্ এরূপ ইচ্ছা করেছেন, তাই এক আসমানি কৌশলের মাধ্যমে তা সম্ভব হয়েছে।

[৬০৯] যদিও ইলমের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ বিভিন্ন মানুষকে বিভিন্ন স্তর দান করেছেন, তবে সব জ্ঞানীর উপর যিনি জ্ঞানী তাঁর জ্ঞানের সাহায্য ছাড়া মানুষ কিছুই করতে পারে না।

[৬১০] কারণ তোমরা তো বাবার কাছ থেকে তাঁর সন্তান চুরি করেছো, আর এখন ফেলে দেয়া ভাইয়ের উপর চুরির অপবাদ আরোপ করছো, অথচ তোমরাই জানো, এ কত বড় অপবাদ।

[৬১১] এটি ছিল নবীর পুত্রদের স্বভাববিশুদ্ধতার প্রমাণ, যদিও হাসাদের ব্যাধি থেকে তারা মুক্ত থাকতে পারেনি।

مَا فَرَّطْتُّمْ فِيْ يُوْسُفَ ۚ فَلَنْ اَبْرَحَ الْاَرْضَ حَتّٰى يَاْذَنَ لِيْۤ اَبِيْۤ اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِيْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿٨٠﴾ اِرْجِعُوْۤا اِلٰۤى
اَبِيْكُمْ فَقُوْلُوْا يٰۤاَبَانَاۤ اِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ ۚ وَمَا شَهِدْنَاۤ اِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ ﴿٨١﴾ وَسْـَٔلِ الْقَرْيَةَ الَّتِيْ
كُنَّا فِيْهَا وَالْعِيْرَ الَّتِيْۤ اَقْبَلْنَا فِيْهَا ۫ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿٨٢﴾

৮০. তো যখন তারা ইউসুফ থেকে নিরাশ হল (তখন নিজেদের মধ্যে) গোপন পরামর্শ করতে লাগল। তাদের বড়জন বলল, তোমরা কি জান না যে, তোমাদের আব্বা তোমাদের বিপক্ষে আল্লাহ্‌র নামে অঙ্গীকার নিয়েছেন। আর পূর্বে ইউসুফের বিষয়ে যা অন্যায় করেছ (তাও তোমাদের জানা আছে)। তো আমি কিন্তু এই ভূখণ্ডেই পড়ে থাকব আমার আব্বা আমাকে (ফিরে যাওয়ার) অনুমতি (না) দেয়া, বা আল্লাহ্ আমার অনুকূলে কোন ফায়ছালা (না) করা পর্যন্ত, আর তিনি তো সর্বোত্তম ফায়ছালাকারী। [৬১২]

৮১. তোমরা তোমাদের বাবার কাছে ফিরে যাও, আর (তাঁকে) বল, আয় আব্বাজান! আপনার পুত্র তো চুরি করেছে। আর আমরা যা জেনেছি, সেভাবেই শুধু সাক্ষি দিচ্ছি, আর আমরা তো গায়বের রক্ষক হতে পারি না। ৮২, আর যে জনপদে আমরা ছিলাম, আর যে কাফেলায় আমরা এসেছি, তাদের জিজ্ঞাসা করে দেখুন; আমরা কিন্তু অবশ্যই সত্য বলছি।

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ۫ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ۫ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَنِيْ بِهِمْ جَمِيْعًا ۫ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿٨٣﴾ وَ
تَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰۤاَسَفٰى عَلٰى يُوْسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنٰهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ ﴿٨٤﴾ قَالُوْا تَاللّٰهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوْسُفَ
حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ ﴿٨٥﴾ قَالَ اِنَّمَاۤ اَشْكُوْا بَثِّيْ وَحُزْنِيْۤ اِلَى اللّٰهِ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٨٦﴾

৮৩. (সবশুনে) তিনি বললেন, না, বরং তোমাদের নফস তোমাদের জন্য কোন বিষয় সাজিয়ে দিয়েছে। সুতরাং সুন্দর ছবর(ই আমার করণীয়)। খুব সম্ভব যে, আল্লাহ্ তাদের সবাইকে আমার কাছে নিয়ে আসবেন। তিনিই তো (সর্ববিষয়ে) পূর্ণ জ্ঞাত, পরম প্রজ্ঞাবান।

৮৪. আর (এ কথা বলে নিজে তিনি) তাদের থেকে সরে গেলেন, আর বললেন, ইউসুফের জন্য হায় আফসোস! আর শোকের আঘাতে (কাঁদতে কাঁদতে) তাঁর চোখদু'টো জ্যোতিহীন হয়ে গেল, আর তিনি *'চূর্ণহৃদয়'* হয়ে পড়লেন। ৮৫. ছেলেরা (তিরস্কার করে) বলতে লাগলো, কসম আল্লাহ্‌র, আপনি তো ইউসুফকে স্মরণ করতেই থাকবেন যতক্ষণ (না) আপনি বিধ্বস্ত হোন, বা শেষই হয়ে যান। ৮৬. তিনি বললেন, আমি তো আমার ব্যথা ও শোক শুধু আল্লাহ্‌র কাছে বলছি, (তোমাদের কাছে তো কিছু বলছি না।) আর আমি তো আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এমন কিছু জানি যা তোমরা জানো না।

يٰبَنِيَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَاَخِيْهِ وَلَا تَايْـَٔسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ ۫ اِنَّهٗ لَا يَايْـَٔسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ

---

[৬১২] ভিন্ন তরজমা- সুতরাং আমি তো এ ভূখণ্ড কিছুতেই ছাড়ব না... /সুতরাং যতক্ষণ না আমার আব্বাজান আমাকে অনুমতি দিচ্ছেন, অথবা সমস্ত বিচারকের শ্রেষ্ঠ আল্লাহ্ আমার বিষয়ে কোন ফায়ছালা করছেন, ততক্ষণ তো আমি এভূখণ্ড ছেড়ে (সামনে) যাব না।

الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨٧﴾ فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ قَالُوْا يٰٓاَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَاَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجٰىةٍ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَ
تَصَدَّقْ عَلَيْنَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِى الْمُتَصَدِّقِيْنَ ﴿٨٨﴾ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوْسُفَ وَاَخِيْهِ اِذْ اَنْتُمْ جٰهِلُوْنَ ﴿٨٩﴾

৮৭. (একসময় তিনি বললেন) আয় মেরে পেয়ারে বাচ্চে! তোমরা যাও, আর ইউসুফ ও তার ভাই সম্পর্কে কিছু খোঁজখবর কর, আর তোমরা আল্লাহ্‌র দয়া থেকে নিরাশ হয়ো না; আল্লাহ্‌র দয়া থেকে তো কাফির কাউম ছাড়া কেউ নিরাশ হয় না। ৮৮. তো যখন তারা ইউসুফের কাছে পৌঁছল [৬১৩] (তখন) তারা (তাঁকে) বলল, আয় মুহতারাম আযীয, কঠিন বিপদ আমাদেরকে এবং আমাদের পরিবারকে 'নাজেহাল' করেছে, আর আমরা খুব সামান্য পুঁজি নিয়ে এসেছি, তো আপনি আমাদের পূর্ণ পরিমাণে রসদ দিন, আর আমাদের উপর অনুগ্রহ করুন, আল্লাহ্ তো অনুগ্রহকারীদের পূর্ণ প্রতিদান দেন।[৬১৪] ৮৯. (তখন বাস্তবতা থেকে পর্দা কিছুটা সরিয়ে) ইউসুফ বললেন, তোমরা কি জান, ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সঙ্গে তোমরা যা করেছ, যখন তোমরা মূর্খ ছিলে?

قَالُوْٓا ءَاِنَّكَ لَاَنْتَ يُوْسُفُ ؕ قَالَ اَنَا يُوْسُفُ وَهٰذَآ اَخِىْ ۖ قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا ؕ اِنَّهٗ مَنْ يَّتَّقِ وَيَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ
اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٩٠﴾ قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَاِنْ كُنَّا لَخٰطِـِٕيْنَ ﴿٩١﴾ قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ؕ يَغْفِرُ اللّٰهُ
لَكُمْ ۖ وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿٩٢﴾ اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِىْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِىْ يَاْتِ بَصِيْرًا ۚ وَاْتُوْنِىْ بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٩٣﴾

৯০. তখন তারা (অবাক বিস্ময়ে) বলে উঠল, তুমিই কি তাহলে সেই ইউসুফ! তিনি বললেন, আমি ইউসুফ, আর এ আমার ভাই। নিশ্চিত, আল্লাহ্ আমাদের উপর বড় অনুগ্রহ করেছেন। বস্তুত যে তাক্বওয়া অবলম্বন করে, আর ছবর করে (অবশ্যই সে কামিয়াব)। কারণ আল্লাহ্ পুণ্যবানদের আজর নষ্ট করেন না। ৯১. (তখন) তারা (শরমিন্দা হয়ে) বলল, কসম আল্লাহ্‌র, সুনিশ্চিত, আল্লাহ্ আমাদের উপর তোমাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আর আসলেই আমরা বিচ্যুতির শিকার ছিলাম। ৯২. তিনি বললেন, আজ তোমাদের উপর (আমার) কোন ক্ষোভ নেই। আল্লাহ্ যেন তোমাদের মাফ করে দেন, আর তিনি তো দয়ালুদের বড় দয়ালু। ৯৩. তোমরা আমার এ জামাটি নিয়ে যাও এবং তা আমার আব্বাজানের মুখমণ্ডলে স্থাপন কর, তাতে তিনি দৃষ্টিবান হয়ে যাবেন। আর তোমাদের পুরো পরিবার নিয়ে তোমরা আমার কাছে আসো।[৬১৫]

(রুকূ - ১১)

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ اَبُوْهُمْ اِنِّىْ لَاَجِدُ رِيْحَ يُوْسُفَ لَوْلَآ اَنْ تُفَنِّدُوْنِ ﴿٩٤﴾ قَالُوْا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِىْ ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ ﴿٩٥﴾
فَلَمَّآ اَنْ جَآءَ الْبَشِيْرُ اَلْقٰىهُ عَلٰى وَجْهِهٖ فَارْتَدَّ بَصِيْرًا ۚ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ ۚ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٩٦﴾
قَالُوْا يٰٓاَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَآ اِنَّا كُنَّا خٰطِـِٕيْنَ ﴿٩٧﴾ قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّىْ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿٩٨﴾

---

[৬১৩] তো যখন তারা ইউসুফের মজলিসে/দরবারে হাযির হল...

[৬১৪] কঠিন দুর্ভিক্ষের কারণে এবার তারা বরাদ্দ রসদের সমপরিমাণ পণ্যমূল্যও আনতে পারেনি।

[৬১৫] পুরো বিষয়টি যেহেতু আল্লাহ্‌র আদেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল, আর আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছিল আপন বান্দা ও নবী হযরত ইয়াকূবের ছবরের ইমতিহান নেয়া, তাই হযরত ইউসুফের জন্য অনুমতি ছিল না নিজের থেকে খোঁজ নেয়ার বা দেয়ার।

৯৪. আর যখন কাফেলা (কানানের উদ্দেশ্যে মিশর) ত্যাগ করল (তখন) তাদের আব্বা (কাছের লোকদের) বললেন, তোমরা যদি অপ্রকৃতিস্থ মনে না কর তাহলে বলতে চাই, আমি তো ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি! ৯৫. লোকেরা বলল, কসম আল্লাহ্‌র, আপনি তো সেই পুরোনো ভুলের মধ্যেই আছেন! ৯৬. তো যখন সুসংবাদদাতা এল (তখন সে) জামাটি তাঁর মুখমণ্ডলের উপর স্থাপন করল, তখন তিনি পুনঃদৃষ্টিবান হয়ে গেলেন। (তখন) তিনি (পুত্রদের) বললেন, আমি কি তোমাদের বলিনি, আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আমি এমন কিছু জানি যা তোমরা জান না! ৯৭. তারা (তখন প্রকৃতই অনুতপ্ত হয়ে) বলল, আয় আব্বাজান! আপনি আমাদের জন্য আমাদের গোনাহসমস্তের ক্ষমাপ্রার্থনা করুন। প্রকৃতই আমরা (গুরুতর) অপরাধী ছিলাম। ৯৮. তিনি বললেন, অবশ্যই আমি আমার রবের কাছে তোমাদের জন্য ইস্‌তিগফার করব। তিনিই তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰٓى اِلَيْهِ اَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوْا مِصْرَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ﴿٩٩﴾ وَرَفَعَ اَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَ
خَرُّوْا لَهٗ سُجَّدًا ۚ وَقَالَ يٰٓاَبَتِ هٰذَا تَاْوِيْلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ ۖ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّيْ حَقًّا ۖ وَقَدْ اَحْسَنَ بِيْٓ اِذْ اَخْرَجَنِيْ
مِنَ السِّجْنِ وَجَآءَ بِكُمْ مِّنَ الْبَدْوِ مِنْۢ بَعْدِ اَنْ نَّزَغَ الشَّيْطٰنُ بَيْنِيْ وَبَيْنَ اِخْوَتِيْ ۖ اِنَّ رَبِّيْ لَطِيْفٌ لِّمَا يَشَآءُ ۖ
اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿١٠٠﴾

৯৯. তো যখন তারা সবাই ইউসুফের কাছে পৌঁছল (তখন) আপন পিতা-মাতাকে তিনি নিজের কাছে যত্নের সঙ্গে রাখলেন, আর বললেন, আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় প্রবেশ করুন আপনারা মিশরে নিরাপদে ১০০. আর আপন পিতা-মাতাকে তিনি সিংহাসনে আসীন করলেন, আর তাঁরা (সবাই) তাঁর সামনে (আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে) সিজদায় পড়ে গেলেন।[৬১৬] আর ইউসুফ বললেন, আয় আব্বাজান! এ-ই হল আমার আগের স্বপ্নের বাস্তব ব্যাখ্যা, নিশ্চিত, আমার রব্ তা সত্য করে দিয়েছেন। আর নিশ্চিত, আমার প্রতি তিনি বড় অনুগ্রহ করেছেন যখন তিনি আমাকে কারাগার থেকে বের করেছেন, আর দেহাত থেকে আপনাদের নিয়ে এসেছেন, শয়তান আমার মাঝে এবং আমার ভাইদের মাঝে বিদ্বেষ সৃষ্টি করার পর। নিঃসন্দেহে আমার রব্ যা ইচ্ছা করেন তার জন্য বড় সূক্ষ্ম ব্যবস্থা গ্রহণকারী। তিনিই তো (সর্ববিষয়ে) পূর্ণ জ্ঞাত, পরম প্রজ্ঞাবান।

رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِيْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِيْ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ۚ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ اَنْتَ وَلِيّٖ فِي الدُّنْيَا وَ
الْاٰخِرَةِ ۚ تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ ﴿١٠١﴾ ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ
اَجْمَعُوْٓا اَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ ﴿١٠٢﴾ وَمَآ اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٣﴾ وَمَا تَسْـَٔلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ
هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٤﴾

১০১. (তারপর ইউসুফ মুনাজাত করে বললেন,) আয় মেরে রব্! নিশ্চিত আপনি আমাকে রাজত্বের

---

[৬১৬] এটা হযরত ইবনে আব্বাস রা.র তাফসীর। অন্যমতে এটি ছিল আদম আ.র প্রতি ফিরেশতাদের সিজদার মত, সম্মানসূচক সিজদা, তখনকার শরী'আতে যার বৈধতা ছিল। এখন কোন নামেই, কোনভাবেই আল্লাহ্ ছাড়া কারো উদ্দেশ্যে সিজদা করা হারাম।

ভাগ দিয়েছেন এবং (স্বপ্নসহ) সমস্ত কথার সঠিক ব্যাখ্যা শিখিয়েছেন। (হে) আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃজনকারী! আপনি আমার অভিভাবক দুনিয়াতে ও আখেরাতে। আপনি আমাকে মৃত্যুদান করুন মুসলিম অবস্থায় এবং আমাকে যুক্ত করুন ছালিহীনের সঙ্গে। ১০২. (আয় পেয়ারে নবী!) এসব হল গায়বের খবরসমস্তের কিছু অংশ, যা আমি আপনার প্রতি অহী করি। আপনি তো তখন তাদের (ইউসুফ ও তার ভাইদের) কাছে ছিলেন না যখন তারা নিজেদের ফায়ছালা দৃঢ় করে নিয়েছিল, আর চক্রান্ত সম্পন্ন করছিল। ১০৩. (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি যতই আকাঙ্ক্ষা করেন অধিকাংশ লোক মুমিন হবে না। ১০৪. আর আপনি তো তাদের কাছে এ কাজের উপর কোন ধরনের আজর চান না। এটা তো সারা জাহানের জন্য শুধু একটি উপদেশবার্তা।

(রুকূ - ১২)

وَكَاَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ ﴿١٠٥﴾ وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ
مُّشْرِكُوْنَ ﴿١٠٦﴾ اَفَاَمِنُوْٓا اَنْ تَاْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللّٰهِ اَوْ تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿١٠٧﴾ قُلْ هٰذِهٖ
سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ ۣ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ ۭ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٠٨﴾

১০৫. আর আসমানসমস্তে ও যমীনে কত যে নিদর্শন, যার উপর দিয়ে তারা পার হয়ে যায়, এমন অবস্থায় যে তারা তা থেকে (নির্লিপ্তভাবে) সরে যায়। ১০৬. আর তাদের অধিকাংশ এমন যে, আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানও রাখে, আবার শির্‌কও করে।[৬১৭] ১০৭. তো তারা কি নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছে যে, আল্লাহ্‌র আযাবের সর্বপ্লাবী কোন রূপ তাদের সামনে আসবে না! কিংবা আচমকা কেয়ামত তাদের সামনে আসবে না, এমন অবস্থায় যে, তারা কিছুই টের পাবে না! ১০৮. আপনি বলুন, এটি হল আমার পথ, পূর্ণ অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে আমি আল্লাহ্‌র দিকে ডাকি, আমি এবং যারা আমাকে অনুসরণ করে। আর আল্লাহ্ (সর্বপ্রকার শির্‌ক থেকে) চিরপবিত্র, আর আমি মুশরিকীন থেকে নই।

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ مِّنْ اَهْلِ الْقُرٰى ۭ اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۭ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اتَّقَوْا ۭ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿١٠٩﴾ حَتّٰٓى اِذَا اسْتَيْــَٔسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ
قَدْ كُذِبُوْا جَاۗءَهُمْ نَصْرُنَا ۙ فَنُجِّيَ مَنْ نَّشَاۗءُ ۭ وَلَا يُرَدُّ بَاْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿١١٠﴾

১০৯. আর (আয় পেয়ারে নবী!) আপনার আগে আমি যত রাসূলই পাঠিয়েছি তাঁরা সবাই বিভিন্ন জনপদে বাসকারী মানুষই ছিলেন, যাদের প্রতি আমি অহী করেছি। তো তারা কি (বিভিন্ন) ভূখণ্ডে চলাচল করে না, যাতে তাকাতে (এবং বুঝতে) পারে যে, তাদের আগে যারা ছিল তাদের পরিণতি কেমন ছিল! আর অবশ্যই আখেরাতের ঘর তাদের জন্য উত্তম যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করে। তো তোমরা কি কিছুমাত্র আকল রাখো না! ১১০. (অতীতেও এমন হয়েছে যে, নবী ও রাসূলান দাওয়াত দিয়েই যাচ্ছেন, আর লোকেরা এড়িয়েই চলেছে।) এমনকি যখন রাসূলান নিরাশ হয়ে পড়েছেন, আর কাফেররা ধরে নিয়েছে যে তাদেরকে (আযাবের) মিথ্যা হুঁশিয়ারি দেয়া হয়েছে, তখন রাসূলানের কাছে আমার সাহায্য এসে পড়েছে, তখন আমি যাকে চাই তাকে উদ্ধার করা হয়েছে। আর অপরাধী কাউম থেকে

[৬১৭] আর তাদের অধিকাংশই আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনে, তবে মুশরিক অবস্থায়।

আমার আযাব রোধ করা সম্ভব নয়।

لَقَدْ كَانَ فِيْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ؕ مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝

১১১. সুনিশ্চিত, তাদের ঘটনাবলীতে শিক্ষার বিষয় রয়েছে আকল-বুদ্ধির অধিকারীদের জন্য। এ কোরআন (যাতে এসব ঘটনা বর্ণিত হয়েছে) এমন কোন কথা নয়, যা রটনা করা হয়েছে, বরং এর আগে যত কিতাব এসেছে এই কোরআন সেগুলোর সত্যায়ন করে। আর প্রত্যেক জরুরি বিষয় বিশদ বর্ণনা করে, আর তা এমন কাউমের জন্য হিদায়াত ও রহমত যারা ঈমান রাখে।

سُورَةُ الرَّعْدِ–١٣؛ مَدَنِيَّةٌ؛ آياتُها ٤٣ ورُكوعاتُها ٦

১৩-সূরাতুর্-রা'দ, মাদানী; আয়াত ৪৩, রুকূ ৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓرٰ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ ؕ وَالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝ اَللّٰهُ الَّذِيْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؕ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ ۝ وَهُوَ الَّذِيْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْهٰرًا ؕ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝

(শুরু করছি) রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে

১. আলিফ, লাম, মীম, রা। (আয় পেয়ারে নবী!) এগুলো/ঐগুলো (আল্লাহ্‌র) কিতাবের আয়াত। আর যাকিছু আপনার প্রতি নাযিল করা হয়েছে আপনার রবের পক্ষ হতে তাই সত্য। কিন্তু (আফসোস!) অধিকাংশ লোক (এই শাশ্বত সত্যের প্রতি) ঈমান আনছে না।

২. আল্লাহ্, যিনি আসমানসমস্ত উত্তোলন করেছেন এমন স্তম্ভসকল ছাড়া যা তোমরা দেখতে পাবে, তারপর তিনি আরশের উপর 'ইস্‌তিওয়া' করেছেন।[৬১৮] আর তিনি সূর্য ও চাঁদকে নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত করেছেন, প্রতিটি বস্তু একটি নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত গতিশীল রয়েছে। সমস্ত বিষয় (আপন কুদরতে) তিনি পরিচালনা করেন। তিনি নিদর্শনসমস্ত বিশদ করে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা আপন রবের সাক্ষাতের বিষয়টি বিশ্বাস করতে পার। ৩. আর তিনিই (ঐ মহান সত্তা) যিনি ভূমিকে বিস্তৃত করেছেন, আর তাতে বিভিন্ন পর্বত ও নদী সৃষ্টি করেছেন। আর প্রত্যেক প্রকারের ফলফলাদি থেকে, তাতে

[৬১৮] বিকল্প তরজমা– আরশে সমাসীন হয়েছেন/অধিষ্ঠান গ্রহণ করেছেন। এরূপ দুর্জ্ঞেয় ক্ষেত্রে সম্ভবত মূল শব্দের ব্যবহারই অধিক সঙ্গত।

দু'টি করে জোড়া[৬১৯] সৃষ্টি করেছেন। তিনি দিনকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন।[৬২০] অবশ্যই তাতে বিভিন্ন নিদর্শন রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা চিন্তা করে।

وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّجَنّٰتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَّزَرْعٌ وَّنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَّغَيْرُ صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَآءٍ وَّاحِدٍ ۚ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ ۚ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝ وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ءَإِذَا كُنَّا تُرٰبًا ءَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۗ أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ ۚ وَأُولٰٓئِكَ الْأَغْلٰلُ فِيْٓ أَعْنَاقِهِمْ ۚ وَأُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

৪. আর ভূমিতে রয়েছে বিভিন্ন খণ্ড যা পাশাপাশি অবস্থিত এবং রয়েছে আঙুর-বাগান এবং ফসলের ক্ষেত এবং রয়েছে দু'শিরবিশিষ্ট ও একশিরবিশিষ্ট খেজুরবৃক্ষ। সবকিছু একই পানি দ্বারা সিঞ্চিত করা হয়, অথচ স্বাদের ক্ষেত্রে তার কতককে আমি কতকের উপর অগ্রাধিকার দেই। সত্যি সত্যি তাতে বিভিন্ন নিদর্শন রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা বুদ্ধি ব্যবহার করে। ৫. আর (কাফিরীনের বিভিন্ন কথায়) যদি তুমি অবাক হও, তাহলে (আসল) অবাক হওয়ার বিষয় হল তাদের এ বক্তব্য, 'যখন আমরা (মরে) মাটি হয়ে যাবো, তখন সত্যি সত্যি কি আমরা নতুন সৃষ্টির মধ্য দিয়ে যাবো?! ওরাই তারা যারা আপন রবের (কুদরতের) প্রতি প্রত্যাখ্যান জানিয়েছে, আর ওরাই (তারা যাদের) গলায় আগুনের বেড়ী হবে, আর ওরাই (জাহান্নামের) আগুনের বাসিন্দা। তাতে তারা চিরকাল থাকবে।

وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلٰتُ ۗ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝ وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَآ أُنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ ۗ إِنَّمَآ أَنْتَ مُنْذِرٌ وَّلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۝

৬. আর তারা মঙ্গলের (নির্ধারিত মেয়াদপূর্তির) আগেই আপনাকে বিপদের বিষয়ে তাড়া দেয়,[৬২১] অথচ তাদের আগে (বিভিন্ন কাফির সম্প্রদায়ের জীবনে) লাঞ্ছনাকর আযাবের বিভিন্ন ঘটনা বিগত হয়েছে। আর (শোকর করার মত) বাস্তবতা এই যে, মানুষের যুলুম (ও অনাচার) সত্ত্বেও আপনার রব্ তাদের জন্য পরম ক্ষমার অধিকারী, তবে (এটাও বাস্তবতা যে,) আপনার রব্ শাস্তিদানে বড় কঠিন। ৭. আর যারা কুফুর করেছে তারা বলে, কেন তাঁর উপর নাযিল করা হল না তাঁর রবের পক্ষ হতে (আমাদের ফরমায়েশমুখী) কোন নিদর্শন! (আসল কথা হল,) আপনি তো শুধু (চরম পরিণতি সম্পর্কে) সতর্ককারী। আর (বিগত যুগের) প্রত্যেক কাউমের জন্য কোন না কোন হিদায়াতকারী (নবী) ছিলেন।[৬২২]

---

[৬১৯] আর তাতে জোড়ায় জোড়ায়/ জোড়া জোড়া নির্ধারণ করেছেন।

[৬২০] বিকল্প তরজমা– দিনের (আলো)কে রাতের (অন্ধকার) দ্বারা আড়াল করেন।

[৬২১] যেন আযাব ও শাস্তি এবং বিপদ ও মুছীবত নেমে আসাকে তারা খুব অসম্ভব ও দূরবর্তী মনে করে, অথচ... মক্কার কোরায়শ বড় ঔদ্ধত্যপূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র নবীকে আযাবের জন্য তাড়া দিতো, সেদিকে ইঙ্গিত।

[৬২২] হিদায়াতের পথে আহ্বানকারী আপনি নতুন কেউ তো নন, নিদর্শন প্রকাশ করা যেমন তাঁদের হাতে ছিল না, তেমনি আপনার হাতেও নেই।

(রুকূ – ২)

اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ؕ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ ۝٨ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَ
الشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ ۝٩ سَوَآءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهٖ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍۢ بِالَّيْلِ وَسَارِبٌۢ بِالنَّهَارِ ۝١٠
لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا
بِاَنْفُسِهِمْ ؕ وَاِذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ ۝١١

৮. প্রত্যেক নারী (ও মাদী) যাকিছু গর্ভে ধারণ করে, আল্লাহ্ তা (পূর্ণরূপে) জানেন এবং (জানেন) জরায়ুসমস্ত যাকিছু সঙ্কুচিত করে এবং যাকিছু বৃদ্ধি করে।[৬২৩] আর প্রতিটি জিনিস তাঁর (জ্ঞান ও প্রজ্ঞার) কাছে একটি নির্ধারিত পরিমাণ দ্বারা আবদ্ধ। ৯. (তিনি) গায়েব ও হাযির সবই জানেন, তিনি (শক্তিতে) অত্যন্ত বড়, (মর্যাদায়) অত্যন্ত উচ্চ। ১০. (আল্লাহ্র ইলমের বিচারে) তোমাদের যে নিঃশব্দে কথা বলে এবং যে সশব্দে কথা বলে এবং যে রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে থাকে এবং যে দিনের আলোতে বিচরণ করে, সবাই সমান। ১১. প্রত্যেকের জন্য তার সামনে ও তার পশ্চাতে পালাক্রমে রয়েছে কিছু রক্ষাকারী, আল্লাহ্র হুকুমে তারা তাকে (বিভিন্ন বিপদ ও দুর্ঘটনা থেকে) রক্ষা করে। আসল কথা, কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গে যাকিছু অবস্থা রয়েছে, আল্লাহ্ তা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা পরিবর্তন করে যাকিছু অবস্থা তাদের নিজেদের সঙ্গে রয়েছে।[৬২৪] আর আল্লাহ্ যদি কোন কাউমের সঙ্গে মন্দকিছুর ইচ্ছা করেন তাহলে তা রোধ করার কোন উপায় নেই। আর আল্লাহ্ ছাড়া তাদের কোন 'রাখওয়ালা' নেই।

هُوَ الَّذِيْ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ۝١٢ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ ۚ وَ
يُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُوْنَ فِي اللّٰهِ ۚ وَهُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ ۝١٣ لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ ؕ وَالَّذِيْنَ
يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُمْ بِشَيْءٍ اِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ اِلَى الْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهٖ ؕ وَمَا دُعَآءُ
الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ۝١٤

১২. তিনিই (ঐ মহান সত্তা,) যিনি তোমাদের বিজলীর চমক দেখান যেন তোমরা (বজ্রপাতের) ভয় কর এবং (বৃষ্টিপাতের) আশা কর, আর তিনিই জলভরা বড় বড় মেঘ তৈরী করেন। ১৩. আর বজ্র/মেঘের গর্জন তাঁর প্রশংসার তাসবীহ পড়ে, আর ফিরেশতারাও তাঁর ভয়ে (তাসবীহ পড়েন)। আর তিনিই (ভূমির অভিমুখে) বজ্র প্রেরণ করেন/বজ্রপাত ঘটান, অনন্তর যাকে ইচ্ছা করেন তা দ্বারা আঘাত করেন। এদিকে (তো আল্লাহ্র কুদরতের এত নিশান, অন্যদিকে কাফিরীনের অবস্থা হল,) তারা আল্লাহ্রই সম্পর্কে তর্কে লিপ্ত হয়, অথচ তাঁর শক্তি ও ক্ষমতা প্রচণ্ড। ১৪. সত্যিকারের ডাক

---

[৬২৩] জরায়ুতে যাকিছু কমে ও বাড়ে, যেমন কোনটি আকারে বড় হয়, কোনটি ছোট, (আরো বিভিন্ন অর্থ রয়েছে)।
[৬২৪] বিকল্প তরজমা, সত্য যে, আল্লাহ্ কোন জাতির অবস্থা ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করে।

ও দু'আ একমাত্র তাঁরই অধিকারে সংরক্ষিত,[৬২৫] (কারণ সাড়া দেয়ার ইচ্ছা ও শক্তি শুধু তাঁরই রয়েছে)। পক্ষান্তরে যারা তাঁকে ছেড়ে অন্যদের ডাকে, তারা তো তাদের অনুকূলে কিছুমাত্র সাড়া দিতে পারে না। তবে (তাদের উদাহরণ হল) ঐ ব্যক্তির মত যে নিজের দু'টি হাতের 'পাতা' (খোলা অবস্থায়) পানির দিকে প্রসারিত করে, যাতে পানি (নিজে নিজেই) তার মুখ পর্যন্ত পৌঁছে, অথচ তা সেখানে পৌঁছার নয়। আর (উপাস্যদের প্রতি) কাফিরীনের প্রার্থনা তো আগাগোড়াই নিষ্ফল।[৬২৬]

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّظِلٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ﴿١٥﴾ قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ
قُلِ اللّٰهُ ؕ قُلْ اَفَاتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا ؕ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۙ
اَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمٰتُ وَالنُّوْرُ ۚ اَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهٖ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ؕ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ
شَيْءٍ وَّهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿١٦﴾

১৫. আর ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়[৬২৭] আল্লাহ্‌রই উদ্দেশ্যে সিজদা করে যারা আসমানসমস্তে ও যমীনে রয়েছে, আর তাদের ছায়াও সকালে ও সন্ধ্যায় (তাঁরই উদ্দেশ্যে সিজদা করে)। ১৬. (আয় পেয়ারে নবী! তাদের) আপনি বলুন, কে আসমানসমস্তের ও যমীনের রব্? (ওরা আর কী উত্তর দেবে,) আপনিই বলুন, 'আল্লাহ্'! (এবার তাদের উদ্দেশ্যে) আপনি বলুন, তারপরো কি তোমরা তাঁকে ছেড়ে এমন সমস্ত অভিভাবক গ্রহণ করেছো, যারা নিজেদেরই জন্য উপকার ও ক্ষতির মালিকানা রাখে না! আপনি বলুন, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে! কিংবা অন্ধকারপুঞ্জ ও আলো কি সমান হতে পারে! নাকি তারা আল্লাহ্‌র জন্য এমন শরীকান সাব্যস্ত করেছে, যারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মত (কিছু) সৃষ্টি করেছে, যার কারণে (উভয়) সৃষ্টি তাদের কাছে সদৃশ মনে হয়েছে (আর তারা ধাঁধায় পড়ে গিয়েছে!) আপনি বলুন, সবকিছুর স্রষ্টা তো আল্লাহ্! আর তিনিই একমাত্র, মহাপরাক্রমশালী।

اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌۢ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا ؕ وَمِمَّا يُوْقِدُوْنَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَآءَ
حِلْيَةٍ اَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهٗ ؕ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ؕ فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً ۚ وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ
النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْاَرْضِ ؕ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ ﴿١٧﴾

১৭. তিনি আকাশ থেকে পানি/বারি/বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন, ফলে বিভিন্ন উপত্যকা স্ব স্ব আয়তনমত প্রবাহিত হয়েছে। অনন্তর পানির ঢল স্ফীত ফেনা উপরে তুলে এনেছে। আর এমনই ফেনা ওঠে যখন ধাতুসমস্ত আগুনে তাপানো হয়, অলঙ্কার বা সামগ্রী তৈরীর ইচ্ছায়। এভাবেই আল্লাহ্ হক ও বাতিলের মিছাল বয়ান করেন। তো (উভয়প্রকার) ফেনা তো বেকার চলে যায়, আর যা মানুষকে উপকার দেবে তা ভূমিতে (ও গলন-পাত্রে) স্থিত হয়। এভাবেই আল্লাহ্ মিছালসমস্ত বয়ান করেন।

---

[৬২৫] (ক) তাঁরই কাছে দু'আ করা যথার্থ। (খ) সত্যের প্রতি দাওয়াত দেয়ার অধিকার একমাত্র তাঁরই জন্য...

[৬২৬] আর (উপাস্যদের প্রতি) কাফিরদের ডাক তো নিছক বিচ্যুতির মধ্যেই (ঘোরপাক খায়)। আর কাফিরীনের দু'আ (ও ডাক) শুধু বৃথাই যাবে।

[৬২৭] আর স্বেচ্ছায় বা বাধ্য হয়ে...

لِلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنٰى ؕ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهٗ لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا بِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْحِسَابِ ۙ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٨﴾

১৮. কল্যাণ তো তাদেরই ভাগে যারা আপন রবের ডাকে সাড়া দিয়েছে, পক্ষান্তরে যারা তাঁর ডাকে সাড়া দেয়নি, তাদের জন্য যদি ভূমিতে বিদ্যমান সমস্ত সম্পদের মালিকানা এসে যায় এবং তার সঙ্গে তার সমপরিমাণ (তাহলে) তা সে মুক্তিপণরূপে দিয়ে দিতে চাইতো। ওরা, তাদেরই জন্য নিকৃষ্ট হিসাব, আর তাদের 'আশ্রয়' জাহান্নাম, আর তা কত না মন্দ ঠিকানা!

(রুকূ – ৩)

اَفَمَنْ يَّعْلَمُ اَنَّمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ اَعْمٰى ؕ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۙ﴿١٩﴾ الَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ ۙ﴿٢٠﴾ وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُوْنَ سُوْٓءَ الْحِسَابِ ﴿٢١﴾ وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً وَّيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ۙ﴿٢٢﴾

১৯. আচ্ছা, যে জানে যে, যাকিছু আপনার রবের পক্ষ হতে আপনার প্রতি নাযিল করা হয়েছে তা সত্য, সে কি তার মত যে (চোখের না হলেও, অন্তরের) অন্ধ। আসলে উপদেশ তো গ্রহণ করে শুধু অকল-বুদ্ধির অধিকারীরা– ২০. যারা আল্লাহ্‌র (সঙ্গে করা) ওয়াদা পূর্ণ করে, আর চুক্তি ভঙ্গ করে না– ২১. এবং যারা, আল্লাহ্ যে রিশতাগুলো জুড়ে রাখার হুকুম দিয়েছেন সেগুলো জুড়ে রাখে, আর আপন রবকে ভয় করে, আর হিসাবের মন্দ পরিণতির আশঙ্কায় থাকে– ২২. এবং যারা আপন রবের সন্তুষ্টির খাতিরে ছবর করে, আর ছালাত কায়েম করে, আর যাকিছু রিযিক তাদের দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে, আর সদাচার দ্বারা কদাচার রোধ করে, ওরা, তাদেরই জন্য রয়েছে আখেরাতের সুপরিণতি–

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ ﴿٢٣﴾ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ ؕ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٤﴾ وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ ۙ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ﴿٢٥﴾

২৩. (আর তা হল) চিরস্থায়ী আবাসের বাগবাগিচা, যাতে তারা নিজেরা দাখেল হবে এবং তাদের পূর্বপুরুষান থেকে এবং তাদের স্ত্রীদের থেকে এবং তাদের সন্তানসন্ততি থেকে যারা সততা অবলম্বন করেছে, তারা (দাখেল হবে)। আর ফিরেশতাদল তাদের কাছে আসবেন প্রত্যেক দরজা দিয়ে ২৪. (আর বলবেন,) যে ছবর তোমরা করেছো তার বিনিময়ে তোমাদের উপর সালাম ও শান্তি। তো কত না উত্তম আখেরাতের পরিণতি। ২৫. পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ্‌র (সঙ্গে করা) ওয়াদা ভঙ্গ করে, তা (কসম ইত্যাদি দ্বারা) দৃঢ় করার পর, আর যে রিশতাকে আল্লাহ্ জুড়ে রাখার আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে, আর যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করে, ওরা, তাদেরই জন্য রয়েছে অভিসম্পাত এবং তাদেরই জন্য রয়েছে আখেরাতের মন্দ পরিণতি।

اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ وَفَرِحُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ ﴿٢٦﴾

২৬. আল্লাহ্ যার জন্য ইচ্ছা করেন, রিযিক প্রশস্ত করেন এবং সঙ্কুচিত করেন। আর তারা (কুফুরে লিপ্ত লোকেরা) দুনিয়ার জীবন নিয়েই উল্লসিত রয়েছে। অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবন সামান্য ভোগের বস্তু ছাড়া আর কিছু নয়।

(রুকূ - ৪)

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۚ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابَ ﴿٢٧﴾
اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ۗ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ﴿٢٨﴾ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
طُوْبٰى لَهُمْ وَحُسْنُ مَاٰبٍ ﴿٢٩﴾

২৭. আর যারা কুফুর করেছে তারা বলে, কেন নাযিল করা হল না তাঁর রবের পক্ষ হতে তাঁর উপর (আমাদের পছন্দের) কোন নিশান! আপনি বলুন, আল্লাহ্ তো যাকে ইচ্ছা করেন (তার মন্দকর্মের কারণে) তাকে গোমরাহ করেন, আর তাকে নিজের দিকে পরিচালিত করেন যে, (তাঁর প্রতি) নিবেদিত হয়– ২৮. (এরা ঐ-সব লোক) যারা ঈমান এনেছে, আর তাদের অন্তর/কলব আল্লাহ্র যিকির দ্বারা আশ্বস্ত হয়। শোন, আল্লাহ্র যিকির দ্বারাই কলবসমস্ত আশ্বস্ত হয়। ২৯. যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমলে মগ্ন তাদের জন্য রয়েছে পরম আনন্দ ও উত্তম পরিণতি।

كَذٰلِكَ اَرْسَلْنٰكَ فِيْٓ اُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَآ اُمَمٌ لِّتَتْلُوَا عَلَيْهِمُ الَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُوْنَ بِالرَّحْمٰنِ ۚ
قُلْ هُوَ رَبِّيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ مَتَابِ ﴿٣٠﴾

৩০. (আয় পেয়ারে নবী! যেমন অন্যান্য রাসূল প্রেরিত হয়েছেন) তেমনি আপনাকে আমি (রাসূলরূপে) প্রেরণ করেছি এমন এক উম্মতের মধ্যে যাদের পূর্বে বহুউম্মত বিগত হয়েছে, (প্রেরণ করেছি) যাতে আপনি তাদের তিলাওয়াত করে শোনান, যা আপনার প্রতি অহী করেছি, অথচ তারা রহমানের প্রতি না-শোকরি প্রকাশ করে! আপনি বলুন, তিনি আমার রব্, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আমি তাঁরই উপর তাওয়াক্কুল করেছি এবং তাঁরই অভিমুখে হবে (আমার) প্রত্যাবর্তন।

وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى ۚ بَلْ لِّلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا ۚ اَفَلَمْ يَايْـَٔسِ الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْٓا اَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيْعًا ۚ وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ اَوْ تَحُلُّ قَرِيْبًا
مِّنْ دَارِهِمْ حَتّٰى يَاْتِيَ وَعْدُ اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ﴿٣١﴾

৩১. আর যদি এমন কোরআন হতো যা দ্বারা পাহাড়-পর্বত চালিত করা যায়, বা যা দ্বারা ভূমি দীর্ণ করা যায়, অথবা যা দ্বারা মৃতদের সঙ্গে কথা বলা যায়[৬২৮] (তাতেও কিন্তু তারা ঈমান আনত না)।

---

[৬২৮] এগুলোই ছিল আহলে মক্কার ফরমায়েশ। কতিপয় মুমিনের ধারণা ছিল, পছন্দের মুজিযা দেখানো হলে হয়ত তারা ঈমান আনবে

বরং (চিরন্তন সত্য এই যে,) সর্বময় কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর। তো যারা ঈমান এনেছে তারা কি এ-কথা ভেবেও চিন্তামুক্ত হতে পারেনি/প্রত্যয় অর্জন করতে পারেনি যে, আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করতেন তাহলে জরুর সমস্ত মানুষকে (মজবুরির) হিদায়াত দিতে পারতেন।[৬৩৯] আর (মক্কায়) যারা কুফুর করেছে, নিজেদের কীর্তিকর্মের কারণে তাদের উপর তো কোন না কোন বিকট বিপদ আসতেই থাকে, বা তাদের বসতির নিকটবর্তী কোথাও (বালা-মুছীবত) নামতেই থাকে, যতক্ষণ (না) আল্লাহর ওয়াদা এসে যায় (তখন শুরু হবে আসল আযাব)! আর আল্লাহ্ কিন্তু ওয়াদার খেলাফ করেন না।

(রুকূ - ৫)

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ۖ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿٣٢﴾

৩২. আর (আয় পেয়ারে রাসূল!) সুনিশ্চিত, আপনার পূর্ববর্তী বহুরাসূলকে নিয়ে বিদ্রূপ করা হয়েছে, তো যারা কুফুর করেছে, (শুরুতে) তাদের আমি ঢিল দিয়েছি, তারপর তাদের পাকড়াও করেছি; তো দেখুন না, কেমন ছিল আমার সাজা!

أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۗ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ ۚ قُلْ سَمُّوهُمْ ۚ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ ۚ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ ۚ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾

৩৩. আচ্ছা, বলো তো, যে মহান সত্তা প্রতিটি মানুষের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে পূর্ণ অবগত (তিনি কি তাদের অক্ষম ইলাহগুলোর মত হতে পারেন!) অথচ তারা আল্লাহ্র জন্য শরীকান নির্ধারণ করে বসে আছে! আপনি বলুন, আচ্ছা, ওদের নামগুলো বলো দেখি! (যদি কোন নাম নিয়েও ফেলো) তাহলে কি আল্লাহ্কে তোমরা এমন কিছুর অস্তিত্বের খবর দেবে, পুরো ভূমণ্ডলে যার খবর আল্লাহ্র জানা নেই![৬৩৩] নাকি শুধু মুখের উচ্চারণে এমন কিছু নাম নেবে যেগুলোর কোন হাকীকত নেই! আসল কথা, যারা কুফুর করেছে তাদের জন্য শোভন করা হয়েছে তাদের ছলনাপূর্ণ কথাবার্তা। আর (এভাবে) তাদের বাধা দিয়ে রাখা হয়েছে (সরল) পথ থেকে। আর আল্লাহ্ যাকে গোমরাহ করেন, তার জন্য হতেই পারে না কোন পথপ্রদর্শক।

لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ ۖ وَمَا لَهُمْ مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ ﴿٣٤﴾

৩৪. তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়ার জীবনে কঠিন আযাব, তবে আখেরাতের আযাব তো আরো কঠিন। আর আল্লাহ্র মোকাবেলায় তাদের জন্য কোন রক্ষাকারী থাকতে পারে না।

مَّثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۖ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا ۚ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوا ۖ وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ ﴿٣٥﴾

---

[৬৩৯] কিন্তু আল্লাহ্ তো সে ইচ্ছা করেননি, সুতরাং আহলে মক্কার আচরণে আছহাবে নবীর কষ্ট পাওয়ার কী আছে! সামনে রয়েছে আহলে মক্কার উদ্দেশ্যে কঠিন হুঁশিয়ারি...

[৬৩৩] যেহেতু এগুলোর অস্তিত্ব সম্পর্কে আল্লাহ্র জানা নেই সেহেতু এগুলোর কোন অস্তিত্বই নেই।

৩৫. পক্ষান্তরে মুত্তাকীনকে যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে তার অবস্থা হল, তার তলদেশ দিয়ে নহর-নালা প্রবাহিত হয়, তার ফলগুলো (সজীব ও) সদাবিদ্যমান এবং তার ছায়াও। যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করেছে, এ হল তাদের সুপরিণাম, আর কাফিরীনের পরিণাম হল (জাহান্নামের) আগুন।

وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمِنَ الْاَحْزَابِ مَنْ يُّنْكِرُ بَعْضَهٗ ؕ قُلْ اِنَّمَآ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَآ اُشْرِكَ بِهٖ ؕ اِلَيْهِ اَدْعُوْا وَاِلَيْهِ مَاٰبِ ۝

৩৬. আর যাদের আমি (তাওরাত, ইনজীল) কিতাব দান করেছি তারা, আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তাতে আনন্দিত হয়;[৬৩১] পক্ষান্তরে দলগুলো থেকে এমনও আছে যারা এর কিছু অংশ অস্বীকার করে।[৬৩২] আপনি বলুন, আমাকে তো আদেশ করা হয়েছে যে, আমি আল্লাহ্‌র ইবাদত করব, আর তাঁর সঙ্গে (কোন কিছুকে) শরীক করব না। আমি তো তাঁরই দিকে দাওয়াত দেবো, আর তাঁরই দিকে আমার প্রত্যাবর্তন।

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ؕ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا وَاقٍ ۝

৩৭. আর (পূর্ববর্তী কিতাবগুলো যেভাবে নাযিল করেছি) সেভাবেই আমি কোরআন নাযিল করেছি আরবী -ভাষায় হুকুমনামা (ও জীবনবিধান)রূপে। আর (আয় পেয়ারে নবী!) আপনার কাছে (প্রকৃত আসমানি) ইলম আসার পরো যদি আপনি তাদের খাহেশাত (ও খেয়ালখুশি)র অনুসরণ করেন (তাহলে কিন্তু) আল্লাহ্‌র মোকাবেলায় আপনার জন্য না কোন বন্ধু থাকবে, না কোন রক্ষাকারী।

(রুকূ - ৬)

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً ؕ وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ ۝ يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ ۚ وَعِنْدَهٗۤ اُمُّ الْكِتٰبِ ۝

৩৮. আর সুনিশ্চিত, আপনার পূর্বে আমি বিভিন্ন রাসূল পাঠিয়েছি এবং তাঁদের জন্য বিবি-বাচ্চাও রেখেছি, আর কোন রাসূলের অধিকার/ক্ষমতা ছিল না যে তিনি আল্লাহ্‌র অনুমতি/অনুমোদন ছাড়া (উম্মতের চাহিদামত) কোন নিদর্শন আনবেন। আর প্রত্যেক যুগের জন্য রয়েছে আলাদা কিতাব।
৩৯. যাকিছু (হুকুম) আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করেন, মুছে দেন, আবার স্থির/বহাল রাখেন। আর তাঁরই কাছে রয়েছে সর্বকিতাবের মূল (লাওহে মাহফূয)।

وَاِنْ مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِيْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ۝ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَاْتِي الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ؕ وَاللّٰهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهٖ ؕ وَهُوَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝

---

৬৩১ কারণ এ তো সেই কিতাব যার আলোচনা তারা তাদের কিতাবে পেয়েছে। তাই তারা তো এই কিতাব ও ছাহিবে কিতাবের প্রতি ঈমান নিয়ে আসে...

৬৩২ তারাও পুরো কোরআন অস্বীকার করতে পারে না, কারণ কোরআনের কিছু কিছু কথা তো হুবহু তাওরাত ও ইনজীলেও রয়েছে।

৪০. আর যে-সব আযাবের হুঁশিয়ারি আমি তাদের দিই, তার কিছু কিছু আপনার জীবদ্দশায় নাযিল করে) হয় আপনাকে দেখিয়ে দেব, কিংবা (তার আগেই) আপনাকে (দুনিয়া থেকে) তুলে নেব (,তাতে কিছু যায় আসে না)। কারণ আপনার দায়িত্ব হল পৌঁছানো, আর হিসাব নেয়ার 'দায়িত্ব' হল আমার। ৪১. তারা কি (এ বাস্তব চিত্র) দেখেনি যে, আমি (তাদের বসবাসের) ভূখণ্ডকে চারদিক থেকে সঙ্কুচিত করে আনছি (,আর মুসলিমদের ভূখণ্ডকে সম্প্রসারিত করে চলেছি)! আর হুকুম তো শুধু আল্লাহ্ দিতে পারেন (এবং দেন)। তাঁর হুকুম খণ্ডাতে পারে, এমন কেউ নেই। আর হিসাবে তিনি বড় ক্ষিপ্র।

وَقَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلّٰهِ الْمَكْرُ جَمِيْعًا ؕ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ؕ وَسَيَعْلَمُ الْكُفّٰرُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ۝
وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَسْتَ مُرْسَلًا ؕ قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ۙ وَمَنْ عِنْدَهٗ عِلْمُ الْكِتٰبِ ۝

৪২. আর নিশ্চিত, তাদের পূর্বে যারা বিগত হয়েছে, চক্রান্ত (ও চালবাজি) তারা যথেষ্ট করেছে, তবে আল্লাহ্রই কুদরতে রয়েছে সমস্ত চক্রান্তের খণ্ডন। তিনি জানেন প্রতিটি মানুষ যাকিছু অর্জন করে, আর কাফিররা অতিসত্বর জানতে পারবে, কার অনুকূলে হবে আখেরাতের শুভ পরিণাম। ৪৩. আর যারা কুফুর অবলম্বন করেছে তারা বলে, তুমি তো প্রেরিত রাসূল নও। আপনি বলুন, আমার মাঝে এবং তোমাদের মাঝে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট, আর এমন প্রত্যেক ব্যক্তি যার কাছে রয়েছে (আসমানি) কিতাবের ইলম।

سُورَةُ إبْراهِيمَ–١٤؛ مَكِّيَّة؛ آياتُها ٥٢ ورُكوعاتُها ٧

১৪-সূরা ইবরাহীম, মাক্কী, আয়াত ৫২, রুকূ ৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓرٰ ۟ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۝ اللّٰهِ الَّذِيْ
لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَوَيْلٌ لِّلْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدِ ۝ الَّذِيْنَ يَسْتَحِبُّوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ
وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ؕ اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ ۝

(শুরু করছি) রাহমান, রাহীম আল্লাহ্র নামে

১. আলিফ, লাম, রা- (আয় পেয়ারে নবী! এ) এমন কিতাব যা আমি নাযিল করেছি আপনার প্রতি, যাতে মানুষকে আপনি তাদের রবের ইচ্ছায় বহুমুখী অন্ধকার হতে/আঁধারপুঞ্জ হতে আলোর দিকে বের করে আনতে পারেন, অর্থাৎ মহাপরাক্রমশালী, সর্বপ্রশংসিত সত্তার (সরল) পথের দিকে– ২. অর্থাৎ আল্লাহ্, যার একক কর্তৃত্বে রয়েছে যাকিছু আসমানসমস্তে এবং যাকিছু যমীনে আছে। আর নিপাত হোক (সত্যকে অস্বীকারকারী) কাফিরীনের জন্য, ভীষণ আযাবের কারণে– ৩. আখেরাতের মোকাবেলায় দুনিয়ার জীবনকে যারা পছন্দ করে, আর (মানুষকে) আল্লাহ্র রাস্তা থেকে বাধা দিয়ে রাখে, আর তাতে বক্রতা খোঁজে, ওরা তো বহুদূরের ভ্রষ্টতায় লিপ্ত।

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ۚ فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

৪. আর যখনই আমি কোন রাসূল পাঠিয়েছি, তাঁকে তাঁর সম্প্রদায়ের ভাষা দিয়েই পাঠিয়েছি, যাতে তিনি (আল্লাহ্‌র বার্তা ও পায়গাম) মানুষের কাছে/জন্য সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করতে পারেন। অনন্তর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন (আপন কর্মদোষেই) তাকে ভ্রষ্টতার পথে পরিচালিত করেন, আর যাকে ইচ্ছা করেন (আপন কর্মগুণেই) তাকে হিদায়াতের পথে পরিচালিত করেন। আর তিনিই মহাপরাক্রম -শালী, মহাপ্রজ্ঞাবান।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ وَذَكِّرْهُمْ بِاَيّٰىمِ اللّٰهِ ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ۝ وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ اَنْجٰىكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ۚ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ۝

৫. আর সুনিশ্চিত, আমি মূসাকে আমার নিদর্শনাদিসহ পাঠিয়েছি এই মর্মে যে, আপন কাউমকে আপনি বহুমুখী অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনুন, আর আল্লাহর দিনগুলো বর্ণনার মাধ্যমে তাদের উপদেশ দিন।[৬৩৩] সত্যি সত্যি তাতে রয়েছে বিভিন্ন নিদর্শন প্রত্যেক ছবরকারী ও শোকরকারীর জন্য।

৬. আর (আয় পেয়ারে নবী! ঐ-সময়টি স্মরণ করুন) যখন মূসা তাঁর কাউমকে বললেন, স্মরণ কর তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র নেয়ামত, যখন ফির'আউনের গোষ্ঠী থেকে তিনি তোমাদের উদ্ধার করেছেন, যারা তোমাদের নিকৃষ্ট সাজা ভোগ করাত, আর তোমাদের পুত্রদের যবাই করত, আর তোমাদের নারীদের বাঁচিয়ে রাখত (আরো বড় লাঞ্ছনার জন্য)। আর তোমাদের ঐ-অবস্থার মধ্যে (তোমাদের জন্য) তোমাদের রবের পক্ষ হতে বিরাট পরীক্ষা ছিল।

(রুকূ - ২)

وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ ۝ وَقَالَ مُوْسٰٓى اِنْ تَكْفُرُوْٓا اَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ حَمِيْدٌ ۝

৭. আর (স্মরণ কর ঐ-সময়কে) যখন তোমাদের রব্ ঘোষণা দিলেন, (হে লোকসকল!) যদি তোমরা (যথাযোগ্যরূপে) শোকর আদায় কর তাহলে আমি তোমাদের (নেয়ামত) বাড়িয়ে দেব, আর যদি না-শোকরি কর (তাহলে মনে রেখ,) আমার আযাব কিন্তু বড় কঠিন। ৮. আর মূসা বললেন, যদি কুফুর কর তোমরা, আর ভূখণ্ডে যারা আছে (তারা) সবাই (তাহলেও আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি হবে না,) কারণ অবশ্যই আল্লাহ্ পূর্ণ অমুখাপেক্ষী, সর্বপ্রশংসিত।

---

[৬৩৩] অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বিভিন্ন জাতির জীবনে বিভিন্ন দিন যে আযাব-গযবের এবং আযাব থেকে উদ্ধারের ঘটনা ঘটিয়েছেন, আবার সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতার যে সমস্ত অবস্থা এনেছেন সেগুলো উল্লেখ করে ...! কোরআনের ভাষায় এগুলোকে বলে 'আইয়ামুল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র দিনসমস্ত।

اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّ عَادٍ وَّ ثَمُوْدَ ۛ وَ الَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ۛ لَا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا اللّٰهُ ۛ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَرَدُّوْٓا اَيْدِيَهُمْ فِيْٓ اَفْوَاهِهِمْ وَ قَالُوْٓا اِنَّا كَفَرْنَا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ وَ اِنَّا لَفِيْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَنَآ اِلَيْهِ مُرِيْبٍ ۝

৯. আচ্ছা, তোমাদের কাছে কি আসেনি, তাদের খবর, যারা তোমাদের পূর্বে বিগত হয়েছে, কাউমে নূহ এবং আদ ও ছামূদ; আর যারা তাদের পরে এসেছে, তাদের কথা আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না। তাদের রাসূলান তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিশান ও প্রমাণ নিয়ে এসেছেন, কিন্তু নিজেদের হাত তারা তাঁদের মুখে (রাসূলানের মুখে) স্থাপন করেছে,[৬৩৪] আর বলেছে, যাকিছু দিয়ে তোমাদের পাঠানো হয়েছে, আমরা তা প্রত্যাখ্যান করলাম, আর যে-বিষয়ের দিকে তোমরা আমাদের ডাকছ, সে-বিষয়ে আমরা ঘোর সন্দেহের মধ্যে আছি।

قَالَتْ رُسُلُهُمْ اَفِي اللّٰهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۛ يَدْعُوْكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَ يُؤَخِّرَكُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۛ قَالُوْٓا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۛ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَصُدُّوْنَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا فَاْتُوْنَا بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝

১০. আর তাদের রাসূলান বলেছেন, আল্লাহ্ সম্পর্কেই কি (তোমাদের) সন্দেহ, যিনি আসমানসমস্ত ও যমীনের সৃজনকারী! তিনি তো তোমাদের ডাকছেন যাতে তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করেন, আর নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত তোমাদের অবকাশ দেন। তারা বলল, তোমরা তো আমাদেরই মত মানুষ ছাড়া আর কিছু নও! তো আসলে তোমরা তো চাও যে, আমাদের তোমরা ফিরিয়ে রাখবে ঐসব উপাস্যদের থেকে, যাদের উপাসনা করত আমাদের পূর্বপুরুষান। সুতরাং (নবুয়ত ও রিসালাতের অনুকূলে) কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ তোমরা আমাদের সামনে আন।

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اِنْ نَّحْنُ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۛ وَ مَا كَانَ لَنَآ اَنْ نَّاْتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۛ وَ عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝

১১. তাদের রাসূলান তাদের বললেন, আমরা তো তোমাদেরই মত মানুষ, তবে কিনা আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের থেকে যাকে ইচ্ছা করেন তার উপর বিশেষ অনুগ্রহ করেন। আর আমাদের তো অধিকার নেই আল্লাহ্র হুকুম ছাড়া কোন প্রমাণ পেশ করার। তো মুমিনগণ যেন আল্লাহ্রই উপর তাওয়াক্কুল করে।

وَ مَا لَنَآ اَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَ قَدْ هَدٰىنَا سُبُلَنَا ۛ وَ لَنَصْبِرَنَّ عَلٰى مَآ اٰذَيْتُمُوْنَا ۛ وَ عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ۝

১২. আর আমাদের কী হল যে, আমরা আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল করি না, অথচ আমাদেরকে তিনি আমাদের চলার পথ দেখিয়েছেন! আর তোমরা আমাদের যাকিছু কষ্ট দিয়েছো, আমরা তার উপর অতি অবশ্যই ছবর করব। আর তাওয়াক্কুলকারীরা যেন আল্লাহ্রই উপর তাওয়াক্কুল করে।

---

[৬৩৪] বিশেষ বাগধারা, মতলব হল, মান্য করা তো দূরে, বলতে পর্যন্ত দেয়নি, বলপূর্বক থামিয়ে দিয়েছে।

(রুকূ- ৩)

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ اَرْضِنَآ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا ؕ فَاَوْحٰٓى اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ
الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٣﴾ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِيْ وَخَافَ وَعِيْدِ ﴿١٤﴾ وَاسْتَفْتَحُوْا وَخَابَ
كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ ﴿١٥﴾ مِّنْ وَّرَآئِهٖ جَهَنَّمُ وَيُسْقٰى مِنْ مَّآءٍ صَدِيْدٍ ﴿١٦﴾ يَّتَجَرَّعُهٗ وَلَا يَكَادُ يُسِيْغُهٗ وَيَاْتِيْهِ الْمَوْتُ
مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ؕ وَمِنْ وَّرَآئِهٖ عَذَابٌ غَلِيْظٌ ﴿١٧﴾

১৩. আর যারা কুফুর করেছে তারা তাদের (কাছে প্রেরিত) রাসূলানকে বলল, আমাদের ভূখণ্ড থেকে তোমাদের আমরা সত্যি সত্যি বের করে ছাড়ব, যদি না তোমরা আমাদের মিল্লাতে ফিরে আস। তখন রাসূলানের রব্ তাদের প্রতি এ মর্মে অহী পাঠালেন যে, (এরা তোমাদের বের করবে কী, আমিই বরং) যালিমীনকে বিলকুল হালাক করে ছাড়বো। ১৪. আর তাদের পরে ঐ ভূখণ্ডে অতি -অবশ্যই আমি তোমাদের বাস করাব। এটা এমন প্রত্যেকের জন্য (পুরস্কার) যে আমার সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করে এবং (আমার) হুঁশিয়ারিকে ভয় করে। ১৫. অবশেষে তারা (রাসূলানের কাছে নিজে থেকেই আযাবের) ফায়ছালা চাইল। (যথাসময়ে আযাব এল,) আর প্রত্যেক উদ্ধত, আস্ফালনকারী ব্যর্থ হল। ১৬. (দুনিয়ার আযাবের পর) তার সামনে (আসবে) জাহান্নাম, আর (সেখানে) তাকে পুঁজমিশ্রিত পানি পান করানো হবে। ১৭. (পিপাসার প্রচণ্ডতার কারণে) সে তা ঢোক ঢোক করে গিলতে চাইবে, কিন্তু হলক থেকে নামাতেই পারবে না। আর মৃত্যু সর্বদিক থেকে তার কাছে ছুটে আসবে, কিন্তু সে মরবে না। আর তার পরে রয়েছে কঠিন আযাব।

مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ ِۨاشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ يَوْمٍ عَاصِفٍ ؕ لَا يَقْدِرُوْنَ مِمَّا كَسَبُوْا عَلٰى
شَيْءٍ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ﴿١٨﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ
جَدِيْدٍ ﴿١٩﴾ وَّمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ ﴿٢٠﴾

১৮. আপন রবের সঙ্গে যারা কুফুর করেছে তাদের অবস্থা হল, তাদের আমল হবে ছাইয়ের মত, এক ঝড়ো দিনে প্রচণ্ড বাতাস যা উড়িয়ে নিয়ে যাবে; (তদ্রূপ) তারা যাকিছু অর্জন করেছে, তা থেকে কোনকিছুর উপরই তারা দখল পাবে না। সেটাই তো হল বহুদূরের ভ্রষ্টতা/চরম ভ্রষ্টতা। ১৯. (আয় মুখাতাব!) তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ্ আসমানসমস্ত ও যমীন সত্য উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। তিনি যদি ইচ্ছা করেন তোমাদের বিলুপ্ত করতে পারেন, আর এক নতুন সৃষ্টি (সামনে) আনতে পারেন। ২০. আর আল্লাহ্র জন্য তা কিছুমাত্র কঠিন নয়।

وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ جَمِيْعًا فَقَالَ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ
شَيْءٍ ؕ قَالُوْا لَوْ هَدٰىنَا اللّٰهُ لَهَدَيْنٰكُمْ ؕ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ اَجَزِعْنَآ اَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيْصٍ ﴿٢١﴾

২১. আর (হাশরে) তারা সবাই আল্লাহ্র সামনে পেশ হবে/প্রকাশ পাবে। তখন দুর্বল (ও সাধারণ) লোকেরা, (দুনিয়াতে) যারা দম্ভ করত, (আর নেতৃত্ব দিতো,) তাদের উদ্দেশ্যে বলবে, আমরা

তো তোমাদের তাবেদার ছিলাম, তো এখন কি তোমরা আমাদের থেকে আল্লাহ্‌র আযাবের সামান্য কিছু সরাতে পারো![৬৩৫] তারা বলবে, আল্লাহ্ যদি আমাদের হিদায়াত দিতেন, আমরাও অবশ্যই তোমাদের হিদায়াতের পথ দেখাতাম। (এখন) চেঁচামেচি করি, আর ছবর করি, আমাদের জন্য সবই সমান। আমাদের বাঁচার কোনও উপায় নেই।

(রূকূ- ৪)

وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ ۭ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّآ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ ۚ فَلَا تَلُوْمُوْنِيْ وَلُوْمُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۭ مَآ اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ۭ اِنِّىْ كَفَرْتُ بِمَآ اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ ۭ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

২২. আর যখন সবকিছুর ফায়ছালা হয়ে যাবে (এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামের ঠিকানায় চলে যাবে তখন) শয়তান (জাহান্নামীদের ক্ষোভের মুখে) বলবে, দেখো, আল্লাহ্ তো তোমাদের সঙ্গে ওয়াদা করেছিলেন সত্য ওয়াদা, আর আমি তোমাদের সঙ্গে ওয়াদা করেছি, অনন্তর তা ভঙ্গও করেছি। আর আমার তো তোমাদের উপর কোনও ক্ষমতা ছিল না, শুধু এই যে, তোমাদের ডেকেছি, আর তোমরা সাড়া দিয়েছো আমার ডাকে। তো এখন তোমরা আমাকে তিরস্কার কর না, বরং তিরস্কার কর নিজেদের। না তোমাদের আহাযারিতে আমি কোন কাজে আসতে পারি, না আমার আহাযারিতে তোমরা কোন কাজে আসতে পারো। আর আগে (সেই দুনিয়াতে) তোমরা যে আমাকে (আল্লাহ্‌র সঙ্গে) শরীক করেছিলে, সেটা (এখন) আমি অস্বীকার করছি। (দুনিয়ার) যালিমীন, তাদের জন্য তো (আজ) বড় যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

وَاُدْخِلَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۭ تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ ۝ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا فِي السَّمَاۗءِ ۝ تُؤْتِيْٓ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍۢ بِاِذْنِ رَبِّهَا ۭ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝

২৩. আর যারা ঈমান এনেছে, আর নেক আমলে মগ্ন থেকেছে তাদের দাখেল করা হবে এমন বাগ -বাগিচায় যার তলদেশ দিয়ে নহর-নালা প্রবাহিত হবে, তাদের রবের ইচ্ছায়/অনুগ্রহে তাতে তারা চিরকাল থাকবে। সেখানে তাদের সম্ভাষণ হবে 'সালাম' (ও শান্তি)। ২৪. (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি কি দেখেননি, কীভাবে আল্লাহ্ কালিমা তাইয়েবার/উত্তম কথার উদাহরণ দিয়েছেন! (তা) এমন উত্তম বৃক্ষের মত যার মূল (ভূমিতে) সুপ্রোথিত, আর তার শাখা-প্রশাখা ঊর্ধ্বে (বিস্তৃত)। ২৫. আপন রবের আদেশে যা সর্বসময় ফল দান করে। আর মানুষের জন্য আল্লাহ্ বিভিন্ন মিছাল দেন, যাতে সবাই উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

---

[৬৩৫] ভিন্ন তরজমা– তো এখন কি তোমরা আল্লাহ্‌র আযাব থেকে আমাদের একটু বাঁচাতে পারো!/তো এখন কি আল্লাহ্‌র আযাবের মোকাবেলায় তোমরা আমাদের কিছুমাত্র উপকার করতে পারো!

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴿٢٦﴾ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۖ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿٢٧﴾

২৬. পক্ষান্তরে খবিছ (কদর্য) কথার উদাহরণ হল নিকৃষ্ট কোন বৃক্ষের মত, যা ভূমির উপরিভাগ থেকে উপড়ে নেয়া হয়েছে, (ভূমিতে) যার কোন স্থিতি নেই। ২৭. যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আল্লাহ্ ঐ সুসংহত বাণীর কল্যাণে দুনিয়ার জীবনেও দৃঢ়তা দান করেন, আবার আখেরাতেও। আর যালিমীনকে আল্লাহ্ ভ্রষ্টতায় নিপতিত করেন। আর আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন তাই করেন, করতে পারেন।

(রুকূ - ৫)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴿٢٨﴾ جَهَنَّمَ ۖ يَصْلَوْنَهَا ۖ وَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴿٢٩﴾ وَ
جَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ ۗ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ﴿٣٠﴾ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ ﴿٣١﴾

২৮. আপনি কি তাদের দিকে তাকাননি, আল্লাহ্র নেয়ামতকে যারা কুফুর দ্বারা বদল করেছে, আর আপন কাউমকে বরবাদির ঠিকানায় নামিয়ে এনেছে! ২৯. (অর্থাৎ) জাহান্নাম, তারা তাতে ঝলসাতে থাকবে, আর কত না মন্দ স্থিতিক্ষেত্র তা! ৩০. আর তারা আল্লাহ্র জন্য বিভিন্ন সমকক্ষ সাব্যস্ত করেছে, যাতে (এর মাধ্যমে মানুষকে) তারা আল্লাহ্র রাস্তা থেকে বিচ্যুত করতে পারে। আপনি বলুন, (কিছুদিন) ভোগ কর, শেষ পর্যন্ত তোমাদের গন্তব্য তো জাহান্নামের অভিমুখে। ৩১. আপনি আমার বান্দাদের বলুন, যারা ঈমান এনেছে, তারা যেন ছালাত কায়েম করে এবং যাকিছু রিযিক তাদের আমি দান করেছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে (আল্লাহ্র পথে) খরচ করে, এমন দিন আসার আগে যাতে না ক্রয়-বিক্রয় থাকবে, না মিত্রতা।

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ
لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ﴿٣٢﴾ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿٣٣﴾
وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿٣٤﴾

৩২. আল্লাহ্ ঐ মহান সত্তা যিনি আসমানসমস্ত ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, আর আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন, অনন্তর তা দ্বারা তোমাদের জন্য রিযিকরূপে বিভিন্ন ফল উৎপন্ন করেছেন। আর জলযানকে তোমাদের জন্য বশীভূত করেছেন, যাতে আল্লাহ্র আদেশে তা জলভাগে ভেসে চলে, আর নদী-নহরকে তোমাদের অনুগত করেছেন। ৩৩. আর সূর্য ও চাঁদকে তোমাদের সেবায় নিযুক্ত করেছেন দু'টির নিরন্তর গতিশীল অবস্থায়, আর তোমাদের জন্য নিযুক্ত করেছেন রাত ও দিন। ৩৪. আর যাকিছু তোমরা চেয়েছো তার সবকিছু থেকে তিনি তোমাদের (কল্যাণপূর্ণ পরিমাণে) দান করেছেন। আর যদি তোমরা আল্লাহ্র নেয়ামত শুমার করতে চাও তা শুমার করতে পারবে না। (তবে তিক্ত সত্য যে,) মানুষ আসলেই বড় অবিচারী, বড় না-শোকরা।

(রুকূ - ৬)

وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّاجْنُبْنِيْ وَبَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ ﴿٣٥﴾ رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا
مِّنَ النَّاسِ ۚ فَمَنْ تَبِعَنِيْ فَاِنَّهٗ مِنِّيْ ۚ وَمَنْ عَصَانِيْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٣٦﴾ رَبَّنَآ اِنِّيْٓ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ
ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ۙ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيْٓ اِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ
الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ ﴿٣٧﴾

৩৫. আর (ঐ সময়কে স্মরণ করুন) যখন ইবরাহীম বললেন, আয় মেরে রব্, এ শহরকে আপনি নিরাপদ করুন, আর আমাকে এবং আমার পুত্রদেরকে যাবতীয় মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখুন। ৩৬. আয় মেরে রব্! এই মূর্তিদল তো বহু মানুষ গোমরাহ করেছে, তো যারা আমাকে অনুসরণ করবে তারা তো আমারই অংশ, আর যারা আমাকে অমান্য করবে, (তাদের আপনি হিদায়াত করুন, কারণ) আপনি তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৩৭. (ইয়া) রাব্বানা, আমি আমার কিছু নসলকে বসত করিয়েছি নিষ্ফলা উপত্যকায় আপনার মর্যাদাপূর্ণ ঘরের নিকটে, (ইয়া) রাব্বানা, যাতে তারা ছালাত কায়েম করে। সুতরাং কিছু মানুষের অন্তর তাদের প্রতি অনুরক্ত করে দিন, আর তাদেরকে বিভিন্ন ফলের রিযিক দান করুন, যাতে তারা শোকর করে।

رَبَّنَآ اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِيْ وَمَا نُعْلِنُ ۭ وَمَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاۗءِ ﴿٣٨﴾ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ
وَهَبَ لِيْ عَلَى الْكِبَرِ اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ ۭ اِنَّ رَبِّيْ لَسَمِيْعُ الدُّعَاۗءِ ﴿٣٩﴾ رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ ۣ رَبَّنَا وَ
تَقَبَّلْ دُعَاۗءِ ﴿٤٠﴾ رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ﴿٤١﴾

৩৮. (ইয়া) রাব্বানা, আপনি তো জানেন, যাকিছু আমরা গোপন করি, আর যাকিছু প্রকাশ করি। আর (হাকীকত তো এই যে,) না যমীনের, না আসমানের কোন কিছুই আল্লাহ্‌র কাছে গোপন নেই। ৩৯. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি বার্ধক্য সত্ত্বেও[৬৩৬] আমাকে ইসমাঈল ও ইসহাক দান করেছেন। আমার রব তো অবশ্যই খুব দু'আ শোনেন। ৪০. (আয়) মেরে রব্! আমাকে আপনি ছালাত কায়েম -কারী বানিয়ে দিন এবং আমার নসল থেকেও। (ইয়া) রাব্বানা, আর আপনি (আমার) দু'আ কবুল করুন। ৪১. (ইয়া) রাব্বানা, আপনি মাফ করুন আমাকে, আমার আব্বা-আম্মাকে এবং মুমিনীনকে যেদিন হিসাব কায়েম হবে।

(রুকূ - ৭)

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ ۭ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ ﴿٤٢﴾ مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِيْ
رُءُوْسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۚ وَاَفْـِٕدَتُهُمْ هَوَاۗءٌ ﴿٤٣﴾

৪২. আর (আয় মুখাতাব!) যালিমীন যা করছে, আল্লাহ্‌কে তুমি তা থেকে গাফেল মনে কর না।

---

[৬৩৬] عَلٰى অব্যয়ের আক্ষরিকতা রক্ষা করে তরজমা হতে পারে, 'বার্ধক্যের উপর'...

আসলে তিনি তাদের মুহলত দিচ্ছেন এমন দিন পর্যন্ত যাতে চক্ষু বিস্ফারিত হবে। ৪৩. মাথা উপরে তুলে তারা দৌড়তে থাকবে, তাদের চোখের পলক তাদের দিকে ফিরে আসবে না।[৬৩৭] আর তাদের অন্তর যেন তখন উদ্ভ্রান্ত!

وَ اَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَاْتِيْهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رَبَّنَاۤ اَخِّرْنَاۤ اِلٰۤى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَ نَتَّبِعِ الرُّسُلَ ؕ
اَوَ لَمْ تَكُوْنُوْۤا اَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّنْ زَوَالٍ ۙ﴿۴۴﴾ وَّ سَكَنْتُمْ فِيْ مَسٰكِنِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْۤا اَنْفُسَهُمْ وَ تَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ
فَعَلْنَا بِهِمْ وَ ضَرَبْنَا لَكُمُ الْاَمْثَالَ ﴿۴۵﴾ وَ قَدْ مَكَرُوْا مَكْرَهُمْ وَ عِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ ؕ وَ اِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ ﴿۴۶﴾

৪৪. আর (আয় পেয়ারে নবী!) আযাব আসার দিন সম্পর্কে আপনি লোকদের সতর্ক করুন, যখন যারা যুলুম করেছে তারা বলবে, (ইয়া) রাব্বানা, সামান্য সময়ের জন্য আমাদের মুহলত দিন, তাহলে আপনার ডাকে সাড়া দেবো, আর (আপনার) রাসূলানকে অনুসরণ করব। আচ্ছা, আগে কি তোমরা কসম করে করে বলতে না যে, তোমাদের কোন বিলুপ্তি আসতে পারে না! ৪৫. আর তোমরা তো তাদের জনপদে বাস করেছ যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছে, আর তোমাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়েছিল যে, আমরা তাদের সঙ্গে কেমন করেছি, আর তোমাদের জন্য বহু মেছালও বয়ান করেছি। ৪৬. (তাহলে এখন আবার সময় চাওয়া কেন?) আর লোকেরা তো সমস্ত চাল চেলেছে, পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে তাদের চালের খণ্ডন, হোক না তাদের চাল, তাতে পাহাড় টলে যায়!

فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهٖ رُسُلَهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿۴۷﴾ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَ السَّمٰوٰتُ
وَ بَرَزُوْا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿۴۸﴾ وَ تَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِيْنَ فِي الْاَصْفَادِ ﴿۴۹﴾ سَرَابِيْلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ وَّ تَغْشٰى
وُجُوْهَهُمُ النَّارُ ﴿۵۰﴾ لِيَجْزِيَ اللّٰهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿۵۱﴾ هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ وَ لِيُنْذَرُوْا
بِهٖ وَ لِيَعْلَمُوْۤا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّ لِيَذَّكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿۵۲﴾

৪৭. তো আল্লাহ্ সম্পর্কে কিছুতেই ভেব না যে, তাঁর রাসূলানের সঙ্গে তিনি যে ওয়াদা করেছেন তা কখনো ভঙ্গ করবেন। আল্লাহ্ তো মহাপরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকারী। ৪৮. (স্মরণ করুন) যেদিন এ ভূমি অন্য ভূমি দ্বারা বদলে দেয়া হবে এবং আসমানও (অন্য আসমান দ্বারা বদলে দেয়া হবে)। আর সবাই আল্লাহ্‌র সামনে দাঁড়াবে, যিনি এক, মহাপরাক্রমশালী। ৪৯. আর সেদিন আপনি অপরাধীদের দেখবেন শেকলে শক্ত করে বাঁধা। ৫০. তাদের কামীছ হবে তারকুলের, আর তাদের চেহারা আগুনে আচ্ছন্ন থাকবে। ৫১. (এটা হবে) যাতে আল্লাহ্ প্রতিটি মানুষকে তার কৃতকর্মের প্রতিদান দিতে পারেন। আল্লাহ্ তো হিসাবে বড় ক্ষিপ্র। ৫২. এটি সমস্ত মানুষের জন্য এক পায়গাম। আর (এ পায়গাম শোনানো হচ্ছে) যেন তা দ্বারা তাদের সতর্ক করা হয়, আর যেন তারা জানতে পারে যে, তিনি এক ইলাহ, আর যেন বুদ্ধির অধিকারীরা উপদেশ গ্রহণ করে।

---

[৬৩৭] ভিন্ন তরজমা- ভীতিবিহ্বল অবস্থায় আসমানের দিকে তাকিয়ে তারা ছোটাছুটি করবে, নিজেদের প্রতি তাদের দৃষ্টি ফিরবে না।

سُورَةُ الحِجْر ١٥ : مكّيّة: آياتها ٩٩ وركوعاتها ٦

১৫-সূরা হিজর, মাক্কী: আয়াত, ৯৯, রুকূ ৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓرٰ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ وَقُرْاٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝ رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ۝ ذَرْهُمْ يَاْكُلُوْا وَيَتَمَتَّعُوْا وَيُلْهِهِمُ
الْاَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۝ وَمَآ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُوْمٌ ۝ مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَاْخِرُوْنَ ۝

(শুরু করছি) রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে

১. আলিফ, লাম, রা। এগুলো/ঐগুলো (পূর্ণাঙ্গ) কিতাবের এবং আলোকিত কোরআনের আয়াত। ২. (একটা সময় আসবে যখন) যারা কুফুর করেছে তারা বারবার আকাঙ্ক্ষা করবে, কত না ভালো হতো যদি তারা মুসলিম হতো। ৩. (আয় পেয়ারে নবী!) ছাড়ুন তাদেরকে (তাদের অবস্থার উপর), খেয়ে দেয়ে, ফুর্তি করে তারা সময় পার করুক, আর অলীক আশা তাদের গাফলতে ডুবিয়ে রাখুক, কারণ অতিসত্বর তারা জানতে পারবে, (দুনিয়ার হাকীকত কী ছিল, আর আখেরাতের হাকীকত কী!) [৬৩৮] ৪. যে কোন জনপদই আমি ধ্বংস করেছি, তার জন্য নির্ধারিত সময় (ও পরিস্থিতি) লেখা ছিল। [৬৩৯] ৫. (পরিণতি লাভের ক্ষেত্রে) যে কোন সম্প্রদায় তার জন্য নির্ধারিত সময়ের না আগে যেতে পারে, না পরে যেতে পারে![৬৪০]

وَقَالُوْا يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْ نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُوْنٌ ۝ لَوْ مَا تَاْتِيْنَا بِالْمَلٰٓئِكَةِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝ مَا
نُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوْٓا اِذًا مُّنْظَرِيْنَ ۝ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ۝

৬. তারা (মক্কার লোকেরা কত না উপহাস করে) বলে, ওহে যার উপর এ 'নছীহত' নাযিল করা হয়েছে, তুমি তো আস্ত পাগল।[৬৪১] ৭. আসলেই যদি তুমি সত্যবাদী হও তাহলে (তোমার দাবীর সমর্থনে) আমাদের কাছে 'ফিরেশতাদল' কেন নিয়ে আসো না! ৮. (কারণ, যেভাবে তারা চাচ্ছে সেভাবে)

---

[৬৩৮] তাদেরকে (তাদের হালে) ছেড়ে দিন; (কিছুদিন) তারা খেয়ে নিক, ফুর্তি করে নিক, আর অলীক আশা তাদের ঘোরের মধ্যে রাখুক। অচিরেই তারা (আসল সত্য) জানতে পারবে। (আয়াতের বার্তা এই যে, উদরপূর্তি, মৌজফুর্তি ও উচ্চাভিলাষ দুনিয়ার যিন্দেগীর মাকছাদ নয়। মুমিন দুনিয়ার জীবনে সবকিছু ভোগ করবে, তবে আখেরাত ভুলে গিয়ে নয়, বরং আখেরাত সামনে রেখে।)

[৬৩৯] নির্ধারিত সময় আসার পর এবং পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার পরই কোন জনপদের উপর আযাব এসেছে, সময়ের আগে এবং পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে হুট করে আযাব নাযিল করা হয়নি।

[৬৪০] আল্লাহ্‌র শাশ্বত বিধান এই যে, কোন জাতি ও সম্প্রদায় এবং বসতি ও জনপদের ধ্বংসের জন্য এবং ছোটবড় যে কোন বিষয়ের জন্য তিনি যে সময় নির্ধারণ করে রেখেছেন সেটা ঠিক ঐ সময়ই ঘটে, না একমুহূর্ত আগে, না একমুহূর্ত পরে। তো এই জনপদের লোকেরা যত অনাচারই করুক এবং আযাবের বিষয়ে যতই তাড়াহুড়া দেখাক, সেটা আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সময়েই ঘটবে, সুতরাং না মুমিনীন হতাশ হতে পারে, না কাফিরীন উল্লসিত।

[৬৪১] ভিন্ন তরজমা, এই যে, যার উপর 'নছীহতি কিতাব' নামানো হয়েছে, তুমি তো দেখি বদ্ধ উন্মাদ! (নবীর ওয়ারিছ যারা, যুগে যুগে সময় ও সমাজের কাছ থেকে এমন লকব যদি তারা পায়, সেটা তো তাদের জন্য গর্ব ও গৌরবের বিষয়! কারণ নবীর সঙ্গে নায়িবীনে নবীর জীবনের সামান্য হলেও সাদৃশ্য অর্জিত হয়!)

ফিরেশতাদের আমি শুধু (আযাবের) ফায়ছালাসহই নাযিল করে থাকি, আর (যদি এমন হতো) তখন কিন্তু তাদের অবকাশ দেয়া হত না।[৬৪২] ৯. (আমার ঘোষণা তোমরা সবাই শোন,) এ উপদেশগ্রন্থ (কোরআন) নিঃসন্দেহে আমিই নাযিল করেছি এবং নিঃসন্দেহে আমিই তার হিফাযতকারী।[৬৪৩]

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٠﴾ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿١١﴾ كَذَٰلِكَ نَسْلُكُهُ
فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٢﴾ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ
يَعْرُجُونَ ﴿١٤﴾ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ ﴿١٥﴾

১০. আর (আয় পেয়ারে নবী!) সুনিশ্চিত, আপনার আগে (বিভিন্ন যুগে ও জনপদে) আগের লোকদের নানা সম্প্রদায়ে রাসূল পাঠিয়েছি। ১১. আর (যখন যেখানে) তাদের কাছে যে রাসূলই এসেছেন তাঁকে নিয়ে তারা বিদ্রূপ করত। ১২. (তো যেভাবে পূর্ববর্তীদের মধ্যে বিদ্রূপপ্রবণতা ছিল) সেভাবেই (মক্কার) অপরাধীদের অন্তরে এ মনোভাব আমি অনুপ্রবিষ্ট করি।[৬৪৪] ১৩. (যার কারণে) কোরআনের উপর তারা ঈমান আনতে পারে না। এ প্রবণতা পূর্ববর্তীদের থেকেই চলে আসছে। (সুতরাং আপনার ব্যথিত হওয়ার কারণ নেই।) ১৪. আর (ধরে নিন, ফিরেশতা নামানোর স্থলে) যদি তাদের জন্য আমি আসমানের দরজা খুলে দেই, আর তারা দিনের আলোতে তাতে চড়তে থাকে– ১৫. তখনো তারা অবশ্যই বলতো, আর কিছু না, আমাদের দৃষ্টি সম্মোহিত করা হয়েছে, বরং আমরা তো জাদুর শিকার।[৬৪৫]

(রুকূ - ২)

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ﴿١٦﴾ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ﴿١٧﴾ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ
فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ ﴿١٨﴾ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ ﴿١٩﴾ وَجَعَلْنَا
لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ﴿٢٠﴾ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴿٢١﴾

১৬. আর সুনিশ্চিত, আসমানে আমি বহু 'বুরুজ' তৈরী করেছি।[৬৪৬] আর দর্শকদের জন্য তা করেছি

---

[৬৪২] কুদরতের বিধানই এমন যে, ফরমায়েশি মু'জিযা আসার পরও যদি ঈমান না আনে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে বরবাদির আযাব এসে যায়। তো তাদের চাহিদামত ফিরেশতা নাযিল না করা, আসলে তাদেরই প্রতি আসমানের দয়া, কারণ সুনিশ্চিত যে, তখনো স্বভাবের বক্রতা ও অপরাধপ্রবণতার কারণে তারা ঈমান আনত না। ফলে তারা অনিবার্য বরবাদির শিকার হত।

[৬৪৩] অন্যান্য আসমানি কিতাবে সাময়িকতা ছিল, তাই সুরক্ষার প্রয়োজন ছিল না, কোরআন যেহেতু সার্বজনীন ও সর্বকালীন, তাই আসমানি সুরক্ষার প্রয়োজন ছিল। এই আসমানি সুরক্ষার কারণেই কোরআন এখনো সুরক্ষিত, কেয়ামত পর্যন্ত সুরক্ষিত থাকবে ইনশাআল্লাহ্।

[৬৪৪] এখানে পরিষ্কার ইঙ্গিত রয়েছে যে, লোকদের অন্তরে কিতাব ও ছাহিবে কিতাবের প্রতি বিদ্রূপপ্রবণতার যে অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়েছে, তাদের অপরাধপ্রবণতাই হল এর কারণ।

[৬৪৫] বিকল্প তরজমা– 'আসলে তো আমাদের নযরে নেশা ধরিয়ে দেয়া হয়েছে, বরং আমরা তো জাদুগ্রস্ত সম্প্রদায়।' (তো তাদের এসমস্ত ফরমায়েশ সত্য অনুধাবনের জন্য নয়, সত্যের প্রতি নিছক অবজ্ঞা প্রকাশের জন্য। সুতরাং এ নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই।)

[৬৪৬] বুরুজ দ্বারা কী উদ্দেশ্য, নির্ধারণ করা বেশ জটিল। কারো কারো মতে গ্রহ ও নক্ষত্র উদ্দেশ্য, কারো কারো মতে গ্রহ-নক্ষত্রের গতিপথ বা বিচরণপথ। আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

সুসজ্জিত। ১৭. আর প্রত্যেক বিতাড়িত শয়তান থেকে আমি তা সুরক্ষিত করেছি। ১৮. তবে যে (শয়তান আসমানের উর্ধ্বজাগতিক কথাবার্তা) চুরি করে শুনতে চেষ্টা করে, তখন তার পিছনে এক উজ্জ্বল অগ্নিগোলা ছুটে যায়। ১৯. আর ভূমি, তা আমি বিস্তৃত করেছি এবং (স্থির ও স্থিত রাখার জন্য) তাতে বড় বড়/ভারী ভারী পাহাড় স্থাপন করেছি।[৬৪৭] আর তাতে প্রতিটি বস্তু সুসঙ্গতরূপে উদ্গত করেছি।[৬৪৮] ২০. আর (আয় হাযরাতে ইনসান!) তাতে তোমাদের জন্য জীবিকার বিভিন্ন উপকরণ রেখে দিয়েছি। (তোমাদের জন্য) এবং ঐ মাখলূকাতের জন্যও যাদের, নিশ্চয় তোমরা রিযিক দাও না। ২১. আর (মানবের প্রয়োজন আছে এমন) যে কোন জিনিস, আমার কাছে তার খাযানা (অফুরন্ত ভান্ডার)। তবে তা আমি একটি নির্ধারিত পরিমাণেই নাযিল করি।[৬৪৯]

وَ اَرْسَلْنَا الرِّيٰحَ لَوَاقِحَ فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَسْقَيْنٰكُمُوْهُ ۚ وَ مَاۤ اَنْتُمْ لَهٗ بِخٰزِنِيْنَ ﴿۲۲﴾ وَ اِنَّا لَنَحْنُ نُحْيٖ وَ نُمِيْتُ وَ نَحْنُ
الْوٰرِثُوْنَ ﴿۲۳﴾ وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاْخِرِيْنَ ﴿۲۴﴾ وَ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ ؕ اِنَّهٗ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿۲۵﴾

২২. আর আমিই বায়ুপুঞ্জ প্রেরণ করি, যা (মেঘপুঞ্জে) জল সঞ্চিত করে, অনন্তর আমিই আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি, অনন্তর আমিই তা দ্বারা তোমাদের তৃপ্ত করি। আর তোমরা তা মজুদ করে রাখতে পারো না।[৬৫০] ২৩. আর আমিই জীবন দান করি, আর আমিই মৃত্যু দান করি। আর (বিনাশ ও মৃত্যুর পর) আমিই সবকিছুর চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী। ২৪. আর তোমাদের মধ্য হতে যারা অগ্রবর্তী, সুনিশ্চিত, আমি তাদের জানি, আর যারা পরবর্তী, সুনিশ্চিত, আমি তাদেরও জানি। ২৫. আর নিঃসন্দেহে তোমার রব্ই তাদেরকে (সমগ্র মানব জাতিকে হাশরের ময়দানে) জড়ো করবেন। অবশ্যই তিনি মহাপ্রজ্ঞাবান, সর্ববিষয়ে পূর্ণ জ্ঞাত।

(রুকূ – ৩)

وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ﴿۲۶﴾ وَ الْجَآنَّ خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُوْمِ ﴿۲۷﴾ وَ اِذْ قَالَ
رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ﴿۲۸﴾ فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَ نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ
سٰجِدِيْنَ ﴿۲۹﴾ فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ ﴿۳۰﴾ اِلَّاۤ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰۤى اَنْ يَّكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ ﴿۳۱﴾

২৬. আর সুনিশ্চিত, (প্রথম) মানবকে আমি সৃষ্টি করেছি পচাকাদা থেকে, শুকনো ঠনঠনে মৃত্তিকা থেকে। ২৭. আর (প্রথম) জ্বিনকে এর আগে অত্যুষ্ণ বায়ুর আগুন থেকে সৃষ্টি করেছি।[৬৫১] ২৮.

---

[৬৪৭] এখন তো ভূমিকম্প মাঝে মধ্যে এবং বিভিন্ন মাত্রায় হয়ে থাকে। এগুলো না হলে ভূমির দোলন ও কম্পন স্থায়ীভাবে হতো এবং হতো প্রচণ্ড।

[৬৪৮] প্রতিটি বস্তু দ্বারা উদ্ভিদজাতীয় বস্তু উদ্দেশ্য ইন্বাত শব্দটি তা নির্দেশ করছে। তবে বস্তু শব্দটি দ্বারা বৃহৎ অর্থে খনিজদ্রব্যসহ যাবতীয় দ্রব্য উদ্দেশ্য হতে পারে, তখন 'ইনবাত' শব্দটি বৃহৎ পরিসরে রূপক অর্থে প্রযুক্ত হবে।

[৬৪৯] অন্যথায় জগতের নেযাম ও শৃঙ্খলাই তছনছ হয়ে যাবে।

[৬৫০] বিকল্প তরজমা, আর তোমাদের সাধ্যে নেই যে, তোমরা তা মজুদ করে রাখবে। (শূন্যে মেঘপুঞ্জে এবং ভূমিতে ও ভূগর্ভে পানির সঞ্চয়ে তোমাদের কোন ভূমিকা নেই। এটা সম্পূর্ণরূপেই আমার নিয়ন্ত্রণে।)

[৬৫১] আদম যেমন প্রথম মানব, তেমনি 'জান্' হল প্রথম জ্বিন। সুতরাং জান অর্থ জ্বিনজাতি নয়।

আর (আয় পেয়ারে নবী! ঐ সময়কে স্মরণ করুন) যখন আপনার রব্ ফিরেশতাসমাজকে বললেন, আমি 'মানব' সৃষ্টি করতে যাচ্ছি পচাকাদা থেকে, শুকনো ঠনঠনে মৃত্তিকা হতে। ২৯. তো যখন আমি তা(র আগাগোড়া দেহকাঠামো) পূর্ণরূপে তৈরী করে সারবো, আর তাতে আমার রূহ ফুঁকে দেবো তখন তোমরা তার (প্রতি সম্মানপ্রদর্শনের) জন্য সিজদায় পড়ে যেয়ো। ৩০. তখন ফিরেশতারা সকলে, সকলেই (আদমকে) সিজদা করল। ৩১. ইবলীস ছাড়া। সে সাজিদীনের দলভুক্ত হতে অস্বীকার করল।[৬৫২]

قَالَ يٰٓاِبْلِيْسُ مَا لَكَ اَلَّا تَكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ ۝ قَالَ لَمْ اَكُنْ لِّاَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهٗ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ۝ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ ۝ وَّاِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِيْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ۝ قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ۝ اِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ ۝

৩২. (আল্লাহ) বললেন, আয় ইবলীস, তোমার হল কী যে, তুমি সাজিদীনের সঙ্গে থাকলে না! ৩৩. সে বলল, এমন মানবকে সিজদা করতে আমি প্রস্তুত নই যাকে আপনি পচাকাদা থেকে, শুকনো খনখনে মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করেছেন। ৩৪. তিনি বললেন, তাহলে তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও, কারণ (এরূপ ঔদ্ধত্যের কারণে) তুমি বিতাড়নযোগ্য হয়ে পড়েছো। ৩৫. আর বিচারের দিন পর্যন্ত তোমার উপর (আমার) অভিসম্পাত। ৩৬. সে বলল, (আয়) মেরে রব্, (মানবের জন্যই তো আমার এ দুর্গতি) তাহলে আমাকে তাদের পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত (পূর্ণ শক্তিসহ জীবিত থাকার) অবকাশ দিন। ৩৭. তিনি বললেন, আচ্ছা, তুমি অবকাশপ্রাপ্ত হলে– ৩৮. তবে (আমার) জানা মেয়াদের দিন পর্যন্ত।[৬৫৩]

قَالَ رَبِّ بِمَآ اَغْوَيْتَنِيْ لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ وَلَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ ۝ قَالَ هٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيْمٌ ۝ اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ اِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ۝ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝ لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ ۭ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُوْمٌ ۝

৩৯. সে বলল, (আয়) মেরে রব্, যেহেতু (আদমের কারণে) আপনি আমাকে (জান্নাত থেকে) বিচ্যুত করেছেন সেহেতু (আমার কসম), পৃথিবীতে মানবের জন্য (জীবনকে) সত্যি সত্যি আমি মোহনীয় করে তোলবো, আর তাদের সবাইকে (আপনার সন্তুষ্টির পথ থেকে) ভ্রষ্ট করে ছাড়বো– ৪০. তবে তাদের মধ্য হতে আপনার মুখলিছ বান্দাদের নয়। (দুর্ভাগ্যক্রমে তারা হয়ত আমার নাগালের বাইরে থেকে যাবে।) ৪১. তিনি বললেন, (ঠিকই বলেছো) এটাই হল আমার অভিমুখী ছিরাতে মুসতাকীম (ও সরল পথ)[৬৫৪] ৪২. আমার (সেই) বান্দারা, তাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা থাকবে না, তবে ঐ গোমরাহ লোকদের ছাড়া, যারা তোমাকে অনুসরণ করবে। ৪৩. তো অবশ্যই

---

[৬৫২] সাজিদ (সিজদাকারী) বহুবচনে সাজিদীন, সিজদাকারীগণ। বিবেচনা করুন, উচ্চারণে কোনটি শ্রুতিসঙ্গত!

[৬৫৩] হাশরের দিন পর্যন্ত নয়, প্রথম শিঙার ফুঁকের দিন পর্যন্ত সময় দেয়া হয়েছে, তখন সমস্ত মানবের সঙ্গে তারও মৃত্যু হবে।

[৬৫৪] এটাই হল সেই সরল পথ, যা (বান্দাকে) আমার কাছে পৌঁছাবে। 'এটা' দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে 'ইখলাছ'-এর দিকে, অর্থাৎ ঈমান ও আমল দ্বারা খালেছ বান্দা হওয়া।

জাহান্নাম হবে তাদের সবার প্রতিশ্রুত স্থান। ৪৪. তার রয়েছে সাতটি দরজা। প্রত্যেক দরজার জন্য রয়েছে জাহান্নামীদের মধ্য হতে একটি বণ্টিত অংশ।[৬৫৫]

(রুকূ - ৪)

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٤٥﴾ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ ﴿٤٦﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿٤٧﴾
لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿٤٨﴾ نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٤٩﴾ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿٥٠﴾

৪৫. (পক্ষান্তরে) মুত্তাকীন তো অবস্থান করবে, বাগবাগিচা ও বিভিন্ন ঝরণার মাঝে। ৪৬. (স্বাগত জানিয়ে তাদের বলা হবে), তোমরা তাতে প্রবেশ কর শান্তির সঙ্গে নিরাপদে। ৪৭. তাদের বুকে যাকিছু 'রান্‌জিশ' (ও বিদ্বেষভাব) রয়েছে তা আমি দূর/অপসারণ করব। তারা ভাই ভাই হয়ে উচ্চ আসনে মুখোমুখি আসীন হবে।[৬৫৬] ৪৮. সেখানে কোন শ্রান্তি তাদের স্পর্শ করবে না, আর সেখান থেকে তারা বহিষ্কৃতও হবে না। ৪৯. (আয় পেয়ারে নবী!) আমার বান্দাদের অবহিত করুন যে, আমিই হলাম পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু– ৫০. আর আমার আযাবই হল যন্ত্রণাদায়ক আযাব।[৬৫৭]

وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ﴿٥١﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا ۖ قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴿٥٢﴾ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ
بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴿٥٣﴾

৫১. আর তাদের আপনি অবহিত করুন ইবরাহীমের মেহমানদল[৬৫৮] সম্পর্কে– ৫২. যখন তাঁরা তাঁর কাছে পৌঁছলেন, আর বললেন, সালাম (করছি)। তিনি বললেন, আমরা তো আপনাদের থেকে তটস্থ![৬৫৯] ৫৩. তাঁরা বললেন, (না), তটস্থ হবেন না, আমরা তো আপনাকে উচ্চস্তরের জ্ঞানবান এক ছেলের/পুত্রের/বালকের (জন্মের) সুসংবাদ দিচ্ছি।

قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ﴿٥٤﴾ قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ ﴿٥٥﴾ قَالَ وَمَن
يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ﴿٥٦﴾

৫৪. তিনি (বিস্ময়ের সঙ্গে) বললেন, আপনারা কি আমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন বার্ধক্য আমাকে ছুঁয়ে যাওয়া সত্ত্বেও! তো কিসের ভিত্তিতে সুসংবাদ দিচ্ছেন! ৫৫. তারা বললেন, আমরা আপনাকে

---

[৬৫৫] জাহান্নামের প্রত্যেক দরজার জন্য জাহান্নামীদের একটা নির্ধারিত অংশকে বণ্টন করে রাখা হয়েছে। তারা ঐ দরজা দিয়ে ঢোকবে।

[৬৫৬] আহলে দুনিয়ার দিলে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ও রাঞ্জিশ থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু আহলে জান্নাতের দিলে কারো প্রতি কারো কোন বিদ্বেষ ও রাঞ্জিশ থাকবে না।

[৬৫৭] সুতরাং অন্তরে যেন রহমতের আশা থাকে, আবার আযাবের ভয় থাকে। তবে সান্ত্বনার বিষয় হল, রহমতের কথা আগে বলা হয়েছে। যেমন হাদীছে কুদসীতে এসেছে। আমার রহমত আমার গযব থেকে অগ্রগামী হয়েছে।

[৬৫৮] এঁরা হলেন সেই ফিরিশতাদল যাদের পাঠানো হয়েছিল কাউমে লূতের আযাবের জন্য। পথে হযরত ইবরাহীম আ.র সমীপে যাত্রাবিরতি হয়েছিল।

[৬৫৯] এখানে ঘটনা সংক্ষিপ্ত; অন্যত্র বিস্তারিত, যাতে তটস্থতার কারণ বলা হয়েছে।

সত্যের সঙ্গে সুসংবাদ দিচ্ছি। সুতরাং (আশা করি) আপনি নিরাশদের মধ্যে শামিল হবেন না। ৫৬. তিনি বললেন, আপন রবের রহমত থেকে কে নিরাশ হয় ভ্রষ্টরা ছাড়া।

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٧﴾ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ﴿٥٨﴾ إِلَّا آلَ لُوطٍ ۖ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٩﴾
إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا ۙ إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٦٠﴾

৫৭. (অবশেষে) তিনি বললেন, (আল্লাহ্‌র প্রেরিত) হে ফিরেশতাদল! (সামনে) আপনাদের কী বিষয়/পরিকল্পনা? ৫৮. তারা বললেন, এক অপরাধী সম্প্রদায়ের কাছে আমাদের পাঠানো হয়েছে (তাদের উপর আযাব কার্যকর করার জন্য। তারা হল কাউমে লূত) ৫৯. তবে লূতের পরিবার ছাড়া। অতি অবশ্যই আমরা তাদের সবাইকে উদ্ধার করব- ৬০. তবে তাঁর স্ত্রীকে ছাড়া। আমি নির্ধারণ করে রেখেছি যে, (আযাবগ্রস্ত হবে বলে) সে পিছনে থেকে যাবে।[৬৬০]

(রুকূ - ৫)

فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ﴿٦١﴾ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴿٦٢﴾ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٦٣﴾ وَأَتَيْنَاكَ
بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٦٤﴾ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا
حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿٦٥﴾ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَٰلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ ﴿٦٦﴾

৬১. তো প্রেরিত ফিরেশতাগণ যখন লূতের পরিবারের কাছে এলেন- ৬২. তখন লূত বললেন, তোমরা তো (মানবসমাজের) কোন অপরিচিত/আজনবী দল![৬৬১] ৬৩. তারা বললেন, বরং আমরা আপনার কাছে এসেছি আযাব নিয়ে, যে বিষয়ে তারা সংশয় প্রকাশ করত। ৬৪. আর আমরা আপনার কাছে এসেছি সত্যখবর/অটল ফায়ছালা নিয়ে, আর অতি অবশ্যই আমরা সত্যবাদী। ৬৫. তো আপনি রাতের কোন অংশে (শেষ অংশে) আপনার পরিবার নিয়ে নৈশযাত্রায় বেরিয়ে পড়ুন। আর আপনি তাদের পিছনের অংশ অনুসরণ করুন।[৬৬২] আর আপনাদের মধ্য হতে কেউ যেন পিছনে ফিরে না তাকায়, বরং আপনারা (পুরো কাফেলা) ঐ গন্তব্যের উদ্দেশ্যে চলতে থাকুন, যার আদেশ আপনাদের করা হয়েছে। ৬৬. আর আমি লূতের কাছে (আমার) এ ফায়ছালা পৌঁছে দিয়েছিলাম যে, ভোর যাপন করা অবস্থায়/ভোর হওয়া মাত্র এদের গোড়া কেটে দেয়া হবে।

وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٦٧﴾ قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ﴿٦٨﴾ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ ﴿٦٩﴾ قَالُوا أَوَلَمْ
نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٧٠﴾ قَالَ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴿٧١﴾

---

[৬৬০] বিকল্প তরজমা-আমি স্থির করেছি, (অপরাধের কারণে শাস্তির লক্ষ্যবস্তুরূপে) যারা পিছনে থেকে যাবে, সেও তাদের মধ্যে শামিল হবে। (কারণ নবীর ঘরে থেকেও তার অবস্থান ছিল অপরাধীদের সঙ্গে।)

[৬৬১] গোত্রের বাইরে থেকে আসা আজনবীদের সঙ্গে গোত্রের লোকদের আচরণের কথা তিনি জানতেন। তাই মেহমানদের নিরাপত্তার বিষয়ে উদ্বিগ্ন হয়েই তিনি একথা বলেছিলেন। ফিরেশতারাও বুঝতে পেরে এমন উত্তর দিলেন, যাতে তাঁর উৎকণ্ঠা দূর হয়।

[৬৬২] আর আপনি তাদের পিছনে পিছনে চলুন। (অর্থাৎ কাফেলার পিছনের অংশে থাকুন, কারণ আযাব তো চলবে কাফেলার পিছনে বস্তিতে। তো পিছন দিকটা যেন সুরক্ষিত থাকে, অরক্ষিত না হয়ে পড়ে।

৬৭. আর শহরের লোকেরা উল্লাসের সঙ্গে (লূতের কাছে ছুটে) এলো। ৬৮. তিনি (তাদের) বললেন, দেখো, এঁরা আমার মেহমান! তো (এঁদের সামনে) [৬৬৩] আমাকে শরমিন্দা কর না। ৬৯. আর তোমরা আল্লাহ্‌কে সমীহ কর, আর (আমাকে) অপদস্থ কর না। ৭০. তারা বলল, আমরা কি আপনাকে নিষেধ করিনি, দুনিয়াশুদ্ধ লোকদের (মেহমান বানানো) থেকে! ৭১. (শেষ চেষ্টা হিসাবে মরিয়া হয়ে) লূত বললেন, যদি তোমরা (আমার কথামত কাজ) কর তাহলে এই যে এরা আমার মেয়েরা (তোমাদের ঘরে, তোমাদের বিবাহবন্ধনে রয়েছে, এদের কাছে যেতে পারো।)

لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٢﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿٧٣﴾ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ
حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ﴿٧٤﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ﴿٧٥﴾ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ ﴿٧٦﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾
وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿٧٨﴾ فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ ۖ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿٧٩﴾

৭২. (আয় পেয়ারে নবী!) আপনার যিন্দেগির কসম! আসলে নিজেদের বদমস্তিতে তারা উদ্ভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। ৭৩. ফল এই হল যে, সূর্যের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিকট আওয়ায তাদের পাকড়াও করল। ৭৪. তো বস্তির উপরের অংশকে আমি নীচের অংশ বানিয়ে ফেললাম।[৬৬৪] আর তাদের উপর আমি পোড়া মাটির পাথর বর্ষণ করলাম। ৭৫. সত্য এই যে, এসব ঘটনায় বড় বড় নিদর্শন রয়েছে চিন্তামুখী দর্শকদের জন্য। ৭৬. ঐ জনপদ কিন্তু এক চলাচলপূর্ণ পথের পাশেই রয়েছে। ৭৭. সত্যি সত্যি তাতে মুমিনদের জন্য বড় নিদর্শন রয়েছে। ৭৮. আর আইকাবাসীরাও বড় যালিম ছিল।[৬৬৫] ৭৯. তাই আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিয়েছি। আর বস্তিদু'টি কিন্তু সুপরিচিত প্রধান সড়কের নিকটেই অবস্থিত।[৬৬৬]

(রুকূ -৬)

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ ﴿٨٠﴾ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٨١﴾ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ
بُيُوتًا آمِنِينَ ﴿٨٢﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿٨٣﴾ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٤﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ ۖ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ﴿٨٥﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨٦﴾

৮০. আর সুনিশ্চিত, হিজ্‌রের বাসিন্দারা প্রেরিত রাসূলানকে ঝুটলিয়েছিল।[৬৬৭] ৮১. আর তাদের,

---

[৬৬৩] মেহমানদের সঙ্গে কোন অসঙ্গত আচরণ থেকে কাউমকে বিরত রাখার, এটা ছিল নবীর এক অক্ষম আকুতি!

[৬৬৪] ভিন্ন তরজমা- বস্তিকে আমি ওলটপালট/ উপর-নীচ করে ফেললাম।

[৬৬৫] الأيكة। ঘন ঝোপঝাড়ে পূর্ণ ভূমি বা নিবিড় বনভূমি। এখানে যে সম্প্রদায় বাস করত, অতিরিক্ত দায়িত্বরূপে তাদের কাছেও হযরত শু'আইব আ.কে পাঠানো হয়েছিল। তাঁর মূল দায়িত্ব ছিল আহলে মাদয়ানে।

[৬৬৬] জর্দানের মৃতসাগরের সন্নিকটে ছিল হযরত লূতের বস্তি, বরং মৃত সাগরই ছিল তাদের বাসভূমি, যা আযাবের কারণে বর্তমান রূপ ধারণ করেছে। আয়কা ছিল মাদয়ানের নিকটবর্তী বনভূমি, তখনকার ভূগোলে তা জর্দানেরই অংশ ছিল। তিজারতের জন্য মক্কা থেকে শামের পথেই ছিল বস্তিদু'টি।

[৬৬৭] 'ইয়াছরিব' ও শামের মাঝখানে অবস্থিত ছামূদের বাসভূমি। মক্কার তিজারতি কাফেলা এ পথেই শামে যাতায়াত করত। তারা ঝুটলিয়েছিল হযরত ছালিহ আ.কে, তবে একজনকে ঝুটলানো সবাইকে ঝুটলানোরই নামান্তর।

আমি দিয়েছিলাম আমার নিশান ও প্রমাণ, (যাতে তারা সত্য চিনতে ও বুঝতে পারে,) কিন্তু তারা তা থেকে সরে গিয়েছিল।[৬৬৮] ৮২. (তাদের শক্তিমত্তা এমন ছিল যে,) পাহাড় কেটে কেটে নিশ্চিন্তে তারা ঘর বানাতো। ৮৩. কিন্তু ভোর হওয়ামাত্র বিকট আওয়ায তাদের পাকড়াও করেছিল। ৮৪. ফলে (কর্মনৈপুণ্য দ্বারা) তারা যাকিছু অর্জন করত তা তাদের কোন কাজে আসেনি।

৮৫. আর আমি আসমানসমন্ত ও যমীন এবং মধ্যবর্তী সবকিছু সঠিক উদ্দেশ্যেই শুধু সৃষ্টি করেছি।[৬৬৯] আর কিয়ামত অবশ্যই আসছে, সুতরাং (আয় পেয়ারে নবী! কাফিরদের দুরাচারের মুখে) আপনি ক্ষমাসুন্দর আচরণ করুন। ৮৬. নিঃসন্দেহে আপনার রবই একক ও অনন্য স্রষ্টা, সর্ববিষয়ে পূর্ণ জ্ঞাত।

وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ ﴿٨٧﴾ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖۤ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨٨﴾ وَقُلْ اِنِّيْۤ اَنَا النَّذِيْرُ الْمُبِيْنُ ﴿٨٩﴾ كَمَاۤ اَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِيْنَ ﴿٩٠﴾ الَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرْاٰنَ عِضِيْنَ ﴿٩١﴾ فَوَرَبِّكَ لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٩٢﴾ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٣﴾ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٩٤﴾

৮৭. আর সুনিশ্চিত, আমি আপনাকে দান করেছি সাতটি আয়াত, যা বহুলপঠিত, আর (দান করেছি) মহান কোরআন। ৮৮. (আয় পেয়ারে নবী!) ঐসব জিনিসের দিকে আপনি চোখ তুলেও তাকাবেন না যা দ্বারা আমি ভোগমগ্ন করেছি কাফিরীনের বিভিন্ন শ্রেণীকে। আর আপনি (প্রাচুর্যের অবস্থায়ও) তাদের (কুফুরের) উপর বিষণ্ন হবেন না, বরং আপনি মুমিনীনের জন্য আপনার (মমতার) ডানা ছড়িয়ে দিন। ৮৯. আর (কাফিরীনের উদ্দেশ্যে শুধু) বলে দিন, আমি তো শুধু সুস্পষ্ট (ভাষায়) সতর্ককারী। ৯০. (আমি তাদের উপর সেভাবেই আযাব নাযিল করব) যেভাবে নাযিল করেছি ভাগভাগকারীদের উপর– ৯১. যারা (তাদের) পঠিত কিতাবকে 'ভক্ত-বিভক্ত' করে রেখেছিল।[৬৭০] ৯২. তো আপনার রবের কসম, তাদের সবাইকে সত্যি সত্যি আমি জিজ্ঞাসা করব– ৯৩. যাকিছু তারা করত সে সম্পর্কে।

৯৪. সুতরাং আপনাকে যাকিছু আদেশ করা হচ্ছে, আপনি তা প্রকাশ্যে প্রচার করুন। আর (তবু যদি না মানে, কবূল না করে) তাহলে মুশরিকীনকে আপনি উপেক্ষা করুন।

اِنَّا كَفَيْنٰكَ الْمُسْتَهْزِءِيْنَ ﴿٩٥﴾ الَّذِيْنَ يَجْعَلُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿٩٦﴾ وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ ﴿٩٧﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ﴿٩٨﴾ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ ﴿٩٩﴾

---

[৬৬৮] ভিন্ন তরজমা– কিন্তু তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল/তারা তা এড়িয়ে গিয়েছিল/তারা তা উপেক্ষা...।

[৬৬৯] আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে এবং যাকিছু উভয়ের মাঝে রয়েছে তা আমি সত্য-উদ্দেশ্য ছাড়া সৃষ্টি করিনি। (আর একটি উদ্দেশ্য হল, আপন কুদরতের প্রকাশ; আরেকটি উদ্দেশ্য হল, সৃষ্টিকে মানবজাতির সেবায় নিয়োজিত করা এবং মানবজাতিকে স্রষ্টার ইবাদতে নিযুক্ত করা। তারপর পুরস্কার ও শাস্তির ব্যবস্থা করা। আল্লাহু আ'লাম।

[৬৭০] ইহুদী-নাছারা, যারা আসমানী কিতাবকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে রেখেছিল। একভাগ তো মানতো, কারণ তাদের স্বার্থের সঙ্গে এগুলোর কোন বিরোধ ছিল না। আরেকভাগ মানতো না, কারণ তাদের স্বার্থের সঙ্গে সেগুলোর বিরোধ ছিল।

৯৫. বিশ্বাস রাখুন, বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে আমি আপনার জন্য যথেষ্ট– ৯৬. যারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্যকোন উপাস্য নির্ধারণ করেছে। তো অতিসত্বর তারা জেনে যাবে (যে, এর পরিণাম কত ভয়ঙ্কর) ৯৭. আমি তো জানি, যাকিছু তারা বলে তার কারণে আপনার বক্ষ (বিষণ্নতায়) সঙ্কুচিত হয়।[৬৭১] ৯৮. তাহলে আপনি আপনার রবের প্রশংসাসহ তাসবীহ পড়ুন, আর সাজিদীনের জামাতে শামিল হোন। ৯৯. আর আপনার রবের ইবাদত করুন, আপনার কাছে সুনিশ্চিত মউত আসা পর্যন্ত।

سُورَةُ النَّحْلِ ١٦؛ مَكِّيَّة؛ آياتُها ١٢٨ ورُكوعاتها ١٦

১৬-সূরা নাহ্‌ল, মাক্কী; আয়াত ১২৮; রুকূ ১৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَتٰٓى اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝ يُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ
مِنْ عِبَادِهٖٓ اَنْ اَنْذِرُوْٓا اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاتَّقُوْنِ ۝ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝
خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ۝

(শুরু করছি) রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে

১. আল্লাহ্‌র (আযাবের) ফায়ছালা এই তো এসে গেলো বলে! সুতরাং তা নিয়ে তাড়াহুড়া বাঁধিয়ো না/মাচিয়ো না। সর্বপ্রকার খুঁত ও ত্রুটি হতে তিনি চিরপবিত্র। যাকিছু শিরক তারা করছে তা থেকে তিনি বহু উর্ধ্বে রয়েছেন। ২. আপন বান্দাদের থেকে তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তার উপর নিজের হুকুমে অহীসহ ফিরেশতাদের(বড়জন)কে নাযিল করেন।[৬৭২] (নাযিল করেন) এই মর্মে যে, তোমরা (আমার পক্ষ হতে) সতর্কবাণী শোনাও যে, আমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তাই আমাকে সমীহ কর, (শুধু আমাকেই অন্য কাউকে নয়।) ৩. তিনি আসমানসমস্ত ও যমীন সৃষ্টি করেছেন সঠিক/সত্য উদ্দেশ্যে। তারা যে শিরক করছে তা হতে তিনি বহু উর্ধ্বে রয়েছেন। ৪. মানুষকে তিনি এক বীর্যবিন্দু থেকে সৃষ্টি করেছেন, তখন হঠাৎ দেখা গেল যে, (স্রষ্টারই বিষয়ে) সে প্রচণ্ড বিতণ্ডাকারী।

وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا ۚ لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ۝ وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ وَحِيْنَ تَسْرَحُوْنَ ۝
وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ اِلٰى بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا بٰلِغِيْهِ اِلَّا بِشِقِّ الْاَنْفُسِ ؕ اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ
لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً ؕ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ ؕ وَلَوْ شَآءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝

---

[৬৭১] যদি আপনি এ কষ্টের উপশম ও আরোগ্য চান তাহলে...

[৬৭২] রূহ মানে প্রাণ, তো আসমানী অহী যেহেতু দ্বীনের মূলপ্রাণ, এ জন্য রূহ বলে অহী বোঝানো হয়েছে।

৫. আর চতুষ্পদ জন্তু, তা তিনিই সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের জন্য তাতে রয়েছে উত্তাপ ও বিভিন্ন উপকার। আর তা থেকেই তোমরা আহার সংগ্রহ কর। ৬. সন্ধ্যায় (চারণভূমি থেকে) সেগুলোকে তোমরা যখন ফিরিয়ে আন, আর যখন ভোরে চারণভূমিতে নিয়ে যাও তখন তাতে তোমাদের জন্য রয়েছে বড় সৌন্দর্য/দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য। ৭. আর তারা তোমাদের ভার-বোঝা বহন করে এমন দূরদেশে নিয়ে যায়, যেখানে তোমাদের পৌঁছার কথা নয়, তবে প্রাণান্ত কষ্ট ছাড়া। তোমাদের রব্ আসলেই পরম মমতাময়, পরম দয়ালু। ৮. আর (তিনিই আরো সৃষ্টি করেছেন) ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা, যাতে তোমরা তাতে আরোহণ করতে পার, আর যাতে তা তোমাদের জন্য শোভা ও সৌন্দর্যের উপকরণ হয়। আর (ভবিষ্যতে) তিনি এমন বহুকিছু সৃষ্টি করবেন যা (এখন) তোমরা জান না (এমনকি কল্পনাও করতে পার না।)[৬৭৩] ৯. আর (আল্লাহ্‌কে যারা পেতে চায় তাদেরকে) সোজা পথ (দেখানোর দায়িত্ব আল্লাহ্‌র পক্ষ হতেই) আল্লাহরই উপর (অর্পিত, যা মানুষকে আল্লাহ্‌র নৈকট্যে নিয়ে যায়)। আর কিছু পথ আছে বাঁকা (যা মানুষকে আল্লাহ্ থেকে দূরে নিয়ে যায়)। আর আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করতেন (তাহলে জোর করে সোজা পথে চালিয়ে) তোমাদের সবাইকে হিদায়াত দিতে পারতেন।[৬৭৪]

(রুকূ – ২)

هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لَّكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَّمِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ ۝١٠ يُنْۢبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُوْنَ
وَالنَّخِيْلَ وَالْاَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝١١ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۙ وَ
الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۭ وَالنُّجُوْمُ مُسَخَّرٰتٌۢ بِاَمْرِهٖ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝١٢ وَمَا ذَرَاَ لَكُمْ فِي الْاَرْضِ
مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ ۝١٣

১০. তিনিই ঐ মহান সত্তা যিনি আসমান থেকে পানি/বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন, যা থেকে তোমাদের জন্য পানীয় আসে, আর তা থেকেই বৃক্ষলতা উদ্গত হয়, যাতে তোমরা গবাদি চরাও। ১১. ঐ পানি দ্বারা তিনি তোমাদের জন্য ফসল উৎপন্ন করেন এবং যায়তুন, খেজুর, আঙুর ও সর্বপ্রকার ফল (উৎপন্ন করেন)। সত্যি সত্যি তাতে রয়েছে বড় নিদর্শন ঐ সম্প্রদায়ের জন্য যারা চিন্তাভাবনা করে। ১২. আর তিনি তোমাদের জন্য নিয়োজিত করেছেন রাত ও দিন এবং সূর্য ও চাঁদ (যাতে এগুলো নিরন্তর তোমাদের প্রয়োজন পূর্ণ করে যায়)। আর সমস্ত তারকা তাঁরই আদেশে অনুগত (ও দায়িত্বে নিযুক্ত)। সত্যি সত্যি তাতে বড় বড় নিদর্শন রয়েছে ঐ সম্প্রদায়ের জন্য যারা আকল-বুদ্ধি ব্যবহার করে। ১৩. আর বিভিন্ন বর্ণের (ও বিভিন্ন প্রকারের) যাকিছু তিনি ভূপৃষ্ঠে তোমাদের জন্য ছড়িয়ে রেখেছেন (সেগুলোও তাঁরই আদেশে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত)। নিঃসন্দেহে তাতে বড় নিদর্শন রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা উপদেশ গ্রহণ করে।

---

[৬৭৩] وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (আর ভবিষ্যতে) তিনি এমন বহুকিছু সৃষ্টি করবেন যা (এখন) তোমরা জানো না– দেড় হাযার বছর আগে মরু আরবের উম্মী নবীর উপর অবতীর্ণ এই একটি আয়াতখণ্ডই কি যথেষ্ট নয় কোরআনের অলৌকিকত্ব/ঐশ্বরিকতা বোঝার জন্য!

[৬৭৪] কিন্তু মানুষের ইচ্ছাশক্তি রহিত করে তার উপর কোন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়া, এটা সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও আসমানি হিকমতের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

وَهُوَ الَّذِيْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ
فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿١٤﴾ وَاَلْقٰى فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَاَنْهٰرًا وَّسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ
تَهْتَدُوْنَ ﴿١٥﴾ وَعَلٰمٰتٍ ۭ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ ﴿١٦﴾ اَفَمَنْ يَّخْلُقُ كَمَنْ لَّا يَخْلُقُ ۭ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿١٧﴾

১৪. আর তিনিই ঐ মহান সত্তা যিনি সমুদ্র (ও পুরো জলভাগ)কে সুনিয়ন্ত্রিত করেছেন, যাতে তোমরা তা থেকে খাদ্য সংগ্রহ করতে পারো, তাজা মাছ-গোশত[৬৭৫] এবং (যাতে) তা থেকে আহরণ করতে পারো অলঙ্কারাদি, যা তোমরা (নারীরা) পরতে/ব্যবহার করতে পারো। আর তুমি (কি সুন্দর) দেখতে পাও, নৌযানগুলো জলের বুক চিরে চলাচল করে। আর (সুনিয়ন্ত্রিত করেছেন) যেন তোমরা (সাগরের বুকে ও তলদেশে) আল্লাহ্‌র কিছু অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো, আর যেন তোমরা শাকির/শোকরগোযার হতে পারো। ১৫. আর পৃথিবীতে তিনি পর্বতসমন্তের নোঙ্গর/ভার স্থাপন করেছেন যাতে পৃথিবী তোমাদের নিয়ে আন্দোলিত না হয়/দোল না খায়। আর (বানিয়েছেন) নদ-নদী ও পথঘাট যাতে তোমরা গন্তব্যে পৌঁছতে পার। ১৬. আর (গন্তব্য চেনার জন্য) বহু পথচিহ্ন (তৈরী করেছেন), আর তারার সাহায্যেই 'তারা' দিকদিশা লাভ করে। ১৭. আচ্ছা, এখন বলো, (তোমাদের কল্যাণের জন্য) যিনি (এতকিছু) সৃষ্টি করেছেন তিনি কি (হতে পারেন) ঐ উপাস্যের মত যে (কিছুই) সৃষ্টি করে না।[৬৭৬] তারপরো কি তোমরা উপদেশ/শিক্ষা গ্রহণ করবে না!

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٨﴾ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ﴿١٩﴾ وَالَّذِيْنَ
يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْـــًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ ﴿٢٠﴾ اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَاۗءٍ ۚ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۙ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ﴿٢١﴾

১৮. আর যদি তোমরা আল্লাহ্‌র নেয়ামতসমন্ত গণনা করতে চাও (তাহলে) শুমার করতে পারবে না। আল্লাহ্ তো অবশ্যই পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ১৯. আর আল্লাহ্ জানেন যাকিছু তোমরা গোপন কর, আর যাকিছু প্রকাশ কর।[৬৭৭] ২০. আর যারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে (বিভিন্ন উপাস্যকে) ডাকে তারা তো কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না, বরং তাদেরই তো সৃষ্টি করা হয়। ২১. তারা মৃত, প্রাণহীন। আর তারা এ অনুভূতিও রাখে না যে, কখন তাদের পুনরুত্থিত করা হবে।

(রুকূ - ৩)

اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَّهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٢٢﴾ لَا جَرَمَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا
يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ۭ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ ﴿٢٣﴾ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ مَّاذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۙ قَالُوْٓا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٢٤﴾
لِيَحْمِلُوْٓا اَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۙ وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذِيْنَ يُضِلُّوْنَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۭ اَلَا سَاۗءَ مَا يَزِرُوْنَ ﴿٢٥﴾

২২. তোমাদের ইলাহ্ এক ইলাহ্। সুতরাং যারা আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে না তাদের অন্তর

---

[৬৭৫] যা থেকে তোমরা তাজা গোশত খেতে পারো।

[৬৭৬] আয়াতটির মূলানুগ তরজমা, তো যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তার মত যে সৃষ্টি করে না!

[৬৭৭] আর আল্লাহ্ জানেন যাকিছু তোমরা গোপনে কর, আর যাকিছু প্রকাশ্যে কর।

অস্বীকারমুখী হয়ে পড়েছে।[৬৭৮] আর তারা অহঙ্কারে লিপ্ত। ২৩. নিশ্চিত যে, আল্লাহ্ জানেন, যাকিছু তারা গোপন করে এবং যাকিছু তারা প্রকাশ করে। অহঙ্কারীদের তিনি কিছুতেই পছন্দ করেন না। ২৪. আর যখন তাদের জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমাদের রব কী নাযিল করেছেন, (তখন) তারা বলে, আগিলা লোকদের 'গালগল্প', (এছাড়া আর কিছু না)! ২৫. (আসলে তারা এমন করে, এমন বলে,) যাতে কিয়ামতের দিন নিজেদের (গোনাহেরও) সমস্ত বোঝা তারা বহন করে, আবার তাদেরও (গোনাহের) কিছু বোঝা, জ্ঞানহীনতার কারণে যাদের তারা বিপথগামী করেছে। শোনো, কত না নিকৃষ্ট বোঝা, যা তারা বহন করছে!/কত না নিকৃষ্ট তাদের বহনকরা বোঝা!

(রুকূ - ৪)

قَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ اَتٰىهُمُ الْعَذَابُ
مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُخْزِيْهِمْ وَ يَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُشَآقُّوْنَ فِيْهِمْ ؕ قَالَ
الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَ السُّوْٓءَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۝

২৬. যারা তাদের পূর্বে বিগত হয়েছে, নিশ্চিত (যে,) তারাও চালচক্রান্ত করেছিল। তো আল্লাহ্ তাদের (চালচক্রান্তের) বালাখানা গোড়া থেকেই ধ্বসিয়ে দিয়েছেন, ফলে উপর থেকে ছাদও তাদের উপর আপতিত হয়েছে। আর তাদের উপর আযাব এমন দিক থেকে এসে পড়েছে যা ছিল তাদের অনুভবেরও বাইরে। ২৭. তারপর কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাদের অপদস্থ করবেন, আর বলবেন, কোথায় (তোমাদের বানানো) আমার শরীকান, যাদের জন্য তোমরা (মুসলিমদের) সঙ্গে বিবাদ করতে।[৬৭৯] যাদের (আসমানী) ইলম দান করা হয়েছে তারা (সেদিন) বলবে, বড় অপদস্থতা, আর বড় দুরবস্থা আজ কাফিরীনের উপর (চেপে বসেছে)।

الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ۠ فَاَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوْٓءٍ ؕ بَلٰٓى اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝ فَادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ۝ وَ قِيْلَ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا مَاذَآ
اَنْزَلَ رَبُّكُمْ ؕ قَالُوْا خَيْرًا ؕ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ؕ وَ لَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ ؕ وَ لَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِيْنَ ۝
جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَآءُوْنَ ؕ كَذٰلِكَ يَجْزِي اللّٰهُ الْمُتَّقِيْنَ ۝

২৮. ফিরেশতারা যাদের জান এমন অবস্থায় কব্য করেছেন যে, (কুফুর ও পাপাচার দ্বারা) নিজেদের উপর যুলুম করে রেখেছিল,[৬৮০] তখন তারা বেশ সাধু সেজে বলবে, আমরা তো কোন মন্দ কর্ম করতামই না,[৬৮১] (তখন তাদের চুপ করিয়ে দেয়া হবে যে,) বলো কী! আল্লাহ্ তো বেশ জানেন

---

[৬৭৮] তাদের অন্তরে অবিশ্বাস/অস্বীকার বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছে।

[৬৭৯] অর্থাৎ শরীকানের 'সুফারিশ-বিশ্বাসে' তারা এমনই আক্রান্ত ছিল যে, শুধু বিশ্বাস করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং বিশ্বাসকে মুসলিমদের সামনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তর্কও জুড়ে দিতো।

[৬৮০] অর্থাৎ জান কব্য হয়েছে কুফুরের অবস্থায়। পক্ষান্তরে ঈমানের অবস্থায় মৃত্যু হলে সে হবে ক্ষমাপ্রাপ্ত, হোক না সে সারা জীবনের কাফির।

[৬৮১] তখন তারা এ মর্মে সমঝোতা অর্পণ করবে যে,.../ তখন তারা আত্মসমর্পণ করে বলবে যে, ...

যাকিছু তোমরা করতে! ২৯. সুতরাং (এখন) জাহান্নামের দরজায় ঢোকো, তাতে চিরকাল থাকার জন্য। তো কত না নিকৃষ্ট ঠিকানা তা, অহঙ্কারীদের জন্য! ৩০. পক্ষান্তরে যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করেছে তাদের যখন (কোরআন সম্পর্কে) জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমাদের রব্ব কী নাযিল করেছেন? (তখন) তারা বলে, অত্যন্ত কল্যাণকর (বরকতপূর্ণ জিনিস)! যারা পুণ্যকর্ম করেছে তাদের জন্য এই দুনিয়াতেও রয়েছে কল্যাণ, আর আখেরাতের বাসস্থান তো কল্যাণই কল্যাণ। আর সত্যি মুত্তাকীনের বাসস্থান কত না উত্তম! ৩১. (অর্থাৎ) চিরস্থায়ী বসবাসের বাগবাগিচা, যাতে তারা প্রবেশ করবে, যার তলদেশ দিয়ে নহর-নালা প্রবাহিত হয়। তাদের জন্য সেখানে থাকবে যাকিছু তারা ইচ্ছা করবে। এভাবেই আল্লাহ্ মুত্তাকীনকে প্রতিদান দেন।

الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ طَيِّبِيْنَ ۙ يَقُوْلُوْنَ سَلٰمٌ عَلَيْكُمُ ۙ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝ هَلْ يَنْظُرُوْنَ
اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ يَاْتِيَ اَمْرُ رَبِّكَ ۭ كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۭ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا
اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝ فَاَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝

৩২. ফিরেশতারা যাদের রূহ কব্য করবেন এমন অবস্থায় যে, তারা পাকপবিত্র, (তাদের উদ্দেশ্যে) ফিরেশতারা বলেন, শান্তি হোক তোমাদের উপর। (দুনিয়াতে) যাকিছু নেক আমল তোমরা করতে তার বিনিময়ে (এখন) জান্নাতে প্রবেশ কর। ৩৩. এরা (কাফিরীন ও মুশরিকীন, ঈমান আনার জন্য) কি এ অপেক্ষায় আছে যে, ফিরেশতারা তাদের কাছে এসে হাযির হবেন, অথবা (চূড়ান্ত আযাবরূপে) আল্লাহ্‌র ফায়ছালা এসে যাবে! যারা তাদের পূর্ববর্তী তারাও এমনই করেছিল। আসলে আল্লাহ্ তাদের উপর কোন যুলুম করেননি, বরং (শিরক ও কুফুর এবং পাপাচার দ্বারা) নিজেদেরই উপর তারা যুলুম করত। ৩৪. তাই তাদের বদ আমলের খেসারত তাদেরই উপর বর্তেছে। আর যা নিয়ে তারা তামাশা করত সেটাই (এখন) তাদের ঘিরে ধরেছে।

(রুকূ – ৫)

وَقَالَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ شَاۗءَ اللّٰهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَآ اٰبَاۗؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ ۭ
كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ فَهَلْ عَلَي الرُّسُلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۝ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ
وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلٰلَةُ ۭ فَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ۝

৩৫. আর যারা শিরকের পথে চলেছে তারা বলে, যদি আল্লাহ্ চাইতেন তাহলে তো তাঁকে ছাড়া কোনকিছুরই উপাসনা আমরা করতাম না! না আমরা, না আমাদের পূর্বপুরুষেরা, আর না তাঁর হুকুম ছাড়া কোনকিছু আমরা হারাম ঘোষণা করতাম।[৩৮২] তো যারা তাদের পূর্বে বিগত হয়েছে

---

[৩৮২] এটা যেহেতু সম্পূর্ণ খোঁড়া যুক্তি, কারণ তাদের মন্দ কর্ম আল্লাহ্‌র পছন্দ না হলেও, আল্লাহ্ তাদের ইচ্ছাশক্তি রহিত করেননি। তো তারা ইচ্ছাশক্তিটা প্রয়োগ করল না কেন! যেহেতু খোঁড়া যুক্তি সেহেতু এর উত্তর না দিয়ে শুধু বলে দেয়া হয়েছে যে, এমন খোঁড়া যুক্তির ধারা তো আগে থেকেই চলে এসেছে।

তারাও এমনি (আচরণ ও উচ্চারণ) করেছে। কথা হল, সুস্পষ্টরূপে বার্তা পৌঁছানো ছাড়া রাসূলানের উপর কি আর কোন কর্তব্য আছে! ৩৬. আর সুনিশ্চিত, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মাঝে আমি একজন রাসূল পাঠিয়েছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, আর তাগুতকে পরিহার কর।[৬৮৩] তো তাদের মধ্যে কিছু এমন ছিল, আল্লাহ্ যাদের হিদায়াত দান করেছেন, আর তাদের মধ্যে কিছু এমন ছিল, ভ্রষ্টতা যার উপর চেপে বসেছিল। তো বিভিন্ন জনপদে তোমরা বিচরণ কর, তারপর দেখ, কেমন ছিল ঝুটলানোদের/তাকযীবকারীদের পরিণতি![৬৮৪]

إِنْ تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَىٰهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٣٧﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا
يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ ۚ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ
وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ ﴿٣٩﴾ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٤٠﴾

৩৭. (আয় পেয়ারে নবী!) যদি আপনি তাদের 'সুমতি' সম্পর্কে প্রবল আকুতি পোষণ করেন, (তাহলে তো আপনি কষ্ট পাবেন)। কারণ (দম্ভ ও অহঙ্কারের কারণে একবার) আল্লাহ্ যাকে পথচ্যুত করেন, তাকে আর 'সুমতি' দান করেন না। আর (এমন যারা) তাদের জন্য কোন সাহায্যকারীও থাকে না। ৩৮. আর তারা আল্লাহ্‌র নামে বড় *জোরালো* কসম করে যে, যারা মরে যায়, আল্লাহ্ তাদের আবার জীবিত করবেন না। (বেশ তো), কেন নয়! এটা তো (সর্বশক্তিমান) আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে একটি ওয়াদা, যার সত্যায়ন তিনি নিজের উপর ওয়াজিব করেছেন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না (কত বড় আত্মঘাতী ভ্রান্তিতে তারা লিপ্ত)! ৩৯. (পুনরুত্থানের প্রতিশ্রুতি কেন?) যাতে তিনি (তখন) তাদের সামনে ঐ বিষয় সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করেন যা নিয়ে (এখন) তারা মতানৈক্য করে চলেছে, আর যেন যারা কুফুর করেছে তারা (তখন) জানতে পারে যে, (দুনিয়াতে) তারা মিথ্যার উপর ছিল। ৪০. আর যখন আমি কোনকিছু সৃষ্টি করার ইচ্ছা করি, তখন ঐ বিষয়ে আমার শুধু এতটুকু কথা হয় যে, আমি তাকে বলি, হয়ে যাও, তো তা হয়ে যায়।

(রুকূ - ৬)

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾
الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٤٢﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ
لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۗ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

৪১. আর যারা যুলুমগ্রস্ত হওয়ার পর আল্লাহ্‌র রাস্তায় হিজরত করেছে অতি অবশ্যই দুনিয়াতে আমি তাদের উত্তম অবস্থান (ও উন্নত বাসস্থান) দান করব। আর আখেরাতের আজর তো হল সবচে' বড়। হায়, তারা যদি (আখেরাতের হাকীকত) জানতো (আর ঈমান আনতো, কত না ভালো হতো!) ৪২. এরা ঐ লোক যারা (অতীতের দুর্যোগে) ছবর করেছে এবং (যারা সর্বদা) আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখে। ৪৩. (আয় পেয়ারে নবী!) আপনার পূর্বে আমি (ফিরেশতা বা অন্য কাউকে রাসূল করে

---

[৬৮৩] তাগুত মানে শয়তান, উপাস্য মূর্তি, তাগুতের আরেকটি অর্থ হল, আল্লাহ্‌র দ্বীনের বড় বড় দুশমন।
[৬৮৪] যারা ঝুটলিয়েছে/তাকযীব করেছে, কেমন ছিল তাদের পরিণতি!

পাঠাইনি, বরং) মানবের মধ্যে যারা সাধুপুরুষ তাদেরই শুধু পাঠিয়েছি এবং তাদের প্রতি অহী করেছি।[৬৮৫] তো (আয় কাফেরীন!) আহলে ইলমকে জিজ্ঞাসা কর, যদি তোমরা না জেনে থাকো। ৪৪. (ঐ সকল রাসূলকে প্রেরণ করা হয়েছিল) বিভিন্ন উজ্জ্বল নিদর্শন এবং আসমানী কিতাবসহ। আর আপনার প্রতি উপদেশগ্রন্থ (কোরআন) নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানুষের জন্য সুস্পষ্টরূপে বয়ান করেন তাদের প্রতি নাযিলকৃত বিষয়গুলো এবং যাতে তারা চিন্তা করে।

اَفَاَمِنَ الَّذِيْنَ مَكَرُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّخْسِفَ اللّٰهُ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ۙ﴿۴۵﴾ اَوْ
يَاْخُذَهُمْ فِيْ تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ۙ﴿۴۶﴾ اَوْ يَاْخُذَهُمْ عَلٰى تَخَوُّفٍ ؕ فَاِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿۴۷﴾ اَوَ لَمْ يَرَوْا
اِلٰى مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ يَّتَفَيَّؤُا ظِلٰلُهٗ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَآئِلِ سُجَّدًا لِّلّٰهِ وَهُمْ دٰخِرُوْنَ ﴿۴۸﴾

৪৫. তো যারা বিভিন্ন কুকর্মের চক্রান্ত করছে তারা কি (এ বিষয়ে) নির্ভয় হয়ে গিয়েছে যে, আল্লাহ্ তাদেরসহ ভূমি ধ্বসিয়ে দেবেন না, বা তাদের উপর আযাব আপতিত হবে না, এমন কোন স্থান থেকে যা তাদের অনুভবেও নেই! ৪৬. কিংবা তাদের চলাচলের মধ্যেই তিনি তাদের পাকড়াও করবেন না, তখন তো (আল্লাহ্‌কে) তারা অক্ষম করতে পারবে না, ৪৭. কিংবা তাদেরকে ধীর অবক্ষয়ের সঙ্গে পাকড়াও করবেন না।[৬৮৬] তবে (অবকাশ দেয়ার কারণ এই যে,) সত্যি সত্যি তোমাদের রব্ পরম মমতাপূর্ণ, পরম দয়ালু। ৪৮. আচ্ছা, আল্লাহ্ যাকিছু সৃষ্টি করেছেন তারা কি সেদিকে তাকায়নি যে, সেগুলোর ছায়া আল্লাহ্‌র প্রতি সিজদাবনত হয়ে ডানে ও বামে হেলে থাকে, আর তারা (সবাই) বিনয় ও অক্ষমতা প্রকাশ করতে থাকে।

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مِنْ دَآبَّةٍ وَّالْمَلٰٓئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿۴۹﴾ يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِّنْ
فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿۵۰﴾

৪৯. যত প্রাণী আছে আসমানসমস্তে ও যমীনে এবং ফিরেশতাগণ (সবাই) আল্লাহ্‌রই জন্য সিজদা করে, আর তারা মোটেও অহঙ্কার করে না। ৫০. আপন রব্‌কে তারা ভয় করে, যিনি তাদের উপরে রয়েছেন, আর তারা তাই করে যা তাদের আদেশ করা হয়।

(রুকূ - ৭)

وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذُوْٓا اِلٰهَيْنِ اثْنَيْنِ ۚ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ ﴿۵۱﴾ وَلَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَهُ
الدِّيْنُ وَاصِبًا ؕ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُوْنَ ﴿۵۲﴾ وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَاِلَيْهِ تَجْـَٔرُوْنَ ﴿۵۳﴾ ثُمَّ
اِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ ۙ﴿۵۴﴾ لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ ؕ فَتَمَتَّعُوْا ۫ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿۵۵﴾

---

[৬৮৫] আর আপনার পূর্বে আমি শুধু কতিপয় (উত্তম) মানবকেই (রাসূলরূপে) পাঠিয়েছি, যাদের কাছে আমি (নিয়মিত) অহী করতাম।

[৬৮৬] عَلٰى تَخَوُّفٍ (ভয় ও উৎকণ্ঠার অবস্থায়) অর্থাৎ সবকিছুতে ক্রমঅবক্ষয় শুরু হওয়ার কারণে সে একটা ভয় ও উৎকণ্ঠার মধ্যেই থাকে। তো মূল কথা হল, এসব বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া ঠিক নয়।

وَيَجْعَلُوْنَ لِمَا لَا يَعْلَمُوْنَ نَصِيْبًا مِّمَّا رَزَقْنٰهُمْ ؕ تَاللّٰهِ لَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُوْنَ ﴿٥٦﴾

৫১. আর আল্লাহ্‌ বলেছেন, তোমরা (কখনো) দুই মা'বূদ–একাধিক উপাস্য গ্রহণ কর না। তিনি শুধু এক ইলাহ্‌। সুতরাং তোমরা আমাকেই শুধু ভয় কর। ৫২. শুধু তাঁরই জন্য রয়েছে আসমান-সমূহ ও যমীনের সর্বকিছুর মালিকানা, আর শুধু তাঁরই প্রতি আনুগত্য অপরিহার্য। তো তবু কি তোমরা গায়রুল্লাহ্‌কে ভয় করবে! ৫৩. আর তোমাদের সঙ্গে যাকিছু নেয়ামত, তা একমাত্র আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে আসে। তারপর যখন কোন দুর্দশা তোমাদের ছুঁয়ে যায় তখন তোমরা তাঁরই দিকেই তো ফরয়াদ কর। ৫৪. তারপর যখন তিনি তোমাদের থেকে দুর্দশা সরিয়ে দেন তখন তোমাদের মধ্য হতে একটা দল আপন রবের সঙ্গে শিরক করে। ৫৫. (কেন!) আমি তাকে যাকিছু দিয়েছি তার প্রতি না-শোকরি করার জন্য। তো আচ্ছা, (অল্প কিছু সময়) ভোগবিলাস কর, অতিসত্বর তোমরা জানতে পারবে (গাফলতের ভোগবিলাসের পরিণাম কী!) ৫৬. আর আমি তাদের যাকিছু রিযিক দান করেছি তা থেকে একটা ভাগ তারা নির্ধারণ করে এমন উপাস্যের জন্য যার (সত্যতা-অসত্যতা) সম্পর্কে (কিছুই) তারা জানে না। কসম আল্লাহ্‌র! যাকিছু অপবাদ (আল্লাহ্‌র নামে) তোমরা রটনা করতে সে সম্পর্কে অতি অবশ্যই তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে।

وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ الْبَنٰتِ سُبْحٰنَهٗ ۙ وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿٥٧﴾ وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ
كَظِيْمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْٓءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ ؕ اَيُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ اَمْ يَدُسُّهٗ فِى التُّرَابِ ؕ اَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ﴿٥٩﴾
لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ۚ وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٦٠﴾

৫৭. আল্লাহ্‌র জন্য তারা কন্যাদল নির্ধারণ করে। সুবহানাল্লাহ্‌! (আমার জন্য কন্যাসন্তান,) আর নিজেদের জন্য যা তারা খায়েশ করে! (পুত্রসন্তান!) ৫৮. আর (কন্যাসন্তান সম্পর্কে তো তাদের মনোভাব এই যে,) যখন তাদের কাউকে কন্যাসন্তান (জন্মের) *'সুসংবাদ'* দেয়া হয় তখন তার (ফরসা) চেহারা কালো হয়ে যায়, হতেই থাকে! এমন অবস্থায় যে সে বিষণ্ন, ক্লিষ্ট। ৫৯. লোকজন থেকে সে লুকিয়ে ফেরে, যে *'খোশখবর'* তাকে দেয়া হয়েছে (নিজের কাছে) তার কদর্যতার কারণে। (আর সে ভেবে পায় না,) যিল্লতি বরদাশত করে সেকি তাকে রেখে দেবে, না মাটিতে গেড়ে/পুঁতে ফেলবে! সাবধান, যা বিচার তারা করছে, তা কত না নিকৃষ্ট! ৬০. যত নিকৃষ্ট খাছিয়ত ও খাছলাত তাদেরই জন্য (নির্ধারিত) যারা আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে না, আর যত সর্বোচ্চ গুণ তা আল্লাহ্‌রই জন্য, আর তিনিই মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাবান।

(রুকূ – ৮)

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَّلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ
لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿٦١﴾ وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ مَا يَكْرَهُوْنَ وَتَصِفُ اَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنٰى ؕ
لَا جَرَمَ اَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَاَنَّهُمْ مُّفْرَطُوْنَ ﴿٦٢﴾

৬১. আর লোকদের যুলুমের কারণে যদি আল্লাহ্ (তাৎক্ষণিক) তাদের পাকড়াও করতেন (তাহলে) পৃথিবীর উপর কোন জানদার তিনি ছেড়ে রাখতেন না। তবে (তাঁর দয়া ও করুণার দাবী এই যে,) একটি নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত তিনি তাদের বিলম্ব দান করেন।[৬৮৭] তো যখন তাদের 'আজাল' (ও নির্ধারিত মেয়াদ) এসে যায় তখন তারা মুহূর্তকাল না পিছিয়ে যেতে পারে, না এগিয়ে আসতে পারে,[৬৮৮] ৬২. আর তারা আল্লাহ্‌র জন্য তা-ই নির্ধারণ করে যা (নিজেদের জন্য) অপছন্দ করে। তবু তাদের জিহ্বা (আত্মপ্রশংসার) মিথ্যা বয়ান দিতেই থাকে যে, সমস্ত কল্যাণ তাদেরই ভাগে। কোন সন্দেহ নেই যে, তাদেরই জন্য রয়েছে আগুন, আর তারাই সবার আগে (তাতে) নিক্ষিপ্ত/প্রেরিত হবে।

تَاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰٓى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝ وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝ وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۭ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ۝

৬৩. (আয় পেয়ারে নবী!) কসম আল্লাহ্‌র! সুনিশ্চিত, আপনার পূর্বে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কাছে আমি (রাসূল) প্রেরণ করেছি, তখন শয়তান তাদের কর্মকাণ্ডকে তাদের জন্য শোভন করে দেখিয়েছে।[৬৮৯] তো আজ (দুনিয়াতে তো) সে তাদের বন্ধু, তবে (আখেরাতে) তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। ৬৪. আর (আয় পেয়ারে নবী!) আপনার উপর এ কিতাব আমি শুধু এজন্য নাযিল করেছি, যেন আপনি তাদের সামনে ঐ বিষয় বয়ান করেন যাতে তারা মতবিরোধ করেছে।[৬৯০] আর যেন এ কিতাব হিদায়াত ও রহমত হতে পারে এমন লোকদের জন্য যারা (আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কথায়) ঈমান আনে। ৬৫. আর আল্লাহ আসমান থেকে পানি/বারি/বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন, অনন্তর তা দ্বারা ভূমির শুষ্কতার পর ভূমিকে সজীবতা দান করেছেন। সত্যি সত্যি তাতে বড় নিদর্শন রয়েছে ঐ সম্প্রদায়ের জন্য যারা গ্রহণ করার চিন্তা করে/যারা (হিতোপদেশ) শোনে।

(রুকূ - ৯)

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۭ نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهٖ مِنْۢ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآىِٕغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ ۝ وَمِنْ ثَمَرٰتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّرِزْقًا حَسَنًا ۭ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝

৬৬. আর গবাদিপশুতে তোমাদের জন্য সত্যি সত্যি শিক্ষার বিষয় রয়েছে। তার উদরস্থ গোবর ও রক্তের মধ্য দিয়ে আমি তোমাদের নির্ভেজাল দুধ পান করাই, যা পানকারীদের জন্য সুপেয়। ৬৭. খেজুরের ফলসমস্ত ও আঙুর থেকেও (আমি তোমাদের বিশেষ শরবত) পান করাই, যা থেকে তোমরা

---

[৬৮৭] তিনি তাদের সুযোগ/অবকাশ/মুহলত দান করেন।

[৬৮৮] তখন (নিজেদের আজালকে) তারা না মুহূর্তকাল পিছিয়ে নিতে পারে, না এগিয়ে আনতে পারে। (এগিয়ে আনার কথাটা অনর্থক নয়, কারণ জীবন অনেক সময় এমন কঠিন হয়ে যায় যে, মানুষ মৃত্যু কামনা করতে থাকে।)

[৬৮৯] অর্থাৎ এই ছেলে ভোলানো বুঝ দিয়ে তাদের বিভ্রান্ত করা হয়েছে যে, তোমরা যা করছো তাই ঠিক, আর যে পথে তোমাদের আহ্বান করা হচ্ছে তা ভুল।

[৬৯০] যাতে তারা ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করেছে।

(অন্যায়ভাবে) শরাবও তৈরী কর, আবার উত্তম রিযিকও গ্রহণ কর। সত্যি সত্যি তাতে বড় কোন নিদর্শন রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা আকল-বুদ্ধি ব্যবহার করে।

وَ اَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِيْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّ مِنَ الشَّجَرِ وَ مِمَّا يَعْرِشُوْنَ ﴿۶۸﴾ ثُمَّ كُلِيْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِيْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ؕ يَخْرُجُ مِنْۢ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿۶۹﴾

৬৮. আর (আয় পেয়ারে নবী!) আপনার রব্ মৌমাছির প্রতি এ 'নির্দেশনা' পাঠিয়েছেন যে, তুমি পাহাড়-পর্বতে চাক তৈরী কর, আর গাছে এবং মানুষ যে সমস্ত ঘর বানায় তাতে। ৬৯. তারপর তুমি সর্বপ্রকার ফলফলাদি থেকে খাদ্য সংগ্রহ কর। অনন্তর ঐসব পথে চলাচল কর, যা তোমার রব্ তোমার জন্য সহজ করে দিয়েছেন।[৬৯১] (এভাবে আল্লাহ্‌র কুদরতে) এই মৌমাছির উদর থেকে এমন পানীয় বের হয়, যার বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন, যাতে মানুষের জন্য রয়েছে শিফা ও আরোগ্য। সত্যি সত্যি তাতে বড় নিশান রয়েছে এমন কাউমের জন্য যারা (সত্যে উপনীত হওয়ার জন্য) চিন্তাভাবনা করে।

وَ اللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفّٰىكُمْ ؕ وَ مِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰۤى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ﴿۷۰﴾

৭০. আর আল্লাহ্ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি তোমাদের রূহ কব্য করেন। আর তোমাদের মধ্যে কিছু আছে এমন যাকে বয়সের নিষ্ক্রিয়তম অংশে পৌঁছে দেয়া হয়, যাতে (দীর্ঘ সময়) সে সবকিছু জানার পর (ঐ সময়) কিছুই জানতে না পারে। অবশ্যই আল্লাহ্ (সর্ববিষয়ে) পূর্ণ জ্ঞাত, (সর্ববিষয়ে) নিরঙ্কুশ শক্তি ও কুদরতের অধিকারী।

(রুকূ - ১০)

وَ اللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِيْنَ فُضِّلُوْا بِرَآدِّيْ رِزْقِهِمْ عَلٰى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ ؕ اَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ﴿۷۱﴾ وَ اللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَ حَفَدَةً وَّ رَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ؕ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ ﴿۷۲﴾ وَ يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ شَيْـًٔا وَّ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ﴿۷۳﴾

৭১. আর রিযিকের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তোমাদের কতিপয়কে কতিপয়ের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। তো যাদের শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে তারা তো কোনভাবেই আপন রিযিক আপন গোলামদের/দাসদাসীদের এমনভাবে দিয়ে দেয় না, যাতে তারা তাতে (মালিকদের) সমান হয়ে যায়।[৬৯২] তো তারা কি আল্লাহ্‌র নেয়ামতকেই অস্বীকার করছে![৬৯৩] ৭২. আর আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তোমাদেরই থেকে

---

[৬৯১] অনন্তর তুমি তোমার রবের (নির্ধারণ করা) বিভিন্ন পথে চলাচল কর, যা সহজ/স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ।

[৬৯২] তোমরা তো নিজেরাই বলো যে, তোমাদের উপাস্যরা আল্লাহ্‌র অনুগত দাস। তো আল্লাহ্ কীভাবে তাদেরকে নিজের গুণ ও শক্তিগুলো দিয়ে দেবেন যাতে ঐ গুণ ও শক্তির ক্ষেত্রে তারা তাঁর শরীক হয়ে যায়!

[৬৯৩] কারণ নেয়ামত দিলেন তো আল্লাহ্ অথচ তারা বলে, আল্লাহ্‌র তথাকথিত শরীকান উপাস্যদের ওছীলায় পেয়েছে

স্ত্রীগণ সৃষ্টি করেছেন, আবার তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রীগণ হতে পুত্র ও পৌত্র সৃষ্টি করেছেন। আর উত্তম উত্তম বস্তু হতে তোমাদের রিযিক দান করেছেন। তো তবু কি তারা অলীক/বাতিল বিষয়ে ঈমান আনবে, আর আল্লাহ্‌র নেয়ামতের প্রতি না-শোকরি করবে! ৭৩. আর (আফসোস!) আল্লাহ্‌কে ছেড়ে তারা এমন কিছুর উপাসনা করে যা আসমানসমস্ত ও যমীন থেকে তাদের অনুকূলে কোন রিযিক দান করার মালিকানা রাখে না এবং সক্ষমতাও রাখে না।[৬৯৪]

فَلَا تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوْكًا لَّا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ
وَّ مَنْ رَّزَقْنٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَّ جَهْرًا ؕ هَلْ يَسْتَوٗنَ ؕ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝
وَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ اَحَدُهُمَاۤ اَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّ هُوَ كَلٌّ عَلٰى مَوْلٰىهُ ۙ اَيْنَمَا يُوَجِّهْهُّ لَا يَاْتِ بِخَيْرٍ ؕ
هَلْ يَسْتَوِيْ هُوَ ۙ وَ مَنْ يَّاْمُرُ بِالْعَدْلِ ۙ وَ هُوَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

৭৪. সুতরাং আল্লাহ্‌র জন্য তোমরা উদাহরণ দিতে যেয়ো না[৬৯৫] (কারণ) অবশ্যই আল্লাহ্ জানেন, আর তোমরা জানো না। ৭৫. আর (দেখো, শিরকের অসম্ভবতা সহজে বোঝার জন্য) আল্লাহ্ একটি উদাহরণ দিয়েছেন, (একদিকে কারো) মালিকানাধীন একটা গোলাম, যে কোনকিছুর উপর কোন ক্ষমতা রাখে না। আর (অন্যদিকে এমন ব্যক্তি) যাকে আমি আমার পক্ষ হতে উত্তম রিযিক দান করেছি, আর সে (ইচ্ছা ও মালিকানা প্রয়োগ করে) তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে। তো (অক্ষম ও সক্ষম, উভয়পক্ষের) এরা কি সমান হতে পারে! আলহামদু লিল্লাহ্!–সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, বরং তাদের অধিকাংশই (এত সহজ সত্যটাও) জানে না। ৭৬. আর আল্লাহ্ (আরো) একটি মিছাল দিচ্ছেন দু'জন লোকের। তাদের একজন বোবা, কোনকিছুরই উপর সে সক্ষমতা রাখে না, বরং সে তার মনিবের উপর বোঝা হয়ে আছে। মনিব তাকে যেদিকেই পাঠায় সে কোন কল্যাণ নিয়ে আসে না। (তো) সমান কি হতে পারে সে এবং ঐ ব্যক্তি, যে ইনছাফের আদেশ করে, আর সে (নিজে) সরল পথের উপর স্থির।

(রুকূ – ১১)

وَ لِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ مَاۤ اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ وَ
اللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْۢ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا ۙ وَّ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْاَبْصَارَ وَ الْاَفْـِٕدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝
اَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرٰتٍ فِيْ جَوِّ السَّمَآءِ ؕ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝

৭৭. আর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সমস্ত গায়ব (ও অদৃশ্য) আল্লাহরই (জ্ঞান-নিয়ন্ত্রণে)। আর কিয়ামতের বিষয় তো শুধু চোখের পলক ফেলার মত, অথবা তা আরো নিকটবর্তী। অবশ্যই আল্লাহ্ সর্ববিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। ৭৮. আর আল্লাহ্ তোমাদের বের করে এনেছেন তোমাদের মাতৃউদর/মাতৃ-

---

৬৯৪ রিযিক দান করার না মালিকানা/অধিকার রাখে, না সক্ষমতা/সামর্থ্য।

৬৯৫ এমন উদাহরণ দিয়ো না যে, দুনিয়ার বাদশাহ যেমন বহুজনের সাহায্যে রাজ্যপরিচালনা করে, তেমনি আল্লাহ্ তাঁর শরীকানের সাহায্যে জগত পরিচালনা করেন।

গর্ভ থেকে[৬৯৬] এমন অবস্থায় যে, তোমরা কিছুই জানতে না। আর তিনি তোমাদের জন্য কান, চোখ, হৃদপিণ্ড ও হৃদয় নির্ধারণ/সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা শোকরগোযার হও। ৭৯. আচ্ছা, তারা কি পাখীদলের দিকে তাকায় না, এমন অবস্থায় যে, আকাশের শূন্যে (আল্লাহ্‌র আদেশ দ্বারা) তারা নিয়ন্ত্রিত।[৬৯৭] (উড্ডয়নের অবস্থায়) কেউ তাদের ধরে রাখতে পারে না আল্লাহ্‌ ছাড়া। সত্যি সত্যি তাতে বড় বড় নিদর্শন রয়েছে এমন কাউমের জন্য যারা ঈমান রাখে।

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْۢ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ بُيُوْتًا تَسْتَخِفُّوْنَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ ۙ وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَآ اَثَاثًا وَّمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ﴿٨٠﴾ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلٰلًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا وَّجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيْلَ تَقِيْكُمْ بَاْسَكُمْ ۭ كَذٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُوْنَ ﴿٨١﴾

৮০. আর আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য তোমাদের ঘরকে স্বস্তির স্থান বানিয়েছেন, আর গবাদিপশুর চামড়া থেকে তোমাদের জন্য ঘর বানিয়েছেন যা তোমরা বেশ হালকা মনে কর (সফরে) যাত্রার দিন এবং (কোথাও) অবস্থানের দিন[৬৯৮]। আর তাদের পশম, লোম ও চুল দ্বারা (তিনি তৈরী করেছেন) ঘরোয়া সামান এবং কিছু সময়ের জন্য ভোগের সামগ্রী/উপকরণ। ৮১. আর যাকিছু আল্লাহ্‌ সৃষ্টি করেছেন তা থেকে তিনি তোমাদের জন্য ছায়া তৈরী করেছেন, আর পাহাড়পর্বতে তোমাদের জন্য (প্রাকৃতিক) আশ্রয়স্থল বানিয়েছেন, আর তোমাদের জন্য তৈরী করেছেন পোশাক যা গরম থেকে তোমাদের রক্ষা করে, আবার এমন পোশাক যা তোমাদের রক্ষা করে তোমাদের (শত্রুর) পরাক্রম থেকে। এভাবেই তিনি তোমাদের উপর তার নেয়ামত পূর্ণ করছেন, যাতে তোমরা (তাঁর) আনুগত্য বরণ কর।

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿٨٢﴾ يَعْرِفُوْنَ نِعْمَتَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُوْنَهَا وَاَكْثَرُهُمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨٣﴾

৮২. তবু যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে (আপনার উপর কোন দায় নেই। কারণ) আপনার কর্তব্য তো শুধু সুস্পষ্টরূপে পৌঁছে দেয়া।[৬৯৯] ৮৩. এরা আল্লাহ্‌র নেয়ামত(সমস্ত) চেনে বোঝে, তারপরো তা অস্বীকার করে, আর তাদের অধিকাংশই তো অকৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী/সত্য প্রত্যাখ্যানকারী।

(রুকূ - ১২)

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ﴿٨٤﴾ وَاِذَا رَاَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ﴿٨٥﴾ وَاِذَا رَاَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا شُرَكَآءَهُمْ قَالُوْا رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ شُرَكَآؤُنَا الَّذِيْنَ كُنَّا نَدْعُوْا مِنْ دُوْنِكَ ۚ فَاَلْقَوْا اِلَيْهِمُ الْقَوْلَ اِنَّكُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿٨٦﴾ وَاَلْقَوْا اِلَى اللّٰهِ يَوْمَئِذِ ِۨالسَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٨٧﴾

---

[৬৯৬] তোমাদের মায়েদের উদর/গর্ভ হতে

[৬৯৭] আচ্ছা, তারা কি আকাশের শূন্যে (আল্লাহ্‌র আদেশ দ্বারা) নিয়ন্ত্রিত পাখীদলের...

[৬৯৮] তোমাদের সফরের সময় এবং তোমাদের অবস্থানের সময়। (يوم) শব্দটি এখানে সময় অর্থে হতে পারে।

[৬৯৯] (কারণ) সুস্পষ্টরূপে পৌঁছানো ছাড়া আপনার উপর কোন দায় নেই।

৮৪. আর (স্মরণ কর ঐ সময়কে) যখন আমি প্রত্যেক জনগোষ্ঠী থেকে উপস্থিত করব একজন সাক্ষী। তারপর যারা কুফুর করেছে তাদের (কোন প্রকার উযর অজুহাত পেশ করার) অনুমতি দেয়া হবে না, আর না তাদের কাছে তাওবার ফরমায়েশ করা হবে। ৮৫. আর যারা যুলুম করেছে তারা যখন আযাব প্রত্যক্ষ করবে, তখন না তাদের থেকে তা লাঘব করা হবে, আর না তাদের অবকাশ দেয়া হবে। ৮৬. আর যারা (আল্লাহ্‌র সঙ্গে) শিরক করেছিল তারা যখন তাদের শরীকানকে দেখবে তখন তারা বলবে, (ইয়া) রাব্বানা, এরাই হল আমাদের (বানানো) শরীকান, যাদের আমরা ডেকেছি তোমাকে ছেড়ে। তখন উপাস্যরা উপাসকদের দিকে[৭০০] এ কথা ছুঁড়ে ফেলবে, 'তোমরা তো ডাহা/ আস্ত মিথ্যাবাদী।' ৮৭. আর সেদিন তারা আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্য নিবেদন করবে, আর তাদের মনগড়া উপাস্যগুলো (সেদিন) তাদের থেকে হারিয়ে যাবে।

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ زِدْنٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يُفْسِدُوْنَ ۝٨٨ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِيْ كُلِّ
اُمَّةٍ شَهِيْدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ اَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيْدًا عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ ؕ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّ
هُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ ۝٨٩

৮৮. (দুনিয়াতে) যারা কুফুর করেছে, আর আল্লাহ্‌র রাস্তা থেকে বাধা দিয়েছে (আজ) তাদের আমি আযাবের উপর আযাব বাড়িয়ে দেবো, (দুনিয়াতে) তাদের ফাসাদ করতে থাকার কারণে। ৮৯. আর (আয় পেয়ারে নবী! স্মরণ করুন) ঐ দিন যখন প্রত্যেক সম্প্রদায়ে তাদের মধ্য হতে তাদের বিপক্ষে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব, আর আপনাকে এদের উপর সাক্ষীরূপে সামনে আনবো (তখন কী ভয়াবহ দৃশ্য হবে অপরাধীদের জন্য!) আর আমি আপনার উপর কিতাব নাযিল করেছি প্রতিটি বিষয়ের জন্য বিশদ ও সুস্পষ্ট বয়ানরূপে এবং মুসলিমীনের জন্য হিদায়াত ও রহমত ও সুসংবাদরূপে।

(রুকূ – ১৩)

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُوْنَ ۝٩٠ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عٰهَدْتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا ؕ
اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ۝٩١

৯০. আল্লাহ্‌ তো আদেশ করেন ন্যায়পরতা ও সদাচারের এবং নিকটাত্মীয়কে (তার/তাদের হক আদায় করে) দেয়ার, আর নিষেধ করেন অশ্লীলতা ও মন্দকর্ম ও অবাধ্যতা থেকে। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন, যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর। ৯১. আর তোমরা আল্লাহ্‌র (সঙ্গে করা) ওয়াদা রক্ষা কর, যখন তোমরা (আল্লাহ্‌র সঙ্গে, বান্দার সঙ্গে, নিজের সঙ্গে কোন) ওয়াদা কর।[৭০১] আর (আল্লাহ্‌র নামের উচ্চারণ দ্বারা) কসম (ও শপথ)কে পোক্ত করার পর তা ভঙ্গ কর না, এমন

---

[৭০০] তখন তারা তাদের দিকে...

[৭০১] প্রতিটি ওয়াদাই মূলত আল্লাহ্‌র সঙ্গে কৃত ওয়াদা।

অবস্থায় যে, আল্লাহ্‌কে তোমরা নিজেদের উপর নেগরান নির্ধারণ করেছো[৭০২]। তোমরা যাকিছু কর, অবশ্যই আল্লাহ্ তা জানেন।

وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ
أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٩٢﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

৯২. আর যে নারী (চরকায়) পোক্তভাবে নিজের সূতা পাকানোর পর তার পাক খুলে নষ্ট করে ফেলেছে, তোমরা তার মতো হয়ো না,[৭০৩] এভাবে যে, তোমরাও নিজেদের কসম (পোক্ত করার পর ভঙ্গ করে সেগুলোকে) নিজেদের মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টির উপলক্ষ বানাও, শুধু এ জন্য যে, একদল অন্য দল থেকে কিছু বেশী ফায়দা হাছিল করবে। আল্লাহ্ তো শুধু এর দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা/যাচাই করেন। আর কেয়ামতের দিন ঐসববিষয় তোমাদের সামনে তিনি সত্যি সত্যি বয়ান করবেন যা নিয়ে তোমরা মতবিরোধ করছিলে। ৯৩. আর আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করতেন তাহলে তোমাদেরকে (বাধ্যতামূলকভাবে) এক উম্মত (অভিন্ন দ্বীনের অনুসারী) বানাতে পারতেন, কিন্তু আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন (অহঙ্কার ও দম্ভের কারণে) তাকে পথচ্যুত করেন, আর যাকে ইচ্ছা করেন (সত্যমুখিতার কারণে) তাকে হিদায়াত দান করেন। আর (দুনিয়াতে) যাকিছু তোমরা করতে, (হাশরে) সে সম্পর্কে সত্যি সত্যি তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে।

وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ
لَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٩٤﴾ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩٥﴾ مَا
عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾

৯৪. আর তোমাদের কসমগুলোকে তোমরা নিজেদের মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টির মাধ্যম বানিয়ো না, যার ফলে কোন কদম স্থির থাকার পর পিছলে যাবে, আর তোমরা কঠিন আযাব আস্বাদন করবে, এ কারণে যে, তোমরা মানুষকে আল্লাহ্‌র রাস্তা থেকে বাধা দিয়েছো। এ অবস্থায় তোমাদের জন্য বিরাট আযাব নির্ধারিত হবে।[৭০৪] ৯৫. আর আল্লাহ্‌র (সঙ্গে করা) ওয়াদাকে তোমরা সামান্য মূল্যে বিক্রি কর না। যদি তোমরা (আখেরাতের হাকীকত) জানতে পারো (তাহলে অবশ্যই স্বীকার করবে যে,) যাকিছু আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে সেটাই তোমাদের জন্য উত্তম।[৭০৫] ৯৬. তোমাদের কাছে যাকিছু

---

[৭০২] তত্ত্বাবধায়করূপে গ্রহণ করেছ।

[৭০৩] নিজের হাতে নিজের পরিশ্রম পণ্ড করার কারণে আরবসমাজে ঐ নারী প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। যারা জোরালো কসম করার পর অবলীলায় তা ভঙ্গ করে, সে তো ঐ নির্বোধ নারীর মতই হল।

[৭০৪] তোমাদের দেখে অন্যরাও কসম ভঙ্গ করতে পারে, তাহলে তার কদম তো দ্বীনের উপর স্থির ছিল, কিন্তু তোমার কারণে দ্বীনের পথ থেকে তার পদস্খলন ঘটলো, এভাবে তাকে তুমি আল্লাহ্‌র রাস্তা থেকে বাধাদানকারী হলে, তাই তাদেরও গোনাহ তোমাদের আমলনামায় আসবে। তো এটা হল তোমার কসম ভঙ্গ করার বড় ক্ষতি।

[৭০৫] সুতরাং ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার তুচ্ছ লাভ বর্জন কর এবং চিরস্থায়ী আখেরাতের মহানেয়ামত অর্জনে প্রয়াসী হও।

আছে তা ফুরিয়ে যাবে, আর যা আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে তা চিরস্থায়ী। আর যারা ছবর করেছে তাদের সর্বোত্তম কাজ অনুযায়ী অতিঅবশ্যই তাদের আমি তাদের প্রতিদান দেব।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا
كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۝ اِنَّهٗ لَيْسَ لَهٗ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝ اِنَّمَا سُلْطٰنُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يَتَوَلَّوْنَهٗ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِهٖ مُشْرِكُوْنَ ۝

৯৭. নর হোক বা নারী, যে-ই কোন নেক আমল করেছে মুমিন অবস্থায় অতিঅবশ্যই তাকে আমি উত্তম জীবন যাপন করাবো, আর তাদেরকে তাদের সর্বোত্তম আমল অনুযায়ী প্রতিদান দেবো। ৯৮. তো যখন তুমি কোরআন পড়ো তখন তুমি বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা কর। ৯৯. শয়তানের কোন ক্ষমতাই নেই তাদের উপর যারা ঈমান এনেছে, আর (যারা) আপন রবের উপর তাওয়াক্কুল করে। ১০০. তার ক্ষমতা তো চলে শুধু তাদের উপর যারা তাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, আর যারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে শিরক করে।

(রুকূ - ১৪)

وَاِذَا بَدَّلْنَآ اٰيَةً مَّكَانَ اٰيَةٍ ۙ وَّاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مُفْتَرٍ ۭ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ قُلْ نَزَّلَهٗ
رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ ۝ وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ
اِنَّمَا يُعَلِّمُهٗ بَشَرٌ ۭ لِسَانُ الَّذِيْ يُلْحِدُوْنَ اِلَيْهِ اَعْجَمِيٌّ وَّهٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِيْنٌ ۝

১০১. আর যখন আমি এক আয়াতকে অন্য আয়াত দ্বারা বদল করি, আর আল্লাহই উত্তম জানেন যে, তিনি কী নাযিল করবেন। তখন কাফিরীন বলে, তুমি তো (আল্লাহ্‌র নামে) অপবাদ আরোপ করছো। আসল কথা হল, তাদের অধিকাংশই (দ্বীন ও শরী'আতের হাকীকত) জানে না। ১০২. (আয় পেয়ারে নবী! তাদের) আপনি বলুন, রূহুল কুদুস সত্যভাবে এটি নাযিল করেছেন আপনার রবের পক্ষ হতে, যাতে (এর মাধ্যমে) আহলে ঈমানকে তিনি দৃঢ়তা দান করেন এবং যাতে তা মুসলিমীনের জন্য হিদায়াত ও সুসংবাদ হয়। ১০৩. আর আমি সুনিশ্চিত জানি যে, (আপনার সম্পর্কে) তারা বলে, তাকে তো শিখিয়ে দেয় কোন মানুষ।[৭০৬] (অথচ) তারা যে ব্যক্তির দিকে (এটি) সম্পৃক্ত করছে তার ভাষা হল আজমী, আর এটি হল সুস্পষ্ট আরবী ভাষা।

اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۙ لَا يَهْدِيْهِمُ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝ اِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ
بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۚ وَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ۝ مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖٓ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَىِٕنٌّۢ بِالْاِيْمَانِ
وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا

[৭০৬] মক্কায় বাসকারী বহিরাগত বিশেষ ব্যক্তির প্রতি ইঙ্গিত, আল্লাহ্‌র নবীর কাছে যার যাতায়াত ছিল, ব্যস, এ অজুহাতেই এমন জঘন্য অপবাদ!

الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ۝

১০৪. যারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমস্তের প্রতি ঈমান আনে না, তাদের তো আল্লাহ্ হিদায়াত দেন না, আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। ১০৫. (আল্লাহ্‌র প্রতি) মিথ্যা আরোপ তো করে শুধু তারা যারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমস্তের প্রতি ঈমান রাখে না। আর ওরাই হল মিথ্যাবাদী। ১০৬. যে ব্যক্তি (আল্লাহ্‌র প্রতি) ঈমান আনার পর, আল্লাহ্‌র সঙ্গে কুফুর করে, তবে সে নয় যার উপর (কুফুর করার জন্য) বলপ্রয়োগ করা হয়েছে, অথচ তার অন্তর ঈমানের উপর পূর্ণ আশ্বস্ত,[৭০৭] বরং যারা আপন বক্ষ কুফুরের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছে, তো তাদেরই উপর (হবে) আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে (অনিবার্য) গযব, আর তাদের জন্য রয়েছে বিরাট আযাব। ১০৭. এ আযাব-গযব এ জন্য যে, তারা দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের উপর অধিক প্রিয়তা দান করেছে, আর এজন্য যে, আল্লাহ্ কাফির কাউমকে হিদায়াত দান করেন না।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ۝ لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝ ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا ثُمَّ جٰهَدُوْا وَصَبَرُوْٓا ۙ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

১০৮. ওরাই এমন লোক, আল্লাহ্ যাদের কলব, তাদের শ্রবণশক্তি এবং তাদের চোখের উপর মোহর করে দিয়েছেন, আর ওরাই হল গাফেল। ১০৯. কোন সন্দেহ নেই যে, আখেরাতে তারাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত। ১১০. তারপর অবশ্যই আপনার রবের বিষয় এই যে, কঠিন নির্যাতনের শিকার হওয়ার পর যারা হিজরত করেছে, তারপর জিহাদ করেছে এবং ছবর করেছে, আপনার রব এসবকিছুর পর অবশ্যই পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(রুকূ - ১৫)

يَوْمَ تَاْتِيْ كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَّفْسِهَا وَتُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝ وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَّاْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ۝ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ ۝

১১১. (এগুলো হবে) ঐ-দিন যখন প্রত্যেক ব্যক্তি আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বিবাদ করে করে আসবে/হাযির হবে, আর প্রত্যেক ব্যক্তিকে যাকিছু সে করেছে তার পুরো প্রতিদান দেয়া হবে, আর তাদের উপর কোন যুলুম করা হবে না। ১১২. আর আল্লাহ্ এক বস্তির উদাহরণ দিয়েছেন, যা পূর্ণ নিরাপদ ও প্রশান্তিপূর্ণ ছিল, প্রত্যেক স্থান থেকে তার রিযিক তার কাছে আসতো প্রাচুর্যের সঙ্গে, তারপর জনপদের লোকেরা আল্লাহ্‌র নেয়ামতের প্রতি কুফুর শুরু করল, তখন আল্লাহ্ তাদের নিরন্তর কৃতকর্মের কারণে তাদেরকে এমন শাস্তি আস্বাদন করালেন যে, ক্ষুধা ও ভয় তাদের যেন আচ্ছাদন

---

[৭০৭] যদি কুফুরের উচ্চারণ (বা আচরণ) করার জন্য এমন চাপ আসে, তার দুর্বল সত্তা যার মোকাবেলা করতে পারে না তাহলে ঐ উচ্চারণ-আচরণ ক্ষমাযোগ্য, যদি অন্তর ঈমানের উপর স্থির থাকে, যার ইলম শুধু আল্লাহ্‌র আছে।

হয়ে গেলো।[৭০৫] ১১৩. আর সুনিশ্চিত, তাদের কাছে এসেছিলেন তাদেরই মধ্য হতে একজন রাসূল। তখন তারা তাকে ঝুটলালো/তাকযীব করল, তখন আযাব তাদের পাকড়াও করল, এমন অবস্থায় যে, তারা যালিম ছিল।

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ۝ اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ
وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ وَلَا
تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلٰلٌ وَّهٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ۭ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ
الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ ۝ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ۠ وَّلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

১১৪. তো (আয় আহলে ঈমান!) আল্লাহ্ যাকিছু রিযিক তোমাদের দান করেছেন হালাল ও তাইয়েব -রূপে, তা থেকে তোমরা আহার কর। আর তোমরা আল্লাহ্‌র নেয়ামতের শোকর আদায় কর যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত করতে চাও। ১১৫. আল্লাহ্ তো তোমাদের উপর হারাম করেছেন শুধু মৃতপশু এবং রক্ত এবং শূকরের গোশত এবং যে পশু গায়রুল্লাহ্‌র নামে কাটা হয়েছে (বা আল্লাহ্‌র নামে যবেহ করা হয়নি)। তবে যে (ব্যক্তি) ক্ষুধায় তাড়িত হল (এবং কিছু খেলো), না ইচ্ছুক হয়ে, আর না স্বেচ্ছাচারী হয়ে।[৭০৯] তো (তার ক্ষেত্রে) আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ১১৬. আর যেসব বস্তু সম্পর্কে তোমাদের জিহ্বা মিথ্যা আওড়ায় সে সম্পর্কে আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা আরোপ করে বলো না যে, এটা হালাল ও এটা হারাম। আল্লাহ্‌র নামে যারা মিথ্যা আরোপ করে তারা (কিছুতেই) সফল হয় না।
১১৭. (দুনিয়ার জীবনে তাদের) ভোগবিলাস অতি অল্প, আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝ ثُمَّ اِنَّ
رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ عَمِلُوا السُّوْۗءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْٓا ۙ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

১১৮. আর (আয় পেয়ারে নবী!) ইহুদীধর্মের যারা অনুসারী, তাদের উপর আমি হারাম করেছিলাম[৭১০] এমনকিছু জিনিস যা আগেই আমি আপনাকে বয়ান করে শুনিয়েছি। সত্য হল, আমি তাদের উপর কোন যুলুম করিনি, তারাই বরং নিজেদের উপর যুলুম করত। ১১৯. তারপরো আপনার রব্ এমন যে, যারা মন্দ কর্ম করেছে অজ্ঞতার কারণে, তারপর ঐ সমস্ত মন্দকর্মের পর তাওবা করেছে

---

[৭০৮] আর উদাহরণরূপে আল্লাহ্ এক জনপদের উল্লেখ করেছেন, যা ছিল সুখী নিরাপদ: যার খাদ্যসম্ভার চারদিক থেকে আসতো প্রাচুর্যের সঙ্গে। কিন্তু ঐ জনপদ আল্লাহ্‌র নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ হল। ফলে ঐ জনপদকে আল্লাহ্ ক্ষুধা ও ভীতির পোশাক পরিয়ে দিলেন/ঐ জনপদকে আল্লাহ্ ক্ষুধা ও ভীতির শাস্তি আস্বাদন করালেন। (এটা হল) ঐ কৃতকর্মের কারণে যা তারা করে চলেছিল।

[৭০৯] অর্থাৎ ক্ষুধার কষ্ট দূর হওয়ার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু নেবে, স্বেচ্ছাচার করবে না।

[৭১০] আর ইহুদীদের উপর আমি হারাম...

এবং (নিজেদের অবস্থা) সংশোধন করে নিয়েছ, তো আপনার রব্ ঐ সমস্ত মন্দকর্মের পরে অবশ্যই অবশ্যই পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(রুকূ - ১৬)

إِنَّ إِبْرٰهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيفًا ۖ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٠﴾ شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ ۖ اجْتَبٰهُ وَهَدٰهُ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٢١﴾ وَآتَيْنٰهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِينَ ﴿١٢٢﴾ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرٰهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٣﴾ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ ۖ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٢٤﴾

১২০. ইবরাহীম তো ছিলেন পুরো একটি উম্মতের সমতুল্য, আল্লাহ্‌র প্রতি অনুগত এবং তাওহীদের প্রতি অবিচল, আর তিনি মুশরিকীন থেকে ছিলেন না।[৭১১] ১২১. তিনি আল্লাহ্‌র সমস্ত নেয়ামতের প্রতি ছিলেন শোকরগোযার। আল্লাহ্ তাঁকে (নিজের জন্য) মনোনীত করেছিলেন, আর সরল পথের দিকে পরিচালিত করেছিলেন। ১২২. আর তাঁকে আমি দুনিয়াতে কল্যাণ দান করেছি, পক্ষান্তরে আখেরাতে অবশ্যই তিনি নেককারদের মধ্যে শামিল হবেন। ১২৩. (আয় পেয়ারে নবী!) তারপর আমি আপনার প্রতি অহী পাঠালাম যে, আপনি ইবরাহীমের মিল্লাত অনুসরণ করুন, যিনি আল্লাহ্‌র প্রতি নিবেদিত ছিলেন, আর তিনি মুশরিকীনের দলে ছিলেন না।[৭১২] ১২৪. 'শনিবারীয়' বিধান তো শুধু তাদেরই উপর আরোপ করা হয়েছিল যারা এ বিষয়ে মতভেদ করেছিল।[৭১৩] আর আপনার রব কিয়ামতের দিন তাদের মাঝে সত্যি সত্যি ফায়ছালা করবেন যে বিষয়ে তারা মতভেদ করত।

ادْعُ إِلٰى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۖ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِينَ ﴿١٢٦﴾ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٧﴾ إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَّالَّذِينَ هُمْ مُّحْسِنُونَ ﴿١٢٨﴾

১২৫. (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি আপনার রবের পথে ডাকুন প্রজ্ঞা ও সদুপদেশের সঙ্গে, আর (প্রয়োজনে) তাদের সঙ্গে বিতর্ক করুন ঐ পন্থায় যা সর্বোৎকৃষ্ট। অবশ্যই আপনার রবই অধিক জ্ঞাত তাদের সম্পর্কে যারা তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, আর তিনিই অধিক জ্ঞাত হিদায়াতপ্রাপ্তদের সম্পর্কে। ১২৬. আর (আয় আহলে ঈমান!) যদি তোমরা (কারো কোন যুলুমের) সাজা দিতে চাও

---

[৭১১] আর তিনি মুশরিকদলে শামিল ছিলেন না/ তিনি মোটেই মুশরিক ছিলেন না।

[৭১২] আপনি আল্লাহ্‌র প্রতি নিবেদিত ইবরাহীমের পথ ও পন্থা অনুসরণ করুন। তিনি কিন্তু মুশরিক ছিলেন না।

[৭১৩] শনিবারের সাপ্তাহিক ধর্মীয় দিবসের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বিধান, যাতে কাজকর্ম এবং মৎসশিকার নিষিদ্ধ ছিল। তো হালালকে হারাম করার ঐ বিধান যাদের উপর আরোপ করা হয়েছিল, তা তাদের কেউ মেনেছে, কেউ মানেনি। এভাবে তারা কর্মত ভিন্নতার পথ ধরেছিল।

তাহলে ততটুকুই সাজা দাও যতটুকু যুলুম তোমাদের উপর করা হয়েছে। আর যদি ছবর কর (এবং মাফ কর) তাহলে তো ছাবিরীনের জন্য তা খুবই উত্তম। ১২৭. আর (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি ছবর করুন, তবে আপনার ছবর সম্ভব নয় আল্লাহ্‌র সাহায্য ছাড়া। আর আহলে কুফুরের উপর আপনি বিষণ্ন হবেন না, আর তারা যে চক্রান্ত করে সেজন্য অপ্রসন্নতার মধ্যে থাকবেন না। আল্লাহ্ অবশ্যই তাদের সঙ্গে রয়েছেন যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করে, আর যারা নেককার।

سُورَةُ الإسْراء١٧؛ مَكِّيَّة؛ آياتُها ١١١ ورُكوعاتُها ١٢

১৭-সূরাতুল ইসরা, মাক্কী; আয়াত, ১১১, রুকূ, ১২

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سُبْحٰنَ الَّذِيْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِيْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا ۭ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ۝ وَاٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ اَلَّا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِيْ وَكِيْلًا ۝ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ۭ اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا ۝

(শুরু করছি) রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে

১. পবিত্র ঐ (মহান) সত্তা যিনি তাঁর বান্দাকে রাতে রাতেই যাত্রা করিয়েছেন মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকছা পর্যন্ত, যার চারপাশে আমি বরকত রেখেছি, (যাত্রা করানোর কারণ!) যাতে আমি তাঁকে আমার কিছু নিশান ও নিদর্শন দেখাতে পারি। তিনিই তো সব শুনেন, দেখেন। ২. আর মূসাকে আমি (তাওরাত) কিতাব দিয়েছি এবং সেটিকে বনী ইসরাঈলের জন্য হিদায়াতের মাধ্যম বানিয়েছি, এ আদেশসহ যে, আমাকে ছাড়া কাউকে তোমরা কর্মব্যবস্থাপকরূপে গ্রহণ কর না। ৩. হে তাদের বংশধর, যাদের আমি নূহের সঙ্গে কিশতিতে বহন করেছি/আরোহণ করিয়েছি। অবশ্যই তিনি ছিলেন শোকরগোযার বান্দা।[৭১৪]

وَقَضَيْنَآ اِلٰى بَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ فِي الْكِتٰبِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيْرًا ۝ فَاِذَا جَاۗءَ وَعْدُ اُوْلٰىهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ اُولِيْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ فَجَاسُوْا خِلٰلَ الدِّيَارِ ۭ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُوْلًا ۝ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَاَمْدَدْنٰكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَجَعَلْنٰكُمْ اَكْثَرَ نَفِيْرًا ۝

৪. আর আমি ফায়ছালা পাঠিয়েছি বনী ইসরাঈলের প্রতি কিতাবে (অহীযোগে যে,) অতিঅবশ্যই ভূখণ্ডে তোমরা দু'দফা ফাসাদ সৃষ্টি করবে এবং অতিঅবশ্যই তোমরা অবাধ্যতা করবে বড় ধরনের

---

[৭১৪] মানবসম্প্রদায়কে, বিশেষ করে বনী ইসরাঈলকে এভাবে সম্বোধন করার উদ্দেশ্য ঐ মহাঅনুগ্রহ স্মরণ করিয়ে শোকরে উদ্বুদ্ধ করা। তাই হযরত নূহ আ.র শোকরগুণটি এখানে বিশেষভাবে উল্লেখিত হয়েছে। বলাবাহুল্য, শোকরই মানুষকে 'ফরস থেকে আরশে' পৌঁছে দেয়, আর নাশোকরি আরশ থেকে ফরসে নামিয়ে আনে।

অবাধ্যতা।[৭১৫] ৫. অনন্তর যখন আসবে দু'বারের প্রথম বারটির (শাস্তির) নির্ধারিত সময় তখন আমি পাঠাবো তোমাদের বিরুদ্ধে আমার এমন কিছু বান্দা, যারা (হবে) ভীষণ পরাক্রমের অধিকারী।[৭১৬] অনন্তর তারা সমগ্র শহরে ছড়িয়ে পড়বে। আর তা এমন ওয়াদা (ও ভবিষ্যদ্বাণী) যা কার্যকর হবেই হবে। ৬. তারপর (অনুতাপ ও তাওবার কারণে) আমি তোমাদের অনুকূলে ফিরিয়ে দেবো তাদের উপর পাল্টা আঘাত (ও বিজয়)।[৭১৭] তারপর (তোমাদের লুণ্ঠিত) সম্পদ ও পুত্রদের (ফিরিয়ে দেয়া) দ্বারা তোমাদের আমি শক্তি যোগাবো। আর তোমাদের আমি অধিকতর যুদ্ধজনবলের অধিকারী করে দেবো।[৭১৮]

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ۝

৭. যদি তোমরা পুণ্যকর্ম কর (তাহলে) নিজেরই (কল্যাণের জন্য) পুণ্যকর্ম করবে; আর যদি মন্দকর্ম কর (তাহলে তা করবে) নিজেরই বিপক্ষে। অনন্তর যখন পরবর্তী বারের (শাস্তির) নির্ধারিত সময় আসবে (তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে অন্য লশকর পাঠাবো,) যেন তারা তোমাদের চেহারা বিষাদগ্রস্ত করে দেয় এবং যেন তারা মসজিদে (আকছায়) ঢুকে পড়ে যেমন (প্রথম লশকর) প্রথমবার তাতে ঢুকে পড়েছিল[৭১৯] এবং যেন তারা (সবকিছু) ধ্বংস করে দেয় যতদিন তারা (তোমাদের উপর) চড়াও হয়ে থাকে।[৭২০]

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ ۚ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا ۘ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ۝ إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۝ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

৮. খুবই সম্ভব যে, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের উপর দয়া করবেন। আর যদি তোমরা (মন্দের দিকে) ফের তাহলে আমিও (শাস্তির দিকে) ফিরব।[৭২১] আর জাহান্নামকে আমি কাফিরীনের জন্য

---

[৭১৫] এটি ছিল বনী ইসরাঈল সম্পর্কে আসমানি কিতাবে আসমানের ভবিষ্যদ্বাণী যে, শামের বা-বরকত যমীনে ইহুদীরা দু'বার বড় ধরণের অনাচার ও ফাসাদ সৃষ্টি করবে এবং কঠিন আযাবের সম্মুখীন হবে।

[৭১৬] পাঠাবো মহাপরাক্রমের অধিকারী আমার কিছু বান্দা...

[৭১৭] ভিন্ন তরজমা– আমি তাদের উপর তোমাদের আধিপত্য দান করব। (সরাসরি তোমাদের আধিপত্য, বা অন্য জাতির মাধ্যমে যারা হবে তোমাদের অনুকূল।)

[৭১৮] হানাদার ছিল ব্যাবিলনের নেবু কাডনেযার (বাবেলের বুখতে নাছ্ছার)। সাজার মেয়াদ ছিল সত্তর বছর। উদ্ধারকারী ছিল পারস্যের সম্রাট সাইরাস। তারা ফিলিস্তীনে এসে ধনে জনে সমৃদ্ধ হয়ে আবার ফাসাদ শুরু করল...

[৭১৯] দ্বিতীয় বারের হামলা করেছিল রোমক সম্রাট তিতাউস সত্তর খৃ.।

[৭২০] এ তরজমার ভিত্তি এই যে, ৳ সময়জ্ঞাপক। ভিন্ন তরজমা– যেন তারা ঐ সবকিছু তছনছ করে দেয় যা তাদের দখলে আসবে। এখানে ৳ অব্যয়টি বস্তুবাচক।

[৭২১] এটা ছিল আখেরি আসমানি কিতাবের মাধ্যমে চূড়ান্ত হুঁশিয়ারি। বস্তুত ফাসাদ, অনাচার, ধূর্ততা ও হিংস্রতা, এটা হল ইহুদিচরিত্র, যা এখনো অব্যাহত রয়েছে, যার সর্বসাম্প্রতিক উদাহরণ হল গায্যার বুকে ইহুদীধ্বংস-যজ্ঞ, যার সমাপ্তি ঘটবে কেয়ামত আসন্ন হওয়ার সময়।

কয়েদখানা বানিয়েছি। ৯. বস্তুত এই কোরআন ঐ পথ প্রদর্শন করে যা সরলতম। আর সুসংবাদ দেয় মুমিনীনকে, যারা নেক নেক আমল করে, (সুসংবাদ দেয়) যে, তাদের জন্য রয়েছে বড় প্রতিদান- ১০. আর (জানান দেয়) যে, যারা আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে না তাদের জন্য আমি তৈরী করে রেখেছি যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

(রুকূ - ২)

وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَآءَهٗ بِالْخَيْرِ ؕ وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلًا ﴿۱۱﴾ وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ اٰيَتَيْنِ فَمَحَوْنَآ اٰيَةَ الَّيْلِ وَجَعَلْنَآ اٰيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ؕ وَكُلَّ شَیْءٍ فَصَّلْنٰهُ تَفْصِيْلًا ﴿۱۲﴾ وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طٰٓئِرَهٗ فِیْ عُنُقِهٖ ؕ وَنُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّلْقٰىهُ مَنْشُوْرًا ﴿۱۳﴾ اِقْرَاْ كِتٰبَكَ ؕ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ﴿۱۴﴾

১১. আর (কিছু) মানুষ (যেমন আহলে মক্কা) মন্দের (আযাবের) এমন তাগাদা দেয় যেমন তাগাদা দেয়া কর্তব্য কল্যাণের বিষয়ে। আসলে মানুষ তাড়াহুড়াপ্রবণ (বলে প্রমাণিত) হয়েছে। ১২. আর রাত ও দিনকে আমি (আমার কুদরতের) দু'টি নিদর্শন বানিয়েছি। অনন্তর রাতের নিদর্শনকে তো আমি (অন্ধকার দ্বারা) মুছে দিয়েছি,[৭২২] পক্ষান্তরে দিনের নিদর্শনকে বানিয়েছি আলোকিত (ও অবলোকন -যোগ্য),[৭২৩] যাতে তোমরা আপন রবের পক্ষ হতে দেয়া অনুগ্রহ তালাশ করতে পারো, আর যেন তোমরা জানতে পারো বছরসমস্তের গণনা এবং (মাসগুলোর) হিসাব। আর প্রতিটি বিষয়কে আমি আলাদা আলাদা বিশদরূপে বর্ণনা করেছি। ১৩. আর প্রত্যেক মানুষের (আমলের ভালো বা মন্দ) পরিণাম তার গলার সঙ্গে সেঁটে দিয়েছি/অবিচ্ছেদ্য করে দিয়েছি।[৭২৪] আর কেয়ামতের দিন তার জন্য (তার আমলনামা) আমি লিখিত আকারে বের করে আনব, যা সে (নিজের সামনে) উন্মুক্তরূপে দেখতে পাবে। ১৪. (আর তাকে বলা হবে), পড়ো তুমি তোমার আমলনামা। আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব নেয়ার জন্য যথেষ্ট হবে।

مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِیْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ؕ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ؕ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا ﴿۱۵﴾ وَاِذَآ اَرَدْنَآ اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنٰهَا تَدْمِيْرًا ﴿۱۶﴾ وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْۢ بَعْدِ نُوْحٍ ؕ وَكَفٰى بِرَبِّكَ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًا بَصِيْرًا ﴿۱۷﴾

১৫. যে সরল পথে/হিদায়াতের পথে চলে সে (আসলে) নিজের উপকারের জন্যই চলে, আর যে (সরল পথ থেকে) বিচ্যুত হয় সে (আসলে) নিজের উপর (সর্বনাশ ডেকে আনার জন্যই) বিচ্যুত হয়। আর কোন বোঝা বহনকারী (নিজেরই পাপের বোঝা বহন করবে,) অন্যকারো (পাপের) বোঝা

---

[৭২২] উপরের তরজমা শব্দানুগ, এখানে সরল তরজমা, 'আর রাত (এবং রাতের সবকিছু) আমি অন্ধকার করেছি (তোমাদের আরামের জন্য)।

[৭২৩] আর দিন (ও দিনের সবকিছু) আমি করেছি আলোকিত....

[৭২৪] অর্থাৎ দুই কাঁধের ফিরেশতা দ্বারা লেখার ব্যবস্থা করা হয়েছে, যা বিচারের দিন বান্দার সামনে রাখা হবে।

বহন করবে না। আর আমি (কখনো কোন ব্যক্তি বা সমাজকে) আযাব দেই না যতক্ষণ (না) কোন (সতর্ককারী) রাসূল প্রেরণ করি। ১৬. আর (তাওহীদ ও রিসালাত অস্বীকার করার অপরাধে আযাবের উপযুক্ত) কোন জনপদকে যখন আমি ধ্বংসের ইচ্ছা করি তখন সেখানকার বিলাসী (ও প্রাচুর্যগ্রস্ত) শ্রেণীকে (বিশেষভাবে এবং প্রান্তিক শ্রেণীকে সাধারণভাবে) আদেশ করি (যেন তারা সৎ ও সত্য পথে ফিরে আসে), কিন্তু সেখানে তারা (আরো বেশী) পাপাচার (শুরু) করে, ফলে ঐ জনপদের উপর (আযাবের) সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে যায়, তখন আমি তা সমূলে ধ্বংস করে ফেলি ১৭. আর নূহের পরে কত প্রজন্মকে (তাদের পাপাচারের কারণে) আমি ধ্বংস করেছি! আর (আয় পেয়ারে নবী!) আপনার রব তাঁর বান্দাদের সমস্ত গোনাহ সম্পর্কে পূর্ণ বা-খবর, পূর্ণ অবলোকনকারী। আর এজন্য তিনি স্বয়ং যথেষ্ট।[৭২৫]

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ جَهَنَّمَ ۚ يَصْلٰىهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا ﴿١٨﴾
وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا ﴿١٩﴾ كُلًّا نُّمِدُّ هٰٓؤُلَآءِ وَهٰٓؤُلَآءِ مِنْ
عَطَآءِ رَبِّكَ ۚ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُوْرًا ﴿٢٠﴾ اُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۚ وَلَلْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجٰتٍ وَّ
اَكْبَرُ تَفْضِيْلًا ﴿٢١﴾ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوْمًا مَّخْذُوْلًا ﴿٢٢﴾

১৮. যে ব্যক্তি (দুনিয়ার) ক্ষণিক ও তাৎক্ষণিক লাভই চায়, আমি তাকে এখানেই জলদি দিয়ে দিই, (তবে সবাইকে নয় এবং সবটুকু নয়, বরং) যতটুকু চাই এবং যার জন্য চাই। তারপর তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করি, নিন্দিত (ও) অনুগ্রহবঞ্চিত অবস্থায় সে তাতে ঝলসাতে থাকবে। ১৯. আর যে ব্যক্তি আখেরাত (ও তার কল্যাণ) চায়, আর তার জন্য চেষ্টা করে যথাযোগ্য চেষ্টা, আর (আগে থেকে) সে মুমিনও, তো ওরা, (আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে) তাদেরই চেষ্টার পূর্ণ কদর করা হবে। ২০. (আয় পেয়ারে নবী! দুনিয়াতে) আপনার রবের দান থেকে আমি এদেরকে এবং এদেরকে, সবাইকে কৃতার্থ করি। আর আপনার রবের দান (কারো জন্য) বন্ধ/রুদ্ধ হয় না। ২১. দেখো, কীভাবে আমি তাদের কতিপয়কে কতিপয়ের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। তবে আখেরাত অবশ্যই মর্যাদায়ও বড় এবং মাহাত্ম্যেও বড়। ২২. তুমি আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য কোন ইলাহ্ নির্ধারণ কর না, তাহলে নিন্দাযোগ্য (ও) সঙ্গবঞ্চিত হয়ে বসে থাকবে।

(রুকূ – ৩)

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۚ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ
اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ﴿٢٣﴾ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ
صَغِيْرًا ﴿٢٤﴾ رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِيْ نُفُوْسِكُمْ ۚ اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا ﴿٢٥﴾

২৩. আর (আয় মোখাতাব!) তোমার রব্ নির্দেশ দিয়েছেন এই মর্মে যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া আর কারো ইবাদত কর না, আর পিতা-মাতার সঙ্গে সদাচার কর। পিতা-মাতার কোন একজন, বা

---

[৭২৫] ভিন্ন তরজমা, আর আপনার রবই যথেষ্ট নিজের বান্দাকুলের পাপরাশি সম্পর্কে পূর্ণ অবগত, পূর্ণ অবলোকন-কারী হওয়ার জন্য।

উভয়ে যদি তোমার কাছে বার্ধক্যে উপনীত হয় তাহলে তাদের উদ্দেশ্যে 'উফ' পর্যন্ত বলো না, আর তাদেরকে সামান্য 'অসম্মান'ও কর না।[৭২৬] বরং তাদের উদ্দেশ্যে কোমল/সম্মানপূর্ণ কথা বলো। ২৪. তাদের প্রতি মমতাপূর্ণ ও বিনয়নম্র আচরণ কর।[৭২৭] আর বলো, (আয়) মেরে রাব্ব, তাদের প্রতি আপনি দয়া করুন, যেমন তারা ছোট অবস্থায় আমার প্রতিপালন করেছেন। ২৫. (বাহ্যিক সদাচরণই যথেষ্ট নয়, অন্তরে ভক্তিশ্রদ্ধা ও মায়ামমতা থাকাও জরুরি। আর) তোমাদের অন্তরে কী কী আছে, তোমাদের রব্ তা সবচে' ভালো জানেন। যদি তোমরা সৎ (ও সাধু) হয়ে যাও তাহলে (শোন), যারা অত্যন্ত আল্লাহ্মুখী তাদের জন্য তিনি পরম ক্ষমাশীল।

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ﴿٢٦﴾ اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ۭ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ﴿٢٧﴾ وَاِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاۗءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُوْرًا ﴿٢٨﴾ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا ﴿٢٩﴾ اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاۗءُ وَيَقْدِرُ ۭ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًۢا بَصِيْرًا ﴿٣٠﴾

২৬. আর নিকটাত্মীয়কে তার (আর্থিক ও 'অনার্থিক') হক দিয়ে যাও এবং মিসকীনকে এবং ইবনে সাবীলকেও (পথের মুসাফিরকেও তাদের হক দিতে থাকো)।[৭২৮] আর খেয়ালখুশিমত (মাল) উড়িয়ো না। ২৭. যারা খেয়ালখুশিমত (মাল) ওড়ায় নিঃসন্দেহে তারা শয়তানের ভাই, আর শয়তান তো তার রবের ঘোর নাফরমান/বড় না-শোকরা।[৭২৯] ২৮. আর যদি তুমি তাদের (প্রয়োজনগ্রস্তদের) এড়াতে চাও তোমার রবের পক্ষ হতে অনুগ্রহের সন্ধানে, আর তুমি তা আশা করছো, (তবে এখন দেয়ার সঙ্গতি নেই) [৭৩০] তাহলে তাদের উদ্দেশ্যে সহজ করে/কোমল করে কথা বলো। ২৯. আর (চূড়ান্ত কৃপণতা করে) নিজের হাতকে তুমি ঘাড়ের সঙ্গে বেঁধে রেখো না, আবার (ফযুল খরচ করতে গিয়ে) হাত বিলকুল খুলে দিয়ো না, যাতে (পরে) নিন্দিত ও নিঃস্ব হয়ে বসে থাকতে হয়। ৩০. তোমার রব্ তো (নিজ প্রজ্ঞার আলোকে) যার জন্য ইচ্ছা করেন রিযিক প্রশস্ত করে দেন, আবার (যার জন্য ইচ্ছা) সঙ্কুচিত করে দেন। আপন বান্দাদের বিষয়ে অবশ্যই তিনি পূর্ণ বা-খবর (ও) সর্বদর্শী।

---

[৭২৬] কোন কোন তরজমায় আছে 'তাদের ধমক দিয়ো না, 'নাহ্র'-এর চূড়ান্ত স্তর হল ধমক, এটা তো মা-বাবার ক্ষেত্রে কল্পনা করাও অন্যায়। এখানে 'নাহ্র' এর প্রাথমিক স্তর থেকেও নিষেধ করা উদ্দেশ্য, অর্থাৎ সামান্য কটূক্তি, সামান্য রূঢ়তা ও সামান্য বে-আদবী।

[৭২৭] মূলানুগ তরজমা, তাদের সামনে সদয়তার সঙ্গে বিনয়ের ডানা নত কর।

[৭২৮] ইবনে সাবীল পথের মুসাফির মানে এমন মুসাফির, দেশে যার প্রয়োজনীয় সম্পদ আছে, তবে সঙ্গে নেই।

[৭২৯] ইসরাফ মানে প্রয়োজনীয় কাজে অপ্রয়োজনীয় খরচ, তরজমা হল অপচয় বা ফযুল খরচ, আর তাবযীর মানে অপ্রয়োজনীয় ও বেহুদা কাজে পয়সা ওড়ানো, দু'টোই গোনাহ, তবে তাবযীর হল দ্বিগুণ গোনাহ।

[৭৩০] সুবহানাল্লাহ! এমনই হয় বক্তব্যের অলৌকিক ও ঐশ্বরিক প্রকাশ! অর্থাৎ তুমি আল্লাহ্র পক্ষ হতে রহমত ও সচ্ছলতা লাভের চেষ্টায় আছো এবং পাবে বলে আশায় আছো, তবে এখন নেই বলে তোমাকে অক্ষমতা প্রকাশ করতে হচ্ছে, এ অবস্থায় হাসিমুখে দু'টো ভালো কথা তো বলতে পারো। আপাতত তাই কর। তারপর যখন তাওফীক হবে নিজে থেকেই ডেকে তাদের হাতে কিছু তুলে দিয়ো।

(রুকূ - ৪)

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ۭ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ ۭ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا ۝ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۭ وَسَاۗءَ سَبِيْلًا ۝ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ۭ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفْ فِّي الْقَتْلِ ۭ اِنَّهٗ كَانَ مَنْصُوْرًا ۝ وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِىَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۠ وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ ۚ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔوْلًا ۝

৩১. আর নিজেদের সন্তানদের তোমরা অনটনের আশঙ্কায় হত্যা কর না।[৭৩১] রিযিক তো আমিই তাদের দান করি এবং তোমাদেরও। দেখো, তাদের হত্যা করা বড় গুরুতর অপরাধ। ৩২. আর যিনার ধারে কাছেও যেয়ো না। অবশ্যই এটা ফাহেশা[৭৩২] এবং (বড়) বিপথগামিতা।[৭৩৩] ৩৩. আর যে প্রাণকে আল্লাহ্ 'হুরমত' (ও মর্যাদা) দান করছেন (এবং হারাম করেছেন) তাকে হত্যা কর না, তবে (শরী'আতের) হক অনুযায়ী। আর যাকে অন্যায়ভাবে/মযলূমানা অবস্থায় হত্যা করা হয়েছে তার ওলী (ও অভিভাবক)কে আমি (কিছাছ গ্রহণের) অধিকার দিয়েছি, তবে হত্যা করার ক্ষেত্রে সে যেন সীমালঙ্ঘন না করে।[৭৩৪] (কিছাছের বিষয়ে) সে তো (শরী'আতের পক্ষ হতে) সাহায্যপ্রাপ্ত।[৭৩৫] ৩৪. আর তোমরা এতীমের মালের কাছেও যেয়ো না, তবে ঐ পন্থায় যা (এতীমের পক্ষে) সর্বোত্তম। (এতীমের মাল ধরে রাখার এ আদেশ) এতীমের শক্তসমর্থতার বয়সে উপনীত হওয়া পর্যন্ত।[৭৩৬] আর (কারো সঙ্গে করা) অঙ্গীকার পুরা কর। (বিচারের দিন) অঙ্গীকার সম্পর্কে অবশ্যই (তোমাদের) জিজ্ঞাসা করা হবে।

وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ۭ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ۝ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۭ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰۗىِٕكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔوْلًا ۝ وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا ۚ اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا ۝ كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهٗ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْهًا ۝

৩৫. আর যখন পরিমাপ করবে তখন পূর্ণরূপে পরিমাপ কর, আর ওযন কর সঠিক/নিখুঁত দাড়ি-পাল্লা দ্বারা। (আখেরাতের পাকড়াও থেকে বাঁচার পক্ষে) এটাই উত্তম পন্থা এবং পরিণামের বিচারে উৎকৃষ্ট। ৩৬. আর যে বিষয়ে তোমার সঠিক জ্ঞান (ও তথ্যগত জানকারি) নেই, (সত্য ভেবে) তার

---

[৭৩১] দুনিয়াতে আসার পর যেমন নয়, তেমনি ভ্রূণ অবস্থায়ও নয়।

[৭৩২] ফাহেশা মানে চরম নির্লজ্জতা। বলাবাহুল্য, নগ্নতামুখী পাশ্চাত্যসভ্যতা যেমন বলে, যিনা হরাম হওয়ার ভিত্তি সম্মতি-অসম্মতি নয়, আসমানের দৃষ্টিতে এর ভিত্তি হল ফাহেশা হওয়া এবং মানবসভ্যতার বিপর্যয়ের কারণ হওয়া

[৭৩৩] শব্দানুগ তরজমা– এবং পথ হিসাবে তা বড় মন্দ (হয়েছে)।

[৭৩৪] প্রথমত ঘাতক ছাড়া অন্যকাউকে হত্যা করা যাবে না, দ্বিতীয়ত হত্যার প্রতিহিংসামূলক ও নৃশংসতামূলক পন্থা অবলম্বন করা যাবে না, কিছুতেই না।

[৭৩৫] সুতরাং সীমালঙ্ঘন দ্বারা এ আসমানী মর্যাদা হতে বঞ্চিত হওয়া কিছুতেই সঙ্গত না।

[৭৩৬] তখন তো কর্তব্য হবে যথানিয়মে এতীমের মাল তার কাছে হস্তান্তর করা।

পিছনে যেয়ো না। কান, চোখ ও অন্তর, এগুলোর প্রতিটি সম্পর্কে অবশ্যই (তোমাদের) জিজ্ঞাসা করা হবে। ৩৭. আর ভূমিতে তোমরা দম্ভভরে বিচরণ/হাঁটাচলা কর না, তুমি তো কিছুতেই না পারবে ভূমি বিদীর্ণ করতে, আর না পারবে উচ্চতায় পাহাড়-পর্বত পর্যন্ত পৌঁছতে। ৩৮. (আয় পেয়ারে নবী!) ঐসবক'টি মন্দকর্ম এমন যে, আপনার রবের নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয়।[৭৩৭]

ذٰلِكَ مِمَّآ اَوْحٰٓى اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ؕ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتُلْقٰى فِىْ جَهَنَّمَ مَلُوْمًا مَّدْحُوْرًا ۝ اَفَاَصْفٰىكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِيْنَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ اِنَاثًا ؕ اِنَّكُمْ لَتَقُوْلُوْنَ قَوْلًا عَظِيْمًا ۝

৩৯. এগুলো এমনসব হিকমত ও প্রজ্ঞার কথা যা আপনার রব আপনার প্রতি অহী করেছেন। আর (আয় ইনসান!) তুমি আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য ইলাহ নির্ধারণ কর না, তাহলে তুমি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে নিন্দিত (ও) ধিকৃত অবস্থায়। ৪০. খুব তো! তোমাদের রব কি পুত্রসন্তানের বিষয়ে তোমাদের বেছে নিয়েছেন, আর (নিজের জন্য) ফিরেশতাদের কন্যারূপে গ্রহণ করেছেন! তোমরা তো দেখি, বড় সঙ্গীন/খতরনাক কথা বলছো![৭৩৮]

(রুকূ – ৫)

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِيَذَّكَّرُوْا ؕ وَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا نُفُوْرًا ۝ قُلْ لَّوْ كَانَ مَعَهٗٓ اٰلِهَةٌ كَمَا يَقُوْلُوْنَ اِذًا لَّابْتَغَوْا اِلٰى ذِى الْعَرْشِ سَبِيْلًا ۝ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَقُوْلُوْنَ عُلُوًّا كَبِيْرًا ۝ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ؕ وَاِنْ مِّنْ شَىْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ۝

৪১. আর সুনিশ্চিত, এই কোরআনে আমি (পরিষ্কার করে) বিশদ আলোচনা করেছি, যাতে লোকেরা চেতনা লাভ করে। কিন্তু (তারা এমন যে,) কোরআন শুধু তাদের বিমুখতাই বাড়িয়ে দিচ্ছে।[৭৩৯] ৪২. আপনি বলুন, আল্লাহ্‌র সঙ্গে যদি বিভিন্ন ইলাহ থাকত, যেমন তারা বলছে, তাহলে তো তারা আরশওয়ালার উপর (চড়াও হওয়ার জন্য) অবশ্যই কোন পথ খুঁজত![৭৪০] ৪৩. (সত্য যদি শুনতে চাও তাহলে শোনো,) সর্বত্রুটি থেকে তিনি চিরপবিত্র, যাকিছু তারা বলছে তাঁর মহান সত্তা তা

---

[৭৩৭] এগুলো সব এমনই মন্দকর্ম যা আপনার রবের কাছে খুবই ঘৃণ্য।

[৭৩৮] অঙ্গসজ্জার প্রয়োজনে সম্পাদনার একটি সুন্দর উদাহরণ এখানে উল্লেখের লোভ সম্বরণ করা গেলো না। দেখুন, তরজমাটি এমন ছিল, 'বেশ তো! তোমাদের রব কি পুত্রসন্তানের বিষয়ে তোমাদের বেছে নিয়েছেন!... এখানে তরজমায় সৌন্দর্যের অভাব ছিল না, কিন্তু 'তোমাদের' এ অংশটি নীচে চলে আসার কারণে দৃষ্টিকটু ফাঁক সৃষ্টি হয়েছিল। যদি শব্দটি উপরে আসে তাহলে দৃষ্টিকটুতা দূর হয়, কিন্তু কীভাবে! তো এই প্রয়োজনের তাগিদে 'বেশ তো!' অংশটির প্রতি দৃষ্টি গেলো। এটি মূলত তির্যকতা প্রকাশের জন্য। যদি লিখি, 'খুব তো!' তাহলে একই রকম তির্যকতা বহাল থাকে, তবে 'একার' না থাকার কারণে জায়গা কম লেগেছে, আর 'তোমাদের' অংশটি উপরে চলে এসেছে এবং 'ফাঁক' এর দৃষ্টিকটুতা দূর হয়ে গিয়েছে। এভাবে পুরো কিতাবের অঙ্গসজ্জা সম্পন্ন করা হয়েছে, যার নমুনা সম্ভবত লেখার জগতে দ্বিতীয়টি আর নেই, কিন্তু আফসোস, পরবর্তী কাজগুলো আর সুন্দর রাখা আমার পক্ষে সম্ভব হয় না। না ছাপার ঝকঝকতা, না বাঁধাইয়ের মযবুতি, না...

[৭৩৯] কোরআন তাদের ছুটে পালানোর প্রবণতাই শুধু বাড়িয়ে দিচ্ছে।

[৭৪০] তাহলে তো আরশওয়ালার দিকে (তেড়ে যাওয়ার জন্য) অবশ্যই তারা কোন পথ বেছে নিতো!

থেকে বহু বহু উর্ধ্বে রয়েছে। ৪৪. সাত আসমান ও যমীন এবং সেগুলোতে যারা আছে (সবাই) তাঁর জন্য তাসবীহ পড়ে। আর (সৃষ্টিজগতে প্রাণী-অপ্রাণী) এমন কিছু নেই যা তাঁর প্রশংসাসহ তাসবীহ পড়ে না, তবে কিনা তোমরা তাদের তাসবীহ বোঝো না/অনুধাবন কর না। তিনি তো পরম সহনশীল, পরম ক্ষমাশীল।

وَ اِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًا ۙ﴿۴۵﴾ وَّ جَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ
يَّفْقَهُوْهُ وَ فِيْۤ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ؕ وَ اِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْاٰنِ وَحْدَهٗ وَلَّوْا عَلٰۤى اَدْبَارِهِمْ نُفُوْرًا ﴿۴۶﴾ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُوْنَ
بِهٖۤ اِذْ يَسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ وَ اِذْ هُمْ نَجْوٰۤى اِذْ يَقُوْلُ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا ﴿۴۷﴾ اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ
الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا ﴿۴۸﴾

৪৫. আর (আয় পেয়ারে নবী!) যখন আপনি কোরআন পড়েন তখন আপনার মাঝে, আর আখেরাতের প্রতি যারা ঈমান রাখে না, তাদের মাঝে *'আনদেখা'* একটা আড়াল আমি রেখে দেই। ৪৬. আর তাদের দিলের উপর আমি একটা আবরণ/আচ্ছাদন আরোপ করি, যাতে কোরআন তারা বুঝতেই না পারে, আর তাদের কানে কুলুপ এঁটে দেই/শ্রুতিভার আরোপ করি।[৭৪১] তাই কোরআনে যখন আপনি শুধু আপনার রবের আলোচনা করেন তখন তীব্র অনীহা (ও নাফরতের) কারণে তারা উল্টো পিঠে ফিরে পালায়। ৪৭. যখন তারা সমনোযোগে আপনার কথা শোনে, আমি খুব জানি, কেন (কী মতলবে) তারা শোনে! আর যখন তারা 'কানাকানি' করে (সেগুলোরও আমি খুব খবর রাখি); যখন যালিমের দল (নিজেদের লোকদের) বলে, তোমরা (তোমাদের মধ্য হতে যারা তাদের দলে ভিড়েছো) তো শুধু এক জাদুগ্রস্ত লোকের অনুসরণ করছো! ৪৮. দেখুন, কীভাবে তারা আপনার জন্য (উপহাসমূলক) উদাহরণ তৈরী করেছে! আসলে (সত্য সরল পথ হতে) তারা বিচ্যুত হয়ে পড়েছে, তাই (এখন) পথে আসতে পারছে না।[৭৪২]

وَ قَالُوْۤا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّ رُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا ﴿۴۹﴾ قُلْ كُوْنُوْا حِجَارَةً اَوْ حَدِيْدًا ﴿۵۰﴾ اَوْ خَلْقًا مِّمَّا
يَكْبُرُ فِيْ صُدُوْرِكُمْ ۚ فَسَيَقُوْلُوْنَ مَنْ يُّعِيْدُنَا ؕ قُلِ الَّذِيْ فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيُنْغِضُوْنَ اِلَيْكَ رُءُوْسَهُمْ وَ يَقُوْلُوْنَ
مَتٰى هُوَ ؕ قُلْ عَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنَ قَرِيْبًا ﴿۵۱﴾ يَوْمَ يَدْعُوْكُمْ فَتَسْتَجِيْبُوْنَ بِحَمْدِهٖ وَ تَظُنُّوْنَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿۵۲﴾

৪৯. আর (পুনরুত্থানের বিষয়ে) তারা (সংশয়বাদীরা) বলে, আচ্ছা, আমরা যখন অস্থি ও চূর্ণঅস্থি হয়ে যাবো তখন কি নতুন সৃষ্টিরূপে পুনরুত্থিত হবো! ৫০. আপনি (তাদের) বলুন, (চাইলে) তোমরা পাথর বা লোহা হয়ে যাও– ৫১. বা এমন কোন সৃষ্টি (হয়ে যাও) যার (পুনরুত্থান) তোমাদের বুকের ভাবনায় কঠিন মনে হয়।[৭৪৩] তখন অবশ্যই তারা বলবে, কে আমাদের পুনরুত্থিত/পুনরায়ণ করবে! আপনি বলুন, যিনি তোমাদের প্রথম বার সৃজন করেছেন তিনিই (তোমাদের পুনরায়ণ করবেন)।

---

[৭৪১] কারণ জঘন্যসব অপরাধের ফলে কোরআনের সংস্পর্শে আসার অধিকার ও যোগ্যতাই তারা হারিয়ে ফেলেছে।

[৭৪২] তাই (এখন) সঠিক কোন পথ ধরতে পারছে না।

[৭৪৩] তখনো তোমরা আমার পুনরুত্থানকুদরতের আওতায়ই থাকবে।

তখন তারা তোমাদের দিকে নিজেদের মাথা দুলিয়ে বলবে, তা কখন! আপনি বলুন, খুব সম্ভব যে তা নিকটবর্তী হয়ে পড়েছে। ৫১. যেদিন তিনি তোমাদের ডাকবেন, তখন তোমরা প্রশংসাসহ তাঁর ডাকে সাড়া দেবে, আর ভাববে, (দুনিয়াতে) তোমরা অতি অল্প সময়ই অবস্থান করেছিলে।

(রুকূ - ৬)

وَقُلْ لِّعِبَادِيْ يَقُوْلُوا الَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ۚ اِنَّ الشَّيْطٰنَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ۚ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ۝ رَبُّكُمْ
اَعْلَمُ بِكُمْ ۚ اِنْ يَّشَاْ يَرْحَمْكُمْ اَوْ اِنْ يَّشَاْ يُعَذِّبْكُمْ ۚ وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا ۝ وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ
الْاَرْضِ ۚ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيّٖنَ عَلٰى بَعْضٍ وَّاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ۝

৫৩. আর (আয় পেয়ারে নবী!) আমার (মুমিন) বান্দাদের আপনি বলুন, তারা যেন (পরস্পর) এমন কথাই বলে যা সর্বোত্তম। শয়তান অবশ্যই তাদের মাঝে কোন্দল সৃষ্টি করে; শয়তান তো মানুষের জন্য খোলা দুশমন। ৫৪. (আয় আউলাদে আদম!) তোমাদের রব্ তোমাদের বিষয়ে খুব জানেন। তিনি যদি ইচ্ছা করেন (তাহলে) তোমাদের প্রতি দয়া করবেন, আর যদি ইচ্ছা করেন (তাহলে) তোমাদের আযাব দেবেন। আর (আয় পেয়ারে নবী) আমি তো আপনাকে তাদের উপর (কর্ম)-ব্যবস্থাপকরূপে পাঠাইনি।[৬৬] ৫৫. আর আপনার রব্ অধিক জানেন তাদের সম্পর্কে যারা আসমান-সমূহে ও যমীনে রয়েছে। আর নিশ্চিত, নবীদের কতককে কতকের উপর আমি অগ্রাধিকার দিয়েছি। আর দাউদকে যাবূর দিয়েছি।

قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ فَلَا يَمْلِكُوْنَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيْلًا ۝ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ
اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهٗ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهٗ ۚ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوْرًا ۝ وَاِنْ مِّنْ
قَرْيَةٍ اِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوْهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ اَوْ مُعَذِّبُوْهَا عَذَابًا شَدِيْدًا ۚ كَانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا ۝

৫৬. (আয় পেয়ারে নবী! মুশরিকদের) আপনি বলুন, আল্লাহ্ ছাড়া যাদের তোমরা উপাস্য ধারণা কর (যেমন ফিরেশতা, জ্বিন), তাদের ডাকো দেখি! তারা তো তোমাদের থেকে কোন কষ্ট দূর করার অধিকার ও সামর্থ্য রাখে না এবং তা পরিবর্তনও করতে পারে না। ৫৭. তারা যাদেরকে উপাস্য -রূপে ডাকে (উপকার লাভের জন্য এবং ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য), ওরা তো নিজেরাই তাদের রব পর্যন্ত পৌঁছার পথ খোঁজে, (আর চেষ্টা করে,) তাদের (মধ্যে) কে (রবের) অধিক নিকটবর্তী (হবে), আর তারা তাঁর রহমতের আশা করে এবং তার আযাবকে ভয় করে। আপনার রবের আযাব তো এমন যে, ভয় করাই কর্তব্য। ৫৮. আর (কাফিরদের) যত জনপদ আছে, প্রতিটিকে কেয়ামতের আগে আমি অবশ্যই হালাক করব, কিংবা (কেয়ামতের দিন) ঐ জনপদকে কঠিন আযাব দেবো। এ ফায়ছালা (তাকদীরের) কিতাবে লেখা হয়ে গিয়েছে।[৬৭]

---

[৬৬] সুতরাং তারা ঈমান আনলো না বলে আপনি কেন এত কাতর! তাদের কর্মের দায় তো তাদের উপর, আপনার উপর কিছুতেই নয়।

[৬৭] সুতরাং এখনই আযাব আসছে না বলে মুশরিকীনের উৎফুল্ল হওয়ার এবং মুমিনীনের বিষণ্ন হওয়ার কিছু নেই।

وَمَا مَنَعَنَآ اَنْ نُّرْسِلَ بِالْاٰيٰتِ اِلَّآ اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ ؕ وَاٰتَيْنَا ثَمُوْدَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوْا بِهَا ؕ وَمَا نُرْسِلُ
بِالْاٰيٰتِ اِلَّا تَخْوِيْفًا ﴿٥٩﴾ وَاِذْ قُلْنَا لَكَ اِنَّ رَبَّكَ اَحَاطَ بِالنَّاسِ ؕ وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِيْٓ اَرَيْنٰكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ
الْمَلْعُوْنَةَ فِى الْقُرْاٰنِ ؕ وَنُخَوِّفُهُمْ ۙ فَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا طُغْيَانًا كَبِيْرًا ﴿٦٠﴾

৫৯. (আহলে মক্কার ফরমায়েশি) নিদর্শন ও মু'জিযা পাঠানো হতে আমাকে শুধু এ বাস্তবতাই বিরত রেখেছে যে, পূর্ববর্তীরা তো (তাদের ফরমায়েশি নিদর্শন দেখার পর) তা ঝুটলিয়েছে, (আর অনিবার্য -ভাবে আযাব এসে গিয়েছে)।[৭৪৬] আর ছামূদকে আমি উটনী দিয়েছিলাম যা চোখ খুলে দেয়ার মত ছিল. কিন্তু তারা ঐ উটনীর সঙ্গে যুলুমের আচরণ করেছে। আর আমি তো নিশান ও প্রমাণ পাঠাই শুধু ভয় দেখানো (ও সতর্ক করা)র জন্যই।[৭৪৭]

৬০. আর (আয় পেয়ারে নবী! ঐ সময়টি স্মরণ করুন) যখন আমি আপনাকে বললাম, আপনার রব (আপন ইলম ও কুদরত দ্বারা) সমস্ত মানুষকে (তাদের প্রতিটি গতিবিধিকে) বেষ্টন করে আছেন।[৭৪৮] আর যে দৃশ্য আপনাকে আমি অবলোকন করিয়েছি, তা আর কিছু না, শুধু মানুষের জন্য ফিতনা ও পরীক্ষা ছিল।[৭৪৯] আর কোরআনবর্ণিত (জাহান্নামের) অভিশপ্ত বৃক্ষও (ছিল ফিতনা ও পরীক্ষা)।[৭৫০] আর আমি তো তাদের ভয় দেখাতেই থাকি, কিন্তু (তাদের হঠকারিতার অবস্থা তো এই যে,) সেটা শুধু তাদের ঘোর অবাধ্যতাকেই বাড়িয়ে চলেছে।

(রুকূ - ৭)

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ قَالَ ءَاَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا ﴿٦١﴾ قَالَ اَرَءَيْتَكَ هٰذَا الَّذِىْ كَرَّمْتَ
عَلَىَّ ۖ لَئِنْ اَخَّرْتَنِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَاَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهٗٓ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٦٢﴾ قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ
جَزَآءً مَّوْفُوْرًا ﴿٦٣﴾ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِى الْاَمْوَالِ وَ
الْاَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ؕ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ﴿٦٤﴾ اِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ ؕ وَكَفٰى بِرَبِّكَ وَكِيْلًا ﴿٦٥﴾

---

[৭৪৬] আল্লাহ্‌র ইলম অনুযায়ী আহলে মক্কার ক্ষেত্রেও তাই ঘটবে, অথচ আল্লাহ্ চান না যে, এরা এখনই এ কারণে হালাক হোক। (সুস্পষ্ট বহু মু'জিযা দেখেও আহলে মক্কা নিজেদের পছন্দের মু'জিযা দাবী করত। এখানে তারই জবাব।)

[৭৪৭] তা তো যথেষ্ট পরিমাণে পাঠানো হয়েছে। নতুন মু'জিযার ফরমায়েশের কী উদ্দেশ্য!

[৭৪৮] সুতরাং তাদের জীবনের কোন কিছু না তাঁর জানার বাইরে থাকে, না তাঁর ইচ্ছা ও নিয়ন্ত্রণের বাইরে। তো আহলে মক্কার ঈমান না আনার বিষয়টিও সেই ইলম ও কুদরতের অন্তর্ভুক্ত।

[৭৪৯] ইসরা ও মি'রাজের মহাঘটনা ও তার বিস্ময়কর দৃশ্যাবলীর প্রতি ইঙ্গিত। মক্কার অবিশ্বাসীরা বাইতুল মাকদিস সম্পর্কে আজগুবি প্রশ্ন করেছিল যে, সিঁড়ির ধাপ কয়টি, জানালা-দরজা কেমন ইত্যাদি। আল্লাহ্ তার নবীর জন্য বাইতুল মাকদিস তুলে ধরেছিলেন, আর তিনি দেখে দেখে সব প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর দিয়েছিলেন। আহলে মক্কা বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেও ঈমান আনেনি।

[৭৫০] ফিতনা ও পরীক্ষার কারণ, ভয় পাওয়ার বদলে তারা এটিকে উপহাসের বিষয় বানিয়েছিল যে, আগুনের মধ্যে গাছ! নির্বোধেরা বুঝতে চায়নি যে, যিনি আগুন তৈরী করেছেন, তিনি আগুনের মধ্যে আগুনের গাছ...!

৬১. আর (আয় পেয়ারে নবী! ঐ সময়টি স্মরণ করুন) যখন ফিরেশতাদের আমি বললাম, আদমকে তোমরা সিজদা কর। তখন তারা সিজদা করল, ইবলীস ছাড়া। সে বলে উঠলো, যাকে মাটি দ্বারা বানিয়েছেন তাকে সিজদা করব আমি, (আগুনের ইবলীস)! ৬২. সে (আরো) বলল, বলুন তো কী আশ্চর্য, এ হল সেই মাখলূক যাকে আপনি আমার মোকাবেলায় মর্যাদা দান করেছেন! আমাকে যদি কেয়ামত পর্যন্ত সময়/অবকাশ/মুহলত দেন তাহলে তো সামান্য কিছু বাদে তার পুরো নসলকে আমি লাগাম পরিয়ে কাবু করে রাখবো, (আর জাহান্নামের দিকে টেনে নিয়ে যাবো)।[৭৫১] ৬৩. তিনি বললেন, (আচ্ছা) যাও (সুযোগ দেয়া হল), তবে তাদের থেকে যে তোমাকে অনুসরণ করবে, তো জাহান্নাম হবে তোমাদের জাযা (এবং) ভরপুর জাযা। ৬৪. আর তাদের মধ্য হতে যার যার উপর তুমি দাপট চালাতে পারো, নিজের কণ্ঠস্বর দ্বারা তাদের বশীভূত কর এবং তাদের উপর চড়াও হও তোমার অশ্বদল ও পদাতিক দলের লশকর নিয়ে এবং তাদের মালে, আউলাদে তুমি হস্তক্ষেপ কর, আর (যত পারো আকাশকুসুম) প্রতিশ্রুতি দাও। আর তাদের প্রতি শয়তানের যাকিছু প্রতিশ্রুতি, তা ধোকা ছাড়া আর কিছু না। ৬৫. (যতকিছুই কর) জেনে রাখ, যারা আমার বান্দা তাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা চলবে না, আর (আয় পেয়ারে নবী!) ব্যবস্থাপক হিসাবে আপনার রব্ (আপনার জন্য এবং আপনার উম্মতের জন্য) যথেষ্ট।

رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٦٦﴾ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ
ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ ۖ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ ۚ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ﴿٦٧﴾ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ
جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا ﴿٦٨﴾ أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ
عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ﴿٦٩﴾

৬৬. (তিনিই) তোমাদের রব্, যিনি তোমাদের জন্য জলভাগে জলযান পরিচালনা করেন, যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো। অবশ্যই তিনি তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। ৬৭. আর যখন সাগরে কোন বিপদ তোমাদের ছুঁয়ে যায় তখন যে উপাস্যদের এতদিন তোমরা ডেকে আসছো তারা সব *'গায়েবান'* হয়ে যায়, আল্লাহ্ই শুধু থেকে যান, তারপর যখন ডাঙ্গার দিকে তিনি তোমাদের উদ্ধার করেন, (হায়,) তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও! ইনসান আসলেই বড় না-শোকরা। ৬৮. আচ্ছা, তোমরা কি (এ বিষয়ে) নির্ভয় হয়ে গিয়েছো যে, স্থলের কোন অংশে তিনি তোমাদের ধ্বসিয়ে দেবেন, বা তোমাদের উপর প্রস্তরবর্ষী ঝড় পাঠাবেন, তারপর নিজেদের জন্য তোমরা কোন *'রাখওয়ালা'* পাবে না! ৬৯. নাকি (এ বিষয়ে) তোমরা নির্ভয় হয়ে গিয়েছো যে, তিনি তোমাদের আরেকবার সাগরে ফিরিয়ে আনবেন, অনন্তর তোমাদের উপর পাঠাবেন *'বায়ুঝড়'*, আর তোমাদের কুফুর ও না-শোকরির কারণে তোমাদের ডুবিয়ে দেবেন, তারপর নিজেদের জন্য তোমরা কাউকে পাবে না, যে (তোমাদের হয়ে) এ বিষয়ে আমার পিছু নেবে!

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

---

[৭৫১] 'লাগাম' এখানে রূপক অর্থে, অর্থাৎ, তাদের এমন কাবু করব, যেমন কাবু করা হয় ঘোড়াকে লাগাম পরিয়ে।

৭০. আর নিশ্চিতই বনী আদমকে আমি মর্যাদা দিয়েছি এবং স্থলে ও জলভাগে তাদের আরোহণ করিয়েছি, আর *তাইয়েবাত*[৭৫২] থেকে তাদের রিযিক দিয়েছি। আর যাদের আমি সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর তাদের আমি অত্যন্ত শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।

(রুকূ - ৮)

يَوْمَ نَدْعُوْا كُلَّ اُنَاسٍۢ بِاِمَامِهِمْ ۚ فَمَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ فَاُولٰٓئِكَ يَقْرَءُوْنَ كِتٰبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ۝ وَمَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهٖٓ اَعْمٰى فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَاَضَلُّ سَبِيْلًا ۝ وَاِنْ كَادُوْا لَيَفْتِنُوْنَكَ عَنِ الَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهٗ ۖ وَاِذًا لَّاتَّخَذُوْكَ خَلِيْلًا ۝

৭১. (ঐ দিনটি স্মরণ কর), যখন আমি সমস্ত মানুষকে তাদের আমলনামাসহ ডাকবো, অনন্তর যাদের আমলনামা তাদের ডানহাতে দেয়া হবে, তো ওরা নিজেদের আমলনামা পড়বে, আর তাদেরকে সলিতাপরিমাণও/ বিন্দুপরিমাণও যুলুম করা হবে না।[৭৫৩] ৭২. আর যারা এই দুনিয়াতে অন্ধ সেজে থেকেছে, আখেরাতেও তারা অন্ধই থাকবে, বরং আরো বেশী পথচ্যুত থাকবে। ৭৩. আর (আয় পেয়ারে নবী!) আপনার প্রতি আমি যে অহী করেছি, তারা ফেতনায় ফেলে আপনাকে তা থেকে সরিয়ে ফেলার উপক্রম করেছিল, যাতে ঐ অহী ছাড়া অন্যকিছু আমার নামে আপনি মিথ্যা আরোপ করেন, এ অবস্থায় তো আপনাকে তারা অন্তরঙ্গ বন্ধুই বানিয়ে নিতো।[৭৫৪]

وَلَوْلَآ اَنْ ثَبَّتْنٰكَ لَقَدْ كِدْتَّ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ شَيْـًٔا قَلِيْلًا ۝ اِذًا لَّاَذَقْنٰكَ ضِعْفَ الْحَيٰوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا ۝ وَاِنْ كَادُوْا لَيَسْتَفِزُّوْنَكَ مِنَ الْاَرْضِ لِيُخْرِجُوْكَ مِنْهَا وَاِذًا لَّا يَلْبَثُوْنَ خِلٰفَكَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝ سُنَّةَ مَنْ قَدْ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيْلًا ۝

৭৪. আর যদি আপনাকে আমি অবিচল না রাখতাম তাহলে তো নিশ্চিতই তাদের প্রতি আপনি কিছু কিছু ঝুঁকেই যেতেন। ৭৫. (আর এমন তো কিছুতেই হত না, তবে যদি হয়েই যেত), তখন কিন্তু অবশ্যই [illegible] আপনাকে জীবনেও দ্বিগুণ এবং মরণেও দ্বিগুণ সাজা আস্বাদন করাতাম।[৭৫৫]

---

[৭৫২] এমন সমস্ত খাদ্যসামগ্রী যা শুধু হালালই নয়, বরং পাক, পবিত্র এবং স্বাদে গুণে উত্তম।

[৭৫৩] সামান্যতা অর্থে আরবীভাষায় فَتِيْل (বাতির সলিতা) শব্দটি আসে, আবার نَقِيْر (সাধারণত খেজুর-দানার পিঠে বিদ্যমান ফোঁটা) শব্দটিও আসে। ذَرَّة (বিন্দু, কণা) এর ব্যবহারও রয়েছে। বাংলায় ফাতিল ও নাকির-এর প্রতিশব্দ নেই। বিন্দু ও কণা'র প্রচলন রয়েছে। তো আরবি ও বাংলা দু'টো বাগধারাই অনুসরণ করে তরজমা হতে পারে।

[৭৫৪] আল্লাহ্‌র নবীকে অহী ও কোরআনের অন্তত কিছুটা হতেও সরানোর জন্য আহলে মক্কা বহুমুখী চেষ্টা চালিয়েছে। তাতে প্রলোভন ও হুঁশিয়ারি দু'টোই ছিল। কিন্তু তিনি তো আপন রবের পক্ষ হতে সুরক্ষায় ছিলেন। তাই...!

[৭৫৫] আলহামদু লিল্লাহ্! এখানে বড় একটা ভুল আমার ছোট মেয়ে ধরে দিয়েছে। তরজমায় ছিল, 'তাহলে অবশ্যই [illegible] আপনাকে..... আস্বাদন [illegible]। মেয়ে পাশে দাঁড়িয়েছিল। মাশাআল্লাহ, কত কোমল করে বলল, আয়াতে তো মুতাকাল্লিম দেখা যাচ্ছে! স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে আমি হালকা কালি ব্যবহার করলাম, যেন রায়হানা তার মায়ের ইলমী ফায়যান এখানে দেখতে পায়, ইনশাআল্লাহ্ যখন সে বড় হবে! এখানে আমার অন্তরে বড় একটা অপরাধবোধ জেগেছে যে, যদি মেয়েকে এবং মেয়েদেরকে আমি সুযোগ দিতে পারতাম....! * =

তারপর নিজের জন্য আমার বিপক্ষে আপনি কোন সাহায্যকারী পেতেন না।[৭৫৬] ৭৬. আর তারা তো আপনার বিপক্ষে উঠেপড়ে লেগে আছে (মক্কার) ভূখণ্ড থেকে আপনাকে উচ্ছেদ করার জন্য, তবে (কথা হল, এমন যদি হয়ও,) তখন তারাও কিন্তু আপনার পরে অল্প সময়ই তিষ্ঠাতে পারবে, (বেশী দিন নয়)।[৭৫৭] ৭৭. (আয় পেয়ারে নবী!) আপনার আগে আমার যে রাসূলান আমি (বিভিন্ন জনপদে) পাঠিয়েছি তদের ক্ষেত্রেও এটাই ছিল আমার রীতি, কর্মপন্থা (ও সুন্নাহ্)।[৭৫৮] আর আপনি আল্লাহ্র রীতি ও সুন্নায় (কিছুতেই) কোন পরিবর্তন পাবেন না।[৭৫৯]

(রুকূ – ৯)

أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ إِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا ۝ وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ ۖ عَسٰى أَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ۝ وَقُلْ رَّبِّ أَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّأَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ۝

৭৮. (আয় পেয়ারে নবী!) সূর্যের হেলার সময় থেকে রাতের অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত (চারওয়াক্ত) ছালাত কায়েম করুন, আর ফজরের (সময় ছালাতে) কোরআন পড়ার ইহতিমাম করুন। ফজরের তিলাওয়াত অবশ্যই (ফিরেশতাদের) খুব সমাগমপূর্ণ।[৭৬০] ৭৯. আর রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ পড়ুন, এটি আপনার জন্য বাড়তি ফরয।[৭৬১] খুব সম্ভব যে, আপনার রব আপনাকে পৌঁছাবেন 'মাকামে মাহমূদ' পর্যন্ত।[৭৬২] ৮০. আর (আয় পেয়ারা নবী! দু'আর মধ্যে) আপনি বলুন, (আয়) মেরে রব্, (যেখানেই) আপনি আমাকে (প্রবেশ করাবেন) কল্যাণের সঙ্গে প্রবেশ করান; আর (যেখান থেকেই বের করবেন) আপনি আমাকে কল্যাণের সঙ্গে বের করুন।[৭৬৩] আর আপনি আমার জন্য খাছ আপনার পক্ষ হতে

---

* লিখব কি না, ভেবেছি অনেক! আমার মাওলানা তালিবানে ইলম সংশোধনিকা (প্রুফ) দেখেছে এবং ভালোই দেখেছে, মাশাআল্লাহ, তবে এ ভুলের সংশোধন হল আমার মেয়ের দ্বারা। আবারো বলি, জীবনটা শুধু ছেলেদের পিছনেই ব্যয় করলাম। ঘরে ঘরে এমন কত মেয়ে আছে যারা একটা মাদরাসাতুল মাদীনা পেলে... জানি না, এসব কথা এখানে লেখার উপযুক্ত স্থান কি না, অসঙ্গত হলে আল্লাহ্ মাফ করুন। বুকে তো অনেক জ্বালা, বের হওয়ার একটু সুযোগ পেলেই লাভার মত...!

[৭৫৬] তিনি তো আল্লাহ্র প্রিয় নবী, নিষ্পাপ ও মা'ছূম নবী, কাফিরদের প্রতারণায় পড়ে যাওয়া তাঁর ক্ষেত্রে তো কল্পনাও করা যায় না, তারপরো কেন তাঁর শানে এমন আন্দাযে বয়ান! হায়, শুধু পেয়ারা নবীর পেয়ারী উম্মতকে শিক্ষা দেয়া ও সতর্ক করার জন্য! ছাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া নাবিয়্যাল্লাহ!

[৭৫৭] বাস্তবেও তাই হয়েছিল। হিজরতের অষ্টম বছর ফাতহে মক্কা হল, আর নবম বছর আহলে শিরকের জন্য মক্কা থেকে বহিষ্কারের আদেশ জারি হল।

[৭৫৮] নবী ও রাসূলকে জনপদ থেকে বের করার পর তারাও সেখানে থাকতে পারেনি...

[৭৫৯] তো আপনাকে বের করলেও তাদেরও বের হতে হবে।

[৭৬০] ফজরের ছালাত ও জামাত সবচে' কষ্টের, তাই এর আলাদা উল্লেখ। হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, রাতের দায়িত্ব থেকে বিদায় নেয়া এবং দিনের দায়িত্ব পালনের জন্য আসা ফিরিশতাগণ ফজরের জামাতে শরীক হন।

[৭৬১] অথবা 'এটি আপনার জন্য অতিরিক্ত–নফল।' এ বিষয়ে দু'টি মতই আছে, আয়াতে দু'টিরই অবকাশ আছে।

[৭৬২] 'মাকামে মাহমূদ'-এর শাব্দিক অর্থ হল প্রশংসিত স্থান। এটি হাশরে আল্লাহ্র পেয়ারা নবীর জন্য নির্ধারিত একটি বিশেষ মর্যাদা, যার সূত্রে তিনি শাফা'আতের অনন্য অধিকার লাভ করবেন।

[৭৬৩] শানে নুযূল, হিজরতের সময় মক্কা থেকে নিষ্ক্রমণ এবং মদীনায় প্রবেশ, অথবা বিজয়ের সময় মক্কায় প্রবেশ এবং মদীনার উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে নিষ্ক্রমণ। তবে এটি প্রত্যেক মুমিনের জন্য এবং সর্বক্ষেত্রের জন্য অত্যন্ত বরকতপূর্ণ ও কার্যকর দু'আ। এতে রয়েছে অজ্ঞ অসহায় বান্দার নিজেকে আল্লাহ্র ইলমে গায়বের কাছে অর্পণ করা।

এমন ক্ষমতা দিন যাতে রয়েছে আপনার মদদ ও সাহায্য।

وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿٨١﴾ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ
وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾ وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ ۖ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا ﴿٨٣﴾ قُلْ
كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۖ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿٨٤﴾

৮১. আর (আয় পেয়ারে নবী! আপনার দু'আর কবূলিয়াতের প্রাক সুসংবাদরূপে) আপনি বলুন, সত্য (বিজয়ের বেশে) এই যে এসে পড়েছে! আর মিথ্যা (চূড়ান্ত পরাজয়ের মাধ্যমে) এই যে বিলুপ্ত হয়েই গিয়েছে! আর বাতিল তো (সাময়িক উত্থান হলেও) বিলুপ্ত হওয়ারই যোগ্য। ৮২. আর আমি নাযিল করি এমন কোরআন যা মুমিনীনের জন্য শিফা ও রহমত, পক্ষান্তরে যালিমীনের জন্য তা শুধু ক্ষতি ও খাসারাই বাড়িয়ে দেয়[৭৬৪]।
৮৩. আর যখন আমি নেয়ামত বর্ষণ করি (কাফির) মানুষের উপর তখন সে (সত্য থেকে) আরো সরে যায়, আর পার্শ্ববদল করে ফেলে। পক্ষান্তরে যখন কোন অনিষ্ট তাকে ছুঁয়ে যায় তখন যেন একেবারে হতাশ! ৮৪. আপনি বলুন, প্রত্যেকে নিজ নিজ পন্থায় কাজ করে, তো আপনার রব্ খুব জানেন তাকে, যে সরল পথের বেশী কাছে।

(রুকূ - ১০)

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۖ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٥﴾ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِيٓ
أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِۦ عَلَيْنَا وَكِيلًا ﴿٨٦﴾ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ إِنَّ فَضْلَهُۥ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿٨٧﴾ قُل لَّئِنِ
ٱجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُوا۟ بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِۦ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿٨٨﴾

৮৫. আর (আয় পেয়ারে নবী!) এরা আপনাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে (যে, এর হাকীকত কী?) আপনি বলুন, (মূলকথা হল,) রূহ আমার রবের হুকুম (দ্বারা সৃষ্ট বিষয়বিশেষ)। আর (এর বিশদ হাকীকত! তো এ-সম্পর্কে কথা হল) তোমাদেরকে তো (যার যার পাত্র অনুযায়ী) খুব অল্পই জ্ঞান/ইলম দান করা হয়েছে।[৭৬৫] ৮৬. আর যদি আমি ইচ্ছা করতাম তাহলে আপনার প্রতি যা অহী করেছি তা সত্যি সত্যি নিয়ে যেতে পারতাম, তখন কিন্তু এ বিষয়ে আপনি নিজের জন্য আমার বিপক্ষে কোন 'রাখওয়ালা' পেতেন না। ৮৭. তবে আপনার রবের পক্ষ হতে রহমত(রূপে অহীর ধারা অব্যাহত রয়েছে)! আপনার উপর তাঁর অনুগ্রহ অবশ্যই অনেক বড়। ৮৮. (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি বলুন, এই কোরআনের নমুনা পেশ করার উপর যদি মানব ও জ্বিন একত্রও হয়, তারা এর নমুনা আনতে পারবে না, যদিও তারা একে অপরের পৃষ্ঠপোষকও হয়।

---

[৭৬৪] এখানে ঈমানের বিপরীতে যুলুমের সর্বোচ্চ পর্যায় কুফুর ও শিরক বোঝানো উদ্দেশ্য। যাদের মধ্যে ঈমান আছে, সেই সঙ্গে যুলুমও আছে, এখানে তারা উদ্দেশ্য নয়।

[৭৬৫] যাকে সর্বোচ্চ পরিমাণ জ্ঞান ও ইলম দেয়া হয়েছে সেটাও আল্লাহ্‌র ইলম ও জ্ঞানের তুলনায় সামান্য। তো এ সম্পর্কে অযথা চিন্তা ছেড়ে দাও, যা তোমাদের দুনিয়া-আখেরাতের জন্য সরাসরি কল্যাণকর তাই নিয়ে চিন্তা কর।

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۚ فَاَبٰۤى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا ﴿٨٩﴾ وَقَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى
تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْۢبُوْعًا ﴿٩٠﴾ اَوْ تَكُوْنَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْاَنْهٰرَ خِلٰلَهَا تَفْجِيْرًا ﴿٩١﴾ اَوْ تُسْقِطَ
السَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا اَوْ تَاْتِيَ بِاللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ قَبِيْلًا ﴿٩٢﴾

৮৯. আর সুনিশ্চিত, মানুষের (কল্যাণের) জন্য এই কোরআনে আমি সর্বপ্রকার প্রজ্ঞার কথা বিভিন্ন -ভাবে বিশদরূপে বয়ান করেছি। তারপরো অধিকাংশ মানুষ প্রত্যাখ্যানই শুধু করেছে। ৯০. আর (আরো আফসোস যে, প্রত্যাখ্যানের অজুহাতরূপে) তারা বলেছে, তোমার অনুকূলে কিছুতেই আমরা ঈমান আনবো না যতক্ষণ (না) আমাদের জন্য তুমি ভূমি থেকে ঝরণা উৎসারিত করবে– ৯১. কিংবা তোমার জন্য হবে খেজুর ও আঙুরের বাগান, অনন্তর তার মাঝখানে মাঝখানে নহর-নালা উত্তমরূপে উৎসারিত করবে– ৯২. কিংবা –তুমি যেমন দাবী কর– আসমান টুকর টুকর করে আমাদের উপর ফেলবে, কিংবা আল্লাহ্‌কে এবং ফিরেশতাদলকে নিয়ে আসবে (আমাদের) সামনাসামনি –

اَوْ يَكُوْنَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ اَوْ تَرْقٰى فِي السَّمَآءِ ۭ وَلَنْ نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتّٰى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتٰبًا نَّقْرَؤُهٗ ۭ قُلْ سُبْحَانَ
رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا ﴿٩٣﴾

৯৩. কিংবা তোমার জন্য হবে সোনাদানার (আলিশান) একঘর, কিংবা তুমি আসমানে চড়বে, তবে তোমার ঐ-চড়া আমরা কিছুতেই বিশ্বাস করব না, যতক্ষণ (না) তুমি (আসমান থেকে) আমাদের উপর কোন কিতাব নাযিল করবে, আর আমরা (নিজেদের চোখে) তা পড়ব। (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি বলুন, সুবহানাল্লাহ্‌! আমার রবের চিরপবিত্রতা! আমি কি একজন 'মানবরাসূল' ছাড়া আর কিছু!

(রুকূ – ১১)

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْٓا اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰٓى اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلًا ﴿٩٤﴾ قُلْ لَّوْ كَانَ فِي الْاَرْضِ
مَلٰٓئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا ﴿٩٥﴾ قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًۢا بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ۭ اِنَّهٗ
كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًۢا بَصِيْرًا ﴿٩٦﴾

৯৪. আর মানুষের কাছে যখন হিদায়াত এলো তখন তাদের ঈমান আনার পথে এটাই শুধু তাদের বাধা দিলো যে, তারা বলে উঠল, (শেষপর্যন্ত) মানবকে আল্লাহ্‌ রাসূল করে পাঠালেন! ৯৫. আপনি বলুন, পৃথিবীতে (বাসিন্দা) যদি ফিরেশতাদলই হতো, যারা (তাতে) আরামসে চলাফেরা করে তাহলে অবশ্যই আমি তাদের উপর আসমান থেকে কোন 'ফিরেশতারাসূল' নাযিল করতাম। ৯৬. আপনি (আরো) বলুন, আমার মাঝে এবং তোমাদের মাঝে সাক্ষীরূপে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। আপন বান্দাদের বিষয়ে অবশ্যই তিনি সব খবর রাখেন, সব দেখেন।

وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِهٖ ۭ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَلٰي وُجُوْهِهِمْ
عُمْيًا وَّبُكْمًا وَّصُمًّا ۭ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۭ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنٰهُمْ سَعِيْرًا ﴿٩٧﴾ ذٰلِكَ جَزَاۗؤُهُمْ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا وَقَالُوْٓا ءَاِذَا
كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا ﴿٩٨﴾

৯৭. আর যাকে আল্লাহ্ হেদায়াত দান করেন সেই হয় হিদায়াতপ্রাপ্ত, আর যাকে তিনি (সরল পথ থেকে) বিচ্যুত করেন, তো তাদের জন্য তুমি আল্লাহ্ ছাড়া কোন বন্ধুদল পাবে না। আর তাদের আমি জড়ো করব কিয়ামতের দিন উপুড় করে, অন্ধ-বোবা ও বধির করে। তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। যখনই আগুন নিভে আসবে, তাদের উপর আগুন আমি আরো তেজ করে দেবো। ৯৮. সেটা তাদের শাস্তি এ জন্য যে, তারা আমার নিশান ও নিদর্শন অস্বীকার করেছে, আর বলেছে, আচ্ছা, যখন 'মরেখপে' আমরা অস্থি ও অস্থিচূর হয়ে যাবো, তখন নতুন সৃষ্টিরূপে সত্যি কি আমরা পুনরুত্থিত হবো!

وَ لَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ قَادِرٌ عَلٰۤی اَنْ یَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَ جَعَلَ لَهُمْ اَجَلًا لَّا رَیْبَ فِیْهِ ؕ فَاَبَی
الظّٰلِمُوْنَ اِلَّا كُفُوْرًا ﴿۹۹﴾ قُلْ لَّوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ خَزَآىِٕنَ رَحْمَةِ رَبِّیْۤ اِذًا لَّاَمْسَكْتُمْ خَشْیَةَ الْاِنْفَاقِ ؕ وَ كَانَ الْاِنْسَانُ قَتُوْرًا ﴿۱۰۰﴾

৯৯. আচ্ছা, তারা কি দেখে না যে, আল্লাহ্ যিনি আসমানসমস্ত ও যমীন সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের 'মত' সৃষ্টি করতে সক্ষম! আর তিনি তো তাদের জন্য এক মেয়াদ নির্ধারণ করে রেখেছেন যাতে কোন সংশয় নেই। তারপরো যালিমীন (আহলে কুফুর) অস্বীকারই শুধু করল! ১০০. (আয় পেয়ারে নবী! কাফিরদের উদ্দেশ্যে) আপনি বলুন, আমার রবের রহমতের খাযানাসমস্ত, যদি তোমরা এর মালিক হয়ে যেতে তাহলেও খরচ হয়ে যাওয়ার ভয়ে তোমরা (তা) ধরে রাখতে! মানুষ আসলেই বড় সঙ্কীর্ণহৃদয়!

(রুকূ - ১২)

وَ لَقَدْ اٰتَیْنَا مُوْسٰی تِسْعَ اٰیٰتٍۭ بَیِّنٰتٍ فَسْـَٔلْ بَنِیْۤ اِسْرَآءِیْلَ اِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهٗ فِرْعَوْنُ اِنِّیْ لَاَظُنُّكَ یٰمُوْسٰی مَسْحُوْرًا ﴿۱۰۱﴾
قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَاۤ اَنْزَلَ هٰۤؤُلَآءِ اِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ بَصَآىِٕرَ ۚ وَ اِنِّیْ لَاَظُنُّكَ یٰفِرْعَوْنُ مَثْبُوْرًا ﴿۱۰۲﴾ فَاَرَادَ اَنْ
یَّسْتَفِزَّهُمْ مِّنَ الْاَرْضِ فَاَغْرَقْنٰهُ وَ مَنْ مَّعَهٗ جَمِیْعًا ﴿۱۰۳﴾

১০১. আর সুনিশ্চিত, মূসাকে আমি সুস্পষ্ট নয়টি নিদর্শন দান করেছি, যখন তিনি বনী ইসরাঈলের কাছে এলেন। তো আপনি (চাইলে) বনী ইসরাঈলকেই জিজ্ঞাসা করে দেখুন। (ফির'আউনের সামনে সমস্ত নিদর্শন প্রকাশ পাওয়ার পরও যখন সে ঈমান আনলো না, তখন মূসা আবার তাকে উপদেশ দিতে গেলেন।) তখন ফির'আউন তাকে বলল, আমি তো তোমাকে, আয় মূসা, জাদুগ্রস্ত ধারণা করি। ১০২. তিনি বললেন, তুমি তো ভালো করেই জানো, এগুলো একমাত্র আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর প্রতিপালকই অবতারণ করেছেন জ্যোতির্ময় উপলব্ধির জন্য। আর আমি তো তোমাকে আয় ফির'আউন, ভাবছি আসন্ন ধ্বংসের শিকার![৭৬৬] ১০৩. তো ফির'আউন মনস্থ করল যে, (মূসা ও বনী ইসরাঈল,) তাদেরকে সে ভূমি থেকে উচ্ছেদ করবে, তখন আমি তাকে এবং তার সঙ্গে যারা ছিল সবাইকে ডুবিয়ে মারলাম।

وَّ قُلْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ لِبَنِیْۤ اِسْرَآءِیْلَ اسْكُنُوا الْاَرْضَ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِیْفًا ﴿۱۰۴﴾ وَ بِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ وَ بِالْحَقِّ

---

[৭৬৬] বিকল্প তরজমা, আমি তো আয় ফির'আউন! ভাবছি, তোমার পরিণতি আসন্ন।

نَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلًا ﴿١٠٦﴾ وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ﴿١٠٥﴾ وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّ

১০৪. আর তার (বরবাদির) পর বনী ইসরাঈলকে আমি বললাম, এ ভূখণ্ডে তোমরা বাস কর। তো যখন আখেরাতের ওয়াদা (পুরা হওয়ার সময়) আসবে তখন তোমাদের সবাইকে আমি একত্ররূপে উপস্থিত করব। ১০৫. আর এ কোরআনকে আমি হকের সঙ্গেই নাযিল করেছি, আর হকের সঙ্গেই তা নাযিল হয়েছে। আর আপনাকে আমি 'বশীর ও নযীর'রূপেই শুধু পাঠিয়েছি। ১০৬. আর আমি ভাগ ভাগ করেছি কোরআনকে, যাতে আপনি মানুষের সামনে থেমে থেমে/ধীরে ধীরে তা পড়তে পারেন। আর তা আমি অল্প অল্প করে নাযিল করেছি।

قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖٓ اَوْ لَا تُؤْمِنُوْا ۭ اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖٓ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿١٠٧﴾ وَّيَقُوْلُوْنَ

سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا ﴿١٠٨﴾ وَيَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا ﴿١٠٩﴾

১০৭. (আয় পেয়ারে নবী! মুশরিকীনকে) আপনি বলুন, (এসবের দাবী তো ছিল তোমাদের পক্ষ হতে ঈমান ও আনুগত্য, কিন্তু তোমাদের সে ভাগ্য কোথায়!) তো তোমরা এর প্রতি ঈমান আনো বা না আনো (আমার তাতে কোন ক্ষতি নেই। কারণ) কোরআনের আগে যাদের (আসমানী) ইলম দান করা হয়েছে, যখন এই কোরআন তাদের উপর তিলাওয়াত করা হয় তখন তারা উপুড় হয়ে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে।[৭৬৭] ১০৮. আর বলে, আমাদের রবের পবিত্রতা! আমাদের রবের ওয়াদা তো অবশ্যই কার্যকর। ১০৯. আর তারা কাঁদতে কাঁদতে আমস্তক (ভূমিতে) সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। আর কোরআন তাদের বিনয়কাতরতা আরো বাড়িয়ে দেয়।

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ۭ اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاۗءُ الْحُسْنٰى ۚ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ

بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ﴿١١٠﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِيٌّ مِّنَ

الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا ﴿١١١﴾

১১০. (আয় পেয়ারে নবী! তাদের) আপনি বলুন, তোমরা আল্লাহ্‌কে ডাকো, বা রাহমানকে ডাকো, যে নামেই (তাঁকে) ডাকবে, (একই কথা)। কারণ সমস্ত উত্তম নাম তাঁরই জন্য।[৭৬৮] আর নিজের ছালাতকে আপনি না বেশী উঁচু আওয়াযে পড়ুন, আর না বেশী নীচু আওয়াযে পড়ুন, বরং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী পথ খুঁজে নিন।[৭৬৯] ১১১. আর আপনি বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি না কোন পুত্র

---

[৭৬৭] ইন্‌জীল ও তাওরাতের প্রকৃত অনুসারী আহলে কিতাব সম্পর্কে বলা হয়েছে। তারা তো তাদের কিতাবে আখেরি নবী ও তাঁর কিতাবের আলোচনা পড়েছে, তাই কোরআনের তিলাওয়াত শোনামাত্র তারা...

[৭৬৮] 'আল্লাহ্' এ মহান নামের সঙ্গে মুশরিকীনের পরিচয় থাকলেও, তাঁর গুণবাচক নাম 'রাহমান' এ নামটি কেন যেন তাদের বরদাশত হতো না, বরং পরিহাস করে বলতো, মুহম্মদ ও তাঁর আছহাব তো তাওহীদের কথা বলে, আর দুই খোদাকে মানে, একজন আল্লাহ্, একজন রাহমান!

[৭৬৯] প্রেক্ষাপট হল, উঁচু আওয়াযের তিলাওয়াতে আহলে কুফুর ও আহলে শিরকের গাত্রদাহ হতো। তাই এমন প্রজ্ঞাপূর্ণ নির্দেশনা। আমাদের জন্য এখানে বড় শিক্ষা রয়েছে।

গ্রহণ করেছেন, না রাজত্বে তাঁর জন্য কোন শরীক রয়েছে, আর না হীনতা থেকে বাঁচার জন্য তাঁর কোন অভিভাবক দরকার। আর আপনি তাঁর শানে যথাযোগ্য তাকবীর বলুন।

سُورَةُ الكهف١٨؛ مكّيّة؛ آياتها ١١٠ وركوعاتها ١٢

১৮- সূরাতুল কাহফ, মাক্কী; আয়াত, ১১০, রুকূ, ১২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا ۜ﴿١﴾ قَيِّمًا لِّيُنْذِرَ بَاْسًا شَدِيْدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ
الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا ۙ﴿٢﴾ مَّاكِثِيْنَ فِيْهِ اَبَدًا ۙ﴿٣﴾ وَّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ
وَلَدًا ۚ﴿٤﴾ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ وَّلَا لِاٰبَآئِهِمْ ۭ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ۭ اِنْ يَّقُوْلُوْنَ اِلَّا كَذِبًا ۝﴿٥﴾

(শুরু করছি) রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি তাঁর বান্দার উপর (এই) কিতাব নাযিল করেছেন, আর তার জন্য কোন বক্রতা/খুঁত রাখেননি। ২. সোজা সরল (কিতাব, নাযিল করা হয়েছে) যাতে নিজের পক্ষ হতে (মানুষকে) তিনি কঠিন আযাব সম্পর্কে সতর্ক করতে পারেন। আর মুমিনীনকে, যারা নেক নেক আমল করে (তাদের) সুসংবাদ জানাতে পারেন যে, তাদের জন্য (আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে) উত্তম প্রতিদান। ৩. (আর সেই উত্তম প্রতিদান হল জান্নাত) যাতে তারা চিরকাল থাকবে। ৪. আর যেন তিনি তাদের সতর্ক করেন যারা বলে, আল্লাহ্ পুত্র গ্রহণ করেছেন। ৫. এ বিষয়ে না তাদের কোন প্রকার জ্ঞান রয়েছে, না (রয়েছে) তাদের পূর্বপুরুষদের। বড় সঙ্গীন/খতরনাক কথা, যা তাদের মুখ থেকে বের হচ্ছে। তারা তো শুধু মিথ্যাই বলছে।[৭৭০]

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا ۝﴿٦﴾ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا
لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۝﴿٧﴾ وَاِنَّا لَجٰعِلُوْنَ مَا عَلَيْهَا صَعِيْدًا جُرُزًا ۝﴿٨﴾ اَمْ حَسِبْتَ اَنَّ اَصْحٰبَ الْكَهْفِ وَ
الرَّقِيْمِ ۙ كَانُوْا مِنْ اٰيٰتِنَا عَجَبًا ۝﴿٩﴾

৬. তো (আয় পেয়ারে নবী!) লোকেরা যদি (কোরআনের) এই বাণীর উপর ঈমান না আনে তাহলে তো মনে হচ্ছে আপনি আফসোস করে করে তাদের পিছনে নিজের জানই দিয়ে দেবেন।[৭৭১] ৭. যাকিছু পৃথিবীতে আছে অবশ্যই আমি তা তার জন্য শোভা বানিয়েছি, যাতে তাদের পরীক্ষা করতে পারি, তাদের (মধ্যে) কে আমলের বিচারে উত্তম। ৮. আর যাকিছু পৃথিবীতে আছে, (একদিন) অতি

---

[৭৭০] তারা কিন্তু (কিছুই) বলছে না মিথ্যা ছাড়া।

[৭৭১] উম্মতে দাওয়াতরূপে আহলে কুফুর ও আহলে শিরকের প্রতিও ছিল রহমতের নবীর প্রাণান্ত আকুতি। তাই আরহামুর রাহিমীন তাঁর রহমতের নবীকে এখানে সান্ত্বনা দিয়েছেন।

অবশ্যই আমি তা এক সমতল ময়দান বানিয়ে ফেলব।[৭৭২] ৯. (আয় পেয়ারে নবী!) নাকি আপনি ভাবছেন যে, কাহ্ফ ও রাকীমের অধিবাসীরা আমার (কুদরতের) নিদর্শনগুলোর মধ্য হতে কিছু বেশী আশ্চর্যের ছিল![৭৭৩]

إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿١٠﴾ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴿١١﴾ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ﴿١٢﴾

১০. (ঐ সময়টি স্মরণ করুন) যখন ঐ তরুণদল (যামানার কাফির বাদশাহের যুলুম থেকে বাঁচার জন্য) গুহায় আশ্রয় নিল, অনন্তর (দু'আর মধ্যে) বলল, (ইয়া) রাব্বানা, আপনি খাছ আপনার পক্ষ হতে আমাদের, দয়া ও রহমত দান করুন, আর আমাদের (এ) অবস্থা থেকে (উত্তরণের উদ্দেশ্যে) আমাদের জন্য সঠিক কোন ব্যবস্থা প্রস্তুত করে দিন। ১১. তখন (তাদের দু'আ কবূল করা হল এভাবে যে,) আমি ঐ গুহার মধ্যে তাদের কানের উপর বছরের পর বছর ঘুমের পর্দা স্থাপন করে দিলাম।[৭৭৪] ১২. তারপর তাদেরকে (ঘুম থেকে) জাগ্রত করলাম, যাতে জানতে পারি, দলদু'টির মধ্যে কোনটি ঘুমিয়ে থাকার সময়কাল সম্পর্কে অধিক সঠিক গণনাকারী।

(রুকূ - ২)

نَّحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ ۚ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ﴿١٣﴾ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا ﴿١٤﴾ هَٰؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً ۖ لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ ۖ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴿١٥﴾

১৩. (আয় পেয়ারে নবী!) আমি আপনাকে তাদের ঘটনা ঠিক ঠিক বয়ান করছি। আসলে এরা ছিল কতিপয় তরুণ, আপন রবের প্রতি তারা ঈমান এনেছিল, আর আমি তাদের হিদায়াত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। ১৪. আর আমি তাদের দিলের উপর (ছবরের) আবরণ দিয়ে দিলাম, (যাতে তাদের দিল্ মযবূত হয়ে যায়)।[৭৭৫] (এটি ঐ সময়ের কথা) যখন তারা (অত্যাচারী রাজার সামনেই) উঠে দাঁড়াল, আর বলল, আমাদের রব্ তো আসমানসমস্তের এবং যমীনের রব্। তাঁকে ছাড়া আমরা কোন ইলাহকে কিছুতেই ডাকব না। তাহলে তো আমরা চরম অসত্য কথাই বললাম। ১৫. এরা আমাদের সম্প্রদায় (যারা) আল্লাহ্র পরিবর্তে বিভিন্ন ইলাহ গ্রহণ করেছে। তো তারা কেন আনে না তাদের

---

[৭৭২] এক সমতল প্রান্তরে পরিণত করব। (সুতরাং পৃথিবীর এই যে এত এত উঁচু-নীচু সাজসজ্জা, এগুলোর মোহে পড়ে থেক না, বরং ঐ সমতল প্রান্তরের দিনটির জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর।

[৭৭৩] প্রশ্নকারীরা এটিকে বড় 'আশ্চর্য' বলেছিল, কোরআন তা রদ করে বলছে, আল্লাহ্র কুদরতের সামনে এটি তেমন কোন আশ্চর্যের বিষয় না।

[৭৭৪] ঘুমের পর্দাটা চোখের উপর না হয়ে কানের উপর হওয়াই সঙ্গত, কারণ চোখ তো পাতা বন্ধ করলেই দেখা বন্ধ করে দেয়, পক্ষান্তরে গভীর ঘুম ছাড়া কানে তো আওয়ায আসতেই থাকে। তাই ঘুমের জন্য কানের নৈশব্দ বেশী দরকার। মানুষের কালাম কি পারে এমন সূক্ষ্ম বিষয় রক্ষা করতে!

[৭৭৫] বিকল্প তরজমা, আর আমি তাদের দিলকে (ছবর দ্বারা) মযবূত করে দিলাম।

উপাস্যদের (সত্যতার) উপর সুস্পষ্ট কোন প্রমাণ! তাহলে তার চেয়ে বড় যালিম কে হবে যে আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা আরোপ করে!

وَ اِذِ اعْتَزَلْتُمُوْهُمْ وَ مَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ فَاْوٗۤا اِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ وَ يُهَيِّئْ لَكُمْ مِّنْ اَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا ﴿١٦﴾ وَ تَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَّزٰوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَ اِذَا غَرَبَتْ تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَ هُمْ فِيْ فَجْوَةٍ مِّنْهُ ؕ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ ؕ مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَ مَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ﴿١٧﴾

১৬. আর (তরুণদলের নেতা অন্যদের উদ্দেশ্যে বলল,) তোমরা যখন আলাদা হয়ে গিয়েছো তাদের থেকে এবং তারা আল্লাহ্‌ ছাড়া যে উপাস্যদের ডাকে তাদের থেকেও, তখন চলো (ঐ) গুহায় আশ্রয় নাও, তাহলে (আশা করা যায়,) তোমাদের রব্‌ তোমাদের জন্য আপন রহমত বিস্তার করবেন, আর তোমাদের অবস্থা থেকে (উত্তরণের উদ্দেশ্যে) তোমাদের জন্য সহজ ব্যবস্থা প্রস্তুত করে দেবেন। ১৭. আর (ঐ গুহার অবস্থান এমন ছিল যে,) উদয়ের সময় সূর্যকে (আয় মুখাতাব!) দেখতে পাবে, তা তাদের গুহা থেকে ডান দিকে সরে চলে যায়, আর যখন অস্ত যায় তখন বাঁদিক থেকে তাদের পাশ কেটে যায়। আর তারা গুহার প্রশস্ত অংশে (শায়িত)। এ হল আল্লাহ্‌র বহু নিশান থেকে একটি। বস্তুত আল্লাহ্‌ যাকে হিদায়াত দান করেন সেই হল হিদায়াতপ্রাপ্ত, আর যাকে তিনি (সরল পথ থেকে) বিচ্যুত করেন তার জন্য কিছুতেই তুমি সৎপথ প্রদর্শনকারী বন্ধু পাবে না।

(রুকূ – ৩)

وَ تَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظًا وَّ هُمْ رُقُوْدٌ ۚ وَّ نُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَ ذَاتَ الشِّمَالِ ۚ وَ كَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ ؕ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَّ لَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴿١٨﴾

১৮. আর (ধরো, ঐদৃশ্য তুমি দেখতে পেলে, তাহলে) তাদের তুমি ভাববে জাগ্রত, অথচ তারা নিদ্রিত, আর আমি তাদের পার্শ্বপরিবর্তন করাচ্ছিলাম ডানদিকে ও বামদিকে। আর তাদের কুকুর সামনের পাদু'টি ছড়িয়ে গুহামুখে (বসা অবস্থায় নিদ্রিত) ছিল। যদি তুমি তাদের উপর দৃষ্টি রাখতে তাহলে তাদের থেকে অবশ্যই ফিরে পালাতে, আর তাদের কারণে ভয়ে স্ফীত হয়ে যেতে।

وَ كَذٰلِكَ بَعَثْنٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُوْا بَيْنَهُمْ ؕ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ؕ قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ؕ قَالُوْا رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ؕ فَابْعَثُوْۤا اَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هٰذِهٖۤ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَاۤ اَزْكٰى طَعَامًا فَلْيَاْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَ لْيَتَلَطَّفْ وَ لَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا ﴿١٩﴾

১৯. এভাবেই আমি তাদের জাগ্রত করলাম, যাতে তারা নিজেদের মধ্যে জিজ্ঞাসা করে। তাদের থেকে একজন বলল, কত সময় তোমরা অবস্থান করেছো? তারা (কেউ কেউ) বলল, আমরা একদিন বা দিনের কিছু অংশ অবস্থান করেছি। তারা (অন্যরা) বলল, তোমাদের রব ভালো জানেন ঐ সময়কাল সম্পর্কে যা তোমরা অবস্থান করেছো। এখন নিজেদের একজনকে তোমাদের এই মুদ্রা দিয়ে শহরে পাঠাও। সে দেখুক, শহরের কোন এলাকাটি খাদ্যে উত্তম। অনন্তর সে যেন তা থেকে

কিছু রিযিক তোমাদের জন্য নিয়ে আসে, আর সে যেন বিচক্ষণতার আচরণ করে, আর তোমাদের বিষয়ে যেন কাউকে মোটেই (কিছু) টের পেতে না দেয়।

إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا ۝ وَكَذَٰلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ۝

২০. তারা যদি (জেনে ফেলার মাধ্যমে) তোমাদের উপর জয়ী হতে পারে, তাহলে অবশ্যই পাথর মেরে তোমাদের মেরে ফেলবে, কিংবা তোমাদেরকে নিজেদের মিল্লাতে ফিরিয়ে নেবে, আর তখন তো তোমরা কিছুতেই সফল হবে না, কখনো (না)। ২১. এভাবেই (লোকদের) আমি তাদের উপর অবগতি দান করলাম, যাতে তারা জানতে পারে যে, আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য, আর কেয়ামত, তাতে কোন সংশয় নেই। (পরে সেই সময়ও এলো, লোকেরা) যখন তাদের সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করছিল। তো তারা (অনেকে) বলল, (স্মৃতি রক্ষার্থে) তাদের উপর তোমরা একটি স্থাপনা নির্মাণ কর। তাদের রবই তাদের সম্পর্কে ভালো জানেন।[৭৭৬] (অবশেষে) যারা তাদের বিষয়ে প্রবলতা লাভ করল, তারা বলল, আমরা তো অবশ্যই তাদের উপর একটি মসজিদ বানাবো।

سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ۝

২২. (আছহাবে কাহফের সংখ্যা সম্পর্কে) অচিরেই তারা বলবে, (তরুণেরা) তিনজন (ছিল), চতুর্থটি হল তাদের কুকুর। আর কিছু লোক বলবে, (তারা ছিল) পাঁচজন, ষষ্ঠটি হল তাদের কুকুর; (এগুলো বলা হবে) আন্দাযে ভর করে। আর একদল বলবে, (তারা) সাতজন, আর অষ্টম হল তাদের কুকুর। আপনি বলুন, আমার রব্‌ই তাদের সঠিক সংখ্যা সম্পর্কে বেশী জানেন। কিছু মানুষ ছাড়া তাদের সম্পর্কে কেউ জানে না। সুতরাং আপনি তাদের বিষয়ে হালকা কথাবার্তা ছাড়া গভীর তর্কে জড়াবেন না। আর তাদের থেকে কাউকে তাদের সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না।

(রুকূ - ৪)

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ۝ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا ۝ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ۝

২৩. আর কোন বিষয়ে এমন করে বলো না যে, এটা আমি আগামীকাল করব- ২৪. (হাঁ, এভাবে বলো যে,) তবে যদি আল্লাহ চান (তাহলে করব)। আর তুমি তোমার রবকে স্মরণ কর যখন (কোন কারণে) ভুলে যাও, আর বলো, খুবই সম্ভব আমার রব আমাকে পথ দেখাবেন, যা সরলতার বিচারে এর চেয়ে নিকটবর্তী। ২৫. আর তারা তাদের গুহায় তিনশ বছর অবস্থান করেছে, সঙ্গে যুক্ত

---

[৭৭৬] তো আমরা যে তাদের নাম-ঠিকানা জানি না এবং স্মৃতিফলকে তাদের কথা লিখতে পারছি না, কী তাতে ক্ষতি!

হয়েছে আরো নয় বছর।[৭৭৭]

قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا ۚ لَهٗ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ اَبْصِرْ بِهٖ وَاَسْمِعْ ۭ مَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا يُشْرِكُ
فِيْ حُكْمِهٖٓ اَحَدًا ۝ وَاتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ۭ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا ۝

২৬. আপনি বলুন, তাদের অবস্থান সম্পর্কে আল্লাহ্ অধিক জ্ঞাত। তাঁরই জন্য তো রয়েছে আসমান -সমস্ত ও যমীনের যাবতীয় গায়ব। তিনি কত না উত্তম অবলোকনকারী এবং কত না উত্তম শ্রোতা! তাদের জন্য তো তিনি ছাড়া কোন রাখওয়ালা নেই। তিনি তাঁর রাজত্বে কাউকে শরীক করেন না।
২৭. আর (আয় পেয়ারে নবী!) আপনার রবের কিতাব থেকে আপনার প্রতি যে অহী করা হয়েছে তা আপনি পড়ুন। তাঁর কালাম ও বার্তা কেউ পরিবর্তন করতে পারে না।[৭৭৮] আর কিছুতেই পাবেন না আপনি তাঁর পরিবর্তে কোন আশ্রয়স্থল।

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ ۚ وَلَا تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ ۚ تُرِيْدُ زِيْنَةَ
الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا ۝

২৮. আর নিজেকে আপনি ধৈর্যের সঙ্গে তাদের সংস্পর্শে রাখুন যারা আপন রবকে ডাকে সকালে ও সন্ধ্যায়, তাঁরই সন্তুষ্টি কামনা করে। পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য চাওয়ার কারণে আপনার দৃষ্টি যেন তাদের থেকে সরে না যায়। আর আপনি এমন ব্যক্তির অনুসরণ করবেন না যার কলবকে আমি আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে রেখেছি, আর যে নিজের খাহেশাতের অনুসরণ করেছে, আর যার কর্মকাণ্ড সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে।

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۡ فَمَنْ شَاۗءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَاۗءَ فَلْيَكْفُرْ ۭ اِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا ۙ اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۭ
وَاِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَاۗءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوْهَ ۭ بِئْسَ الشَّرَابُ ۭ وَسَاۗءَتْ مُرْتَفَقًا ۝

২৯. আর আপনি বলুন, তোমাদের রবের পক্ষ হতে সত্য (এসে গিয়েছে)। তো যে ইচ্ছা করবে সে ঈমান আনবে, আর যে ইচ্ছা করবে সে কুফুর করবে। আমি তো যালিমীনের জন্য এমন আগুন তৈয়ার করেছি, যার প্রাচীর তাদের বেষ্টন করে রেখেছে। তারা যদি পানি চায় তাদের এমন পানি দেয়া হবে যা তেলের গাদের মত, যা তাদের চেহারা ঝলসে দেবে। তো কত না নিকৃষ্ট পানীয় তা এবং কত না নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল তা!

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا ۝ اُولٰۗىِٕكَ لَهُمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ
تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّيَلْبَسُوْنَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِـــِٕيْنَ فِيْهَا

---

[৭৭৭] ভিন্ন তরজমা– আর তারা তাদের গুহায় (নিদ্রিত অবস্থায়) তিনশ বছর অবস্থান করেছে, আর নয়বছর বাড়িয়ে দিয়েছে। সুন্দর তরজমা– আর তারা তাদের গুহায় (নিদ্রিত অবস্থায়) সর্বমোট তিনশ নয় বছর অবস্থান করেছে।
[৭৭৮] তাঁর কালাম ও বার্তার কোন পরিবর্তনকারী নেই।

عَلَى الْاَرَآئِكِ ؕ نِعْمَ الثَّوَابُ ؕ وَ حَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴿۳۱﴾

৩০. শোনো, যারা ঈমান এনেছে এবং নেক নেক আমল করেছে (তারা সুসংবাদ গ্রহণ করুক, কারণ) যারা উত্তম আমল করে আমি তাদের আজর কিছুতেই নষ্ট করি না। ৩১. ওরা, তাদেরই জন্য রয়েছে চিরকালের বসবাসের বাগবাগিচা, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় নহর-নালা। সেখানে তাদের অলঙ্কৃত করা হবে স্বর্ণকঙ্কন দ্বারা। সেখানে তারা পরিধান করবে মিহি ও পুরু সবুজ রেশমি কাপড়, এমন অবস্থায় যে, সেখানে তারা উচ্চ আসনে হেলান দেয়া অবস্থায় থাকবে। কত না উৎকৃষ্ট প্রতিদান তা এবং কত না সুন্দর বিশ্রামস্থল তা।

(রুকূ - ৫)

وَ اضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِاَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ اَعْنَابٍ وَّ حَفَفْنٰهُمَا بِنَخْلٍ وَّ جَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿۳۲﴾ كِلْتَا
الْجَنَّتَيْنِ اٰتَتْ اُكُلَهَا وَ لَمْ تَظْلِمْ مِّنْهُ شَيْـًٔا ۙ وَّ فَجَّرْنَا خِلٰلَهُمَا نَهَرًا ﴿۳۳﴾ وَّ كَانَ لَهٗ ثَمَرٌ ۚ فَقَالَ لِصَاحِبِهٖ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗۤ
اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَّ اَعَزُّ نَفَرًا ﴿۳۴﴾

৩২. আর (আয় পেয়ারে নবী!) তাদের জন্য উদাহরণ বর্ণনা করুন এমন দুই লোকের, যাদের একজনের জন্য আমি আঙুরের দু'টি বাগান রেখেছিলাম। আর ঐদু'টিকে খেজুরবৃক্ষে ঘেরাও করে রেখেছিলাম, আর ঐদু'টির মাঝখানে ফসলভূমিও[৭৭৯] বানিয়েছিলাম। ৩৩. উভয় বাগান তাদের ফল দিতে শুরু করল, আর ঐ বিষয়ে কোন ত্রুটি করেনি।[৭৮০] আর আমি বাগানদু'টির মাঝখানে একটি নহর উৎসারিত করেছিলাম। ৩৪. ঐ ব্যক্তির প্রচুর সম্পদ হল। তখন আলাপকালে সে তার সাথীকে বলল, আমি তো তোমার চেয়ে সম্পদশালী এবং লোকবলেও (তোমার চেয়ে) শক্তিশালী।

وَ دَخَلَ جَنَّتَهٗ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۚ قَالَ مَاۤ اَظُنُّ اَنْ تَبِيْدَ هٰذِهٖۤ اَبَدًا ﴿۳۵﴾ وَّ مَاۤ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً ۙ وَّ لَئِنْ
رُّدِدْتُّ اِلٰى رَبِّيْ لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿۳۶﴾ قَالَ لَهٗ صَاحِبُهٗ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗۤ اَكَفَرْتَ بِالَّذِيْ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ
ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوّٰىكَ رَجُلًا ﴿۳۷﴾ لٰكِنَّا۠ هُوَ اللّٰهُ رَبِّيْ وَ لَاۤ اُشْرِكُ بِرَبِّيْۤ اَحَدًا ﴿۳۸﴾

৩৫. আর সে (অহঙ্কার ও কৃতঘ্নতা দ্বারা) নিজের নফসের উপর যুলুম করা অবস্থায় নিজের বাগানে দাখেল হল, (আর) বলল, আমি ধারণা করি না যে, এই বাগান কখনো ধ্বংস/উজাড় হবে। ৩৬. আর আমি ধারণা করি না যে, কেয়ামত (কখনো) হতে পারে! আর যদি (হয় এবং) আমাকে আমার রবের নিকট ফিরিয়েও দেয়া হয় তাহলে আমি নিশ্চিত যে, (সেখানে) এর চেয়ে উত্তম স্থান পাবো। ৩৭. (আলাপ চলছিল।) তো তার সঙ্গী তার সঙ্গে আলাপকালে বলল, তুমি কি কুফুর করছো ঐ মহান সত্তার সঙ্গে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, তারপর বীর্যবিন্দু থেকে, তারপর তোমাকে সুঠাম পুরুষে পরিণত করেছেন। ৩৮. তবে আমার বিষয় এই যে, তিনি আল্লাহ্ আমার রব, আর আমি আমার রবের সঙ্গে কাউকে শরীক করব না।

---

[৭৭৯] زَرْعًا মানে ফসল এবং ফসলের ক্ষেত বা ভূমি। শস্যক্ষেত্র।

[৭৮০] উভয় বাগান পরিপূর্ণ ফল দিতে লাগলো তার প্রতি কোন অবিচার না করে।

وَ لَوْ لَاۤ اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللّٰهُ ۙ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ۚ اِنْ تَرَنِ اَنَا اَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَّ وَلَدًا ﴿۳۹﴾ فَعَسٰى رَبِّیْۤ
اَنْ یُّؤْتِیَنِ خَیْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَ یُرْسِلَ عَلَیْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِیْدًا زَلَقًا ﴿۴۰﴾ اَوْ یُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا
فَلَنْ تَسْتَطِیْعَ لَهٗ طَلَبًا ﴿۴۱﴾

৩৯. আর যখন তুমি নিজ বাগানে দাখেল হলে তখন কেন বললে না, মা-শা'আল্লাহ্; লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্![৭৮১] সম্পদে সন্তানে (আজ) যদি তুমি আমাকে তোমার চেয়ে কম দেখো– ৪০. তাহলে খুবই সম্ভব যে, আমার রব্ তোমার বাগান থেকে উত্তম (বাগান) আমাকে দেবেন; আর তোমার বাগানে আসমান থেকে কোন বালা-মুছীবত পাঠাবেন। ফলে তা বৃক্ষলতাহীন শুষ্কভূমিতে পরিণত হবে– ৪১. কিংবা তার পানি নীচে চলে যাবে, আর তুমি তা তালাশও করতে পারবে না।

وَ اُحِیْطَ بِثَمَرِهٖ فَاَصْبَحَ یُقَلِّبُ كَفَّیْهِ عَلٰى مَاۤ اَنْفَقَ فِیْهَا وَ هِیَ خَاوِیَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا وَ یَقُوْلُ یٰلَیْتَنِیْ لَمْ اُشْرِكْ
بِرَبِّیْۤ اَحَدًا ﴿۴۲﴾ وَ لَمْ تَكُنْ لَّهٗ فِئَةٌ یَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ مَا كَانَ مُنْتَصِرًا ﴿۴۳﴾ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلّٰهِ الْحَقِّ ؕ هُوَ
خَیْرٌ ثَوَابًا وَّ خَیْرٌ عُقْبًا ﴿۴۴﴾

৪২. আর (পরে কী হল!) তার সমস্ত সম্পদ (আযাবে) বেষ্টিত হয়ে গেলো, তখন সে বাগানে যাকিছু ব্যয় করেছিল তার জন্য আক্ষেপ করতে লাগল, এমন অবস্থায় যে, বাগান তার মাচানসহ ভূমিসাৎ হয়ে পড়েছিল।[৭৮২] (তখন) সে বলছিল, হায়, যদি আমি আমার রবের সঙ্গে কাউকে শরীক না করতাম! ৪৩. আর তার এমন কোন লোকবল ছিল না, যারা আল্লাহ্র মোকাবেলায় তাকে সাহায্য করবে, আর সে নিজেও আত্মরক্ষায় সমর্থ ছিল না।[৭৮৩] ৪৪. আর (মানুষ তখন বুঝতে পারে যে,) ঐ রকম সময়ে সাহায্য করা সত্য আল্লাহ্রই শান।[৭৮৪] আর তিনিই উত্তম (আখেরাতে) প্রতিদানের দিক থেকে, (আর) তিনিই উত্তম (দুনিয়াতে) পরিণামের দিক থেকে।

(রুকূ – ৬)

وَ اضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَیٰوةِ الدُّنْیَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِیْمًا تَذْرُوْهُ الرِّیٰحُ ؕ
وَ كَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿۴۵﴾ اَلْمَالُ وَ الْبَنُوْنَ زِیْنَةُ الْحَیٰوةِ الدُّنْیَا ۚ وَ الْبٰقِیٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ
ثَوَابًا وَّ خَیْرٌ اَمَلًا ﴿۴۶﴾ وَ یَوْمَ نُسَیِّرُ الْجِبَالَ وَ تَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً ۙ وَّ حَشَرْنٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا ﴿۴۷﴾

৪৫. আর (আয় পেয়ারে নবী!) তাদের জন্য আপনি দুনিয়ার জীবনের মেছাল বয়ান করুন, (তা এই,) যেমন আমি আসমান থেকে পানি/বারি/বৃষ্টি বর্ষণ করলাম, ফলে তা দ্বারা ভূমির উদ্ভিদ সবুজসজীব হল, তারপর (ধীরে ধীরে, একেবারে শুকিয়ে) তা এমন চূর্ণ চূর্ণ হয়ে গেল যে, বাতাস তা উড়িয়ে

---

[৭৮১] আল্লাহ্ যা চান তা-ই হয়, আল্লাহ্ ছাড়া কারো কোন শক্তি নেই।

[৭৮২] তখন সে বাগানে যাকিছু ব্যয় করেছিল তার উপর দু' হাত মোচড়াতে লাগল। (এটি আফসোসের আলামত।)

[৭৮৩] আর সে নিজেও (আমার থেকে) প্রতিশোধ নিতে সক্ষম ছিল না।

[৭৮৪] সাহায্য-ক্ষমতা পরম সত্য আল্লাহ্র রয়েছে।

নিতে পারে।[৭৮৫] বস্তুত আল্লাহ্ সবকিছুর উপর নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী।[৭৮৬] ৪৬. ধনসম্পদ ও পুত্রসম্পদ হল পার্থিব জীবনের শোভা। (সুতরাং এগুলো তো জীবনের চেয়েও ক্ষণস্থায়ী)। আর যে নেক-আমলগুলো (আখেরাতের ছুরতে চিরকাল) বাকি থাকবে সেগুলো আপনার রবের নিকট ছাওয়াবের দিক থেকে উত্তম এবং আশা-প্রত্যাশার দিক থেকেও উত্তম। ৪৭. আর (ঐ দিনটি স্মরণযোগ্য) যেদিন আমি পাহাড়সমস্ত চলমান করব, আর পৃথিবীকে (উঁচু-নীচু কোন কিছু না থাকার কারণে) তুমি দেখবে খোলা (ময়দান)। আর আমি তাদের জড়ো করব এবং তাদের থেকে ছাড়বো না একজনকেও।

وَعُرِضُوْا عَلٰى رَبِّكَ صَفًّا ۭ لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۭ بَلْ زَعَمْتُمْ اَلَّنْ نَّجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا ۝ وَوُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّآ اَحْصٰىهَا ۚ وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا ۭ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا ۝

৪৮. আর আপনার রবের সামনে তাদের পেশ করা হবে কাতারে কাতারে। (আর আখেরাতের প্রতি অবিশ্বাসীদের বলা হবে), দেখ তো, (পুনরুত্থিত হয়ে) তোমরা আমার কাছে এসে পড়েছ[৭৮৭], ঠিক যেমন তোমাদের সৃষ্টি করেছি প্রথমবার।[৭৮৮] বরং তোমরা তো ভাবছিলে যে, তোমাদের (পুনরুত্থানের) জন্য আমি কোন প্রতিশ্রুত সময় রাখব না। ৪৯. আর আমলনামা (ডানহাতে, বা বামহাতে তার সামনে) রেখে দেয়া হবে। তখন তুমি অপরাধীদের দেখতে পাবে যে, তার মধ্যে যাকিছু আছে তার ভয়ে ভীত! আর তারা বলতে থাকবে, হায় রে আমাদের বরবাদি! এই আমলনামার হল কী যে, না বড়, না ছোট, কোনকিছু (লেখার মধ্যে) শুমার না করে ছাড়েনি! আর যাকিছু তারা আমল করেছে তা উপস্থিত দেখতে পাবে। আর (হে মুখাতাব!) তোমার রব্ তো কারো প্রতি কোন যুলুম করেন না।

(রুকূ – ৭)

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰۗىِٕكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ۭ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ ۭ اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَذُرِّيَّتَهٗٓ اَوْلِيَاۗءَ مِنْ دُوْنِيْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ۭ بِئْسَ لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلًا ۝ مَآ اَشْهَدْتُّهُمْ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَا خَلْقَ اَنْفُسِهِمْ ۠ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّيْنَ عَضُدًا ۝

৫০. আর (আয় মুখাতাব! ঐ সময়কে স্মরণ কর) যখন আমি ফিরেশতাদের বললাম, সিজদা কর তোমরা আদমকে, তখন তারা (সকলে) সিজদা করল ইবলীস ছাড়া। (নূর ও নারের হাকীকতের দিক থেকে) সে ছিল জ্বিন থেকে গণ্য। তাই সে তার রবের হুকুমের বিষয়ে নাফরমানি করল। তো

---

[৭৮৫] দুনিয়ার জীবনও একসময় এমন সজীব ও প্রাণপূর্ণ থাকে যে, মনে হয়, জীবনের সবকিছুতে শুধু শান্তি, সৌন্দর্য ও আনন্দ। তারপর ধীরে ধীরে পরিবর্তন আসতে থাকে যে, একসময় বার্ধক্য ও জরাজীর্ণতা ছাড়া আর কিছু থাকে না, যেন বাতাসের এক ঝাপটায় সব 'হাওয়া' হয়ে যাবে। আর মৃত্যুর মাধ্যমে তো নামনিশানও বাকি থাকে না।

[৭৮৬] যখন তিনি ইচ্ছা করেন জীবনকে সজীবতা দান করেন, যখন ইচ্ছা করেন জীবনে নির্জীবতা আনেন। তো স্বয়ং জীবনের যেখানে স্থায়িত্ব নেই, সেখানে জীবন থেকে যা আলাদা, যা শুধু জীবনের শোভা, তার স্থায়িত্ব কোথায়!

[৭৮৭] বিলকুল একা একা

[৭৮৮] কিন্তু তোমরা প্রথম সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করেও পুনরুত্থান-সৃষ্টিকে বিশ্বাস করনি, বরং...

তারপরো কি তোমরা তাকে এবং তার নসলকে আমার পরিবর্তে বন্ধু বানাবে! অথচ তোমাদের জন্য তারা হল দুশমন! যালিমীনের জন্য (আল্লাহ্‌র) কত না নিকৃষ্ট বিকল্প সে! ৫১. আমি তো না সমস্ত আসমানের এবং যমীনের সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাদের উপস্থিত রেখেছি, আর না তাদের নিজেদের সৃষ্টির ক্ষেত্রে। আর আমি তো এমন নই যে, গোমরাহকারীদের 'সহকারী' বানাবো।

وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا ﴿٥٢﴾ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ﴿٥٣﴾

৫২. আর (স্মরণযোগ্য ঐ সময়টি) যেদিন তিনি বলবেন, (সাহায্যের জন্য) ডাক দাও তোমরা আমার ঐ শরীকানকে যাদের সম্পর্কে তোমরা ভেবেছ (যে, তারা আমার শরীকান), তখন তারা তাদের ডাকবে, তবে তারা তাদের অনুকূলে সাড়া দেবে না; আর তাদের মাঝে আমি একটা ভয়ঙ্কর আড়াল রেখে দেব।[৭৮৯] ৫৩. আর অপরাধীরা (জাহান্নামের) আগুন দেখতে পাবে, তখন ভাববে যে, তারা তো তাতে 'পড়িত' হবেই। আর তা থেকে ফিরে থাকার কোন উপায় তারা খুঁজে পাবে না।

(রুকূ. ৮)

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿٥٤﴾

৫৪. আর এই কোরআনে লোকদের (কল্যাণের) জন্য সর্বপ্রকার বিষয়বস্তু বিভিন্ন-ভাবে আমি বয়ান করেছি। কিন্তু (স্বভাবে) লোকজন হল এমন যে, তর্কপ্রবণতায় সবকিছুর চেয়ে 'আগবাড়া'।

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ﴿٥٥﴾ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۚ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا ﴿٥٦﴾

৫৫. আর লোকদের কাছে যখন হিদায়াত এসে পড়েছে তখন ঈমান আনা থেকে এবং আপন রবের কাছে মাফ চাওয়া থেকে এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ দাবীই শুধু তাদের বাধা দিচ্ছে যে, একেবারে আগিলা লোকদের (সঙ্গে অনুসৃত ধ্বংসের) রীতি তাদের কাছেও যেন এসে যায়; অথবা আযাব যেন তাদের সামনাসামনি এসে যায়। ৫৬. আর রাসূলানকে তো আমরা শুধু (মুমিনীনের জন্য) সুসংবাদদাতা, আর (কাফিরীনের জন্য) সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করে থাকি।[৭৯০] আর যারা কুফুর অবলম্বন করেছে তারা বাতিলের আশ্রয় নিয়ে তর্কজুড়ে দেয়, তা দ্বারা হক ও সত্যকে টলিয়ে দেয়ার জন্য। আর তারা আমার আয়াত (বিধান ও নিশান)কে এবং যে আযাবের হুঁশিয়ারি তাদের দেয়া হয়েছে তাকে তারা তামাশার বিষয় বানিয়েছে।

---

[৭৮৯] সেটা হল আযাব ও আগুনের আড়াল, ফলে তারা তাদের কোনরকম সাহায্য করতে পারবে না, অবশ্য আড়াল ছাড়াও তো কোন সাহায্য করতে পারতো না।

[৭৯০] তাদের তো এ ক্ষমতা নেই যে, কাফিরদের যে কোন ফরমায়েশ পুরা করবে, আর তাতে তো কাফিরদেরও লাভ নেই। ধ্বংস ও আযাব এসে গেলে তো তা দেখে ঈমান আনার কোন ফায়দা থাকবে না।

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ فَاَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ ۭ اِنَّا جَعَلْنَا عَلٰي قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ۭ وَاِنْ تَدْعُهُمْ اِلَى الْهُدٰى فَلَنْ يَّهْتَدُوْٓا اِذًا اَبَدًا ۝ وَرَبُّكَ الْغَفُوْرُ ذُو الرَّحْمَةِ ۭ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوْا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ ۭ بَلْ لَّهُمْ مَّوْعِدٌ لَّنْ يَّجِدُوْا مِنْ دُوْنِهٖ مَوْىِلًا ۝

৫৭. আর তার চেয়ে বড় যালিম কে হবে যাকে তার রবের নিশান ও প্রমাণ দ্বারা/আয়াতসমূহ দ্বারা (পরিণাম-পরিণতি সম্পর্কে) স্মরণ করানো হয়েছে, কিন্তু সে তা থেকে সরে গিয়েছে এবং আপন কৃতকর্ম ভুলে গিয়েছে। আসল কথা হল (তাদের অপরাধপ্রবণতার কারণে) আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ স্থাপন করেছি, যাতে তারা কোরআন বুঝতে (না) পারে, আর তাদের কানে এঁটে দিয়েছি 'কুলুপ'[৭৯১]। আর যদি তুমি তাদের হিদায়াতের দিকে ডাকো, তাহলেও কিছুতেই তারা সঠিক পথ পাবে না। ৫৮. বস্তুত তোমার রব্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ার অধিকারী। আর যাকিছু কর্ম তারা অর্জন করেছে, যদি তার কারণে তাদের তিনি পাকড়াও করতেন তাহলে তাদের জন্য আযাব অবশ্যই ত্বরান্বিত করতেন। (তা তো তিনি করেননি,) বরং তাদের জন্য রয়েছে প্রতিশ্রুত সময়, যার মোকাবেলায় তারা কোন আশ্রয় পাবে না।

وَتِلْكَ الْقُرٰٓى اَهْلَكْنٰهُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَّوْعِدًا ۝

৫৯. আর ঐসব জনপদ, যখন তারা যুলুম করেছে তখন আমি তাদের ধ্বংস করেছি, আর (তখনো তাওবার সুযোগ দেয়ার উদ্দেশ্যে) তাদের ধ্বংসের জন্য আমি প্রতিশ্রুত সময় নির্ধারণ করেছি।[৭৯২]

(রুকূ - ৯)

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِفَتٰىهُ لَآ اَبْرَحُ حَتّٰٓى اَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ اَمْضِيَ حُقُبًا ۝ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوْتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ۝ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتٰىهُ اٰتِنَا غَدَاۗءَنَا ۡ لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا ۝

৬০. আর (আয় পেয়ারে নবী! ঐ সময়কে স্মরণ করুন) যখন মূসা তাঁর তরুণ (খাদেম ও শিষ্য)কে বললেন, ততক্ষণ আমি সফর অব্যাহত রাখবো যতক্ষণ (না) দুই সাগরের সঙ্গমস্থলে পৌঁছি, কিংবা বছরের পর বছর চলতে থাকবো।[৭৯৩] ৬১. তো যখন তাঁরা ঐ দু'টির সঙ্গমস্থলে পৌঁছলেন তখন তাঁরা নিজেদের (সঙ্গে আনা ভাজা) মাছটি(র কথা) ভুলে গেলেন। তখন তা সাগরে সুড়ঙ্গমত একটি পথ গ্রহণ করল। ৬২. তো যখন তারা আগে চলে গেলেন তখন তিনি তাঁর তরুণকে বললেন, আমাদের নাশ্‌তা আনো, আমাদের এই সফর থেকে তো আমরা (যথেষ্ট) শ্রান্তির মুখোমুখি হয়েছি।

قَالَ اَرَءَيْتَ اِذْ اَوَيْنَآ اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّيْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ ۡ وَمَآ اَنْسٰىنِيْهُ اِلَّا الشَّيْطٰنُ اَنْ اَذْكُرَهٗ ۚ وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ

---

[৭৯১] ভিন্ন তরজমা, তাদের কানে রেখে দিয়েছি শ্রুতিভার।

[৭৯২] তাওবার শেষ সুযোগটিও তারা গ্রহণ করেনি।

[৭৯৩] অর্থাৎ সফর যত দীর্ঘই হোক কাঙ্ক্ষিত স্থানে আমাকে পৌঁছতে হবেই, যেখানে আল্লাহ্‌র বান্দা খিযির অবস্থান করেন। আর সেটাই ছিল সফরের উদ্দেশ্য।

فِي الْبَحْرِ ۖ عَجَبًا ﴿٦٣﴾ قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ۚ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿٦٤﴾ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ﴿٦٥﴾

৬৩. (তরুণ শিষ্য) বলল, দেখুন না! কী আশ্চর্য ঘটনা! যখন আমরা প্রস্তরখণ্ডের কাছে (বিশ্রামের জন্য) থামলাম তখন আমি মাছটি(র কথা) ভুলেই গেলাম, আর তা স্মরণ করা হতে শয়তান ছাড়া কেউ আমাকে ভুলায়নি! এর মধ্যে মাছটি সাগরে পথ করে নিলো আশ্চর্যজনকভাবে! ৬৪. মূসা বললেন, (আরে) ঐ স্থানটাই তো আমরা তালাশ করছি। তখন তারা নিজেদের পায়ের নিশানার উপর ফিরে চললেন। ৬৫. তখন তাঁরা আমার বান্দাদের মধ্য হতে এক বান্দাকে পেলেন, যাকে আমি আমার নিকট হতে বিশেষ দয়া ও রহমত দান করেছি। আর খাছ আমার নিজের তরফ হতে বিশেষ ইলম দান করেছি।

قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿٦٦﴾ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٦٧﴾ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ﴿٦٨﴾ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿٦٩﴾ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٧٠﴾

৬৬. মূসা তাঁকে বললেন, আমি কি আপনার ছোহবত গ্রহণ করতে পারি এ উদ্দেশ্যে যে, কল্যাণের যে ইলম আপনাকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে তা থেকে কিছু আমাকে আপনি শেখাবেন? ৬৭. তিনি বললেন, (আমার বিশ্বাস,) আপনি আমার সঙ্গে থাকার ধৈর্য কিছুতেই রক্ষা করতে পারবেন না। ৬৮. আর এমন বিষয়ের উপর আপনি ছবর করবেনই বা কীভাবে যে বিষয়ে আপনার পূর্ণ অবগতি-বেষ্টন নেই! ৬৯. তিনি বললেন, ইনশাআল্লাহ্ অবশ্যই আপনি আমাকে ছবরকারী পাবেন। আর আমি আপনার কোন আদেশ অমান্য করব না। ৭০. তিনি বললেন, তো যদি আপনি আমাকে অনুসরণ করতেই চান তাহলে কোন বিষয়েই আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন না, যতক্ষণ (না) আমি ঐ বিষয়ে আপনার সামনে আলোচনা শুরু করি।

(রুকূ - ১০)

فَانطَلَقَا ۖ حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا ۖ قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا ۚ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿٧١﴾ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٢﴾ قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿٧٣﴾

৭১. তো তাঁরা চলতে থাকলেন, এমনকি যখন তাঁরা বড় কিশতীতে সওয়ার হলেন তখন তিনি সেটি (ত্রুটিপূর্ণরূপে) ছিদ্র করে দিলেন। (ওয়াদা ভুলে) মূসা বলে উঠলেন, হায়, আপনি তা ছিদ্র করে ফেললেন, তার যাত্রীদের ডুবিয়ে দেয়ার জন্য! এ আপনি বড় ভয়ানক কাজ করেছেন! ৭২. তিনি বললেন, আমি কি বলিনি, আপনি কিন্তু আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্য রক্ষা করতে পারবেন না! ৭৩. (ভুল বুঝতে পেরে তিনি বললেন), ভুলে গিয়ে যে ভুল করেছি তার কারণে আমাকে আপনি পাকড়াও করেন না। আর আমার মাকছাদকে আমার জন্য খুব কঠিন করে দিয়েন না।

فَانْطَلَقَا ۖ حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ ۙ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ ۗ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكْرًا ﴿٧٤﴾ قَالَ أَلَمْ أَقُل
لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٥﴾ قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي ۖ قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا ﴿٧٦﴾

৭৪. তো তাঁরা চলতে থাকলেন। এমনকি যখন তাঁরা একটি বালকের সাক্ষাৎ পেলেন তখন তিনি তাকে কতল করে ফেললেন। (এবারো মূসা ভুলে গেলেন আর) বলে উঠলেন, আরে, আপনি কি এক নিষ্পাপ (ও নিরপরাধ) প্রাণ হত্যা করলেন অন্য কোন প্রাণের বিনিময় ছাড়া! এ তো আপনি বড় নিন্দনীয় কাজ করে ফেললেন। ৭৫. তিনি বললেন, আমি কি আপনাকে বলিনি, আপনি তো আমার সঙ্গে ছবর করে কিছুতেই থাকতে পারবেন না! ৭৬. তিনি (বেশ লজ্জিত হয়ে) বললেন, এর পর যদি আপনাকে কোন কিছু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি তাহলে আমাকে আর আপনার ছোহবতে রাখবেন না। আপনি তো আমার পক্ষ হতে অজুহাতের শেষসীমায় পৌঁছে গিয়েছেন।

فَانْطَلَقَا ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ ۖ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ
فَأَقَامَهُ ۖ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٧٧﴾ قَالَ هَٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ۚ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْطِع
عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴿٧٨﴾

৭৭. তখন তাঁরা চলতে থাকলেন। এমনকি যখন তাঁরা একবস্তির বাসিন্দাদের কাছে এলেন, তখন তাঁরা তাদের কাছে খাবার চাইলেন, আর তারা তাঁদের মেহমানদারি করতে অস্বীকৃতি জানালো। অনন্তর তারা সেখানে একটি দেয়াল দেখতে পেলেন, যা যেন পড়ে যেতে চাচ্ছে। তখন তিনি তা (মেরামতের মাধ্যমে) সোজা করে দিলেন। মূসা বলে বসলেন, যদি আপনি চাইতেন তাহলে তো এ কাজের উপর কিছু মজুরি নিতে পারতেন। (তাতে আমাদের প্রয়োজন পুরা হতে পারতো)। ৭৮. তিনি বললেন, এটা হল আমার মাঝের এবং আপনার মাঝের বিচ্ছেদ। অবশ্যই আপনাকে আমি ঐ বিষয়ের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করব, যার উপর আপনি ছবর করতে পারেননি।

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ
غَصْبًا ﴿٧٩﴾ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ﴿٨٠﴾ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا
رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴿٨١﴾

৭৯. আর (বড়) কিশতীর বিষয় এই যে, তা ছিল কিছু গরীবের যারা সাগরে (জীবিকার জন্য) কাজ করত। তো আমি তা দোষযুক্ত করে দিতে চাইলাম। কারণ তাদের সামনে ছিল এক (যালিম) বাদশাহ, যে প্রতিটি (ত্রুটিমুক্ত) কিশতী ছিনিয়ে নিত। ৮০. আর বালকটির বিষয় হল, তার আব্বা-আম্মা মুমিন ছিলেন, তো আমার আশঙ্কা হল যে, অবাধ্যতা ও কুফুর দ্বারা তাদের দু'জনকে সে নাজেহাল করে ছাড়বে।[৭৯৪] ৮১. (এজন্য তাকে আমি খতম করে দিলাম।) কারণ আমি চাইলাম যে, তাদের

---

[৭৯৪] 'তো আমার আশঙ্কা হল যে, সে তাদেরকে অবাধ্যতা ও কুফুরে(র ফেতনায়) না মজবুর করে ফেলে।' দু'টি তরজমা দু'টি ব্যাখ্যার উপর নির্ভরশীল। প্রথম তরজমার ভিত্তি হল, সন্তানের কুফুর ও অবাধ্যতা তাদের কষ্ট দিত, অথচ বরদাশত করা ছাড়া কোন উপায় থাকত না। কারণ সন্তান তো যৌবনের শক্তিতে বলীয়ান, আর মা-বাবা =

রব যেন তাদেরকে (ঐ সন্তানের) বদল দান করেন, যা পবিত্রতায় তার চেয়ে উত্তম হবে, আর সদাচারে (তাদের) বেশী কাছে হবে।

وَ اَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلٰمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِي الْمَدِيْنَةِ وَ كَانَ تَحْتَهٗ كَنْزٌ لَّهُمَا وَ كَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا ۚ فَاَرَادَ رَبُّكَ اَنْ يَّبْلُغَاۤ اَشُدَّهُمَا وَ يَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا ۖ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۚ وَ مَا فَعَلْتُهٗ عَنْ اَمْرِيْ ؕ ذٰلِكَ تَاْوِيْلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ۝

৮২. আর দেয়াল, তো (তার রহস্য এই যে,) তা ছিল শহরে বাসকারী দুই এতীম বালকের, আর ঐ দেয়ালের নীচে (পুঁতে রাখা) ছিল তাদের সম্পদ, আর তাদের আব্বা ছিলেন সৎ। তো (আয় মূসা!) আপনার রব্ চাইলেন যে, তারা তাদের শক্তসামর্থ্যের বয়সে উপনীত হবে, আর নিজেদের গচ্ছিত সম্পদ (সবার অগোচরে) বের করে নেবে। (এ পুরো ব্যবস্থা হয়েছে) আপনার রবের রহমতের ভিত্তিতে। আমি কিন্তু আমার ইচ্ছায় তা করিনি! (তো) এই হল ঐসমস্ত কাজের রহস্য যার উপর আপনি ছবর করতে পারেননি।[৭৮৫]

(রুকূ - ১১)

وَ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ ؕ قُلْ سَاَتْلُوْا عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا ۝ اِنَّا مَكَّنَّا لَهٗ فِي الْاَرْضِ وَ اٰتَيْنٰهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ۝ فَاَتْبَعَ سَبَبًا ۝ حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِيْ عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَّ وَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا ؕ قُلْنَا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِمَّاۤ اَنْ تُعَذِّبَ وَ اِمَّاۤ اَنْ تَتَّخِذَ فِيْهِمْ حُسْنًا ۝

৮৩. আর তারা (তর্কপ্রিয় ও বিবাদপ্রবণ ইহুদীরা) আপনাকে যুলকারনাইন (বাদশাহ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলুন, আমি তার কিছু ঘটনা তোমাদের তিলাওয়াত করে শোনাচ্ছি। ৮৪. অবশ্যই আমি তাঁর জন্য ভূখণ্ডে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির আয়োজন করেছি, আর প্রতিটি বিষয় থেকে তাঁকে (পর্যাপ্ত) উপায়-উপকরণ দিয়েছি। ৮৫. তো তিনি (বড় কোন উদ্দেশ্যে উপায়-উপকরণ ও লোকলস্কর নিয়ে) এক দীর্ঘ পথে/যাত্রায় রওয়ানা হয়ে গেলেন। ৮৬. এমনকি (জনপদের পর জনপদ জয় করে) যখন তিনি সূর্যের অস্ত যাওয়ার স্থলে পৌঁছলেন তখন তিনি দেখতে পেলেন, যেন তা কালো কাদাপূর্ণ এক জলরাশিতে অস্ত যাচ্ছে।[৭৮৬] আর সেখানে তিনি এক (কাফির) কাউমের দেখা পেলেন (এবং তাদের পরাস্ত করলেন)। তখন (ইলহামযোগে বা যামানার নবীর প্রতি অহীর মাধ্যমে) আমি বললাম, আয় যুলকারনাইন! (তোমার পূর্ণ ইখতিয়ার,) হয় তুমি (তাদের) সাজা দেবে, অথবা তাদের বিষয়ে তুমি কোন কোমল পন্থা গ্রহণ/অবলম্বন করবে।

বার্ধক্যের দুর্বলতায় আক্রান্ত। দ্বিতীয় তরজমার ভিত্তি হল, সন্তানের প্রতি স্নেহ-মমতায় মা-বাবা এতই দুর্বল ছিল যে, তারাও অবাধ্যতা ও কুফুরে লিপ্ত হয়ে যেতে পারত।

[৭৮৫] শরী'আতের যাহির ও বাতিনের রহস্যপূর্ণ এ ঘটনায় বুঝের ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তি থেকে বাঁচার জন্য নির্ভরযোগ্য কোন তাফসীর দেখে নেয়া অপরিহার্য, যেমন তাফসীরে মা'আরিফুল কোরআন।

[৭৮৬] তিনি পশ্চিমে তখনকার পৃথিবীর শেষ জনপদ পর্যন্ত পৌঁছলেন, যার পরে কোন আবাদি ছিল না। সামনে দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত শুধু সাগরের কূলহীন জলরাশি ছিল, দেখতে যা ঘোর কালো ও কাদাবহুল। তো অস্তকালে দেখে মনে হত....

قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهٗ ثُمَّ يُرَدُّ اِلٰى رَبِّهٖ فَيُعَذِّبُهٗ عَذَابًا نُّكْرًا ﴿٨٧﴾ وَ اَمَّا مَنْ اٰمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَلَهٗ
جَزَآءَ الْحُسْنٰى ۚ وَ سَنَقُوْلُ لَهٗ مِنْ اَمْرِنَا يُسْرًا ﴿٨٨﴾ ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٨٩﴾ حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلٰى
قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَلْ لَّهُمْ مِّنْ دُوْنِهَا سِتْرًا ﴿٩٠﴾ كَذٰلِكَ ۚ وَ قَدْ اَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿٩١﴾

৮৭. তিনি বললেন, আচ্ছা, তো (ঈমানের দাওয়াত দেয়ার পরও কুফুরির পথে চলে নিজেদের উপর) যারা যুলুম করবে তাদের আমি (উপযুক্ত) সাজা দেবো, তারপর তাদের পৌঁছে দেয়া হবে আপন রবের নিকট, আর তিনি তাদের কঠিন আযাব দেবেন। ৮৮. পক্ষান্তরে (আমার দাওয়াত কবুল করে) যারা ঈমান আনবে এবং নেক আমল করবে তাদের জন্য (আখেরাতে) হবে উত্তম প্রতিদান। আর আমিও (দুনিয়াতে) তাদের সঙ্গে (আচরণে ও) উচ্চারণে কোমলতা রক্ষা করব। ৮৯. তারপর তিনি অন্য একপথ ধরে রওয়ানা হলেন। ৯০. এমনকি যখন তিনি সূর্যের উদয়স্থলে (তখনকার পৃথিবীর শেষ আবাদি পর্যন্ত) পৌঁছলেন তখন তিনি দেখতে পেলেন সূর্য এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদিত হচ্ছে যাদের জন্য আমি সূর্যের সামনে কোন আড়াল রাখিনি।[৭৯৭] ৯১. ঘটনা এমনই ছিল। আর যুল কারনাইনের কাছে যাকিছু (উপায়-উপকরণ ও রাজক্ষমতা) ছিল, আমি তার পূর্ণ খবর রেখেছি।

ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٩٢﴾ حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمَا قَوْمًا ۙ لَّا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ قَوْلًا ﴿٩٣﴾ قَالُوْا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ
اِنَّ يَاْجُوْجَ وَ مَاْجُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلٰۤى اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿٩٤﴾

৯২. তারপর তিনি অন্য একপথ ধরে (সম্ভবত উত্তরের শেষ জনপদের উদ্দেশ্যে) রওয়ানা হলেন। ৯৩. এমনকি যখন তিনি দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছলেন তখন দুই পাহাড়ের আগে (এদিকে) এমন এক সম্প্রদায়ের দেখা পেলেন, যারা (তার) কোন কথা যেন বুঝতেই পারে না। ৯৪. (সম্ভবত দোভাষীর মাধ্যমে) তারা বলল, আয় যুলকারনাইন! ইয়াজূজ ও মা'জূজ তো এই ভূখণ্ডে ফাসাদ করে। তো (আপনার অনুমতি হলে) আমরা কি আপনার জন্য কিছু খরচের ব্যবস্থা করতে পারি, যার পরিবর্তে আপনি আমাদের মাঝে এবং তাদের মাঝে কোন দেয়াল/প্রতিরোধক প্রস্তুত করে দেবেন।[৭৯৮]

قَالَ مَا مَكَّنِّىْ فِيْهِ رَبِّىْ خَيْرٌ فَاَعِيْنُوْنِىْ بِقُوَّةٍ اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿٩٥﴾ اٰتُوْنِىْ زُبَرَ الْحَدِيْدِ ؕ حَتّٰۤى اِذَا سَاوٰى
بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوْا ؕ حَتّٰۤى اِذَا جَعَلَهٗ نَارًا ۙ قَالَ اٰتُوْنِىْۤ اُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿٩٦﴾ فَمَا اسْطَاعُوْۤا اَنْ يَّظْهَرُوْهُ وَ مَا
اسْتَطَاعُوْا لَهٗ نَقْبًا ﴿٩٧﴾ قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّىْ ۚ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّىْ جَعَلَهٗ دَكَّآءَ ۚ وَ كَانَ وَعْدُ رَبِّىْ حَقًّا ﴿٩٨﴾

৯৫. তিনি বললেন, আমার রব যে পরিমান সম্পদে আমাকে অধিকার দিয়েছেন তা অতি উত্তম। সুতরাং তোমরা আমাকে লোকবল দিয়ে সহায়তা কর, (তাহলে) তোমাদের মাঝে এবং তাদের মাঝে আমি একটি সুসংহত প্রাচীর স্থাপন করে দেবো। ৯৬. (অর্থমূল্যের বিনিময়ে) তোমরা আমাকে

---

[৭৯৭] অর্থাৎ তারা ছিল সভ্যতা ও তামাদ্দুন থেকে বঞ্চিত জাতি, ঘর ও ভবন নির্মাণের পন্থা যাদের জানা ছিল না।

[৭৯৮] কারণ ঐ ফাসাদী ও জঙ্গী লুটেরাদের প্রতিহত করার পর্যাপ্ত ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি আপনার রয়েছে, যা আমাদের নেই। তাছাড়া পর্যাপ্ত প্রকৌশলজ্ঞানও আমাদের নেই।

লোহার পাত (এবং অন্যান্য সরঞ্জাম) এনে দাও। (তারা তা করল, আর তিনি কাজ শুরু করলেন) এমনকি যখন তিনি মধ্যবর্তী শূন্যস্থান পূর্ণ করে দুই পর্বতচূড়ার মাঝখানে সমতা আনয়ন করলেন তখন বললেন, তোমরা হাঁপরে দম দাও (এবং দাউ দাউ আগুন জ্বালো)। এমনকি যখন তিনি ঐ লৌহস্তরকে 'আগুন-লাল' করে ফেললেন তখন বললেন, আমাকে (গলিত তামা) এনে দাও, ঐ লৌহস্তরের উপর গলিত তামা ঢেলে দেবো। ৯৭. তো (শেষপর্যন্ত এমন সুদৃঢ় প্রাচীর হল যে, এর) ফলে তারা তাতে না চড়তে পারল, আর না তাতে কোন ছিদ্র করতে পারল। ৯৮. যুলকারনাইন বললেন, এটা হল আমার রবের পক্ষ হতে দয়া ও রহমত (আমার প্রতি প্রাচীর তৈরীর তাওফীক দ্বারা, আর তোমাদের প্রতি নিরাপত্তার ব্যবস্থা দ্বারা)। অনন্তর যখন (ঐ-প্রাচীর বিলুপ্ত করার জন্য) আমার রবের ওয়াদাকৃত সময় এসে যাবে তখন তিনি তা গুঁড়িয়ে দেবেন।[৭৯৯] আর আমার রবের (প্রতিটি) ওয়াদা চিরসত্য (এবং যথাসময়ে তা কার্যকর)।

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَّمُوْجُ فِيْ بَعْضٍ وَّنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَجَمَعْنٰهُمْ جَمْعًا ۝ وَّعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكٰفِرِيْنَ عَرْضًا ۝ الَّذِيْنَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِيْ غِطَآءٍ عَنْ ذِكْرِيْ وَكَانُوْا لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَمْعًا ۝

৯৯. আর (প্রাচীর-বিলুপ্তি ও ইয়াজূজ-মা'জূজের বের হওয়ার দিন যখন আসবে) সেদিন তাদের কতিপয়কে আমি এমন অবস্থায় ছেড়ে দেব যে, (সংখ্যাধিক্যের কারণে) তারা অপর কতিপয়ের উপর আছড়ে পড়বে। আর (ইতিমধ্যে প্রথমবারের পর দ্বিতীয়বার) শিঙগায় ফুঁক দেয়া হবে। তখন সমস্ত মানুষকে আমি (ময়দানে হাশরে) জড়ো করব। ১০০. আর জাহান্নামকে সেদিন কাফিরীনের জন্য স্থাপন করব যেমন স্থাপন (তখনকার) উপযুক্ত। ১০১. (সেই কাফিরীন) যারা আমার স্মরণ থেকে (গাফলতের) আবরণের মধ্যে ছিল, আর তারা (সত্যের বাণী) শুনতেও পেতো না।[৮০০]

(রুকূ - ১২)

اَفَحَسِبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ يَّتَّخِذُوْا عِبَادِيْ مِنْ دُوْنِيْٓ اَوْلِيَآءَ ۭ اِنَّآ اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ نُزُلًا ۝ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا ۝ اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا ۝ اُولٰۗىِٕكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَاۗىِٕهٖ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا ۝

১০২. তো যারা কুফুরের পথে চলেছে তারা কি ধরে নিয়েছে যে, (এখনো) তারা আমার পরিবর্তে আমার বান্দাদেরকে নিজেদের অভিভাবক বানিয়ে নেবে, (আর আমি কিছুই করব না)! আমি তো কাফিরীনের মেহমানদারির জন্য জাহান্নামকে প্রস্তুত করে রেখেছি। ১০৩. আপনি বলুন, আমি কি তোমাদের অবহিত করব তাদের সম্পর্কে যারা আমলের বিচারে সবচে' ক্ষতিগ্রস্ত। ১০৪. এরা ঐ-সমস্ত লোক, দুনিয়ার জীবনে যাদের সমস্ত দৌড়ঝাঁপ (সরল পথ থেকে) বিচ্যুত হয়ে পড়েছে, অথচ তারা ভাবে যে, কর্মে উত্তম কিছু করছে! ১০৫. ওরাই ঐ-সমস্ত লোক যারা আপন রবের আয়াতসমস্ত

---

[৭৯৯] ধূলিসাৎ/ভূমিলগ্ন করে দেবেন। সুতরাং প্রাচীরের মযবূতির খোশ খেয়ালে যেন গাফলত না আসে, আর রাব্বে কারীমের প্রতি শোকরগুযারিতে যেন কমতি না আসে।

[৮০০] (সেই কাফিরীন) যাদের চোখ/দৃষ্টি আমার স্মরণ থেকে আচ্ছাদনে ছিল।

এবং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের বিষয় অস্বীকার করেছে। ফলে তাদের সমস্ত কর্মকাণ্ড নিষ্ফল হয়ে গেছে। সুতরাং কেয়ামতের দিন তাদের জন্য কোন 'ওজনব্যবস্থা' রাখব না।

ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوْا وَاتَّخَذُوْٓا اٰيٰتِيْ وَرُسُلِيْ هُزُوًا ۝١٠٦ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ
الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۝١٠٧ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا ۝١٠٨ قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ
تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّيْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا ۝١٠٩

১০৬. তো তারা যে কুফুর করেছে, আর আমার আয়াতসমস্ত এবং আমার রাসূলানকে বানিয়েছে হাসিতামাশার পাত্র, তার প্রতিদানে এই/ঐ হল তাদের শাস্তি জাহান্নাম। ১০৭. পক্ষান্তরে যারা ঈমানের পথ গ্রহণ করেছে এবং নেক নেক আমল করেছে তাদের মেহমানদারি হবে ফিরদাউসের বাগবাগিচা। ১০৮. তাতে তারা চিরকাল থাকবে, সেখান থেকে সরতে চাবেই না। ১০৯. (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি বলুন, আমার রবের 'কালিমাত' (বাণী ও বার্তা এবং সত্তা ও গুণের আলোচনা) লেখার জন্য সাগর যদি কালি হয় তাহলে সাগর ফুরিয়ে যাবে, আমার রবের বাণী ও বার্তা ফুরোবার আগে, যদিও আমি সহায়করূপে ঐ-রকম আরেক সাগর নিয়ে আসি।

قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا
يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا ۝١١٠

১১০. (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি বলুন, আমি তো তোমাদেরই মত মানবশুধু। (পার্থক্য এই যে,) আমার প্রতি অহী করা হয় যে, তোমাদের ইলাহ একই ইলাহ্। সুতরাং যে আপন রবের সম্মুখীন হওয়ার বিশ্বাস রাখে/আপন রবের সঙ্গে সাক্ষাতের আশা রাখে সে যেন নেক আমল করতে থাকে, আর নিজের রবের ইবাদতের বিষয়ে কাউকে যেন শরীক না করে।

سُورَةُ مَرْيَم١٩؛ مَكِّيَّة؛ آياتُها ٩٨ وركوعاتُها ٦

১৯-সূরা মারয়াম, মাক্কী, আয়াত ৯৮, রুকূ ৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كٓهٰيٰعٓصٓ ۝١ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّا ۝٢ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا ۝٣ قَالَ رَبِّ اِنِّيْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّيْ وَ
اشْتَعَلَ الرَّاْسُ شَيْبًا وَّلَمْ اَكُنْۢ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا ۝٤ وَاِنِّيْ خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَّرَآءِيْ وَكَانَتِ امْرَاَتِيْ عَاقِرًا
فَهَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۝٥ يَّرِثُنِيْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ۝٦

(রুকূ – ১)

(শুরু করছি) রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে

১. কাফ, হা, ইয়া, আইন, ছোয়াদ ২. (আয় পেয়ারে নবী!) এটি হল আপন বান্দা যাকারিয়্যার প্রতি আপনার রবের দয়া ও রহমতের আলোচনা। ৩. (এ দয়া ও রহমত ছিল ঐ-সময়) যখন তিনি তার রবকে গোপনে নিদা দিলেন[৮০১] ৪. (আর) বললেন, (আয়) মেরে রব! আমি–আমার অস্থিগুলো– 'এই যে' জীর্ণ হয়ে পড়েছে, আর মাথা বার্ধক্য (ও তার শুভ্রতা) দ্বারা (যেন) জ্বলে উঠেছে।[৮০২] আর (আয়) মেরে রব্! আমি তো আপনার কাছে দু'আ করে (কখনো) দুর্ভাগা হইনি। ৫. আর (এখন ঘটনা এই যে,) সত্যি আমি আমার (মৃত্যুর) পরে আমার চাচাত ভাইদের (বিষয়ে) আশঙ্কা করছি[৮০৩] (যে, আমার উত্তরাধিকার তারা যথাযথরূপে পালন করতে পারবে না।) এদিকে আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। সুতরাং (সন্তান লাভের বাহ্যিক উপায় না থাকা সত্ত্বেও আমার প্রার্থনা এই যে,) আপনি খাছ আপনার পক্ষ হতে (চিন্তায় ও কর্মে) আমার জন্য একজন 'বান্ধব' পুত্র দান করুন- ৬. যে আমার (যোগ্য) ওয়ারিছ হবে এবং আলে ইয়াকূব থেকেও বিরাছাত (ও উত্তরাধিকার) লাভ করবে। আর (আয়) মেরে রব্! তাকে আপনি (আপনার) সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত বানিয়ে দিন।

يٰزَكَرِيَّآ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمِ ِاسْمُهٗ يَحْيٰى ۙ لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ۝ قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّكَانَتِ امْرَاَتِيْ
عَاقِرًا وَّقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ۝ قَالَ كَذٰلِكَ ۚ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَّقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْـًٔا ۝
قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْٓ اٰيَةً ۭ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ۝

৭. (তখন গায়ব থেকে ফিরেশতাদের মাধ্যমে আওয়ায এলো) আয় যাকারিয়্যা! আপনাকে আমি অবশ্যই সুসংবাদ দিচ্ছি একটি বালকের, যার নাম হবে ইয়াহয়া। (এর) আগে তার জন্য আমি কোন *'সমনাম'* সৃষ্টি করিনি। ৮. তিনি বললেন, (আয়) মেরে রব্! কীভাবে হবে আমার জন্য কোন বালক/পুত্র, যেখানে আমার স্ত্রী বন্ধ্যা, আর বার্ধক্যের কারণে আমি *'শুষ্কদেহ'* পর্যন্ত উপনীত হয়েছি![৮০৪] ৯. (ফিরেশতা) বললেন, এমনই হবে। আপনার রব্ বলেছেন, এ তো আমার জন্য সহজ। আর (এর) আগে তো আপনাকে সৃষ্টি করেছি এমন অবস্থায় যে, আপনি কিছুই ছিলেন না। ১০. তিনি বললেন, (আয়) রব্! আমার জন্য আপনি কোন আলামত নির্ধারণ করুন।[৮০৫] তিনি বললেন, আপনার (স্ত্রীর গর্ভসঞ্চারের) নিদর্শন এই যে, সুস্থ হওয়া সত্ত্বেও তিনরাত পর্যন্ত আপনি লোকদের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন না।[৮০৬]

---

[৮০১] ভিন্ন তরজমা– যখন তিনি তার রবকে ডাক দিলেন গোপন ডাক।

[৮০২] বিকল্প তরজমা, আর মাথা বার্ধ্যক্যের কারণে বিলকুল সাদা হয়ে গিয়েছে।

[৮০৩] আশঙ্কার কারণ ছিল এই যে, দ্বীনদারিতে তারা মোটামুটি হলেও ঐ পর্যায়ে ছিল না যাতে তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্যের উত্তরাধিকার তারা যথাযথভাবে পালন করতে পারবে।

[৮০৪] এটি অবিশ্বাসজনিত প্রশ্ন ও বিস্ময় ছিল না, বরং আনন্দজনিত প্রশ্ন ও বিস্ময় ছিল

[৮০৫] যাতে বুঝতে পারি যে, আমার ঘরে 'কুদরতের প্রকাশ' শুরু হয়েছে।

[৮০৬] সম্ভবত এভাবে বোঝানো হয়েছে যে, তাঁর পক্ষ হতে কথা বলার জন্য তাঁর যোগ্য উত্তরাধিকারী দুনিয়াতে আসতে শুরু করেছে।

فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحٰۤى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّ عَشِيًّا ﴿۱۱﴾ يٰيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ ؕ وَ اٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ
صَبِيًّا ﴿۱۲﴾ وَّ حَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَ زَكٰوةً ؕ وَ كَانَ تَقِيًّا ﴿۱۳﴾ وَّ بَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَ لَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿۱۴﴾ وَ سَلٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ
وُلِدَ وَ يَوْمَ يَمُوْتُ وَ يَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴿۱۵﴾

১১. তো (যথাসময়ে) তিনি ইবাদতখানা থেকে আপন সম্প্রদায়ের (লোকদের) উদ্দেশ্যে বের হলেন এবং তাদের প্রতি ইঙ্গিতে উপদেশ দিলেন যে, 'সকাল-সন্ধ্যা' তাসবীহ আদায় করতে থাকো। ১২. (পরবর্তীকালে ইয়াহয়াকে অহীযোগে বললাম), আয় ইয়াহয়া! (তাওরাত) কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধরো। আর বাচ্চাবয়স থেকেই তাঁকে আমি প্রজ্ঞা দান করেছি– ১৩. আর খাছ আমার পক্ষ হতে হৃদয়ের কোমলতা ও পবিত্রতা (দান করেছি)। আর তিনি বড় ধর্মপরায়ণ ছিলেন– ১৪. এবং নিজের আব্বা-আম্মার প্রতি/ওয়ালিদায়নের প্রতি অনুগত (ও নিবেদিতপ্রাণ) ছিলেন, আর বলদর্পী ও অবাধ্য ছিলেন না। ১৫. আর (আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে) তাঁর প্রতি সালাম তাঁর জন্মলাভের দিন এবং তাঁর মৃত্যু বরণের দিন এবং তাঁকে জীবিতরূপে পুনরুত্থান করার দিন।[৮০৭]

(রুকূ – ২)

وَ اذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مَرْيَمَ ۘ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ﴿۱۶﴾ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا ۖ فَاَرْسَلْنَاۤ اِلَيْهَا
رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿۱۷﴾ قَالَتْ اِنِّيْۤ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ﴿۱۸﴾ قَالَ اِنَّمَاۤ اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ ۖ لِاَهَبَ
لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا ﴿۱۹﴾ قَالَتْ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّ لَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ وَّ لَمْ اَكُ بَغِيًّا ﴿۲۰﴾

১৬. আর (আয় পেয়ারে নবী!) এই কিতাবে (কোরআনে) আপনি মারয়ামকে আলোচনা করুন, যখন তিনি আপন পরিবার থেকে আলাদা হয়ে পূর্বদিকস্থ কোন স্থানে চলে গেলেন (নির্জনে ইবাদত করার উদ্দেশ্যে)[৮০৮] ১৭. তখন তিনি তাদের সামনে পর্দা টানালেন। আর তখন আমি তাঁর কাছে আমার রূহ (জিবরীল)কে পাঠালাম, আর তিনি তাঁর জন্য সুঠাম, সুদর্শন পুরুষ সাজলেন। ১৮. তিনি বললেন, আমি তোমার (অকল্যাণ) হতে রহমানের আশ্রয় গ্রহণ করছি; তুমি যদি আল্লাহ্‌ভীরু হও (তাহলে সরে যাও)। ১৯. তিনি বললেন, আমি তো শুধু আপনার রবের পক্ষ হতে প্রেরিত বার্তাবাহক, যাতে আপনাকে একটি পবিত্র পুত্র/বালক দান করি। ২০. তিনি (বিস্ময় ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে) বললেন, কীভাবে হতে পারে আমার জন্য কোন পুত্র/বালক, অথচ (বিবাহসূত্রে) কোন পুরুষ আমাকে স্পর্শ পর্যন্ত করেনি, আর না আমি চরিত্রহীনা!

قَالَ كَذٰلِكِ ۚ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ ۚ وَ لِنَجْعَلَهٗۤ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَ رَحْمَةً مِّنَّا ۚ وَ كَانَ اَمْرًا مَّقْضِيًّا ﴿۲۱﴾ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ
بِهٖ مَكَانًا قَصِيًّا ﴿۲۲﴾ فَاَجَآءَهَا الْمَخَاضُ اِلٰى جِذْعِ النَّخْلَةِ ۚ قَالَتْ يٰلَيْتَنِيْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَ كُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا ﴿۲۳﴾

---

[৮০৭] তাঁর প্রতি সালাম যেদিন তিনি জন্মলাভ করেছেন এবং যেদিন তিনি মৃত্যুবরণ করবেন এবং যেদিন জীবিতরূপে পুনরুত্থিত হবেন।

[৮০৮] অথবা স্নানপর্ব সম্পন্ন করার জন্য। সম্ভবত এটাই অগ্রাধিকারযোগ্য।

২১. তিনি বললেন, এমনই হবে। আপনার রব্ বলেছেন, এ তো আমার জন্য সহজ। আর (আমি তা এজন্য করব যে,) যাতে লোকদের জন্য তাঁকে (আমার কুদরতের) নিদর্শন বানাতে পারি, আর আমার পক্ষ হতে রহমত। আর এটা সিদ্ধান্তপূর্ণ বিষয় হয়ে আছে। ২২. অনন্তর তিনি ঐসন্তান ধারণ করলেন,[৮০৯] পরে (যখন প্রসবের সময় হল তখন) তিনি 'তাঁকে' নিয়ে একটি দূরবর্তী স্থানে চলে গেলেন। ২৩. তখন প্রসববেদনা তাঁকে একখেজুরগাছের গোড়ায় নিয়ে গেলো। (তখন ব্যথায়, উপায়হীনতায় ও আশঙ্কায় অস্থির হয়ে) তিনি বললেন, হায়, যদি এর আগেই মারা যেতাম, আর সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে যেতাম! (কত না ভালো হতো!)

فَنَادٰىهَا مِنْ تَحْتِهَآ اَلَّا تَحْزَنِيْ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ﴿٢٤﴾ وَهُزِّيْٓ اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿٢٥﴾
فَكُلِيْ وَاشْرَبِيْ وَقَرِّيْ عَيْنًا ۚ فَاِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا ۙ فَقُوْلِيْٓ اِنِّيْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا ﴿٢٦﴾

২৪. তখন (আল্লাহ্র হুকুমে জিবরীল নাযিল হলেন এবং তাঁর সম্মানার্থে সামনে না গিয়ে) তিনি তাঁর নিম্নবর্তী স্থান থেকে তাঁকে নিদা দিলেন যে, (উপায়হীনতার কারণে বা বদনামির আশঙ্কায়) আপনি চিন্তিত হবেন না। দেখুন, আপনার রব্ আপনার নিম্নবর্তী স্থানে একটি নহর সৃষ্টি করে দিয়েছেন। ২৫. আর খেজুরের কাণ্ডকে আপনি নিজের দিকে ঝাঁকি দিন, ঐ বৃক্ষ আপনার উপর তাজা খেজুর ফেলবে। ২৬. তো এখন আহার করুন, পান করুন, আর চক্ষু শীতল করুন। তো যদি মানবের কাউকে (আসতে) দেখেন, তখন (ইঙ্গিতে) শুধু বলুন, আমি আজ রাহমানের (সন্তুষ্টির) জন্য একটি ছিয়ামের মান্নাত করেছি, তাই আজ কোন মানবের সঙ্গে কিছুতেই কোন কথা বলবো না।

فَاَتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا تَحْمِلُهٗ ۭ قَالُوْا يٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْـــًٔا فَرِيًّا ﴿٢٧﴾ يٰٓاُخْتَ هٰرُوْنَ مَا كَانَ اَبُوْكِ امْرَاَ سَوْءٍ وَّمَا كَانَتْ اُمُّكِ بَغِيًّا ﴿٢٨﴾ فَاَشَارَتْ اِلَيْهِ ۭ قَالُوْا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿٢٩﴾

২৭. তো (পুত্রের জন্মের পর, আল্লাহ্র রহমতের উপর ভরসায় নিশ্চিন্ত হয়ে) তিনি তাঁকে নিয়ে, তাঁকে (কোলে) বহন করে আপন কাউমের কাছে এলেন। (এ অভাবিতপূর্ব দৃশ্য দেখে এবং ভুল ধারণার শিকার হয়ে) তারা বলে উঠলো, আয় মারয়াম! তুমি তো বড় গযবের কাজ করেছো! ২৮. আয় উখতে হারূন,[৮১০] তোমার বাবা তো কোন মন্দ লোক ছিলেন না! আর তোমার মাও ছিলেন না অসতী। (তুমি তাহলে এমন হলে কীভাবে!) ২৯. তখন তিনি (মুখে কিছু না বলে) শিশুটির দিকে ইঙ্গিত করলেন, (বোঝালেন, যা বলার শিশুটিই বলবে), তারা বলল, যে দোলনায় শিশু অবস্থায়, তার সঙ্গে কীভাবে আমরা কথা বলব!

قَالَ اِنِّيْ عَبْدُ اللّٰهِ ۡ اٰتٰنِيَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِيْ نَبِيًّا ﴿٣٠﴾ وَّجَعَلَنِيْ مُبٰرَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ ۠ وَاَوْصٰنِيْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿٣١﴾ وَّبَرًّۢا بِوَالِدَتِيْ ۡ وَلَمْ يَجْعَلْنِيْ جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿٣٢﴾ وَالسَّلٰمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُّ وَيَوْمَ اَمُوْتُ وَيَوْمَ اُبْعَثُ

---

[৮০৯] আল্লাহ্র কুদরতে যার কোন স্বাভাবিক আলামত তাঁর শরীরে প্রকাশ পায়নি।

[৮১০] হে হারূনের বোন! (ইনি হযরত মূসার ভাই হযরত হারূন নন, বরং সম্ভবত হারূন নামে তাঁর আপন বা সম্পর্কের কোন ভাই ছিলেন, সাধুপুরুষ। কঠোর তিরস্কারের জন্য তাঁর নাম এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এমন সাধুপুরুষের বোন, আর এমন কাজ!

حَيًّا ﴿٣٠﴾ ذٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٣٤﴾

৩০. (মায়ের পবিত্রতা ঘোষণায় দোলনার শিশু) বলে উঠলো, আমি তো আল্লাহ্‌র বান্দা, আমাকে তিনি কিতাব দিয়েছেন এবং নবী বানিয়েছেন।[৮১১] ৩১. আর তিনি আমাকে বরকতপূর্ণ করেছেন, যেখানেই থাকি না কেন! আর যতদিন জীবিত থাকি, তিনি আমাকে ছালাত ও যাকাতের অছিয়ত করেছেন। ৩২. আর তিনি আমাকে মায়ের প্রতি অনুগতপ্রাণ বানিয়েছেন, আর আমাকে তিনি বলদর্পী দুর্ভাগা বানাননি। ৩৩. আর (আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে) আমার উপর বিশেষ সালাম ও শান্তি যেদিন আমি (আল্লাহ্‌র কুদরতে) জন্মগ্রহণ করেছি এবং যেদিন আমি মৃত্যুবরণ করব এবং যেদিন জীবিতরূপে পুনরুত্থিত হবো। ৩৪. ঐ হলেন মারয়ামের পুত্র ঈসা। (তাঁর সম্পর্কে আমি বিলকুল) সত্য কথা (বলছি, ঐ বিষয়ে) যে বিষয়ে তারা (প্রান্তিকতাদোষে আক্রান্ত লোকেরা) বিবাদ করছে।

مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ ۖ سُبْحَانَهُ ۖ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٣٥﴾ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٣٦﴾ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ۚ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٣٧﴾ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ ۙ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَٰكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٣٨﴾

৩৫. আল্লাহ্‌র জন্য কিছুতেই সঙ্গত নয় কোন সন্তান গ্রহণ করা। তিনি তো (সর্বপ্রকার ত্রুটি হতে) চিরপবিত্র। তিনি (তো) যখন কোন বিষয় ফায়ছালা করেন তখন শুধু বলেন, হও; তখন তা হয়ে যায়। (এমন সর্বশক্তিমান সত্তার জন্য সন্তানের ধারণা কত না জঘন্য!) ৩৬. আর (আয় পেয়ারে নবী! তাওহীদ সম্পর্কে লোকদের আপনি চূড়ান্ত কথা বলে দিন,) অবশ্যই আল্লাহ্ আমার রব এবং তোমাদের রব। সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদত কর। এটাই হল সহজ সরল পথ। ৩৭. অনন্তর (তাওহীদের এত সুস্পষ্ট প্রমাণ সত্ত্বেও) তাদের মধ্য হতে বিভিন্ন দল (প্রান্তিক) মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে। তো এক বিরাট দিনের আশু উপস্থিতির কারণে বরবাদি হোক তাদের জন্য যারা কুফুর করেছে। ৩৮. তারা কত না উত্তম শ্রোতা এবং কত না উত্তম দর্শক হবে (ঐ-দিন) যেদিন (হিসাব কিতাবের জন্য) তারা আমার কাছে আসবে! তবে যালিমীন আজ স্পষ্ট গোমরাহিতে রয়েছে।

وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ ۘ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٩﴾ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿٤٠﴾

৩৯. (আয় পেয়ারে নবী!) তাদের সতর্ক করুন আক্ষেপের দিন সম্পর্কে, যখন সমস্ত বিষয়ের চূড়ান্ত ফায়ছালা হয়ে যাবে, অথচ তারা গাফলতের মধ্যে রয়েছে, অথচ তারা ঈমান আনছে না! ৪০. এ যমীন এবং তাতে যারা আছে, অবশ্যই আমিই হবো সবকিছুর উত্তরাধিকারী। আর আমারই অভিমুখে তাদের ফেরানো হবে।

(রুকূ - ৩)

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ﴿٤١﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي

---

[৮১১] অর্থাৎ ভবিষ্যতে যথাসময়ে নবুয়ত ও কিতাব দান করবেন।

عَنْكَ شَيْـًٔا ﴿٤٢﴾ يٰٓاَبَتِ اِنِّيْ قَدْ جَآءَنِيْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَاْتِكَ فَاتَّبِعْنِيْٓ اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴿٤٣﴾ يٰٓاَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ ؕ
اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا ﴿٤٤﴾ يٰٓاَبَتِ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا ﴿٤٥﴾

৪১. আর (আয় পেয়ারে নবী!) কিতাবে (কোরআনে) আপনি ইবরাহীমের ঘটনা আলোচনা করুন! অবশ্যই তিনি ছিলেন স্বভাবসত্যবাদী নবী। ৪২. (স্মরণ করুন) যখন তিনি তাঁর পিতাকে বললেন, আয় আব্বাজান, যা না (কিছু) শোনে, না (কিছু) দেখে এবং যা না আপনার কোন কাজে আসতে পারে, কেন আপনি তার উপাসনা করেন? ৪৩. আয় আব্বাজান, দেখুন, আমি, (আসমান থেকে) আমার কাছে এমন ইলম এসেছে, যা আপনার কাছে আসেনি। সুতরাং আপনি আমাকে অনুসরণ করুন, আপনাকে আমি সোজা পথ দেখাবো। ৪৪. আয় আব্বাজান, আপনি শয়তানের 'বন্দেগি' করবেন না।[৮১২] শয়তান তো রাহমানের প্রতি নাফরমান! ৪৫. আয় আব্বাজান, আমি তো আশঙ্কা করি যে, রাহমানের পক্ষ হতে কোন আযাব আপনাকে ছুঁয়ে না যায়! যার ফলে আপনি শয়তানের জন্য দোসর সাব্যস্ত হবেন (, যা আদমের যে কোন পুত্রের জন্য ধ্বংসের কারণ)।

قَالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ اٰلِهَتِيْ يٰٓاِبْرٰهِيْمُ ۚ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَاَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِيْ مَلِيًّا ﴿٤٦﴾ قَالَ سَلٰمٌ عَلَيْكَ ۚ سَاَسْتَغْفِرُ
لَكَ رَبِّيْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ بِيْ حَفِيًّا ﴿٤٧﴾ وَاَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَاَدْعُوْا رَبِّيْ ۖ عَسٰٓى اَلَّآ اَكُوْنَ بِدُعَآءِ رَبِّيْ
شَقِيًّا ﴿٤٨﴾

৪৬. তিনি (ইবরাহীমের আব্বা) বললেন, তুমি কি আমার ইলাহদের থেকে বিমুখ, আয় ইবরাহীম! (সাবধান!) যদি তুমি (এসব কথা থেকে) বিরত না হও তাহলে সত্যি সত্যি তোমাকে আমি পাথর মেরে, মেরে ফেলবো, তো (এখন যদি বাঁচতে চাও তাহলে) তুমি আমার থেকে চিরকালের জন্য দূর হয়ে যাও। ৪৭. তিনি বললেন, আপনার উপর সালাম, আমি তো আমার রবের কাছে আপনার জন্য ইস্তিগফার করব। তিনি তো আমার প্রতি অতি সদয়। ৪৮. আর আমি ত্যাগ করছি আপনাদের এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাকিছুর আপনারা উপাসনা করছেন। আর আমি আমার রবকে ডাকবো, (ডাকতেই থাকবো।) আশা করি যে, আমার রব্‌কে ডেকে আমি দুর্ভাগা হব না।

فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۙ وَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ؕ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿٤٩﴾ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّنْ
رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ﴿٥٠﴾

৪৯. তো যখন তিনি তাদের, এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাকিছুর তারা উপাসনা করত তাদের ত্যাগ করলেন তখন আমি তাঁকে দান করলাম (পুত্র) ইসহাক ও (পৌত্র) ইয়াকূব (এমন উত্তম বংশধর)! আর প্রত্যেককে আমি নবী বানালাম। ৫০. আর তাদেরকে আমি আমার রহমত দান করলাম এবং তাদেরকে অত্যন্ত উচ্চস্তরের সুনাম/সমুচ্চ সুখ্যাতি দান করলাম।[৮১৩]

---

[৮১২] মূর্তিপূজার ধারণা ও প্রথা যেহেতু শয়তানের উদ্ভাবন সেহেতু মূর্তিপূজা প্রকারান্তরে শয়তানেরই পূজা।

[৮১৩] সুতরাং তিনটি প্রধান ধর্মই তাঁকে নিজেদের জন্য আদর্শ বলে বিশ্বাস করে। এখন বিচারের বিষয় হল, কোন ধর্মের বয়ানে তাঁর আদর্শরূপটি অধিক সমুজ্জ্বল!

(রুকূ – ৪)

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مُوْسٰٓى ۖ اِنَّهٗ كَانَ مُخْلَصًا وَّكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ﴿٥١﴾ وَنَادَيْنٰهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْاَيْمَنِ وَقَرَّبْنٰهُ
نَجِيًّا ﴿٥٢﴾ وَوَهَبْنَا لَهٗ مِنْ رَّحْمَتِنَآ اَخَاهُ هٰرُوْنَ نَبِيًّا ﴿٥٣﴾ وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِسْمٰعِيْلَ ۖ اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ
رَسُوْلًا نَّبِيًّا ﴿٥٤﴾ وَكَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ ۖ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا ﴿٥٥﴾

৫১. আর আপনি কিতাবে (কোরআনে) মূসার (ঘটনা) আলোচনা করুন। অবশ্যই তিনি (আল্লাহ্‌র) নির্বাচিত বান্দা ছিলেন, আর ছিলেন রাসূল, নবী। ৫২. আর তাঁকে আমি নিদা করলাম তূরের ডান -দিক থেকে, আর (আমার) রাযদাররূপে[৮১৪] তাঁকে আমি নৈকট্য দান করলাম। ৫৩. আর আমার রহমতের ওছীলায় তাঁর ভাই হারূনকে নবী বানিয়ে তাঁকে (একজন সাহায্যকারী) দান করলাম।[৮১৫] ৫৪. আর আপনি কিতাবে ইসমাঈলের ঘটনা আলোচনা করুন। তিনি তো ছিলেন ওয়াদার সাচ্চা, আর ছিলেন রাসূল, নবী। ৫৫. আর আপন পরিবারকে তিনি ছালাত ও যাকাতের আদেশ করতেন। আর আপন রবের কাছে তিনি ছিলেন অতি সন্তোষভাজন।

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِدْرِيْسَ ۖ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ﴿٥٦﴾ وَّرَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿٥٧﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ
النَّبِيّٖنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ اٰدَمَ ۗ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ۖ وَّمِنْ ذُرِّيَّةِ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْرَآءِيْلَ ۖ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا ۭ
اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَّبُكِيًّا ﴿٥٨﴾

৫৬. আর আপনি কিতাবে ইদরীসের আলোচনা করুন। তিনি তো ছিলেন স্বভাবসত্যবাদী, নবী। ৫৭. আর তাঁকে আমি অতি উচ্চ স্থানে উত্তীর্ণ করেছি। ৫৮. আদমের বংশধর থেকে এঁরা হলেন ঐসব নবী যাদের উপর আল্লাহ্ (অজস্র ধারায়) নেয়ামত বর্ষণ করেছেন। আর তাঁদের মধ্যে কিছু হলেন তাদের বংশধর যাদের আমি নূহের সঙ্গে (কিশতিতে) তুলেছিলাম এবং যারা ইবরাহীম ও ইসরাঈলের বংশধর হতে গণ্য। আর এঁরা সকলে তাঁদের থেকে গণ্য যাদের আমি হিদায়াত দান করেছি এবং (দ্বীনের জন্য) নির্বাচন করেছি। (এত বড় বড় মর্যাদা সত্ত্বেও) যখন তাঁদের উপর আমার আমার আয়াত তিলাওয়াত করা হতো (তখন) তাঁরা সিজদায়, কান্নায় লুটিয়ে পড়তেন।

فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿٥٩﴾ اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ
صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ شَيْـًٔا ﴿٦٠﴾ جَنّٰتِ عَدْنِ ِۨالَّتِيْ وَعَدَ الرَّحْمٰنُ عِبَادَهٗ بِالْغَيْبِ ۭ اِنَّهٗ كَانَ وَعْدُهٗ
مَاْتِيًّا ﴿٦١﴾ لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا اِلَّا سَلٰمًا ۭ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيْهَا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ﴿٦٢﴾

---

[৮১৪] نَجِيٌّ মানে এমন ব্যক্তি যার সঙ্গে মনের একান্ত কথা আস্থার সঙ্গে বলা যায়, বাংলায় এর প্রতিশব্দ হতে পারে, 'অন্তরের ভেদী', রাযদার শব্দটি বেশ উপযুক্ত। তবে আল্লাহ্ যে হযরত মূসা আ.কে নিজের 'রাযদার' বলেছেন, এর দ্বারা তিনি তাঁকে কোন্ সুউচ্চ মর্যাদা দান করেছেন তা তিনিই উত্তম জানেন।

[৮১৫] ভিন্ন তরজমা– আর আপন দয়াগুণে তাঁকে আমি দান করলাম তাঁর ভাই হারূনকে নবীরূপে।

৫৯. অনন্তর তাদের পরবর্তী যুগে এমন কিছুলোক তাদের স্থলবর্তী হল যারা ছালাত বরবাদ করল, [৮১৬] আর (নিজেদের) নফসানি খাহেশাতের পিছনে চলতে লাগলো।[৮১৭] তো অতিসত্বর (আখেরাতে) এরা মন্দ পরিণতি দেখবে– ৬০. তবে যারা তাওবা করেছে (কুফুর থেকে) এবং ঈমান এনেছে, আর যারা (তাওবা করেছে পাপাচার থেকে এবং) নেক আমল করেছে, তো ওরা (কোন মন্দ অবস্থার সম্মুখীন না হয়েই) জান্নাতে দাখেল হবে, আর তাদের প্রতি কোন প্রকার যুলুম করা হবে না। ৬১. (জান্নাতে অর্থাৎ) চিরকালের বসবাসের জন্য এমন বাগবাগিচায়, যার ওয়াদা রহমান করেছেন তাঁর বান্দাদের প্রতি গায়েবানা। আর তাঁর ওয়াদা অবশ্যই প্রতিফলিত হবে।[৮১৮] ৬২. তাতে তারা শোনবে না কোন 'ফুযূল' কথা, শুধু (শোনবে) সালাম। আর সকাল ও সন্ধ্যা তাতে তাদের জন্য রয়েছে তাদের রিযিক

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴿٦٣﴾ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ۖ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا
بَيْنَ ذَٰلِكَ ۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ ۚ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴿٦٥﴾

৬৩. সেটা এমন জান্নাত যা আমার বান্দাদের থেকে তাকেই দান করব যে হবে মুত্তাকী। ৬৪. আর (আয় পেয়ারে নবী! আপনার উদ্দেশ্যে ফিরিশতাসমাজের পক্ষ হতে জিবরীলের বক্তব্য হল,) আমরা (ফিরেশতারা) আপনার রবের হুকুমেই শুধু নেমে আসি।[৮১৯] যাকিছু আমাদের সামনে এবং যাকিছু আমাদের পিছনে, আর যাকিছু এর মাঝখানে, সব তাঁরই মালিকানার অধীন। আর আপনার রব্ তো ভুলে যাওয়ার মত নন। ৬৫. তিনি তো রব্ আসমানসমস্তের এবং যমীনের এবং যাকিছু এ দুইয়ের মাঝে রয়েছে সে-সবের। সুতরাং আপনি তাঁর ইবাদত করুন এবং তাঁর ইবাদতের জন্য ধৈর্যের সঙ্গে অবিচল থাকুন। আপনি কি তাঁর সমগুণের কাউকে জানেন (যে, তাঁকে ছেড়ে তার ইবাদত করবেন)!

(রুকূ – ৫)

وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴿٦٦﴾ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ﴿٦٧﴾
فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴿٦٨﴾ ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ
عَلَى الرَّحْمَٰنِ عِتِيًّا ﴿٦٩﴾ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا ﴿٧٠﴾

৬৬. আর (আখেরাতে অবিশ্বাসী) মানুষ বলে, আমি যখন মরে যাবো (এবং 'নাই' হয়ে যাবো,) তখন সত্যি কি আমাকে জীবিত অবস্থায় বের করে আনা হবে! ৬৭. তো (এই নির্বোধ) মানুষটা কি

---

[৮১৬] আকীদাগত ভাবে ছালাত অস্বীকার করে, বা আমলীরূপে ছালাতের প্রতি গাফলত প্রদর্শন করে।

[৮১৭] ভিন্ন তরজমা– এবং যাবতীয় ইন্দ্রিয় চাহিদার অনুগামী হল।

[৮১৮] আর তাঁর ওয়াদা আসবেই আসবে। (এটা মুমিনীনকে বিশ্বাস প্রদানের জন্য নয়, বরং আনন্দ প্রদানের জন্য।)

[৮১৯] অহী আসার বিলম্ব দেখে কাফিরীন বলতে শুরু করে, মুহম্মদের আল্লাহ্ তাকে ছেড়ে দিয়েছে! তো ফিরেশতা জিবরীল দীর্ঘ বিরতির পর যখন অহী নিয়ে নাযিল হলেন তখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুযোগ করেছিলেন, আরো ঘন ঘন কেন আপনার আসা হয় না! ফিরেশতা যে উত্তর দিয়েছিলেন সেটাই আয়াতরূপে নাযিল হয়েছে। বিকল্প তরজমা, (আসমান থেকে) আমরা তো নেমে আসি না, তবে আপনার রবের আদেশে। (খ) আমরা আসমান থেকে আপনার রবের আদেশ ছাড়া নেমে আসি না।

মনে করতে পারে না যে, আমি তো আগে তাকে সৃষ্টি করেছি, আর তখন সে কিছুই ছিল না। ৬৮ তো আপনার রবের কসম, সত্যি সত্যি আমি জড়ো করব তাদের এবং শয়তানদের। তারপর অতি অবশ্যই নতজানু অবস্থায় জাহান্নামের চারপাশে তাদের হাযির করব। ৬৯. তারপর (জাহান্নামী) প্রতিটি দল থেকে তাদের টেনে আনবো, রহমানের অবাধ্যতায় যারা কঠিনতম ছিল। ৭০. তারপর আমিই বেশী জানি তাদের সম্পর্কে যারা (সবার আগে) জাহান্নামে *'ঝালসিত'* হওয়ার বেশী *'হকদার'*!

وَإِنْ مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿٧١﴾ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴿٧٢﴾ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿٧٣﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا ﴿٧٤﴾

৭১. আর তোমাদের মধ্যে (কাফির-মুমিন) এমন কেউ নেই যে জাহান্নাম পার হতে যাবে না। এটা আপনার রবের উপর (নিজেরই পক্ষ হতে) অবশ্যপালনীয় সিদ্ধান্ত।[৮২০] ৭২. তারপর যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করেছে তাদের আমি (জাহন্নামে পড়া থেকে) উদ্ধার করব, আর যালিমীনকে জাহান্নামে উপুড় হয়ে পড়া অবস্থায় ছেড়ে দেবো। ৭৩. আর যখন তাদের উপর আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয় তখন আহলে কুফুর আহলে ঈমানকে (তামাশাচ্ছলে) জিজ্ঞাসা করে, (আচ্ছা, বলো দেখি, আমাদের) দু'দলের মধ্যে কার অবস্থান ভালো এবং কার মজলিস উত্তম? ৭৪. আচ্ছা, (তো তারা কি জানে না,) তাদের আগে কত প্রজন্ম আমি ধ্বংস করেছি, সাজ-আসবাব ও জাঁকজমকে (বর্তমানের তাদের চেয়ে) যারা অনেক উত্তম ছিল!

قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا ۚ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ ۚ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ﴿٧٥﴾ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى ۗ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ﴿٧٦﴾

৭৫. (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি বলুন, যারা গোমরাহিতে মজে আছে, (তাদের জন্য এটাই ভালো যে,) রহমান তাদের ঢিল দিতে থাকুন, দিতেই থাকুন। এমনকি যখন তারা (নিজের চোখে) তা দেখতে পাবে যে সম্পর্কে তাদের হুঁশিয়ার করা হয়েছিল, হয় (দুনিয়ার) আযাব, না হয় কিয়ামত, তখন তো তারা জানতে পাবে, কার অবস্থান নিকৃষ্টতম এবং কার বাহিনী বেশী দুর্বল! ৭৬. আর যারা হিদায়াতের পথে চলেছে, আল্লাহ্ তাদের হিদায়াত আরো বাড়িয়ে দেবেন। আর স্থায়ী নেক আমল-সমূহ আপনার রবের নিকট ছাওয়াবের দিক থেকে উত্তম এবং পারিণামের দিক থেকেও উত্তম।

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ﴿٧٧﴾ أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا ﴿٧٨﴾ كَلَّا ۚ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴿٧٩﴾ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ﴿٨٠﴾ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً

---

[৮২০] আরবীতে যার নাম 'ছিরাত', আর আমাদের কাছে যার পরিচয় 'পোল ছিরাত', যা জাহান্নামের উপর স্থাপিত। মানুষমাত্রই এর উপর ওঠবে, কাফিরীন (এবং কিছু বদকার) সেখান থেকে জাহান্নামে পড়ে যাবে। পক্ষান্তরে মুমিনীন অবস্থার তারতম্য অনুযায়ী আপদে নিরাপদে তা পার হয়ে যাবে।

لِّيَكُوْنُوْا لَهُمْ عِزًّا ﴿٨١﴾ كَلَّا ۚ سَيَكْفُرُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿٨٢﴾

৭৭, আচ্ছা, (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি কি দেখেছেন তাকে যে আমার (কুদরতের এবং একত্বের) নিশান ও প্রমাণ প্রত্যাখ্যান করেছে, আর (চরম স্পর্ধার সঙ্গে) বলেছে, অতি অবশ্যই (আখেরাতেও) আমাকে সম্পদ ও সন্তান দান করা হবে। ৭৮. তো সে কি গায়ব জেনে গিয়েছে, না রহমানের কাছ থেকে (এ বিষয়ে) কোন ওয়াদা নিয়ে রেখেছে! ৭৯. কিছুতেই না! যাকিছু সে বলে অবশ্যই আমি তা লিখে রাখব। আর (সময়মত) তার জন্য আযাবের মাত্রা বাড়াব, বাড়াতেই থাকব। ৮০. আর যে সম্পদ ও সন্তানের কথা সে বলে, (তার মরে যাওয়ার পর) আমিই তার উত্তরাধিকারী হবো, আর সে আমার কাছে একা আসবে, (সঙ্গে না থাকবে সম্পদ, না সন্তান)। ৮১. আর তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে বিভিন্ন উপাস্য বানিয়ে রেখেছে, যাতে (তাদের ধারণামতে) সেগুলো তাদের জন্য (আল্লাহ্‌র কাছে) শক্তি ও মর্যাদার কারণ হতে পারে। ৮২. কিছুতেই না, বরং এরা তো তাদের উপাসনার কথাই অস্বীকার করবে, আর তাদের উপর প্রতিপক্ষের মত চড়াও হবে।

(রুকূ – ৬)

اَلَمْ تَرَ اَنَّاۤ اَرْسَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ تَؤُزُّهُمْ اَزًّا ﴿٨٣﴾ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ۭ اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴿٨٤﴾ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا ﴿٨٥﴾ وَّنَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴿٨٦﴾ لَا يَمْلِكُوْنَ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ﴿٨٧﴾

৮৩. (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি কি দেখেননি যে, আমি কাফিরীনের উপর শয়তানদল ছেড়ে রেখেছি, যারা বরাবর তাদের উসকাতে থাকে! ৮৪. তো তাদের (আযাবের) বিষয়ে আপনি তাড়ার মধ্যে থাকবেন না।[৮২১] আমি তো তাদের জন্য শুধু (সময়) গুণে যাচ্ছি। ৮৫. (সাজা হবে ঐদিন) যেদিন মুত্তাকীনকে আমি রহমানের সমীপে মেহমানরূপে (সসম্মানে) সমবেত করব। ৮৬. আর মুজরিমীনকে[৮২২] জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাব পিপাসার্ত পশুর মত। (সেখানে তাদের কোন সুপারিশকারীও থাকবে না। কারণ) ৮৭. লোকেরা (কারো) সুপারিশ করার অধিকারই রাখবে না, তাদের ছাড়া যারা রহমানের কাছ থেকে (সুপারিশ করার) কোন প্রতিশ্রুতি নিয়ে রেখেছে।

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ﴿٨٨﴾ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْـًٔا اِدًّا ﴿٨٩﴾ تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ﴿٩٠﴾ اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا ﴿٩١﴾ وَمَا يَنْۢبَغِيْ لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا ﴿٩٢﴾ اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّاۤ اٰتِي الرَّحْمٰنِ عَبْدًا ﴿٩٣﴾ لَقَدْ اَحْصٰىهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ﴿٩٤﴾ وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا ﴿٩٥﴾

৮৮. আর তারা বলে, রহমান সন্তান গ্রহণ করেছেন! ৮৯. (হে অপদার্থের দল!) তোমরা তো বড় জঘন্য কাজ করে বসেছ! ৯০. এ-কথার কারণে তো আসমানসমস্ত চৌচির হওয়ার এবং ভূমি বিদীর্ণ হওয়ার এবং পাহাড় ভেঙ্গেচুরে পতিত হওয়ার উপক্রম করছে ৯১. যে, তারা রহমানের জন্য সন্তান হওয়ার ধারণা করেছে![৮২৩] ৯২. সন্তান গ্রহণ করা, এ তো রহমানের জন্য কিছুতেই শান-

---

[৮২১] জলদির মধ্যে থাকবেন না/ 'তাড়াবোধ' করবেন না।

[৮২২] মুজরিম মানে অপরাধী, বহুবচনে মুজরিমীন।

[৮২৩] শুধু এ-জন্য যে, রহমানের জন্য তারা সন্তান হওয়ার দাবী করেছে।

উপযোগী নয়। ৯৩. আসমানসমস্তে ও যমীনে যারাই আছে, রাহমানের সমীপে তারা সবাই তো বান্দারূপেই হাযির হবে। ৯৪. নিশ্চিতই তিনি তাদের কাবু করে রেখেছেন এবং তাদের উত্তমরূপে গুণে রেখেছেন। ৯৫. আর তাদের প্রত্যেকেই কেয়ামতের দিন তার কাছে একা একা আসবে।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا ﴿٩٦﴾ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا ﴿٩٧﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ ۖ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴿٩٨﴾

৯৬. যারা ঈমান এনেছে এবং নেক নেক আমল করেছে, অবশ্যই রহমান তাদের জন্য (সর্ব-অন্তরে) মায়া সৃষ্টি করবেন। ৯৭. (আয় পেয়ারে নবী!) আমি এই কোরআনকে আপনার যবানে সহজ করে দিয়েছি শুধু এ জন্য যে, তা দ্বারা আপনি মুত্তাকীনকে সুসংবাদ দেবেন, আর তা দ্বারা বিবাদপ্রিয় লোকদের সতর্ক করবেন। ৯৮. আর তাদের আগে কত প্রজন্মকে আমি হালাক করেছি, আপনি চেষ্টা করেও কি তাদের কারো কোন অস্তিত্ব অনুভব করতে পারেন, বা তাদের কোন সাড়াশব্দ পান![৮২৪]

سُورَةُ طه ٢٠؛ مَكِّيَّة؛ آياتها ١٣٥ وركوعاتها ٨

২০-সূরা তোয়াহা, মাক্কী; আয়াত ১৩৫, রুকূ ৮

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

طه ﴿١﴾ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ ﴿٢﴾ إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ ﴿٣﴾ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ ﴿٤﴾ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ﴿٥﴾ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ ﴿٦﴾ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ﴿٧﴾ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ﴿٨﴾

(শুরু করছি) রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে

১. তোয়াহা। ২. (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি কষ্ট ভোগ করবেন, এ-জন্য আমি আপনার উপর (এ) কিতাব নাযিল করিনি[৮২৫] ৩. বরং (নাযিল করেছি) তার জন্য স্মারকরূপে যে (আখেরাতকে) ভয় করে ৪. এ তো ঐ-মহান সত্তার পক্ষ হতে অল্প অল্প করে নাযিল করা হচ্ছে যিনি যমীন ও উঁচু উঁচু আসমান সৃষ্টি করেছেন। ৫. তিনি রহমান-পরম দয়ালু, আরশে অধিষ্ঠিত হয়েছেন (তাঁর শান অনুযায়ী)। ৬. তাঁর মালিকানা (ও নিয়ন্ত্রণে) রয়েছে যাকিছু আসমানসমস্তে এবং যাকিছু যমীনে এবং যাকিছু

---

[৮২৪] সাবধান! আহলে মক্কা যদি একই পথে চলে তাহলে তাদেরও একই ভাগ্য বরণ করতে হবে। পৃথিবী থেকে তাদেরও নাম নিশান মুছে যাবে।

[৮২৫] সুতরাং এই যে এত কষ্ট করে সারারাত ছালাত ও তিলাওয়াতে মশগূল থাকছেন, এত কষ্ট করার প্রয়োজন নেই। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর আল্লাহ্‌র নবী রাতের কিছু অংশে বিশ্রামও করতেন।

তাদের মাঝে এবং যাকিছু ভূগর্ভে/পাতালে রয়েছে। ৭. আর (আয় মোখাতাব! এ তো হল তাঁর শানে কুদরত, পক্ষান্তরে তাঁর শানে ইলম এমন যে,) তুমি যদি উচ্চস্বরে (বা নিম্নস্বরে) বলো (তাহলে তা তো তিনি জানেনই।) কারণ তিনি তো জানেন চুপিচুপি বলা কথা, এমনকি আরো গুপ্ত কথা, (যা অন্তরেই রয়েছে, এখনো মুখে উচ্চারিত হয়নি)। ৮. আল্লাহ্, তিনি ছাড়া নেই কোন ইলাহ্। তাঁরই জন্য (প্রযুক্ত) সমস্ত উত্তম নাম।

وَهَلْ أَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى ۝٩ إِذْ رَأَ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوْٓا إِنِّيْٓ آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّيْٓ آتِيْكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى
النَّارِ هُدًى ۝١٠ فَلَمَّآ أَتٰىهَا نُوْدِيَ يٰمُوْسٰى ۝١١ إِنِّيْٓ أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۚ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۝١٢

৯. আর (আয় পেয়ারে নবী!) আপনার কাছে কি এসেছে মূসার বৃত্তান্ত! ১০. (তা ঘটেছিল তখন) যখন তিনি (রাতের বেলা, মাদয়ান থেকে মিশরে ফেরার পথে, যখন প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ছিল, আবার পথও ভুলে গিয়েছিলেন, যখন তিনি তূর পাহাড়ের নিকট) আগুন দেখতে পেলেন,[৮২৬] তখন বললেন তিনি আপন পরিবারকে, তোমরা (এখানেই) থাম, (আমার ফিরে আসার অপেক্ষা কর।) আমি একটি আগুন অনুভব করেছি, হয়ত তা থেকে আমি তোমাদের জন্য কোন জ্বলন্ত অঙ্গার আনতে পারব, তদুপরি আগুনের কাছে পথের দিশা (দেয়ার মত কোন মানুষ) পেয়ে যাব। ১১. তো যখন তিনি (কথিত) আগুনের কাছে এলেন তখন তাকে নেদা দেয়া হল, আয় মূসা! ১২. দেখুন, আমিই আপনার রব, তাই আপনি আপনার জুতাজোড়া খুলে ফেলুন। কারণ আপনি তো (এখন) মহিমাপূর্ণ উপত্যকা তোয়ায় রয়েছেন।[৮২৭]

وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى ۝١٣ إِنَّنِيْٓ أَنَا اللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّآ أَنَا فَاعْبُدْنِيْ وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ ۝١٤ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ
أَكَادُ أُخْفِيْهَا لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعٰى ۝١٥ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ فَتَرْدٰى ۝١٦ وَمَا
تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يٰمُوْسٰى ۝١٧ قَالَ هِيَ عَصَايَ ۚ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلٰى غَنَمِيْ وَلِيَ فِيْهَا مَاٰرِبُ أُخْرٰى ۝١٨

১৩. আর আমি আপনাকে (নবুয়তের জন্য) নির্বাচন করেছি, তো যা অহী করা হচ্ছে তা মনোযোগ-সহ শুনুন। ১৪. অবশ্যই আমিই আল্লাহ্, আমি ছাড়া নেই কোন ইলাহ, তাই আপনি (শুধু) আমার ইবাদত করুন, আর আমাকে স্মরণ করার জন্য ছালাত কায়েম করুন। ১৫. (কেয়ামতের) সময় অবশ্যই আসছে, তবে (বিশেষ উদ্দেশ্যে) আমি তা(র দিনক্ষণ) গোপন রাখতে চাই, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে, যে মেহনত সে করবে, তার প্রতিদান দেয়া যায়। ১৬. সুতরাং আপনাকে যেন তা থেকে গাফেল না করতে পারে এমন কেউ যে তার প্রতি ঈমান রাখে না, আর নিজের খাহেশাত অনুসরণ করে, তাহলে কিন্তু আপনি বরবাদ হয়ে যাবেন। ১৭. আর (আসন্ন মু'জিযার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করলেন), আপনার ডান হাতে ওটা কী আয় মূসা? ১৮. তিনি বললেন, তা তো আমার 'আছা', আমি তার উপর ভর দেই, আর তা দ্বারা আমার মেষপালের জন্য (গাছ থেকে)

---

[৮২৬] যা চোখের দেখায় আগুন ছিল, কিন্তু হাকীকতে নূর ও তাজাল্লী ছিল।

[৮২৭] এ ডাক ও নেদার উৎস যে আল্লাহ্, অন্য কেউ এবং অন্য কিছু নয়, সে বিশ্বাস ও প্রতীতি আল্লাহ্ই হযরত মূসা আ.র অন্তরে সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন।

পাতা ঝাড়ি/পাড়ি। আর তাতে আমার জন্য আরো কিছু ফায়দা রয়েছে।[৮২৮]

قَالَ اَلْقِهَا يٰمُوْسٰى ﴿١٩﴾ فَاَلْقٰىهَا فَاِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعٰى ﴿٢٠﴾ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ ۖ سَنُعِيْدُهَا سِيْرَتَهَا الْاُوْلٰى ﴿٢١﴾ وَاضْمُمْ يَدَكَ
اِلٰى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ اٰيَةً اُخْرٰى ﴿٢٢﴾ لِنُرِيَكَ مِنْ اٰيٰتِنَا الْكُبْرَى ﴿٢٣﴾ اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ﴿٢٤﴾

১৯. (এবার আসল উদ্দেশ্য প্রকাশ করে আল্লাহ্) বললেন, আপনি তা (হাত থেকে) ফেলে দিন, আয় মূসা! ২০. তো তিনি তা ফেলে দিলেন, তখন হঠাৎ দেখা গেল যে, তা একটি জ্যান্ত সাপ হয়ে গিয়েছে![৮২৯] ২১. আল্লাহ্ বললেন, আপনি তা ধরুন, আর ভয় পাবেন না। অবশ্যই আমি তা তার প্রথম রূপে ফিরিয়ে আনব।[৮৩০] ২২. (দ্বিতীয় মু'জিযা প্রদান করার জন্য বললেন,) আর আপনার হাত আপনার বগলের দিকে যুক্ত করুন, তা খারাপ কিছু ছাড়া শুভ্ররূপে বের হয়ে আসবে। এটা হল (আপনার নবুয়তের সত্যতার) আরেক নিদর্শন। ২৩. (এটা করছি) আমার বড় বড় নিদর্শন আপনাকে দেখানোর জন্য। ২৪. (এবার) আপনি ফির'আউনের কাছে যান (এই নিদর্শনসহ), সে তো চরম অবাধ্যতা প্রকাশ করছে/করেছে।

(রুকূ - ২)

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ ﴿٢٥﴾ وَيَسِّرْ لِيْٓ اَمْرِيْ ﴿٢٦﴾ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ ﴿٢٧﴾ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ ﴿٢٨﴾ وَاجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا
مِّنْ اَهْلِيْ ﴿٢٩﴾ هٰرُوْنَ اَخِي ﴿٣٠﴾ اشْدُدْ بِهٖٓ اَزْرِيْ ﴿٣١﴾ وَاَشْرِكْهُ فِيْٓ اَمْرِيْ ﴿٣٢﴾ كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا ﴿٣٣﴾ وَّنَذْكُرَكَ كَثِيْرًا ﴿٣٤﴾
اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا ﴿٣٥﴾

২৫. (নবুয়তি দায়িত্বের গুরুতরতা অনুধাবন করে) মূসা বললেন, (আয়) মেরে রব্! আমার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিন– ২৬. আর আমার দায়িত্ব আমার জন্য সহজ করে দিন– ২৭. আর আমার জিহ্বা হতে জড়তা খুলে দিন– ২৮. যাতে লোকেরা আমার কথা অনুধাবন করতে পারে। ২৯. আর আমার জন্য আমার পরিবার হতে, একজন সাহায্যকারী নিযুক্ত করুন– ৩০. (অর্থাৎ) আমার ভাই হারূন– ৩১. তাঁর দ্বারা আমার শক্তি সুদৃঢ় করুন– ৩২. আর (নবুয়তের মর্যাদায় অভিষিক্ত করে) তাকে আমার কাজে শরীক করুন– ৩৩. যাতে আমরা বেশী করে আপনার তাসবীহ করতে পারি– ৩৪. এবং বেশী পরিমাণে আপনার যিকির করতে পারি– ৩৫. আপনি তো আমাদের বিষয়ে সর্বদর্শী আছেনই।

قَالَ قَدْ اُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يٰمُوْسٰى ﴿٣٦﴾ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرٰٓى ﴿٣٧﴾ اِذْ اَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّكَ مَا يُوْحٰٓى ﴿٣٨﴾ اَنِ اقْذِفِيْهِ
فِي التَّابُوْتِ فَاقْذِفِيْهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَاْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّيْ وَعَدُوٌّ لَّهٗ ۭ وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّيْ ۚ وَ
لِتُصْنَعَ عَلٰي عَيْنِيْ ﴿٣٩﴾

---

[৮২৮] মাহবূবে হাকীকীর সঙ্গে কথা দীর্ঘ করার জন্য ছোট্ট প্রশ্নের উত্তরে কী সুন্দর প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে গমন!

[৮২৯] হঠাৎ দেখা গেলো, তা (এঁকে বেঁকে) চলা জ্যান্ত সাপ!

[৮৩০] নির্ভয়ে আপনি তা ধরুন।

৩৬. আল্লাহ্ বললেন, নিশ্চিত, আপনার প্রার্থিত বিষয় আপনাকে দেয়া হল, আয় মূসা! ৩৭. আর আমি তো নিশ্চিতই আরেকবার (চাওয়া ছাড়াই) আপনার প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম– ৩৮. যখন আমি ইলহামযোগে আপনার আম্মাকে ঐ গুরুত্তর কথা বলেছি, যা (এখন আপনাকে) অহী করা হচ্ছে। ৩৯. (তা এই যে, আয় উম্মে মূসা! ঘাতকদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য) তাকে আপনি ছুন্দুকে (ফেলে) রাখুন, অনন্তর ছুন্দুকটি দরিয়ায় ফেলে দিন/নিক্ষেপ করুন। তারপর দরিয়া যেন (আমার আদেশে) তাকে তীরে নিয়ে ফেলে, আর তাকে যেন তুলে নেয় (যে) আমার শত্রু এবং তার শত্রু।[৮৩] আর আমি আমার পক্ষ হতে আপনার উপর একটি প্রীতি প্রক্ষেপণ করেছি। আর (এসব এজন্য করেছি) যাতে আপনাকে প্রতিপালন করা হয় আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে।

إِذْ تَمْشِيٓ أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُۥ ۖ فَرَجَعْنَٰكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَٰكَ مِنَ ٱلْغَمِّ وَفَتَنَّٰكَ فُتُونًا ۚ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِىٓ أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَٰمُوسَىٰ ﴿٤٠﴾ وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِى ﴿٤١﴾ ٱذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِـَٔايَٰتِى وَلَا تَنِيَا فِى ذِكْرِى ﴿٤٢﴾ ٱذْهَبَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥ طَغَىٰ ﴿٤٣﴾ فَقُولَا لَهُۥ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُۥ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿٤٤﴾

৪০. (ঐ সময়টি স্মরণ করা সঙ্গত) যখন আপনার বোন আপনাকে অনুসরণ করে চলছিল (আর রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল) তখন (ধাত্রীর জন্য পেরেশান লোকদের) বলছিল, আমি কি তোমাদের বাতলে দেবো এমন কারো ঠিকানা, যে একে প্রতিপালন করতে পারে! তো এভাবে আমি আপনাকে আপনার আম্মার কাছে ফিরিয়ে এনেছি, যাতে তার চক্ষু শীতল হয়, আর তিনি দুঃখিত না হন। আর আপনি (ফির'আউনের কিবতী সম্প্রদায়ের) একজন মানুষ হত্যা করেছিলেন, তখন আপনাকে আমি উদ্ধার করেছিলাম দুশ্চিন্তা থেকে, আর আপনাকে আমি বিভিন্ন পরীক্ষা করেছি। অনন্তর আপনি কয়েকবছর মাদয়ানবাসীদের মধ্যে ছিলেন। তারপর আপনি হে মূসা, (এখানে) এমন সময় এসেছেন যা (আগে থেকেই) নির্ধারিত ছিল। ৪১. আর আমি আপনাকে খাছ আমার জন্য তৈয়ার করেছি। ৪২. (সুতরাং) যান আপনি এবং আপনার ভাই আমার নিশান ও প্রমাণসহ, আর আমার যিকির করার ক্ষেত্রে আপনারা (দু'জন) শিথিলতা করবেন না। ৪৩. যান আপনারা (দু'জন) ফির'আউনের উদ্দেশ্যে, সে তো চরম অবাধ্যতা শুরু করেছে। ৪৪. তো আপনারা (দু'জন) তাকে কোমল কথা বলুন, যাতে সে উপদেশ গ্রহণ করে, বা (আল্লাহ্র) ভয় গ্রহণ করে।

قَالَا رَبَّنَآ إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَآ أَوْ أَن يَطْغَىٰ ﴿٤٥﴾ قَالَ لَا تَخَافَآ ۖ إِنَّنِى مَعَكُمَآ أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ﴿٤٦﴾ فَأْتِيَاهُ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ۖ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ ۖ قَدْ جِئْنَٰكَ بِـَٔايَةٍ مِّن رَّبِّكَ ۖ وَٱلسَّلَٰمُ عَلَىٰ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْهُدَىٰٓ ﴿٤٧﴾ إِنَّا قَدْ أُوحِىَ إِلَيْنَآ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿٤٨﴾

৪৫. তারা (দু'জন) বললেন, (ইয়া) রাব্বানা! আমরা আশঙ্কা করি যে, সে আমাদের উপর বাড়াবাড়ি

---

[৮৩] এটি সরল তরজমা, শব্দানুগ ও তারকীবানুগ তরজমা, 'আর তাকে যেন তুলে নেয় (এমন ব্যক্তি যে) আমার জন্য যেমন শত্রু তেমনি তার জন্য শত্রু।

করবে, বা সীমালঙ্ঘনে উদ্যত হবে। ৪৬. আল্লাহ্ বললেন, আপনারা ভয় করবেন না, আমি তো আপনাদের সঙ্গে আছি, শোনবো এবং দেখব। ৪৭. তো আপনারা (দু'জন) তার কাছে যান, আর বলুন, আমরা দু'জন তোমার রবের রাসূল। তো পাঠিয়ে দাও আমাদের সঙ্গে বনী ইসরাঈলকে, আর তাদের নির্যাতন কর না। আমরা কিন্তু তোমার রবের পক্ষ হতে নিদর্শনসহ তোমার কাছে এসেছি। আর তারই উপর সালাম-শান্তি যে হিদায়াত অনুসরণ করে। ৪৮. নিশ্চিতই আমাদের কাছে এ মর্মে অহী করা হয়েছে যে, তারই উপর আযাব অবধারিত যে (হকের দাওয়াত) ঝুটলায়, আর (তা থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়।

قَالَ فَمَنْ رَّبُّكُمَا يٰمُوْسٰى ۝ قَالَ رَبُّنَا الَّذِيْٓ اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى ۝ قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُوْنِ الْاُوْلٰى ۝ قَالَ عِلْمُهَا
عِنْدَ رَبِّيْ فِيْ كِتٰبٍ ۚ لَا يَضِلُّ رَبِّيْ وَلَا يَنْسَى ۝ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّسَلَكَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا وَّاَنْزَلَ مِنَ
السَّمَآءِ مَآءً ۭ فَاَخْرَجْنَا بِهٖٓ اَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتّٰى ۝ كُلُوْا وَارْعَوْا اَنْعَامَكُمْ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي النُّهٰى ۝

৪৯. (এ দীর্ঘ বক্তব্যের পর রাজদম্ভের সঙ্গে ফির'আউন) বলল, তা তোমাদের রবটা কে, আয় মূসা! ৫০. তিনি বললেন, আমাদের রব তিনি যিনি প্রতিটি বস্তুকে তার সুসঙ্গত কাঠামো দান করেছেন, তারপর (দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং তা পালনের পথ ও পন্থা) বাতলে দিয়েছেন। ৫১. (বড় কৌশলের সঙ্গে উভয়সঙ্কটমূলক প্রশ্ন করে ফির'আউন) বলল, তো আগিলা যুগের সম্প্রদায়গুলোর কী অবস্থা! (ওরা কি জান্নাতী, না জাহান্নামী)[৮৩২]? ৫২. তিনি বললেন, তার ইলম তো আমার রবের নিকট এক কিতাবে সংরক্ষিত রয়েছে, (আর) আমার রব্ না ভুল করেন, না ভুলে যান! ৫৩. তিনি তো ঐ মহান সত্তা যিনি তোমাদের জন্য ভূমি সমতল করেছেন, আর তোমাদের জন্য তাতে বিভিন্ন পথ তৈরী করেছেন, আর আসমান হতে পানি/বারি/বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন, অনন্তর তা দ্বারা আমি বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদের জোড়া উদ্গত করেছি। ৫৪. তো তোমরা নিজেরা আহার কর, আবার তোমাদের গবাদিকে (তাতে) চরাও। সত্যি সত্যি তাতে যথেষ্ট নিদর্শন রয়েছে মস্তিষ্কের অধিকারীদের জন্য।

(রুকূ - ৩)

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى ۝ وَلَقَدْ اَرَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَاَبٰى ۝ قَالَ
اَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ اَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يٰمُوْسٰى ۝ فَلَنَاْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهٖ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهٗ
نَحْنُ وَلَآ اَنْتَ مَكَانًا سُوًى ۝ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ وَاَنْ يُّحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ۝

৫৫. এ মাটি থেকেই আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি, আর এ মাটিতেই তোমাদের ফিরিয়ে আনবো, আর তা থেকেই তোমাদের আবার একবার বের করব। ৫৬. আর নিশ্চিতই তাকে আমি আমার সমস্ত নিদর্শন দেখিয়েছি, কিন্তু সে (তা) ঝুটলিয়েছে এবং প্রত্যাখ্যান করেছে। ৫৭. (এবার আহলে

---

[৮৩২] মূসা যদি বলেন, তারা জান্নাতী, তাহলে তো মুশরিক অবস্থায় জান্নাতী হল, আর যদি বলেন, জাহান্নামী, তাহলে তো বর্তমান জনমত তাঁর উপর ক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু রাজমহলে প্রতিপালিত হযরত মূসা আ. রাজদরবারের কূটনীতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাই তিনি কৌশলী প্রশ্নের কৌশলী জবাব দিলেন।

দরবারকে উত্তেজিত করার জন্য) সে বলল, তুমি কি আয় মূসা! তোমার জাদু দ্বারা আমাদেরকে আমাদের ভূমি থেকে বের করার জন্য এসেছো। ৫৮. তো আমিও তোমার মোকাবেলায় অনুরূপ জাদু আনছি, তো কোন খোলা ময়দানে আমাদের মাঝে এবং তোমার মাঝে একটি প্রতিশ্রুত সময় নির্ধারণ কর, যা না আমরা খেলাফ করব, আর না তুমি। ৫৯. তিনি বললেন, তোমাদের প্রতিশ্রুত সময় হল উৎসবের দিন, আর (এটাও নির্ধারিত) যে, লোকদের পূর্বাহ্নে জড়ো করা হবে।

فَتَوَلّٰى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهٗ ثُمَّ اَتٰى ۝٦٠ قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ ۚ
وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرٰى ۝٦١ فَتَنَازَعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَاَسَرُّوا النَّجْوٰى ۝٦٢ قَالُوْٓا اِنْ هٰذٰنِ لَسٰحِرٰنِ يُرِيْدٰنِ اَنْ
يُّخْرِجٰكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيْقَتِكُمُ الْمُثْلٰى ۝٦٣ فَاَجْمِعُوْا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوْا صَفًّا ۚ وَقَدْ اَفْلَحَ
الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلٰى ۝٦٤

৬০. তো ফির'আউন (নিজের স্থানে) ফিরে গেলো, অনন্তর নিজের যাবতীয় কৌশল একত্র করল, তারপর (মোকাবেলার জন্য) এলো। ৬১. (যে জাদুগরদের আনা হয়েছিল) মূসা তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, নিপাত হোক তোমাদের! আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা আরোপ কর না, তাহলে কিন্তু এক কঠিন আযাব দ্বারা তিনি তোমাদের নির্মূল করে দেবেন। আর যে-ই মিথ্যা আরোপ করেছে সে-ই ব্যর্থ হয়েছে। ৬২. একথার পর নিজেদের বিষয়ে নিজেদের মধ্যে তারা বিবাদে লিপ্ত হল, আর গোপন শলাপরামর্শ করল।[৮৩৩] ৬৩. (তবে শেষপর্যন্ত তারা দুর্বলতা কাটিয়ে একমত হয়ে) বলল, এরা দু'জন তো অবশ্যই জাদুগর! নিজেদের জাদু দ্বারা তারা চায় তোমাদের ভূমি থেকে তোমাদের বের করতে, আর চায় তোমাদের সর্বোত্তম কর্মপন্থা বিলুপ্ত করতে। ৬৪. তো তোমরা নিজেদের যাবতীয় কৌশল সুসংহত/একত্র কর, তারপর কাতার করে এসো। আর বিশ্বাস রেখো, আজ সফল হবে সে-ই যে জয়ী হবে।

قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِمَّآ اَنْ تُلْقِيَ وَاِمَّآ اَنْ نَّكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰى ۝٦٥ قَالَ بَلْ اَلْقُوْا ۚ فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ
اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى ۝٦٦ فَاَوْجَسَ فِيْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى ۝٦٧ قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى ۝٦٨ وَاَلْقِ
مَا فِيْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا ۭ اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سٰحِرٍ ۭ وَلَا يُفْلِحُ السّٰحِرُ حَيْثُ اَتٰى ۝٦٩

৬৫. (দম্ভ ও আস্থার কারণে শুরুতেই জাদুগরেরা) বলল, আয় মূসা! তুমি নিক্ষেপ করবে, নাকি আমরাই হব প্রথম নিক্ষেপক! ৬৬. মূসা বললেন, বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর। (তারা নিক্ষেপ করল) তো হঠাৎ দেখা গেল কী, তাদের রশি ও লাঠিগুলো তাদের উচ্চ পর্যায়ের জাদুর কারণে মূসার কাছে মনে হল যে, তা (সাপ হয়ে) কিলবিল করছে! ৬৭. নিজের অন্তরে মূসা তখন ভয় অনুভব করলেন (যে, তাঁর মু'জিযাকে না আবার জাদুই মনে করা হয়)।[৮৩৪] ৬৮. আমি বললাম, (আয় মূসা!)

---

[৮৩৩] সম্ভবত হযরত মূসা আ.র আসমানি জালালপূর্ণ উপদেশ তাদের কারো কারো অন্তরে রেখাপাত করেছিল।
[৮৩৪] অথবা এটা ছিল মুহূর্তকালের প্রাথমিক ভয় যা স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত, যা দোষের নয়।

আপনি ভয় করবেন না, কারণ আপনিই তো হবেন সবার উপরে। ৬৯. তো আপনার ডান হাতে যে লাঠি তা নিক্ষেপ করুন, (দেখবেন,) তারা যা কারসাজি করেছে সেগুলো সে গিলে ফেলবে! তারা যা কারসাজি করেছে তা তো নিছক জাদুগরের কৌশল। আর (মু'জিযার মোকাবেলায়) জাদুগর যেভাবেই আসুক, সফল হতে পারে না।

فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ ﴿٧٠﴾ قَالَ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ ۖ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ﴿٧١﴾

৭০. (তো মূসা লাঠি নিক্ষেপ করলেন, আর তাই হল) তখন জাদুগরেরা সিজদায় নিক্ষিপ্ত হল, তারা বলল, আমরা হারূন ও মূসার রবের প্রতি ঈমান আনলাম। ৭১. (চরম বিপর্যয় বুঝতে পেরে পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য) ফির'আউন বলে উঠলো, আমি তোমাদের অনুমতি দেয়ার আগেই তোমরা তার অনুকূলে ঈমান এনেছো! আসলে সে-ই হল তোমাদের গুরু, যে তোমাদের জাদু শিখিয়েছে। তো (আমারো সিদ্ধান্ত শোনো,) সত্যি সত্যি আমি তোমাদের হাত ও পা বিপরীতভাবে কেটে ফেলবো, আর খেজুরকাণ্ডে তোমাদের শূলে চড়িয়ে ছাড়বো। আর (তখন) তোমরা খুব করে জানতে পারবে, আমাদের কে আযাবে অধিক কঠিন, আর অধিক স্থায়ী!

قَالُوا لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا ۖ فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ ۖ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٧٢﴾ إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ۗ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿٧٣﴾

৭২. জাদুগরেরা (পূর্ণ আস্থা ও স্বস্তির সঙ্গে) বলল, ঐ মহান সত্তার শপথ, যিনি[৮৩৫] আমাদের সৃজন করেছেন, আমাদের কাছে যে-সব উজ্জ্বল নিদর্শন এসেছে তার উপর আমরা তোমাকে অগ্রাধিকার দিতে পারি না, কিছুতেই না। সুতরাং তুমি যাকিছু বিচার করতে চাও কর। তুমি তো শুধু বিচার করতে পারবে এই দুনিয়ার জীবনেই। ৭৩. আমরা তো আমাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছি, যাতে তিনি আমাদের অনুকূলে আমাদের পাপসমস্ত মাফ করে দেন, বিশেষ করে এই জাদুর পাপ, যার উপর তুমি আমাদের বাধ্য করেছো। আর আল্লাহ্ই তো সবচেয়ে উত্তম ও চিরস্থায়ী (সত্তা)।

إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ ۖ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿٧٤﴾ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ ﴿٧٥﴾ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ ﴿٧٦﴾

৭৪. হাকীকত ও সত্য তো এই যে, যে ব্যক্তি তার রবের নিকট অপরাধী অবস্থায় আসবে তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত, সেখানে তার না মৃত্যু হবে, না জীবন হবে।[৮৩৬] ৭৫. পক্ষান্তরে যে তাঁর কাছে মুমিন অবস্থায়, (এবং) নেক নেক আমল করা অবস্থায় আসবে, তো ওরা, তাদের জন্যই হবে উচ্চ উচ্চ মরতবা। ৭৬. অর্থাৎ চিরস্থায়ী বসবাসের বাগবাগিচা, যার তলদেশ দিয়ে নহর-নালা প্রবাহিত হয়, তাতে তারা চিরকাল থাকবে। আর সেটাই হল প্রতিদান তার যে আত্মশুদ্ধি অর্জন করেছে।

---

[৮৩৫] যিনি আমাদের সৃজন করেছেন তাঁর শপথ....

[৮৩৬] সেখানে না সে মরবে, আর না বাঁচবে। (জীবন-মৃত্যুর মাঝামাঝি অকল্পনীয় কঠিন অবস্থা।)

(রুকূ. ৪)

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ ﴿٧٧﴾
فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ﴿٧٨﴾ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ ﴿٧٩﴾

৭৭. আর সুনিশ্চিত, মূসার প্রতি আমি অহী করলাম যে, আমার বান্দাদের নিয়ে রাতে রাতেই যাত্রা করুন, তারপর (লাঠির আঘাতে) সাগরে তাদের জন্য এমন শুষ্ক পথ বের করুন, যাতে না শত্রুর কবলে পড়ার আশঙ্কা থাকবে, না অন্যকোন ভয়।[৮৩৭] ৭৮. অনন্তর ফির'আউন তার লোকলস্কর নিয়ে তাদের ধাওয়া করল, তখন সাগরের যা তাদের নিমজ্জিত করার, তা নিমজ্জিত করলই।[৮৩৮] ৭৯. বস্তুত ফির'আউন তার সম্প্রদায়কে ভুল পথেই নিয়েছে, সঠিক পথে নেয়নি।

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنجَيْنَاكُم مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ ﴿٨٠﴾
كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي ۖ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ﴿٨١﴾ وَإِنِّي
لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ ﴿٨٢﴾

৮০. আয় বনী ইসরাঈল! দেখ তো, তোমাদের (এত বড়) দুশমন থেকে আমি তোমাদের উদ্ধার করেছি, আর তোমাদের (নবীর) সঙ্গে প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন করেছি তূর পর্বতের ডানদিকে (উপস্থিত হওয়ার)। আর তোমাদের উপর মান্না-সালওয়া নাযিল করেছি। ৮১. (আর তোমাদের বলে দিয়েছি, স্বচ্ছন্দে) তোমরা আহার কর যে উত্তম রিযিক তোমাদের দান করেছি তা থেকে। তবে তাতে অবাধ্যতা দেখিয়ো না; তাহলে কিন্তু তোমাদের উপর আমার গযব নেমে আসবে। আর যার উপর আমার গযব নেমে আসবে সে কিন্তু বরবাদির অতলে নিপতিত হয়। ৮২. আর অবশ্যই আমি পরম ক্ষমাকারী তার জন্য যে তাওবা করে, আর ঈমানের উপর অবিচল থাকে, আর নেক আমল করে, তারপর সরল পথে স্থির থাকে।

وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ ﴿٨٣﴾ قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿٨٤﴾ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا
قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ﴿٨٥﴾ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ
رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا ۚ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُّمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي ﴿٨٦﴾

৮৩. (আল্লাহ্‌র আদেশে মূসা তাঁর কাউমের সত্তরজনকে নিয়ে তূরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলেন, তবে তিনি তাদের ছাড়িয়ে আগে এসে পড়লেন, তো এ-সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে আল্লাহ্ বললেন,) আর আয়

---

[৮৩৭] যাতে না শত্রুকবলিত হওয়ার ভয় করবেন, না করবেন অন্যকোন আশঙ্কা।

[৮৩৮] ما এর নিজস্ব অর্থ হল যা (যে বস্তু বা বিষয়), এখানে এর স্থানীয় অর্থ হল বড় বড় ঢেউ, যা مِنَ الْيَمِّ থেকে বোঝা যায়। শাব্দিক অর্থ হল, তো তাদের ঢেকে ফেললো সাগর থেকে ঐ জিনিস যা তাদের ঢেকে ফেললোই। এরূপ সাঙ্কেতিক অভিপ্রকাশের উদ্দেশ্য হল, ঢেউ ও তার নিমজ্জায়নের ভয়াবহতা প্রকাশ করা। বিকল্প তরজমা, তখন সাগরের ভয়াল ঢেউগুলো তাদের একেবারে ডুবিয়েই ছাড়লো।

মূসা! কোন জিনিস আপনাকে আপনার কাউম থেকে ত্বরা করিয়েছে।[৮৩৯] ৮৪. তিনি বললেন, তারা এই যে আমার পিছনে (আসছে)। আর আমি (আয়) মেরে রব্! আপনার অভিমুখে দ্রুত এসেছি, যাতে অপনি সন্তুষ্ট হন। ৮৫. আল্লাহ্ বললেন, আপনার (চলে আসার) পরে আমি কিন্তু আপনার কাউমকে ফিতনায় ফেলেছি। আর সামেরী তাদের বিচ্যুত করেছে। ৮৬. তখন মূসা ক্রোধে ক্ষোভে তাঁর কাউমের কাছে ফিরে গেলেন, বললেন, আয় মেরে কাউম! তোমাদের রব্ কি তোমাদের প্রতি কোন উত্তম ওয়াদা করেননি! তো তোমাদের উপর দিয়ে কি দীর্ঘ সময় পার হয়ে গিয়েছিল, না তোমরা চেয়েছ যে, তোমাদের রবের পক্ষ হতে তোমাদের উপর গযব নাযিল হোক, ফলে আমার সঙ্গে তোমরা (এভাবে) ওয়াদাখেলাফি করলে!

قَالُوْا مَآ اَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلٰكِنَّا حُمِّلْنَآ اَوْزَارًا مِّنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنٰهَا فَكَذٰلِكَ اَلْقَى السَّامِرِيُّ ۝
فَاَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ فَقَالُوْا هٰذَآ اِلٰهُكُمْ وَاِلٰهُ مُوْسٰى ۙ فَنَسِيَ ۝ اَفَلَا يَرَوْنَ اَلَّا يَرْجِعُ اِلَيْهِمْ قَوْلًا ۙ
وَّلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا ۝

৮৭. তারা বলল, আমরা নিজেদের ইচ্ছায় আপনার সঙ্গে ওয়াদাখেলাফি করিনি, কিন্তু ঘটনা এই যে, (দুশমন) কাউমের অলঙ্কার আমাদের উপর চাপানো হয়েছিল, তো সেগুলো আমরা (সামেরীর কথায় আগুনে) নিক্ষেপ করলাম, একই ভাবে সামেরীও নিক্ষেপ করল। ৮৮. তো (ঐ গলিত স্বর্ণ দ্বারা) সে তাদের জন্য একটি বাছুর বানিয়ে বের করল, যা শুধু একটি দেহকাঠামো ছিল, যাতে 'হাম্বা' আওয়ায ছিল। তখন লোকেরা বলতে লাগল, এটাই তো তোমাদের ইলাহ্ এবং মূসার ইলাহ, কিন্তু মূসা ভুলে গিয়েছেন! ৮৯. তো তারা কি দেখে না যে, না সে (তাদের) কোন কথা তাদের দিকে ফিরিয়ে দিতে পারে, আর না তাদের জন্য কোন ক্ষতি বা উপকারের ক্ষমতা রাখে!

(রুকূ - ৫)

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هٰرُوْنُ مِنْ قَبْلُ يٰقَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهٖ ۚ وَاِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ فَاتَّبِعُوْنِيْ وَاَطِيْعُوْٓا اَمْرِيْ ۝ قَالُوْا
لَنْ نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عٰكِفِيْنَ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَيْنَا مُوْسٰى ۝ قَالَ يٰهٰرُوْنُ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَاَيْتَهُمْ ضَلُّوْٓا ۝ اَلَّا تَتَّبِعَنِ ۭ اَفَعَصَيْتَ
اَمْرِيْ ۝

৯০. আর সুনিশ্চিত, হারূন আগেভাগে তাদের বলেছিলেন, আয় মেরে কাউম! বাছুর দ্বারা তোমরা কিন্তু নিছক ফিতনায় পড়েছ।[৮৪০] আর তোমাদের রব তো রহমান, তাই তোমরা আমাকে অনুসরণ কর এবং আমার কথা মান্য কর। ৯১. তারা (ছাফ) বলে দিলো, আমরা তো এরই (উপাসনার) উপর জমে থাকবো, যতক্ষণ (না) মূসা আমাদের কাছে ফিরে আসেন। ৯২. মূসা (ফিরে এসে) বললেন, আয় হারূন! যখন দেখলে, তারা বিচ্যুত হয়ে পড়েছে তখন কোন্ জিনিস তোমাকে বাধা দিল- ৯৩. যে, তুমি আমার পিছনে চলে আসতে! তো তুমি কি আমার আদেশ অমান্য করেছ?

---

[৮৩৯] আয় মূসা! আপনি আপনার লোকদের রেখে আগে চলে এলেন কেন?

[৮৪০] ভিন্ন তরজমা- বাছুরের বিষয়ে তোমাদের কিন্তু নিছক ফিতনা ও পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে।

قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي ۖ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ﴿٩٤﴾
قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ ﴿٩٥﴾ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَٰلِكَ
سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ﴿٩٦﴾

৯৪. হারূন বললেন, ও (আমার) মায়ের বেটা! আমার দাড়ি ধরে টান দিয়ো না, আর না আমার মাথা ধরে।[৮৪১] ঘটনা এই যে, আমি আশঙ্কা করেছি যে, তুমি বলবে, তুমি বনী ইসরাঈলের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করেছ, আর আমার কথার খেয়াল করনি।[৮৪২] ৯৫. (এবার মূল অপরাধী সামেরীকে সম্বোধন করে) মূসা বললেন, তো তোমার কী বক্তব্য আয় সামেরী! ৯৬. সে (ভালো মানুষ সাজার চেষ্টা করে) বলল, আমি এমন কিছু দেখে ফেলেছিলাম, যা অন্যরা দেখতে পায়নি।[৮৪৩] তাই আমি রাসূলের (জিবরীলের ঘোড়ার) পদচিহ্ন থেকে একমুঠ (মাটি) নিয়েছি, অনন্তর তা (বাছুর-উপাদানে) ঢেলে দিয়েছি। আমার নফস আমাকে এমন কিছুই বুঝিয়েছিল।

قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ ۖ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ ۖ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ
عَلَيْهِ عَاكِفًا ۖ لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ﴿٩٧﴾ إِنَّمَا إِلَٰهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ
عِلْمًا ﴿٩٨﴾ كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا ﴿٩٩﴾

৯৭. মূসা বললেন, তো যাও, তোমার জন্য সারা জীবনের সাজা এই যে, তুমি বলে বেড়াবে, 'ছোঁয়া নয়!'[৮৪৪] এছাড়া তোমার জন্য রয়েছে একটা প্রতিশ্রুত সময়, তোমার সঙ্গে যার অন্যথা করা হবে না। আর তাকাও, তোমার মিথ্যা উপাস্যের দিকে, যার উপর তুমি জমে বসেছিলে। অতি অবশ্যই আমি তা জ্বালিয়ে ফেলবো, তারপর তা(র ছাই) সাগরে একদম ছিটিয়ে দেবো। ৯৮. প্রকৃতপক্ষে তোমাদের ইলাহ তো এক আল্লাহ্, তিনি ছাড়া নেই কোন ইলাহ। সবকিছু তিনি ইলম দ্বারা বেষ্টন করে আছেন। ৯৯. (আয় পেয়ারে নবী!) এভাবেই আপনাকে আমি বয়ান করে শোনাই পিছিলাদের কিছু ঘটনা। আর অবশ্যই আপনাকে আমি খাছ আমার পক্ষ হতে দান করেছি একটি উপদেশগ্রন্থ।

مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا ﴿١٠٠﴾ خَالِدِينَ فِيهِ ۖ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا ﴿١٠١﴾ يَوْمَ يُنفَخُ
فِي الصُّورِ ۚ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ﴿١٠٢﴾ يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ﴿١٠٣﴾ نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ

---

৮৪১ পরিস্থিতির নাযুকতা তাঁকে এতটাই আত্মহারা করে ফেলেছিল যে, তিনি ভাই হারূনের দাড়ি ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে জিজ্ঞাসা করছিলেন। আর হারূন পেরেশান অবস্থায় ভাইয়ের ক্রোধ প্রশমনের জন্য 'আমার মায়ের বেটা' সম্বোধন করেছিলেন। প্রয়োজনে এত বড় মানুষও মায়ের দোহাই দিয়ে থাকেন!

৮৪২ অথচ আমার কথা আমলে নাওনি/আমার কথার অপেক্ষা করনি।

৮৪৩ বনী ইসরাইলের যাত্রাকালে হযরত জিবরীল আ. মানুষের বেশে ঘোড়ায় সওয়ার ছিলেন। সামেরী দেখতে পায় যে, ঐ ঘোড়ার ক্ষুর যেখানে পড়ে সেখানে কিছু 'প্রাণচিহ্ন' সৃষ্টি হয়। তাই সে ওখানকার কিছু মাটি নিয়ে নেয়। আর পরে বাছুরের উপাদানের মধ্যে তা ঢেলে দেয়।

৮৪৪ অর্থাৎ (আমাকে) ছুঁয়ো না। কারণ দুনিয়ার শাস্তিস্বরূপ সে ভয়ানক ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিল।

إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ﴿١٠٤﴾

১০০. যে তা থেকে সরে থাকবে, কেয়ামতের দিন সে গোনাহের বড় বোঝা বহন করবে। ১০১. সেই আযাবে তারা চিরকাল থাকবে, আর কেয়ামতের দিন সেটা তাদের জন্য কত না নিকৃষ্ট বোঝা হবে! ১০২. যেদিন শিঙায় ফুঁক দেয়া হবে, আর সেদিন মুজরিমীনকে আমি জড়ো করব (তাদের চোখ) নীলবর্ণ অবস্থায়। ১০৩. নিজেদের মধ্যে তারা ফিসফিসিয়ে কথা বলবে, (দুনিয়ার জীবনে/ কবরের জীবনে) তোমরা তো মাত্র দশদিনই অবস্থান করেছ! (তাদের এমনই মনে হবে)। ১০৪. যে কথা তারা বলবে সে বিষয়ে আমি খুব জানি, যখন তাদের মধ্যে সবচে' নিখুঁত পন্থার লোকটি বলবে, তোমরা তো শুধু একদিনই অবস্থান করেছ!

(রুকূ - ৬)

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿١٠٥﴾ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿١٠٦﴾ لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ﴿١٠٧﴾ يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ ۖ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴿١٠٨﴾ يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ﴿١٠٩﴾

১০৫. আর (আয় পেয়ারে নবী!) তারা আপনাকে পাহাড়-পর্বত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে (যে, কী অবস্থা হবে কেয়ামতের দিন সেগুলোর!) তো আপনি বলুন, আমার রব্ সেগুলোকে (সেদিন শুধু) ধূলোর মত উড়িয়ে দেবেন। ১০৬. অনন্তর ভূমিকে তিনি এমন সমতল মসৃণ ময়দান বানিয়ে ছেড়ে দেবেন- ১০৭. যে, তাতে (আয় মুখাতাব!) তুমি না কোন বক্রতা দেখতে পাবে, না কোন স্ফীতি। ১০৮. সেদিন তারা ঘোষকের পিছনে চলবে, তার সামনে কারো কোন বক্রতা চলবে না।[৮৪৫] আর রহমানের সামনে সব আওয়ায নিম্নমুখী হয়ে পড়বে, ফলে তুমি পায়ের হালকা আওয়ায ছাড়া কিছুই শুনতে পাবে না। ১০৯. সেদিন (কারো) সুফারিশ কাজে আসবে না, তবে ঐ ব্যক্তির যাকে রহমান সুফারিশ করার অনুমতি দেবেন এবং তার কথা বলার প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করবেন।

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴿١١٠﴾ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿١١١﴾ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴿١١٢﴾ وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴿١١٣﴾

১১০. যাকিছু তাদের সামনে এবং যাকিছু তাদের পিছনে, তিনি সব জানেন, তবে নিজেদের ক্ষুদ্র জ্ঞান দিয়ে তারা তাঁকে বেষ্টন করতে পারে না। ১১১. সমস্ত মুখমণ্ডল (ও সর্বসত্তা সেদিন) অবনত থাকবে আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি চিরঞ্জীব, যিনি সর্বব্যবস্থাপক। আর (সেদিন) যে যুলুমের ভার বহন

---

[৮৪৫] সেদিন তারা (শিঙার) ঘোষকের (ফুৎকারের) এমন সোজা অনুসরণ করবে যেন বক্রতার সঙ্গে কারো কোন পরিচয় নেই! (অথচ নবীর দাওয়াতের ক্ষেত্রে তাদের বক্রতার কোন শেষ ছিল না। এ তরজমা অনুসারে ০ এর مرجع হল كلُّ متبعٍ على الانفرادِ

করবে সেই ব্যর্থ হবে। ১১২. আর যে মুমিন অবস্থায় (আপন সাধ্যমত) কিছু নেক আমল করবে সে কোন প্রকার যুলুমের, বা অধিকারখর্বের ভয় করবে না। ১১৩. আর এভাবেই একে আমি এক আরবী কোরআনরূপে নাযিল করেছি এবং তাতে বিভিন্নভাবে হুঁশিয়ারি বয়ান করেছি, যাতে তারা তাক্বওয়া অবলম্বন করে, বা তাদের জন্য তা কিছুটা সচেতনতা সৃষ্টি করে।

فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰٓى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ ۡ وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا ۝ وَلَقَدْ عَهِدْنَآ اِلٰٓى اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهٗ عَزْمًا ۝

১১৪. তো সমুচ্চ হয়েছেন আল্লাহ্ যিনি প্রকৃত অধিপতি। আর (আয় পেয়ারে নবী!) আপনার প্রতি কোরআনের অহী সম্পন্ন হওয়ার আগেই (সংরক্ষণের আকুতির কারণে) কোরআনপাঠে আপনি *'জলদি'* করবেন না, বরং এ দু'আ করুন, (আয়) [illegible] রব্! আমার ইলম বৃদ্ধি করুন। ১১৫. আর সুনিশ্চিত, (বহুযুগ) আগে আদমের প্রতি আমি একটি জোরালো নিষেধ জারি করেছিলাম। কিন্তু তিনি তা ভুলে গিয়েছিলেন, আর আমি তাঁর (স্বভাবের) মধ্যে প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা পাইনি।[৮৪৬]

(রুকূ – ৭)

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ۭ اَبٰى ۝ فَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰى ۝ اِنَّ لَكَ اَلَّا تَجُوْعَ فِيْهَا وَلَا تَعْرٰى ۝ وَاَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيْهَا وَلَا تَضْحٰى ۝ فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ قَالَ يٰٓاٰدَمُ هَلْ اَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلٰى ۝

১১৬. আর (আয় মুখাতাব! স্মরণ কর ঐ সময়ের কথা) যখন আমি ফিরেশতাদের বললাম, তোমরা আদমকে সিজদা কর, তখন (সবাই) সিজদা করল ইবলিস ছাড়া। সে (সোজাসুজি) অস্বীকার করে বসলো। ১১৭. তখন আমি বললাম, আয় আদম, এ কিন্তু তোমার জন্য এবং তোমার স্ত্রীর জন্য শত্রুতাপোষণকারী। তো সে যেন তোমাদের দু'জনকে জান্নাত থেকে কিছুতেই বের করতে না পারে, তাহলে কিন্তু তুমি ভাগ্যবঞ্চিত হবে।[৮৪৭] ১১৮. এখানে তো তোমার জন্য বিশেষ সুবিধা এই যে, না তুমি ক্ষুধার্ত হবে, আর না হবে বস্ত্রহীন– ১১৯. আর না তুমি এখানে পিপাসার্ত হবে, আর না রোদে আক্রান্ত হবে। (পক্ষান্তরে জান্নাতের বাইরে এসব কিছুরই সম্মুখীন তোমাকে হতে হবে ভয়ানকভাবে।) ১২০. তখন শয়তান তার প্রতি ওয়াসওয়াসা 'নিক্ষেপ' করল, (আর) বলল, আয় আদম! আমি কি তোমাকে বাতলে দেব অমরত্বের বৃক্ষের (পরিচয় ও ঠিকানা)! আর (বাতলে দেব) এমন রাজত্বের রহস্য যা কখনো জীর্ণ/ক্ষয়গ্রস্ত হবে না![৮৪৮]

---

৮৪৬ স্রষ্টা হিসাবে আল্লাহ্ এটা বলেছেন, কিন্তু আওলাদ হিসাবে আমাদের দিক থেকে আমরা এভাবে বলতে পারি না। তাছাড়া এটা তাঁর অর্জিত কোন দোষ ছিল না, বরং ছিল সৃষ্টিকালে তাঁর মধ্যে গচ্ছিত দুর্বলতা।

৮৪৭ বিকল্প তরজমা, তাহলে কিন্তু জীবন ও জীবিকার বিষয়ে তুমি কষ্টে পড়ে যাবে। (সুবহানাল্লাহ্! পরিচালক হওয়ার এই হল পরিণাম, দায় সম্পূর্ণরূপে আদমের!)

৮৪৮ শয়তান আরো সূক্ষ্মভাবে এ মন্ত্রণাও দিয়েছিল যে, তোমাদের প্রতি এ বৃক্ষের ফল ভক্ষণের নিষেধাজ্ঞা ছিল সাময়িক, কারণ তা হযম করার শক্তি তোমাদের ছিল না। এখন তো দীর্ঘদিন জান্নাতে থাকার দ্বারা ঐ যোগ্যতা হয়ে গিয়েছে। সুতরাং এখন তোমরা স্বচ্ছন্দে তা আহার করতে পার।

فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ۛ وَعَصٰٓى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى ۝ ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدٰى ۝ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيْعًا ۢ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى ۙ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰى ۝

১২১. তখন তাঁরা তা থেকে (নিষিদ্ধ বৃক্ষ থেকে) কিছু আহার করলেন, ফলে তাদের জন্য তাদের মন্দস্থানগুলো প্রকাশ পেয়ে গেলো। আর তাঁরা নিজেদের উপর জান্নাতের কিছু পাতা যুক্ত করতে লাগলেন। এভাবে আদম তাঁর রবের কথা রক্ষা করতে ব্যর্থ হলেন, আর বিপদে পড়ে গেলেন। ১২২. তারপর তাঁর রব্ (পৃথিবীতে খেলাফতের জন্য) তাঁকে মনোনীত করলেন, আর তাঁর তাওবা কবূল করলেন এবং (তাঁকে সঠিক পথের) দিশা দান করলেন। ১২৩. (আর) আল্লাহ্ বললেন, তোমরা দু'জনের দু'জনই এখান থেকে নেমে যাও। (ইনসান ও শয়তান) তোমরা একে অপরের শত্রু। তো যদি তোমাদের কাছে আমার পক্ষ হতে কোন হিদায়াত (পথনির্দেশ) পৌঁছে/আসে তাহলে যে আমার হিদায়াত অনুসরণ করবে, তো সে না (সরল পথ থেকে) বিচ্যুত হবে, আর না ভাগ্যবঞ্চিত হবে।

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى ۝ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْٓ اَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا ۝ قَالَ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا ۚ وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى ۝

১২৪. পক্ষান্তরে যে আমার উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তাহলে তার জন্য থাকবে অতি সঙ্কীর্ণ জীবন (ও জীবিকা), আর কেয়ামতের দিন তাকে আমি হাশরে আনবো অন্ধ করে। ১২৫. সে বলবে, (আয়) আমার রব্! কেন আমাকে অন্ধ করে হাশর করলেন, অথচ (দুনিয়াতে) আমি তো চক্ষুষ্মান ছিলাম। ১২৬. তিনি (আল্লাহ্) বলবেন, এভাবেই আমার আয়াতসমূহ এসেছিল তোমার কাছে, তখন তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে, তো এভাবেই আজ তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।

وَكَذٰلِكَ نَجْزِيْ مَنْ اَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ۭ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَدُّ وَاَبْقٰى ۝ اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ فِيْ مَسٰكِنِهِمْ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي النُّهٰى ۝

১২৭. আর যে ব্যক্তি (দ্বীন ও শরী'আতের) সীমা অতিক্রম করে, আর আপন রবের (প্রেরিত) নিশান ও প্রমাণের প্রতি ঈমান না রাখে তাকে আমি (দুনিয়ার জীবনে) এভাবেই সাজা দিয়ে থাকি। আর আখেরাতের আযাব তো আরো কঠিন এবং আরো স্থায়ী। ১২৮. তো এ বিষয়টিও কি তাদের জন্য হিদায়াতের পথ খুলে দিলো না যে, তাদের আগে কত প্রজন্ম আমি ধ্বংস করেছি, যাদের (বিরান) বস্তিগুলোতে এরাও (সফরে আসা-যাওয়ার পথে) চলাফেরা করে। অবশ্যই তাতে বিভিন্ন নিদর্শন/শিক্ষার বহু উপকরণ রয়েছে মস্তিষ্কের অধিকারীদের জন্য।

(রুকূ - ৮)

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَّاَجَلٌ مُّسَمًّى ۝ فَاصْبِرْ عَلٰي مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا ۚ وَمِنْ اٰنَاۗئِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰى ۝

১২৯. আর যদি আপনার রবের পক্ষ হতে একটি বিষয় আগেই সাব্যস্ত না হতো, আর (তার ফলে আযাবের জন্য) কোন নির্ধারিত সময় না থাকতো তাহলে অনিবার্যভাবেই (আযাব তাদের) ঝাপটে ধরতো। ১৩০. তো যাকিছু তারা বলে, তার উপর আপনি ছবর করুন, আর সূর্যোদয়ের আগে এবং সূর্যাস্তের আগে আপনার রবের প্রশংসাসহ তাসবীহ করুন, আর রাতের বিভিন্ন অংশেও তাসবীহ করুন, এমনকি দিনের বিভিন্ন প্রান্তেও, যাতে আপনি (বিপুল প্রতিদান দেখে) খুশী হতে পারেন।

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿١٣١﴾ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ﴿١٣٢﴾ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ ۚ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ﴿١٣٣﴾

১৩১. আর তাদের থেকে কিছু দলকে আমি দুনিয়ার জীবনে যে জৌলুস ও ভোগের সামগ্রী দিয়ে রেখেছি সেদিকে আপনি চোখ তুলেও তাকাবেন না। (কারণ তা তো দিয়েছি) ঐ বিষয়ে তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য। বস্তুত আপনার রবের দেয়া রিযিকই অতি উত্তম এবং চিরস্থায়ী। ১৩২. আর আপনার পরিবারকে ছালাতের আদেশ করুন, আর আপনি নিজেও তার উপর ধৈর্যের সঙ্গে অবিচল থাকুন। আপনার কাছে তো আমি রিযিক চাই না,[৮৪৯] আমিই তো আপনাকে (এবং বিশ্বজগতকে) রিযিক দান করি। আর (মনে রাখুন) সুপরিণতি তাকওয়ার জন্যই। ১৩৩. আর তারা বলে, (এই লোকটি যে নবুয়তের দাবী করে) তার রবের কাছ থেকে কোন নিদর্শন কেন আমাদের কাছে আনে না! তো আগিলা যামানার (আসমানী) ছহীফাগুলোতে যাকিছু রয়েছে সেগুলোর সমর্থন ও প্রমাণ কি তাদের কাছে এসে পড়েনি!

وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ ﴿١٣٤﴾ قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ ﴿١٣٥﴾

১৩৪. আর যদি আমি তাদের হালাক করতাম কোরআন নাযিল করার আগে তাহলে অবশ্যই তারা বলতো, কেন আপনি আমাদের কাছে কোন রাসূল পাঠালেন না, যাতে আমরা লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হওয়ার আগেই আপনার আয়াতসমস্তের অনুসরণ করতাম! ১৩৫. (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি বলে দিন (আমরা) সবাই প্রতীক্ষায় আছি, তো তোমরাও প্রতীক্ষায় থাকো। কারণ অচিরেই তোমরা জানতে পারবে, কে আসলে সরল পথের পথিক, আর কে হিদায়াত লাভ করেছে!

---

[৮৪৯] যেমন দুনিয়ার মনিব দাসদাসীর ক্ষেত্রে করে থাকে। তাদেরকে মেহনতের কাজে লাগিয়ে নিজের জীবিকার পথ করে নেয়। কিন্তু আল্লাহ্‌র সঙ্গে বান্দার সম্পর্ক তো অনেক নিরালা। এখানে তো আল্লাহ্ শুধু দান করেন, কখনো কিছু চান না, প্রয়োজনই পড়ে না। সুতরাং এখানে আল্লাহ্‌র ইবাদতের ক্ষেত্রে বান্দার পক্ষে কোন বাধা নেই।

سُورَةُ الأنبياء ٢١؛ مكّيّة؛ اياتها ١١٢ وركوعاتها ٧

২১-সূরাতুল আম্বিয়া, মাক্কী, আয়াত ১১২, রুকূ ৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ ۝١ مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ اِلَّا اسْتَمَعُوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ ۝٢ لَاهِيَةً قُلُوْبُهُمْ ۗ وَاَسَرُّوا النَّجْوَى ۖ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۖ هَلْ هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۚ اَفَتَاْتُوْنَ السِّحْرَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ۝٣

(শুরু করছি) রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে

১. লোকদের জন্য তাদের হিসাবের সময় ঘনিয়ে এসেছে, অথচ তারা রয়েছে গাফলতের মধ্যে (এবং সত্য থেকে) বিমুখ।[৮৫০] ২. (আফসোস,) যখনই তাদের রবের পক্ষ হতে তাদের কাছে নতুন কোন উপদেশ আসে, তারা সেটা শোনে হেসে খেলে– [৮৫১] ৩. দিলের পুরা গাফলতের অবস্থায়। আর (কুফুরের মাধ্যমে) যারা (নিজেদের উপর) যুলুম করেছে তারা চুপিসারে (একে অন্যকে) বলে, ইনি তো তোমাদের মত মানুষ ছাড়া আর কিছু নন। তাহলে তোমরা কি 'দেখেশুনেও' জাদুর (কথা শোনার জন্য জাদুগরের) কাছে যাবে!

قٰلَ رَبِّيْ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ۖ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝٤ بَلْ قَالُوْٓا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ بَلِ افْتَرٰىهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ۚ فَلْيَاْتِنَا بِاٰيَةٍ كَمَآ اُرْسِلَ الْاَوَّلُوْنَ ۝٥ مَآ اٰمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا ۚ اَفَهُمْ يُؤْمِنُوْنَ ۝٦

৪. তিনি (আমার পেয়ারা নবী জবাবে) বললেন, আসমানে ও যমীনে (কথিত যাবতীয়) কথা আমার রব্ (উত্তমরূপে) জানেন, আর তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত। ৫. বরং (তাদের তো এত দূর আস্পর্ধা যে,) তারা বলে, (এ কোরআন তো) বেঘোর স্বপ্নের অর্থহীন প্রলাপমাত্র! বরং এটা তো তিনি নিজে রটিয়েছেন (আর আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা আরোপ করছেন), আরে, তিনি তো বরং (কল্পনাবিলাসী) কবি, (আর এটি কবিকল্পনা ছাড়া কিছু নয়)। তো (তিনি যদি সত্য নবী হন) তাহলে আনুন না আমাদের কাছে কোন 'নিশান' যেমন আগিলা রাসূলানকে (বিভিন্ন নিশানসহ) প্রেরণ করা হয়েছে। ৬. (অথচ) তাদের আগে যত জনপদ আমি ধ্বংস করেছি তারা তো (ফরমায়েশি মু'জিযা পেয়েও) ঈমান আনেনি, তো এরা কি ঈমান আনবে?![৮৫২]

---

[৮৫০] ভিন্ন তরজমা– মানুষের (কাফিরীন ও যালিমীনের) হিসাবের সময় কাছে এসে পড়েছে, অথচ (এখনো) তারা (সত্য থেকে) গাফিল (ও) বিমুখ।

[৮৫১] ভিন্ন তরজমা– যখনই তাদের কাছে নতুন কোন অহী/উপদেশ এসেছে, তারা সেটা শুনেছে, তামাশার/খেলাধূলার/আমোদফুর্তির অবস্থায়। (গুরুত্ববোধের কোন আলামত তাদের মধ্যে ছিল না।)

[৮৫২] আল্লাহ্ তা'আলার চিরন্তন বিধান এই যে, ফরমায়েশি মু'জিযা আসার পরও যদি ঈমান না আনে তাহলে ঐ কাউমকে ধ্বংস করে দেয়া হয়। আহলে মক্কার সামনে তাদের নবীর এত এত মু'জিযা প্রকাশ পাওয়ার পরও তো=

وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ وَمَا جَعَلْنٰهُمْ جَسَدًا لَّا
يَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوْا خٰلِدِيْنَ ۝ ثُمَّ صَدَقْنٰهُمُ الْوَعْدَ فَاَنْجَيْنٰهُمْ وَمَنْ نَّشَآءُ وَاَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِيْنَ ۝ لَقَدْ
اَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ كِتٰبًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝

৭. আর (আয় পেয়ারে নবী!) আপনার আগে (জ্বিন-ফিরেশতা, বা অন্যকিছু নয়) কতিপয় মানব-পুরুষকেই আমি (রাসূলরূপে) প্রেরণ করেছি, যাদের কাছে অহী পাঠাতাম; তো তোমরা জিজ্ঞাসা কর আহলে ইলমকে[৮৫৩] (এবং জেনে নাও প্রকৃত সত্য) যদি তোমরা না জেনে থাকো। ৮. আমি তো তাদেরকে এমন শরীরসত্তা (দিয়ে) বানাইনি যে, তারা আহার/পানাহার করবেন না,[৮৫৪] আর তারা তো অমর সত্তারও অধিকারী ছিলেন না। (তো পানাহার ও মৃত্যুতে রিসালাতের কী ক্ষতি?) ৯. তারপর (তাদের সঙ্গে কৃত) ওয়াদা তাদেরকে আমি সত্য করে দেখিয়েছি।[৮৫৫] অনন্তর তাদের আমি উদ্ধার করেছি এবং (সেই সঙ্গে) যাদের ইচ্ছা করেছি। আর (ঈমান ও তাওহীদের বিষয়ে) সীমালঙ্ঘীদের আমি ধ্বংস করেছি। ১০. সুনিশ্চিত, তোমাদের প্রতি আমি নাযিল করেছি এমন কিতাব যাতে রয়েছে তোমাদের (জন্য) উপদেশ, তো তবু কি তোমরা আকল-বুদ্ধি ব্যবহার করবে না![৮৫৬]

(রুকূ - ২)

وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَّاَنْشَاْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ۝ فَلَمَّآ اَحَسُّوْا بَاْسَنَآ اِذَا هُمْ مِّنْهَا
يَرْكُضُوْنَ ۝ لَا تَرْكُضُوْا وَارْجِعُوْٓا اِلٰى مَآ اُتْرِفْتُمْ فِيْهِ وَمَسٰكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْـَٔلُوْنَ ۝ قَالُوْا يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا
ظٰلِمِيْنَ ۝ فَمَا زَالَتْ تِّلْكَ دَعْوٰىهُمْ حَتّٰى جَعَلْنٰهُمْ حَصِيْدًا خٰمِدِيْنَ ۝

১১. আর এমন কত না জনপদ আমি পিষে ফেলেছি, যারা যালিম ছিল, আর তাদের পরে আমি অন্য অন্য প্রজন্ম সৃষ্টি করেছি। ১২. তো যখন তারা আমার (পরাক্রমপূর্ণ) আযাব (আসার আভাস) অনুভব করেছে তখনই তারা সেখান থেকে লম্ফ মেরে পালিয়েছে। ১৩. আরে লম্ফ মের না, বরং

তারা ঈমান আনেনি, তো ফরমায়েশি মু'জিযা পাওয়ার পরও কি তারা ঈমান আনবে! আল্লাহ্ তো জানেন তখনো তারা ঈমান আনবে না, তখন তো তাদের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে যাবে, অথচ আল্লাহ্ এখনি তাদের ধ্বংস হওয়া চান না। তাই দয়া করেই তাদের চাওয়া মু'জিযা তিনি প্রকাশ করছেন না।

[৮৫৩] আহলে যিক্‌র/আহলে ইলম দ্বারা উদ্দেশ্য আহলে কিতাব, বা ইহুদী ও নাছারাদের মধ্যে যাদের কাছে তাওরাত ও ইন্‌জীলের জ্ঞান রয়েছে, তারা অবশ্যই বলবে যে, কোন ফিরেশতাকে কখনো নবীরূপে পাঠানো হয়নি, অথচ সেটাই হল আহলে মক্কার ফরমায়েশ।

[৮৫৪] আহলে মক্কার বড় আপত্তি ছিল যে, ইনি কেমন নবী যিনি বাজারে যান, আর পানাহার করেন! এ যুক্তিহীন আপত্তির জবাব!

[৮৫৫] ওয়াদা ছিল যে, রাসূলকে এবং আহলে ঈমানকে নাজাত দেয়া হবে, আর আহলে কুফুরকে ধ্বংস করা হবে। তো সাবধান, তোমাদের সঙ্গেও যেন এমন না হয়!

[৮৫৬] ভিন্ন তরজমা– যাতে তোমাদের মর্যাদা ও সুখ্যাতি রয়েছে। (কারণ সার্বজনীন ও চিরন্তন কিতাব তোমাদের ভাষায় নাযিল করা হয়েছে। ফলে তোমরা এবং তোমাদের ভাষা অমরত্ব লাভ করেছে। তো এর দাবী তো এই যে, তোমরা খোশদিলে ঈমান...)

ফিরে যাও তোমাদের ঘরবাড়িতে এবং যে ভোগবিলাসে মত্ত ছিলে তাতে,[৮৫৭] যাতে তোমাদের কিছু জিজ্ঞাসা করা যায়।[৮৫৮] ১৪. তখন (বেশ বিলম্বিত বোধোদয় নিয়ে) তারা বলে ওঠে, হায় আমাদের নিপাত! আমরা তো আসলেই যালিম ছিলাম। ১৫. তো তাদের এরকম ডাকচিৎকার অব্যাহত ছিল, এরই মধ্যে তাদের আমরা ফসলকাটা ক্ষেত, নিভে যাওয়া ছাই বানিয়ে রেখে দিয়েছি।

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ﴿١٦﴾ لَوْ اَرَدْنَآ اَنْ نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّآ ۙ اِنْ كُنَّا فٰعِلِيْنَ ﴿١٧﴾
بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهٗ فَاِذَا هُوَ زَاهِقٌ ؕ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُوْنَ ﴿١٨﴾

১৬. আর আসমান ও যমীন এবং তাদের মাঝে যাকিছু আছে সেগুলো আমি খেলার ছলে/এমনি এমনি/উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করিনি। ১৭. আমি যদি কোন 'খেলা' গ্রহণ করতে চাইতাম তাহলে আমার নিকট থেকেই তা গ্রহণ করতাম। একান্তই যদি আমার (এমন কিছু) করার হতো,[৮৫৯] (তাহলে তো সেটাই করতাম)। ১৮. বরং (আমার চিরন্তন রীতি এই যে,) আমি তো সত্যকে বাতিলের উপর ছুঁড়ে মারি, ফলে সত্য বাতিলের মগজই বের করে ফেলে, ফলে একদমেই তা বিলুপ্ত হয়ে যায়।[৮৬০] হায়, বানিয়ে বানিয়ে তোমরা যা বলছো সে কারণে নিপাত তোমাদের জন্য।

وَلَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَنْ عِنْدَهٗ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَلَا يَسْتَحْسِرُوْنَ ﴿١٩﴾ يُسَبِّحُوْنَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ
لَا يَفْتُرُوْنَ ﴿٢٠﴾ اَمِ اتَّخَذُوْٓا اٰلِهَةً مِّنَ الْاَرْضِ هُمْ يُنْشِرُوْنَ ﴿٢١﴾ لَوْ كَانَ فِيْهِمَآ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ
رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿٢٢﴾ لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُوْنَ ﴿٢٣﴾

১৯. আর আসমানসমস্তে ও যমীনে যারাই আছে তারা আল্লাহরই জন্য।[৮৬১] আর তাঁর কাছে যারা আছেন (ফিরেশতাকুল) তাঁরা তাঁর ইবাদত থেকে অহঙ্কার যেমন দেখান না, তেমনি (তাঁর ইবাদত থেকে) অক্ষমতা বোধ করেন না। ২০. দিনে ও রাতে (সর্বদা) তারা (আল্লাহ্‌র নামে) তাসবীহ জপেন, তবু তারা নিস্তেজতা/ক্লান্তি বোধ করেন না। ২১. নাকি তারা ভূমি থেকে এমন কিছু ইলাহ্ তৈরী করে নিয়েছে যারা (নতুন কিছু) সৃজন করতে (এবং ছড়িয়ে দিতে) পারে! (ধিক তাদের এরূপ চিন্তাকে) ২২. (তাওহীদের পক্ষে অখণ্ডনীয় ও সহজ সত্য তো এই যে,) যদি আসমান-যমীনে বিভিন্ন ইলাহ থাকতো আল্লাহ্ ছাড়া তাহলে আসমান-যমীন (ও তার ব্যবস্থাপনা) তছনছ হয়ে যেতো।[৮৬২]

---

[৮৫৭] মূল তারতীবের অনুগামী তরজমা– লম্ফ মেরে পালিয়ো না, বরং ফিরে যাও যে ভোগবিলাসে ডুবে ছিলে, তাতে এবং নিজেদের বাড়িঘরের/বাসস্থানে(র দিকে)।

[৮৫৮] হয়ত (চাকর সেবকদের পক্ষ হতে) তোমাদের কাছে হুকুম জানতে চাওয়া হবে (যে, এখন কী হুকুম জনাব!) (বস্তুত এটা হল চরম কটাক্ষপূর্ণ কথা। কারণ সব তো ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। এখন না আছে ফিরে যাওয়ার সুযোগ, না আছে জনপদ ও তার বিলাসসামগ্রী, আর না আছে চাকর-সেবকের দল।)

[৮৫৯] একান্তই যদি আমি (এমন কিছু) করতাম/করতে চাইতাম...

[৮৬০] তো সত্য ও মিথ্যার সঙ্ঘাতে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা, আর বাতিলকে নাস্তানাবুদ করা, এটাই হল আমার বিশ্বজগত সৃষ্টির উদ্দেশ্য, কোন খেলতামাশা উদ্দেশ্য নয়।

[৮৬১] ভিন্ন তরজমা, আল্লাহ্‌রই নিরঙ্কুশ মালিকানাধীন।

[৮৬২] কারণ একাধিক 'ঐশ্বরিক' শক্তির মাঝে ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে বিরোধ ও সঙ্ঘাত হতো অনিবার্য।

সুতরাং আরশের অধিপতি আল্লাহ্ ঐসব জঘন্যতা থেকে চিরপবিত্র যা তারা রটনা করে। ২৩. যা কিছু তিনি করেন সে সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় না, অথচ সবাইকে (নিজ নিজ কর্মের জন্য) জিজ্ঞাসা করা হয়।[৮৬৩]

أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً ۖ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ۖ هَٰذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۙ
الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٢٤﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿٢٥﴾

২৪. আচ্ছা, তারা কি আল্লাহ্র পরিবর্তে অন্যকিছু ইলাহ গ্রহণ করেছে! (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি বলুন, (তাহলে এর পক্ষে) আনো তোমাদের প্রমাণ। এই তো (বর্তমান রয়েছে কোরআন), যা তাদের জন্য উপদেশ যারা আমার সঙ্গে রয়েছে, আর (ঐসমস্ত কিতাবও রয়েছে) যা উপদেশ ছিল তাদের জন্য যারা আমার পূর্বে বিগত হয়েছে।[৮৬৪] কিন্তু আসল কথা হল, তাদের অধিকাংশই তো সত্যকে জানে না, তাই তারা (সত্য হতে) বিমুখ। ২৫. আর (আয় পেয়ারে নবী!) আপনার আগে যত রাসূলই পাঠিয়েছি তাদের প্রতি আমি এ অহীই করেছি যে, আমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তাই তোমরা (আমার) ইবাদত কর।

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ ۚ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ﴿٢٦﴾ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾ يَعْلَمُ مَا
بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ ۚ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿٢٨﴾ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ
إِنِّي إِلَٰهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٢٩﴾

২৬. আর তারা (কত জঘন্য কথা) বলে, রহমান (ফিরেশতাদের) সন্তান বানিয়েছেন। (এমন জঘন্য অপবাদ থেকে) তিনি চিরপবিত্র। আরে, তাঁরা তো (আল্লাহ্র) বড় সম্মানিত বান্দা। ২৭. তাঁরা তো তাঁর সামনে আগবাড়িয়ে কোন কথাই বলেন না। আর তারা তো তাঁর (প্রতিটি) আদেশ (অক্ষরে অক্ষরে) পালন করেন। ২৮. তাঁদের সামনে যা আছে এবং তাঁদের পিছনে যা আছে তা তিনি (খুব ভালো করে) জানেন।[৮৬৫] আর তাঁরা (কারো পক্ষে) সুপারিশ করতে পারেন না, তবে তার পক্ষে (করতে পারেন) যার (পক্ষে সুপারিশের) বিষয়ে আল্লাহ্ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন/করেন। আর তাঁরা তো তাঁর ভয়ে জড়োসড়ো/তটস্থ/সন্ত্রস্ত থাকেন। ২৯. আচ্ছা (ধরে নেয়া হোক) তাদের মধ্য হতে যদি কেউ বলে, আল্লাহ্র পরিবর্তে আমি ইলাহ্ তাহলে তো ওকেই আমি সাজা/জাযা দেব জাহান্নাম! এভাবেই তো যালিমীনকে আমি সাজা/জাযা দিয়ে থাকি।

(রুকূ – ৩)

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾
وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٣١﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ

---

[৮৬৩] আপন কর্মের জন্য তিনি (কারো কাছে) জবাবদেহ নন, অথচ নিজ নিজ কর্মের জন্য তারা জবাবদেহ।

[৮৬৪] বর্তমানের কোরআন এবং অতীতের সমস্ত আসমানি কিতাবে (যাবতীয় বিকৃতি সত্ত্বেও) তাওহীদের কথা রয়েছে। তাহলে কিসের ভিত্তিতে তোমাদের শিরক!

[৮৬৫] তিনি তাদের আগের পিছনের/আগিলা-পিছিলা সমস্ত বিষয় পূর্ণরূপে জানেন।

سَقْفًا مَّحْفُوْظًا ۚ وَّهُمْ عَنْ اٰيٰتِهَا مُعْرِضُوْنَ ۝٣٢

৩০. তো যারা কুফুর অবলম্বন করেছে তারা কি দেখেনি[৮৬৫] যে, আসমানসমন্ত ও যমীন পরস্পর যুক্ত/ অবিচ্ছেদ্য ছিল, অনন্তর আমি দু'টোকে আলাদা/বিচ্ছিন্ন করলাম,[৮৬৭] আর আমি প্রতিটি প্রাণী পানি থেকে সৃষ্টি করেছি।[৮৬৮] তো (এগুলো জানার পরও) কি তারা ঈমান আনবে না! ৩১. আর যমীনে আমি স্থির পাহাড়পর্বত স্থাপন করেছি, যাতে সবাইকে নিয়ে তা দুলে না ওঠে/দুলতে না থাকে; আর তাতে আমি বিভিন্ন প্রশস্ত পথ তৈরী করেছি, যাতে তারা গন্তব্যে পৌঁছতে পারে। ৩২. আর নিরাপদ/ সুরক্ষিত ছাদ বানিয়েছি আমি আসমানকে, অথচ তারা কুদরতের নিশান ও প্রমাণ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে।[৮৬৯]

وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۭ كُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ۝٣٣ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ۭ
اَفَاْىِٕنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخٰلِدُوْنَ ۝٣٤ كُلُّ نَفْسٍ ذَاۗىِٕقَةُ الْمَوْتِ ۭ وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۭ وَاِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ۝٣٥

৩৩. আর তিনিই (ঐ মহান সত্তা) যিনি রাত ও দিন এবং সূর্য ও চাঁদ সৃষ্টি করেছেন। (সূর্য-চাঁদ এবং গ্রহ-তারা) প্রতিটি (নিজ নিজ) পথরেখায়/কক্ষপথে সন্তরণ করে।[৮৭০] ৩৪. আর (আয় পেয়ারে নবী!) আপনার আগে কোন মানবের জন্য আমি অমরত্ব নির্ধারণ করিনি। তো আপনি যদি মৃত্যুবরণ করেন তবে তারা কি অমর হবে! (তো কোন খোশখেয়ালে আহলে মক্কা আপনার মৃত্যুর প্রতীক্ষায় আছে!)[৮৭১] ৩৫. প্রতিটি প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবেই, আর আমি পরীক্ষা করার জন্য মন্দ ও ভালো বিভিন্ন অবস্থায় তোমাদের লিপ্ত করি।[৮৭২] আর (শেষপর্যন্ত) আমারই অভিমুখে তোমাদের ফেরানো হবে।

وَاِذَا رَاٰكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا ۭ اَهٰذَا الَّذِيْ يَذْكُرُ اٰلِهَتَكُمْ ۚ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمٰنِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ۝٣٦
خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ۭ سَاُورِيْكُمْ اٰيٰتِيْ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْنِ ۝٣٧ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝٣٨

---

[৮৬৫] তারা কি জানে না/তাদের কি জানা নেই যে, ...

[৮৬৬] আয়াতের শব্দদু'টি হল رَتْقً ও فَتْقً এর আসল হাকীকত তো আল্লাহ্ জানেন, তবে বাংলায় এর সবচে' কাছের প্রতিশব্দ হল যুক্ত করা এবং বিযুক্ত করা।

[৮৬৮] আগের যুগে আহলে ইলম তাঁদের জ্ঞান ও জানার পরিধিতে আয়াতের মর্ম ব্যাখ্যা করেছেন, এ যুগে আমাদের জ্ঞানের সীমানা যতদূর, আমরা সে আলোকে ব্যাখ্যা করি, আর আগামী যুগের আহলে ইলম তাঁদের জ্ঞানের সীমানায় ব্যাখ্যা করবেন, তবে চিরন্তন সত্য হল, তিনি সব জানেন, মানুষ খুব অল্প জানে, সুতরাং আমরা তাঁর অসীম জ্ঞানের কাছে আত্মসমর্পণ করে শুধু ঈমান আনি।

[৮৬৯] যা দেখতে ছাদের মত, তবে মানুষের তৈরী ছাদের মত অনিরাপদ এবং অরক্ষিত নয়। এ ছাদ ভেঙ্গে পড়ার আশঙ্কা থেকে নিরাপদ এবং শয়তানের হস্তক্ষেপ থেকে সুরক্ষিত। কিন্তু আফসোস্! তাতে আল্লাহ্র কুদরত ও তাওহীদের যত নিশান ও প্রমাণ রয়েছে তা থেকে মানুষ মুখ ফিরিয়েই রাখে, কখনো কিছু ভাবে না।

[৮৭০] আয়াতের শব্দ হল فَلَكٌ যার অর্থ হল বৃত্তাকার পথ। সন্তরণ দ্বারা বোঝা যায়, গ্রহতারা শূন্যে ভাসমান, যা তখনকার যুগে মানুষের জ্ঞানের আওতায় ছিল না।

[৮৭১] তাছাড়া আপনার মৃত্যুতেই তো ঈমান ও তাওহীদের দাওয়াত শেষ হয়ে যাবে না, এ মহান কাফেলা তো কেয়ামত পর্যন্ত চলতেই থাকবে।

[৮৭২] আর ভালো-মন্দ বিভিন্ন অবস্থা দ্বারা আমি তোমাদের কঠিনভাবে পরীক্ষা করি।

৩৬. আর (আয় পেয়ারে নবী!) যারা কুফুর অবলম্বন করেছে তারা যখন আপনাকে দেখে, আপনাকে *'তামাশাপাত্র'* বানানো ছাড়া তাদের যেন কোন মশগলাই থাকে না।[৮৭৩] (তারা বলতে থাকে, এমন তুচ্ছ) ইনিই কি তোমাদের দেবতাদের সম্পর্কে (কটু) কথা বলেন![৮৭৪] অথচ (তাদের নিজেদের অবস্থা এই যে,) তারা স্বয়ং রহমানের স্মরণ-আলোচনা সম্পর্কে কুফুর/ অস্বীকার করে বসে আছে। ৩৭. মানবকে সৃষ্টিই করা হয়েছে তাড়াহুড়ার উপাদান/স্বভাব দিয়ে। অচিরেই আমি আমার নিশান ও প্রমাণ তোমাদের দেখাবো, তবে আমার কাছে তাড়াহুড়া দেখিয়ো না।[৮৭৫] ৩৮. আর তারা বলে, এ ওয়াদা কবে (সত্য) হবে?! যদি তোমরা সত্যবাদী হও (তাহলে সময় সম্পর্কে কিছু তো বল!)

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا حِيْنَ لَا يَكُفُّوْنَ عَنْ وُّجُوْهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُوْرِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ۝ بَلْ تَاْتِيْهِمْ
بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ۝ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ
سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝

৩৯. যারা কুফুর করেছে, হায়, যদি (ঐ সময়ের কিছু খবর) তারা জানতো, যখন তারা না তাদের চেহারা থেকে আগুন সরাতে পারবে, আর না তাদের পিঠ থেকে, আর না তাদের (কোনরকম) সাহায্য করা হবে। ৪০. বরং ঐ আগুন আচমকা তাদের কাছে এসে পড়বে, আর তাদের দিশেহারা করে ফেলবে, ফলে না তারা তা রোধ করতে পারবে, আর না তাদের কোন অবকাশ দেয়া হবে ৪১. আর সুনিশ্চিত, আপনার পূর্ববর্তী রাসূলানকে (আযাবের হুঁশিয়ারি নিয়ে) বিদ্রূপ করা হয়েছে, তো তাদের থেকে যারা উপহাস করেছে তাদেরকে (যথাসময়ে) ঘিরে ধরেছে ঐ আযাব যা নিয়ে তারা উপহাস করত।

(রুকূ – ৪)

قُلْ مَنْ يَّكْلَؤُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمٰنِ ؕ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُوْنَ ۝ اَمْ لَهُمْ اٰلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ
مِّنْ دُوْنِنَا ؕ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَ اَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِّنَّا يُصْحَبُوْنَ ۝ بَلْ مَتَّعْنَا هٰٓؤُلَآءِ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى طَالَ
عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ؕ اَفَلَا يَرَوْنَ اَنَّا نَاْتِي الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ؕ اَفَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ ۝

৪২. আপনি বলুন, রহমানের (আযাব) থেকে দিনে ও রাতে কে তোমাদের *'বাঁচাও'* করবে! আশ্চর্য, তারা তো বরং তাদের রবের স্মরণ হতে মুখ ফিরিয়ে আছে। ৪৩. নাকি তাদের এমন কতিপয় ইলাহ রয়েছে যারা আমাদের সম্মুখ থেকে তাদের রক্ষা করবে![৮৭৬] তারা তো নিজেদেরই সাহায্য করতে পারে না, আর না আমার মোকাবেলায় কেউ তাদের সঙ্গ দিতে পারে। ৪৪. বরং সত্য এই যে, আমি

---

৮৭৩ ভিন্ন তরজমা– তারা যখন আপনাকে দেখে (তখন) আপনাকে তারা শুধু তামাশার পাত্ররূপেই গ্রহণ করে/ আপনাকে নিয়ে শুধু তামাশাই করে।

৮৭৪ তোমাদের উপাস্যদের সমালোচনা করেন/মন্দভাবে আলোচনা করেন। (তিনি তো সত্য কথাই বলেন যে, এরা বাতিল ইলাহ, এদের ইলাহ হওয়ার পক্ষে কোন প্রমাণ নেই।

৮৭৫ তবে আমার সঙ্গে তাড়াহুড়া মাচিয়ো না।

৮৭৬ ভিন্ন তরজমা, নাকি আমি ছাড়া তাদের এমন কিছু ইলাহ রয়েছে যারা (বিপদাপদ থেকে) তাদের রক্ষা করবে!

তাদেরকে এবং তাদের পূর্বপুরুষকে ভোগবিলাসে রেখেছি, এমনকি (ঐ বিলাসপ্রাচুর্যের মধ্যেই) তাদের উপর দিয়ে সময় দীর্ঘ হয়েছে।[৮৭৭] (তাই তাদের এমন বিচ্যুতি।) তো তারা কি দেখে না যে, ভূখণ্ডকে আমি তার চারপাশ থেকে সঙ্কুচিত করে আনছি![৮৭৮] তো তবু কি তারাই প্রবল হবে (বলে ভাবছে)!

قُلْ إِنَّمَآ أُنذِرُكُم بِٱلْوَحْىِ ۖ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴿٤٥﴾ وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ
رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَٰوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا ظَٰلِمِينَ ﴿٤٦﴾ وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا ۖ وَإِن كَانَ
مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَٰسِبِينَ ﴿٤٧﴾

৪৫. (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি বলুন, আমি তো তোমাদেরকে অহী দ্বারা সতর্ক করি শুধু, তবে কথা হল, বধিরেরা তো –যখন তাদের সতর্ক করা হয়–কোন ডাক শুনতে পায় না! ৪৬. আর যদি আপনার রবের আযাবের সামান্য ঝাপটা তাদের ছুঁয়ে যায় (তাহলে) অবশ্যই তারা বলে ওঠবে, হায়, আমাদের ধিক্কার! আসলেই তো আমরা যালিম ছিলাম! ৪৭. আর কিয়ামতের দিনের জন্য আমি এমন দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করব, যা আগাগোড়া 'ইনছাফ' হবে।[৮৭৯] সুতরাং কোন মানুষকে সামান্য যুলুমও করা হবে না। আর যদি কোন আমল সরষের দানার পরিমাণও হয়[৮৮০] তা আমি (দাড়িপাল্লায়) নিয়ে আসবো, আর হিসাবরক্ষক হিসাবে আমি যথেষ্ট।

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَٰرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَآءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٨﴾ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ
مُشْفِقُونَ ﴿٤٩﴾ وَهَٰذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَٰهُ ۚ أَفَأَنتُمْ لَهُۥ مُنكِرُونَ ﴿٥٠﴾

৪৮. আর সুনিশ্চিত, মূসা ও হারূনকে আমি (হক ও বাতিলের মধ্যে) পার্থক্যকারী (কিতাব, তাওরাত) দিয়েছি, এবং (দিয়েছি হিদায়াতের) আলো, আর মুত্তাকীনের জন্য উপদেশ– ৪৯. যারা গায়েবানা তাদের রবকে ভয় করে, আর কিয়ামতের মুহূর্ত সম্পর্কে যারা তটস্থ। ৫০. আর এই কোরআন হল বরকতপূর্ণ উপদেশ যা আমি নাযিল করেছি। তো তবু কি তোমরা তা অস্বীকার করবে!

(রুকূ –৫)

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَآ إِبْرَٰهِيمَ رُشْدَهُۥ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِۦ عَٰلِمِينَ ﴿٥١﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦ مَا هَٰذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِىٓ أَنتُمْ لَهَا
عَٰكِفُونَ ﴿٥٢﴾ قَالُوا۟ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا لَهَا عَٰبِدِينَ ﴿٥٣﴾ قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمْ فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٥٤﴾ قَالُوٓا۟ أَجِئْتَنَا
بِٱلْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ ٱللَّٰعِبِينَ ﴿٥٥﴾

---

[৮৭৭] এমনকি তাদের উপর (তাদের) আয়ু দীর্ঘ হয়েছে।

[৮৭৮] অর্থাৎ ধীরে ধীরে তাদের চারপাশ থেকে শিরকের প্রভাব সঙ্কুচিত হয়ে আসছে।

[৮৭৯] এখানে لِـ অব্যয়কে বিবেচনায় না রেখে يَوْم কে যরফ ধরে তরজমা করা যায়– আর কেয়ামতের দিন পূর্ণ ইনছাফপূর্ণ মীযান কায়েম/স্থাপন করব।

[৮৮০] বাংলায় সর্ষের পরিবর্তে তিল বলা হয়, আর দানা বলা হয় না, আর কোন আমল যদি তিল পরিমাণও হয়...

৫১. আর সুনিশ্চিত, বহুপূর্বে ইবরাহীমকে আমি (সৎপথের) সুমতি দান করেছি, আর তাঁর সম্পর্কে আমি পূর্ণ জ্ঞাত ছিলাম। ৫২. (আর ঐ সময়কে স্মরণ করুন) যখন ইবরাহীম তাঁর আব্বাকে এবং তাঁর কাউমকে বললেন, এগুলো কীসব মূর্তি যাদের জন্য তোমরা হত্যাদিয়ে/ধরণা দিয়ে পড়ে থাক! ৫৩. তারা বলল, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষানকে এগুলোর উপাসনা করা অবস্থায় পেয়েছি। ৫৪. তিনি বললেন, সুনিশ্চিত, তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষ পরিষ্কার ভ্রান্তিতে লিপ্ত থেকে এসেছো। ৫৫. (অবাক ও হতবাক হয়ে) তারা বলল, তুমি কি আমাদের সঙ্গে সত্য সত্য বলছ,[৮৮১] না (আমাদের সঙ্গে) তামাশা করছ!

قَالَ بَلْ رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الَّذِیْ فَطَرَهُنَّ ۫ وَاَنَا عَلٰی ذٰلِكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِیْنَ ﴿۵۶﴾ وَتَاللّٰهِ لَاَكِیْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ
بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوْا مُدْبِرِیْنَ ﴿۵۷﴾ فَجَعَلَهُمْ جُذٰذًا اِلَّا كَبِیْرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَیْهِ یَرْجِعُوْنَ ﴿۵۸﴾

৫৬. তিনি বললেন, (তামাশা তো আমার কাজ নয়,) বরং (সত্য এই যে,) তোমাদের রব আকাশ -মণ্ডলী ও পৃথিবীর (তথা বিশ্বজগতের) অধিপতি/ব্যবস্থাপক, যিনি এগুলো সৃজন করেছেন, আর আমি তোমাদের ঐ-কথার উপর একজন সাক্ষী! ৫৭. আর কসম আল্লাহ্‌র![৮৮২] তোমরা যখন পিছন ফিরে চলে যাবে তখন তোমাদের মূর্তিগুলোর বিরুদ্ধে আমি (এমন) কুশলী ব্যবস্থা নেবো (যাতে তোমাদের সামনে এগুলোর স্বরূপ প্রকাশ পেয়ে যায়)। ৫৮. পরে (সুযোগমত) তিনি মূর্তিগুলো গুঁড়িয়ে দিলেন, তাদের একটি বড় মূর্তিকে ছাড়া, (আকারে বড়, বা তাদের কাছে মর্যাদায় বড়)। যাতে তারা (ঘটনা জানার জন্য) তাঁরই দিকে ফিরে আসে।

قَالُوْا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَاۤ اِنَّهٗ لَمِنَ الظّٰلِمِیْنَ ﴿۵۹﴾ قَالُوْا سَمِعْنَا فَتًی یَّذْكُرُهُمْ یُقَالُ لَهٗۤ اِبْرٰهِیْمُ ﴿۶۰﴾ قَالُوْا فَاْتُوْا
بِهٖ عَلٰۤی اَعْیُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَشْهَدُوْنَ ﴿۶۱﴾ قَالُوْۤا ءَاَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا یٰۤاِبْرٰهِیْمُ ﴿۶۲﴾ قَالَ بَلْ فَعَلَهٗ ۫
كَبِیْرُهُمْ هٰذَا فَسْـَٔلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا یَنْطِقُوْنَ ﴿۶۳﴾

৫৯. (ফিসে এসে) তারা (যা দেখলো তাতে স্তম্ভিত হয়ে) বলল/জিজ্ঞাসা করল, কে করেছে এমন (জঘন্য) আচরণ আমাদের উপাস্যদের সঙ্গে?[৮৮৩] সে তো আসলেই একজন বড় যালিম! ৬০. তারা (কিছু লোক) বলল/মন্তব্য করল, ইবরাহীম নামের এক তরুণকে আমরা উপাস্যদের সম্পর্কে কটূক্তি করতে শুনেছি (হোক না হোক, এটা তারই কাজ)। ৬১. (তখন) তারা (সবাই) বলল, তাহলে তাকে লোকদের সামনে[৮৮৪] নিয়ে এসো, যাতে সবাই (ঘটনার/তার বক্তব্যের) সাক্ষী হতে পারে। ৬২. (হাযির করা হলে) তারা বলল, আমাদের উপাস্যদের সঙ্গে তুমিই কি এটা করেছ

---

৮৮১ তুমি কি আমাদের কাছে সত্যবচন এনেছ, কিংবা তুমি (আমাদের সঙ্গে) তামাশাকারীদের দলে শামিল! / আমাদের সঙ্গে তুমি কি সত্য বলছ, না তামাশা করছ!

৮৮২ আর আল্লাহ্‌র (নামে) জোরালো কসম!

৮৮৩ বলল/মন্তব্য করল, আমাদের উপাস্যদের সঙ্গে এমন (জঘন্য) আচরণ যে করেছে সে তো... مَنْ এর অর্থ-ভিন্নতার কারণে তরজমার ভিন্নতা।

৮৮৪ ভরা মজলিসে/জনসমক্ষে হাজির কর।

আয় ইবরাহীম! ৬৩. তিনি বললেন, (আমি কেন করতে যাবো.) বরং তাদের এই বড়টাই এমন করেছে, তো তাদেরই না হয় জিজ্ঞাসা কর, যদি তারা রা করতে পারে।[৮৮৫]

فَرَجَعُوْٓا اِلٰٓى اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوْٓا اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۙ﴿۶۴﴾ ثُمَّ نُكِسُوْا عَلٰى رُءُوْسِهِمْ ۚ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هٰٓؤُلَآءِ يَنْطِقُوْنَ ﴿۶۵﴾ قَالَ
اَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْـًٔا وَّلَا يَضُرُّكُمْ ﴿۶۶﴾ اُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿۶۷﴾

৬৪. (চিন্তাগ্রস্ত হয়ে) তখন তারা নিজেদের (মনের) কাছে ফিরে গেলো, তারপর (নিজেদের মধ্যেই) বলাবলি করল, আসলে তো তোমরা নিজেরাই যালিম![৮৮৬] ৬৫. তারপর তারা মাথা ঝুঁকিয়ে দিলো, (তবে বলতে লাগলো যে,) সুনিশ্চিত, তুমি জানো, এরা তো মুখ খুলতে পারে না।[৮৮৭] ৬৬. (সময় উপযুক্ত হয়েছে দেখে) তিনি বললেন, তাহলে এর পরেও কি তোমরা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে এমন কিছুর উপাসনা করবে যা তোমাদের না (কোন) উপকার করতে পারে, আর না (কোন) ক্ষতি করতে পারে! ৬৭. ধিক্কার তোমাদের প্রতি এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা যেগুলোর ইবাদত করছো সেগুলোর প্রতি। তো এরপরো কি তোমরা আকল-বুদ্ধি ব্যবহার করবে না!

قَالُوْا حَرِّقُوْهُ وَانْصُرُوْٓا اٰلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ﴿۶۸﴾ قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ﴿۶۹﴾ وَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا
فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَخْسَرِيْنَ ﴿۷۰﴾ وَنَجَّيْنٰهُ وَلُوْطًا اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ ﴿۷۱﴾ وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ ؕ وَيَعْقُوْبَ
نَافِلَةً ؕ وَكُلًّا جَعَلْنَا صٰلِحِيْنَ ﴿۷۲﴾

৬৮. (যুক্তিতে লা-জবাব এবং ক্রোধে আত্মহারা হয়ে) তারা বলে উঠলো, তাকে আগুনে জ্বালিয়ে ফেলো, যদি (আসলেই) তোমরা কিছু করতে চাও (তাহলে এভাবে) নিজেদের উপাস্যদের সাহায্য কর। ৬৯. (ইবরাহীমকে তারা তো আগুনে ফেলল, তবে) আমি বললাম, হে আগুন! ইবরাহীমের উপর তুমি সুশীতল ও শান্তি হয়ে যাও।[৮৮৮] ৭০. আর ইবরাহীমের বিষয়ে তারা কূট পরিকল্পনা করল, তো তাদেরই আমি চরম ক্ষতিগ্রস্ত করে দিলাম। ৭১. আর আমি তাঁকে এবং (তাঁর ভাতিজা) লূতকে উদ্ধার করে ঐ ভূখণ্ডের দিকে নিয়ে গেলাম, যাতে সারা জাহানের জন্য বরকত রেখেছি।[৮৮৯] ৭২. আর (শামের ভূমিতে হিজরতের পর) পুরস্কাররূপে আমি তাঁকে (পুত্র) ইসহাক এবং পৌত্র ইয়াকূব দান করলাম। আর (তাদের) প্রত্যেককে আমি নেককার বানালাম।

---

[৮৮৫] এটা ছিল মূর্তিগুচ্ছ সম্পর্কে পূজারীদের বিশ্বাসের প্রতি কার্যকর আঘাত, যাতে তাদের বিবেক-বুদ্ধি জাগ্রত হয়।

[৮৮৬] নিজেদেরই যারা রক্ষা করতে পারে না, তাদের সর্বরক্ষক বলে বিশ্বাস করা, পূজা করা যুলুম ছাড়া আর কী!

[৮৮৭] তবে তাদের এ বোধোদয় ছিল সাময়িক, যুগযুগের সংস্কারই শেষ পর্যন্ত বহাল থাকলো। তাই বিবেকের আঘাতে মাথাটা নত হলেও, সংস্কার থেকে বলতে লাগলো...

[৮৮৮] কোরআনের লফয বহাল রেখে তরজমা, 'আয় নার, ইবরাহীমের উপর তুমি বারদান ওয়া সালাম হয়ে যাও।' আল্লাহ্ যখন ইচ্ছা করেন তখন নিজের কুদরত এবং নবীর মু'জিযা প্রকাশ করেন, আবার যখন ইচ্ছা করেন তখন ঢিল দেন, আর নবীর উপর পরীক্ষা আনেন। সবই তিনি করেন নিজের হিকমত ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী।

[৮৮৯] শামের ভূখণ্ড, তাতে দুনিয়ার দিক থেকে বরকত এ জন্য যে, তা ফলে ফসলে সমৃদ্ধ এক উর্বর ভূমি, আবার দ্বীনের দিক থেকে আগে থেকেই এটা ছিল নবীদের বিচরণক্ষেত্র। এখান থেকেই ইবরাহীমী তাওহীদ মক্কার নিষ্ফলা মরুভূমিতে এসেছে। সিরিয়া, লেবানন, জর্দান, এগুলোও বৃহত্তর শামের অন্তর্ভুক্ত।

وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءَ الزَّكٰوةِ ۚ وَكَانُوْا لَنَا
عٰبِدِيْنَ ﴿٧٣﴾ وَلُوْطًا اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا وَّنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ كَانَتْ تَّعْمَلُ الْخَبٰٓئِثَ ۭ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ
فٰسِقِيْنَ ﴿٧٤﴾ وَاَدْخَلْنٰهُ فِيْ رَحْمَتِنَا ۭ اِنَّهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٧٥﴾

৭৩. আর তাদের আমি ইমাম (ও রাহবার) বানালাম, আমার আদেশে (মানুষকে) যারা হিদায়াতের পথে পরিচালিত করতেন, আর তাদের প্রতি আমি অহী করেছি নেক আমলের এবং ছালাত কায়েমের এবং যাকাত আদায়ের। বস্তুত তাঁরা আমার ইবাদতে নিবেদিত ছিলেন। ৭৪. আর লূত, তাঁকে আমি প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করেছি, আর তাঁকে ঐ জনপদ থেকে উদ্ধার করেছি যা 'খবীছ খবীছ'/'গান্দা গান্দা' কাজে লিপ্ত ছিল। অবশ্যই তারা ছিল নিকৃষ্ট কর্মের নাফরমান কাউম। ৭৫. আর তাঁকে আমি আমার রহমতের ছায়ায় স্থান দিয়েছি। অবশ্যই তিনি নেককারদের মধ্যে শামিল ছিলেন।

(রুকূ – ৬)

وَنُوْحًا اِذْ نَادٰى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ﴿٧٦﴾ وَنَصَرْنٰهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا
بِاٰيٰتِنَا ۭ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فَاَغْرَقْنٰهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٧٧﴾ وَدَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ اِذْ يَحْكُمٰنِ فِي الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ
غَنَمُ الْقَوْمِ ۚ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شٰهِدِيْنَ ﴿٧٨﴾

৭৬. আর (আয় পেয়ারে নবী! স্মরণ করুন আপনি) নূহকে, (বিশেষ করে ঐ সময়ের ঘটনা) যখন (ইবরাহীমেরও) আগের যুগে (আপন রবকে) তিনি নিদা করলেন (যে, কমবখত কাফিরীনকে আপনি উপযুক্ত সাজা দিন), তো আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিলাম, আর তাঁকে ও তাঁর অনুগামীদের মহাবিপদ থেকে উদ্ধার করলাম। ৭৭. আর ঐ কাউমের মোকাবেলায় তাঁকে সাহায্য করলাম যারা আমার নিশান ও প্রমাণ ঝুটলিয়েছিল। অবশ্যই তারা ছিল নিকৃষ্ট কর্মের কাউম। তাই তাদের সবাইকে আমি ডুবিয়ে মারলাম। ৭৮. আর (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি দাউদ ও (তাঁর পুত্র) সোলায়মানকে (স্মরণ করুন, বিশেষ করে ঐ সময়ের ঘটনা) যখন তারা দু'জন একটি শস্যক্ষেত্রের বিবাদ মিমাংসা করছিলেন। কারণ লোকদের বকরীপাল রাতের বেলা ঐ ক্ষেত্রে ঢুকে পড়েছিল। আর আমি তাঁদের বিচার প্রত্যক্ষ করছিলাম।

فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ ۚ وَكُلًّا اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا ۡ وَّسَخَّرْنَا مَعَ دَاوٗدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ۭ وَكُنَّا فٰعِلِيْنَ ﴿٧٩﴾ وَعَلَّمْنٰهُ
صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْۢ بَاْسِكُمْ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ شٰكِرُوْنَ ﴿٨٠﴾ وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِيْ بِاَمْرِهٖٓ
اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ۭ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عٰلِمِيْنَ ﴿٨١﴾

৭৯. তো ঐ বিচারের বুঝ আমি সোলায়মানকে দান করেছিলাম, তবে প্রত্যেককেই আমি প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করেছিলাম। আর দাউদের সঙ্গে আমি পাহাড়-পর্বতকে অনুগত করে দিয়েছিলাম, যারা (তাঁর সঙ্গে) তাসবীহ করত; আর পক্ষীকুলকেও (অনুগত করেছিলাম)।[৮৯০] আর (তা অন্যকেউ না,)

---

[৮৯০] ভিন্ন তরজমা, আর আমি পাহাড়-পর্বতকে তাঁর অনুগত করেছি, যেন সেগুলো পক্ষীকুলকে নিয়ে তাসবীহ জপে।

স্বয়ং আমি করেছিলাম। ৮০. আর তোমাদের উপকারের জন্য তাঁকে আমি যুদ্ধের পোশাক তৈরী করার কৌশল শিক্ষা দিয়েছি, যাতে তোমাদেরকে তা একে অন্যের আঘাত থেকে রক্ষা করে। তো তোমরা কি (আমার প্রতি) শোকরগোযার হবে! ৮১. আর সোলায়মানের জন্য ঝড়ো হাওয়াকে[৮৯১] (আমি অনুগত করে দিয়েছি), যা (তাকে বহন করার জন্য) তাঁর আদেশে ঐ ভূখণ্ডের দিকে বয়ে যেত যেখানে আমি অনেক বরকত রেখেছি। আর প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে আমি জ্ঞাত। (আর আমার জ্ঞানে সোলায়মানকে এরূপ ক্ষমতা দেয়ার মধ্যে কল্যাণ ছিল)।

وَمِنَ الشَّيٰطِيْنِ مَنْ يَّغُوْصُوْنَ لَهٗ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلًا دُوْنَ ذٰلِكَ ۚ وَكُنَّا لَهُمْ حٰفِظِيْنَ ﴿٨٢﴾ وَاَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗٓ اَنِّيْ
مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿٨٣﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَكَشَفْنَا مَا بِهٖ مِنْ ضُرٍّ ۫ وَاٰتَيْنٰهُ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً
مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرٰى لِلْعٰبِدِيْنَ ﴿٨٤﴾

৮২. আর কিছু দুষ্ট জ্বিনকেও (আমি তাঁর অনুগত করে দিয়েছিলাম,) যারা তাঁর জন্য সাগরে ডুব দিতো (আর মণিমুক্তা তুলে আনতো)। এছাড়া অন্য কাজও করত, আর আমিই ছিলাম তাদের দেখভালকারী। ৮৩. আর (আয় পেয়ারে নবী! আপনি স্মরণ করুন) আইয়ূবকে, (বিশেষ করে ঐ সময়ের ঘটনা) যখন (কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে) আপন রবকে তিনি ডাক দিলেন, (আয় রব্,) বড় কষ্ট আমাকে ছুঁয়ে গিয়েছে, আর আপনি সমস্ত দয়ালুদের বড় দয়ালু।[৮৯২] ৮৪. পরে আমি তাঁর ফরয়াদে সাড়া দিলাম, আর যাকিছু কষ্ট তাঁর ছিল তা দূর করে দিলাম। আর (চাওয়া ছাড়াই) তাঁকে আমি তাঁর পরিবারপরিজন (যারা মারা গিয়েছিল) ফিরিয়ে দিলাম, এমনকি তাদের সঙ্গে আরো ঐ পরিমাণ দান করলাম, যাতে আমার পক্ষ হতে দয়া ও রহমতের প্রকাশ ঘটে, আর আবিদীনের/ইবাদতকারীদের জন্য স্মরণীয় শিক্ষা হয়।

وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِدْرِيْسَ وَذَا الْكِفْلِ ۭ كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿٨٥﴾ وَاَدْخَلْنٰهُمْ فِيْ رَحْمَتِنَا ۭ اِنَّهُمْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٨٦﴾ وَذَا
النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰى فِي الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۠ اِنِّيْ
كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٨٧﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۙ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ ۭ وَكَذٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨٨﴾

৮৫. আর (স্মরণ করুন) ইসমাঈল ও ইদরীস ও যুলকিফ্লকে[৮৯৩]। (এঁরা) সকলে ছাবিরীন থেকে গণ্য ছিলেন। ৮৬. আর তাঁদের আমি আমার রহমতের ছায়ায় স্থান দিয়েছিলাম।[৮৯৪] অবশ্যই তাঁরা ছালিহীন থেকে গণ্য ছিলেন।[৮৯৫] ৮৭. আর (স্মরণ করুন) মাছওয়ালা (নবী ইউনুস)কে (বিশেষ

---

[৮৯১] আর তীব্র/প্রচণ্ড গতির বায়ুকে আমি সোলায়মানের অনুকূলে অনুগত করে দিলাম।

[৮৯২] সুতরাং দয়া করে আপনি আমাকে আরোগ্য দান করুন। (হযরত ইয়াকূব আ.র রোগ সম্পর্কে কোরআন কিছু বলেনি, প্রয়োজনও নেই। কোরআন বলেছে তাঁর অতুলনীয় ছবর ও ধৈর্যের কথা এবং আল্লাহ্র কাছে তাঁর আকুতি ও মুনাজাতের কথা। তাঁর প্রতি আল্লাহ্র দয়া ও দানের কথা। বস্তুত এগুলোর আলোচনারই প্রয়োজন ছিল।

[৮৯৩] তার নামটুকু ছাড়া আর কিছু কোরআনের বয়ানে আসেনি, এমনকি নামের ব্যাখ্যাটুকুও আমাদের জানা নেই।

[৮৯৪] আমার রহমতে(র ছায়ায়) দাখেল করেছিলাম।

[৮৯৫] সত্যি তাঁরা নেককার (ও সাধু) ছিলেন/ তারা সকলে উচ্চস্তরের ছাবিরীন ছিলেন।

করে ঐসময়ের ঘটনা) যখন তিনি রুষ্ট/ক্ষুব্ধ হয়ে (অর্পিত দায়িত্বের জনপদ ছেড়ে) চলে গেলেন/ চলে যাচ্ছিলেন, আর (নিজের ইজতিহাদি চিন্তা থেকে) ধারণা করলেন যে, (চলে যাওয়ার কারণে) তাকে আমি কিছুতেই পাকড়াও করব না।[৮৯৬] (কিন্তু পাকড়াও হল, আর বিশাল মাছ তাঁকে গিলে ফেললো) তখন তিনি একের পর এক অন্ধকারের মধ্যে ফরয়াদ করলেন/ডাক দিলেন যে, আপনি ছাড়া তো কোন ইলাহ নেই, (সমস্ত ত্রুটি থেকে) আপনি চিরপবিত্র। (আর) অবশ্যই আমি যালিমীন থেকে একজন।[৮৯৭] ৮৮. তখন আমি তাঁর অনুকূলে সাড়া দিলাম, আর তাঁকে কঠিন দুশ্চিন্তা থেকে উদ্ধার করলাম। আর (আমার ওয়াদা,) এভাবেই মুমিনীনকে আমি উদ্ধার করব।

وَزَكَرِيَّآ إِذْ نَادٰى رَبَّهٗ رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا وَّأَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ ﴿٨٩﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ وَوَهَبْنَا لَهٗ يَحْيٰى وَأَصْلَحْنَا لَهٗ زَوْجَهٗ إِنَّهُمْ كَانُوْا يُسٰرِعُوْنَ فِي الْخَيْرٰتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ ﴿٩٠﴾

৮৯. আর (স্মরণ করুন) যাকারিয়্যাকে (বিশেষ করে ঐ সময়ের ঘটনা) যখন আপন রবকে তিনি ডাক দিলেন, (আয়) মেরে রব্, আমাকে একলা (নিঃসন্তান) ছেড়ে দিয়েন না, তবে (সত্য তো এটাই যে,) আপনিই সর্বোত্তম ওয়ারিছ। ৯০. তো আমি তাঁর অনুকূলে সাড়া দিলাম এবং তাঁকে ইয়াহয়া(র মত পুত্র) দান করলাম, আর তাঁর খাতিরে তাঁর স্ত্রীকে (সন্তান ধারণের) উপযোগী করে দিলাম। সত্যি তাঁরা যাবতীয় পুণ্যকর্মের দিকে (দ্রুত) ধাবিত হতেন এবং আশা ও ভয়ের অবস্থায় আমাকে ডাকতেন, আর আমার সামনে তাঁরা অবনত/বিনয়কাতর ছিলেন।

وَالَّتِيْ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا وَجَعَلْنٰهَا وَابْنَهَآ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٩١﴾ إِنَّ هٰذِهٖٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ ﴿٩٢﴾ وَتَقَطَّعُوْٓا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رٰجِعُوْنَ ﴿٩٣﴾

৯১. আর (স্মরণ করুন ঐ মহীয়সীকে) যিনি তাঁর নিষ্পাপতা রক্ষা করেছিলেন,[৮৯৮] আর আমি তাঁর মধ্যে আমার রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম, আর তাঁকে ও তাঁর পুত্রকে দুনিয়া-জাহানের (লোকদের জন্য) নিদর্শন বানিয়েছিলাম। ৯২. (শোনো হে লোকসকল! এই দ্বীন, যার দাওয়াত যুগে যুগে নবী-রাসূলের মাধ্যমে দিয়ে আসা হয়েছে) নিশ্চয় এটাই তোমাদের দ্বীন, যা অভিন্ন দ্বীন। আর আমিই তোমাদের (একমাত্র) রব্, সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর। ৯৩. আর (পরে) তারা নিজেদের দ্বীনকে নিজেদের মধ্যে খণ্ড খণ্ড করে নিয়েছে। (তবে শেষপর্যন্ত) প্রত্যেকে ফিরবে তো আমারই দিকে।

(রুকূ - ৭)

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهٖ وَإِنَّا لَهٗ كٰتِبُوْنَ ﴿٩٤﴾ وَحَرٰمٌ عَلٰى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنٰهَآ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٩٥﴾ حَتّٰٓى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوْجُ وَمَأْجُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ ﴿٩٦﴾ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ

---

[৮৯৬] কাউম যখন কিছুতেই তাঁর দাওয়াত কবূল করল না, আর আযাব আসন্ন বলে তিনি বুঝতে পারলেন, তখন আযাব থেকে বাঁচার জন্য, আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে অনুমতি হওয়ার আগেই তিনি জনপদ ত্যাগ করে চলে গেলেন...

[৮৯৭] অবশ্যই আমি যালিম (ছিলাম)। অবশ্যই আমি যুলুম করেছি(লাম)।

[৮৯৮] কোন কোন তরজমায় সতিত্ব বা লজ্জাস্থান শব্দও ব্যবহার করা হয়েছে, যা এখানকার পূর্ণ শান-উপযোগী মনে হয় না। বস্তুত প্রতিশব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি।

شَاخِصَةٌ اَبْصَارُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ يٰوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا بَلْ كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿٩٧﴾

৯৪. সুতরাং যে ব্যক্তি মুমিনরূপে নেক আমল করবে, তো তার মেহনতের না-কদরি হবে না, আর আমি তা লিখে রাখছি। ৯৫. আর যে কোন বস্তিকে আমি হালাক করেছি, তার বাসিন্দাদের জন্য এটা অবধারিত যে, তারা আর (দুনিয়াতে) ফিরে আসতে পারবে না।[৮৯৯] ৯৬. এমনকি যখন ইয়াজূজ ও মাজূজকে খুলে দেয়া হবে, আর প্রতিটি উঁচু স্থান থেকে তারা গড়িয়ে গড়িয়ে পড়বে। ৯৭. আর সত্য ওয়াদা (পূর্ণ হওয়ার সময়) নিকটবর্তী হবে, তখন হঠাৎ দেখা যাবে, যারা কুফুর করেছে তাদের চোখগুলো বিস্ফারিত! (আর তারা বলতে থাকবে), হায়, আমাদের প্রতি ধিক্কার! আমরা তো এ বিষয়ে গাফলতের মধ্যেই পড়েছিলাম, বরং আমরা তো যালিমীন ছিলাম।

اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ؕ اَنْتُمْ لَهَا وٰرِدُوْنَ ﴿٩٨﴾ لَوْ كَانَ هٰٓؤُلَآءِ اٰلِهَةً مَّا وَرَدُوْهَا ؕ وَكُلٌّ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٩٩﴾ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّهُمْ فِيْهَا لَا يَسْمَعُوْنَ ﴿١٠٠﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰٓى ۙ اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ ﴿١٠١﴾ لَا يَسْمَعُوْنَ حَسِيْسَهَا ۚ وَهُمْ فِيْ مَا اشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خٰلِدُوْنَ ﴿١٠٢﴾

৯৮. (আয় মুশরিকীন!) তোমরা এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাকিছুর উপাসনা তোমরা করছো সেগুলো অবশ্যই জাহান্নামের জ্বালানী। তোমরা সেখানেই নামবে। ৯৯. যদি এরা (প্রকৃত) উপাস্য হতো তাহলে তো এরা তাতে নামতো না।[৯০০] আর প্রত্যেকে তাতে চিরকাল থাকবে। ১০০. সেখানে তাদের ডাকচিৎকার হবে/প্রচণ্ড শোরগোল হবে। আর সেখানে তারা (কিছুই) শুনতে পাবে না।[৯০১] ১০১. (তবে) যাদের জন্য আমার পক্ষ হতে কল্যাণের সিদ্ধান্ত অগ্রবর্তী হয়েছে, তাদের তা থেকে দূরেই রাখা হবে। ১০২. জাহান্নামের হালকা আওয়াযও তারা শোনবে না। আর চিরকাল তারা তাদের মনের চাহিদার জিনিসগুলোর মধ্যে থাকবে।

لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ وَتَتَلَقّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ؕ هٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ﴿١٠٣﴾ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَآءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ؕ كَمَا بَدَاْنَآ اَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهٗ ؕ وَعْدًا عَلَيْنَا ؕ اِنَّا كُنَّا فٰعِلِيْنَ ﴿١٠٤﴾ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُوْرِ مِنْۢ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصّٰلِحُوْنَ ﴿١٠٥﴾

১০৩. (কেয়ামতের) সবচে' বড় ভীতিও তাদের পেরেশান/বিষাদক্লিষ্ট করবে না। আর ফিরেশতারা (এই বলে) তাদের স্বাগত জানাবেন, এটা তোমাদের সেই দিন যার ওয়াদা তোমাদের করা হতো। ১০৪. (আয় মোখাতাব!) ঐ দিনকে (স্মরণ কর,) যখন আকাশকে আমি গুটিয়ে ফেলব লিখিত

---

[৮৯৯] সেই বস্তির (লোকদের) উপর (দুনিয়াতে) ফিরে আসা আমি হারাম করে দিয়েছি/ সেই বস্তির উপর আমি হারাম করে দিয়েছি যে, তারা (দুনিয়াতে) ফিরে আসবে/ অবধারিত করে দিয়েছি যে, তারা আর ফিরে আসবে না

[৯০০] যদি তারা প্রকৃত উপাস্য হত তাহলে তো তারা (তাদের উপাসকরা) তাতে যেত না। (কারণ উপাস্যরা তাদের রক্ষা করত।)

[৯০১] দুনিয়াতে যেমন হয়, সবার ডাকচিৎকারের মধ্যে কেউ কারো কথা শুনতে পায় না। ভিন্ন তরজমা, সেখানে তাদের জন্য জাহান্নামের মহাগর্জন হবে, ফলে তারা সেখানে (অন্যকিছু) শুনতে পাবে না।

কাগজ গুটিয়ে ফেলার মত। যেমন প্রথমবার সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম তেমনি সৃষ্টির পুনরায়ণ করব। এ ওয়াদা যা পূর্ণ করা আমার উপর (আমারই পক্ষ হতে) কর্তব্য করা হয়েছে। অবশ্যই আমি (তা) করব। ১০৫. আর সুনিশ্চিত, যাবূর কিতাবে উপদেশ বর্ণনার পর আমি লিখে দিয়েছি যে, এই ভূমির উত্তরাধিকারী হবে আমার নেক বান্দারা।

إِنَّ فِي هَٰذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ ۝ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ
وَاحِدٌ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ۝ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۖ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ۝

১০৬. এ কোরআনে সত্যি সত্যি যথেষ্ট বার্তা ও পায়গাম রয়েছে ইবাদতগোযার লোকদের জন্য। ১০৭. আর (আয় পেয়ারে নবী!) আপনাকে আমি সর্বজগতের জন্য শুধুই করুণা ও রহমতরূপে প্রেরণ করেছি। ১০৮. আপনি বলুন, আমার প্রতি তো শুধু এই অহী করা হয়েছে যে, তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ। তো (এরপর) কি তোমরা মুসলিম হবে![৯০২] ১০৯. এর পরও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে আপনি (তাদের) বলে দিন, আমি তো একসঙ্গে প্রকাশ্যে তোমাদের হুঁশিয়ার করেছি, তবে আমি জানি না, যে আযাবের ওয়াদা তোমাদের করা হচ্ছে তা কি নিকটবর্তী, না দূরবর্তী।

إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ۝ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ۝ قَالَ رَبِّ
احْكُم بِالْحَقِّ ۗ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ۝

১১০. অবশ্যই তিনি সশব্দ কথা জানেন, আবার জানেন যা তোমরা গোপন কর। ১১১. আর আমি জানি না, (আযাবের) এ (বিলম্ব) হয়ত তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা এবং কিছুদিনের জন্য ভোগের সুযোগ। ১১২. (আখেরী নবী অবশেষে) বললেন, (আয়) [illegible] রব্, (আমাদের ও তাদের মাঝে) আপনি সত্যভাবে ফায়ছালা করে দিন। আর আমাদের রব্ তো রহমান, যার কাছে সাহায্য চাওয়া হয় ঐ সমস্ত কথার বিরুদ্ধে যা তোমরা রটনা কর, (আর তা দ্বারা আমাদের কষ্ট দাও)।

سُورَةُ الحج ٢٢ ؛ مَدَنِيَّة؛ آياتُها ٧٨ وركوعاتُها ١٠

২২-সূরাতুল হজ্জ, মাদানী, আয়াত ৭৮, রুকূ ১০

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ۝ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ
وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ۝

[৯০২] বিকল্প তরজমা, এবার তাহলে তোমরা মুসলিম হয়ে যাও।

(শুরু করছি) রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে

১. হে লোকসকল! আপন রব্‌কে (তাঁর আযাব-গযবকে) তোমরা ভয় কর। কিয়ামতের 'যালযালা' (ও ভূমিকম্প) অবশ্যই বড় ভয়ঙ্কর জিনিস। ২. যেদিন তোমরা কেয়ামতের যালযালা দেখতে পাবে সেদিন প্রত্যেক 'দুগ্ধজননী' ঐ শিশুকে পর্যন্ত বিস্মৃত হবে যাকে সে দুগ্ধদান করেছে, আর প্রত্যেক অন্তঃসত্ত্বা (ভয়ের ভয়াবহতায়) তার গর্ভনষ্টের শিকার হবে, [৯০১] আর লোকদের তুমি দেখতে পাবে 'মাতাল', অথচ তারা মাতাল নয়, কিন্তু (এটা হবে এজন্য যে,) আসলে আল্লাহ্‌র আযাবই কঠিন।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطٰنٍ مَّرِيْدٍ ۙ كُتِبَ عَلَيْهِ اَنَّهٗ مَنْ تَوَلَّاهُ فَاَنَّهٗ يُضِلُّهٗ وَيَهْدِيْهِ اِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ ۝

৩. আর লোকদের মধ্যে কিছু আছে এমন, যারা না জেনেই আল্লাহ্‌র বিষয়ে তর্ক জুড়ে দেয় এবং প্রত্যেক দুর্বিনীত শয়তানকে অনুসরণ করে– ৪. যার সম্পর্কে (আল্লাহর পক্ষ হতে) লিখে দেয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তি তাকে বন্ধু বানাবে, তো সে তাকে (সরল পথ থেকে) বিচ্যুত করবে, আর তাকে দাউ দাউ জাহান্নামের আযাবের দিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۭ وَنُقِرُّ فِي الْاَرْحَامِ مَا نَشَاۗءُ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ ۚ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْۢ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْـــًٔا ۭ وَتَرَى الْاَرْضَ هَامِدَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاۗءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَاَنْۢبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍۢ بَهِيْجٍ ۝

৫. হে লোকসকল! পুনরুত্থানের বিষয়ে যদি তোমরা কোনরকম সন্দেহে পড়ে থাকো তাহলে (একটু চিন্তা তো করে দেখ যে,) আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি সামান্য মাটি থেকে, তারপর তুচ্ছ এক নুতফা থেকে, তারপর *'আলাকা'* থেকে, [৯০৪] তারপর একটি গোশতপিণ্ড থেকে, যা কখনো পূর্ণসৃষ্টি, কখনো অপূর্ণসৃষ্টি, [৯০৫] (সৃষ্টির এ জটিল পর্যায়ক্রম এ জন্য রেখেছি,) যাতে তোমাদের জন্য আমি প্রকাশ করতে পারি (আমার কুদরত)। [৯০৬] আর (কুদরতের যে বয়ান তার পূর্ণতা এই যে,) আমি (মাতৃ)গর্ভে যে নুতফাকে ইচ্ছা করি, স্থির রাখি; একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত। তারপর তোমাদের আমি বের করে

---

[৯০১] ভিন্ন তরজমা, আর প্রত্যেক গর্ভবতী (আতঙ্কে) নিজের গর্ভ নষ্ট করে ফেলবে। সকর্মক ক্রিয়ার স্থলে অকর্মক ক্রিয়া ব্যবহার করে বলা যায়, (ভয়ে আতঙ্কে) প্রত্যেক গর্ভবতীর গর্ভ নষ্ট/স্খলিত হয়ে যাবে। অথবা, প্রত্যেক গর্ভবতীর গর্ভের স্খলন ঘটে যাবে।

[৯০৪] আলাকা-এর মর্ম সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে, অধিকাংশ মতে বাংলাপ্রতিশব্দ হল জমাট রক্ত, যা মাতৃগর্ভের দেয়ালে জোঁকের মত লেগে থাকে। এখানে প্রতিশব্দের পরিবর্তে আলাকাই উত্তম। নোতফা অর্থ বীর্যবিন্দু, শুক্রবিন্দু

[৯০৫] ঐ গোশতপিণ্ড কখনো মাতৃগর্ভে পূর্ণাঙ্গ মানবশিশুতে পরিণত হয় এবং সেভাবে জন্মলাভ করে, আবার কখনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গে পূর্ণতা লাভ করে না, বরং অপূর্ণ অবস্থায়ই মাতৃগর্ভ থেকে বের হয়ে আসে।

[৯০৬] আর তোমরা বুঝতে পার যে, দ্বিতীয়বার জীবিত করা– পুনরুত্থান, আমার জন্য তা কোন কঠিন বিষয় না।

আনি শিশুরূপে। তারপর (তোমাদের প্রতিপালনের ব্যবস্থা করি,) যাতে তোমরা নিজেদের শক্তসামর্থ্যের স্তরে উপনীত হও।[৯০৭] আর তোমাদের মধ্যে কতিপয় এমনও আছে যাকে (আগেই দুনিয়া থেকে) তুলে নেয়া হয়, আবার তোমাদেরই মধ্যে এমনও আছে যাকে বয়সের নিকৃষ্টতম স্তরে/চরম বার্ধক্যের স্তরে নিয়ে যাওয়া হয়, যাতে (একসময় সবকিছু) জানার পর (এখন) সে কিছুই জানতে না পারে।[৯০৮] আর (আয় মোখাতাব! আমার কুদরতের আরেক নিদর্শন এই যে,) ভূমিকে তুমি নির্জীব অবস্থায় দেখতে পাও, তারপর যখন ঐ ভূমির উপর আমি বারি/বৃষ্টি/পানি বর্ষণ করি তখন তা (সবুজে) আন্দোলিত হয় এবং (ধীরে ধীরে) স্ফীত হয়/বৃদ্ধিলাভ করে, আর (চূড়ান্ত পর্যায়ে) তা উৎপন্ন করে সর্বপ্রকার দৃষ্টিনন্দন উদ্ভিদ।

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَ اَنَّهٗ يُحْيِ الْمَوْتٰى وَ اَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۙ۝ وَّ اَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا ۙ وَ اَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُوْرِ ۝

৬. (সৃষ্টিপ্রক্রিয়া সম্পর্কে এতক্ষণ যাকিছু বলা হল) সেটা এ(কথা প্রমাণ করার) জন্য যে, আল্লাহ্, (তাঁর অস্তিত্ব)ই একমাত্র সত্য, আর তিনিই প্রাণহীনকে প্রাণ দান করেন, আর তিনিই সবকিছুর উপর নিরঙ্কুশ ক্ষমতাবান– ৭. আর কিয়ামত অবশ্যই আসবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই, আর যারা কবরে আছে, অবশ্যই আল্লাহ্ তাদের পুনরুত্থান ঘটাবেন।

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّ لَا هُدًى وَّ لَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ ۙ۝ ثَانِيَ عِطْفِهٖ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ لَهٗ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّ نُذِيْقُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَذَابَ الْحَرِيْقِ ۝ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدٰكَ وَ اَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ۝

৮. আর লোকদের থেকে কতিপয় এমনও আছে যারা কোন প্রকার জ্ঞান ছাড়া এবং হিদায়াত ছাড়া এবং আলোদানকারী কোন কিতাবের সাহায্য ছাড়া আল্লাহ্ সম্পর্কে তর্ক জুড়ে দেয়। ৯. (চরম অহঙ্কারে) সে আপন পার্শ্বদেশ বাঁকিয়ে রেখে (তর্ক করে যায়, মানুষকে) আল্লাহর রাস্তা থেকে বিচ্যুত করার জন্য। (তো এমন দুর্ভাগা মানুষের পরিণতি এই যে,) তার জন্য দুনিয়াতে রয়েছে অপদস্থতা, আর কিয়ামতের দিন তাকে আমি আগুনের আযাব আস্বাদন করাবো। ১০. (তখন তাকে বলা হবে,) এটা ঐ বদ আমলের কারণে যা তোমার দু'হাত অগ্রবর্তী করেছে,[৯০৯] আর এটা স্থির সত্য যে, আল্লাহ্ বান্দাদের জন্য যুলুমপ্রবণ নন।

(রুকু. ২)

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ ۚ فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرُ ِۨاطْمَاَنَّ بِهٖ ۚ وَ اِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةُ ِۨانْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِهٖ ۚ خَسِرَ الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةَ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ ۝ يَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهٗ وَ مَا لَا يَنْفَعُهٗ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ۝ يَدْعُوْا لَمَنْ ضَرُّهٗۤ اَقْرَبُ مِنْ نَّفْعِهٖ ؕ لَبِئْسَ الْمَوْلٰى وَ لَبِئْسَ الْعَشِيْرُ ۝

---

[৯০৭] পরিণত বয়সে উপনীত হও

[৯০৮] এভাবে যেন ইনসানের তুচ্ছতা, অক্ষমতা ও অসহায়ত্ব পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়।

[৯০৯] যা তুমি নিজের হাতে/নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা করেছো।

১১. আর কিছু মানুষ এমনও আছে যারা (দ্বিধার সঙ্গে, যেন) একপ্রান্তে (দাঁড়িয়ে) আল্লাহ্‌র ইবাদত করে, তো যদি সে (দুনিয়ার) কোন ফায়দা পেয়ে যায়, তখন তাতে স্বস্তি ও স্থিতি লাভ করে, আর যদি তার উপর কোন পরীক্ষা এসে যায় তখন সে সোজা আগের (কুফুরের) অবস্থায় ফিরে যায়।[৯১০] এমন ব্যক্তি দুনিয়া ও আখেরাত দু'টোই হারায়। এটাই/সেটাই তো সুস্পষ্ট ক্ষতি। ১২. আল্লাহ্‌র পরিবর্তে সে এমন উপাস্যকে ডাকে যা তার না কোন ক্ষতি করতে পারে এবং যা না তার কোন উপকার করতে পারে। এটাই/সেটাই তো বহু দূরবর্তী ভ্রান্তি/ভ্রষ্টতা। ১৩. (আশ্চর্য!) তারা এমন (অর্থহীন) উপাস্যকে ডাকে যার ক্ষতি তার উপকারের চেয়ে বেশী নিকটবর্তী, (যদি উপকার বলে কিছু থাকতো)। এমন সাহায্যকারী কত না নিকৃষ্ট, আর এমন সঙ্গী কত না নিকৃষ্ট।

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿١٤﴾ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ﴿١٥﴾

১৪. যারা ঈমান এনেছে এবং নেক নেক আমল করেছে, আল্লাহ্ তাদের অবশ্যই এমন বাগবাগিচায় দাখেল করবেন, যার তলদেশ দিয়ে নহর-নালা প্রবাহিত হয়। আল্লাহ্ যাকিছু ইচ্ছা করেন অবশ্যই তা (সম্পন্ন) করেন। ১৫. যারা ধারণা করত যে, আল্লাহ্ তাঁকে (আখেরী নবীকে) দুনিয়াতে এবং আখেরাতে কিছুতেই সাহায্য করবেন না, (আর তিনি দুশমনের উপর জয়ী হবেন না, কিন্তু তিনি তো জয়ী হয়েই চলেছেন! তো এখন ক্রোধে আত্মহারা কাফিরীন কী করতে পারে!) তো এখন তারা রশি বেয়ে আসমানে উঠুক। তারপর (আকাশের সঙ্গে নবীর যে সম্পর্ক তা) কেটে দিক! তারপর দেখুক, তার এ কৌশল তার ক্রোধকে কি দূর করতে পারে!

وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ ﴿١٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١٧﴾

১৬. আর এভাবেই আমি কোরআন নাযিল করেছি সুস্পষ্ট সুস্পষ্ট আয়াতরূপে, আর (তাতে বয়ান করেছি যে,) আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন তাকে হিদায়াত দান করেন। ১৭. কোন সন্দেহ নেই যে, যারা ঈমান এনেছে, আর যারা ইহুদিয়াত গ্রহণ করেছে, আর যারা ছাবী ও নাছারা, ও মজূসী, আর যারা শিরক করেছে, আল্লাহ্ তাদের মাঝে কেয়ামতের দিন অবশ্যই ফায়ছালা করবেন। (আর আল্লাহ্‌র জন্য সহজেই তা সম্ভব, কারণ) আল্লাহ্ তো সবকিছুর উপর সাক্ষী আছেন!

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ ۖ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۗ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿١٨﴾

---

[৯১০] সোজা নিজের মুখের উপর ঘুরে যায় (এবং আগের কুফুরের অবস্থায় ফিরে যায়)।

১৮. (আয় মোখাতাব!) তুমি কি দেখোনি যে, আল্লাহ্, তাঁকে সিজদা করে যারা আসমানসমস্তে আছে এবং যারা যমীনে আছে, আর (সিজদা করে) সূর্য ও চাঁদ ও তারকারাজি ও পর্বতমালা ও বৃক্ষ ও প্রাণীসকল এবং (সিজদা করে) মানুষের মধ্যে অনেকে, আর অনেকের উপর তো আযাব অনিবার্য হয়ে পড়েছে। আর যাকে আল্লাহ্ বে-ইজ্জত করেন, তাকে তো ইজ্জতদানকারী কেউ নেই। আল্লাহ যাকিছু ইচ্ছা করেন অবশ্যই (তা) করেন।

هٰذٰنِ خَصْمٰنِ اخْتَصَمُوْا فِيْ رَبِّهِمْ ۫ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ ؕ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ
الْحَمِيْمُ ۚ﴿١٩﴾ يُصْهَرُ بِهٖ مَا فِيْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ ﴿٢٠﴾ وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ ﴿٢١﴾ كُلَّمَآ اَرَادُوْٓا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا
مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا ۫ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿٢٢﴾

১৯. (মুমিন ও কাফির) এরা দু'টি বিবাদের দল, আপন রব্ সম্পর্কে তারা বিবাদ করেছে, তো (আখেরাতে তার ফায়ছালা এভাবে হবে যে,) যারা কুফুর করেছে তাদের জন্য আগুনের পোশাক তৈয়ার করা হবে। তাদের মাথার উপর থেকে গরম পানি ঢালা হবে। ২০. যার কারণে তাদের উদরস্থ সবকিছু এবং (তাদের) চামড়াসমস্ত গলে যাবে।[৯১১] ২১. আর তাদের জন্য থাকবে লোহার তৈরী কিছু হাতুড়ি(র ব্যবস্থা)। ২২. কষ্টের চরমতার কারণে যখনই তারা সেখান থেকে বের হওয়ার ইচ্ছা করবে তাতেই তাদের ফিরিয়ে দেয়া হবে। আর (কষ্ট বাড়ানোর জন্য উপহাস করে বলা হবে,) আগুনের আযাব আস্বাদন কর।

(রুকূ – ৩)

اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّ
لُؤْلُؤًا ؕ وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ﴿٢٣﴾ وَهُدُوْٓا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ۚ وَهُدُوْٓا اِلٰى صِرَاطِ الْحَمِيْدِ ﴿٢٤﴾

২৩. যারা ঈমান এনেছে এবং নেক নেক আমল করেছে, আল্লাহ্ অবশ্যই তাদের দাখেল করবেন এমন বাগবাগিচায় যার তলদেশ দিয়ে নহর-নালা প্রবাহিত হবে। সেখানে তাদের সাজানো হবে স্বর্ণের বালা ও মুক্তাসমস্ত দ্বারা, আর সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশম। ২৪. আর (এ মর্যাদা তাদের এ জন্য হবে যে,) তাদের পৌঁছে দেয়া হয়েছিল পবিত্রবচনের (কালিমায়ে তাওহীদের) দিকে এবং পৌঁছে দেয়া হয়েছিল চিরপ্রশংসার অধিকারী (আল্লাহ)র রাস্তা পর্যন্ত।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِيْ جَعَلْنٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءَ ِۨالْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَادِ ؕ
وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِاِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٢٥﴾

২৫. (পক্ষান্তরে) যারা কুফুর করেছে, আর (মানুষকে) বাধা দিয়েছে আল্লাহ্র পথ থেকে এবং মসজিদুল হারাম থেকে, যাকে সমস্ত মানুষের (ইবাদতের) জন্য আমি নির্ধারণ করেছি, সেখানকার বাসিন্দা ও বহিরাগত সবাই তাতে সমান (অধিকার ভোগ করবে)। আর যে ব্যক্তি অবিচার করে তাতে বক্রপথ

---

[৯১১] যার দ্বারা তাদের উদরে যা কিছু আছে এবং (তাদের) চামড়া বিগলিত করা হবে।

বের করার চেষ্টা করবে তাকে আমি কিছু যন্ত্রণাদায়ক আযাব অবশ্যই আস্বাদন করাবো।

(রুকূ – ৪)

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿٢٦﴾
وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾

২৬. আর (ঐ সময়টি স্মরণযোগ্য) যখন ইবরাহীমের জন্য (আমার) ঘরের স্থান আমি নির্ধারণ করেছি, (আর নির্দেশ দিয়েছি এ মর্মে) যে, আমার সঙ্গে কোনকিছুকে তুমি শরীক কর না, আর আমার ঘরকে পবিত্র রাখো, যারা তাওয়াফ করে, আর (ছালাতে) দাঁড়ায়, আর রুকু-সিজদা করে তাদের জন্য। ২৭. আর মানুষের সমাজে হজ্বের ঘোষণা দাও, যেন তারা তোমার কাছে আসে পদযোগে এবং প্রতিটি শীর্ণ উটের পিঠে সওয়ার হয়ে, যা আসবে প্রত্যেক দূরদারাযের পথ থেকে–[৯১২]

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۖ فَكُلُوا مِنْهَا
وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾ ذَٰلِكَ ۚ وَمَنْ يُعَظِّمْ
حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۗ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَ
اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴿٣٠﴾

২৮. (তারা আসবে) যেন তাদের জন্য নির্ধারিত (ইহকালীন ও পরকালীন) বিভিন্ন উপকার প্রত্যক্ষ করতে পারে, আর যেন নির্ধারিত দিনগুলোতে (যবেহ করার সময়) ঐ চতুষ্পদ জন্তুগুলোর উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করতে পারে, যেগুলো আল্লাহ্ রিযিকরূপে তাদের দান করেছেন। তো (আয় আহলে ঈমান!) তা থেকে তোমরা নিজেরা খাও এবং দুস্থ দরিদ্রকেও আহার করাও। ২৯. তারপর (যারা হজ্বের ইহরাম থেকে ফারেগ হয়েছে) তারা যেন নিজেদের ময়লা-মলিনতা দূর করে এবং নিজেদের মান্নতগুলো পুরা করে, আর যেন প্রাচীন ঘরের (ফরয) তাওয়াফ করে।
৩০. এই (সমস্ত কথা মনে রাখ, তারপর শোন মৌলিক কথা), আর যে ব্যক্তি মর্যাদা দান করবে আল্লাহ্‌র হুরমতগুলোকে[৯১৩] তো তা তার জন্য তার রবের নিকট উত্তম হবে। আর সমস্ত গবাদিপশু হালাল করা হয়েছে তোমাদের জন্য, তবে ঐসমস্ত জন্তুগুলো ছাড়া, যা তোমাদের তিলাওয়াত করে শোনানো হয়। তো তোমরা মূর্তিসমস্তের কদর্যতা থেকে বেঁচে থাকো এবং মিথ্যাবচন থেকে বেঁচে থাক–

حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ
فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴿٣١﴾ ذَٰلِكَ ۚ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴿٣٢﴾ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى
ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٣٣﴾

---

[৯১২] দূর-দারাযের সফরের কারণে উটগুলো শীর্ণ হবে।

[৯১৩] হুরুমাতুল্লাহ্ দ্বারা উদ্দেশ্য হল আল্লাহ্‌র ঐ সমস্ত আহকাম ও বিধান যেগুলোকে আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ মর্যাদা ও পবিত্রতা দান করেছেন, হজ্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হোক বা জীবনের অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে।

৩১. আল্লাহ্‌র প্রতি নিবেদিত অবস্থায়, তাঁর সঙ্গে (কোনকিছুকে) শরীক না করা অবস্থায়। আর যে আল্লাহ্‌র সঙ্গে (কোনকিছুকে) শরীক করবে তো (তার পরিণতি হবে এমনই কঠিন) যেন সে আসমান থেকে পড়ে গেল, তারপর হয় (শিকারী) পাখী (শূন্য থেকে) তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল, বা ঝড়ো হাওয়া তাকে বহুদূরে কোথাও নিয়ে নিক্ষেপ করল। ৩২. এই (সব কথা মনে রাখো, আর একটি মৌলিক কথা মনে রাখো, তা এই যে,) যে আল্লাহ্‌র শা'আইরকে তা'যীম করবে তো (তার পরিণতি হবে অতি উত্তম, কারণ) এটা অন্তরের তাক্বওয়া থেকে অর্জিত।[৯১৪] ৩৩. একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত (হজ্বের কোরবানির জন্য নির্ধারণ করা পর্যন্ত) তোমাদের জন্য সুযোগ রয়েছে ঐ জন্তুগুলো থেকে (বিভিন্ন) ফায়দা হাছিল করার।[৯১৫] তারপর সেগুলোর (হালাল ও যবেহ করার) গন্তব্য হল প্রাচীন ঘর (এবং তার চারপাশের কিছু এলাকা)।

(রুকূ – ৫)

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۗ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا ۗ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴿٣٤﴾ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٥﴾

৩৪. আর (বিগত যুগের) প্রত্যেক জাতির জন্য আমি কোরবানি নির্ধারণ করেছি, যাতে তারা (যবেহ করার নিয়তে) ঐ গবাদিপশুগুলোর উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করতে পারে, যেগুলোকে আল্লাহ্‌ রিযিকরূপে তাদের দান করেছেন। তো তোমাদের ইলাহ্‌ একই ইলাহ, সুতরাং তোমরা তাঁরই জন্য /প্রতি সমর্পিত হও, আর (আল্লাহ্‌র প্রতি) নিবেদিতদের আপনি সুসংবাদ দিন– ৩৫. যারা যখন (তাদের সামনে) আল্লাহ্‌র আলোচনা হয় তখন তাদের অন্তর ভয়কম্পিত হয়, আর যারা তাদের উপর এসে পড়া যে কোন বিপদে ছবরকারী, আর যারা ছালাত কায়েমকারী, আর যারা, খরচ করে, আমি তাদের যাকিছু দান করেছি তা থেকে।

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ۖ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾

৩৬. আর 'বুদ্‌না' (উট-গাভী-মোষ) এগুলোকে তোমাদের জন্য আমি আল্লাহ্‌র 'শা'আইর' থেকে নির্ধারণ করেছি।[৯১৬] তোমাদের জন্য তাতে বড় কল্যাণ রয়েছে; তাই (যবেহ করার সময়) এককাতার করে সেগুলোর উপর তোমরা আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ কর। তো (যবেহ করার পর) সেগুলোর পার্শ্ব

---

[৯১৪] শা'আইর, শরী'আতের গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা, যার অর্থ হল গুরুত্বপূর্ণ ফরয ইবাদত এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থান যেখানে গুরুত্বপূর্ণ আমল সম্পন্ন হয়।

[৯১৫] কোন জন্তুকে যতক্ষণ হজ্বের কোরবানির জন্য নির্ধারণ করা না হয় ততক্ষণ ঐ জন্তুকে নিজের বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহার করা যায়। তবে হজ্বের কোরবানির জন্য নির্ধারণ করার পর ঐ জন্তুকে আর কোন কাজে ব্যবহার করা যাবে না, বা তার থেকে কোন ফায়দা হাছিল করা যাবে না।

[৯১৬] বুদনা, মানে কোরবানির বড় যাবীহাসকল, এগুলোকে আল্লাহ্‌র শা'আইররূপে নির্ধারণ করা হয়েছে।

যখন ভূমি সংলগ্ন হয়[৯১৭] (এবং মৃত্যু সম্পন্ন হয়) তখন তা থেকে তোমরা আহার কর এবং আহার করাও ছবরের সঙ্গে বসে থাকা মানুষকে এবং অভাবীকে। (আর) এভাবে এগুলোকে আমি তোমাদের অনুগত করে দিয়েছি, যাতে তোমরা (আহার করে, করিয়ে এবং বিভিন্নভাবে উপকৃত হয়ে আল্লাহ্‌র) শোকর আদায় কর।

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ؕ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ ؕ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ۝ اِنَّ اللّٰهَ يُدٰفِعُ عَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُوْرٍ ۝

৩৭. আল্লাহ্‌র কাছে তো কিছুতেই পৌঁছবে না, (না) এগুলোর গোশত, না এগুলোর রক্ত, কিন্তু তাঁর কাছে পৌঁছবে তোমাদের পক্ষ হতে তাক্বওয়া। এ জন্তুগুলোকে এভাবে তিনি তোমাদের অনুগত করেছেন যাতে (যবেহ করার সময়) তোমরা আল্লাহ্‌র নামে তাকবীর উচ্চারণ কর এই নেয়ামতের উপর যে, তিনি তোমাদের হিদায়াত দান করেছেন। আর উত্তমরূপে নেক আমলকারীদের আপনি খোশ-খবর দিন।

৩৮. (কাফিরদের শত নির্যাতন সত্ত্বেও) যারা ঈমানের উপর অবিচল রয়েছে, অবশ্যই আল্লাহ্ তাদের পক্ষ হতে 'প্রতিরক্ষা' করবেন (সে সময় এখন এসে গিয়েছে)।[৯১৮] আল্লাহ্ কোন দাগাবায, না শোকরাকে কিছুতেই পছন্দ/বরদাশত করেন না।

(রুকূ – ৬)

اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ ۝ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّاۤ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ؕ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا ؕ وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۝

৩৯. যাদের সঙ্গে লড়াই করা হচ্ছে তাদের (লড়াই করার) অনুমতি দেয়া হল এ জন্য যে, তাদের উপর যুলুম করা হয়েছে। আল্লাহ্ কিন্তু তাদের সাহায্য করার উপর পূর্ণ সক্ষম। ৪০. (এরা তো তারা) যাদের অন্যায়ভাবে বের করা হয়েছে নিজেদের বাড়ীঘর থেকে শুধু একথা বলার জন্য যে, আমাদের রব আল্লাহ্। আর যদি আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে লোকদেরকে, তাদের কতিপয়কে কতিপয় দ্বারা রোধ করা না হতো তাহলে তো খানকাগুলো এবং গীর্যাগুলো এবং উপাসনালয়গুলো এবং মসজিদগুলো, যেখানে আল্লাহ্‌র নাম অনেক উচ্চারিত হয়, (এগুলো সব) মিসমার করে দেয়া হতো।[৯১৯] আর যারা আল্লাহ্‌কে (তাঁর দ্বীনকে) সাহায্য করবে, অতি অবশ্যই আল্লাহ্ তাদের সাহায্য করবেন। সত্যি সত্যি আল্লাহ্ বড় শক্তিমান, বড় ক্ষমতাবান।

---

[৯১৭] সঙ্গত কারণেই এখানে শুধু উটের নহর করার প্রসঙ্গ বর্ণনা করা হয়েছে। গরু-মোষ, এগুলোর যবেহ করার পন্থা আলাদা, যা সুন্নাহ থেকে সাব্যস্ত।

[৯১৮] এটা হল জিহাদের অনুমতি আসার পূর্বপ্রস্তুতি।

[৯১৯] সুদূর অতীতে বিভিন্ন নবীর যুগ থেকে জিহাদের যে বিধান চলে এসেছে এবং বর্তমানে জিহাদের যে বিধান দেয়া হচ্ছে তার বড় একটি কল্যাণ এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ﴿٤١﴾
وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّعَادٌ وَّثَمُوْدُ ﴿٤٢﴾ وَقَوْمُ اِبْرٰهِيْمَ وَقَوْمُ لُوْطٍ ﴿٤٣﴾ وَّاَصْحٰبُ مَدْيَنَ ۚ
وَكُذِّبَ مُوْسٰى فَاَمْلَيْتُ لِلْكٰفِرِيْنَ ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ ۚ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿٤٤﴾

৪১. (এরাই তো তারা) যারা, যদি আমি ভূখণ্ডে তাদের ক্ষমতা দান করি, তাহলে ছালাত কায়েম করবে এবং যাকাত আদায় করবে, আর (যথাযথ উপায়ে) আমর বিল মা'রূফ ও নাহী আনিল মুনকার করবে[৯২০] আর যাবতীয় কাজের পরিণতি আল্লাহ্‌রই জন্য/আল্লাহ্‌রই নিয়ন্ত্রণে। ৪২. আর (আয় পেয়ারে নবী!) তারা যদি আপনাকে ঝুটলিয়ে থাকে তাহলে (কষ্ট পাওয়ার কিছু নেই, কারণ) তাদের (আহলে মক্কার) আগে কাউমে নূহ, আদ ও ছামূদ (নিজ নিজ নবীকে) ঝুটলিয়েছে– ৪৩. এবং কাউমে ইবরাহীম ও কাউমে লূত– ৪৪. এবং মাদয়ানের অধিবাসীরা (তারাও...)। আর মূসাকেও ঝুটলানো হয়েছে। তো কাফিরীনকে আমি ঢিল দিয়ে এসেছি, তারপর তাদের পাকড়াও করেছি। তো (এখন ঘুরে ঘুরে দেখা হোক না) কেমন ছিল আমার সাজা!

فَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَّقَصْرٍ مَّشِيْدٍ ﴿٤٥﴾ اَفَلَمْ
يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ يَّعْقِلُوْنَ بِهَآ اَوْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا ۚ فَاِنَّهَا لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ
تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِيْ فِي الصُّدُوْرِ ﴿٤٦﴾

৪৫. মোটকথা, কত যে জনপদ, সেগুলো আমি ধ্বংস করেছি, কারণ সেগুলো যুলুমে ডুবে ছিল। তো (আযাবের সময়) পুরো জনপদের বাড়ীঘর সেগুলোর ছাদের উপর উপুড় হয়ে পড়েছিল।[৯২১] আর কত বেকার কুয়া ও কত পাকা মহল (এখন ধ্বংসাবশেষ হয়ে পড়ে আছে)! ৪৬. তো তারা কি ভূখণ্ডে বিচরণ করেনি যাতে তাদের অনুকূলে এমন অন্তর অর্জিত হয় যা দ্বারা তারা (যথার্থ) অনুধাবন করতে পারে, বা এমন কান যা দ্বারা (শোনবার মত) শুনতে পারে।[৯২২] তবে তিক্ত সত্য তো এই যে, চক্ষু অন্ধ হয় না, বরং বুকের ভিতরে যে দিল সেটাই অন্ধ হয়।

وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ ؕ وَاِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ﴿٤٧﴾ وَكَاَيِّنْ
مِّنْ قَرْيَةٍ اَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ اَخَذْتُهَا ۚ وَاِلَيَّ الْمَصِيْرُ ﴿٤٨﴾

৪৭. আর (আয় পেয়ারে নবী!) এরা আযাব নিয়ে আপনাকে তাড়া দেয়, (তা এত তাড়া দেয়ার কী হল!) আল্লাহ্ তো তাঁর ওয়াদা কিছুতেই ভঙ্গ করবেন না। (প্রতিশ্রুত আযাব যথাসময় আসবেই) তবে (কথা হল,) আপনার রবের নিকট একটি দিন 'হল' তোমাদের গণনার হাজার বছরের মত

---

[৯২০] সৎ কাজের আদেশ করবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে।

[৯২১] প্রথমে ছাদগুলো পড়েছে, তারপর ছাদের উপর অন্য অংশগুলো পড়েছে। কত অল্প শব্দে একটি জনপদের ধ্বংসের কত নিখুঁত চিত্রায়ণ! সুবহান তোমার কালামের ই'জায!

[৯২২] যাতে তাদের দিলগুলো এমন হয় যা দ্বারা... কিংবা কানগুলো এমন হয় যা দ্বারা...

৪৮. (তোমাদের আগে) কত না জনপদ, সেগুলোকে আমি অবকাশ দিয়েছি, আর সেগুলো যুলুম করতে থেকেছে, তারপর সেগুলোকে আমি পাকড়াও করেছি। আচ্ছা, (যত তাড়াই দাও, তোমাদের সবার) গন্তব্য তো আমারই দিকে!

(রুকূ - ৭)

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَآ اَنَا لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ۝ وَالَّذِيْنَ سَعَوْ فِيْٓ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ۝

৪৯. (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি বলুন, হে লোকসকল! তোমাদের জন্য আমি তো শুধু সুস্পষ্ট সতর্ককারী। ৫০. সুতরাং যারা ঈমান আনবে এবং নেক নেক আমল করবে, তাদের জন্য রয়েছে বড় মাগফিরাত ও মর্যাদাপূর্ণ রিযিক। ৫১. আর যারা আমার আয়াত ও নিশানকে ব্যর্থ প্রমাণ করার জন্য অপপ্রয়াস চালায় ওরাই হল জাহান্নামের বাসিন্দা/আছহাবে জাহীম।

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِيٍّ اِلَّآ اِذَا تَمَنّٰٓى اَلْقَى الشَّيْطٰنُ فِيْٓ اُمْنِيَّتِهٖ ۚ فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝ لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِى الشَّيْطٰنُ فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ ۗ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَفِيْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ ۝

৫২. আর (শয়তানের প্ররোচনায় আপনার সঙ্গে এরা যা করে তা তো নতুন কিছু নয়,) আপনার পূর্বে যখনই আমি কোন রাসূল বা নবী পাঠিয়েছি (তখনই এ অনিবার্য ঘটনা ঘটেছে যে,) নবী ও রাসূল যখন (আল্লাহ্‌র কালাম) পড়েছেন তখনই তাঁর পড়ার মধ্যে শয়তান (কাফিরীনের অন্তরে কোন প্ররোচনা) প্রক্ষেপণ করেছে, (আর তারা নবী-রাসূলের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিয়েছে)। তবে শয়তান যাকিছু প্রক্ষেপণ করুক, আল্লাহ্ (তা) মুছে দেন, তারপর আল্লাহ্ তাঁর আয়াতগুলো সুসংহত করেন। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, অতি প্রজ্ঞাবান। ৫৩. (শয়তানকে প্ররোচনা প্রক্ষেপণের সুযোগ আল্লাহ্ দিয়েছেন) যাতে শয়তানের প্রক্ষিপ্ত প্ররোচনাকে তিনি তাদের জন্য ফিতনা বানিয়ে দেন যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, আর যাদের অন্তরগুলো কঠিন। আর (আপনার যুগের এই) যালিমরা তো বহু দূরের বিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছে।

وَّلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوْا بِهٖ فَتُخْبِتَ لَهٗ قُلُوْبُهُمْ ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝ وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً اَوْ يَاْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيْمٍ ۝

৫৪. আর (শয়তানের প্রতিবন্ধকতা তিনি আরো এজন্য দূর করেন) যাতে যাদের ইলম দান করা হয়েছে তারা জানতে পারে যে, আপনার রবের পক্ষ হতে এ (কালামই) সত্য। ফলে তারা তার প্রতি ঈমান আনবে, আর ঐ কালামের প্রতি তাদের অন্তর নিবেদিত হবে। আর যারা ঈমান এনেছে, অতি অবশ্যই আল্লাহ্ ছিরাতুল মুস্তাকীমের দিকে তাদের পরিচালিত করেন। ৫৫. পক্ষান্তরে যারা কুফুর অবলম্বন

করেছে তারা এই কালাম সম্পর্কে নিরন্তর সংশয়ের মধ্যেই পড়ে থাকবে, যতক্ষণ (না) আচমকা তাদের কাছে কিয়ামত এসে যাবে, অথবা তাদের কাছে এমন কোন দিনের আযাব এসে যাবে, যা (তাদের জন্য) কোনভাবেই কল্যাণপ্রসূ নয়।[৯২৩]

اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ؕ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ؕ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿٥٦﴾ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿٥٧﴾

৫৬. রাজত্ব সেদিন শুধু আল্লাহ্‌র জন্য, তিনিই তাদের মধ্যে ফায়ছালা করবেন, তো যারা ঈমান এনেছে এবং বিভিন্ন নেক আমলে মশগূল রয়েছে তারা তো নেয়ামতে পরিপূর্ণ বাগবাগিচায় থাকবে। ৫৭. পক্ষান্তরে যারা কুফুরে ডুবে ছিল, আর আমার আয়াতগুলোকে ঝুটলানোতেই লিপ্ত ছিল, তো ওরা, তাদেরই জন্য থাকবে অপমানজনক আযাব।

(রুকূ – ৮)

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوْٓا اَوْ مَاتُوْا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿٥٨﴾ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُّدْخَلًا يَّرْضَوْنَهٗ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ﴿٥٩﴾

৫৮. আর যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় হিজরত করেছে, তারপর নিহত হয়েছে বা মৃত্যুবরণ করেছে,আল্লাহ্ অতিঅবশ্যই তাদের উত্তম রিযিক দান করবেন। আর আল্লাহ্ই তো সর্বোত্তম রিযিকদাতা ৫৯. অতি -অবশ্যই তিনি তাদের দাখেল করবেন এমন প্রবেশস্থানে যে, তারা তাতে খুশী হয়ে যাবে। আর সত্যি সত্যি আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী, পরম সহনশীল।

ذٰلِكَ ۚ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهٖ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ﴿٦٠﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ﴿٦١﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ هُوَ الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ﴿٦٢﴾

৬০. সে তো অনিবার্য, তবে (এও শুনে নাও,) যে ব্যক্তি (প্রতিশোধের ক্ষেত্রে) কাউকে ততটুকু কষ্ট দিয়েছে যতটুকু তাকে দেয়া হয়েছে, তারপর আবার তার উপর বাড়াবাড়ি করা হয়েছে তাহলে অতি -অবশ্যই আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করবেন। আল্লাহ্ তো সত্যি সত্যি পরম মার্জনাকারী, পরম ক্ষমাশীল ৬১. এই/ঐ বিধান এ কারণে যে, আল্লাহ্ (অসীম কুদরতের অধিকারী,) রাতকে দিনের মধ্যে প্রবিষ্ট করেন, আর দিনকে প্রবিষ্ট করেন রাতের মধ্যে, এবং এ জন্য যে, আল্লাহ্ সব শোনেন, সব দেখেন। ৬২. সেটা এজন্য যে, আল্লাহ্, তিনিই সর্বসত্য, আর তাঁর পরিবর্তে যাকিছুকে তারা ডাকে তা-ই সর্বমিথ্যা, আর আল্লাহ্, তিনিই সমুচ্চ, (তিনিই) বড়।

---

[৯২৩] عَقِيم মানে বন্ধ্যা, যা কোনভাবেই কল্যাণপ্রসূ নয়, يَوْمٌ عَقِيم মতলব হল, অকল্যাণপ্রসূ, অশুভ, ভয়াবহ এক দিন; এমন দিনের আযাব; উদ্দেশ্য হল কেয়ামতের আগে দুনিয়াতেই কোন ভয়াবহ দিনের আযাব...

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَتُصْبِحُ الْاَرْضُ مُخْضَرَّةً ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ﴿٦٣﴾ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ ﴿٦٤﴾

৬৩. (আয় মোখাতাব!) তুমি কি দেখোনি যে, আল্লাহ্ আকাশ থেকে বারি/বৃষ্টি/পানি বর্ষণ করেছেন, ফলে ভূমি সবুজ সজীব হয়। অবশ্যই আল্লাহ্ অতি কোমল, (সর্ববিষয়ে) পূর্ণ বা-খবর। ৬৪. যাকিছু আসমানসমস্তে রয়েছে, আর যাকিছু যমীনে রয়েছে তা তো তাঁরই (নিয়ন্ত্রণের অধীন)। আর আল্লাহ্, নিঃসন্দেহে তিনিই পরম নির্মুখাপেক্ষী, চিরপ্রশংসিত।

(রুকূ – ৯)

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ؕ وَيُمْسِكُ السَّمَآءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿٦٥﴾ وَهُوَ الَّذِىْٓ اَحْيَاكُمْ ۫ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ؕ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ ﴿٦٦﴾

৬৫. (আয় মোখাতাব!) তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ্ তোমাদের জন্য অনুগত করেছেন যাকিছু ভূমিতে আছে তা এবং জলযান, যা তাঁরই আদেশে জলভাগে ভেসে চলে, আর আসমানকে ভূমির উপর পড়ে যাওয়া (থেকে) ধরে রেখেছেন, তবে তাঁর হুকুমে (পড়তে পারে)। (আর) মানুষের প্রতি আল্লাহ্ সত্যি সত্যি পরম মমতাপূর্ণ, পরম দয়ালু। ৬৬. তিনিই ঐ মহান সত্তা যিনি তোমাদের জীবন দান করেছেন, তারপর (তিনিই) তোমাদের মৃত্যুদান করবেন, তারপর (আবার) তোমাদের জীবন দান করবেন। মানুষ কিন্তু শেষপর্যন্ত অকৃতজ্ঞই।

لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوْهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِى الْاَمْرِ وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ ؕ اِنَّكَ لَعَلٰى هُدًى مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٦٧﴾ وَاِنْ جٰدَلُوْكَ فَقُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٦٨﴾ اَللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿٦٩﴾ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ فِىْ كِتٰبٍ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ﴿٧٠﴾

৬৭. প্রত্যেক উম্মতের জন্যই আমি ইবাদতের একটি তরীকা নির্ধারণ করে দিয়েছি, যার অনুসরণে তারা ইবাদত করে। তো (আয় পেয়ারে নবী!) তারা যেন আপনার সঙ্গে এ বিষয়ে বিবাদ না করে। আর আপনি (তাদের) ডাকতে থাকুন আপনার রবের দিকে। সত্যি সত্যি আপনি সরল পথের উপর রয়েছেন।

৬৮. আর (এতকিছুর পরও) যদি তারা আপনার সঙ্গে তর্ক করে/তর্কে লিপ্ত হয় তাহলে আপনি (তাদের) বলে দিন, যাকিছু তোমরা করছো, আল্লাহ্ সে বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞাত। ৬৯. কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তোমাদের মাঝে ফায়ছালা করবেন যে বিষয়ে (দুনিয়াতে) তোমরা মতভেদ করতে। ৭০. (আয় মোখাতাব!) তুমি কি জানোনি যে, আল্লাহ্ জানেন যাকিছু আসমানে ও যমীনে আছে! অবশ্যই তা একটি কিতাবে (সংরক্ষিত) রয়েছে। অবশ্যই আল্লাহ্র জন্য তা সহজ (আসলে কঠিন বলে কিছু তো তাঁর কাছে নেই)।

وَ يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّ مَا لَيْسَ لَهُمْ بِهٖ عِلْمٌ ؕ وَ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ ﴿۷۱﴾ وَ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ تَعْرِفُ فِيْ وُجُوْهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ ؕ يَكَادُوْنَ يَسْطُوْنَ بِالَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ؕ قُلْ اَفَاُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكُمْ ؕ اَلنَّارُ ؕ وَعَدَهَا اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ وَ بِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿۷۲﴾

৭১. আর তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুর উপাসনা করে, যার অনুকূলে তিনি কোন প্রমাণ নযিল করেননি এবং এমন (কিছুর উপাসনা করে) যে বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই। বস্তুত যালিমীনের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। ৭২. আর যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতগুলো তাদের উপর তিলাওয়াত করা হয় তখন যারা কুফুরে ডুবে আছে তাদের চেহারায় আপনি পরিষ্কার অসন্তোষ দেখতে পাবেন, যেন, যারা তাদের উপর আমার আয়াতসমস্ত তিলাওয়াত করছে তাদের উপর হামলে/ঝাঁপিয়ে পড়বে। আপনি (তাদের) বলুন, আচ্ছা, তো আমি কি তোমাদের অবহিত করব ঐ বিষয়ে যা (তোমাদের জন্য) তোমাদের ঐ জিনিসের চেয়ে মন্দ![৯২৪] আগুন! যারা কুফুরে ডুবে আছে তাদের জন্য আল্লাহ্‌ আগুনের হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন। আর কত না নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল তা!

(রুকূ – ১০)

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّ لَوِ اجْتَمَعُوْا لَهٗ ؕ وَ اِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْـًٔا لَّا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ؕ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَ الْمَطْلُوْبُ ﴿۷۳﴾ مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ﴿۷۴﴾

৭৩. হে লোকসকল! একটি মেছাল বলা হচ্ছে, তো মনোযোগ দিয়ে তা শোনো। আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদের তোমরা ডাকো তারা তো কিছুতেই একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না, এমনকি সেজন্য তারা (সবাই) একত্র হলেও না। আর মাছি যদি তাদের থেকে কিছু ছিনিয়ে নেয় তাহলে তারা তার থেকে তা উদ্ধারও করতে পারবে না। *'তালিব ও মাতলূব'* দু'জনেই দুর্বল।[৯২৫] ৭৪. (তিক্ত সত্য এই যে,) আল্লাহ্‌কে তারা কদরই করেনি, তাঁর কদরের শানমত। (করুক বা না করুক) আল্লাহ্‌ তো মহাশক্তিশালী, মহাপরাক্রমশালী আছেনই।

اَللّٰهُ يَصْطَفِيْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّ مِنَ النَّاسِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ﴿۷۵﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ ؕ وَ اِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿۷۶﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَ اسْجُدُوْا وَ اعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَ افْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿۷۷﴾

৭৫. আল্লাহ্‌ নিজে ফিরেশতাদের মধ্য হতে বার্তাবাহক নির্বাচন করেন এবং মানুষের মধ্য হতেও।[৯২৬] আল্লাহ্‌ অবশ্যই সব শোনেন, সব দেখেন। ৭৬. তাদের সামনে যা আছে এবং তাদের পিছনে

---

[৯২৪] এখন তো শুধু কোরআনের আয়াতই তোমাদের কাছে মন্দ মনে হচ্ছে, তবে এর চেয়ে মন্দ জিনিসও রয়েছে যে সম্পর্কে তোমাদের আমি জানাতে পারি। (এটা হল আযাব সম্পর্কে খবর দেয়ার অতি উচ্চস্তরের কটাক্ষপূর্ণ শৈলী।)

[৯২৫] যে তলব ও প্রার্থনা করছে, আর যার কাছে তলব ও প্রার্থনা করা হচ্ছে।

[৯২৬] সুতরাং উপর থেকে নীচে বার্তা বহনের জন্য জিবরীল কেন, আবার মানুষের মাঝে বার্তা প্রচারের জন্য মুহম্মদ কেন, এ প্রশ্ন করার অধিকার তো কারো নেই!

যা আছে, সব তিনি জানেন। আর (ফায়ছালার জন্য) সমস্ত বিষয় তো আল্লাহ্‌রই দিকে ফেরানো হয়।
৭৭. আয় আহলে ঈমান, তোমরা রুকূ কর এবং সিজদা কর এবং তোমাদের রবের ইবাদত কর, আর কল্যাণকর্ম কর, যাতে তোমরা সফল হতে পারো।

وَجَاهِدُوْا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ؕ هُوَ اجْتَبٰىكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ؕ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ؕ هُوَ
سَمّٰىكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ۙ مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ
وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ؕ هُوَ مَوْلٰىكُمْ ۚ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ۝

৭৮. আর তোমরা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ কর যেমন জিহাদ করার হক।[৯২৭] (তাঁর দ্বীনের জন্য) তিনি তোমাদের নির্বাচন করেছেন। আর দ্বীনের বিষয়ে তোমাদের উপর তিনি কোন প্রকার সঙ্কীর্ণতা রাখেননি। তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাত সুদৃঢ়তার সঙ্গে আঁকড়ে ধরো। তিনিই তোমাদের নাম রেখেছেন মুসলিম, আগেও এবং এ কিতাবেও, যাতে রাসূল তোমাদের উপর সাক্ষী হতে পারেন, আর তোমরা মানুষের উপর সাক্ষী হতে পারো।[৯২৮] তো তোমরা ছালাত কায়েম কর এবং যাকাত আদায় কর, আর দৃঢ়ভাবে আল্লাহ্‌র সঙ্গে যুক্ত থাকো। তিনিই তোমাদের রাখওয়ালা। তো কত না উত্তম রাখওয়ালা এবং কত না উত্তম মদদগার তিনি!

سُورَةُ المُؤْمِنُونَ٢٣؛ مَكِّيَّة؛ آياتُها ١١٨ وركُوعاتُها ٦

২৩-সূরাতুল মু'মিনূন; মাক্কী, আয়াত ১১৮, রুকূ ৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝١ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۝٢ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۝٣ وَالَّذِيْنَ هُمْ
لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۝٤ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۝٥ اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ
مَلُوْمِيْنَ ۝٦ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ۝٧

(শুরু করছি) রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে

১. নিশ্চিত, সফল হয়েছেন মুমিনীন– ২. যারা তাদের ছালাতে একাগ্র/আত্মনিবেদিত/ অন্তর্নিবেদিত ৩. আর যারা বেহুদা মশগলা থেকে সরে থাকে। ৪. আর যারা যাকাত সম্পন্নকারী– ৫. আর যারা

---

[৯২৭] জিহাদ অর্থ, দ্বীনের পথে (কোন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য) প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত প্রচেষ্টা চালানো। সুতরাং জিহাদের ক্ষেত্র ব্যাপক ও বিস্তৃত এবং এ-জন্য প্রশাসনের অনুমতির প্রয়োজন নেই, যদি না তা রাষ্ট্রীয় বিধানের বিপরীত কিছু হয়। পক্ষান্তরে অস্ত্রহাতে লড়াই, যা জিহাদের সর্বোচ্চ পর্যায়, যার অপর নাম কিতাল, তা অবশ্যই রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানেই হতে হবে। অন্যথায় সেটা হবে ফিতনা, ফাসাদ ও বিদ্রোহ।

[৯২৮] আমাদের নবী তাঁর উম্মতের পক্ষে সাক্ষ্য দেবেন যে, এরা আমার প্রতি ঈমান এনেছে এবং আনুগত্য করেছে। আর এ উম্মত অন্যান্য উম্মতের বিষয়ে সাক্ষ্য দেবে যে, তাদের কাছে নবী ও রাসূল এসেছেন এবং তাঁরা দাওয়াতের হক আদায় করেছেন।

আপন লজ্জাস্থানকে (অবৈধ স্থান থেকে) হেফাযতকারী– ৬. তবে আপন স্ত্রীদের থেকে বা আপন মালিকানার দাসীদের থেকে নয়। কারণ (এ দু'টি ক্ষেত্রে) তারা নিন্দিত নয়। ৭. সুতরাং যারা এর বাইরে (কোন ধরনের যৌনতা) চায়, তো ওরাই হল সীমালঙ্ঘনকারী।

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ۝٨ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۝٩ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ ۝١٠ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ
الْفِرْدَوْسَ ؕ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝١١ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ۝١٢ ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۝١٣

৮. আর যারা নিজেদের আমানত ও ওয়াদার বিষয়ে নিষ্ঠাবান– ৯. আর যারা নিজেদের ছালাতের প্রতি যত্নবান হয়– ১০. (তো) ওরাই হল সেই (ভাগ্যবান) উত্তরাধিকারী– ১১. যারা ফিরদাউসের উত্তরাধিকার লাভ করবে। তাতে তারা চিরকাল থাকবে। ১২. আর সুনিশ্চিত, ইনসানকে আমি মাটির খামির থেকে সৃষ্টি করেছি।[৯২৯] ১৩. তারপর নুতফারূপে/শুক্রবিন্দুরূপে আমি তাকে স্থাপন করেছি এক সুরক্ষিত আধারে, (মাতৃগর্ভে)।

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ۗ ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا
اٰخَرَ ؕ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ۝١٤ ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ ۝١٥ ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ ۝١٦

১৪. তারপর নুতফাকে/শুক্রবিন্দুকে আমি আলাকারূপে সৃষ্টি করেছি, অনন্তর আলাকাকে আমি সৃষ্টি করেছি (গোশতের) পিণ্ডরূপে, অনন্তর পিণ্ডকে সৃষ্টি করেছি অস্থিকাঠামোরূপে, অনন্তর অস্থিকাঠামোকে গোশতের আবরণ দান করেছি, তারপর তাকে গড়ে তুলেছি অন্য এক সৃষ্টিরূপে। তো বড় বরকতপূর্ণ হয়েছেন সর্বোত্তম সৃষ্টিকারী আল্লাহ্। ১৫. তারপর এই পূর্ণ সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার পর অতি অবশ্যই তোমরা মৃত্যুবরণ করবে। ১৬. তারপর কেয়ামতের দিন অবশ্যই তোমাদের পুনরুত্থিত করা হবে।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقَ ۖ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غٰفِلِيْنَ ۝١٧ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ فَاَسْكَنّٰهُ فِي
الْاَرْضِ ۚ وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍۭ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ ۝١٨ فَاَنْشَاْنَا لَكُمْ بِهٖ جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ ۘ لَكُمْ فِيْهَا فَوَاكِهُ كَثِيْرَةٌ وَّ
مِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ۝١٩

১৭. আর সুনিশ্চিত, তোমাদের উপর আমি (স্তরে স্তরে) সাতটি পথ তৈরী করেছি।[৯৩০] আর (আমার) সৃষ্টি সম্পর্কে আমি বে-খবর নই।[৯৩১] ১৮. আর আমি আসমান থেকে সঠিক পরিমাণে পানি নামিয়েছি[৯৩২] অনন্তর তাকে ভূমিতে (বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায়) স্থির করেছি, আর অবশ্যই, আমি তা বিলুপ্ত করে দিতেও সক্ষম। ১৯. অনন্তর ঐ পানি দ্বারা আমি তোমাদের জন্য তৈরী করেছি বাগবাগিচা খেজুর ও আঙুরের, যাতে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর ফল, আর তা থেকে তোমরা আহার কর।

---

[৯২৯] হয় এদিক থেকে যে, আমাদের আদি পিতা হযরত আদমের সৃষ্টি মাটি থেকে, নয়ত এদিক থেকে যে, নুতফার মূল হল খাদ্য, আর খাদ্যের মূল হল মাটি।

[৯৩০] সাত স্তরের সাতটি পথ বলা হয়েছে সম্ভবত আকাশপথে ফিরিশতাদের চলাচলের দিক থেকে।

[৯৩১] প্রতিটি সৃষ্টির চাহিদা ও প্রয়োজন সম্পর্কে আমি পূর্ণ বা-খবর, তাই সৃষ্টিকাঠামোতে আমি তা পূর্ণ লক্ষ্য রেখেছি

[৯৩২] বৃষ্টি/বারি/পানি বর্ষণ করেছি।

وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُوْرِ سَيْنَاۤءَ تَنْۢبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْاٰكِلِيْنَ ۝ وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ؕ نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا
فِىْ بُطُوْنِهَا وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ۝ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ ۝

২০. আর ঐ বৃক্ষও (উদ্গত করেছি) যা সিনাইয়ের তূর পর্বতে (এবং তার আশপাশের অঞ্চলে) বের হয়, যা তেল উৎপন্ন করে এবং আহারীদের জন্য ব্যঞ্জন।[৯৩৩] ২১. আর সত্যি সত্যি তোমাদের জন্য গবাদিপশুতে রয়েছে শিক্ষার বড় উপকরণ। যে দুধ তার উদরে রয়েছে তা থেকে তোমাদের আমি পান করাই। আর গবাদিতে তোমাদের জন্য রয়েছে বহু উপকার, আর তা হতে তোমরা (গোশত-চর্বি) আহার কর। ২২. আর এগুলোরই উপর এবং জলযানেরই উপর তোমাদের আরোহণ করানো হয়।

(রুকূ. ২)

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ۝ فَقَالَ الْمَلَؤُا الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا هٰذَاۤ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۙ يُرِيْدُ اَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً ۚ مَّا سَمِعْنَا
بِهٰذَا فِىْۤ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ۝ اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلٌۢ بِهٖ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوْا بِهٖ حَتّٰى حِيْنٍ ۝

২৩. আর সুনিশ্চিত, নূহকে আমি তাঁর কাউমের কাছে পাঠিয়েছি, তো তিনি বললেন, আয় মেরে কাউম, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তোমাদের জন্য তিনি ছাড়া নেই কোন ইলাহ। সুতরাং তোমরা কি তাক্বওয়া অবলম্বন করবে না! ২৪. তখন তাঁর কাউমের সরদারান, যারা কুফুরে ডুবে ছিল, তারা (একে অন্যকে) বলল, এ তো তোমাদের মত মানব ছাড়া আর কিছু নয়, (ধর্মকে ব্যবহার করে) সে তোমাদের উপর বড়ত্ব অর্জন করতে চায়। আর আল্লাহ্ যদি চাইতেন তাহলে (মানব কেন,) কতিপয় ফিরেশতা অবশ্যই নামাতে পারতেন! এমন কথা তো আমরা আমাদের আগিলা/প্রাচীন পূর্বপুরুষানের আমলেও শুনিনি। ২৫. (কথার মোড় ঘুরিয়ে তারা বলল,) সে তো আর কিছু না, শুধু এমন ব্যক্তি যার মধ্যে রয়েছে জ্বিনের আছর। সুতরাং একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাকে নিয়ে তোমরা সতর্ক পর্যবেক্ষণে থাকো।[৯৩৪]

قَالَ رَبِّ انْصُرْنِىْ بِمَا كَذَّبُوْنِ ۝ فَاَوْحَيْنَاۤ اِلَيْهِ اَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَاِذَا جَآءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ ۙ فَاسْلُكْ
فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ۚ وَلَا تُخَاطِبْنِىْ فِى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۚ اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ ۝

২৬. নূহ বললেন, (আয়) মেরে রব্, তারা আমাকে যেভাবে ঝুটলিয়েছে/তাকযীব করেছে তার মোকাবেলায় আপনি আমাকে সাহায্য করুন। ২৭. তখন আমি তাঁর প্রতি অহী করলাম যে, আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এবং আমার অহীর নির্দেশনায় আপনি কিশতী তৈয়ার করুন। তো যখন আমার ফায়ছালা এসে যাবে, আর চুল্লী (পানিতে) উথলে ওঠবে তখন প্রত্যেক প্রকারের প্রাণী থেকে এক

---

[৯৩৩] এটি হল যায়তূনের গাছ, যার মূল উৎপত্তিস্থল হল সিনাই অঞ্চল, আরবদের কল্যাণেই আজ তা উন্দুলুসের 'জাতীয় বৃক্ষ'; যায়তূনের বহুমুখী কল্যাণের কারণেই এখানে এটিকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

[৯৩৪] হয়ত তার মাথা ঠিক হয়ে যাবে, অথবা প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করা সম্ভব হবে।

এক জোড়া তাতে তুলে নাও, আর তোমার পরিবার পরিজনকেও (তুলে নাও,) তবে তাদের মধ্য হতে যার/যাদের সম্পর্কে আগেই (ভিন্ন) সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে (তাকে/তাদেরকে নয়)। আর তাদের বিষয়ে তুমি আমার সঙ্গে কোন কথা বলো না, যারা (কুফুর অবলম্বনের মাধ্যমে) যুলুম করেছে। তাদের অবশ্যই ডুবিয়ে দেয়া হবে।[৯৩৫]

فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي نَجّٰنَا مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٨﴾ وَقُلْ رَّبِّ أَنْزِلْنِي
مُنْزَلًا مُّبٰرَكًا وَّأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ﴿٢٩﴾ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ وَّإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِيْنَ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ ﴿٣١﴾
فَأَرْسَلْنَا فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهٗ أَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٣٢﴾

২৮. তো যখন আপনি ও যারা আপনার সঙ্গে আছে তারা কিশতীতে ঠিকঠাক হয়ে বসবে তখন আপনি বলুন, সর্বপ্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি যালিম কাউম থেকে আমাদের উদ্ধার করেছেন। ২৯. আর বলুন, (আয়) [illegible] রব্, আমাকে আপনি অবতরণ করান বরকতপূর্ণ অবতারণক্ষেত্রে। আপনিই তো শ্রেষ্ঠ অবতারণকারী। ৩০. সত্যি সত্যি তাতে রয়েছে বড় বড় নিদর্শন, আর (তাদের জন্য) আমি তো ছিলাম শুধু পরীক্ষাকারী। ৩১. তারপর তাদের পরে আমি অন্য এক প্রজন্মের উত্থান ঘটিয়েছি ৩২. অনন্তর তাদের মধ্যে তাদেরই থেকে একজন রাসূল পাঠিয়েছি এ বার্তাসহ যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের জন্য নেই কোন ইলাহ। তো তবু কি তোমরা (পূর্ণ) তাক্বওয়া অবলম্বন করবে না!

(রুকূ. ৩)

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِلِقَاءِ الْاٰخِرَةِ وَأَتْرَفْنٰهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مَا هٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ
يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُوْنَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُوْنَ ﴿٣٣﴾ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ﴿٣٤﴾ أَيَعِدُكُمْ
أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَّعِظَامًا أَنَّكُمْ مُّخْرَجُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৩. আর তাঁর কাউমের সরদারান, যারা কুফুর করেছে এবং আখেরাতের সাক্ষাৎকে তাকযীব করেছে, আর আমি দুনিয়ার জীবনে তাদেরকে বিলাসপ্রাচুর্য দান করেছি, তারা বলল, এ তো তোমাদের মত মানুষ ছাড়া আর কিছু নয়, যা থেকে তোমরা আহার কর তা থেকে সেও আহার করে, আর যা থেকে তোমরা পান কর তা থেকে সেও পান করে।[৯৩৬] ৩৪. তো যদি তোমরা তোমাদেরই মত মানবকে অনুসরণ কর তাহলে তো তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেই। ৩৫. আচ্ছা, সে কি তোমাদের ভয় দেখায় যে, তোমরা যখন মরে যাবে এবং মৃত্তিকা ও অস্থিসমস্তে পরিণত হবে তখন তোমাদের আবার (জীবন্ত অবস্থায়) বের করা হবে!

هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوْعَدُوْنَ ﴿٣٦﴾ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ ﴿٣٧﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ

---

[৯৩৫] অবশ্যই তারা ডুবসমাধি/সলিলসমাধি প্রাপ্ত হবে।

[৯৩৬] ভিন্ন তরজমা, (ক) তোমরা যা আহার কর সেও তা আহার করে, তোমরা যা পান কর সেও তা পান করে। (খ) তোমরা যেমন পানাহার কর সেও তেমনি পানাহার করে।

إِفْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا وَّمَا نَحْنُ لَهٗ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿٣٨﴾ قَالَ رَبِّ انْصُرْنِيْ بِمَا كَذَّبُوْنِ ﴿٣٩﴾ قَالَ عَمَّا قَلِيْلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نٰدِمِيْنَ ﴿٤٠﴾

৩৬. যে বিষয়ে তোমাদের ভয় দেখানো হচ্ছে তা তো সুদূরপরাহত। ৩৭. এ তো আমাদের দুনিয়ার জীবন ছাড়া আর কিছু নয়। (এখানেই) আমরা মারা যাই এবং জীবন ধারণ করি, আমরা কিন্তু কিছুতেই পুনরুত্থিত হবো না। ৩৮. সে তো আর কিছু নয়, শুধু এমন মানুষ যে আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা আরোপ করেছে, আর আমরা এর কথায় ঈমান আনবার নই। ৩৯. তিনি বললেন, (আয়) মেরে রব্, তারা আমাকে যে তাকযীব করেছে, তার মোকাবেলায় আপনি আমাকে সাহায্য করুন। ৪০. আল্লাহ্ বললেন, খুব অল্প সময়েই সত্যি সত্যি তারা অনুতপ্ত/শরমিন্দা হবে (তবে অসময়ে)।

فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنٰهُمْ غُثَآءً ۚ فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤١﴾ ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قُرُوْنًا اٰخَرِيْنَ ﴿٤٢﴾
مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَاْخِرُوْنَ ﴿٤٣﴾ ثُمَّ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا ؕ كُلَّمَا جَآءَ اُمَّةً رَّسُوْلُهَا كَذَّبُوْهُ فَاَتْبَعْنَا
بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَّجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ ۚ فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٤٤﴾

৪১. অনন্তর সত্য ওয়াদামতে এক বিকট আওয়ায তাদের পাকড়াও করল, তাতে আমি তাদের খড়কুটো বানিয়ে ফেললাম। তো নিপাত হোক যালিম কাউমের জন্য। ৪২. তারপর এই কাউমের পরে আমি অন্যান্য প্রজন্মের উত্থান ঘটিয়েছি। ৪৩. কোন কাউম তার জন্য নির্ধারিত সময়কে না এগিয়ে আনতে পারে, না পিছিয়ে নিতে পারে। ৪৪. তারপর একের পর এক আমি পাঠিয়েছি আমার রাসূলান, যখনই কোন কাউমের কাছে তাদের রাসূল এসেছেন, তারা তাঁকে ঝুটলিয়েছে/তাকযীব করেছে। তো আমিও এক কাউমের পর এক কাউমকে ধ্বংসের ধারা শুরু করেছি এবং তাদের, (অতীতের) গল্পকাহিনী বানিয়ে ছেড়েছি। তো যে কাউম ঈমান আনে না তাদের জন্য হোক নিপাত।

ثُمَّ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى وَاَخَاهُ هٰرُوْنَ ۙ بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿٤٥﴾ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا عَالِيْنَ ﴿٤٦﴾
فَقَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عٰبِدُوْنَ ﴿٤٧﴾ فَكَذَّبُوْهُمَا فَكَانُوْا مِنَ الْمُهْلَكِيْنَ ﴿٤٨﴾ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى
الْكِتٰبَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ﴿٤٩﴾ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗٓ اٰيَةً وَّاٰوَيْنٰهُمَآ اِلٰى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَّمَعِيْنٍ ﴿٥٠﴾

৪৫. তারপর আমি মূসা ও তাঁর ভাই হারূনকে আমার বিভিন্ন নিশান ও সুস্পষ্ট প্রমাণসহ পাঠালাম- ৪৬. ফির'আউন ও তার দরবারীদের অভিমুখে, কিন্তু তারা দম্ভ প্রকাশ করল! আর ছিলই তারা বড় দাম্ভিক/নাকউঁচু সম্প্রদায়। ৪৭. তো তারা বলল, আমরা কি ঈমান আনবো আমাদেরই মত দুই মানুষের কথায়, যাদের কাউম (যুগ যুগ ধরে) আমাদের দাস। ৪৮. তো তারা তাদের দু'জনকে ঝুটলালো/তাকযীব করল, ফলে তারা ধ্বংসগ্রস্ত হল[৯৩৭]। ৪৯. আর সুনিশ্চিত, মূসাকে আমি দান করেছি (তাওরাত) কিতাব, যাতে তারা হিদায়াত লাভ করে। ৫০. আর ইবনে মারয়াম ও তাঁর আম্মাকে আমি (আমার কুদরতের) নিশান বানিয়েছি। আর তাঁদের দু'জনকে আশ্রয় দিয়েছি এমন এক উঁচু স্থানে যা প্রশান্তিপূর্ণ ও স্বচ্ছ পানির প্রবাহপূর্ণ ছিল।

---

[৯৩৭] হালাককৃতদের থেকে গণ্য হল। উসলূব ও শৈলীগত দিক থেকে তরজমা, 'সম্পূর্ণ ধ্বংসগ্রস্ত হল।'

(রুকূ. ৪)

يٰٓاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ۭ اِنِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ۝ وَاِنَّ هٰذِهٖٓ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّ
اَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ ۝ فَتَقَطَّعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا ۭ كُلُّ حِزْبٍۢ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ۝

৫১. আয় রাসূলান! তোমরা (এবং তোমাদের উম্মত) পাকীযা জিনিসগুলো থেকে (যা ইচ্ছা) আহার কর, আর নেক আমল কর। যাকিছু তোমরা করছ, সে বিষয়ে অবশ্যই আমি পূর্ণ জ্ঞাত। ৫২. আর শোন, সত্য হল, এটি তোমাদের উম্মত, অভিন্ন উম্মত, আর আমি তোমাদের রব্, তো (অন্তরে) তোমরা (শুধু) আমাকে সমীহ কর। ৫৩. অনন্তর নিজেদের ধর্মকে তারা নিজেদের মধ্যে টুকরা টুকরা করে ফেলল। (আর এখন) প্রতিটি দল তাদের কাছে যা আছে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট/উৎফুল্ল (,যদিও হক-নাহক নিয়ে তাদের কোন নিশ্চিত জ্ঞান নেই)।

فَذَرْهُمْ فِىْ غَمْرَتِهِمْ حَتّٰى حِيْنٍ ۝ اَيَحْسَبُوْنَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهٖ مِنْ مَّالٍ وَّبَنِيْنَ ۝ نُسَارِعُ لَهُمْ فِى الْخَيْرٰتِ ۭ بَلْ لَّا
يَشْعُرُوْنَ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِرَبِّهِمْ
لَا يُشْرِكُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَآ اٰتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلٰى رَبِّهِمْ رٰجِعُوْنَ ۝

৫৪. সুতরাং একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নিজেদের মূর্খতার মধ্যেই তাদের ছেড়ে দিন। (তারপর হবে পাকড়াও।) ৫৫. আচ্ছা, তারা কি ভাবে, যে সম্পদ ও পুত্রসন্তান দ্বারা আমি তাদের শক্তি যুগিয়ে চলেছি– ৫৬. তো আমি কি কল্যাণসমস্তের ক্ষেত্রে তাদের প্রতি জলদি দেখাচ্ছি![৯৩৮] (না, তাদের এ ভাবনা ঠিক নয়) আসল কথা হল, (হাকীকত ও সত্য সম্পর্কে) তারা কোন অনুভূতি রাখে না। ৫৭. (হাকীকত তো এই যে,) যারা তাদের রবের ভয়ে তটস্থ– ৫৮. আর যারা তাদের রবের আয়াত ও নিশানের প্রতি ঈমান রাখে– ৫৯. আর যারা তাদের রবের সঙ্গে (কোনকিছুকে) শরীক করে না– ৬০. আর যারা (আল্লাহ্‌র রাস্তায়) যা দান করার তা দান করতে থাকে, তবে তখন তাদের অন্তর এ চিন্তায় কম্পিত থাকে যে, তারা তো তাদের রবের অভিমুখেই ফিরে যাবে–[৯৩৯]

اُولٰۗىِٕكَ يُسٰرِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَهُمْ لَهَا سٰبِقُوْنَ ۝ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَلَدَيْنَا كِتٰبٌ يَّنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ
لَا يُظْلَمُوْنَ ۝ بَلْ قُلُوْبُهُمْ فِىْ غَمْرَةٍ مِّنْ هٰذَا وَلَهُمْ اَعْمَالٌ مِّنْ دُوْنِ ذٰلِكَ هُمْ لَهَا عٰمِلُوْنَ ۝ حَتّٰٓى اِذَآ اَخَذْنَا
مُتْرَفِيْهِمْ بِالْعَذَابِ اِذَا هُمْ يَجْــَٔرُوْنَ ۝

৬১. ওরাই হল এমন যারা পুণ্যকর্মে দ্রুততা করছে, আর তারা সেদিকে ধাবিত হচ্ছে। ৬২. আর কোন মানুষকে আমি তার সাধ্যের অতিরিক্ত কোন কর্মভার অর্পণ করি না।[৯৪০] আর আমার কাছে

---

[৯৩৮] তাদের জন্য বিভিন্ন কল্যাণ দ্রুত বয়ে আনছি!

[৯৩৯] সেখানে আল্লাহ্‌র সামনে তাদের আমলের মধ্যে কোন খুঁত না ধরা পড়ে!

[৯৪০] ইনসানকে যাকিছু আমল করতে বলা হয়, তা যেমন তার সাধ্যের ভিতরে তেমনি তার সুফল ও প্রতিদান বিপুল। আর যে যা করবে নিশ্চিত, সে তা পাবে। কারণ একে তো আল্লাহ্‌র ইলমের মধ্যে সব রয়েছে, তদুপরি আমলনামায় সবকিছু সংরক্ষিত রয়েছে।

রয়েছে এমন কিতাব (যা বান্দার আমলের ভালো-মন্দ সমস্ত অবস্থা) ঠিক ঠিক বলে দেয়, আর তাদের উপর (কোন) যুলুম করা হবে না।[৯৪১] ৬৩. (পক্ষান্তরে কাফিরীনের অবস্থা এমন নয়,) বরং তাদের অন্তর এ বিষয়ে গাফলতের মধ্যে রয়েছে, আর এছাড়াও তাদের রয়েছে বহু দুষ্কর্ম, যা তারা করতেই থাকে। ৬৪. এমনকি যখন আমি (বিশেষভাবে) তাদের বিলাসীদের আযাব দ্বারা পাকড়াও করব তখন তারা চেঁচামেচি/আর্তনাদ শুরু করবে। (তাহলে সাধারণ লোকেরা আর আযাব থেকে বাঁচতে পারবে কীভাবে!)

لَا تَجْـَٔرُوا الْيَوْمَ ۖ إِنَّكُمْ مِّنَّا لَا تُنصَرُونَ ﴿٦٥﴾ قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ ﴿٦٦﴾
مُسْتَكْبِرِينَ ۖ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ ﴿٦٧﴾ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿٦٨﴾

৬৫. (তখন উপহাস করে তাদের বলা হবে,) আজ আর চেঁচামেচি/আর্তনাদ কর না, (কারণ) সত্য এই যে, আমাদের পক্ষ হতে তোমাদের কোন সাহায্য করা হবে না। ৬৬. আমার আয়াতসমস্ত তো তোমাদের উপর তিলাওয়াত করা হতো, কিন্তু তোমরা উল্টো পায়ে ফিরে যেতে– ৬৭. অহঙ্কার দেখিয়ে কোরআনের প্রতি, রাতের অবসরে মজলিস জমিয়ে (এ সম্পর্কে) প্রলাপ বকতে।[৯৪২] ৬৮. (তারা যে কোরআন ও ছাহিবে কোরআনকে ঝুটলায়, এর কারণ কী!) আচ্ছা, তাহলে তারা কি এই (আসমানী) বচন সম্পর্কে কোন চিন্তাই করেনি, নাকি তাদের কাছে এমন (অদ্ভুত) কিছু এসেছে যা তাদের আগিলা পূর্বপুরুষানের কাছে আসেনি![৯৪৩]

أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴿٦٩﴾ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ ۚ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴿٧٠﴾
وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم
مُّعْرِضُونَ ﴿٧١﴾ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٧٢﴾

৬৯. নাকি তারা তাদের (আখেরী) রাসূলকে চিনতে পারেনি (যে, তাঁর গুণ ও চরিত্র কত নিষ্কলুষ, আর তিনি কেমন সত্যবাদী ও আমানতদার); তাই তারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করছে![৯৪৪] ৭০. নাকি তারা (বিশ্বাস থেকে) বলে, তাঁর মধ্যে উন্মাদ-অবস্থা রয়েছে![৯৪৫] বরং (আসল কারণ এই যে,) তিনি তাদের কাছে সত্য নিয়ে এসেছেন, আর তাদের অধিকাংশ সত্যের প্রতি নাফরত (ও ঘৃণাপোষণ)-

---

[৯৪১] আর তারা (কোন প্রকার) যুলুমের শিকার হবে না।

[৯৪২] (তোমরা উল্টো পায়ে ফিরে যেতে) কোরআন/ছাহিবে কোরআনের প্রতি অহঙ্কার দেখিয়ে, যেন রাতের কোন গল্পকারকে ত্যাগ করছো।

[৯৪৩] এমন তো নয়, আসমান থেকে আহকাম ও বিধান আসার সিলসিলা তো তখন থেকেই চলে আসছে, তাহলে তাদের প্রত্যাখ্যানের কারণ কী...!

[৯৪৪] এটাও তো কারণ নয়, কেননা তিনি তো তাদের মাঝেই ছিলেন, আর আহলে কিতাব তো তাদের কিতাব থেকেই তাঁর পরিচয় জেনেছে!

[৯৪৫] তাও তো নয়, কারণ তাঁর জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা তো সবারই কাছে সূর্যের আলোর মত উজ্জ্বল, তাহলে! এই প্রত্যাখ্যানের আসল কারণ কী!

কারী।[৯৪৬] ৭১. আর (এ-ই যখন আসল কারণ তখন আর তাদের মনোরঞ্জনে কী ফায়দা! কেননা) হক যদি তাদের খাহেশাত (ও খেয়ালখুশির) অনুগামী হতো তাহলে তো আসমানসমস্ত ও যমীন এবং ঐসব স্থানে যারা আছে, সব বরবাদ হয়ে যেতো। (না, এটা তো হতে পারে না,) বরং আমরা তো তাদের কাছে তাদের উপদেশের বিষয় নিয়ে এসেছি, (যাতে তাদের প্রকৃত উপকার হয়।) কিন্তু তারা তো তাদের উপদেশ থেকেই মুখ ফিরিয়ে নেয়। ৭২. নাকি (প্রত্যাখ্যানের কারণ এই যে,) আপনি তাদের কাছে কোন 'খরচ'/বিনিময় চাচ্ছেন! তাহলে (এটাও ভুল কথা, কারণ) আপনার রবের প্রদত্ত বিনিময় (তাদের তুচ্ছ মাল থেকে অনেক গুণে) উত্তম। আর তিনিই তো সর্বোত্তম রিযিকদাতা।

وَ اِنَّكَ لَتَدْعُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝٧٣ وَ اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنٰكِبُوْنَ ۝٧٤ وَ لَوْ رَحِمْنٰهُمْ
وَ كَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِّنْ ضُرٍّ لَّلَجُّوْا فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ۝٧٥ وَ لَقَدْ اَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوْا لِرَبِّهِمْ وَ مَا
يَتَضَرَّعُوْنَ ۝٧٦ حَتّٰۤى اِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيْدٍ اِذَا هُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ ۝٧٧

৭৩. আর নিঃসন্দেহে আপনি তো সহজ সরল সত্য পথের দিকে তাদের ডাকছেন (আর তাতেই তো তাদের জন্য কল্যাণ ও মুক্তি)। ৭৪. সুতরাং যারা আখেরাতের প্রতি ঈমান আনবে না তারা তো অতি অবশ্যই সরল পথ থেকে বিচ্যুত, (আর তাদের জন্য তা সর্বনাশের কারণ)। ৭৫. আর (এদের সম্পর্কে চিন্তা করে আপনি পেরেশান হয়ে কোন লাভ নেই, কারণ) যদি আমি তাদের প্রতি দয়া করি, আর তাদের সঙ্গে যে বিপদকষ্ট রয়েছে তা দূর করে দেই তাহলেও নিজেদের অবাধ্যতার জগতেই তারা উদ্ভ্রান্তের মত ঘুরে মরবে।[৯৪৭]

৭৬. আর বাস্তব সত্য এই, (একবার) তাদের আমি আযাবে পাকড়াও করেছিলাম, কিন্তু আপন রবের জন্য তারা নত হয়নি। আর বিনয়কাতরতা তো কখনোই এরা প্রকাশ করে না। ৭৭. এমনকি যখন আমি কঠিন আযাবওয়ালা দরজা তাদের উপর খুলে দেব তখন কিন্তু আচমকা তারা তাতে দিশেহারা হয়ে পড়বে।

(রুকূ - ৫)

وَ هُوَ الَّذِيْۤ اَنْشَاَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْاَبْصَارَ وَ الْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ۝٧٨ وَ هُوَ الَّذِيْ ذَرَاَكُمْ فِي الْاَرْضِ وَ اِلَيْهِ
تُحْشَرُوْنَ ۝٧٩ وَ هُوَ الَّذِيْ يُحْيٖ وَ يُمِيْتُ وَ لَهُ اخْتِلَافُ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝٨٠ بَلْ قَالُوْا مِثْلَ مَا قَالَ
الْاَوَّلُوْنَ ۝٨١ قَالُوْۤا ءَاِذَا مِتْنَا وَ كُنَّا تُرَابًا وَّ عِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ۝٨٢

---

[৯৪৬] বাহানা ও অজুহাত হিসাবে, কারণ তারা যাই বলতো, আসল কারণ ছিল, সত্যের প্রতি ঘৃণা। কারণ সত্য তাদের খাহেশাতের অনুগামী ছিল না, আর খাহেশাত তরক করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

[৯৪৭] আহলে মক্কাকে তাদের গাফলত বেহুঁশি থেকে জাগ্রত করার জন্য তাদের উপর কঠিন অভাব ও দুর্ভিক্ষ নাযিল করেছিলেন, এখানে সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। পরে যখন দুর্ভিক্ষ দূর করা হল তখন তারা আগের অবস্থাতেই থেকে গেল।

৭৮. আর তিনিই তো ঐ মহান সত্তা যিনি তোমাদের জন্য কান, চক্ষু ও অন্তর সৃষ্টি করেছেন। (তাতে তোমাদের কত সুবিধা হয়েছে, তাহলে তোমাদের কেমন শোকর করা কর্তব্য!) কিন্তু তোমরা খুব কমই শোকর আদায় কর।
৭৯. আর তিনিই তো (ঐ-মহান সত্তা) যিনি পৃথিবীতে তোমাদের ছড়িয়ে দিয়েছেন (এবং এত আরাম আয়েশের ব্যবস্থা করেছেন)। আর তাঁরই দিকেই তো তোমাদের নিয়ে জড়ো করা হবে।
৮০. আর তিনিই তো (ঐ মহান সত্তা) যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দান করেন। আর তাঁরই নিয়ন্ত্রণে রয়েছে রাত ও দিনের বিবর্তন। আচ্ছা, তবু কি তোমরা আকল-বুদ্ধি ব্যবহার করবে না, (যাতে আমার কুদরত, আমার রহমত ও নিজেদের কল্যাণ তোমরা বুঝতে পারো)!
৮১. (এর পরিবর্তে) তারা তো বরং তেমন কথাই বলে যা আগিলা লোকেরা বলেছে! ৮২. তারা বলে, আমরা যখন মারা যাবো এবং মৃত্তিকা ও অস্থিকঙ্কাল হয়ে যাব, সত্যি কি তখন আমরা পুনরুত্থিত হব!

لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَاٰبَآؤُنَا هٰذَا مِنْ قَبْلُ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٨٣﴾ قُلْ لِّمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهَآ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٨٤﴾
سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ؕ قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٨٥﴾ قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿٨٦﴾ سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ؕ قُلْ اَفَلَا
تَتَّقُوْنَ ﴿٨٧﴾

৮৩. সুনিশ্চিত, এর ওয়াদাই তো করা হয়েছে আমাদের সঙ্গে, আর আগে আমাদের পূর্বপুরুষানের সঙ্গে, (কিন্তু কোথায়, কিছুই তো ঘটেনি!) এগুলো বরং আগিলা লোকদের কল্পকাহিনী! ৮৪. (আয় পেয়ারে নবী! তাদের উদ্দেশ্যে) আপনি বলুন তো, এই যে পৃথিবী এবং তাতে যারা বাস করে, সব কার নিয়ন্ত্রণে? (প্রকৃত সত্য) যদি তোমরা জান (তাহলে বল)। ৮৫. অবশ্যই তারা বলবে, আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রণে। আপনি বলুন, তবু কি তোমরা উপদেশ/শিক্ষা গ্রহণ করবে না! ৮৬. (তাদের উদ্দেশ্যে) আপনি বলুন, কে সাত আসমানের রব্ এবং আরশে আযীমের রব্? ৮৭. অবশ্যই বলবে তারা, (এগুলো) আল্লাহ্‌রই জন্য। আপনি বলুন, তবু কি তোমরা তাক্বওয়া অবলম্বন করবে না/তবু কি তোমরা (আল্লাহ্‌কে) সমীহ করবে না!

قُلْ مَنْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٨٨﴾ سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ؕ قُلْ فَاَنّٰى تُسْحَرُوْنَ ﴿٨٩﴾
بَلْ اَتَيْنٰهُمْ بِالْحَقِّ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿٩٠﴾ مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍۢ بِمَا خَلَقَ
وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿٩١﴾ عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٩٢﴾

৮৮. (তাদের উদ্দেশ্যে) আপনি বলুন, কার হাতে রয়েছে সমস্ত কিছুর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ? আর যিনি (যাকে ইচ্ছা করেন তাকে) আশ্রয় দান করেন, অথচ তাঁর মোকাবেলায় আশ্রয় দেয়া যায় না![৯৪৮] (প্রকৃত সত্য) যদি তোমরা জানো (তাহলে বলো)। ৮৯. অবশ্যই তারা বলবে, (সবকিছু) আল্লাহ্‌রই নিয়ন্ত্রণে। আপনি বলুন, তাহলে কোত্থেকে (এভাবে) তোমাদের জাদুগ্রস্ত করা হচ্ছে! ৯০. (না, এগুলো কোন কল্পকাহিনী নয়,) বরং তাদের কাছে (তাদেরই কল্যাণের জন্য) আমি সত্য নিয়ে এসেছি, (তাই তা

[৯৪৮] বিকল্প তরজমা, অথচ তাঁর মোকাবেলায় কেউ কাউকে আশ্রয় দিতে পারে না?

মেনে নেয়ার মধ্যেই তাদের শান্তি ও মুক্তি।) কিন্তু (মানবে কী!) তারা তো মিথ্যাচারেই লিপ্ত। ৯১. না আল্লাহ্ কোন (পুত্র বা কন্যা) সন্তান গ্রহণ করেছেন, আর না তাঁর সঙ্গে কোন ইলাহ রয়েছে। (যদি থাকতো) তাহলে প্রত্যেক ইলাহ যা 'তিনি' সৃষ্টি করেছেন তা নিয়ে আলাদা হয়ে যেতেন! আর তারা একে অপরের উপর চড়াও হয়ে বসতেন। তারা যা কদর্যতা রটনা করছে তা থেকে আল্লাহ্ চির -পবিত্র। ৯২. (তিনি তো) অদৃশ্যের ও দৃশ্যের সবকিছু সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানী। সুতরাং তারা (তাঁর সঙ্গে) যাকিছু শরীক করে তা থেকে তিনি বহু ঊর্ধ্বে রয়েছেন।

(রুকূ – ৬)

قُلْ رَّبِّ اِمَّا تُرِيَنِّيْ مَا يُوْعَدُوْنَ ﴿٩٣﴾ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِيْ فِي الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٩٤﴾ وَاِنَّا عَلٰٓى اَنْ نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقٰدِرُوْنَ ﴿٩٥﴾
اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةَ ۭ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ ﴿٩٦﴾ وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ ﴿٩٧﴾ وَاَعُوْذُ
بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ ﴿٩٨﴾

৯৩. (আয় পেয়ারে নবী! আল্লাহ্র কাছে এভাবে দু'আ করে) আপনি বলুন, (আয়) মেরে রব্! এই কাফিরীনকে যে আযাবের হুঁশিয়ারি দেয়া হচ্ছে, আপনি যদি আমাকে (আমার জীবদ্দশায়) তা দেখিয়ে দেন– ৯৪. তাহলে (আয়) মেরে রব্, আমাকে যালিম কাউমের মধ্যে যেন শামিল না করেন। ৯৫. আর (শুনুন আমার পেয়ারে নবী!) যে আযাবের হুঁশিয়ারি তাদের দিচ্ছি তা আপনাকে দেখিয়ে দেয়ার উপর আমি পূর্ণ সক্ষম। (তবে আযাবের সময় যতক্ষণ না হবে ততক্ষণ) আপনি (তাদের) মন্দকে দমন করুন (আপনার) এমন আচরণ দ্বারা যা সর্বোত্তম। যেসব অশোভন কথা তারা রটনা করে সে সম্পর্কে আমি খুব জানি। ৯৭. আর (দু'আর মধ্যে) আপনি বলুন, (আয়) মেরে রব্, আমি আপনার আশ্রয় চাই শয়তানদলের সর্বওয়াসওয়াসা থেকে, ৯৮. আর আমি (আরো) আশ্রয় চাই (ওয়াসওয়াসা দেয়া তো দূর,) তারা আমার কাছে হাযির হয়ে পড়া থেকেও।

حَتّٰٓى اِذَا جَاۗءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ ﴿٩٩﴾ لَعَلِّيْٓ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ كَلَّا ۭ اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَاۗىِٕلُهَا ۭ وَ
مِنْ وَّرَاۗىِٕهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴿١٠٠﴾ فَاِذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَلَآ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَىِٕذٍ وَّلَا يَتَسَاۗءَلُوْنَ ﴿١٠١﴾

৯৯. (আর কাফিরীনের অবস্থা তো এই যে,) এমনকি যখন তাদের কারো কাছে মৃত্যু এসে যায় তখন (উপায়ান্তর না দেখে) তারা বলতে থাকে, (আয়) মেরে রব্, আমাকে (দুনিয়াতে) ফেরত পাঠিয়ে দিন– ১০০. যাতে যে দুনিয়া আমি ছেড়ে এসেছি সেখানে কিছু নেক আমল করি! কিছুতেই না! এ তো এক 'বাত কি বাত', যা তারা মুখে উচ্চারণ করছে মাত্র।[৯৪৯] আর তাদের (মৃতদের) সামনে রয়েছে *'বরযখ'* নামের এক আড়াল যা (অব্যাহত থাকবে) তাদের পুনরুত্থিত করার দিন পর্যন্ত। ১০১. তো যখন শিঙায় ফুঁক দেয়া হবে তো সেদিন তাদের মাঝে না কোন বংশসম্পর্ক থাকবে, আর না কেউ কাউকে কুশল জিজ্ঞাসা করবে।

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٠٢﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰۗىِٕكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فِيْ جَهَنَّمَ

---

[৯৪৯] যা কখনো পুরা হওয়ার নয়, তাছাড়া ফিরে আসার সুযোগ দিলেও, তারা একই ভাবে বদ আমলেই লিপ্ত হত।

خٰلِدُوْنَ ﴿١٠٣﴾ تَلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيْهَا كٰلِحُوْنَ ﴿١٠٤﴾ اَلَمْ تَكُنْ اٰيٰتِيْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ﴿١٠٥﴾
قَالُوْا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِّيْنَ ﴿١٠٦﴾ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْهَا فَاِنْ عُدْنَا فَاِنَّا ظٰلِمُوْنَ ﴿١٠٧﴾

১০২. তো (আমলের পরিমাপের সময়) যার (আমলের) পাল্লা ভারী হবে, তো ওরাই হবে সফলকাম। ১০৩. পক্ষান্তরে যার (আমলের) পাল্লা হালকা হবে, তো ওরাই হবে এমন লোক যারা নিজেদের মহা -সর্বনাশ/মহাক্ষতি করেছে। জাহান্নামে তারা চিরকাল থাকবে। ১০৪. আগুন তাদের চেহারা ঝলসে দেবে, আর সেখানে তাদের চেহারা বিকৃত হবে। ১০৫. (আযাবের কষ্ট আরো বাড়িয়ে দেয়ার জন্য তখন তাদের বলা হবে,) তোমাদের উপর কি আমার আয়াতসমস্ত তিলাওয়াত করা হতো না, তখন তো তোমরা সেগুলো ঝুটলাতে! ১০৬. তারা বলবে, (ইয়া) রাব্বানা, আমাদের উপর আমাদের দুর্ভাগ্য ছেয়ে গিয়েছিল, আর আমরা ছিলাম মহাভ্রান্তির শিকার সম্প্রদায়। ১০৭. (ইয়া) রাব্বানা, এখান থেকে আমাদের বের করুন, তারপরো যদি আমরা (মন্দকর্মে) ফিরে যাই তাহলে অবশ্যই আমরা যালিম হব।

قَالَ اخْسَـُٔوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنِ ﴿١٠٨﴾ اِنَّهٗ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْ عِبَادِيْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ
الرّٰحِمِيْنَ ﴿١٠٩﴾ فَاتَّخَذْتُمُوْهُمْ سِخْرِيًّا حَتّٰٓى اَنْسَوْكُمْ ذِكْرِيْ وَكُنْتُمْ مِّنْهُمْ تَضْحَكُوْنَ ﴿١١٠﴾ اِنِّيْ جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا
صَبَرُوْٓا اَنَّهُمْ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ﴿١١١﴾

১০৮. আল্লাহ্ বলবেন, জাহান্নামেই লাঞ্ছিত অবস্থায় পড়ে থাক, আর আমার সঙ্গে কোন কথা বল না। ১০৯. সত্য এই যে, (দুনিয়াতে) আমার বান্দাদের থেকে একজামাত বলত, (ইয়া) রব্বানা! আমরা ঈমান এনেছি, তো আপনি আমাদের মাফ করুন, আর আমাদের রহম করুন, আর আপনি তো সর্বোত্তম রহমকারী। ১১০. তখন তো তাদের তোমরা তামাশার পাত্র বানিয়েছিলে, এমনকি (তাদের উত্ত্যক্ত করার মধ্যে তোমরা এমনই মজে ছিলে যে,) তোমাদেরকে তারা আমার স্মরণই ভুলিয়ে দিয়েছিল। আর তোমরা তো তাদের নিয়ে হাসাহাসি করতে। ১১১. তো দেখ, যে ছবর তারা করেছে, আজ তাদের আমি তার প্রতিদান দিয়েছি, (আর প্রতিদান) এই যে, তারাই হবে সফলকাম।

قٰلَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْاَرْضِ عَدَدَ سِنِيْنَ ﴿١١٢﴾ قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْـَٔلِ الْعَآدِّيْنَ ﴿١١٣﴾ قٰلَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا
قَلِيْلًا لَّوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١١٤﴾ اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ ﴿١١٥﴾ فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ
الْحَقُّ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ﴿١١٦﴾

১১২. (তারপর) আল্লাহ্ (জাহান্নামীদের) বলবেন, বছরের গণনায় পৃথিবীতে তোমরা ক'দিন অবস্থান করেছ? ১১৩. তারা বলবে, অবস্থান করেছি আমরা এক দিন বা দিনের কিছু অংশ। (আমরা তো এর বেশী জানি না,) তো যারা গণনা জানে তাদের (না হয়) জিজ্ঞাসা করুন। ১১৪. তিনি বলবেন, খুবই অল্প সময় তোমরা অবস্থান করেছ; হায়, যদি তোমরা (দুনিয়ার যিন্দেগির হাকীকত) জানতে (এখন তাহলে কত না ভালো হত)! ১১৫. আচ্ছা, তোমরা কি ভেবেছিলে যে, আমি তোমাদের বেহুদা সৃষ্টি করেছি,

আর (ভেবেছিলে) যে, আমার অভিমুখে তোমাদের ফেরানো হবে না! ১১৬. তো (উদ্দেশ্যহীন কোন কাজ করা থেকে) বহু ঊর্ধ্বে রয়েছেন আল্লাহ্, যিনি প্রকৃত বাদশাহ। তিনি ছাড়া তো নেই কোন ইলাহ। তিনিই মহান আরশের অধিপতি।

وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۙ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ ۙ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ۝ وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ۝

১১৭. আর যে আল্লাহ্র সঙ্গে অন্য ইলাহকে ডাকে যার পক্ষে তার কাছে কোন প্রমাণ নেই, তো তার হিসাব তার রবের কাছেই রয়েছে। কাফিরীন কিন্তু সফল হতে পারে না। ১১৮. আর (আয় পেয়ারে নবী! দু'আর মধ্যে) আপনি বলুন, (আয়) মেরে রব, আপনি (আমাকে) মাফ করুন, আর (আমাকে) দয়া করুন। আর আপনি তো সর্বোত্তম দয়াকারী।

سُورَةُ النُّور ٢٤؛ مَدَنِيَّة؛ آياتُها ٦٤ وركوعاتُها ٩

২৪-সূরাতুন্-নূর, মাদানী, আয়াত ৬৪, রুকূ ৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سُوْرَةٌ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا وَاَنْزَلْنَا فِيْهَاۤ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝ اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَّلَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

(শুরু করছি) **রাহমান, রাহীম আল্লাহ্র নামে**

১. (এটি) এক সূরা, যা আমি নাযিল করেছি, আর যা আমি অবশ্যপালনীয় করেছি (আহকাম ও বিধানের দিক থেকে)। আর তাতে আমি নাযিল করেছি সুস্পষ্ট সুস্পষ্ট আয়াত, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করতে পার। ২. যিনার নারী ও যিনার পুরুষ, তো উভয়ের প্রত্যেককে একশদোররা মার। আর আল্লাহ্র দ্বীনের বিষয়ে তাদের প্রতি কোন করুণাবোধ যেন তোমাদের প্রভাবিত/ আক্রান্ত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ্র প্রতি এবং শেষদিনের প্রতি ঈমান রাখ (তাহলে আল্লাহ্র আদেশের প্রতি অনুগত হও)। আর মুমিনীনের একটি দল যেন তাদের সাজাদানের বিষয়টি প্রত্যক্ষ করে।[৯৫০]

اَلزَّانِيْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً ۖ وَّالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَاۤ اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا ۚ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

---

[৯৫০] শাস্তি হতে হবে জনসমক্ষে, গোপনে লোকচক্ষুর আড়ালে নয়, যাতে এ সাজা অন্যদের জন্য শিক্ষার বিষয় হতে পারে। আল্লাহ্ যখন বলছেন তখন বুঝতে হবে, এতেই মানবের কল্যাণ। আল্লাহ্র চেয়ে দয়ালু হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

৩. যিনার পুরুষ যিনার নারীকেই শুধু বিবাহ করবে, বা মুশরিক নারীকে। আর যিনার নারী, তাকে শুধু যিনার পুরুষই বিবাহ করবে, বা মুশরিক পুরুষ। মুমিনীনের জন্য তা হারাম করা হয়েছে।[৯৫১] ৪. আর যারা সতী নারীদের (বিরুদ্ধে যিনার) অপবাদ আরোপ করে, তারপর তারা (শরী'আতসম্মত) চারজন সাক্ষী আনতে না পারে তাহলে তাদের আশিটি দোররা মার। তারপর কখনো তাদের সাক্ষি কবূল কর না। (এটা তো হল দুনিয়ার শাস্তি,) আর (তাদের আখেরাতের শাস্তি এই যে, ওখানে) ওরাই হবে ফাসিক। ৫. অবশ্য অপবাদ আরোপের পর যারা তাওবা করবে এবং (নিজেদের অবস্থার) সংশোধন করে নেবে তাহলে (তাদের জন্য) আল্লাহ্ অবশ্যই পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৯৫২]

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ اِلَّآ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍۭ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝٦ وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝٧

৬. আর যারা নিজেদের স্ত্রীদের উপর অপবাদ আরোপ করে, আর তারা নিজেরা ছাড়া তাদের পক্ষে ('প্রয়োজনীয়') সাক্ষী না থাকে, এরূপ কোন ব্যক্তির সাক্ষি এই যে, তারা আল্লাহ্র নামে কসম করে চারবার সাক্ষি দেবে যে, (স্ত্রীর প্রতি অভিযোগ আরোপে) আসলেই সে সত্যবাদী। ৭. আর পঞ্চমবার (এভাবে) সাক্ষি দেবে যে, যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তার উপর যেন আল্লাহ্র লা'নাত হয়।

وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍۭ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝٨ وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَآ اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝٩ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَكِيْمٌ ۝١٠

৮. আর স্ত্রী থেকে শাস্তি দূর করবে আল্লাহ্র নামে তার চারবার সাক্ষি দেয়া যে, স্বামী বিলকুল মিথ্যা -বাদী। ৯. আর পঞ্চমবার (এভাবে) সাক্ষি দেবে যে, (অভিযোগের বিষয়ে) যদি স্বামী সত্যবাদী হয় তাহলে তার (নিজের) উপর যেন আল্লাহ্র গযব হয়। ১০. আর তোমাদের উপর যদি আল্লাহ্র অনুগ্রহ এবং তাঁর রহমত না হতো, আর (যদি না হত) যে, আল্লাহ্ অত্যন্ত তাওবা কবূলকারী, পরম প্রজ্ঞাবান (তাহলে চিন্তা করে দেখ, এত জঘন্য জঘন্য গোনাহের পরিণতিতে তোমাদের কী হত)!

(রুকূ – ২)

اِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُوْ بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ۭ لَا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ ۭ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۭ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِ ۚ وَالَّذِيْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ مِنْهُمْ لَهٗ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝١١ لَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا ۙ وَّقَالُوْا هٰذَآ اِفْكٌ مُّبِيْنٌ ۝١٢

১১. যারা এই মিথ্যা অপবাদ সামনে এনেছে অবশ্যই তারা তোমাদেরই মধ্য হতে (চারজনের ক্ষুদ্র) একটি দল। তোমরা এটাকে তোমাদের জন্য অনিষ্টকর ভেবো না, বরং (শেষপর্যন্ত) তা তোমাদের

---

[৯৫১] এখানে ঐ নারী ও পুরুষের কথা বলা হয়েছে, যিনা ও ব্যভিচার যাদের রুচি ও অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। তদুপরি এটা বিধান নয়, মুমিনদের প্রতি উপদেশ, আর যিনাকারদের প্রতি কঠিন তিরস্কার।

[৯৫২] তাওবা দ্বারা আখেরাতের গোনাহ তো মাফ হয়, কিন্তু সাক্ষিযোগ্যতা ফিরে আসে না।

জন্য কল্যাণকরই। তাদের মধ্য হতে প্রত্যেকের ভাগে রয়েছে তার কামাই করা গোনাহ। তবে তাদের থেকে যে এ অপবাদের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা রেখেছে তার জন্য রয়েছে বিরাট আযাব।[৯৫৩] ১২. যখন তোমরা তা শুনলে তখন মুমিনীন ও মুমিনাত নিজেদের সম্পর্কে কেন সুধারণা পোষণ করল না এবং বলল না যে, এটা তো পরিষ্কার অপবাদ!

لَوْلَا جَآءُوْ عَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ۚ فَاِذْ لَمْ يَاْتُوْا بِالشُّهَدَآءِ فَاُولٰٓئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ﴿١٣﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِىْ مَآ اَفَضْتُمْ فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١٤﴾ اِذْ تَلَقَّوْنَهٗ بِاَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ وَّتَحْسَبُوْنَهٗ هَيِّنًا ۖ وَّهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ ﴿١٥﴾

১৩. (যারা অপবাদ তুলেছে) কেন তারা এর উপর চারজন সাক্ষী আনলো না, তো যখন সাক্ষিদল আনতে পারেনি তখন আল্লাহ্‌র নিকট তারাই মিথ্যাবাদী। ১৪. আর যদি দুনিয়াতে ও আখেরাতে তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও তাঁর দয়া না হতো, যে মন্দে তোমরা জড়িয়ে পড়েছিলে তাতে এক বিরাট আযাব তোমাদের অবশ্যই ছুঁয়ে যেতো– ১৫. যখন তোমরা নিজেদের জিহ্বা দ্বারা এ মন্দ ছড়াচ্ছিলে, আর নিজেদের মুখে এমন কথা বলে ফিরছিলে, যার কোন জ্ঞান/জানকারি তোমাদের ছিল না। আর তোমরা তা খুব হালকা বিষয় ভাবছিলে, অথচ আল্লাহ্‌র কাছে তা ছিল গুরুতর।

وَلَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُوْنُ لَنَآ اَنْ نَّتَكَلَّمَ بِهٰذَا ۖ سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ ﴿١٦﴾ يَعِظُكُمُ اللّٰهُ اَنْ تَعُوْدُوْا لِمِثْلِهٖٓ اَبَدًا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٧﴾ وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١٨﴾

১৬. আর যখন তোমরা (তিনজন) তা শুনেছিলে তখন কেন বললে না যে, এ নিয়ে কথা বলা সঙ্গত নয় আমাদের জন্য। আয় সুবহান! এ তো জঘন্য অপবাদ! ১৭. আল্লাহ্ তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন যেন এরকম কাজে আর কখনো ফিরে না আসো। যদি তোমরা খাঁটি মুমিন হয়ে থাকো (তাহলে এ উপদেশ স্মরণ রেখো)। ১৮. আর আল্লাহ্ তোমাদের জন্য (উপদেশের বিভিন্ন) আয়াত বয়ান করছেন (যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর)। আর আল্লাহ্ (সববিষয়ে) পূর্ণ জ্ঞাত, পরম প্রজ্ঞাবান।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۙ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿١٩﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ وَاَنَّ اللّٰهَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٠﴾

১৯. যারা ঈমান এনেছে, তাদের মধ্যে *'ফাহেশা'* ছড়িয়ে পড়া, যারা পছন্দ করে (এবং দিল থেকে চায়, আর সে-জন্য অপপ্রয়াসও চালায়), তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে সত্যি রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। আর আল্লাহ্ জানেন (কোন অপরাধ কতটা গুরুতর, আর শাস্তি কী পরিমাণ হওয়া জরুরি), অথচ

---

[৯৫৩] মুমিনদের পুরা জামাত এ ঘটনায় ভীষণভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল, তো এখানে তাদের সান্ত্বনা দেয়া উদ্দেশ্য। ফিতনায় জড়িত ছিল মাত্র চারজন, তার মধ্যে একজন তো মুনাফিকীনের সরদার, তো তাকে 'তোমাদের মধ্য হতে' বলা হয়েছে বাহ্যত, পক্ষান্তরে বাকি তিনজন প্রকৃত অর্থেই 'তোমাদের মধ্য হতে' ছিলেন। কারণ তারা খালেছ মুমিন ছিলেন এবং ভুলের শিকার হয়েছিলেন।

তোমরা (তা) জান না।[৯৫৪] ২০. আর (আয় তা-ইবীন!)[৯৫৫] যদি তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও তাঁর রহমত না হত, আর (না হত) যে, আল্লাহ্ পরম মমতাময়, পরম দয়ালু (তাহলে কিন্তু তোমরা আযাব থেকে বাঁচতে পারতে না)।

(রুকূ – ৩)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ وَمَنْ يَّتَّبِعْ خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ فَاِنَّهٗ يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَبَدًا ۙ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢١﴾

২১. আয় আহলে ঈমান, তোমরা শয়তানের পথরেখা/পদরেখা অনুসরণ কর না; আর শয়তানের পথরেখা/পদরেখা যারা অনুসরণ করবে (তারা অবশ্যই দুনিয়াতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, আর আখেরাতে বরবাদ হবে।) কারণ সে তো অশ্লীলতা ও মন্দে প্ররোচিত করে। আর (আয় তা-ইবীন!) যদি না হত তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও তাঁর রহমত তাহলে তোমাদের থেকে কেউই কখনো পাকছাফ /পরিশুদ্ধ হওয়ার সুযোগ পেতে না, কিন্তু আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন তাকে পাকছাফ/পরিশুদ্ধ করেন, আর আল্লাহ্ সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন।

وَلَا يَاْتَلِ اُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُّؤْتُوْٓا اُولِي الْقُرْبٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۖ وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا ۗ اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٢﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ لُعِنُوْا فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۙ﴿٢٣﴾

২২. আর তোমাদের থেকে যারা (মানুষের উপর) অনুগ্রহকারী এবং সচ্ছলতার অধিকারী, তারা যেন (এই ঘটনায় মনঃক্ষুণ্ন হয়ে) এমন কসম না করে যে, নিকটাত্মীয়দের, মিসকীনদের এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় মুহাজিরীনকে কিছু দান করবে না, বরং তাদের কর্তব্য মার্জনা করা এবং ক্ষমাসুন্দর আচরণ করা। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ্ তোমাদের জন্য মাগফিরাতের ফায়ছালা করবেন! আর আল্লাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৯৫৬] ২৩. যারা সতী, সরলমতী মুমিনাতের নামে অপবাদ রটায়, দুনিয়াতে ও আখেরাতে অবশ্যই তারা অভিশাপগ্রস্ত হবে, আর তাদের জন্য থাকবে বিরাট আযাব-

يَّوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٤﴾ يَوْمَئِذٍ يُّوَفِّيْهِمُ اللّٰهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ ﴿٢٥﴾ اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِ ۚ وَالطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِ ۚ اُولٰٓئِكَ مُبَرَّءُوْنَ مِمَّا يَقُوْلُوْنَ ۗ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿٢٦﴾

---

[৯৫৪] সুতরাং তোমাদের কর্তব্য, প্রতিটি আদেশ অম্লান বদনে মেনে নেয়া।

[৯৫৫] তা-ইব, তাওবাকারী, তা-ইবীন তার বহুবচন।

[৯৫৬] হযরত মিসতাহ সরলতার কারণে মুনাফিকীনের প্রচারণায় বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। হযরত আবুবকর রা. এ কারণে তার প্রতি আর্থিক সহায়তা বন্ধ করে দিয়েছিলেন, অথচ তিনি ছিলেন মুহাজির, অভাবী এবং আবু বকর রা. এর আত্মীয়। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর হযরত আবুবকর রা. মিসতাহের প্রতি আর্থিক সহায়তা বহাল করে দেন।

২৪. যেদিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষি দেবে তাদের জিহ্বা এবং তাদের হাত এবং তাদের পা ঐ বিষয়ে যা তারা করত- ২৫. সেদিন আল্লাহ্ তাদের প্রাপ্য শাস্তি তাদেরকে পুরোপুরি দেবেন, আর তারা জানতে পারবে যে. আল্লাহ্ই সত্য. (আর সমস্ত বিষয়) সুস্পষ্টকারী। ২৬. গান্দা নারীরা গান্দা পুরুষ -দের উপযুক্ত, আর গান্দা পুরুষেরা গান্দা নারীদের উপযুক্ত, পক্ষান্তরে পাকীযা নারীরা পাকীযা পুরুষদের উপযুক্ত, আর পাকীযা পুরুষেরা পাকীযা নারীদের উপযুক্ত।[৯৫৭] (যারা পাকীযা) ওরা তো ঐ অপবাদের কথাবার্তা থেকে দায়মুক্ত যা লোকেরা বলে। ওদের জন্য তো রয়েছে বড় মাগফিরাত এবং মর্যাদাপূর্ণ রিযিক।

(রুকূ – ৪)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَدْخُلُوا۟ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا۟ وَتُسَلِّمُوا۟ عَلَىٰٓ أَهْلِهَا ۖ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا۟ فِيهَآ أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ ۖ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ٱرْجِعُوا۟ فَٱرْجِعُوا۟ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨﴾

২৭. আয় আহলে ঈমান! (সমাজে অশ্লীলতা রোধের জন্য একটি উত্তম ব্যবস্থা এই যে,) তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য ঘরে দাখেল হয়ো না, যতক্ষণ (না) অনুমতি গ্রহণ দ্বারা পরিচিত হয়ে নাও এবং আহলে বাইতকে সালাম করে নাও। তোমাদের এ আচরণই তোমাদের জন্য উত্তম। আশা করা যায়, এটা তোমরা শিক্ষারূপে গ্রহণ করবে।[৯৫৮] ২৮. আর যদি তোমরা ঐসব ঘরে কাউকে না পাও তাহলে তাতে প্রবেশ কর না, যতক্ষণ (না) তোমাদের অনুমতি দেয়া হয়। আর যদি তোমাদের বলা হয়, ফিরে যাও, তাহলে তোমরা ফিরে যেয়ো। তাই হবে তোমাদের জন্য অধিক পবিত্রতার বিষয়। [৯৫৯] আর যাকিছু তোমরা কর, সে বিষয়ে আল্লাহ্ পূর্ণ জ্ঞাত।

لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا۟ بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَٰعٌ لَّكُمْ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٢٩﴾ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا۟ مِنْ أَبْصَٰرِهِمْ وَيَحْفَظُوا۟ فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

২৯. যে সমস্ত ঘরে কেউ থাকে না, অথচ তাতে তোমাদের সামান রয়েছে, সেখানে (অনুমতি ছাড়া) প্রবেশ করাতে তোমাদের উপর কোন গোনাহ হবে না। আর যাকিছু তোমরা প্রকাশ কর, আর যাকিছু গোপন কর, আল্লাহ্ (তা) খুব জানেন। ৩০. (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি মুমিনীনকে বলুন, যেন তারা তাদের নেগাহ নীচু রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। সেটাই হবে তাদের জন্য সর্বোত্তম পবিত্রতার বিষয়। যাকিছু কর্মকাণ্ড তারা করে, আল্লাহ্ সে-বিষয়ে অবশ্যই পূর্ণ অবগত।

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ

---

[৯৫৭] এটা হল উপযুক্ততার দিক থেকে মূলনীতি, অবশ্যপালনীয় বিধানরূপে নয়।

[৯৫৮] ভিতরে সালাম শোনা যাবে না মনে হলে, দরজায় করাঘাত করা, বা ঘণ্টি বাজানো কর্তব্য, যখন দরজায় কেউ আসবে তখন সালাম ও অনুমতির বিষয়টি সম্পন্ন করবে।

[৯৫৯] শব্দানুগ তরজমা– যতক্ষণ (না) তোমাদের জন্য অনুমতি জারি করা হয়।

بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِي الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ۭ وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

৩১. আর মুমিনাতকে আপনি বলুন, তারা যেন তাদের নেগাহ নীচু রাখে, আর আপন লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। আর তারা যেন (কারো সামনে) তাদের যীনাত ও সাজের প্রকাশ না ঘটায়, তবে যা এমনিতেই প্রকাশ পেয়ে যায় (তাতে কোন অসুবিধা নেই)। আর আপন ওড়নার আঁচল তারা যেন আপন বক্ষদেশের উপর স্থাপন করে/ফেলে রাখে, আর তারা যেন (কারো জন্য) নিজেদের যীনাত ও সাজের প্রকাশ না ঘটায়, তবে তাদের স্বামীদের জন্য, তাদের পিতাদের জন্য, স্বামীর পিতাদের জন্য, নিজের পুত্রদের জন্য, স্বামীর পুত্রদের জন্য, নিজের ভাইদের জন্য, ভাইয়ের পুত্রদের জন্য, বোনদের পুত্রদের জন্য, আপন (অন্তরঙ্গ) নারীদের জন্য, আপন মালিকানাধীন দাসদাসীদের জন্য, এমন সেবকপুরুষ, নারীসঙ্গের ধারণা ও প্রয়োজন থেকে যারা মুক্ত; এমন বালক, যারা এখনো নারী -অঙ্গের নিজস্ব ধারণা অর্জন করে সারেনি। (এরা ছাড়া আর কারো সামনে যেন নিজেদের যীনাত ও ভূষণের প্রকাশ না ঘটায়।)[৯৬০] আর নারিগণ যেন এভাবে ভূমিতে পদক্ষেপ না করে যাতে ঐ যীনাত ও ভূষণের উপস্থিতি জানা যায়, যা তারা (ধর্মত) গোপন রাখতে আদিষ্টা। আর আয় মুমিনীন (ও মুমিনাত), তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র অভিমুখে তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآئِكُمْ ۭ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۭ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝

৩২. আর তোমাদের মধ্য হতে যারা অবিবাহিত (পুরুষ বা নারী) তোমরা তাদের বিবাহের ব্যবস্থা কর। এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা (বিবাহের) উপযুক্ত তাদেরও (বিবাহের ব্যবস্থা কর)। তারা যদি গরীব হয়, (যা বিবাহের পথে বাধা বলে মনে করা হয়, তাহলে বিশ্বাস রেখ,) আপন অনুগ্রহে আল্লাহ্ তাদের সচ্ছল করে দেবেন। আর আল্লাহ্ তো অতিপ্রাচুর্যবান, (সর্ববিষয়ে) পূর্ণ জ্ঞাত

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۭ وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا ۠ وَّاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اٰتٰىكُمْ ۭ وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَاۗءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۭ وَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْۢ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

৩৩. আর যারা বিবাহ করার (আর্থিক) সামর্থ্য রাখে না (আবার বিশ্বাসে দুর্বল) তারা যেন সংযম

---

[৯৬০] তবে এসব ক্ষেত্রেও মাত্রার তারতম্য অবশ্যই রয়েছে। যেমন স্বামীদের ক্ষেত্রে রয়েছে সর্বোচ্চ সুযোগ। তারপর ঘরে যাদের যথেষ্ট যাতায়াত তাদের ক্ষেত্রে কিছু অতিরিক্ত ছাড় থাকে। তবে সর্বক্ষেত্রেই সংযমের আবরণ রক্ষা করা জরুরি, এক্ষেত্রে স্বাভাবিক বিবেচনাই হল নির্ধারক।

রক্ষা করে, যতক্ষণ (না) আপন অনুগ্রহে আল্লাহ তাদের সচ্ছল/অভাবমুক্ত করে দেন। আর তোমরা যাদের মালিকানা অর্জন করেছ, তাদের মধ্যে যারা কিতাবাত/মুক্তির চুক্তিপত্র করতে চায়, তো যদি তোমরা তাদের মধ্যে (কিতাবাতের অনুকূল) ভালো কিছু দেখ তাহলে তাদের সঙ্গে কিতাবাত কর। আর (হে সাধারণ মুসলিমসমাজ!) আল্লাহ্‌র মাল থেকে, যা তিনি তোমাদের দান করেছেন, তা থেকে তাদেরও তোমরা দান কর। আর তোমাদের তরুণী (দাসী)রা যদি পবিত্র থাকতে চায়, দুনিয়ার জীবনের সম্পদ অর্জনের চাহিদার জন্য তাদের তোমরা 'ব্যভিচারে' বাধ্য কর না। আর যে তাদের বাধ্য করবে, তো (তোমাদের পক্ষ হতে) তাদের, বাধ্য করার পর অবশ্যই আল্লাহ্ (তাদের প্রতি) পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَآ إِلَيْكُمْ آيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ وَّمَثَلًا مِّنَ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٣٤﴾

৩৪. আর সুনিশ্চিত, আমি তোমাদের প্রতি নাযিল করেছি বিভিন্ন আয়াত যা (প্রতিটি বিষয়) স্পষ্ট করে দেয় এবং তাদের উদাহরণও (তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি) যারা তোমাদের পূর্বে বিগত হয়েছে এবং মুত্তাকীনের জন্য (উপকারী) উপদেশও (তুলে ধরেছি)।

(রুকূ – ৫)

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ ؕ اَلْمِصْبَاحُ فِيْ زُجَاجَةٍ ؕ اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ ۙ يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ؕ نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ ؕ يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٣٥﴾

৩৫. আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর নূর (ও জ্যোতি)। তাঁর নূর ও জ্যোতির উদাহরণ হল, যেন একদীপাধার, যাতে রয়েছে একটি প্রদীপ, প্রদীপটি রয়েছে একটি কাঁচের (আবরণের) মধ্যে। কাঁচের আবরণটি যেন একটি তারকা, মুক্তার মত চমকদার। প্রদীপটি প্রজ্বলিত করা হয় বরকতপূর্ণ এক বৃক্ষ, যায়তূনের তেল থেকে, ঐবৃক্ষটি না পূর্বমুখী, আর না পশ্চিমমুখী (সর্বক্ষণ সূর্যের আলো পাওয়া বৃক্ষ)। তার তেল যেন নিজেই জ্বলে ওঠবে, যদিও আগুন তাকে স্পর্শ পর্যন্ত না করে। যেন নূরের উপর নূর– জ্যোতির উপর জ্যোতি! আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন তাকে পথ দেখিয়ে আপন নূর পর্যন্ত নিয়ে যান। আর আল্লাহ্ লোকদের (কল্যাণের) জন্য উদাহরণসমস্ত বর্ণনা করেন। আর আল্লাহ্ প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত।

فِيْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ ۙ يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ﴿٣٦﴾ رِجَالٌ ۙ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ ۙ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ ﴿٣٧﴾ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٨﴾

৩৬. যে সমস্ত গৃহ সম্পর্কে আল্লাহ্ আদেশ করেছেন যে, তার মর্যাদা যেন সমুচ্চ করা হয় এবং তাতে যেন তাঁর নামের যিকির হয়, ঐসব ঘরে সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁর নামে তাসবীহ জপে– ৩৭. এমন

কিছু সাধুপুরুষ যাদেরকে না কোন তিজারত, আর না কোন বেচা-কেনা অন্যমনস্ক করতে পারে, আল্লাহ্র যিকির থেকে এবং ছালাত কায়েম করা থেকে এবং যাকাত আদায় করা থেকে। তারা এমন এক দিনকে ভয় করে যখন অন্তর ও চক্ষু উলটপালট হয়ে যাবে। ৩৮. (ঐ দিনটি আসবে) যেন আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের সর্বোচ্চ আমলের প্রতিদান দিতে পারেন, এমনকি আপন অনুগ্রহ থেকে তাদের বৃদ্ধিও করতে পারেন। আর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন বেলা হিসাব রিযিক দিতে পারেন।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍۢ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَآءً ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا وَّوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهٗ
فَوَفّٰىهُ حِسَابَهٗ ؕ وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝ اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِيْ بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَّغْشٰىهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ؕ
ظُلُمٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ؕ اِذَآ اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرٰىهَا ؕ وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ ۝

৩৯. পক্ষান্তরে যারা কুফুরে ডুবে আছে, তাদের আমলগুলো হচ্ছে মরুভূমিতে বিদ্যমান মরীচিকার মত, তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি যাকে পানি ভাবে (আর বিভ্রান্ত হয়ে সেদিকে ছুটে যায়)। এমনকি যখন সে সেখানে যায় তখন ঐ মরীচিকাকে কোনকিছু বলে দেখতে পায় না, বরং সেখানে সে (মৃত্যুর রূপে) আল্লাহ্কে পায়, আর তিনি তার পুরাপুরা হিসাব চুকিয়ে দেন। আল্লাহ্ তো হিসাবে বড় ক্ষিপ্র। ৪০. অথবা (তাদের আমলের উদাহরণ হল) যেন কোন গভীর সমুদ্রে স্তরে স্তরে বিদ্যমান অন্ধকার। সমুদ্রকে ঢেকে ফেলেছে এক বিরাট ঢেউ, তার উপর আরেকটা ঢেউ, তার উপর থেকে মেঘ। এভাবে একের উপর এক অন্ধকার।[৯৬১] এ অবস্থায় যদি/ যখন সে তার হাত বাড়ায়, তখন মোটেই সে তা দেখতে পায় না। আর আল্লাহ্ই যাকে নূর না দেন, তার জন্য তো কোন নূর নেই।

(রুকূ - ৬)

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالطَّيْرُ صٰٓفّٰتٍ ؕ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهٗ وَتَسْبِيْحَهٗ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ
بِمَا يَفْعَلُوْنَ ۝ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ۝

৪১. (আয় মোখাতাব!) তুমি কি দেখোনি যে, আল্লাহ্, তাঁর জন্য তাসবীহ জপে যারা রয়েছে আসমান -সমস্তে ও যমীনে, আর ডানা মেলে উড়ন্ত পক্ষীকুলও (তাসবীহ জপে)। প্রত্যেকে (আল্লাহ্র পক্ষ হতে) তার নিজস্ব ছালাত ও নিজস্ব তাসবীহ জেনে গিয়েছে। আর যাকিছু তারা করে আল্লাহ্ সে সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত। ৪২. আর আল্লাহ্রই জন্য আসমানসমস্ত ও যমীনের মালিকানা/রাজত্ব। আর আল্লাহ্রই দিকে গন্তব্য (সকলের)।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُزْجِيْ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهٗ ثُمَّ يَجْعَلُهٗ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ وَيُنَزِّلُ مِنَ
السَّمَآءِ مِنْ جِبَالٍ فِيْهَا مِنْۢ بَرَدٍ فَيُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ وَيَصْرِفُهٗ عَنْ مَّنْ يَّشَآءُ ؕ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهٖ يَذْهَبُ بِالْاَبْصَارِ ۝
يُقَلِّبُ اللّٰهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِي الْاَبْصَارِ ۝

---

[৯৬১] এমন কিছু আঁধার, যার কিছু অংশ কিছু অংশের উপর (বিদ্যমান)/এভাবে স্তরের উপর স্তরে বিদ্যমান আঁধারপুঞ্জ।

৪৩. (আয় মোখাতাব!) তুমি কি দেখোনি যে, আল্লাহ্ মেঘমালা তাড়িয়ে/হাঁকিয়ে নেন, তারপর সেগুলোর মাঝে জোড়া দেন, তারপর সেগুলোকে স্তরে স্তরে কালো মেঘে রূপান্তরিত করেন।[৯৬১] তারপর তুমি বারিধারা দেখতে পাও, যা তার মধ্য হতে বের হয়ে আসছে। আর আসমানে (মেঘের আকারে) যে অসংখ্য পাহাড় রয়েছে তা থেকে তিনি শিলা বর্ষণ করেন।[৯৬২] তারপর যাকে ইচ্ছা করেন তাকে তা দ্বারা আক্রান্ত করেন, আর যাকে ইচ্ছা করেন তার থেকে তা সরিয়ে দেন। লাগে যেন তার বিজলীর চমক চোখের দৃষ্টি নিয়ে যাবে।[৯৬৪] ৪৪. (একইভাবে) আল্লাহ্ রাত ও দিনের বিবর্তন ঘটান। চক্ষুষ্মানদের জন্য/দৃষ্টিশক্তির অধিকারীদের জন্য সত্যি সত্যি তাতে রয়েছে শিক্ষার বিষয়।

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنْ مَّآءٍ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى بَطْنِهٖ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى رِجْلَيْنِ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰٓى اَرْبَعٍ ۚ يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ لَقَدْ اَنْزَلْنَآ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ ۚ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

৪৫. আর (ভূমিতে/পৃথিবীতে বিচরণকারী) প্রতিটি প্রাণীকে আল্লাহ্ পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন। অনন্তর তাদের থেকে কিছু নিজের পেটের উপর ভর দিয়ে চলে, আর তাদের থেকে কিছু দু'পায়ের উপর (খাড়া হয়ে) চলে, আর তাদের থেকে কিছু চার পায়ের উপর চলে, আর আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন সৃষ্টি করেন। সত্যি আল্লাহ্ প্রতিটি জিনিসের উপর পূর্ণ সক্ষম। ৪৬. সুনিশ্চিত, আমি এমন কিছু আয়াত নাযিল করেছি যা (বিভিন্ন বিষয়ের হাকীকত) খুলে খুলে বয়ান করে।[৯৬৫] আর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন (সেগুলো দ্বারা তাকে) সরল পথের দিকে পরিচালিত করেন।

وَيَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُوْلِ وَاَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ۚ وَمَآ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ۝ وَاِذَا دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ۝ وَاِنْ يَّكُنْ لَّهُمُ الْحَقُّ يَاْتُوْٓا اِلَيْهِ مُذْعِنِيْنَ ۝ اَفِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَمِ ارْتَابُوْٓا اَمْ يَخَافُوْنَ اَنْ يَّحِيْفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُوْلُهٗ ۚ بَلْ اُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

৪৭. আর (যাদের দিলের মধ্যে নেফাকের ব্যাধি) তারা বলে, আমরা তো আল্লাহ্র প্রতি ও রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি, আর আনুগত্য গ্রহণ করে নিয়েছি। তারপর তাদের থেকে একদল এসব কথা বলার পরও মুখ ফিরিয়ে নেয়। হাকীকতে ওরা কিন্তু মুমিন নয়। ৪৮. আর (মুমিন না হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ এই যে,) যখন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকে তাদের ডাকা হয় যেন তাদের মাঝে তিনি (ন্যায়সঙ্গত) মীমাংসা করেন তখন হঠাৎ দেখা যায়, তাদের থেকে একটা দল মুখ ফিরিয়ে নেয়। ৪৯. পক্ষান্তরে হক ও প্রাপ্য যদি তাদের অনুকূলে হয় তাহলে (তা উশুল করার জন্য) 'ভালো মানুষ/ফরমাবরদার সেজে' এসে পড়ে। ৫০. তো তাদের দিলে কি মরয আছে, না তারা দ্বিধায় পড়ে আছে, না তারা এ আশঙ্কায় আছে যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তাদের উপর কোন যুলুম চাপিয়ে দেবেন!

---

[৯৬১] তারপর সেগুলোকে পুঞ্জীভূত ঘনঘটায় পরিণত করেন।

[৯৬২] আর তিনি কিছু শিলা বর্ষণ করেন আসমান থেকে, তাতে (মেঘের আকারে) বিদ্যমান পর্বতপুঞ্জ থেকে।

[৯৬৪] তার বিদ্যুতের ঝলক (সবার) দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেয়ার উপক্রম করে।

[৯৬৫] সুনিশ্চিত, আমি (সত্যকে) স্পষ্টকারী কতিপয় আয়াত নাযিল করেছি।

আসলে ওরাই হচ্ছে (নেফাক ও কুফুরের পথে চলার মাধ্যমে নিজেদের উপর) যুলুমকারী।

(রুকূ – ৭)

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥١﴾ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٥٢﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ ۖ قُلْ لَا تُقْسِمُوا ۖ طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٣﴾

৫১. মুমিনীনকে যখন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকে ডাকা হয়, যাতে তিনি তাদের মাঝে ফায়ছালা করেন তখন তাদের বক্তব্য শুধু এই হয় যে, তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং মান্য করলাম। আর ওরাই হল সফলকাম। ৫২. আর যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে মান্য করে এবং আল্লাহ্কে ভয় করে এবং তাঁকে সমীহ করে তো ওরাই হল (আপন উদ্দেশ্যে) জয়ী। ৫৩. আর (আয় পেয়ারে নবী!) তারা (মুনাফিকীন) আল্লাহ্র নামে কসম করে, বেশ জোরালো কসম! (এই মর্মে যে,) যদি আপনি তাদের আদেশ করেন, (সবকিছু ছেড়েছুঁড়ে আল্লাহ্র রাস্তায় বেরিয়ে পড়ো,) তাহলে সত্যি সত্যি তারা বেরিয়ে পড়বে। আপনি বলুন, (এত আড়ম্বরপূর্ণ) কসম কর না। (তোমাদের) আনুগত্য তো (সবার) জানা! যাকিছু তোমরা কর, অবশ্যই আল্লাহ্ সে বিষয়ে পূর্ণ অবগত।

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ ۖ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ۚ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٥٤﴾

৫৪. (তাদের উদ্দেশ্যে) আপনি বলুন, তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর, তখন যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে (জেনে রাখো, তাতে রাসূলের কোন ক্ষতি নেই, কারণ) তাঁর উপর তো ঐ পরিমাণই বর্তাবে যা তাঁর উপর অর্পণ করা হয়েছে, আর তোমাদের উপর ঐ পরিমাণই বর্তাবে যা তোমাদের উপর অর্পণ করা হয়েছে। আর যদি তোমরা (অন্তরের সঙ্গে) তাঁর আনুগত্য কর তাহলে তোমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে, আর রাসূলের উপর দায়িত্ব তো হল শুধু সুস্পষ্টরূপে পৌঁছে দেয়া।

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾

৫৫. তোমাদের থেকে যারা ঈমান এনেছেএবং বিভিন্ন নেক আমলে মশগূল রয়েছে, আল্লাহ্ তাদের ওয়াদা দিয়েছেন, সত্য সত্য যমীনে তাদের তিনি (নিজের) জানশীন বানাবেন, যেমন যারা তাদের পূর্বে বিগত হয়েছে, তাদের বানিয়েছেন।[৯৬৬] আর সত্যি সত্যি তাদের অনুকূলে তাদের দ্বীনকে

---

[৯৬৬] বিকল্প তরজমা– তোমাদের মধ্যে যারা মুমিন ও নেককার তাদের সঙ্গে আল্লাহ্র ওয়াদা এই যে, অবশ্যই তাদের তিনি ভূমিতে (নিজের) খলীফা/স্থলবর্তী বানাবেন যেমন তাদের পূর্ববর্তীদের বানিয়েছেন।

তিনি প্রতিষ্ঠা দান করবেন, যে দ্বীন তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন। আর তাদের (দীর্ঘকালের) ভয়গ্রস্ততার পরে বিনিময়ে তাদের তিনি নিরাপদতা দান করবেন। (এখন তাদের শুধু কর্তব্য হল যে,) তারা আমার ইবাদত করবে, আর আমার সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক করবে না।[৯৬৭] তবে এর পরেও যারা কুফুর করবে, তো ওরাই হবে পাপাচারী (ও নাফরমান)।

وَ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٥٦﴾ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مُعْجِزِيْنَ فِي الْاَرْضِ ۚ
وَ مَاْوٰىهُمُ النَّارُ ؕ وَ لَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿٥٧﴾

৫৬. আর তোমরা ছালাত কায়েম কর এবং যাকাত আদায় কর এবং রাসূলকে মান্য কর, যাতে তোমাদেরকে রহম করা হয়। ৫৭. তুমি মোটেই মনে কর না যে, যারা কুফুর করেছে, ভূখণ্ডে (কোথাও পালিয়ে গিয়ে তারা আমাকে) অক্ষম করে ফেলবে। আসলে তাদের ঠিকানা হল জাহান্নাম, আর কত না নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল তা!

(রুকূ - ৮)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَ الَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرّٰتٍ ؕ مِنْ قَبْلِ
صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَ حِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ وَ مِنْۢ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَآءِ ۫ ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْ ؕ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَ لَا
عَلَيْهِمْ جُنَاحٌۢ بَعْدَهُنَّ ؕ طَوّٰفُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٥٨﴾

৫৮. আয় আহলে ঈমান, যে সকল দাস-দাসী তোমাদের মালিকানায় রয়েছে, আর তোমাদের মধ্য হতে যারা এখনো প্রাপ্তবয়স্কতার অবস্থায় পৌঁছেনি, (বিশেষ করে) তিন সময় (তোমাদের কাছে আসার জন্য) তারা যেন তোমাদের অনুমতি নেয়– ছালাতুল ফজরের আগে, আর দুপুরের সময় যখন তোমরা পোশাক খুলে রেখে থাকো,[৯৬৮] আর ছালাতুল ইশার পরে। এ তিনটি হল তোমাদের পর্দারক্ষার সময়। এ সময়গুলোর পরে না তোমাদের উপর কোন গোনাহ রয়েছে, আর না তাদের উপর। তারা তো তোমাদের কাছে যাতায়াতকারী, (আর) তোমাদেরও কতক কতকের কাছে (যাতায়াত কর)। এভাবেই আল্লাহ্ তোমাদের জন্য আয়াত ও বিধান বয়ান করেন। আর আল্লাহ্ (সর্ববিষয়ে) পূর্ণ জ্ঞাত, পরম প্রজ্ঞাবান।

وَ اِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَاْذِنُوْا كَمَا اسْتَاْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ
عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٥٩﴾ وَ الْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الّٰتِيْ لَا يَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍۭ
بِزِيْنَةٍ ؕ وَ اَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ؕ وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٦٠﴾

৫৯. আর তোমাদের (পরিবার থেকে গণ্য) শিশুরা যখন প্রাপ্তবয়সে উপনীত হয় তখন তারা যেন

---

[৯৬৭] ফাতহে মক্কা দ্বারা, বরং হোদায়বিয়ার সন্ধি দ্বারা সে ওয়াদা আল্লাহ্ পুরা করেছেন।

[৯৬৮] যখন তোমরা পোশাকের শিথিলতার অবস্থায় থাক

অনুমতি চেয়ে নেয় যেমন অনুমতি চেয়েছে যারা তাদের পূর্বে (শিশু থেকে বড় হয়ে)ছিল। এভাবেই আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াত ও বিধান বয়ান করেন। আর আল্লাহ্ (সর্ববিষয়ে) পূর্ণ জ্ঞাত, পরম প্রজ্ঞাবান। ৬০. আর নারীদের মধ্যে যারা (বয়সের কারণে) 'ঘরবসা' হয়ে পড়েছে, যারা বিবাহের কোন আশা করে না। তো তাদের জন্য গোনাহ নেই যে, তারা (না-মাহরামদের সামনেও) তাদের (অতিরিক্ত) বস্ত্র খুলে রাখবে, এই শর্তে যে, ভূষণের প্রদর্শন করবে না। তবে সতর্কতা রক্ষা করাই তাদের জন্য কল্যাণকর।[৯৬৯] আর আল্লাহ্ সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন।

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَّلَا عَلٰٓى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوْا مِنْ بُيُوْتِكُمْ
أَوْ بُيُوْتِ اٰبَآئِكُمْ أَوْ بُيُوْتِ أُمَّهٰتِكُمْ أَوْ بُيُوْتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوْتِ أَخَوٰتِكُمْ أَوْ بُيُوْتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوْتِ عَمّٰتِكُمْ
أَوْ بُيُوْتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوْتِ خٰلٰتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَّفَاتِحَهٗٓ أَوْ صَدِيْقِكُمْ ؕ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوْا جَمِيْعًا
أَوْ أَشْتَاتًا ؕ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰٓى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبٰرَكَةً طَيِّبَةً ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ
لَكُمُ الْأٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٦١﴾

৬১. কোন অন্ধের জন্য কোন গোনাহ নেই এবং কোন পঙ্গুর জন্য কোন গোনাহ নেই এবং কোন অসুস্থের জন্য কোন গোনাহ নেই এবং তোমাদের নিজেদের জন্যও কোন গোনাহ নেই যে, তোমরা নিজেদের ঘরে, বা তোমাদের পিতাদের ঘরে, বা তোমাদের মাতাদের ঘরে, বা তোমাদের ভাইদের ঘরে, বা তোমাদের বোনদের ঘরে, বা তোমাদের চাচাদের ঘরে, বা তোমাদের ফুফুদের ঘরে, বা তোমাদের মামাদের ঘরে, বা তোমাদের খালাদের ঘরে, বা ঐ-সমস্ত ঘরে, যার চাবি তোমাদের হাতে রয়েছে, বা নিজেদের বন্ধুবান্ধবের ঘরে (ঘরওয়ালাদের থেকে আগে-পরে) কিছু খেয়ে নেবে। এতেও তোমাদের উপর কোন গোনাহ নেই যে, (নিঃসঙ্কোচে) একসঙ্গে, বা (সঙ্কোচের কারণে) আলাদা খেয়ে নেবে।[৯৭০] তো যখন তোমরা বিভিন্ন ঘরে দাখেল হবে তখন নিজেদের লোকদের সালাম দিয়ে নিও। (এটা দেখা-সাক্ষাতের) এমন বরকতপূর্ণ ও পবিত্র সম্ভাষণ যা আল্লাহ্র পক্ষ হতে নির্ধারিত। এভাবেই আল্লাহ্ তোমাদের জন্য আয়াত ও বিধান বয়ান করেন, যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার।

(রুকূ - ৯)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَإِذَا كَانُوْا مَعَهٗ عَلٰٓى أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوْا حَتّٰى يَسْتَأْذِنُوْهُ ؕ إِنَّ
الَّذِيْنَ يَسْتَأْذِنُوْنَكَ أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوْكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِّمَنْ شِئْتَ
مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهَ ؕ إِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٦٢﴾

---

[৯৬৯] অর্থাৎ শিথিলতার এ বিধান শুধুই বৈধতামূলক, তবে সতর্কতাই উত্তম।

[৯৭০] এটা হল তাদের প্রসঙ্গ যারা মা'যূর অবস্থায় কোন আত্মীয়ের ঘরে বাস করছে। তো এরকম হতো যে, মা'যূর নিজে ঘরের অন্যদের সঙ্গে দস্তরখানে বসতে কারণে, অকারণে সঙ্কোচ বোধ করছে, বা ঘরের লোকেরা ভাবছে যে, আমাদের সঙ্গে বসলে তাদের অস্বস্তি হতে পারে, এ সব বিবেচনায় যদি কেউ আলাদা খেয়ে নিতে চায় তো শরী'আতের পক্ষ হতে অনুমতি রয়েছে। সুবহানাল্লাহ্! কত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সামাজিক বিষয়েও কোরআনের দিকনির্দেশনা রয়েছে!

৬২. আসল মুমিন তো তারাই যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমানে অবিচল আছে। আর যখন তারা রাসূলের সঙ্গে কোন ইজতিমা'ঈ কাজে থাকে, তখন তারা (তাঁর কাছ থেকে) উঠে যায় না তাঁর অনুমতি না নিয়ে। (আয় পেয়ারে নবী!) যারা আপনার কাছ থেকে অনুমতি নেয়, ওরাই হল ঐ-সমস্ত লোক যারা (প্রকৃত অর্থেই) আল্লাহ্র প্রতি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান রাখে। তো তারা যদি নিজেদের বিশেষ কোন প্রয়োজনে আপনার কাছে অনুমতি চায় তখন আপনি তাদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা করেন (তাকে) অনুমতি দিন; আর তাদের জন্য আল্লাহ্র কাছে ইস্তিগফার করুন। আল্লাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

لَا تَجْعَلُوْا دُعَآءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ؕ قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ يَتَسَلَّلُوْنَ مِنْكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ
الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖۤ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٦٣﴾ اَلَاۤ اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ
قَدْ يَعْلَمُ مَاۤ اَنْتُمْ عَلَيْهِ ؕ وَيَوْمَ يُرْجَعُوْنَ اِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٦٤﴾

৬৩. (আয় আহলে ঈমান!) নিজেদের মধ্যে রাসূলকে ডাকার বিষয়টিকে তোমরা পরস্পরকে ডাকার মত (সাধারণ বিষয়) বানিয়ে ফেলো না।[৯৭১] নিশ্চিত, আল্লাহ তোমাদের মধ্য হতে ঐ লোকদের ভালোভাবে জানেন যারা একে অপরের আড়াল নিয়ে চুপিসারে সটকে পড়ে।[৯৭২] তো যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা যেন হুঁশিয়ার থাকে যে, (একারণে) তাদের উপর কোন ফিতনা যেন না এসে পড়ে, বা কোন যন্ত্রণাদায়ক আযাব যেন তাদের পাকড়াও না করে ফেলে। ৬৪. শোনো, যাকিছু আসমানসমস্তে এবং যমীনে আছে অবশ্যই তা আল্লাহ্রই জন্য। তোমরা যে অবস্থার উপরই থাকো, নিশ্চিত, আল্লাহ্ তা জানেন। আর যেদিন সবাইকে তাঁর অভিমুখে ফেরানো হবে; তখন তারা যাকিছু করেছে সেবিষয়ে তিনি তাদের অবহিত করবেন। আর প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ্ পূর্ণ জ্ঞাত

سُورَةُ الفُرْقَانِ ٢٥؛ مَكية؛ آياتها ٧٧ وركوعاتُها ٦

২৫-সূরা ফোরকান, মাক্কী; আয়াত ৭৭, রুকূ ৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَبٰرَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرَا ۙ﴿١﴾ الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ
وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا ﴿٢﴾ وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً لَّا يَخْلُقُوْنَ
شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ وَلَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا وَّلَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَّلَا حَيٰوةً وَّلَا نُشُوْرًا ﴿٣﴾

---

[৯৭১] বরং সর্বোচ্চ আদব রক্ষা করে তাঁকে ডাক দেয়া কর্তব্য। বিকল্প তরজমা- তোমাদের উদ্দেশ্যে রাসূলের ডাককে তোমাদের পরস্পরকে ডাকার মত হালকা মনে কর না (যে, ইচ্ছা হল, সাড়া দিলাম, ইচ্ছা হল, সাড়া না দিয়ে চলে গেলাম। এরকম শিথিলতা তোমাদের জন্য বড় খতরনাক)।

[৯৭২] মুনাফিকীনের আচরণ এমন ছিল। তো আল্লাহ্ তাদের হুঁশিয়ার করছেন যে, কেউ না হয় জানলো না, কিন্তু আল্লাহ্ তো জানেন, সুতরাং তাঁর আযাবের তো ভয় থাকা উচিত।

(শুরু করছি) রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে

১. বড় বরকতপূর্ণ হয়েছেন তিনি যিনি তাঁর বান্দার উপর ফোরকান নাযিল করেছেন, যাতে তা সারা জাহানের জন্য সতর্ককারী হতে পারে। ২. তিনি ঐ মহান সত্তা যে, তাঁরই জন্য রয়েছে আসমান-সমস্তের ও যমীনের রাজত্ব। আর তিনি কোন পুত্রসন্তান গ্রহণ করেননি, আর (তাঁর) রাজত্বে তাঁর জন্য কোন শরীক নেই। আর প্রতিটি জিনিসকে তিনি সৃষ্টি করেছেন, অনন্তর তাকে সুনির্দিষ্ট পরিমাপ-পরিমিতি দান করেছেন।

৩. আর তারা তাঁর পরিবর্তে বিভিন্ন ইলাহ গ্রহণ করেছে, যারা কোনকিছু সৃষ্টি করতে পারে না, বরং তাদেরই তো সৃষ্টি করা হয়। এমনকি তারা নিজেদের জন্যও (কোনকিছুর) মালিকানা রাখে না, না ক্ষতির, না উপকারের। (তেমনি) তারা না (কারো) মৃত্যুর মালিকানা রাখে, না জীবনের, আর না পুনরুত্থানের।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اِفْكُ ِۨافْتَرٰىهُ وَاَعَانَهٗ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ ۚ فَقَدْ جَآءُوْ ظُلْمًا وَّزُوْرًا ۝ وَقَالُوْٓا
اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۝ قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِيْ يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ
اِنَّهٗ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

৪. আর যারা কুফুর করেছে তারা বলে, এই কোরআন তো মনগড়া জিনিস ছাড়া আর কিছু নয়, যা ইনি গড়ে নিয়েছেন। আর অন্যকিছু লোকও এ বিষয়ে তাকে সাহায্য করেছে। আসলে (এ কথা বলে) তারা গুরুতর যুলুম এবং খোলা মিথ্যাচারের পর্যায়ে এসে পড়েছে। ৫. আর তারা বলে, এগুলো তো আগিলা লোকদের কল্পকাহিনী ছাড়া কিছু নয়! এগুলো তো তিনি লিখিয়েছেন, তো এগুলোই তাকে পড়ে শোনানো হয় সকালে ও সন্ধ্যায়। ৬. আপনি বলুন, এটি তো নাযিল করেছেন ঐ মহান সত্তা যিনি আসমানসমস্তে ও যমীনে বিদ্যমান সব ভেদ/রহস্য জানেন। অবশ্যই তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَقَالُوْا مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَاْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِيْ فِي الْاَسْوَاقِ ۭ لَوْلَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُوْنَ مَعَهٗ نَذِيْرًا ۝
اَوْ يُلْقٰٓى اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُوْنُ لَهٗ جَنَّةٌ يَّاْكُلُ مِنْهَا ۭ وَقَالَ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا ۝ اُنْظُرْ كَيْفَ
ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا ۝

৭. আর তারা (আরো) বলে, এই রাসূলের হল কী যে, তিনি খাবার গ্রহণ করেন, আবার বাজারে চলাচল করেন! কেন তার প্রতি একজন ফিরেশতা নাযিল করা হল না, যিনি সতর্ককারীরূপে তার সঙ্গে থাকবেন,– ৮. বা তার প্রতি কোন সম্পদ কেন নিক্ষেপ করা হয় না, বা (অন্তত) তার জন্য কোন বাগান তো থাকবে, যা থেকে তিনি আহার করবেন। আর (সবশেষে এই) যালিমীন (মুমিনীনকে) বলে, তোমরা তো আর কিছু না, শুধু একজন জাদুগ্রস্ত মানুষকে অনুসরণ করছ। ৯. (আয় পেয়ারে নবী! একটু) দেখুন না, কীভাবে তারা আপনার জন্য কথার পর কথা তৈরী করে! ফলে তারা (সরল পথ থেকে) বিচ্যুত হয়েছে, তাই তারা (উদ্ধারের) কোন পথ খুঁজে পাচ্ছে না।

(রুকূ - ২)

تَبٰرَكَ الَّذِيْٓ اِنْ شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذٰلِكَ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ وَ يَجْعَلْ لَّكَ قُصُوْرًا ﴿١٠﴾ بَلْ كَذَّبُوْا بِالسَّاعَةِ ۫ وَ اَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا ﴿١١﴾ اِذَا رَاَتْهُمْ مِّنْ مَّكَانٍۭ بَعِيْدٍ سَمِعُوْا لَهَا تَغَيُّظًا وَّ زَفِيْرًا ﴿١٢﴾

১০. ঐ মহান সত্তা বরকতপূর্ণ, যিনি যদি ইচ্ছা করেন, আপনার জন্য এর চেয়ে উত্তম কিছু নির্ধারণ করতে পারেন, এমন বাগবাগিচা যার তলদেশ দিয়ে নহর-নালা প্রবাহিত হয় এবং আপনার জন্য বহু বালাখানা তৈয়ার করতে পারেন। ১১. বরং (আসল সত্য,) তারা কেয়ামতের মিথ্যায়ন করেছে, আর যারা কিয়ামতের মিথ্যায়ন করে তাদের জন্য আমি তৈয়ার করে রেখেছি জ্বলন্ত আগুন ১২. যখন তা দূরবর্তী স্থান থেকে তাদের দেখবে, তখন তারা তার সক্রোধ গর্জন ও হুঙ্কার শুনতে পাবে।

وَ اِذَآ اُلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِيْنَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْرًا ﴿١٣﴾ لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوْرًا وَّاحِدًا وَّ ادْعُوْا ثُبُوْرًا كَثِيْرًا ﴿١٤﴾ قُلْ اَذٰلِكَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ؕ كَانَتْ لَهُمْ جَزَآءً وَّ مَصِيْرًا ﴿١٥﴾ لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَآءُوْنَ خٰلِدِيْنَ ؕ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْـُٔوْلًا ﴿١٦﴾

১৩. আর যখন কষে বেঁধে জাহান্নামের সঙ্কীর্ণ স্থানে তারা নিক্ষিপ্ত হবে তখন সেখানে তারা মৃত্যুকে ডাকবে। ১৪. (তখন উপহাস করে তাদের বলা হবে,) আজ তোমরা একটামাত্র মৃত্যুকে (একবার মাত্র) ডেক না, বরং বহু মৃত্যুকে (বারবার) ডাক, (বরং) ডাকতেই থাক। (কিন্তু তাতে কাজ কিছুই হবে না, আযাব শুধু বাড়বে, আযাবের যন্ত্রণা শুধু তীব্র হবে)। ১৫. আচ্ছা, বল তো, এ পরিণাম উত্তম, নাকি চিরস্থায়ী জান্নাত, মুত্তাকীনকে যার ওয়াদা করা হয়েছে। (বস্তুত) তা তাদের জন্য উত্তম প্রতিদান ও সুপরিণতি হবে। ১৬. সেখানে তাদের জন্য থাকবে যা তারা ইচ্ছা করবে, আর তারা (তাতে) চিরস্থায়ী বাসিন্দা হবে। এটা দায়দায়িত্বপূর্ণ এক ওয়াদা যা আপনার রব্ নিজের উপর (অনিবার্য করে নিয়েছেন)।

وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَ مَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَقُوْلُ ءَاَنْتُمْ اَضْلَلْتُمْ عِبَادِيْ هٰٓؤُلَآءِ اَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيْلَ ﴿١٧﴾ قَالُوْا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يَنْۢبَغِيْ لَنَآ اَنْ نَّتَّخِذَ مِنْ دُوْنِكَ مِنْ اَوْلِيَآءَ وَ لٰكِنْ مَّتَّعْتَهُمْ وَ اٰبَآءَهُمْ حَتّٰى نَسُوا الذِّكْرَ ۚ وَ كَانُوْا قَوْمًۢا بُوْرًا ﴿١٨﴾

১৭. আর (তারা যেন ঐ দিনটি স্মরণ করে) যখন তিনি জড়ো করবেন তাদেরকে এবং আল্লাহ্‌র বদলে যাকিছুর তারা উপাসনা করেছে তাদেরকে, অনন্তর তিনি (উপাস্যদের) বলবেন, তোমরাই কি আমার এই বান্দাদের বিচ্যুত করেছো, না তারা নিজেরাই পথ হারিয়েছে? ১৮. তারা বলবে, সুবহানাকা! আয় সুবহান! আমাদের তো কোন অধিকারই নেই যে, আপনার পরিবর্তে কোন অভিভাবকদল গ্রহণ করব। তবে (আসল হাকীকত এই যে,) তাদেরকে এবং তাদের পূর্বপুরুষকে আপনি ভোগবিলাস দান করেছেন, এমনকি যা স্মরণযোগ্য ছিল তাই (একসময়) তারা ভুলে গিয়েছে, আর পরিণত হয়েছে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিতে।

فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ ۙ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَّلَا نَصْرًا ۚ وَمَنْ يَّظْلِمْ مِّنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ﴿١٩﴾
وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّآ اِنَّهُمْ لَيَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِي الْاَسْوَاقِ ۭ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ
لِبَعْضٍ فِتْنَةً ۭ اَتَصْبِرُوْنَ ۚ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿٢٠﴾

১৯. তো (দেখো আয় আহলে কুফুর!) তারা তো তোমাদের ঐ সমস্ত কথা ঝুটলিয়ে দিয়েছে যা তোমরা বলতে, এখন না তোমরা (আযাবকে) টালতে পারবে, না কোন সাহায্য যোগাড় করতে পারবে। আর তোমাদের থেকে যে যুলুম করবে তাকে আমি বড় আযাব আস্বাদন করাবো। ২০. আর আপনার আগে যত রাসূলই আমি পাঠিয়েছি তাঁরা সবাই অবশ্যই খাবার গ্রহণ করতেন এবং বাজারে বিচরণ করতেন। আর (আসলে আয় আহলে ঈমান) আমি তোমাদের (মুমিন-কাফির) একপক্ষকে অপর পক্ষের জন্য পরীক্ষার বিষয় বানিয়েছি। তো এখন তোমরা কি (কাফিরীনের কষ্টদানের উপর) ছবর করবে! (যদি কর, তা তোমাদের জন্য উত্তম হবে,) আর আপনার রব্ তো সর্বদর্শী।

(রুকূ - ৩)

وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاۗءَنَا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلٰۗىِٕكَةُ اَوْ نَرٰى رَبَّنَا ۭ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا
كَبِيرًا ﴿٢١﴾ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلٰۗىِٕكَةَ لَا بُشْرٰى يَوْمَىِٕذٍ لِّلْمُجْرِمِيْنَ وَيَقُوْلُوْنَ حِجْرًا مَّحْجُوْرًا ﴿٢٢﴾ وَقَدِمْنَآ اِلٰى مَا عَمِلُوْا
مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَاۗءً مَّنْثُوْرًا ﴿٢٣﴾ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ يَوْمَىِٕذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَّاَحْسَنُ مَقِيْلًا ﴿٢٤﴾

২১. আর যারা আমার সাক্ষাতকে বিশ্বাস করে না,[৯৭৩] তারা বলে, কেন আমাদের উপর নাযিল করা হয় না ফিরেশতাদল, কিংবা কেন আপন রব্‌কে আমরা দেখতে পাই না! আসল হাকীকত এই যে, নিজেদের ভিতরে (নিজেদেরকে) তারা বড়কিছু ভেবে বসে আছে, আর তারা গুরুতর অবাধ্যতা প্রদর্শন করেছে। ২২. যেদিন তারা ফিরেশতাদল দেখতে পাবে, মুজরিমীনের জন্য সেদিন কোন খোশখবর থাকবে না, বরং তারা বলতে থাকবে, (আয় আল্লাহ,) রক্ষার উপায় দান করুন, (আমার থেকে/আমাদের থেকে ফিরেশতাদের) দূরে রাখুন।[৯৭৪] ২৩. আর (আখেরাতের দৃশ্য এমন হবে যে, দুনিয়াতে) যাকিছু আমল তারা করেছে, আমি সেগুলোর দিকে আগে বাড়বো, অনন্তর সেগুলো শূন্যে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণা(র মত মূল্যহীন/নিষ্ফল) করে দেবো।[৯৭৫] ২৪. আহলে জান্নাত সেদিন অবস্থানক্ষেত্রেও হবে অতি উত্তম এবং বিশ্রামক্ষেত্রেও হবে অত্যন্ত উত্তম/মনোরম।[৯৭৬]

---

[৯৭৩] ভিন্ন তরজমা- আর যারা (অবিশ্বাসের কারণে) আমার সাক্ষাতের আশাই করে না...

[৯৭৪] এ তরজমা মূলানুগ ও তারকীবানুগ। সহজ তরজমা- আমাদের দান করুন এক অলঙ্ঘনীয়/মযবূত আড়াল/অন্তরায়। (যেন তা অতিক্রম করে ফিরেশতাদল আমাদের কাছে আসতে না পারে। আযাবের ফিরেশতা আসার কারণে এমন হবে।)

[৯৭৫] আগে বাড়ার হাকীকত কী তা আল্লাহ্‌ই জানেন, আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না। বিকল্প তরজমা, তারা যাকিছু আমল করেছে আমি সেগুলোর ফায়ছালা করব/আমি সেগুলোর অভিমুখী হবো....।

[৯৭৬] অবস্থানক্ষেত্র ও বিশ্রামক্ষেত্র দু'টোরই উদ্দেশ্য হল জান্নাত, অর্থাৎ জান্নাতে তাদের অবস্থান এবং বিশ্রাম ও বিনোদন সবই হবে অতি উত্তম ও মনোরম।

وَ يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَآءُ بِالْغَمَامِ وَ نُزِّلَ الْمَلٰٓئِكَةُ تَنْزِيْلًا ﴿٢٥﴾ اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذِ ِالْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ ؕ وَ كَانَ يَوْمًا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ
عَسِيْرًا ﴿٢٦﴾ وَ يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا ﴿٢٧﴾ يٰوَيْلَتٰى لَيْتَنِيْ لَمْ اَتَّخِذْ
فُلَانًا خَلِيْلًا ﴿٢٨﴾ لَقَدْ اَضَلَّنِيْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَآءَنِيْ ؕ وَ كَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْاِنْسَانِ خَذُوْلًا ﴿٢٩﴾

২৫. আর যেদিন আসমান ফেটে গিয়ে একটি *'মেঘছায়াকে'* পথ করে দেবে,[৯৭৭] আর ফিরেশতাদের লাগাতার নামিয়ে আনা হবে।[৯৭৮] ২৬. সেদিন প্রকৃত রাজত্ব হবে একমাত্র রাহমানের। আর তা এমন দিন, কাফিরদের উপর যা হবে খুব কঠিন।[৯৭৯] ২৭. আর (স্মরণ কর ঐ দিন) যেদিন এই যালিম ইনসান, (পরিস্থিতির ভয়াবহতায় অনুতাপদগ্ধ হয়ে) নিজেরই হাত কামড়াবে,[৯৮০] আর বলবে, হায়, কত না ভালো হতো, যদি আমি রাসূলের সঙ্গে পথ গ্রহণ করতাম! ২৮. হায় রে নিপাত আমার! কত না ভালো হতো, যদি অমুককে আমি বন্ধু না বানাতাম! ২৯. সুনিশ্চিত, আমার কাছে সত্য আসার পরো আমাকে সে সত্য থেকে বিচ্যুত করেছে।[৯৮১] আর শয়তান তো (স্বভাবের দিক থেকেই, কঠিন সময়ে) মানুষের সঙ্গত্যাগকারী।[৯৮২]

وَ قَالَ الرَّسُوْلُ يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا ﴿٣٠﴾ وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ ؕ وَ كَفٰى
بِرَبِّكَ هَادِيًا وَّ نَصِيْرًا ﴿٣١﴾ وَ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً ۚ كَذٰلِكَ ۚ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ
وَ رَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا ﴿٣٢﴾

৩০. আর (সেদিন আল্লাহ্‌র) রাসূল (কাফিরীনের বিষয়ে নালিশ করে বলবেন,) আয় রব্! আমার কাউম তো এ-কোরআনকে *'মাহজূর'* (ও পরিত্যক্ত)ই করে রেখেছিল![৯৮৩] ৩১. (আয় পেয়ারে নবী! সান্ত্বনা গ্রহণ করুন, আহলে মক্কা যা করছে তা নতুন কিছু তো নয়!) এভাবেই প্রত্যেক নবীর জন্য আমি মুজরিমীন থেকে দুশমন তৈরী করেছি। তবে আপনার রব হিদায়াত দেয়ার জন্য এবং সাহায্য করার জন্য যথেষ্ট।[৯৮৪] ৩২. আর যারা কুফুরে ডুবে আছে তারা বলে, পুরো কোরআন এক-দফায় কেন তার উপর নাযিল করা হল না! (আয় পেয়ারে নবী!) তেমন করা হয়েছে, যেন তা দ্বারা (যখন যেমন প্রয়োজন) আপনার অন্তর দৃঢ় করতে থাকি। আর আমি তা পাঠ করিয়েছি ধীরে সুস্থে।

---

[৯৭৭] আয়াতের শব্দ হল الْغَمَامِ (মেঘ), এর হাকীকত আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না। তবে দৃশ্যটির জন্য আমাদের বুঝের সবচে' কাছের শব্দ হল মেঘ বা মেঘছায়া, তাই কোরআন শব্দটি ব্যবহার করেছে।

[৯৭৮] আশ্চর্যের কী যে, হয়ত ফিরেশতাদের অবতারণের দৃশ্যটিই হবে মেঘের মত।

[৯৭৯] ভিন্ন তরজমা– আর ঐ দিনটা কাফিরদের জন্য হবে বড়ই কঠিন।

[৯৮০] শব্দানুগ তরজমা– নিজের উভয়হাতে/উভয়হাতের উপর কামড় দেবে/বসাবে।

[৯৮১] এখানে মানবজীবনে সৎসঙ্গ ও অসৎসঙ্গের ভূমিকা প্রত্যক্ষ করতে পারি।

[৯৮২] সুতরাং স্বভাবগত কারণেই ঐকঠিন সময়ে শয়তানও তার পাশে দাঁড়াবে না, আর দাঁড়ালেও তো কিছু হবে না!

[৯৮৩] মুসলিম হয়েও জীবন যাপনে যারা কোরআনকে পরিত্যাগ করে রেখেছে, সেদিনের এই নববী নালিশ তাদের জন্যও ভয়ের কারণ, ব্যস, আল্লাহ্ রক্ষা করুন!

[৯৮৪] তবে আপনার রব্ হাদী ও নাছীররূপে যথেষ্ট।

وَلَا يَأْتُوْنَكَ بِمَثَلٍ اِلَّا جِئْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاَحْسَنَ تَفْسِيْرًا ﴿٣٣﴾ اَلَّذِيْنَ يُحْشَرُوْنَ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ اِلٰى جَهَنَّمَ ۙ اُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضَلُّ سَبِيْلًا ﴿٣٤﴾

৩৩. (কিছু কিছু করে নাযিল করার আরো উপকারিতা হল,) যখনই তারা কোন *'আনূখা'* (ও উদ্ভট) কথা নিয়ে আপনার কাছে আসে, আমি আপনার কাছে (তার) সত্য (জবাব) এবং উত্তম ব্যাখ্যা পেশ করি। ৩৪. যাদেরকে ঘেরাও করে উপুড় হয়ে চলা অবস্থায় জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে (দুনিয়াতে) ওরাই নিকৃষ্টতম স্থানে রয়েছে এবং সরল পথ থেকে অধিক বিচ্যুত অবস্থায় রয়েছে।

(সূরা – ৪)

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنَا مَعَهٗٓ اَخَاهُ هٰرُوْنَ وَزِيْرًا ﴿٣٥﴾ فَقُلْنَا اذْهَبَآ اِلَى الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۭ فَدَمَّرْنٰهُمْ تَدْمِيْرًا ﴿٣٦﴾ وَقَوْمَ نُوْحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ اَغْرَقْنٰهُمْ وَجَعَلْنٰهُمْ لِلنَّاسِ اٰيَةً ۭ وَاَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿٣٧﴾

৩৫. আর সুনিশ্চিত, মূসাকে আমি (তাওরাত) কিতাব দান করেছি, আর তাঁর সঙ্গে তাঁর ভাই হারূনকে ওযীর (ও সাহায্যকারী) নির্ধারণ করেছি। ৩৬. অনন্তর বলেছি, তোমরা দু'জন যাও ঐ কাউমের দিকে যারা আমার আয়াত ও নিশান ঝুটলিয়েছে,[৯৮৫] অনন্তর তাদের আমি সম্পূর্ণরূপে নাস্তানাবুদ করেছি। ৩৭. আর কাউমে নূহকে আমি হালাক করেছি, (যার বিবরণ এই,) যখন তারা রাসূলানকে ঝুটলিয়েছে তখন তাদের আমি ডুবিয়ে মেরেছি, আর লোকদের জন্য তাদেরকে আমি শিক্ষার বিষয় বানিয়েছি। আর যালিমীনের জন্য আমি যন্ত্রণাদায়ক আযাব তৈয়ার করে রেখেছি।

وَّعَادًا وَّثَمُوْدَا وَاَصْحٰبَ الرَّسِّ وَقُرُوْنًۢا بَيْنَ ذٰلِكَ كَثِيْرًا ﴿٣٨﴾ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْاَمْثَالَ ۠ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيْرًا ﴿٣٩﴾ وَلَقَدْ اَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِيْٓ اُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ ۭ اَفَلَمْ يَكُوْنُوْا يَرَوْنَهَا ۚ بَلْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ نُشُوْرًا ﴿٤٠﴾ وَاِذَا رَاَوْكَ اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا ۭ اَهٰذَا الَّذِيْ بَعَثَ اللّٰهُ رَسُوْلًا ﴿٤١﴾

৩৮. আর আমি ধ্বংস করেছি 'আদ ও ছামূদকে এবং কুয়ার লোকদেরকে[৯৮৬], আর এর মাঝে বহু প্রজন্মকে। ৩৯. আর (তাদের) প্রত্যেককেই বোঝানোর জন্য আমি বিভিন্ন উদাহরণ দিয়েছি (কিন্তু তারা বুঝ নেয়নি,) তখন প্রত্যেককেই আমি একেবারে পিষে ফেলেছি। ৪০. আর সুনিশ্চিত, (মক্কার মুশরিকীন তাদের বিভিন্ন সফরে) ঐ জনপদে এসেছে/ঐ জনপদ দিয়ে যাতায়াত করেছে, যা নিকৃষ্ট বৃষ্টিতে (প্রস্তরবৃষ্টিতে) আক্রান্ত হয়েছে।[৯৮৭] তো তারা কি ঐ জনপদ দেখে এসেছে না, (তবু কেন তারা শিক্ষা গ্রহণ করল না, করতেও তো পারতো!) আসলে তো (অবিশ্বাসের কারণে) তারা পুনরুত্থানের কোন আশাই/কোন ভয়ই করত না। ৪১. আর (আয় পেয়ারে নবী!) যখনই তারা আপনাকে দেখে,

---

[৯৮৫] তাঁরা গেলেন, দাওয়াত দিলেন, আর মুজরিমীন অবাধ্যতা করল...

[৯৮৬] আছহাবুর্-রাস্ মানে কুয়ার লোকেরা। তো কারা এ কাউম, কে ছিলেন তাদের কাছে প্রেরিত নবী, কী ছিল তাদের বৃত্তান্ত, কোরআন ও সুন্নায় তার কোন বিবরণ নেই। এক বর্ণনায় আছে, তাদের নবীকে তারা কুয়ায় ফেলে হত্যা করেছিল, তাই এ নামে তাদের পরিচয়, বাকি আসল খবর তো আল্লাহ্‌র কাছে।

[৯৮৭] যাদের ধ্বংস করা হয়েছে নিকৃষ্ট বৃষ্টি দ্বারা।

তখনই তারা (এই বলে) আপনাকে তামাশার পাত্র বানাতে চায়, এই কি সে, যাকে আল্লাহ্ রাসূল করে পাঠিয়েছেন!

إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا لَوْلَآ اَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا ۭ وَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ حِيْنَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ اَضَلُّ سَبِيْلًا ۝ اَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ ۭ اَفَاَنْتَ تَكُوْنُ عَلَيْهِ وَكِيْلًا ۝ اَمْ تَحْسَبُ اَنَّ اَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُوْنَ اَوْ يَعْقِلُوْنَ ۭ اِنْ هُمْ اِلَّا كَالْاَنْعَامِ ۭ بَلْ هُمْ اَضَلُّ سَبِيْلًا ۝

৪২. এ তো আমাদেরকে আমাদের ইলাহসমস্ত থেকে বিচ্যুত করেই ফেলেছিল, যদি না আমরা তাদের (উপাসনার) উপর অবিচল থাকতাম। আর (যারা এসব প্রলাপ বকছে) অতিশীঘ্র তারা জানতে পারবে যখন (নিজেদের চোখে) আযাব দেখতে পাবে, সরল পথ থেকে কে বেশী বিচ্যুত! ৪৩. (আয় পেয়ারে নবী!) আচ্ছা, দেখুন তো, যে নিজের খাহেশাতকে ইলাহ বানিয়ে রেখেছে, তো আপনি কি তার (এই কর্মের) উপর ওকীল (ও দায়বহনকারী) হতে পারেন! ৪৪. নাকি আপনি ভাবেন যে, এদের অধিকাংশ (সত্যের ডাক) শুনতে পায়, বা (তা) অনুধাবন করতে পায়! (না,) তারা তো আসলে চতুষ্পদ জন্তুর মত, বরং তারা সরল পথ থেকে (জন্তুর চেয়ে) বেশী বিচ্যুত।

(রুকূ - ৫)

اَلَمْ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ۚ وَلَوْ شَاۗءَ لَجَعَلَهٗ سَاكِنًا ۚ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيْلًا ۝ ثُمَّ قَبَضْنٰهُ اِلَيْنَا قَبْضًا يَّسِيْرًا ۝ وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا وَّالنَّوْمَ سُبَاتًا وَّجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوْرًا ۝ وَهُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ بُشْرًۢا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ۚ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاۗءِ مَاۗءً طَهُوْرًا ۝

৪৫. (আয় মোখাতাব!) তুমি কি তোমার রবের (কুদরতের) প্রতি দৃষ্টি দাওনি যে, (সূর্যোদয়ের সময় প্রতিটি স্থির জিনিসের) ছায়াকে কীভাবে তিনি ছড়িয়েছেন/লম্বা/বিস্তৃত করেছেন; তিনি যদি চাইতেন তাহলে তো ছায়াকে স্থির বানাতে পারতেন।[৯৮৮] (কিন্তু আমি তা করিনি, বরং সূর্যের রশ্মি পৌঁছতে দিয়ে ছায়াকে আমি প্রসারমাণ করেছি,) তারপর সূর্যকে (তার চলমানতাকে) আমি (বাহ্যিক) প্রমাণ বানিয়েছি ছায়ার ক্রমবিবর্তনের উপর। ৪৬. তারপর ধীর কোমল সঙ্কোচন দ্বারা আমি তাকে নিজের দিকে সঙ্কুচিত করেছি। ৪৭. আর তিনিই (ঐ মহান সত্তা) যিনি তোমাদের জন্য রাতকে লিবাস এবং ঘুমকে পূর্ণ প্রশান্তি(র কারণ) বানিয়েছেন, আর দিনকে বানিয়েছেন (কর্মের জন্য) উত্থানের সময়। ৪৮. আর তিনিই (ঐ মহান সত্তা) যিনি তাঁর রহমত(রূপী বৃষ্টি)র আগে (তার) সুসংবাদরূপে বায়ুপুঞ্জ প্রেরণ করেন। আর আসমান থেকে আমি পবিত্রতাদানকারী পানি/বৃষ্টি বর্ষণ করি-

لِّنُحْيِيَ بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا وَّنُسْقِيَهٗ مِمَّا خَلَقْنَآ اَنْعَامًا وَّاَنَاسِيَّ كَثِيْرًا ۝ وَلَقَدْ صَرَّفْنٰهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوْا ۡ فَاَبٰٓى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا ۝ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِيْ كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيْرًا ۝ فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا ۝

---

[৯৮৮] সূর্য উপরে উঠতে থাকতো, কিন্তু তার উপরে ওঠার চলমান রশ্মি মাটি পর্যন্ত পৌঁছতে দিতাম না। আর এটা তো সম্ভব ছিল, কারণ কোন কিছু কোন ব্যবস্থাপনার অনিবার্য পরিণতি নয়, সবই আমার ইচ্ছাধীন।

৪৯. যাতে তা দ্বারা মৃত (ও শুষ্ক) ভূমিকে আমি জীবন্ত (সজীব) করতে পারি; আর যেন আমি তা পান করাই বহু গবাদিপশু ও (বহু) মানুষকে, যাদের আমি সৃষ্টি করেছি।[৯৮৯] ৫০. আর সুনিশ্চিত, এ পানিকে মানুষের মাঝে আমি চক্রাধীন করেছি,[৯৯০] যাতে (কুদরতের নিশান দেখে) তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। (তাই তো করা কর্তব্য ছিল) কিন্তু অধিকাংশ লোক না-শোকরি ছাড়া আর সবকিছুই (যেন) প্রত্যাখ্যান করেছে।[৯৯১]

৫১. আর (আয় পেয়ারে নবী! আপনি কিন্তু তাতে হিম্মত হারা হবেন না, কারণ আপনি তো এখন থেকে সর্বযুগের, সর্বজনপদের বিশ্বনবী); আমি যদি চাইতাম তাহলে (আগের মত এ যুগেও) প্রতিটি জনপদে ভিন্ন সতর্ককারী পাঠাতে পারতাম। (কিন্তু তা করিনি, আপনাকে এবং আপনার উম্মতকে উচ্চ মর্যাদা দেয়ার জন্য)[৯৯২] ৫২. সুতরাং আপনি কাফিরীনের কথা শুনতে যাবেন না, বরং তা দ্বারা (কোরআনের প্রচার দ্বারা) তাদের বিরুদ্ধে জোরালো জিহাদ চালিয়ে যান।

وَهُوَ الَّذِيْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ۚ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّحِجْرًا مَّحْجُوْرًا ﴿٥٣﴾ وَهُوَ الَّذِيْ
خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّصِهْرًا ۭ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا ﴿٥٤﴾ وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا
يَضُرُّهُمْ ۭ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلٰي رَبِّهٖ ظَهِيْرًا ﴿٥٥﴾ وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ﴿٥٦﴾

৫৩. আর তিনিই তো সেই যিনি দুই জলভাগকে মিশ্রপ্রবাহ দান করেছেন, এটি সুমিষ্ট, তৃপ্তিকর; আর এটি নোনা, পান-অযোগ্য। আর তিনি উভয়ের মাঝে (বাহ্যিক মিশ্রণ সত্ত্বেও) স্থাপন করেছেন একটি (অদৃশ্য) আড়াল এবং (প্রকৃত মিশ্রণ থেকে) প্রতিরোধক ব্যবধান।[৯৯৩]

৫৪. আর তিনিই তো সেই যিনি 'পানি' থেকে মানবকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তাকে বংশীয় ও বৈবাহিক আত্মীয়তা দান করেছেন। (আয় মোখাতাব, যদি চিন্তা কর তাহলে এটি কুদরতের বড় আলামত,) আর তোমার রব্ তো (সর্বদিক থেকেই) বড় কুদরতওয়ালা।

৫৫. কিন্তু (কুদরতের এত এত আলামত সত্ত্বেও) তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুর উপাসনা করে যা তাদের না কোন উপকার করতে পারে, না তাদের কোন ক্ষতি করতে পারে। আর (আশ্চর্য, যালিম) কাফির তার রবের বিরুদ্ধেই কিনা 'কোমরবাঁধা'! ৫৬. (তবে আয় পেয়ারে নবী! তাদের কুফুরপ্রীতি ও ঈমান-বিমুখতায় আপনি পেরেশান হবেন না, কারণ) আপনাকে তো আমি শুধু বাশীর ও নাযীররূপেই পাঠিয়েছি।

---

[৯৮৯] এখানে 'বহু' মানে সমস্ত, সুতরাং তরজমায় আমরা 'বহু' এর স্থলে 'সমস্ত' ব্যবহার করতে পারি।

[৯৯০] নির্দিষ্ট একটি প্রক্রিয়ায় জলভাগ থেকে পানি উত্তোলন করা হয়, অর্থাৎ সূর্যের আলোতে বাষ্পীভূত হয়ে জলকণা আকাশে উঠে যায়, মেঘের আকারে তা ঝুলন্ত থাকে এবং সময়মত বৃষ্টিরূপে ভূমিতে নেমে আসে। তারপর প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহৃত হতে হতে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় আবার জলভাগে ফিরে যায়। আল্লাহ্‌র অসীম কুদরতের, এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কী হতে পারে!

[৯৯১] কিন্তু অধিকাংশ মানুষ নাফরমানি/নাশুকরি/অকৃতজ্ঞতাই শুধু প্রকাশ করেছে।

[৯৯২] তাছাড়া ক্রমেই এ বিশ্ব অভিন্ন জনপদের রূপ গ্রহণ করবে, যার জন্য এক নবী ও এক উম্মত অপরিহার্য। আজকের পরিভাষায় যাকে বলে গ্লোবাল ভিলেজ বা বিশ্বপল্লী।

[৯৯৩] অতিক্রম করা সম্ভব নয় এমন ব্যবধান। পৃথিবীর বিভিন্ন জলভাগে, এমনকি আমাদের দেশেও আল্লাহ্‌র এ কুদরতের নমুনা দেখা যায়।

قُلْ مَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِلَّا مَنْ شَآءَ اَنْ يَّتَّخِذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ﴿٥٧﴾ وَ تَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِهٖ ؕ وَ كَفٰى بِهٖ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرَا ﴿٥٨﴾ ۚ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۛ الرَّحْمٰنُ فَسْـَٔلْ بِهٖ خَبِيْرًا ﴿٥٩﴾ وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوْا وَ مَا الرَّحْمٰنُ ۗ اَنَسْجُدُ لِمَا تَاْمُرُنَا وَ زَادَهُمْ نُفُوْرًا ﴿٦٠﴾

৫৭. (কাফিরীনকে) আপনি বলুন, তাবলীগের উপর আমি তো তোমাদের কাছে কোন *'পারিশ্রমিক'* চাই না, তবে যে স্বেচ্ছায় তার রবের দিকে পৌঁছার পথ গ্রহণ করবে (সেই হবে আমার প্রতিদান)।[৯৯৪]
৫৮. আর আপনি ঐ চিরঞ্জীব সত্তার উপর তাওয়াক্কুল করুন, কখনো যার মৃত্যু হবে না।[৯৯৫] আর আপনি তাঁর প্রশংসাসহ তাসবীহ করুন। আর আপন বান্দাদের গোনাহের খবর রাখার ক্ষেত্রে তিনিই যথেষ্ট।
৫৯. (তিনিই তো সেই) যিনি আসমানসমস্ত ও যমীন এবং উভয়ের মাঝে যাকিছু রয়েছে তা ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠান গ্রহণ করেছেন। (তো) রাহমান, কোন বিজ্ঞকেই তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর। ৬০. আর যখন তাদের বলা হয়, তোমরা রহমানকে সিজদা কর, তখন তারা বলে, আচ্ছা, রহমান আবার কে? যার বিষয়েই তুমি হুকুম করবে তাকেই কি আমরা সিজদা করব!/তাকেই কি আমাদের সিজদা করতে হবে! আর তা (আপনার এরূপ কথা) তাদের বিরক্তিই শুধু বাড়িয়ে দেয়।

(রুকূ. ৬)

تَبٰرَكَ الَّذِيْ جَعَلَ فِي السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّ جَعَلَ فِيْهَا سِرٰجًا وَّ قَمَرًا مُّنِيْرًا ﴿٦١﴾ وَ هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الَّيْلَ وَ النَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا ﴿٦٢﴾

৬১. তিনি বড় বরকতপূর্ণ হয়েছেন যিনি আসমানে (গ্রহ-নক্ষত্রের জন্য) কিছু *'বিচরণক্ষেত্র'* বানিয়েছেন, আর তাতে একটি সমুজ্জ্বল প্রদীপ এবং আলো বিস্তারকারী চাঁদ স্থাপন করেছেন।
৬২. আর তিনিই তো সেই যিনি রাত ও দিনকে (একটিকে অন্যটির) অনুগামী করেছেন, (তবে এসব কথা) তার জন্যই (কল্যাণকর) যে উপদেশ গ্রহণ করতে চায়, বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চায়।

---

[৯৯৪] আর আমার এবং প্রত্যেক নবী-রাসূলের আসল প্রতিদান তো আল্লাহ্‌র নিকট।
[৯৯৫] তারকীবানুগ তরজমা, যিনি মৃত্যু বরণ করবেন না/ যিনি মারা যাবেন না।
খুব সহজেই বোঝা যায় যে, দ্বিতীয় তরজমাটিও তারকীবানুগ হলেও তাতে শালীনাতার কিছুটা হলেও অভাব রয়েছে, সেই তুলনায় প্রথমটি তারকীবানুগ হয়েও অপেক্ষাকৃত শালীন।
কথা হল, আরবীভাষার স্বভাব ও প্রকৃতি অনুযায়ী এ তারকীব গ্রহণযোগ্য হলেও বাংলাভাষার স্বভাব ও প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, তো বাংলার (এবং উর্দূ ও ফারসির) স্বভাবপ্রকৃতি রক্ষা করে তরজমা করা হয়েছে, 'যার কখনো মৃত্যু হবে না/ যার কোন মৃত্যু নেই।

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا ﴿٦٣﴾ وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا ﴿٦٤﴾ وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٥﴾ اِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ﴿٦٦﴾

৬৩. আর রাহমানের (প্রকৃত) বান্দা তো তারাই যারা ভূমিতে কোমলভাবে/নম্রভাবে/বিনয়ের সঙ্গে বিচরণ করে। আর যখন অজ্ঞরা (তর্কের মতলবে) তাদের সম্বোধন করে তখন তারা বলে 'সালাম' (তোমাদের শান্তি হোক, আর তর্ক এড়িয়ে যায়।) ৬৪. আর যারা (জীবনের) রাতগুলো যাপন করে তাদের রবের প্রতি সিজদা ও কিয়ামের অবস্থায়, ৬৫. আর যারা (দু'আ-মুনাজাতে) বলে, (ইয়া) রাব্বানা, জাহান্নামের আযাব আমাদের থেকে সরিয়ে দিন। জাহান্নামের আযাব তো স্থায়ী খেসারত! [৯৯৫] ৬৬ স্থিতিক্ষেত্র ও অবস্থানক্ষেত্র হিসাবে তা কতই না নিকৃষ্ট![৯৯৬]

وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾ وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا ﴿٦٨﴾ يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا ﴿٦٩﴾

৬৭. আর যারা যখন খরচ করে তখন না *'ফুযুলখরচি'* করে, না অতিকৃপণতা করে, বরং তারা হয় এ দু'ইয়ের মাঝে ভারসাম্যপূর্ণ। ৬৮. আর যারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য কোন ইলাহকে ডাকে না, আর যে প্রাণকে আল্লাহ্ মর্যাদাপূর্ণ/হুরমতওয়ালা/হারাম করেছেন তাকে না-হক কতল করে না, (তবে কোন হকের বিপরীতে হলে ভিন্ন কথা), আর যারা যিনা করে না। আর যে তা করে সে তো মন্দ পরিণতির সম্মুখীন হবে। ৬৯. কেয়ামতের দিন তো তার জন্য আযাব দ্বিগুণ করে দেয়া হবে, আর সে তাতে লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল থাকবে।

اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٧٠﴾ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاِنَّهٗ يَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا ﴿٧١﴾ وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ ۙ وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا ﴿٧٢﴾ وَالَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَّعُمْيَانًا ﴿٧٣﴾

৭০. তবে যে তাওবা করবে এবং ঈমানের উপর অবিচল থাকবে এবং নেক আমলে মশগূল থাকবে, তো আল্লাহ্ তাদের বদআমল নেক আমলে বদল করে দেবেন। আর আল্লাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৭১. আর যে কেউ তাওবা করে এবং নেক আমল করে সে তো আসলে আল্লাহ্‌র দিকে ঠিক ঠিক ফিরে আসে। ৭২. আর যারা (কখনো) গর্হিত বিষয়ে উপস্থিত থাকে না/যুক্ত/জড়িত হয় না। [৯৯৮] আর যখন তারা কোন বেহুদা কিছুর পাশ দিয়ে যায় তখন তারা আভিজাত্যের সঙ্গে/ অভিজাত

---

৯৯৬ জাহান্নামের আযাব তো চিরঅনিবার্য সর্বনাশ/চিরকাল সঙ্গে লেগে থাকা বরবাদি।

৯৯৭ অস্থায়ী ও স্থায়ী আবাস হিসাবে তা কত না নিকৃষ্ট! (খ) অস্থায়ী হোক বা স্থায়ী, নিবাস হিসাবে তা কত না নিকৃষ্ট!

৯৯৮ আয়াতের শব্দ হল زُوْر যার মূল অর্থ হল মিথ্যা, এখানে উদ্দেশ্য হল যে কোন গর্হিত কর্ম। এ অর্থেও এর ব্যবহার রয়েছে। ভিন্ন অর্থ- আর যারা মিথ্যা সাক্ষি দেয় না।

-রূপে পার হয়ে যায়।[৯৯৯] ৭৩. আর যারা যখন আপন রবের আয়াত দ্বারা তাদের উপদেশ দেয়া হয় তখন তারা ঐগুলোর উপর বধির ও অন্ধের মত ঝাঁপ দেয় না।[১০০০]

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ۝ اُولٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ
بِمَا صَبَرُوْا وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّسَلٰمًا ۝ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ۝ قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّيْ لَوْلَا
دُعَاۗؤُكُمْ ۚ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُوْنُ لِزَامًا ۝

৭৪. আর যারা (তাদের দু'আ ও মুনাজাতে) বলে, (ইয়া) রাব্বানা, আমাদের স্ত্রী-সন্তানদের মধ্য হতে আমাদের জন্য চোখের শীতলতা দান করুন।[১০০১] আর আমাদের আপনি মুত্তাকীনের ইমাম বানিয়ে দিন। ৭৫. ওদেরই প্রতিদান দেয়া হবে জান্নাতের বালাখানা তাদের ছবরের বিনিময়ে। আর সেখানে তাদের স্বাগত জানানো হবে প্রীতিবাক্য ও শান্তিবাক্য দ্বারা।
৭৬. তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। স্থিতিক্ষেত্র ও অবস্থানক্ষেত্ররূপে তা কত না উত্তম স্থান। ৭৭. (আয় পেয়ারে নবী! তাদের) আপনি বলুন, আমার রব্ তোমাদের কী পরোয়া করবেন যদি তোমরা (তাঁকে) না ডাকো! আর এখন তো তোমরা সত্যকেই ঝুটলিয়েছো তো অতিশীঘ্র এটা তোমাদের (জন্য) স্থায়ী সর্বনাশ ডেকে আনবে।

سُورَةُ الشعراء٢٦؛ مَكية؛ آياتها ٢٢٧ وركوعاتها ١١

২৬-সূরা শু'আরা, মাক্কী, আয়াত ২২৭, রুকূ ১১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

طٰسٓمّٓ ۝ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۝ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ۝ اِنْ نَّشَاْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِّنَ
السَّمَاۗءِ اٰيَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خٰضِعِيْنَ ۝ وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمٰنِ مُحْدَثٍ اِلَّا كَانُوْا عَنْهُ مُعْرِضِيْنَ ۝

---

[৯৯৯] অর্থাৎ বেহুদা কাজে জড়িতদের তারা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে না। এটা তো ঠিক আছে। তবে কোমলভাবে এবং মর্মস্পর্শী ভাষায় উপদেশ অবশ্যই দেয়।
এক্ষেত্রে হাদীছের বয়ানে যে স্বভাবসম্মত মূলনীতি এসেছে তা হল, সম্ভব হলে শক্তি প্রয়োগ করে বাধা দেয়া, তা সম্ভব না হলে মুখে কলমে (হামদর্দির সঙ্গে) নিন্দা/তিরস্কার করা এবং বাধা দেয়া। তাও যদি সম্ভব না হয় তাহলে অন্তরে ঘৃণা করা, যা ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর।
[১০০০] যেমন মুনাফিকীন গদগদ ভাব দেখায়, অথচ ভিতর থেকে গ্রহণ করে না। পক্ষান্তরে রহমানের বান্দারা যে কোন আয়াতের উপদেশ হৃদয় দিয়ে অনুভব করে, তারপর উপদেশের যথার্থতা হৃদয়ঙ্গম করে গ্রহণ করে।
[১০০১] আমাদের চোখ শীতল হয় এমন স্ত্রী-সন্তান আমাদের দান করুন।

(শুরু করছি) রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে

১. তোয়াসীম-মীম। ২. এগুলো/ঐগুলো (সত্যকে) সুস্পষ্টকারী কিতাবের আয়াত। ৩. (আয় পেয়ারে নবী!) হয়ত আপনি এই কষ্টে জান দিয়ে দিতে চান যে, এরা তো ঈমান আনছে না। ৪. আমি যদি চাইতাম তাহলে তাদের উপর আসমান থেকে কোন নিশান নাযিল করতাম, ফলে (তাদের ইচ্ছাশক্তি রহিত হয়ে যেতো, আর) তাঁর সামনে তাদের গর্দান ঝুঁকে যেতো।[১৩০২] (কিন্তু মানুষকে আমি ঈমানের উপর মজবূর করিনি।) ৫. তাই তো যখনই তাদের কাছে রাহমানের পক্ষ হতে নতুন কোন সদুপদেশ আসে, তখনই তারা তা থেকে সরে যায়।

فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۝٦ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۝٧ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ۝٨ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝٩

৬. (বিমুখতা এত চরম যে,) এমনকি তারা (দ্বীনে হককে) ঝুটলিয়েছে, (তাও বিদ্রূপের সঙ্গে)! তো যাকিছু নিয়ে তারা বিদ্রূপ করত, অতিসত্বর সেগুলোর হাকীকত তাদের সামনে এসে যাবে। ৭. তারা কি ভূমির প্রতি দৃষ্টিপাত করেনি, তাতে আমি উৎকৃষ্ট প্রকারের কত কিছু উৎপন্ন করেছি! ৮. তাতে তো অবশ্যই (আমার কুদরতের) বড় নিশান রয়েছে। তবু (সত্য এই যে,) তাদের অধিকাংশ মুমিন হয়নি। ৯. আর অতি সত্য, আপনার রবই মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

(রুকূ - ২)

وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝١٠ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ۚ أَلَا يَتَّقُونَ ۝١١ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ۝١٢ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ ۝١٣ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ۝١٤ قَالَ كَلَّا ۖ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا ۖ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ۝١٥

১০. (আয় পেয়ারে নবী! শিক্ষার জন্য এদের আপনি ঐ সময়ের ঘটনা বলুন) যখন আপনার রব্ মূসাকে ডাক দিয়ে বললেন যে, তুমি এই যালিম কাউমের কাছে যাও- ১১. ফির'আউনের কাউম, (এর কাছে এবং জিজ্ঞাসা কর, তারা কি আমার আযাব-গযবকে) ভয় করবে না! ১২. তিনি বললেন, (আয়) মেরে রব্, আমি আশঙ্কা করছি যে, তারা (আমাকে) ঝুটলাবে। ১৩. আর (এ অবস্থায় স্বভাবতই) আমার বুক সঙ্কুচিত হতে থাকে, আর (এমনিতেও) আমার জিহ্বা (পূর্ণ) জড়তামুক্ত হয় না। সুতরাং (সাহায্যকারীরূপে) হারূণের প্রতি (নবুয়তের) বার্তা প্রেরণ করুন। ১৪. আর তাদের পক্ষ হতে আমার উপর একটা হত্যার দায় আরোপিত রয়েছে। তাই আশঙ্কা করি যে, তারা আমাকে হত্যা করে ফেলবে। ১৫. আল্লাহ্ (আশ্বাস দিয়ে) বললেন, কিছুতেই না! তো তোমরা দু'জন যাও আমার নিশানসমস্ত নিয়ে। অবশ্যই আমি তোমাদের সঙ্গে (সবকিছু) শুনতে থাকবো। (আমার ইচ্ছার বাইরে তো কিছু হতে পারবে না!)

[১৩০২] তখন তো ঈমান আনা ছাড়া তাদের কোন উপায় থাকতো না, কিন্তু তাতে তো আর পরীক্ষা হতো না, যা মানবসৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য যে, মানুষ যা কিছু করবে নিজের ইচ্ছার উপর যেন করে, শাস্তি বা পুরস্কার এই ইচ্ছাশক্তির কারণেই হবে।

فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعٰلَمِينَ ﴿١٦﴾ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَآءِيلَ ﴿١٧﴾ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَّ
لَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴿١٨﴾ وَ فَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَ أَنْتَ مِنَ الْكٰفِرِينَ ﴿١٩﴾ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَّ أَنَا مِنَ
الضَّآلِّينَ ﴿٢٠﴾ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَّ جَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢١﴾

১৬. সুতরাং তোমরা ফির'আউনের কাছে এসো, আর বলো, অবশ্যই আমরা রাব্বুল আলামীনের (পক্ষ হতে প্রেরিত) রাসূল ১৭. এ বার্তাসহ যে, (বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে) বনী ইসরাঈলকে আমাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দাও। ১৮. (মূসার কথার উত্তরে) ফির'আউন বলল, একেবারে বাচ্চা অবস্থায় আমরা কি তোমাকে আমাদের মাঝে প্রতিপালন করিনি! তারপর তো তুমি আমাদের মাঝে তোমার জীবনের বেশ কিছুবছর অবস্থান করেছো! ১৯. আর তুমি তোমার যে কাণ্ড করেছো তা তো করেছোই, এমন অবস্থায় যে, তুমি (আস্ত) অকৃতজ্ঞ। ২০. তিনি বললেন, (হাঁ,) তা আমি করেছি, তবে তখন আমি ভুলের উপর ছিলাম, (সেটা আমার ইচ্ছাকৃত ছিল না।) ২১. তবে যখন আমি তোমাদের বিষয়ে আশঙ্কা বোধ করলাম তখন আমি তোমাদের থেকে পালিয়ে গেলাম। তারপর আমার রব্ আমাকে প্রজ্ঞা দান করেছেন, আর আমাকে রাসূলানের জামাতে শামিল করেছেন।

وَ تِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَّ بَنِي إِسْرَآءِيلَ ﴿٢٢﴾ قَالَ فِرْعَوْنُ وَ مَا رَبُّ الْعٰلَمِينَ ﴿٢٣﴾ قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضِ
وَ مَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُّوقِنِينَ ﴿٢٤﴾ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ﴿٢٥﴾ قَالَ رَبُّكُمْ وَ رَبُّ ءَابَآئِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنَّ
رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴿٢٧﴾

২২. আর যে অনুগ্রহ তুমি আমার উপর ফলাচ্ছো সেটা তো এই যে, বনী ইসরাঈলকে তুমি দাসে পরিণত করেছো। ২৩, (প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে) ফির'আউন বলল, আচ্ছা রাব্বুল আলামীন আবার কী?! ২৪. তিনি বললেন, তিনি হলেন আসমানসমস্ত ও যমীন এবং উভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর রব্। যদি তোমরা সত্যি একীন করতে চাও (তো কর)।[১০০৩] ২৫. ফির'আউন চারপাশের লোকদের উদ্দেশ্যে বলল, তোমরা কী শুনতে পাচ্ছো না, (কী প্রলাপ বকা হচ্ছে)! ২৬. মূসা (কথার ধারা অব্যাহত রেখে) বললেন, তিনি তো তোমাদেরও রব্ এবং তোমাদের আগিলা পূর্বপুরুষানেরও রব্।[১০০৪] ২৭. ফির'আউন (আবার উসকানি দেয়ার উদ্দেশ্যে) বলল, এই যে তোমাদের রাসূল, যাকে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে, আস্ত পাগল।

قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ مَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾ قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ

[১০০৩] ফির'আউনের প্রশ্ন ছিল রাব্বুল আলামীনের যাত ও সত্তা সম্পর্কে, উত্তরে হযরত মূসা আ. যাত ও সত্তার পরিবর্তে গুণ ও ছিফাতের পরিচয় তুলে ধরেছেন। তাতে এদিকে ইঙ্গিত ছিল যে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের যাত ও সত্তার পরিচয় বান্দার সাধ্যের বাইরে, হাঁ, তাঁর ছিফাত ও গুণের কিছু পরিচয় তুলে ধরা সম্ভব, সুতরাং সেটাই হওয়া উচিত প্রশ্ন ও উত্তরের কেন্দ্রবিন্দু।

[১০০৪] পূর্বপুরুষ, বাংলায় এর স্বাভাবিক বহুবচন হল, পূর্বপুরুষগণ, তবে ফারসি ও উর্দূভাষার শব্দকাঠামো বাংলায় ব্যবহার করে এর বহুবচন হতে পারে, 'পূর্বপুরুষান', তখন এখানে 'ণ' এর পরিবর্তে 'ন' হবে। যেমন আমরা বলি, আশিকানে রাসূল, মুছল্লিয়ানে কেরাম। একই ভাবে বাংলায় রাসূল-এর বহুবচন করা যায় রাসূলান,

الْمَسْجُوْنِيْنَ ﴿٢٩﴾ قَالَ اَوَ لَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣٠﴾ قَالَ فَاْتِ بِهٖٓ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٣١﴾ فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ
ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ﴿٣٢﴾ وَّ نَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنّٰظِرِيْنَ ﴿٣٣﴾

২৮. মূসা (কিন্তু আগের ধারা অনুসরণ করেই) বললেন, তিনি তো মাশরিক ও মাগরিব এবং উভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর রব্, যদি তোমরা আকল ব্যবহার কর (তাহলে আমার কথা অবশ্যই বোঝবে)। ২৯. (যুক্তিতে পরাস্ত হয়ে) ফির'আউন (হুমকির ভাষায়) বলল, দেখো, যদি তুমি আমাকে ছাড়া কোন ইলাহ গ্রহণ কর তাহলে *অতিঅবশ্যই* তোমাকে আমি জেলে ভরবো[১০০৫]। ৩০. তিনি বললেন, আমি যদি সুস্পষ্ট কোন প্রমাণ তোমার সামনে পেশ করি তাহলেও! ৩১. *ফির'আউন* বলল, আচ্ছা, আনো দেখি তা, যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকো। ৩২, তখন তিনি তাঁর 'আছা' নিক্ষেপ করলেন, আর হঠাৎ/অমনি তা হয়ে গেলো *জলজ্যান্ত* অজগর। ৩৩. আর তিনি তাঁর হাত (বগলের নীচ থেকে) বের করলেন, হঠাৎ/অমনি তা দর্শকদের জন্য হয়ে গেলো শুভ্র।

(রুকূ - ৩)

قَالَ لِلْمَلَاِ حَوْلَهٗٓ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ ﴿٣٤﴾ يُّرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهٖ ۖ فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ ﴿٣٥﴾ قَالُوْٓا اَرْجِهْ
وَ اَخَاهُ وَ ابْعَثْ فِي الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ ﴿٣٦﴾ يَاْتُوْكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيْمٍ ﴿٣٧﴾ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿٣٨﴾ وَّ
قِيْلَ لِلنَّاسِ هَلْ اَنْتُمْ مُّجْتَمِعُوْنَ ﴿٣٩﴾ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْ كَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ ﴿٤٠﴾

৩৪. (নতুন কৌশল হিসাবে) ফির'আউন তার চারপাশে (উপস্থিত) সরদারদের উদ্দেশ্যে বলল, এ কিন্তু আসলেই পাকা জাদুগর। ৩৫. সে তার জাদুবলে নিজেদের ভূমি থেকে তোমাদের বের করতে চায়। তো তোমরা কী পরামর্শ দাও? ৩৬. (রাজার কথার রুখ বুঝতে পেরে) তারা বলল, তাকে এবং তার ভাইকে আপনি কিছু সময় দিন, আর নগরে নগরে (মানুষ) জড়োকারী ঘোষকদল পাঠিয়ে দিন। ৩৭. তারা প্রত্যেক বিজ্ঞ জাদুগরকে আপনার সামনে নিয়ে আসবে। ৩৮. তো একটি নির্ধারিত দিনের মোকাবেলার জন্য জাদুগরদের একত্র করা হল। ৩৯. আর লোকদের (উৎসাহ দিয়ে) বলা হল, (রাজা ও রাজ্যের জয় দেখতে) তোমরা জমায়েত হচ্ছো তো! ৪০. হয়ত জাদুগরদের (কথামত) আমরা (রাজধর্মের) অনুসরণ করতে পারবো, যদি (প্রত্যাশামত) তারাই জয়ী হয়।[১০০৬]

فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالُوْا لِفِرْعَوْنَ اَئِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ ﴿٤١﴾ قَالَ نَعَمْ وَ اِنَّكُمْ اِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿٤٢﴾
قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰٓى اَلْقُوْا مَآ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ ﴿٤٣﴾ فَاَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَ عِصِيَّهُمْ وَ قَالُوْا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿٤٤﴾
فَاَلْقٰى مُوْسٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ ﴿٤٥﴾ فَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ﴿٤٦﴾

৪১. তো যখন জাদুগরেরা এলো তখন ফির'আউনকে তারা বলল, আমাদের জন্য কি পুরস্কার অবধারিত যদি আমরাই জয়ী হই?! ৪২. সে বলল, হাঁ, অবশ্যই; আর সেই সঙ্গে তোমরা তো তখন

[১০০৫] কারারুদ্ধ করব। যারা কারারুদ্ধ, তোমাকে তাদের মধ্যে শামিল করব।

[১০০৬] হয়ত আমরা জাদুগরদের অনুগামী হবো যদি তারাই হয় প্রবল।

হবে নৈকট্যপ্রাপ্তদের দলে ভুক্ত।[১০০৭] ৪৩. মূসা তাদের বললেন, নিক্ষেপ কর যা তোমরা নিক্ষেপ করতে চাও। ৪৪. তখন তারা তাদের সব 'রশি-লাঠি' নিক্ষেপ করল, আর বলল, ফির'আউনের প্রতাপের শপথ/ফির'আউনের ইয্যতের কসম, আমরাই হবো জয়ী। ৪৫. অনন্তর মূসা তাঁর আছা নিক্ষেপ করলেন, তখন হঠাৎ তা গিলতে লাগলো তাদের দেখানো সব ভেলকি। ৪৬. তখন সিজদায় নিক্ষিপ্ত হল জাদুগরের দল।

قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ﴿٤٧﴾ رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ﴿٤٨﴾ قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۚ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِيْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَاُوصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٤٩﴾ قَالُوْا لَا ضَيْرَ ۚ اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ﴿٥٠﴾ اِنَّا نَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطٰيٰنَآ اَنْ كُنَّآ اَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٥١﴾

৪৭. (আর) তারা বলতে লাগলো, ঈমান আনলাম আমরা রাব্বুল আলামীনের প্রতি– ৪৮. মূসা ও হারূনের রবের প্রতি। ৪৯. ফির'আউন (ক্ষিপ্ত হয়ে) বলল, তোমরা তার প্রতি ঈমান নিয়ে এলে, আমি তোমাদের, অনুমতি দেয়ার আগেই![১০০৮] আসলে তো সে তোমাদের গুরু, যে তোমাদের জাদু শিখিয়েছে। আচ্ছা, এখনি তোমরা জানতে পারবে, (এ ধোকা ও দুঃসাহসের পরিণাম)! সত্যি সত্যি আমি কেটে ফেলবো তোমাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে, আর তোমাদের সবক'টাকে আমি শূলে চড়িয়ে ছাড়বো। ৫০. জাদুগরেরা (নির্ভয়ে এবং পরম প্রশান্তির সঙ্গে) বলল, কোন ক্ষতি নেই, আমরা তো আমাদের রবের অভিমুখেই ফিরছি। ৫১. আমরা তো দৃঢ় আশা করি যে, আমাদের রব্ আমাদের পাপসমস্ত (এ ওছীলায়)মাফ করে দেবেন যে, আমরা মুমিনদের প্রথম হয়েছি।[১০০৯]

(রুকূ- ৪)

وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِيْٓ اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ ﴿٥٢﴾ فَاَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ ﴿٥٣﴾ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيْلُوْنَ ﴿٥٤﴾ وَاِنَّهُمْ لَنَا لَغَآئِظُوْنَ ﴿٥٥﴾ وَاِنَّا لَجَمِيْعٌ حٰذِرُوْنَ ﴿٥٦﴾ فَاَخْرَجْنٰهُمْ مِّنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿٥٧﴾ وَّكُنُوْزٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ ﴿٥٨﴾ كَذٰلِكَ ۗ وَاَوْرَثْنٰهَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿٥٩﴾ فَاَتْبَعُوْهُمْ مُّشْرِقِيْنَ ﴿٦٠﴾

৫২. আর আমি মূসার প্রতি অহী করেছি যে, আমার বান্দাদের নিয়ে তুমি রাতের মধ্যেই (মুক্তির সন্ধানে) রওয়ানা হয়ে যাও, তবে তোমরা কিন্তু অবশ্যই পশ্চাদ্ধাবিত হবে/তবে অবশ্যই তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে। ৫৩. ফির'আউন তখন শহরে শহরে (মানুষ জড়োকারী) ঘোষকদল পাঠিয়ে দিল– ৫৪. এ মর্মে যে, এরা তো ক্ষুদ্র একটা দল/অল্প কিছু মানুষ! ৫৫. আর আমাদের জন্য এরা অতি অবশ্যই ক্রোধের উদ্রেককারী দল।[১০১০] ৫৬. এদিকে আমরা অবশ্যই সদাসতর্ক/অস্ত্রশস্ত্রে

[১০০৭] পদ ও সম্পদের প্রলোভন, যে কোন রাজশক্তির প্রধান অস্ত্র, সেটাই 'ফাঁরাউ' রাজশক্তি জাদুগরদের সামনে তুলে ধরেছিল। রাজশক্তির শেষ অস্ত্র হল ভীতি ও হুমকি। সেটাও প্রয়োগ করা হয়েছিল পরবর্তী পর্যায়ে, কিন্তু ...

[১০০৮] আমার অনুমতি ছাড়াই তোমরা তার প্রতি ঈমান নিয়ে এলে!

[১০০৯] আমরা সবার আগে ঈমান এনেছি।

[১০১০] এরা তো প্রচণ্ডভাবে আমাদের ক্রুদ্ধ করেছে।

সুসজ্জিত বড় দল। (তাই দাস-বিদ্রোহ দমনে দ্রুত ধাবিত হও)। ৫৭. এভাবে (সুকৌশলে) তাদের আমি বের করে আনলাম বাগবাগিচা ও বিভিন্ন ঝর্ণাধারা হতে ৫৮. এবং বিপুল সম্পদ ও উত্তম অবস্থানক্ষেত্র হতে। ৫৯. এ-ই হল তাদের বিষয়। আর (অন্যদিকে) বনী ইসরাঈলকে আমি বানালাম সেগুলোর উত্তরাধিকারী।[১০১১] ৬০. মোটকথা, ভোর হতে না হতে তারা তাদের ধাওয়া করল।[১০১২]

فَلَمَّا تَرَاۤءَ الْجَمْعٰنِ قَالَ اَصْحٰبُ مُوْسٰۤى اِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ ﴿٦١﴾ قَالَ كَلَّا ۚ اِنَّ مَعِىَ رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ ﴿٦٢﴾ فَاَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰۤى
اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ ؕ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ ﴿٦٣﴾ وَاَزْلَفْنَا ثَمَّ الْاٰخَرِيْنَ ﴿٦٤﴾

৬১. তো উভয় দল যখন পরস্পরকে দেখার দূরত্বে চলে এলো (তখন) আছহাবে মূসা বলে উঠলো, আমরা তো ধরা পড়েই গেলাম! ৬২. তিনি বললেন, কিছুতেই না, কারণ আমার সঙ্গে তো আছেন আমার রব্। অবশ্যই তিনি (আমাকে) পথ দেখাবেন। ৬৩. তখন আমি মূসার প্রতি অহী করলাম এ মর্মে যে, নিজের আছা দ্বারা আপনি সাগরে/সাগরজলে আঘাত করুন। তখন সাগর দু'ভাগ হয়ে গেলো, আর প্রতিটি ভাগ এক বিশাল পর্বতের মত হয়ে গেলো। ৬৪. তখন অন্য দলটাকেও আমি কাছাকাছি নিয়ে এলাম।[১০১৩]

وَاَنْجَيْنَا مُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗۤ اَجْمَعِيْنَ ﴿٦٥﴾ ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ ﴿٦٦﴾ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٦٧﴾
وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿٦٨﴾

৬৫. আর মূসাকে এবং যারা তাঁর সঙ্গে ছিল তাদের সবাইকে আমি উদ্ধার করলাম। ৬৬. তারপর অন্যদের ডুবিয়ে মারলাম। ৬৭. সত্যি সত্যি এর মধ্যে (সবার জন্য) রয়েছে শিক্ষার বড় উপাদান। তবু তাদের অধিকাংশ ঈমান আনে না। ৬৮. আর আপনার রব্, অতিঅবশ্যই তিনিই মহাপরাক্রম -শালী, পরম দয়ালু।

(রুকূ - ৫)

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ اِبْرٰهِيْمَ ﴿٦٩﴾ اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا تَعْبُدُوْنَ ﴿٧٠﴾ قَالُوْا نَعْبُدُ اَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عٰكِفِيْنَ ﴿٧١﴾
قَالَ هَلْ يَسْمَعُوْنَكُمْ اِذْ تَدْعُوْنَ ﴿٧٢﴾ اَوْ يَنْفَعُوْنَكُمْ اَوْ يَضُرُّوْنَ ﴿٧٣﴾ قَالُوْا بَلْ وَجَدْنَاۤ اٰبَآءَنَا كَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ﴿٧٤﴾
قَالَ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ﴿٧٥﴾ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمُ الْاَقْدَمُوْنَ ﴿٧٦﴾ فَاِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّىْۤ اِلَّا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧٧﴾

৬৯. আর (আয় পেয়ারে নবী!) তাদের সামনে আপনি ইবরাহীমের ঘটনা তিলাওয়াত করুন। ৭০. যখন তিনি নিজের পিতা ও নিজের সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা কিসের ইবাদত কর?! ৭১. তারা

[১০১১] এটা হল পরোক্ষ উত্তরাধিকার। অর্থাৎ একই রকম নেয়ামত তারা শামের বরকতপূর্ণ ভূমিতে লাভ করেছিল। অথবা, পরে তারা মিসরে ফিরে এসে উত্তরাধিকারসূত্রে এগুলো ভোগ করেছিল।

[১০১২] তো ভোরে ভোরে/ভোর যাপন করা অবস্থায় তারা তাদের সন্ধানে বের হয়ে পড়লো।

[১০১৩] ক্রোধের উন্মত্ততা ও ক্ষমতার উন্মাদনায় তাদের মনেই হল না, সাগরের মাঝে এ কেমন পথ! এটা তো হতে পারে বনী ইসরাঈলের উদ্ধারের জন্য আসমানের কৌশল, আর আমাদের জন্য মৃত্যুর ফাঁদ!

বলল, আমরা কিছু প্রতিমার উপাসনা করি, অনন্তর সেগুলোর সামনেই ধরনা দিয়ে পড়ে থাকি। ৭২. তিনি বললেন, যখন তোমরা ডাকো, তখন তারা কি তোমাদের (ডাক) শোনে? ৭৩, অথবা তারা কি তোমাদের (কোন) উপকার করে, বা ক্ষতি করে? ৭৪. তারা বলল, (এতকথা জানি না,) বরং আমাদের পূর্বপুরুষানকে আমরা এরূপ করতে দেখে এসেছি। (তাই তাদের অনুসরণে আমরাও তা করি।) ৭৫. তিনি বললেন, তোমরা কি কখনো চিন্তা করে দেখেছো, আসলে কিসের তোমরা পূজা করে আসছো! ৭৬. তোমরা এবং তোমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষান। ৭৭. তো শোনো, এরা কিন্তু আমার জন্য শত্রু, এক রাব্বুল আলামীন ছাড়া–

الَّذِىْ خَلَقَنِىْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ ﴿٧٨﴾ وَالَّذِىْ هُوَ يُطْعِمُنِىْ وَيَسْقِيْنِ ﴿٧٩﴾ وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ ﴿٨٠﴾ وَالَّذِىْ يُمِيْتُنِىْ ثُمَّ
يُحْيِيْنِ ﴿٨١﴾ وَالَّذِىْٓ اَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لِىْ خَطِيْٓـَٔتِىْ يَوْمَ الدِّيْنِ ﴿٨٢﴾ رَبِّ هَبْ لِىْ حُكْمًا وَّاَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ ﴿٨٣﴾ وَ
اجْعَلْ لِّىْ لِسَانَ صِدْقٍ فِى الْاٰخِرِيْنَ ﴿٨٤﴾ وَاجْعَلْنِىْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ ﴿٨٥﴾

৭৮. যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তো তিনিই (আমাকে সত্যের সরল) পথ দেখান। ৭৯. আর যিনি আমাকে আহার করান এবং আমাকে পান করান। ৮০. আর যখন অসুস্থ হই তখন তিনিই (আমাকে) আরোগ্য দান করেন। ৮১. আর যিনি আমাকে মৃত্যুদান করবেন, তারপর (দ্বিতীয়বার আমাকে) জীবন দান করবেন। ৮২. আর যিনি, দৃঢ়ভাবে আশা করি যে, বিচারের দিন তিনি আমার পাপ ক্ষমা করবেন। ৮৩. (আয়) মেরে রব্, আমাকে প্রজ্ঞা দান করুন, আর আমাকে ছালিহীনের সঙ্গে যুক্ত করুন। ৮৪. আর সামনের প্রজন্মগুলোতে আপনি আমার জন্য *'সত্যাশ্রয়ী জিহ্বা'* নির্ধারণ করুন (যারা আমার সত্যতার সাক্ষি দেবে।)[১০১৪] ৮৫. আর আপনি আমাকে নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতের ওয়ারিছদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

وَاغْفِرْ لِاَبِىْٓ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الضَّآلِّيْنَ ﴿٨٦﴾ وَلَا تُخْزِنِىْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ ﴿٨٧﴾ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ ﴿٨٨﴾ اِلَّا مَنْ اَتَى
اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ﴿٨٩﴾ وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿٩٠﴾ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِلْغٰوِيْنَ ﴿٩١﴾

৮৬. আর আপনি আমার আব্বাকে মাফ করুন। তিনি তো বিচ্যুতদের কাতারভুক্ত হয়ে পড়েছেন। ৮৭. আর সমস্ত মানুষকে পুনরুত্থিত করার দিন আপনি আমাকে অপদস্থ না করুন, ৮৮. যেদিন না কোন মাল উপকার করবে, না কোন পুত্রদল। ৮৯. তবে যারা আল্লাহ্র কাছে আসতে পারবে (শিরক ও যাবতীয় মন্দের ব্যাধি থেকে) সুস্থ হৃদয় নিয়ে। ৯০. আর জান্নাতকে (যেদিন) মুত্তাকীনের নিকটবর্তী করা হবে, ৯১. আর জাহান্নামকে ভ্রষ্টদের জন্য প্রকাশ করা হবে।

[১০১৪] পরবর্তীদের মধ্যে আমার জন্য/আমার অনুকূলে সত্যের যবানওয়ালা মানুষ সৃষ্টি করুন।
(অর্থাৎ এমন পুণ্যকর্ম ও পুণ্যকীর্তি রেখে যাওয়ার তাওফীক দান করুন, যাতে পরবর্তী লোকেরা আমার সত্য প্রশংসা করে। অথবা অর্থ এই যে, আমার বংশধরদের মধ্যে নবী ও রাসূল প্রেরণ করুন, যারা সঠিকভাবে আমার অনুসরণ করবেন। এই দু'আরই বরকতে বনী ইসরাঈলে তো অসংখ্য নবী-রাসূল এসেছেন, পক্ষান্তরে বনী ইসমাঈলে এসেছেন জগতের শ্রেষ্ঠ নবী, যিনি ঘোষণাই করেছেন, আমি ইবরাহীমী দু'আরই ফল।

وَقِيْلَ لَهُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ﴿٩٢﴾ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۭ هَلْ يَنْصُرُوْنَكُمْ اَوْ يَنْتَصِرُوْنَ ﴿٩٣﴾ فَكُبْكِبُوْا فِيْهَا هُمْ وَالْغَاوٗنَ ﴿٩٤﴾
وَجُنُوْدُ اِبْلِيْسَ اَجْمَعُوْنَ ﴿٩٥﴾ قَالُوْا وَهُمْ فِيْهَا يَخْتَصِمُوْنَ ﴿٩٦﴾ تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٩٧﴾ اِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ
الْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٨﴾

৯২. আর তাদের বলা হবে, তারা কোথায় যাদের তোমরা ডাকতে/ইবাদত করতে- ৯৩. আল্লাহ্‌র পরিবর্তে! তারা কি পারবে তোমাদের সাহায্য করতে, বা আত্মরক্ষা করতে! ৯৪. অনন্তর উপুড় করে উপাস্যদের তাতে নিক্ষেপ করা হবে; তাদের এবং ভ্রষ্টদের, ৯৫. আর ইবলীসের সমস্ত বাহিনীকেও (তাতে নিক্ষেপ করা হবে)। ৯৬. সেখানে তারা বিবাদে লিপ্ত হয়ে (উপাস্যদের উদ্দেশ্যে) বলবে, ৯৭. কসম আল্লাহ্‌র, আমরা তো সুস্পষ্ট গোমরাহিতে লিপ্ত ছিলাম– ৯৮. যখন আমরা তোমাদের সাব্যস্ত করতাম রাব্বুল আলামীনের সমকক্ষ।

وَمَآ اَضَلَّنَآ اِلَّا الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٩٩﴾ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ ﴿١٠٠﴾ وَلَا صَدِيْقٍ حَمِيْمٍ ﴿١٠١﴾ فَلَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٢﴾
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۭ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٣﴾ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٠٤﴾

৯৯. তবে আমাদের কিন্তু পথচ্যুত করেছে এই বড় বড় মুজরিমীনই। ১০০. তো (তাদের পিছনে যাওয়ার ফল তো এই যে,) আমাদের জন্য (এখন) না কোন সুপারিশকারী আছে– ১০১. আর না অন্তরঙ্গ কোন বন্ধু আছে। ১০২. তো হায়, যদি আমাদের জন্য (একবার দুনিয়াতে) ফিরে যাওয়ার সুযোগ থাকতো! তাহলে আমরা মুমিনীনের জামাতে শামিল হতাম। ১০৩. অতিঅবশ্যই তাতে শিক্ষার বড় উপাদান রয়েছে, তবে সত্য এই যে, তাদের অধিকাংশই ঈমান আনে না। ১০৪. আর সত্যি সত্যি আপনার রব্‌ই অত্যন্ত পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

(রুকূ - ৬)

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْحِ ِۨالْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٠٥﴾ اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ نُوْحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٠٦﴾ اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ﴿١٠٧﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ
وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١٠٨﴾ وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰي رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٩﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١١٠﴾

১০৫. নূহের কাউম রাসূলানকে ঝুটলিয়েছিল, ১০৬. যখন তাদের ভাই নূহ তাদের বলেছিলেন, তোমরা কি (আল্লাহ্‌র আযাব-গযবকে) ভয় করবে না! ১০৭. আমি তো তোমাদের জন্য প্রেরিত বিশ্বস্ত রাসূল। ১০৮. তো আল্লাহ্‌কে তোমরা সমীহ কর, আর আমাকে মান্য কর। ১০৯. আর আমি তো (তাবলীগের) এ কাজের উপর তোমাদের কাছে কোনই প্রতিদান চাই না, আমার প্রতিদান তো রাব্বুল আলামীন ছাড়া আর কারো উপর নয়। ১১০. সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌কে সমীহ কর, আর আমাকে মান্য কর।

قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْاَرْذَلُوْنَ ﴿١١١﴾ قَالَ وَمَا عِلْمِيْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١١٢﴾ اِنْ حِسَابُهُمْ اِلَّا عَلٰي رَبِّيْ لَوْ تَشْعُرُوْنَ ﴿١١٣﴾
وَمَآ اَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١١٤﴾ اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿١١٥﴾ قَالُوْا لَىِٕنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰنُوْحُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ ﴿١١٦﴾

১১১. তারা (সম্প্রদায়ের অভিজাত লোকেরা, নাক সিটকানোর মত করে) বলল, আমরা কি তোমার প্রতি ঈমান আনতে পারি, অথচ তোমাকে অনুসরণ করছে নীচস্তরের লোকেরা! ১১২. নূহ বললেন, (আমার অনুসরণের আগে) তারা (কে) কী কাজ করত আমি তার কী জানি! ১১৩. (আর জেনেই বা কী হবে! পরিচয় তো পেশায় না, কর্মে ও চরিত্রে!) তাদের হিসাব তো আমার রব ছাড়া কারো উপর নয়। হায়, (জীবনের সত্য কিছুমাত্র) যদি তোমরা অনুভব করতে! ১১৪. আমি তো মুমিনীনের বিতাড়নকারী হতে পারি না। ১১৫. আমি তো একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী ছাড়া আর কিছু নই! ১১৬. তারা (অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা যুক্তির ভাষা হারিয়ে শক্তির ভাষায়) বলে উঠলো, এখনো যদি তুমি বিরত না হও হে নূহ! তাহলে সত্যি সত্যি পাথর মেরে মেরে তোমাকে মেরেই ফেলা হবে।

قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿١١٧﴾ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ
مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿١١٩﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ ﴿١٢٠﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٢١﴾ وَ
إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٢﴾

১১৭. (শেষপর্যন্ত) নূহ বললেন, (আয়) মেরে রব্, আমার কাউম তো (আমাকে) তাকযীব করেই চলেছে! ১১৮. সুতরাং আপনি আমার মাঝে এবং তাদের মাঝে চূড়ান্ত ফায়ছালা করেই দিন, আর আমাকে এবং আমার সঙ্গে যে মুমিনীন রয়েছে তাদের উদ্ধার করুন। ১১৯. তখন আমি তাঁকে এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে (বিভিন্ন পশুপ্রাণী দ্বারা) বোঝাই কিশতীতে উদ্ধার করলাম। ১২০. তারপর পরবর্তী সময় অবশিষ্টদের ডুবিয়ে মারলাম। ১২১. সত্যি সত্যি তাতে রয়েছে শিক্ষার বড় উপাদান, কিন্তু সত্য তো এই যে, তাদের অধিকাংশই মুমিন ছিল না। ১২২. আর আপনার রব্ তো সত্যি মহাপরাক্রম-শালী, পরম দয়ালু।

(রুকূ - ৭)

كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢٤﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٢٥﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ
أَطِيعُونِ ﴿١٢٦﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢٧﴾ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ﴿١٢٨﴾ وَ
تَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴿١٢٩﴾ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿١٣٠﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٣١﴾

১২৩. আদও রাসূলানকে ঝুটলিয়েছে– ১২৪. যখন তাদের ভাই হূদ তাদের বললেন, তোমরা কি (আল্লাহ্র আযাব-গযবকে) ভয় করবে না! ১২৫. আমি তো তোমাদেরই জন্য প্রেরিত বিশ্বস্ত রাসূল! ১২৬. তো তোমরা আল্লাহ্কে সমীহ কর, আর আমাকে মান্য কর। ১২৭. আমি তো (তাবলীগের) এ কাজের উপর তোমাদের কাছে কোনরকম প্রতিদান চাই না, আমার প্রতিদান তো কারো উপর নয় রাব্বুল আলামীন ছাড়া! ১২৮. আচ্ছা, তোমরা কি প্রতিটি উঁচু স্থানে নিছক বিনোদনরূপে 'কীর্তি' নির্মাণ করছো![১০১৫] ১২৯. আর (শুধু বড়ত্ব দেখানোর জন্য) বড় বড় স্থাপনা তৈরী করছো, যেন

[১০১৫] বিকল্প তরজমা, তোমরা কি প্রত্যেক উঁচুস্থানে স্মৃতিস্তম্ভ তৈরীর বেহুদা/অহেতুক কাজ করছো! (আত্মগর্ব ছাড়া এর পিছনে মহৎ কোন উদ্দেশ্য নেই। তাছাড়া কথিত আছে, উঁচু স্থানের স্তম্ভ থেকে নীচের লোকদের তারা উত্ত্যক্ত করত, যা ছিল চরম পর্যায়ের বেহুদা কাজ, যা তাদের দুনিয়া যেমন বরবাদ করত, তেমনি আখেরাতও।

(এখানেই) তোমরা চিরকাল থাকবে।[১০১৬] ১৩০. আর যখন তোমরা (কাউকে) পাকড়াও কর তখন বড় 'জাঁদরেল' হয়ে পাকড়াও কর, (যেন তোমাদের উপরে কেউ নেই তোমাদের জিজ্ঞাসা করার)! ১৩১. তো (এখনো সময় আছে,) তোমরা আল্লাহ্‌কে সমীহ কর, আর আমাকে মান্য কর।

وَاتَّقُوا الَّذِيٓ أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿١٣٢﴾ أَمَدَّكُم بِأَنْعَٰمٍ وَبَنِينَ ﴿١٣٣﴾ وَجَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٣٤﴾ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ
عَظِيمٍ ﴿١٣٥﴾ قَالُوا سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَٰعِظِينَ ﴿١٣٦﴾ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿١٣٧﴾ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿١٣٨﴾
فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَٰهُمْ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٤٠﴾

১৩২. আর ঐ-মহান সত্তাকে সমীহ কর যিনি তোমাদের শক্তি যুগিয়েছেন এমন সব নেয়ামত দ্বারা যা তোমরা (নিজেরাই) জান, ১৩৩. তিনি তোমাদের শক্তি যুগিয়েছেন গবাদিসম্পদ ও পুত্রসম্পদ (দ্বারা) ১৩৪. এবং বাগবাগিচা ও বিভিন্ন ঝর্ণাপ্রবাহ দ্বারা। ১৩৫. (তারপরও যদি না-শুকরিতে লিপ্ত থাক তোমরা তাহলে কিন্তু) তোমাদের বিষয়ে অবশ্যই আমি এক বিরাট দিনের আযাবের আশঙ্কা করছি ১৩৬. (চূড়ান্ত বেপরোয়া ভাব দেখিয়ে) তারা বলল, তুমি আমাদের উপদেশ দাও, বা উপদেশ না দাও, আমাদের জন্য (সবই) বরাবর।[১০১৭] ১৩৭. (উপদেশের নামে তুমি যাকিছু বলো) এগুলো তো (নবী-রাসূল নামে পরিচিত) আগিলা লোকদের রীতি-নীতি। (সুতরাং এগুলো গুরুত্ব পাওয়ার মত কিছু নয়)[১০১৮] ১৩৮. আর (তাতে) আমরা কোন আযাবগ্রস্ত হয়ে পড়বো না। ১৩৯. তো নবীকে তারা ঝুটলাতেই থাকলো, তাই তাদের আমি ধ্বংস করে ছাড়লাম। (সবার জন্য) সত্যি সত্যি তাতে শিক্ষার বড় উপাদান রয়েছে, তবে (তিক্ত) সত্য এই যে, তাদের অধিকাংশ ঈমান আনতেই চায় না। ১৪০. আর আপনার রব্, অতিঅবশ্যই তিনিই মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

(রুকূ – ৮)

كَذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿١٤١﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَٰلِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٤٢﴾ إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٤٣﴾ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَ
أَطِيعُونِ ﴿١٤٤﴾ وَمَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٤٥﴾ أَتُتْرَكُونَ فِى مَا هَٰهُنَآ ءَامِنِينَ ﴿١٤٦﴾ فِى
جَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٤٧﴾ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴿١٤٨﴾

১৪১. ছামূদও (নিজেদের নবীর তাকযীবের মাধ্যমে সমস্ত নবী ও) রাসূলানের তাকযীব করেছে– ১৪২. যখন তাদের ভাই ছালিহ তাদের বললেন, তোমরা কি (আল্লাহ্‌র আযাব-গযবকে) ভয় করবে না!

[১০১৬] আয়াতের শব্দ হল مَصَانِعَ একবচনে مَصْنَعٌ যার অর্থ সৌন্দর্যমণ্ডিত ও লাভজনক কোন স্থাপনা। তো আল্লাহ্‌র আদেশ মান্য করে জীবনের প্রয়োজনে, শিল্পসভ্যতার অগ্রগতির উদ্দেশ্যে এগুলো করলে তো আপত্তি ছিল না, কিন্তু কাউমের প্রতি হযরত হূদ (আ.)এর তিরস্কার ছিল এ জন্য যে, তারা আল্লাহ ও আখেরাত ভুলে শুধু বড়াই করার জন্য এসব কাজে বিভোর হয়েছিল।

[১০১৭] বিকল্প বিভিন্ন তরজমা, তুমি উপদেশ দাও, বা না দাও/ তোমার উপদেশ দেয়া বা না দেয়া, আমাদের জন্য দু'টোই সমান/তুমি উপদেশ দিলে কি না দিলে আমাদের তো তাতে কিছু যায় আসে না। আমাদের জন্য তো বরাবর, তুমি উপদেশ দিলে বা উপদেশদাতাদের মধ্য হতে গণ্য না হলে

[১০১৮] (দ্বিতীয় তরজমা) (যাকিছু আমরা করছি, তা নতুন কিছু তো নয়) এ তো আগিলা লোকদেরই আচরণধারা।

১৪৩. বিশ্বাস কর, আমি তোমাদের জন্য প্রেরিত বিশ্বস্ত রাসূল। ১৪৪. সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌কে সমীহ কর, আর আমাকে মান্য কর। ১৪৫. আর (দাওয়াতের) এ মেহনতের উপর আমি তো তোমাদের কাছে কোনরকম প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো শুধু *রাব্বুল আলামীনের* উপর! ১৪৬. (আচ্ছা, কী মনে কর!) এখানে বিদ্যমান এই নেয়ামতগুলোর মধ্যে কি চিরকাল নিরাপদে তোমাদের ছেড়ে রাখা হবে– ১৪৭. এ বাগবাগিচা ও ঝর্ণাধারার মধ্যে– ১৪৮. এই ফসলের মাঠে, এই খেজুরবাগানে, যার গুচ্ছগুলো পরস্পর সন্নিবিষ্ট!

وَتَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا فٰرِهِيْنَ ﴿١٤٩﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١٥٠﴾ وَلَا تُطِيْعُوْٓا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿١٥١﴾ الَّذِيْنَ يُفْسِدُوْنَ
فِى الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ ﴿١٥٢﴾ قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ ﴿١٥٣﴾ مَآ اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۖ فَاْتِ بِاٰيَةٍ اِنْ كُنْتَ مِنَ
الصّٰدِقِيْنَ ﴿١٥٤﴾

১৪৯. আর তোমরা কি বড়াই করে করে পাহাড় কেটে কেটে ঘরবাড়ি বানাতেই থাকবে! (কেউ কি নেই তোমাদের উপরে, যিনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন)! ১৫০. তো (এখনো সময় আছে) তোমরা আল্লাহ্‌কে সমীহ কর, আর আমাকে মান্য কর। ১৫১. আর এই বেপরোয়া জীবনযাপনকারীদের কথা মান্য কর না–[১০১৯] ১৫২. ভূখণ্ডে যারা শুধু ফাসাদ ছড়ায়, সংশোধনে প্রয়াসী হয় না। ১৫৩. তারা বলল, যাদের উপর কঠিন জাদু করা হয়েছে, আসলে আর কিছু না, তুমি তাদেরই একজন। ১৫৪. তুমি তো আমাদের মত মানব ছাড়া আর কিছু নও, (তোমার কথা তাহলে আমাদের কেন শুনতে হবে)! তো (তুমি যদি অসাধারণ কেউ হও তাহলে আমাদের ফরমায়েশমত) কোন নিদর্শন সামনে আনো! আসলেই যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকো (তাহলে মু'জিযার কারিশমা দেখাও)।

قَالَ هٰذِهٖ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَّلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿١٥٥﴾ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿١٥٦﴾
فَعَقَرُوْهَا فَاَصْبَحُوْا نٰدِمِيْنَ ﴿١٥٧﴾ فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ ۗ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۗ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٥٨﴾ وَاِنَّ
رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٥٩﴾

১৫৫. (আল্লাহ্‌র কুদরতে কাউমের ফরমায়েশী মু'জিযা প্রকাশ পেলো।) ছালিহ বললেন, এই যে (তোমাদের জন্য প্রেরিত আল্লাহ্‌র) উটনী, তার জন্য থাকবে একবারের পানি পানের পালা, আর তোমাদের (গবাদিপশুর) জন্য থাকবে একটি নির্দিষ্ট দিনের পান-পালা। ১৫৬. আর (খবরদার!) তোমরা তাকে মন্দভাবে ছুঁতেও যেয়ো না, তাহলে কিন্তু এক বিরাট দিনের আযাব তোমাদের ধরে ফেলবে।[১০২০] ১৫৭. তবে (একসময় ত্যক্তবিরক্ত হয়ে) তারা (তাদেরই ফরমায়েশী) উটনীর পা কেটে

[১০১৯] কোরআনের লফয রক্ষা করে ভিন্ন তরজমা– আর এই মুসরিফীনের পিছনে চলো না। মুসরিফ, এর একটা অর্থ হল, সম্পদের অপব্যয়/অপচয়, কোরআনের শব্দে বলতে পারি, ইসরাফ। পক্ষান্তরে এর বৃহত্তর অর্থ হল আল্লাহ্‌র আহকাম ও বিধানের মোকাবেলায় বেপরোয়া ও স্বেচ্ছাচারী হওয়া, যার সর্বোচ্চ পর্যায় হল কুফুর ও শিরক।

[১০২০] প্রথমে ছিল 'মন্দভাবে স্পর্শও কর না। পরিবর্তনটি অনুভব করুন। দ্বিতীয়ত আগে ছিল, 'তাহলে কিন্তু ..... আযাব তোমাদের পাকড়াও করে ফেলবে।' 'ধরে ফেলবে' এখানে আযাবের ভয়াবহতা আরো জীবন্ত হয়, তবে 'পাকড়াও করে ফেলা' চলতে পারে।

ফেললো, আর শেষপর্যন্ত তারা লজ্জিত অনুতপ্ত হল, (তবে বিলম্বিত এই লজ্জা ও অনুতাপে কোন কাজ হল না) ১৫৮. মোটকথা, যথাসময়ে আযাব তাদের পাকড়াও করল। অতিঅবশ্যই তাতে (সবার জন্য) রয়েছে শিক্ষার বড় উপকরণ, তবে সত্য এই যে, তাদের অধিকাংশ ঈমান আনতেই চায় না। ১৫৯. আর আপনার রব্, অতিঅবশ্যই তিনিই মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

(রুকূ – ৯)

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ ِالْمُرْسَلِينَ ﴿١٦٠﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٦١﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٦٢﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُونِ ﴿١٦٣﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٤﴾ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٥﴾
وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾

১৬০. কাউমে লূত রাসূলানকে ঝুটলিয়েছে,- ১৬১. যখন তাদের ভাই লূত তাদের বললেন, তোমরা কি (আল্লাহ্র আযাব-গযবকে) ভয় করবে না! ১৬২. বিশ্বাস কর, আমি তোমাদের জন্য প্রেরিত বিশ্বস্ত রাসূল। ১৬৩. সুতরাং তোমরা আল্লাহ্কে সমীহ কর, আর আমাকে মান্য কর। ১৬৪. আর আমি তো (দাওয়াতের) এ মেহনতের উপর তোমাদের কাছে কোনরকম প্রতিদান চাই না, আমার প্রতিদান তো রাব্বুল আলামীন ছাড়া কারো উপর নয়। ১৬৫. আচ্ছা, সারা জাহান থেকে তোমরাই কি শুধু *'পুরুষগমন'* কর, ১৬৬. আর আপন স্ত্রীদের পরিত্যাগ কর, যা তোমাদের রব্ তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন! আসলে তোমরা তো বড় সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।

قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ﴿١٦٧﴾ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ ﴿١٦٨﴾ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا
يَعْمَلُونَ ﴿١٦٩﴾ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٧٠﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ﴿١٧١﴾

১৬৭. তারা (সম্প্রদায়ের লোকেরা যুক্তির ভাষা হারিয়ে শক্তির ভাষায় কথা) বলল, এখনো যদি তুমি (তোমার তথাকথিত *'সদুপদেশ'* থেকে) বিরত/ক্ষান্ত না হও, আয় লূত, তাহলে সত্যি সত্যি তোমাকে (বস্তি থেকে) বহিষ্কার করা হবে[১০২১]। ১৬৮. (অনন্যোপায় হয়ে) লূত বললেন, আমি কিন্তু তোমাদের এ জঘন্য কাজে অত্যন্ত নারায[১০২২]। ১৬৯. (আয়) রাব্বি, যাকিছু তারা করছে, তা থেকে[১০২৩] আমাকে এবং আমার পরিবারকে আপনি উদ্ধার করুন। ১৭০. তখন তাঁকে এবং তাঁর পরিবারের সবাইকে আমি উদ্ধার করলাম- ১৭১. তবে পিছনের লোকদের মধ্যে থেকে যাওয়া এক বৃদ্ধাকে নয়।[১০২৪]

ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ ﴿١٧٢﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ۖ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴿١٧٣﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ

[১০২১] তোমাকে বস্তিছাড়া করা হবে/তুমি বহিষ্কৃতদের থেকে গণ্য হবে।

[১০২২] নারায, এর স্থলে 'রুষ্ট' হতে পারে। অবশ্যই আমি তোমাদের কাজের প্রতি ঘৃণাপোষণকারীদের থেকে গণ্য।

[১০২৩] কদর্য পরিবেশে বাস করা এবং তা দেখে যাওয়ার কষ্ট থেকে, তারপর যখন আযাব আসবে তখন আযাব থেকে

[১০২৪] হযরত লূত আ.র স্ত্রী নবীপত্নী হয়েও, নবীর প্রতি ঈমান তো আনেইনি, বরং নারিত্বের অবমাননা করে, সম্প্রদায়ের পুরুষদের জঘন্য কাজে তার সমর্থন ও প্রশ্রয় ছিল। হযরত লূত আ.র অনুগামী হয়ে সে বস্তি থেকে বের হয়নি, ফলে বস্তির উপর নেমে আসা আযাবে সেও হালাক হয়েছিল। হালাক হওয়ার অন্য বয়ানও আছে।

مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٧٢﴾ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٧٣﴾

১৭২. তারপর অন্যদের আমি নাস্তানাবুদ করলাম। ১৭৩. আর তাদের উপর আমি এক ভয়াবহ বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। তো যাদের সতর্ক করা হয়েছিল তাদের উপর বর্ষিত বৃষ্টি কত না নিকৃষ্ট ছিল! ১৭৪. সত্যি সত্যি (সবার জন্য) তাতে শিক্ষার বড় উপকরণ রয়েছে, তবে (তিক্ত) সত্য, তাদের অধিকাংশ মুমিনই ছিল না। ১৭৫. আর আপনার রব্, অবশ্যই তিনিই মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

(রুকূ - ১০)

كَذَّبَ اَصْحٰبُ لْـَٔيْكَةِ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٧٦﴾ اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٧٧﴾ اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ﴿١٧٨﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ
اَطِيْعُوْنِ ﴿١٧٩﴾ وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٨٠﴾

১৭৬. আয়কার বাসিন্দারা (তাদের নবীর তাকযীবের মাধ্যমে সমস্ত নবী ও) রাসূলানের তাকযীব করেছে– ১৭৭. যখন (তাদের নবী) শো'আয়ব তাদের বললেন, তোমরা কি ভয় করবে না (আল্লাহ্র আযাব-গযব)! ১৭৮. বিশ্বাস কর, আমি তোমাদের জন্য প্রেরিত বিশ্বস্ত রাসূল। ১৭৯. সুতরাং তোমরা আল্লাহ্কে (পূর্ণ) সমীহ কর, আর আমাকে (যথাযথ) মান্য কর। ১৮০. আর আমি তো (দাওয়াতের) এ মেহনতের উপর তোমাদের কাছে কোনরকম প্রতিদান চাই না! আমার প্রতিদান তো রাব্বুল আলামীন ছাড়া আর কারো উপর নয়!

اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا
تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿١٨٣﴾ وَاتَّقُوا الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٨٤﴾ قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ ﴿١٨٥﴾ وَمَآ
اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَاِنْ نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿١٨٦﴾

১৮১. তোমরা (পাত্রের) মাপ পূর্ণ করে দিয়ো, আর মাপে ঘাটতিকারীদের থেকে গণ্য হয়ো না। ১৮২. আর (জিনিসপত্র) ওযন কর সঠিক দাঁড়িপাল্লায়, ১৮৩. আর মানুষকে তাদের সামগ্রী কমিয়ে দিও না, আর (বিভিন্ন উপায়ে) ভূখণ্ডে ফাসাদ মাচিয়ে ফির না।[১০২৫] ১৮৪. আর ঐ মহান সত্তাকে সমীহ কর যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের এবং (তোমাদের) পূর্ববর্তী প্রজন্মকেও। ১৮৫. তারা (আয়কার অভিজাত লোকেরা) বলল, যাদের কঠিন জাদু করা হয়েছে, তুমি তো তাদেরই একজন[১০২৬] ১৮৬. তুমি তো আমাদের মত (সাধারণ) মানব ছাড়া আর কিছু নও। আর আমরা তো তোমাকে মিথ্যাবাদী বলেই ধারণা করি।

فَاَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَآءِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١٨٧﴾ قَالَ رَبِّيْٓ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨٨﴾ فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمْ
عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ ۭ اِنَّهٗ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿١٨٩﴾ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۭ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٩٠﴾ وَاِنَّ

[১০২৫] বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তাদের শিরক ও কুফুর তো ছিলই, আচরণের ক্ষেত্রে তাদের বড় অপরাধ ছিল মাপে ও পরিমাপে কম দিয়ে মানুষকে ঠকানো, আবার ডাকাতি ও লুণ্ঠনের মাধ্যমে পথে পথে ফাসাদ ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করা।
[১০২৬] তুমি তো তাদের থেকেই গণ্য।

رَبُّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝

১৮৭. তো সত্যি যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে আসমানের একটা খণ্ড আমাদের উপর নিক্ষেপ করে দেখাও তো। ১৮৮. তিনি বললেন, যাকিছু তোমরা করছো, আমার রব্ সে বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞাত। ১৮৯. তো তারা তাকে ঝুটলিয়েই চললো, তখন তাদের ধরে ফেললো (মেঘের) ছায়ার দিনের আযাব। ঘটনা/বাস্তবতা এই যে, তা ছিল বিরাট দিনের আযাব। ১৯০. নিঃসন্দেহে তাতে (সবার জন্যই) রয়েছে শিক্ষার বড় উপকরণ। তবে সত্য এই যে, তাদের অধিকাংশ মুমিনই ছিল না। ১৯১. আর আপনার রব্, অবশ্যই তিনিই মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

(রুকূ – ১১)

وَاِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ ۝ عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ۝ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ ۝
وَاِنَّهٗ لَفِيْ زُبُرِ الْاَوَّلِيْنَ ۝ اَوَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ اٰيَةً اَنْ يَّعْلَمَهٗ عُلَمٰٓؤُا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۝ وَلَوْ نَزَّلْنٰهُ عَلٰى بَعْضِ
الْاَعْجَمِيْنَ ۝ فَقَرَاَهٗ عَلَيْهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ مُؤْمِنِيْنَ ۝

১৯২. আর সত্যি সত্যি, এ কোরআন অবশ্যই রাব্বুল আলামীনের নাযিলকরা কিতাব। ১৯৩. রূহুল আমীন তা নিয়ে নুযূল/অবতরণ করেছেন–[১০২৭] ১৯৪. (এটি নাযিল হয়েছে) আপনার কলবে, যাতে আপনি হতে পারেন সতর্ককারী (নবী)দের অন্তর্ভুক্ত। ১৯৫. (তা নাযিল হয়েছে) সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়। ১৯৬. আর অবশ্যই তা(র উল্লেখ) রয়েছে পূর্ববর্তীদের কিতাবসমস্তে।[১০২৮] ১৯৭.আচ্ছা, তাদের জন্য কি এটা প্রমাণ নয় যে, বনী ইসরাঈলের আলিমগণ (আসমানি কিতাবের সূত্রে) তাঁকে জানেন।[১০২৯] ১৯৮. আর যদি এই আরবী কিতাব আজমীদের কারো উপর নাযিল করতাম, ১৯৯. আর সে (আরবী না জেনেও) তাদের উপর তা পাঠ করত, (তাহলে তো তা হত বড় খোলা মু'জিযা)! তবু তো তারা তার প্রতি ঈমান আনত না।[১০৩০]

كَذٰلِكَ سَلَكْنٰهُ فِيْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ ۝ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ۝ فَيَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا
يَشْعُرُوْنَ ۝ فَيَقُوْلُوْا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُوْنَ ۝ اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ ۝ اَفَرَءَيْتَ اِنْ مَّتَّعْنٰهُمْ سِنِيْنَ ۝ ثُمَّ
جَآءَهُمْ مَّا كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ۝

[১০২৭] বিশ্বস্ত ফিরেশতা (জিবরীল আল্লাহ্র হুকুমে) তা নাযিল করেছেন।

[১০২৮] তাওরাত, যাবূর, ইন্জীল ও অন্যান্য আসমানী কিতাবে আখেরী নবী ও তাঁর আখেরি কিতাব কোরআনের উল্লেখ ছিল, অসংখ্য বিকৃতি ও পরিবর্তন সত্ত্বেও আল্লাহ্র কুদরতে এখনো তার ছাপ ও ছায়া রয়ে গিয়েছে।

[১০২৯] আহলে কিতাবের যে ভাগ্যবান ব্যক্তিগণ ইসলাম গ্রহণ করে নবীর আছহাব হয়েছিলেন তাঁরা তো ঘোষণা করতেনই যে, তাওরাতে ইন্জীলে আখেরী নবীর সুসংবাদ রয়েছে, এমনকি অন্যান্য ধর্মনেতারাও তা স্বীকার করত। আধুনিক যুগের নও মুসলিমান ধর্মপণ্ডিতও তা স্বীকার করেন।

[১০৩০] সুতরাং বোঝা গেলো, ঈমান না আনার কারণ দলীল-প্রমাণের দুর্বলতা নয়, বরং তাদের ভিতরে বিদ্যমান অহঙ্কার ও হঠকারিতা।

২০০. আসলে এভাবেই অপরাধীদের/মুজরিমীনের দিলে আমি কোরআনের 'ঢুকন' ঘটাই[১০৩১] (তাদের দিলে যা কোন আছর করে না, যেমন সরল মানুষের দিলে করে)। ২০১. (তাই) তারা কোরআনের প্রতি ঈমান আনবে না যতক্ষণ (না) যন্ত্রণাদায়ক আযাব (নিজের চোখে) তারা দেখবে, ২০২. আর (যতক্ষণ না) তাদের কাছে তা আচমকা এসে পড়বে, আর তারা টেরও পাবে না। ২০৩. অনন্তর তারা বলে ওঠে, আমরা কি (সামান্য) অবকাশপ্রাপ্ত হতে পারি! [১০৩২]২০৪. তাহলে এর পরও (এমনসব অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার পরো) কি আমার আযাব নিয়ে তারা *'তাড়া'* দেখাবে![১০৩৩] ২০৫. আচ্ছা, বলো তো যদি আমরা কয়েক বছর তাদেরকে ভোগের সুযোগ দেই, ২০৬. তারপর (আচমকা) ঐ আযাব তাদের কাছে এসে পড়ে, যার হুঁশিয়ারি তাদের দেয়া হয়েছিল!

مَآ اَغۡنٰى عَنۡهُمۡ مَّا كَانُوۡا يُمَتَّعُوۡنَ ﴿۲۰۷﴾ وَمَآ اَهۡلَكۡنَا مِنۡ قَرۡيَةٍ اِلَّا لَهَا مُنۡذِرُوۡنَ ﴿۲۰۸﴾ ذِكۡرٰى ۛ وَمَا كُنَّا ظٰلِمِيۡنَ ﴿۲۰۹﴾
وَمَا تَنَزَّلَتۡ بِهِ الشَّيٰطِيۡنُ ﴿۲۱۰﴾ وَمَا يَنۡۢبَغِىۡ لَهُمۡ وَمَا يَسۡتَطِيۡعُوۡنَ ﴿۲۱۱﴾ اِنَّهُمۡ عَنِ السَّمۡعِ لَمَعۡزُوۡلُوۡنَ ﴿۲۱۲﴾ فَلَا تَدۡعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا
اٰخَرَ فَتَكُوۡنَ مِنَ الۡمُعَذَّبِيۡنَ ﴿۲۱۳﴾ وَاَنۡذِرۡ عَشِيۡرَتَكَ الۡاَقۡرَبِيۡنَ ﴿۲۱۴﴾ وَاخۡفِضۡ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ ﴿۲۱۵﴾

২০৭. (তাহলে) ভোগের যত সুযোগ তাদের দিয়ে যাওয়া হল (আযাবের সময়) তাদের তা কী কাজ দিলো! ২০৮. আর যে কোন জনপদ আমি ধ্বংস করেছি, অনিবার্যভাবেই তাদের জন্য ছিলেন (এক বা) একাধিক সতর্ককারী– ২০৯. তাদের উপদেশ দেয়ার জন্য, আর আমি এমন তো নই যে, যুলুম করি। (সুতরাং সতর্ককারী ও সতর্কীকরণ ছাড়া কোন জনপদ ধ্বংস করার তো প্রশ্নই আসে না) ২১০. আর 'শয়তানদল' তো এ কোরআন নিয়ে নামেনি! ২১১. না এটা তাদের আগ্রহের/পছন্দের বিষয়, আর না তারা তা করতে পারে। ২১২. তারা তো (আকাশের সর্বপ্রকার) শ্রবণ হতে রহিত[১০৩৪] ২১৩. সুতরাং (আয় মোখাতাব!) আল্লাহ্‌র সঙ্গে আর কোন ইলাহকে তুমি ডেকো না, তাহলে কিন্তু তুমি আযাবগ্রস্তদের দলভুক্ত হয়ে যাবে। ২১৪. আর (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি আপনার নিকটতম আত্মীয়দের সতর্ক করুন, ২১৫. আর মুমিনীন, যারা আপনাকে (পূর্ণ) অনুসরণ করেছে, তাদের প্রতি মমতার ডানা নত করুন।[১০৩৫]

فَاِنۡ عَصَوۡكَ فَقُلۡ اِنِّىۡ بَرِىۡٓءٌ مِّمَّا تَعۡمَلُوۡنَ ﴿۲۱۶﴾ وَتَوَكَّلۡ عَلَى الۡعَزِيۡزِ الرَّحِيۡمِ ﴿۲۱۷﴾ الَّذِىۡ يَرٰٮكَ حِيۡنَ تَقُوۡمُ ﴿۲۱۸﴾ وَتَقَلُّبَكَ
فِى السّٰجِدِيۡنَ ﴿۲۱۹﴾ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيۡعُ الۡعَلِيۡمُ ﴿۲۲۰﴾ هَلۡ اُنَبِّئُكُمۡ عَلٰى مَنۡ تَنَزَّلُ الشَّيٰطِيۡنُ ﴿۲۲۱﴾ تَنَزَّلُ عَلٰى كُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيۡمٍ ﴿۲۲۲﴾
يُّلۡقُوۡنَ السَّمۡعَ وَاَكۡثَرُهُمۡ كٰذِبُوۡنَ ﴿۲۲۳﴾

২১৬. তারপর যদি তারা (আহলে কুফুর) আপনার অবাধ্যতা করে তাহলে আপনি বলে দিন, যাকিছু

[১০৩১] শব্দটি তেমন প্রচলিত নয়, তবে কাফিরদের দিলের জন্য এর চেয়ে উপযুক্ত শব্দ আর কী হতে পারে। অবশ্য এমনও বলা যায়, 'ওভাবেই (আছরহীন অবস্থায়) মুজরিমীনের দিলে আমি কোরআন চালিত করি...

[১০৩২] আমরা কি (একটু হলেও) সুযোগ পেতে পারি!

[১০৩৩] তারপরো কি তারা, আমার আযাব তাড়াতাড়ি আসুক, চাইবে!

[১০৩৪] তাদের তো (অহীর) শ্রবণ থেকে রুখে দেয়া হয়েছে/প্রতিরোধিত করা হয়েছে।

[১০৩৫] তাদের প্রতি আপনি অতি কোমল ও মমতাপূর্ণ হোন।

তোমরা করছ তা থেকে আমি দায়মুক্ত। ২১৭. আর মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়ালুর উপর (পূর্ণ) ভরসা রাখুন– ২১৮. যিনি আপনাকে দেখেন যখন আপনি (ছালাতে) দাঁড়ান, ২১৯. আর (দেখেন) সাজিদীনের মধ্যে আপনার সচল অবস্থান। ২২০. অবশ্যই তিনিই সব শোনেন, সব জানেন ২২১. আমি কি তোমাদের জানাবো, *'শয়তানদল'* কার উপর ভর করে? ২২২. ভর করে যত অপবাদপ্রিয়, ঘোর পাপীর উপর। ২২৩. তারা (তাদের দিকে) শোনা কথা ছুঁড়ে দেয়, আর তাদের অধিকাংশই মিথ্যাকথক।

وَالشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ ﴿۲۲۴﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِيْ كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ ﴿۲۲۵﴾ وَاَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ ﴿۲۲۶﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّانْتَصَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا ؕ وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْۤا اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ ﴿۲۲۷﴾

২২৪. আর কবিকুল, তাদের তো অনুগামী হয় বিপথগামীরা। ২২৫. তুমি কি দেখোনি যে, তারা প্রত্যেক উপত্যকায় উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে মরে, ২২৬. আর তারা বলে, যা তারা করে না। ২২৭. তবে ঐ সমস্ত (কবি) ব্যতিক্রম, যারা ঈমান এনেছে, আর নেক আমলে মশগূল হয়েছে, আর বেশী বেশী আল্লাহ্‌র যিকির করেছে। আর নিজেরা নির্যাতিত হওয়ার পর (ইনছাফের সঙ্গে) প্রতিশোধ নিয়েছে। আর যারা যুলুম করেছে (কুফুরি-পাপাচার করে, কারো হক নষ্ট করে), অচিরেই তারা জানতে পারবে, কোন পরিণামের দিকে তারা ফিরে যাচ্ছে।

سُورَةُ النمل ٢٧؛ مَكِّيَّة؛ آياتُها ٩٣ وركُوعاتُها ٧

২৭-সূরা নাম্‌ল, মাক্কী, আয়াত ৯৩, রুকূ ৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

طٰسٓ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ ﴿۱﴾ هُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۲﴾ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ﴿۳﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿۴﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ ﴿۵﴾

(শুরু করছি) রাহমান, রাহীম, আল্লাহ্‌র নামে

১. তোয়া-সীন। এগুলো/ঐগুলো কোরআনের এবং (সত্যকে) সুস্পষ্টকারী কিতাবের আয়াত। ২. এটি হিদায়াত ও সুসংবাদদাতা মুমিনীনের জন্য– ৩. যারা ছালাত কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে, আর যারা শুধু আখেরাতের প্রতি (মযবূত) একীন রাখে। ৪. বস্তুত যারা আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে না তাদের জন্য তাদের আমলকে আমি শোভনরূপে তুলে ধরেছি, ফলে তারা উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে মরে ৫. ওরাই এমন লোক যাদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট আযাব, আর আখেরাতে তারাই মহাক্ষতিগ্রস্ত।

وَ اِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْاٰنَ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ عَلِيْمٍ ۝٦ اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِاَهْلِهٖۤ اِنِّيْۤ اٰنَسْتُ نَارًا ؕ سَاٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ اٰتِيْكُمْ
بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ۝٧ فَلَمَّا جَآءَهَا نُوْدِيَ اَنْۢ بُوْرِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَ مَنْ حَوْلَهَا ؕ وَ سُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٨

৬. আর (আয় পেয়ারে নবী!) নিশ্চয় এ কোরআন আপনাকে দেয়া হচ্ছে মহাপ্রজ্ঞাবান, মহাজ্ঞানী (মহান সত্তার) পক্ষ হতে। ৭. (ঐ সময়টি স্মরণ করুন) যখন মূসা তাঁর পরিবারকে বললেন, আভাস পেয়েছি আমি একটি আগুনের। অচিরেই সেখান থেকে তোমাদের জন্য আমি (পথের) সংবাদ নিয়ে আসবো, তদুপরি তোমাদের জন্য নিয়ে আসবো জ্বলন্ত অঙ্গার, যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পারো ৮. তো যখন তিনি আগুনের কাছে এলেন তখন তাঁকে এ মর্মে ডাক দেয়া হল যে, তিনি অত্যন্ত বরকতপূর্ণ হোন যিনি আগুনের ভিতরে অবস্থান করছেন, আর যারা আগুনের চারপাশে অবস্থান করছেন (তারাও)। আর (যাবতীয় ত্রুটি ও দুর্বলতা থেকে) আল্লাহ্ চিরপবিত্র, যিনি রাব্বুল আলামীন!

يٰمُوْسٰۤى اِنَّهٗۤ اَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝٩ وَ اَلْقِ عَصَاكَ ؕ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَآنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّ لَمْ يُعَقِّبْ ؕ
يٰمُوْسٰى لَا تَخَفْ ۫ اِنِّيْ لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُوْنَ ۝١٠ اِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًۢا بَعْدَ سُوْٓءٍ فَاِنِّيْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝١١

৯. আয় মূসা, সত্য এই যে, আমিই আল্লাহ্, মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাবান। ১০. আর আপনি আপনার 'আছা' নিক্ষেপ করুন। তো যখন তিনি দেখলেন যে, সেটি ঠিক যেন সাপের মত নড়াচড়া করছে তখন তিনি পিছনে ফিরে ধাবিত হলেন, (সেদিকে) ফিরেও তাকালেন না। (তখন তাঁকে অভয় দিয়ে বলা হল) আয় মূসা, ভয় করবেন না। আমি, আমার কাছে তো রাসূলান ভয় করেন না, (ভয় করা উচিত নয়,)[১০৩৬] ১১. তবে কেউ যদি যুলুম করে, তারপর মন্দ কাজের পর তার বদলে নেক কাজ করে তাহলে (তার জন্য) তো আমি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[১০৩৭]

وَ اَدْخِلْ يَدَكَ فِيْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ ؕ فِيْ تِسْعِ اٰيٰتٍ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَ قَوْمِهٖ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ۝١٢
فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ اٰيٰتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝١٣ وَ جَحَدُوْا بِهَا وَ اسْتَيْقَنَتْهَاۤ اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّ عُلُوًّا ؕ فَانْظُرْ
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ۝١٤

১২. আর নিজের হাতখানা আপনি নিজের বুকের ফাড়া দিয়ে দাখেল করুন, (দেখবেন) কোন মন্দ কিছু ছাড়া শুভ্র অবস্থায় তা বের হয়ে আসবে। (তো এ দু'টি হল) সেই নয়নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত যা (আপনার মাধ্যমে) ফিরআউন ও তার কাউমের উদ্দেশ্যে পাঠানো হচ্ছে। কারণ তারা বড় অবাধ্য

[১০৩৬] অর্থাৎ আমি তো আপনাকে নবুয়ত ও রিসালাত দান করছি। আর আছার যে রূপ আপনাকে দেখানো হল তা তো আপনার নবুয়তের প্রমাণ মু'জিযা, তো আমার রাসূল তাঁকে প্রদত্ত মু'জিযাকে ভয় পাবে, এ তো হতে পারে না! উল্লেখ্য, পুরো আন্দাযে বয়ান থেকে বোঝা যায়, এটি তিরস্কার নয়, বরং সান্ত্বনা। সুতরাং এমন ভয় পাওয়া স্বভাবের দিক থেকেই স্বাভাবিক ছিল, তা কোন ত্রুটি ছিল না।

[১০৩৭] এটিও সদ্য নবুয়তপ্রাপ্ত নবীর জন্য সর্বোচ্চ সান্ত্বনা। আমার সমীপে নবীর তো ভয়ের কিছু নেই, এমনকি যারা গোনাহ করার পর তাওবা করেছে আমার সমীপে তাদেরও ভয়ের কিছু নয়। সুতরাং আয় মূসা আপনি বিলকুল নির্ভয় হয়ে যান, আপনার তো ভয় পাওয়ার কোন প্রশ্নই আসে না।

কাউম। ১৩. তো আমার নিদর্শনগুলো যখন অন্তর্দৃষ্টি খুলে দেয়ার মত অবস্থায় তাদের কাছে এলো, (তখন হিদায়াতের আলো গ্রহণ করার পরিবর্তে) তারা বলে উঠলো, এ তো সুস্পষ্ট জাদু! ১৪. বস্তুত তাদের অন্তর সেগুলোকে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও নিছক সীমালঙ্ঘন ও অহমিকার কারণে তারা সেগুলো অস্বীকার করে বসলো। তো তাকিয়ে দেখো, কেমন ছিল ফাসাদকারীদের/ফাসাদীদের পরিণাম।

(রুকূ. ২)

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ عِلْمًا ۚ وَقَالَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ فَضَّلَنَا عَلٰى كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝١٥ وَوَرِثَ
سُلَيْمٰنُ دَاوٗدَ وَقَالَ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَاُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۭ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ ۝١٦

১৫. আর সুনিশ্চিত, দাউদ ও সোলায়মানকে আমি (নবী-রাসূলের শানমত আসমানি) ইলম দান করেছিলাম। আর (শোকরের জাযবায়) তারা (দু'জন) বলেছিলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি তাঁর বহু মুমিন বান্দাদের উপর আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। ১৬. আর (দাউদের ওয়াফাতের পর নবুয়ত ও সালতানাত উভয়ক্ষেত্রে) সোলায়মান দাউদের উত্তরাধিকার লাভ করলেন। আর (শোকরানারূপে) তিনি বললেন, হে লোকসকল, আমাকে পাখীর বুলি (বোঝার) শিক্ষা দেয়া হয়েছে, আর (সালতানাতের উপযোগী) সবকিছু থেকে (প্রয়োজন পরিমাণ) আমাকে দান করা হয়েছে (যেমন লস্কর, সমরসরঞ্জাম, গতিবিধি ও অন্যান্য)। এটাই তো (আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে) সুস্পষ্ট অনুগ্রহ।

وَحُشِرَ لِسُلَيْمٰنَ جُنُوْدُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ۝١٧ حَتّٰٓى اِذَآ اَتَوْا عَلٰي وَادِ النَّمْلِ ۙ قَالَتْ نَمْلَةٌ
يّٰٓاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ ۚ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ ۙ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝١٨ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا
وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰي وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَاَدْخِلْنِيْ
بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ ۝١٩

১৭. আর (একবার) সোলায়মানের জন্য তাঁর পুরা লস্কর সমবেত করা হল, যাতে ছিল জিন-অংশ, মানব-অংশ, পক্ষী-অংশ। তো (সুসৃঙ্খল একটা ব্যবস্থার মাধ্যমে) তাদেরকে সুনিয়ন্ত্রণে রাখা হতো। ১৮. (তো লস্কর যাত্রা করল।) এমনকি যখন তারা পিঁপড়ার উপত্যকায় উপনীত হল তখন একটি পিঁপড়া বলে উঠলো, হে পিঁপড়ের দল, তোমরা নিজ নিজ গর্তে ঢুকে পড়ো। এমন যেন না হয় যে, সোলায়মান ও তাঁর পুরো লস্কর তোমাদের পিষে ফেললো, এমন অবস্থায় যে তারা টেরও না পায়। ১৯. তখন সোলায়মান তার কথা শুনে (ও বুঝে) স্মিত হাসি থেকে পূর্ণ হেসে উঠলেন, আর বললেন, (আয়) রাব্বি, আমাকে (এ বিষয়ের) পাবন্দ করুন যে, আমি আপনার ঐ নেয়ামতের শোকর আদায় করতে পারি যা আপনি আমার উপর এবং আমার ওয়ালিদায়নের উপর বর্ষণ করেছেন, আর যেন এমন নেক আমল করতে পারি যাতে আপনি সন্তুষ্ট হন, আর আপন দয়ায় আপনি আমাকে আপনার নেক বান্দাদের মধ্যে দাখেল করুন।

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَآ اَرَى الْهُدْهُدَ ۡ اَمْ كَانَ مِنَ الْغَاۗىِٕبِيْنَ ۝٢٠ لَاُعَذِّبَنَّهٗ عَذَابًا شَدِيْدًا اَوْ لَاَاْذْبَحَنَّهٗٓ اَوْ
لَيَاْتِيَنِّيْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝٢١ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَقَالَ اَحَطْتُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَاٍ بِنَبَاٍ يَّقِيْنٍ ۝٢٢ اِنِّيْ

وَجَدْتُّ امْرَاَةً تَمْلِكُهُمْ وَ اُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَّ لَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ ﴿٢٣﴾

২০. আর (একবার) তিনি পক্ষিদলের খোঁজ নিলেন, আর বললেন, কী হল, হুদহুদকে দেখছি না যে! নাকি সে (অনুমতি ছাড়া) গায়েব হল। ২১. (যখন সে ফিরে আসবে তখন) সত্যি সত্যি তাকে আমি কঠিন সাজা দেব, অথবা যবেহই করে ফেলব, যদি না সুস্পষ্ট কোন কারণ পেশ করে। ২২. অনন্তর হুদহুদ অল্প সময়ের মধ্যে ফিরে এল, আর বলল, আমি এমন তথ্য অর্জন করেছি যা আপনার অর্জনে/বেষ্টনে নেই। আর আমি সাবা থেকে সুনিশ্চিত সংবাদসহ আপনার কাছে এসেছি ২৩. (সেখানে) আমি এক নারীকে পেয়েছি যিনি তাদের শাসন করছেন। আর (আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে) তাকে সবকিছু থেকেই (বিপুল পরিমাণ) দেয়া হয়েছে। আর তার রয়েছে বিরাট সিংহাসন।

وَجَدْتُّهَا وَ قَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُوْنَ ﴿٢٤﴾ اَلَّا يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ يَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ وَ مَا تُعْلِنُوْنَ ﴿٢٥﴾ اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿٢٦﴾

২৪. তাকে ও তার কাউমকে আমি দেখেছি, তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করে। আর শয়তান তাদের জন্য তাদের কর্মকাণ্ড শোভন করে তুলে ধরেছে। এভাবে সে তাদেরকে সরল পথ থেকে বিরত রেখেছে। ফলে তারা হিদায়াতপ্রাপ্ত হচ্ছে না। ২৫. (সরল পথ থেকে নিবৃত্ত রাখার কারণ,) যেন তারা আল্লাহ্‌কে সিজদা করতে না পারে, যিনি আসমানসমস্তে এবং যমীনে সব গুপ্ত বিষয় বের করে আনেন, আর যিনি, যাকিছু তোমরা গোপন কর, আর যাকিছু প্রকাশ কর, সব জানেন। ২৬. আল্লাহ্, তিনি ছাড়া নেই কোন ইলাহ, (তিনি) আরশে আযীমের অধিপতি।

قَالَ سَنَنْظُرُ اَصَدَقْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٢٧﴾ اِذْهَبْ بِّكِتٰبِيْ هٰذَا فَاَلْقِهْ اِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٢٨﴾ قَالَتْ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَؤُا اِنِّيْۤ اُلْقِيَ اِلَيَّ كِتٰبٌ كَرِيْمٌ ﴿٢٩﴾ اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَ اِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿٣٠﴾ اَلَّا تَعْلُوْا عَلَيَّ وَ اْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ ﴿٣١﴾

২৭. সোলায়মান বললেন, অবশ্যই আমি খতিয়ে দেখবো যে, তুমি কি সত্য বলেছো, না মিথ্যাবাদী -দের দলে ভিড়েছো! ২৮. (যাও), আমার এ পত্র নিয়ে যাও, অনন্তর তাদের প্রতি প্রক্ষেপণ কর, তারপর তাদের থেকে সরে এসো, আর দেখো, তারা কী ফিরতি প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে। (তারপর তুমি চলে এসো।) ২৯. (হুদহুদ শাহী হুকুম ঠিক ঠিক পালন করল, ওদিকে) রানী (রাজদরবারে) বললেন, হে নেতৃবর্গ, আমার দিকে একটি মর্যাদাপূর্ণ পত্র প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। ৩০. তা সোলায়মানের পক্ষ হতে, আর তা রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে শুরু। ৩১. (পত্রের বক্তব্য) এই যে, আমার উপর বড়াই দেখিয়ো না, বরং অনুগত হয়ে আমার কাছে চলে এসো।

(রুকূ. ৩)

قَالَتْ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَفْتُوْنِيْ فِيْۤ اَمْرِيْ ۚ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً اَمْرًا حَتّٰى تَشْهَدُوْنِ ﴿٣٢﴾ قَالُوْا نَحْنُ اُولُوْا قُوَّةٍ وَّ اُولُوْا بَاْسٍ

شَدِيْدٍ ۙ وَّالْاَمْرُ اِلَيْكِ فَانْظُرِيْ مَاذَا تَاْمُرِيْنَ ۝ قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْٓا اَعِزَّةَ اَهْلِهَآ
اَذِلَّةً ۚ وَكَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ۝ وَاِنِّيْ مُرْسِلَةٌ اِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنٰظِرَةٌۢ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُوْنَ ۝

৩২. রানী বললেন, হে নেতৃবর্গ, আমার বিষয়ে আপনারা পরামর্শ দিন। আমি তো কোন বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিই না, যতক্ষণ (না) আপনারা উপস্থিত হন। ৩৩. তারা বলল, আমরা তো অত্যন্ত শক্তির অধিকারী এবং প্রচণ্ড বিক্রমের অধিকারী, তবে সিদ্ধান্ত আপনার দিকে,[১০৩৮] সুতরাং ভেবে দেখুন, কী হুকুম জারি করবেন। ৩৪. (রাজবিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে) রানী বললেন, তিক্ত বাস্তবতা এই যে, রাজা-বাদশাহ যখন কোন জনপদে অনুপ্রবেশ করে/আগ্রাসন চালায়[১০৩৯] তখন তা বিপর্যস্ত করে ফেলে, আর জনপদের মর্যাদাবান লোকদের অপদস্থ করে ছাড়ে। তো তারাও তাই করবে। ৩৫. তো অবশ্যই আমি তাদের প্রতি *'প্রীতিউপহার'* পাঠাতে চাই, আর দেখতে চাই প্রেরিত দূতগণ কী বার্তা নিয়ে ফিরে আসে!

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمٰنَ قَالَ اَتُمِدُّوْنَنِ بِمَالٍ ۖ فَمَآ اٰتٰىنِيَ اللّٰهُ خَيْرٌ مِّمَّآ اٰتٰىكُمْ ۚ بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ ۝
اِرْجِعْ اِلَيْهِمْ فَلَنَاْتِيَنَّهُمْ بِجُنُوْدٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَآ اَذِلَّةً وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ۝ قَالَ يٰٓاَيُّهَا
الْمَلَؤُا اَيُّكُمْ يَاْتِيْنِيْ بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ ۝

৩৬. তো যখন দূত সোলায়মানের কাছে এলো তখন তিনি (তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে) বললেন, তোমরা কি অর্থ দ্বারা আমাকে শক্তি যোগাতে চাও![১০৪০] তাহলে (শোনো) আল্লাহ্ আমাকে যা দান করেছেন, তা, তোমাদের যা দিয়েছেন তা থেকে উত্তম। (তো তোমাদের উপঢৌকনে আমার কোন প্রয়োজন নেই), বরং তোমরা তোমাদের উপঢৌকনে খুশী থাক। ৩৭. (এখন) তুমি তাদের কাছে ফিরে যাও (এবং তাদের জানিয়ে দাও), যত দ্রুত সম্ভব তাদের মোকাবেলায় আমি এমন লস্কর নিয়ে হাযির হব, যা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তাদের নেই। আর সত্যি সত্যি ঐ জনপদ থেকে তাদের আমি অপদস্থ অবস্থায় বের করে দেবো, তখন তারা হীনবল হয়ে পড়বে। ৩৮. (পরবর্তী পদক্ষেপ -রূপে) সোলায়মান বললেন, আয় আহলে দরবার! তোমাদের কে রানীর সিংহাসন আমার কাছে আনতে পারবে, তারা অনুগত হয়ে আমার কাছে চলে আসার আগে![১০৪১]

قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ ۚ وَاِنِّيْ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ اَمِيْنٌ ۝ قَالَ الَّذِيْ عِنْدَهٗ
عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ ۭ فَلَمَّا رَاٰهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهٗ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ ۡ

১০৩৮ ভিন্ন তরজমা, 'শক্তিতে পরাক্রমে আমরা তো অনন্য, তবে সিদ্ধান্ত আপনার/ সিদ্ধান্ত নির্ভর করে আপনার উপর।

১০৩৯ যখন কোন জনপদে আগ্রাসন/অভিযান চালায়

১০৪০ তোমরা কি মাল দ্বারা আমাকে বশ করতে চাও...

১০৪১ আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবী চেয়েছিলেন, রানীর সামনে কোন মু'জিযা প্রকাশ করতে, যাতে রানীর হেদায়াত লাভ করা সহজ হয়। আর এ জন্য রানীর সিংহাসনই ছিল সবচে' উপযুক্ত, কারণ সিংহাসনই শাসকের ক্ষমতার প্রতীক এবং তার বড় দুর্বলতার বিন্দু।

لِيَبْلُوَنِيْٓ ءَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ ۭ وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّيْ غَنِيٌّ كَرِيْمٌ ۝

৩৯. একবিশালদেহী জ্বিন বলল, আমি তা আপনার কাছে নিয়ে আসবো আপনি নিজের স্থান হতে ওঠার আগে। আর অতিঅবশ্যই আমি ঐ কাজের উপর সক্ষম (এবং) বিশ্বস্তও। ৪০. যার কাছে ছিল কিতাবের ইলম সে বলল,[১০৪২] আমি তা আপনার কাছে নিয়ে আসবো, আপনার (চোখের) পলক আপনার দিকে ফিরে আসার আগে।[১০৪৩] তো যখন তিনি সিংহাসনটি নিজের সামনে স্থিত দেখতে পেলেন তখন বললেন, এটা তো আমার রবের অনুগ্রহমাত্র। (তিনি আমাকে তাওফীক দিয়েছেন), আমাকে পরীক্ষা করার জন্য যে, আমি শোকর করি, না নাশোকরি করি। আর যে শোকর করে সে তো নিজেরই কল্যাণের জন্য শোকর করে। আর যে কুফুর করে (সে অন্যকারো নয়, বরং নিজেরই ক্ষতি করে, কারণ) আসলে আমার রব তো অভাবমুক্ত, মহানুভব।

قَالَ نَكِّرُوْا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ اَتَهْتَدِيْٓ اَمْ تَكُوْنُ مِنَ الَّذِيْنَ لَا يَهْتَدُوْنَ ۝ فَلَمَّا جَاۗءَتْ قِيْلَ اَهٰكَذَا عَرْشُكِ ۭ قَالَتْ كَاَنَّهٗ هُوَ ۚ وَاُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ ۝ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَّعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۭ اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ۝

৪১. (পরে) সোলায়মান (সংশ্লিষ্ট সেবকদের) বললেন, রানীর জন্য তার সিংহাসনটি অপরিচিত করে দাও। আমি দেখতে চাই, তিনি কি হাকীকত পর্যন্ত উপনীত হতে পারেন, নাকি তাদের দলে পড়ে যান যারা হাকীকত পর্যন্ত উপনীত হতে পারে না। ৪২. তো রানী যখন আগমন করলেন তখন (তাকে) বলা হল, আপনার সিংহাসন কি এমনই? তিনি বললেন, মনে তো হয়, এটা তা-ই! আসলে আমাকে তো (আপনার সত্যতার) জ্ঞান আগেই দেয়া হয়েছে, আর আমি আনুগত্য গ্রহণ করে নিয়েছি। ৪৩. আসলে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তিনি যার উপাসনা করতেন সেটাই তাকে (ঈমান আনা থেকে) বিরত রেখেছিল। তিনি তো ছিলেন এক কাফির সম্প্রদায় থেকে গণ্য।

قِيْلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ ۚ فَلَمَّا رَاَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَّكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ۭ قَالَ اِنَّهٗ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيْرَ ۭ قَالَتْ رَبِّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

৪৪. (পরবর্তী পর্যায়ে) তাকে বলা হল, (এই) মহলে প্রবেশ করুন। তো তিনি যখন মহলটি দেখলেন তখন পথের অংশটিকে ভাবলেন, জলপথ। তাই তিনি পায়ের গোছা থেকে (বস্ত্র) গুটিয়ে নিলেন। (তখন) সোলায়মান বললেন, এটি তো স্বচ্ছ কাঁচমণ্ডিত মহল। তখন রানী (পরিপূর্ণ উপলব্ধির সঙ্গে) বললেন, (ইয়া) রাব্বি, (এতদিন কুফুরে ডুবে থেকে) আমি তো নিজের উপর যুলুম করেছি, এখন আমি সোলায়মানের সঙ্গে রাব্বুল আলামীন আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনছি।

[১০৪২] খুব সম্ভব, তিনি ছিলেন স্বয়ং হযরত সোলায়মান আ. কারণ কিতাবের (তাওরাত ও যাবূরের) ইলম নবী হিসাবে তাঁরই বেশী থাকার কথা।

[১০৪৩] সম্ভবত এখানে সম্বোধন করা হয়েছিল বিশালদেহী জ্বিনকে।

(রুকূ. ৪)

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ فَاِذَا هُمْ فَرِيْقٰنِ يَخْتَصِمُوْنَ ۝ قَالَ يٰقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُوْنَ
بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ۚ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝ قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ ۭ قَالَ
طٰۗىِٕرُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُوْنَ ۝

৪৫. আর সুনিশ্চিত, ছামূদের কাছে আমি তাদের ভাই ছালিহকে প্রেরণ করেছি এই বার্তা দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর। তখন হঠাৎ দেখা গেল, তারা পরস্পর বিবাদমান দু'টি দল ৪৬. ছালিহ বললেন, আয় মেরে কাউম, কেন তোমরা ভালোর আগে মন্দের প্রতি তাড়াহুড়া দেখাচ্ছ! কেন তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে ইস্‌তিগফার করছো না, যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়![১০৪৪] ৪৭. কাউমের লোকেরা বলল, আমরা তো তোমাকে এবং তোমার সঙ্গীদেরকে অশুভ মনে করছি। তিনি বললেন, তোমাদের অশুভতা (ও শুভতা) তো আল্লাহ্‌র হাতে। আসলে তোমরা এমন কাউম যাদের ফেতনায় ফেলা হচ্ছে/বরং তোমরা তো এক ফিতনাগ্রস্ত কাউম।

وَكَانَ فِي الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُّفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ ۝ قَالُوْا تَقَاسَمُوْا بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّهٗ وَاَهْلَهٗ
ثُمَّ لَنَقُوْلَنَّ لِوَلِيِّهٖ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ اَهْلِهٖ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ۝ وَمَكَرُوْا مَكْرًا وَّمَكَرْنَا مَكْرًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝
فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ ۙ اَنَّا دَمَّرْنٰهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝

৪৮. আর শহরে নয়জনের একটি চক্র ছিল এমন, যারা ভূখণ্ডে শুধু ফাসাদ ছড়ায়, সংশোধনের প্রয়াসী হয় না। ৪৯. তারা (একত্র হয়ে একে অন্যকে) বলল, তোমরা আল্লাহ্‌র নামে কসম বিনিময় কর (যে), আল্লাহ্‌র কসম, রাতের বেলা ছালেহ ও তার পরিবারের উপর আমরা সত্যি সত্যি হামলা চালাব, তারপর তার অভিভাবককে বলে দেব, আমরা তো তার পরিবারের হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করিনি। আর (এ বিষয়ে) আমরা একেবারে সত্যবাদী। ৫০. তো তারা তো বেশ একটা চক্রান্ত/'মকর' করল, আমরাও চক্রান্তের/মকরের একটা জবাব তৈরী করলাম, এমন অবস্থায় যে, তারা কিছু টেরই পায় না। ৫১. তো একটু দেখো, কেমন ছিল তাদের 'মকরের'/চক্রান্তের পরিণাম, (তা এই) যে, ঐ চক্রকে এবং তাদের গোটা সম্প্রদায়কে নাস্তানাবুদ করে দিলাম।

فَتِلْكَ بُيُوْتُهُمْ خَاوِيَةً ۢ بِمَا ظَلَمُوْا ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝ وَاَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۝
وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ۝ اَىِٕنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَاۗءِ ۭ بَلْ
اَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ۝

৫২. তো এই যে, তাদের বাড়ীঘর, পরিত্যক্ত পড়ে আছে তাদের যুলুমের কারণে। সত্যি সত্যি তাতে রয়েছে শিক্ষার বড় বিষয় এমন কাউমের জন্য যারা (সত্য ও মিথ্যার পরিণাম সম্পর্কে) জানে। ৫৩. আর যারা ঈমান এনেছিল এবং তাক্বওয়া অবলম্বন করেছিল তাদের আমি উদ্ধার করেছি। ৫৪.

[১০৪৪] তার চেয়ে কি ভালো হতো না, যদি আল্লাহ্‌র কাছে ইস্‌তিগফার করতে, ...

আর (স্মরণ করুন) লূতকে (তাঁর ঐ সময়ের ঘটনা) যখন তিনি তাঁর কাউমকে বললেন, নিজের চোখে (পরিণাম দেখেও) কি তোমরা ফাহেশা চালিয়ে যাচ্ছ! ৫৫. এটা কি সত্য যে, যৌনতার কারণে তোমরা নারীদের পরিবর্তে পুরুষগামী হচ্ছ! তোমরা তো আসলে এমন কাউম যারা মূর্খের আচরণ করছ।

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَخْرِجُوْٓا اٰلَ لُوْطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ﴿٥٦﴾ فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ
اِلَّا امْرَاَتَهٗ ۖ قَدَّرْنٰهَا مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿٥٧﴾ وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۚ فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿٥٨﴾

৫৬. তখন তাঁর কাউমের কোন জওয়াব ছিল না এটা বলা ছাড়া যে, আহলে লূতকে তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও, তারা তো বেশ সাধুতা প্রকাশ করছে[১০৪৫]। ৫৭ তখন আমি তাঁকে এবং তাঁর পরিবারকে উদ্ধার করলাম, তবে তাঁর স্ত্রীকে নয়, তার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে, সে পিছনে থাকা লোকদের দলভুক্ত হবে। ৫৮. আর আমি তাদের উপর বর্ষণ করলাম এক ভয়ঙ্কর বৃষ্টি, তো যাদের সতর্ক করা হয়েছে, তাদের (উপর বর্ষিত) বৃষ্টি কত না নিকৃষ্ট!

(রুকূ. ৫)

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى ۭ آٰللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٥٩﴾

৫৯. আপনি বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, আর সালাম তাঁর বান্দাদের উপর, যাদের তিনি নির্বাচন করেছেন। আচ্ছা, তো আল্লাহ্ উত্তম, নাকি তারা, (আল্লাহ্‌র সঙ্গে) যাদের তারা শরিক করে!

اَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاۗءِ مَاۗءً ۚ فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ حَدَاۗىِٕقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ۚ مَا كَانَ لَكُمْ اَنْ
تُنْۢبِتُوْا شَجَرَهَا ۭ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۭ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَّعْدِلُوْنَ ﴿٦٠﴾ اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلٰلَهَآ اَنْهٰرًا وَّجَعَلَ
لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۭ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۭ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦١﴾

৬০. আচ্ছা! কে তিনি যিনি আসমানসমস্ত ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, আর তোমাদের জন্য আসমান থেকে বৃষ্টি/বারী/পানি বর্ষণ করেছেন, অনন্তর তা দ্বারা আমি উদ্গাত করেছি দৃষ্টিনন্দন উদ্যানসমূহ! তোমাদের পক্ষে তো সম্ভব ছিল না তার বৃক্ষগুলো উদ্গাত করা। (আচ্ছা, এবার তাহলে বলো দেখি) আছে কি আল্লাহ্‌র সঙ্গে কোন ইলাহ! (আসলে তারা সৎ পথের অনুসারী নয়,) বরং তারা (সত্য পথ থেকে) সরে যাওয়া সম্প্রদায়। ৬১. কিংবা কে তিনি, পৃথিবীকে যিনি বানিয়েছেন অবস্থানস্থল, আর পৃথিবীর এখানে ওখানে সৃষ্টি করেছেন নদ-নদী, আর তার (স্থিতির) জন্য সৃষ্টি করেছেন সুস্থির পাহাড় -পর্বত এবং দুই জলধারার মাঝখানে স্থাপন করেছেন এক আড়াল। (আচ্ছা, এবার তাহলে বলো দেখি,) আছে কি আল্লাহ্‌র সঙ্গে কোন ইলাহ্! (আসলে তারা সৎ পথের অনুসারী নয়,) বরং তাদের অধিকাংশ (ঈমান ও তাওহীদের হাকীকতই) জানে না।

اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْۗءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاۗءَ الْاَرْضِ ۭ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۭ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٦٢﴾

[১০৪৫] তারা তো বেশ সাধুতার আড়ম্বর করছে/ তারা তো বাড়াবাড়ি সাধুতা করছে। তারা তো বেশ সাধু সেজে থাকা লোক!

اَمَّنْ يَّهْدِيْكُمْ فِيْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُّرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًۢا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ تَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٣﴾

৬২. কিংবা কে তিনি যিনি বিপদে অস্থির মানুষের ডাকে সাড়া দেন, যখন সে তাঁকে ডাকে এবং তার কষ্ট মোচন করে দেন এবং যিনি তোমাদেরকে পৃথিবীর খলীফা বানান! (আচ্ছা, তাহলে বল দেখি,) আছে কি আল্লাহ্‌র সঙ্গে কোন ইলাহ! আসলে খুব কমই তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। ৬৩. কিংবা কে তিনি যিনি তোমাদের পথ দেখান স্থলভাগ ও জলভাগের বহুমুখী অন্ধকারে এবং কে তিনি যিনি নিজের রহমতের (বৃষ্টির) আগে সুসংবাদরূপে বায়ুপুঞ্জ প্রেরণ করেন।[১০৪৬] (আচ্ছা, বল দেখি,) আছে কি আল্লাহ্‌র সঙ্গে কোন ইলাহ। (না, নেই, বরং) তারা যে সমস্ত জিনিসকে আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরীক করে, আল্লাহ্ তা থেকে বহু ঊর্ধ্বে রয়েছেন।

اَمَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَمَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٦٤﴾ قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ ؕ وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ﴿٦٥﴾ بَلِ ادّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ ۚ بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْهَا ۚ بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُوْنَ ﴿٦٦﴾

৬৪. কিংবা কে তিনি যিনি সমস্ত মাখলূককে সূচনাসৃষ্টি করেন, তারপর তা পুনঃসৃষ্টি করবেন/তারপর তার পুনরায়ণ করবেন! আর কে আসমান ও যমীন থেকে তোমাদের রিযিক দান করেন! (আচ্ছা, তাহলে বলো দেখি,) আছে কি আল্লাহ্‌র সঙ্গে কোন ইলাহ্! আপনি (তাদের) বলুন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে তোমাদের প্রমাণ পেশ কর। ৬৫. (আয় পেয়ারে নবী! তাদের) আপনি বলুন, আসমানসমস্তে ও যামীনে যারা আছে, কেউ গায়ব জানে না, আল্লাহ্ ছাড়া; আর মানুষ তো অনুভবও করতে পারে না, কবে তাদের পুনরুত্থিত করা হবে। ৬৬. বরং আখেরাত সম্পর্কে তাদের জ্ঞান সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে, বরং তারা আখেরাতের বিষয়ে গভীর সন্দেহে নিপতিত, বরং তারা সে সম্পর্কে গভীর অন্ধকারে রয়েছে।

(রুকূ. ৬)

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا وَّاٰبَآؤُنَآ اَئِنَّا لَمُخْرَجُوْنَ ﴿٦٧﴾ لَقَدْ وُعِدْنَا هٰذَا نَحْنُ وَاٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ ۙ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٦٨﴾ قُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٦٩﴾ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِيْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ﴿٧٠﴾

৬৭. আর যারা কুফুর করেছে তারা বলে, আচ্ছা, যখন মাটি হয়ে যাবো আমরা এবং আমাদের পূর্বপুরুষান তখনো কি সত্যি সত্যি (কবর থেকে) আমাদের বের করা হবে?! ৬৮. সুনিশ্চিত, এরকম প্রতিশ্রুতি তো দেয়া হয়েছে আমাদেরকে এবং এর আগে আমাদের পূর্বপুরুষানকে, (কিন্তু কোথায়,

---

[১০৪৬] যিনি আপন রহমতের (বৃষ্টির) পূর্বে বায়ুপুঞ্জ প্রেরণ করেন, যা তোমাদেরকে (বৃষ্টির) সুসংবাদ দেয়।

কিছু তো ঘটেনি) আসলে তো এগুলো আগিলা লোকদের কল্পকাহিনী ছাড়া আর কিছু নয়। ৬৯. (আয় পেয়ারে নবী! তাদের) আপনি বলুন, তোমরা ভূখণ্ডে বিচরণ কর, অনন্তর তাকিয়ে দেখো, কেমন ছিল মুজরিমীনের/অপরাধীদের পরিণাম। ৭০. আর (আয় পেয়ারে নবী! এত বোঝানোর পরো যদি তাদের ঈমান নছীব না হয় তাহলে) আপনি তাদের প্রতি দুঃখবোধে পীড়িত হবেন না, আর যাকিছু চক্রান্ত তারা করে তাতে আপনি মনোক্ষুণ্নতার মধ্যে পড়ে থাকবেন না।

وَيَقُولُونَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٧١﴾ قُلْ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِىْ تَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿٧٢﴾ وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٧٣﴾ وَاِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ﴿٧٤﴾ وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍ فِى السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ﴿٧٥﴾

৭১. আর তারা বলে, (আয় মুহম্মদ ও আছহাবে মুহম্মদ!) যদি তোমরা সত্যবাদী হও (তাহলে বল, আযাবের) এ ওয়াদা কবে বাস্তব হবে! ৭২. আপনি (তাদের) বলুন, অসম্ভব কিছু না, যে আযাব নিয়ে তোমরা তাড়াহুড়া মাচিয়ে চলেছো, তার কিছু অংশ হয়ত (দুনিয়াতেই) তোমাদের একেবারে পিছনে এসে যুক্ত হয়ে গিয়েছে![১০৪৭] ৭৩. আর আপনার রব্ সত্যি সত্যি লোকদের প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহের অধিকারী, তবে অধিকাংশ মানুষ শোকর করে না। ৭৪. আর আপনার রব্ অতিঅবশ্যই জানেন তাদের বুক যাকিছু সুপ্ত রাখে, আর যাকিছু তারা প্রকাশ করে। ৭৫. আর আসমানে ও যমীনে এমন কোন গুপ্ত বিষয় নেই যা একটি সুস্পষ্ট কিতাবে (লাওহে মাহফূযে) লিপিবদ্ধ নয়।

اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَقُصُّ عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَكْثَرَ الَّذِىْ هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿٧٦﴾ وَاِنَّهٗ لَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٧٧﴾ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِىْ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهٖ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ﴿٧٨﴾ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۖ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِيْنِ ﴿٧٩﴾

৭৬. যেসব বিষয় নিয়ে বনী ইসরাঈল মতভেদ করছে, এই কোরআন তার অধিকাংশই তো তাদের সামনে বিবৃত করে। ৭৭. আর নিশ্চয় এ কোরআন মুমিনীনের জন্য হিদায়াত ও রহমত ৭৮. অবশ্যই আপনার রব্ তাদের মাঝে ফায়ছালা করবেন আপন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আর তিনিই মহাপরাক্রমশালী, (সর্ববিষয়ে) পূর্ণ জ্ঞাত। ৭৯. সুতরাং আপনি আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করুন, অবশ্যই আপনি সুস্পষ্ট হকের উপর রয়েছেন।

اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ ﴿٨٠﴾ وَمَآ اَنْتَ بِهٰدِ الْعُمْىِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ ۭ اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿٨١﴾ وَاِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ الْاَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ ۙ اَنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا لَا يُوْقِنُوْنَ ﴿٨٢﴾

৮০. আপনি তো মৃতদের (কোন কথা) শোনাতে পারবেন না এবং শোনাতে পারবেন না কোন ডাক, যারা বধির তাদেরকে, যখন তারা পিছন ফিরে হাঁটা দেয়, ৮১. আর না আপনি অন্ধদেরকে

[১০৪৭] ঘটনা তেমনি ঘটেছিল। আযাবের আসল যে ওয়াদা তা তো আখেরাতে পূর্ণ হবে, তবে দুনিয়াতেও আযাবের কিছু অংশ যেন আহলে মক্কার একেবারে পিঠের সঙ্গে এসে লেগে গিয়েছিল, যেমন বদরে!

তাদের পথচ্যুতি থেকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে পারেন। আপনি তো তাদেরই শুধু শোনাতে পারবেন যারা আমার আয়াতসমস্তের প্রতি ঈমান আনার সদিচ্ছা রাখে, তারাই আসলে হতে পারে আত্মসমর্পণকারী। ৮২. আর যখন তাদের উপর (আমার) ফায়ছালা পুরা হওয়ার সময় আপতিত হবে তখন আমি তাদের জন্য ভূমি থেকে এক (অদ্ভুত) প্রাণী বের করে আনব, যে (আল্লাহ্‌র কুদরতে) মানুষের সঙ্গে (মানুষের ভাষায়) কথা বলবে যে, মানুষ তো আমাদের আয়াত ও নিশানের প্রতি ঈমানই রাখতো না (এখন তাদের প্রত্যাখ্যানের ফলভোগের সময় হয়ে গিয়েছে।)[১০৪৮]

(রুকূ. ৭)

وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿٨٣﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَ
لَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ﴿٨٥﴾ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا
جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٨٦﴾

৮৩. আর (আয় মোখাতাব! ঐ দিনটি স্মরণ কর তো,) যেদিন প্রত্যেক উম্মত থেকে ঐ লোকদের পুরো দলকে জড়ো করব যারা আমার আয়াতসমস্তকে ঝুটলাতো। তখন তাদের (আলাদা আলাদা) শ্রেণীতে বিভক্ত করা হবে। ৮৪. এমনকি যখন সবাই এসে যাবে তখন আল্লাহ্‌ বলবেন, তোমরা কি আয়াতগুলো পুরোপুরি না বুঝেই ঝুটলিয়েছো, অথবা (আসলে) তোমরা কী করতে! ৮৫. আর যাকিছু যুলুম তারা করেছে তারই প্রতিফলরূপে তাদের উপর (কেয়ামতের) ফায়ছালা আপতিত হবে। তখন তারা কোন রা' করতে পারবে না।[১০৪৯]

৮৬. (তো,) তারা কি দেখেনি যে, রাতকে আমি নির্ধারণ করেছি, যেন তারা তাতে সুকূন (ও স্বস্তি) লাভ করে, আর দিবসকে (নির্ধারণ করেছি) আলোকপ্রদরূপে (যাতে জীবন ও জীবনের দৌড়ঝাঁপ চলতে থাকে।) মুমিন কাউমের জন্য সত্যি সত্যি তাতে রয়েছে বড় বড় নিদর্শন।[১০৫০]

وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ۚ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ ﴿٨٧﴾ وَتَرَى
الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ۚ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿٨٨﴾

৮৭. আর (আয় পেয়ারে নবী! আপনি তাদেরকে ঐ দিনের ভয়াবহতাও স্মরণ করিয়ে দিন) যেদিন শিঙায় (প্রথম) ফুঁক দেয়া হবে, অনন্তর যারা রয়েছে আসমানসমস্তে এবং যারা রয়েছে যমীনে তারা আতঙ্কিত হয়ে পড়বে, তবে তাদের ছাড়া (যাদের সম্পর্কে) আল্লাহ্‌ চাইবেন (যে, তারা যেন না হয়

[১০৪৮] এখানে কেয়ামতের শেষ আলামতের কথা বলা হচ্ছে, যা প্রকাশ পাওয়ার পরই সূর্যের উদয় হবে পশ্চিম থেকে, অস্ত যাওয়ার দিক থেকে, আর তাওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে, আর অল্প পরেই কেয়ামত শুরু হয়ে যাবে। হাদীছের ভাষায় এটাকে دَابَّةُ الْأَرْضِ বলা হয়েছে, যা আকারে হবে বড় অদ্ভুত, আর মানুষের সঙ্গে বিভিন্ন কথা বলবে।

[১০৪৯] তখন তারা কিছুই বলতে পারবে না/ তখন তারা মুখই খুলতে পারবে না।

[১০৫০] যা আল্লাহ্‌র নিরঙ্কুশ কুদরত বুঝতে তাদের সাহায্য করে এবং মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের একটা হালকা নমুনা প্রত্যক্ষ করায়।

আতঙ্কিত)।[১০৫১] আর প্রত্যেকে তাঁর কাছে আসবে অবনতরূপে। ৮৮. আর (আয় মোখাতাব!) পাহাড়গুলোকে তুমি (এখন দুনিয়াতে) দেখে ভাবছো স্থির, অথচ (তখন আখেরাতে) তা মেঘের ভেসে যাওয়ার মত ভেসে যেতে থাকবে। (তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই, কারণ এটা হবে) আল্লাহ্‌র 'কর্ম' যিনি প্রতিটি জিনিস নিখুঁত করেছেন। যাকিছু তোমরা করছো, অবশ্যই তিনি সে বিষয়ে পূর্ণ অবগত রয়েছেন।

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا ۚ وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَّوْمَئِذٍ اٰمِنُوْنَ ﴿٨٩﴾ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوْهُهُمْ فِي
النَّارِ ۭ هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٠﴾

৮৯. যে ব্যক্তি কোন 'নেকি'/পুণ্য নিয়ে আসবে, তার জন্য থাকবে তার চেয়ে উত্তম প্রতিদান। আর ঐ দিন তারা সর্বপ্রকার আতঙ্ক থেকে নিরাপদ থাকবে। ৯০. আর যারা মন্দকর্ম নিয়ে আসবে তো তাদেরকে মুখের উপর উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।[১০৫২] (আর তাদের কষ্ট ও দুর্ভোগ আরো বাড়িয়ে দেয়ার জন্য বলা হবে) তোমাদের তো শুধু ঐকর্মেরই প্রতিদান দেয়া হচ্ছে যা তোমরা করতে।

اِنَّمَآ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِيْ حَرَّمَهَا وَلَهٗ كُلُّ شَيْءٍ ۡ وَّاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿٩١﴾ وَاَنْ
اَتْلُوَا الْقُرْاٰنَ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ اِنَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ﴿٩٢﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ
سَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ فَتَعْرِفُوْنَهَا ۭ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٣﴾

৯১. (আয় পেয়ারে নবী! তাদের আপনি বলে দিন,) আমাকে তো শুধু আদেশ করা হয়েছে, যাতে আমি এ (পবিত্র) শহরের অধিপতির ইবাদত করি, যিনি এটিকে হুরমত/মর্যাদা/পবিত্রতা দান করেছেন। আর সবকিছু রয়েছে তাঁরই নিয়ন্ত্রণে। আর আমাকে আদেশ করা হয়েছে যাতে আমি আত্মসমর্পীদের একজন হই,[১০৫৩] ৯২. আর যেন (দাওয়াত ও তাবলীগের উদ্দেশ্যে) আমি কোরআন তিলাওয়াত করি (করে তোমাদের শোনাই)। তো (আমার মেহনতের পর) যে ব্যক্তি হিদায়াতের উপর চলবে, সে তো নিজেরই কল্যাণের জন্য হিদায়াতের উপর চলবে। পক্ষান্তরে যে বিচ্যুত হবে (তাকে) আপনি বলে দিন, (আমার তো আর কিছু করার নেই, কারণ) আমি তো শুধু সতর্ককারী। ৯৩. আর আপনি বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, অচিরেই তিনি তোমাদের দেখাবেন (কিয়ামতের বিষয়ে) তাঁর নিদর্শনাবলী, তখন তোমরা তা চিনতেও পারবে; (এখন যদিও খবর শুনে অস্বীকার করছো।)[১০৫৪] আর যাকিছু আমল তোমরা করছো, আপনার রব্ সে বিষয়ে বে-খবর নন।

[১০৫১] বিশেষভাবে তাদের কথা বলা হচ্ছে যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় শহীদ হয়েছেন।

[১০৫২] তাদের চেহারা-ছূরত/তাদের মুখমণ্ডল ও সর্বসত্তা জাহান্নামে উপুড় করে ফেলা হবে।

[১০৫৩] যেন আমি মুসলিমীন থেকে গণ্য হই। আর আমাকে তো মুসলিম/আত্মসমর্পণকারী হওয়ার আদেশ করা হয়েছে। আর আমাকে তো নিরঙ্কুশ আত্মসমর্পণ করার আদেশ করা হয়েছে।

[১০৫৪] কিয়ামতের নিদর্শনাবলীর কথা বলা হচ্ছে।

سُورَةُ القصص٢٨؛ مَكِّيَّة؛ آياتُها ٨٨ وركُوعاتُها ٩

২৮-সূরাতুল কাছাছ, মাক্কী, আয়াত ৮৮, রুকূ ৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

طٰسٓمٓ ۝١ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۝٢ نَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ نَّبَاِ مُوْسٰى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝٣ اِنَّ فِرْعَوْنَ
عَلَا فِي الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْيٖ نِسَآءَهُمْ ۭ اِنَّهٗ كَانَ
مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ۝

(শুরু করছি) রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে

১. তোয়াসীম-মীম। ২. এগুলো/ঐগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত। ৩. আহলে ঈমানের ফায়দার জন্য মূসা ও ফির'আউনের কিছু ঘটনা (আপনার উপর নাযিল করার মাধ্যমে) আপনাকে সত্য সত্য তিলাওয়াত করে শোনাচ্ছি। ৪. অবশ্যই ফির'আউন ভূখণ্ডে সদম্ভে বিচরণ করছিল, আর ভূখণ্ডের অধিবাসীদের বিভিন্নভাবে বিভক্ত করে রেখেছিল। তাদের মধ্য হতে একটি দলকে তো চরমভাবে দমন করে রেখেছিল, (এভাবে যে,) তাদের ছেলেদের (ঘরে ঘরে ধরে ধরে) যবাই করছিল, আর (সেবাদাসিত্বের জন্য) তাদের নারীদের জীবিত রাখতো। সত্যি সে অতি বড় ফাসাদী ছিল।

وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِي الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَىِٕمَّةً وَّنَجْعَلَهُمُ الْوٰرِثِيْنَ ۝٥ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي
الْاَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ ۝٦ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّ مُوْسٰٓى اَنْ اَرْضِعِيْهِ ۚ فَاِذَا
خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِيْ وَلَا تَحْزَنِيْ ۚ اِنَّا رَآدُّوْهُ اِلَيْكِ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝

৫. আর আমি চাচ্ছিলাম যে, (নির্যাতন নিপীড়নের মাধ্যমে) ভূখণ্ডে যাদের দাবিয়ে রাখা হয়েছিল তাদের উপর অনুগ্রহ করি, আর তাদের ইমাম (ও রাহবার) বানিয়ে দিই এবং (যালিম কাউমের রাজ্য ও রাজভাণ্ডারের) উত্তরাধিকারী তাদের বানিয়ে দেই। ৬. আর (আরো চাচ্ছিলাম যে,) ভূখণ্ডে তাদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি দান করি, আর ফির'আউন ও হামান এবং তাদের লোকলস্করকে দুর্বলদের পক্ষ হতে ঐ বিপর্যয় দেখিয়ে দেই, যার আশঙ্কা তারা করছিল।[১০৫৫]

৭. আর (এক ভীতিকর পরিস্থিতিতে মূসা যখন জন্মগ্রহণ করলেন তখন) আমি উম্মে মূসার প্রতি (ইলহাম পর্যায়ের) অহী করলাম যে, তুমি তাকে দুগ্ধদান করতে থাকো, যখন তার বিষয়ে আশঙ্কাবোধ করবে তখন তুমি তাকে (ছুন্দুকে করে) দরিয়ায় নিক্ষেপ কর/ভাসিয়ে দাও। আর তুমি ভয় কর না এবং চিন্তাগ্রস্ত হয়ো না। সত্যি সত্যি আমি তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে আনব এবং (পরবর্তী সময়ে) তাকে একজন (বিশিষ্ট) রাসূল বানাব।

[১০৫৫] অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের মধ্যে ঐ শিশুর জন্মের আয়োজন করা যার হাতে রাজ্যবিলুপ্তির আশঙ্কা ফিরআউন করছিল, যা রোধ করার জন্য গণকদের কথামত ইসরাইলী নবজাতকদের উপর গণযবাই চালিয়ে যাচ্ছিলো।

فَالْتَقَطَهٗۤ اٰلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا وَّحَزَنًا ؕ اِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا كَانُوْا خٰطِـِٕيْنَ ۝ وَقَالَتِ امْرَاَتُ
فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّيْ وَلَكَ ؕ لَا تَقْتُلُوْهُ ۖ عَسٰۤى اَنْ يَّنْفَعَنَاۤ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝ وَاَصْبَحَ فُؤَادُ
اُمِّ مُوْسٰى فٰرِغًا ؕ اِنْ كَادَتْ لَتُبْدِيْ بِهٖ لَوْلَاۤ اَنْ رَّبَطْنَا عَلٰى قَلْبِهَا لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

৮. তো (ছুন্দুকে ভাসিয়ে দেয়ার এক পর্যায়ে রাজপ্রাসাদের ঘাঁট থেকে) ফির'আউনের পরিবার তাঁকে তুলে নিলো, যাতে (শেষপর্যন্ত) তিনি তাদের শত্রু ও দুশ্চিন্তার কারণ হন। ফিরআউন ও হামান এবং তাদের লোকলস্কর (কুফুর ও পাপাচারের পথে চলার মাধ্যমে) সত্যি বড় অপরাধী ছিল।[১০৫৬] ৯. (নদীর ঘাঁট থেকে তুলে আনা শিশুটির মায়াকাড়া মুখ দেখে) ফির'আউনের স্ত্রী (তাকে) বললেন, (এ শিশু তো) আমার ও আপনার চোখের শীতলতা। একে তোমরা হত্যা কর না, খুব সম্ভব যে, সে আমাদের কাজে আসবে, বা তাকে আমরা সন্তানই বানিয়ে নেবো। বস্তুত (এসব চিন্তা করার সময়, পরিণাম পরিণতি সম্পর্কে) তারা কিছুই টের পায়নি। ১০. আর (এদিকে) উম্মে মূসার দিল বে-কারার হয়ে পড়েছিল। তিনি তো অন্তরের ভেদ প্রকাশ করে দেয়ারই উপক্রম করেছিলেন, যদি আমি তাঁর অন্তর দৃঢ় করে না দিতাম, যাতে (আমার ওয়াদার উপর) তাঁর আস্থা ও বিশ্বাস বহাল থাকে।

وَقَالَتْ لِاُخْتِهٖ قُصِّيْهِ ۚ فَبَصُرَتْ بِهٖ عَنْ جُنُبٍ وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ
اَدُلُّكُمْ عَلٰۤى اَهْلِ بَيْتٍ يَّكْفُلُوْنَهٗ لَكُمْ وَهُمْ لَهٗ نٰصِحُوْنَ ۝ فَرَدَدْنٰهُ اِلٰۤى اُمِّهٖ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ
اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

১১. তিনি মূসার বোনকে বললেন, (নদীর তীরে পিছনে পিছনে) তার কিছু খোঁজ নাও না! তো মূসার বোন দূর থেকে তাঁর প্রতি নযর রাখলেন এভাবে যে তারা টেরই পাচ্ছে না। ১২. আর আগে হতেই আমি মূসার উপর ধাত্রীদের *'অগ্রহণযোগ্য'* করে রেখেছিলাম।[১০৫৭] তখন (সুযোগ পেয়ে) মূসার বোন বললেন, আমি কি এমন পরিবারের ঠিকানা তোমাদের বলতে পারি, যারা তোমাদের হয়ে তার লালন -পালন করবে, আর তার প্রতি যত্নবান/কল্যাণকামী হবে! ১৩. এভাবে মূসাকে আমি তাঁর আম্মার কাছে ফিরিয়ে আনলাম, যাতে তাঁর চক্ষু শীতল হয় এবং তাঁর দুশ্চিন্তা দূর হয়, আর যেন (আত্ম-অভিজ্ঞতার মাধ্যমেও) তিনি জানতে পারেন যে, আল্লাহ্‌র ওয়াদা চিরসত্য। তবে দুঃখ হল, তাদের অধিকাংশ (তা) জানে না।

(রুকু. ২)

وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَاسْتَوٰۤى اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ۝ وَدَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلٰى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِّنْ
اَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلٰنِ ۖ هٰذَا مِنْ شِيْعَتِهٖ وَهٰذَا مِنْ عَدُوِّهٖ ۚ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِيْ مِنْ شِيْعَتِهٖ عَلَى الَّذِيْ مِنْ
عَدُوِّهٖ ۙ فَوَكَزَهٗ مُوْسٰى فَقَضٰى عَلَيْهِ ۖ قَالَ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِيْنٌ ۝

[১০৫৬] ভিন্ন তরজমা, শিশুটিকে তুলে নেয়ার বিষয়ে ফিরআউন.....অবশ্যই বড় ভুল করেছিল/বড় ভুলকারী ছিল।
[১০৫৭] উত্তম থেকে উত্তম ধাত্রী দুগ্ধদানের চেষ্টা করছে, কিন্তু কারো দুগ্ধই তিনি গ্রহণ করছেন না।

১৪. আর মূসা যখন তাঁর পূর্ণ সামর্থ্যে উপনীত হলেন এবং পূর্ণ যুবক হলেন তখন (নবুয়তের পূর্বেই) আমি তাঁকে বিশেষ প্রজ্ঞা ও বিশেষ জ্ঞান দান করলাম। আর এভাবেই আমি পুণ্যবানদের প্রতিদান দিয়ে থাকি। ১৫. আর (একদিন দুপরে) শহরের লোকদের বে-খবরির/অলস বিশ্রামের সময় তিনি শহরে প্রবেশ করলেন। তখন তিনি সেখানে দু'জন লোককে *'লড়াই করছে'* অবস্থায় দেখতে পেলেন। এ তাঁর সম্প্রদায় থেকে, আর এ তাঁর শত্রু থেকে। তো তাঁর সম্প্রদায়ের লোকটি তাঁর কাছে ঐ লোকটির বিরুদ্ধে সাহায্য চাইলো যে (ছিল) তাঁর শত্রু(সম্প্রদায়) থেকে। তখন মূসা তাকে (শুধু শাসনের উদ্দেশ্যে) ঘুষি মারলেন, কিন্তু (তাকদীর এমনই যে,) ঐ ঘুষি তার প্রাণবধ করে ছাড়ল। (তখন চূড়ান্ত অনুতাপ প্রকাশ করে) মূসা বললেন, এটা তো শয়তানের কোন কাজ! আর সে তো (সরল পথ থেকে) বিচ্যুতকারী খোলা দুশমন।

قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٦﴾ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ ﴿١٧﴾ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ ۚ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ ﴿١٨﴾

১৬. তিনি বললেন, (আয়) রাব্বি! আমি তো আমার নফসের উপর যুলুম করে ফেলেছি, সুতরাং আপনি আমাকে মাফ করুন, তখন আল্লাহ্ তাঁকে মাফ করলেন। তিনিই তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়। ১৭. তিনি বললেন, (আয়) রব্বি! আমার উপর আপনার অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ, আমি আর কিছুতেই সাহায্যকারী হবো না মুজরিমীনের/অপরাধীদের। ১৮. পরে ভোরের সময় তিনি ভয়ে ভয়ে শহরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছিলেন, হঠাৎ দেখেন, গতকাল যে তাঁর সাহায্য চেয়েছে সে-ই তাঁকে চিৎকার করে (সাহায্যের আশায়) ডাকছে। মূসা (বিরক্ত হয়ে) তাকে বললেন, তুমি তো দেখি, স্পষ্টই একজন ভ্রান্ত ব্যক্তি!

فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا ۚ قَالَ يَا مُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ ۖ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ﴿١٩﴾

১৯. তো পরে যখন তিনি পাকড়াও করার মনস্থ করলেন তাকে, যে তাদের উভয়ের শত্রু তখন সে (তার গোষ্ঠীর লোকটি ভয় পেয়ে ভুল বুঝে) বলে উঠল, আয় মূসা! তুমি কি আমাকে কতল করতে চাও, যেমন গতকাল একজনকে কতল করেছ, তুমি তো আর কিছু না, শুধু দেশের ভূমিতে *দাপটওয়ালা* হতে চাও, তুমি তো সংশোধনপ্রয়াসীদের একজন হতে চাও না।

وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ ۖ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ﴿٢٠﴾ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ ۖ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢١﴾

২০. (ঘটনা প্রকাশ পাওয়ায় রাজদণ্ড অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল) আর শহরের দূরতম অঞ্চল থেকে একব্যক্তি দৌড়ে/ছুটে এল। সে বলল, আয় মূসা! পুরো রাজদরবার তোমাকে কতল করার জন্য তোমার বিষয়ে শলাপরামর্শ করছে। তো তুমি (শহর থেকে) বেরিয়ে যাও, সত্যি আমি তোমার জন্য হিতাকাঙ্ক্ষীদের

একজন[১০৫৮]। ২১. তখন মূসা ভয়ে ভয়ে, পরিস্থিতি দেখে শহর থেকে বের হয়ে গেলেন। (তখন তিনি দু'আ করে) বললেন, (ইয়া) রাব্বি, আপনি আমাকে যালিম কাউম থেকে উদ্ধার করুন।

(রুকূ. ৩)

وَ لَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسٰى رَبِّيْۤ اَنْ يَّهْدِيَنِيْ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ﴿٢٢﴾ وَ لَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ ۫ وَ وَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمُ امْرَاَتَيْنِ تَذُوْدٰنِ ۚ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ؕ قَالَتَا لَا نَسْقِيْ حَتّٰى يُصْدِرَ الرِّعَآءُ ؕ وَ اَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ ﴿٢٣﴾ فَسَقٰى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلّٰۤى اِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ اِنِّيْ لِمَاۤ اَنْزَلْتَ اِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ ﴿٢٤﴾

২২. আর যখন তিনি মাদয়ানের দিকে অভিমুখী হলেন তখন (অন্তরে আশাবাদ নিয়ে) বললেন, খুবই সম্ভব যে, আমার রব্ আমাকে সরল সঠিক পথ দেখাবেন। ২৩. আর যখন তিনি মাদয়ানের 'জলস্থলে' পৌঁছলেন (তখন) সেখানে লোকদের একটি সমাগম দেখলেন, যারা (তাদের গবাদিপশু) পান করাচ্ছে। আর তিনি তাদের থেকে দূরে দু'জন নারীকে পেলেন, (নিজেদের গবাদিপশু) যারা বাধা দিয়ে রাখছে। তিনি (কিছুটা কাছে গিয়ে) বললেন, তোমাদের কী সমস্যা! তারা বলল, আমরা পান করাতে পারি না, যতক্ষণ (না) রাখালদল পান করিয়ে ফিরে যায়। আর (আমাদের আসার কারণ, ঘরে কোন পুরুষ নেই, আর) আমাদের আব্বা অতি বৃদ্ধ। ২৪. তখন তিনি তাদের হয়ে (গবাদিকে) পান করালেন, তারপর একটি ছায়ার নীচে গেলেন। তখন তিনি (অতি কাতরতার সঙ্গে) বললেন, (ইয়া) রাব্বি, যে কোন 'খায়র' তুমি আমার প্রতি নাযিল করবে, আমি তার প্রতি কাঙ্গাল।

فَجَآءَتْهُ اِحْدٰىهُمَا تَمْشِيْ عَلَى اسْتِحْيَآءٍ ۫ قَالَتْ اِنَّ اَبِيْ يَدْعُوْكَ لِيَجْزِيَكَ اَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ؕ فَلَمَّا جَآءَهٗ وَ قَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ ۙ قَالَ لَا تَخَفْ ۟ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٥﴾ قَالَتْ اِحْدٰىهُمَا يٰۤاَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ ۫ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ ﴿٢٦﴾

২৫. একটু পরো, ঐ নারীদ্বয়ের একজন লাজনম্রতার সঙ্গে হেঁটে এলো (আর) বলল, দেখুন, আমার আব্বা আপনাকে ডাকছেন, আমাদের হয়ে আপনি যে পান করিয়েছেন, আপনাকে তার প্রতিদান দেয়ার জন্য। তো যখন তিনি বৃদ্ধের কাছে এলেন, আর তাঁকে পুরো ঘটনা শুনালেন, তখন তিনি বললেন, ভয় কর না, তুমি যালিম কাউম থেকে নাজাত পেয়েছো। ২৬. (পরে কথাপ্রসঙ্গে) তাদের একজন বলল, আয় আব্বাজান, তাঁকে উজরতের উপর রেখে দিন। যাদের আপনি মজদূর রাখবেন, তাদের মধ্যে সর্বোত্তম হল শক্তিশালী, বিশ্বস্ত।[১০৫৯]

قَالَ اِنِّيْۤ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتَيَّ هٰتَيْنِ عَلٰۤى اَنْ تَاْجُرَنِيْ ثَمٰنِيَ حِجَجٍ ۚ فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۚ وَ مَاۤ اُرِيْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ ؕ سَتَجِدُنِيْۤ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٢٧﴾ قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِيْ وَ بَيْنَكَ ؕ اَيَّمَا الْاَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ؕ وَ اللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ﴿٢٨﴾

[১০৫৮] সত্যি আমি তোমার শুভচিন্তক।

[১০৫৯] সামান্য সময়ে সামান্য কাজের মধ্য দিয়ে মূসা আ, এর মধ্যে এদু'টি গুণের অভিজ্ঞতা তাদের হয়েছিল।...

২৭. (কিন্তু বৃদ্ধ পিতা তার স্বভাববিচক্ষণতা থেকে আরো দূরের চিন্তা করে) বললেন, আমি আমার এ দু'টি মেয়ের একটি তোমার বিবাহে দিতে চাই এ শর্তে যে, আট বছর তুমি আমার মজুরি খাটবে। অনন্তর যদি তুমি (আরো দু'বছর যোগ করে) দশ পূর্ণ কর তাহলে সেটা তোমার দিক থেকে (সদাচার হবে)। আমি নিজে কিন্তু তোমার উপর কোন কষ্ট আরোপ করতে চাই না। আল্লাহ্ চাহে তো সত্যি তুমি আমাকে সজ্জনদের একজন পাবে [১০৬০] ২৮. মূসা বললেন, সেটা/এটা আমার মধ্যে এবং আপনার মধ্যে সাব্যস্ত হল। দু'টি মেয়াদের যেটিই আমি পূর্ণ করি, আমার উপর কোন চাপ আরোপ করা হবে না। আর যাকিছু আমরা বলছি, আল্লাহ্ তার দেখভালকারী।[১০৬১]

(রুকূ. ৪)

فَلَمَّا قَضٰى مُوْسَى الْاَجَلَ وَسَارَ بِاَهْلِهٖٓ اٰنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ نَارًا ۚ قَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْٓا اِنِّيْٓ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّيْٓ اٰتِيْكُمْ
مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ۝ فَلَمَّآ اَتٰىهَا نُوْدِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبٰرَكَةِ
مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يّٰمُوْسٰٓى اِنِّيْٓ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

২৯. তো যখন মূসা মেয়াদ পূর্ণ করলেন, আর নিজের পরিবারকে নিয়ে যাত্রা করলেন[১০৬২] তখন তূরের দিক থেকে একটি আগুন অনুভব করলেন। তিনি তাঁর পরিবারকে বললেন, তোমরা (এখানেই) থাম, আমি একটি আগুনের আভাস পেয়েছি, হয়ত সেখান থেকে তোমাদের জন্য আমি (পথের) কোন খবর আনতে পারবো, বা কোন অগ্নিখণ্ড, যাতে তোমরা তাপ পোহাতে পারো। ৩০. তো যখন তিনি আগুনের কাছে এলেন তখন বরকতপূর্ণ অঞ্চলে বিদ্যমান উপত্যকার ডানদিকের প্রান্ত থেকে, একটি বৃক্ষ থেকে এই মর্মে ডাক দেয়া হল, আয় মূসা, নিঃসন্দেহে আমিই আল্লাহ্, রাব্বুল আলামীন–

وَاَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ۭ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَاۗنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ ۭ يٰمُوْسٰٓى اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ ۣ اِنَّكَ مِنَ
الْاٰمِنِيْنَ ۝ اُسْلُكْ يَدَكَ فِيْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاۗءَ مِنْ غَيْرِ سُوْۗءٍ ۣ وَّاضْمُمْ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذٰنِكَ بُرْهَانٰنِ
مِنْ رَّبِّكَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ ۭ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ۝

৩১. আর এ (আদেশও করা হল) যে, তুমি তোমার 'আছা' নিক্ষেপ কর। (তিনি নিক্ষেপ করলেন,) তো যখন তিনি দেখলেন যে, তা ঠিক যেন সাপের মত নড়াচড়া করছে তখন তিনি পিছন দিকে ধাবিত হলেন, আর ফিরেও তাকালেন না। (তখন তাকে ডাক দেয়া হল এভাবে) আয় মূসা! আগে বাড়ুন, আর ভয় পাবেন না; যারা পূর্ণ নিরাপদ, আপনি তো তাদের একজন।[১০৬৩] ৩২. নিজের হাত আপনি আপনার *'বুকফাড়ায়'* দাখেল করুন, কোন মন্দতা ছাড়াই শুভ্র অবস্থায় তা বের হয়ে আসবে।

[১০৬০] আমাকে তুমি সজ্জনরূপেই পাবে/সজ্জনদের থেকে পাবে।

[১০৬১] আর আল্লাহ্ আমাদের কথার/চুক্তির (বিষয়ে) তদারককারী/নেগাহবান

[১০৬২] সম্ভবত তিনি দশবছরের মেয়াদ পূর্ণ করেছিলেন এবং তাঁর যাত্রা ছিল মিশরের উদ্দেশ্যে। সম্ভবত তিনি খোঁজ খবর রেখেছেন, আর জেনেছেন, অনিচ্ছাকৃত হত্যার বিষয়টি এখন পরিত্যক্ত হয়ে গিয়েছে।

[১০৬৩] আপনি তো পূর্ণ নিরাপদদের থেকে গণ্য/আপনি তো পূর্ণ নিরাপদ।

আর (সর্প)ভীতি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য নিজের বাহু নিজের সঙ্গে যুক্ত করুন। তো ঐ দু'টি হল আপনার রবের পক্ষ হতে ফির'আউন ও তার দরবারীদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত (দু'টি) প্রমাণ। (এর প্রয়োজন এ জন্য যে,) তারা তো বড় পাপাচারী সম্প্রদায়।

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿٣٣﴾ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا
يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿٣٤﴾ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا
بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ ﴿٣٥﴾

৩৩. তিনি বললেন, (ইয়া) রাব্বি, আমি তো তাদের একজনকে কতল করে ফেলেছিলাম, তাই আশঙ্কা করি যে, তারা না (আমাকে) কতল করে ফেলে! ৩৪. আর আমার ভাই হারূন আমার চেয়ে পরিষ্কারভাষী। তাই তাঁকে আমার সঙ্গে সহায়করূপে প্রেরণ করুন, যাতে তিনি আমাকে সত্যায়ন/তাছদীক করেন (এবং এভাবে আমাকে সমর্থন যোগান)। কারণ আমি আশঙ্কা করি তারা আমাকে (কঠিনভাবে) ঝুটলাবে। ৩৫. আল্লাহ্ বললেন, আচ্ছা, আপনার ভাইয়ের মাধ্যমে আপনার বাহু শক্তিশালী করে দিচ্ছি, আর আপনাদের দু'জনের জন্য বড় *'প্রতাপ'* নির্ধারণ করছি। ফলে আমার নিশানগুলোর কল্যাণে তারা আপনাদের দু'জন পর্যন্ত পৌঁছতেই পারবে না। (তো) আপনারা, আর যারা আপনাদের অনুসরণ করবে, তারাই হবে জয়ী।

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿٣٦﴾ وَقَالَ
مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ ۖ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٣٧﴾

৩৬. তো যখন মূসা আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ তাদের কাছে এলেন, তখন তারা বলে উঠলো, এটা তো বানোয়াট জাদু ছাড়া আর কিছু নয়। আর আমরা তো এধরনের কোন বিষয় আমাদের আদি পূর্বপুরুষানের মাঝে শুনিনি! ৩৭. আর মূসা বললেন, আমার রব্ খুব ভালো জানেন তার সম্পর্কে, যে তাঁর পক্ষ হতে হিদায়াত নিয়ে এসেছে এবং যার জন্য হবে আখেরাতের সুপরিণতি। (বাকি) সত্য এই যে, যালিমীন সফল হতে পারে না।

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي ۖ فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا
لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٣٨﴾ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا
أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴿٣٩﴾

৩৮. আর ফির'আউন বলল, আয় (মেরে) আহলে দরবার! তোমাদের জন্য আমাকে ছাড়া কোন ইলাহ আমি তো জানতে পারিনি। (তারপর সে উপহাস করে বলল,) তো আমার জন্য আয় হামান, কাদামাটির উপর আগুন জ্বালাও, অনন্তর (পাকা ইট তৈরী কর এবং) আমার জন্য এক সুউচ্চ ইমারত তৈরী কর, যাতে আমি (উঁচুতে উঠে) মূসার ইলাহের দিকে উঁকি দিতে পারি। আর সত্যি সত্যি তাকে আমি মিথ্যাবাদীদের দলে মনে করি। ৩৯. আর ফির'আউন ও তার বাহিনী ভূখণ্ডে অন্যায়ভাবে দম্ভ করে বেড়ালো। আর তারা ভাবলো যে, আমাদের দিকে তাদের ফিরিয়ে আনা হবে না।

فَاَخَذْنٰهُ وَ جُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ فِی الْیَمِّ ۚ فَانْظُرْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِیْنَ ۝ وَ جَعَلْنٰهُمْ اَىِٕمَّةً یَّدْعُوْنَ اِلَى
النَّارِ ۚ وَ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ لَا یُنْصَرُوْنَ ۝ وَ اَتْبَعْنٰهُمْ فِیْ هٰذِهِ الدُّنْیَا لَعْنَةً ۚ وَ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ هُمْ مِّنَ الْمَقْبُوْحِیْنَ ۝

৪০. তাই আমি তাকে ও তার বাহিনীকে পাকড়াও করলাম এবং তাদের দরিয়ায় ছুঁড়ে ফেললাম। তো তাকিয়ে দেখো, কেমন ছিল যালিমীনের পরিণতি। ৪১. আর তাদের আমি বানিয়েছিলাম (মন্দের) নেতা, (মানুষকে) যারা জাহান্নামের দিকে ডাকে। আর কেয়ামতের দিন তাদের কোন সাহায্য করা হবে না। ৪২. এই দুনিয়ার জীবনে তাদের পিছনে আমি লা'নত যুক্ত করে দিয়েছি, আর কেয়ামতের দিন তারা দুর্দশাগ্রস্তদের মধ্যে শামিল হবে।

(রুকূ. ৫)

وَ لَقَدْ اٰتَیْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِ مَاۤ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُوْلٰى بَصَآىِٕرَ لِلنَّاسِ وَ هُدًى وَّ رَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ یَتَذَكَّرُوْنَ ۝
وَ مَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِیِّ اِذْ قَضَیْنَاۤ اِلٰى مُوْسَى الْاَمْرَ وَ مَا كُنْتَ مِنَ الشّٰهِدِیْنَ ۝ وَ لٰكِنَّاۤ اَنْشَاْنَا قُرُوْنًا فَتَطَاوَلَ
عَلَیْهِمُ الْعُمُرُ ۚ وَ مَا كُنْتَ ثَاوِیًا فِیْۤ اَهْلِ مَدْیَنَ تَتْلُوْا عَلَیْهِمْ اٰیٰتِنَا ۙ وَ لٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِیْنَ ۝

৪৩. আর সুনিশ্চিত, আদি যুগের (নাফরমান ও অবিশ্বাসী) গোষ্ঠীগুলোকে ধ্বংস করার পর মূসাকে আমি (তাওরাত) কিতাব দান করেছি, যাতে (বনী ইসরাঈলের) লোকদের জন্য রয়েছে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন কথামালা এবং সরল পথের নির্দেশনা এবং দয়া ও করুণা, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। ৪৪. আর (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি তো (তূরের) পশ্চিমপার্শ্বে ছিলেন না, যখন আমি মূসার প্রতি বিধান (-গ্রন্থ) অর্পণ করেছি, আর এমনকি আপনি তো (ঐ যুগের সাধারণ) প্রত্যক্ষকারীদের থেকেও ছিলেন না। ৪৫. কিন্তু আমি (তাদের পরে) বহুপ্রজন্ম সৃষ্টি করেছি, যাদের উপর দিয়ে দীর্ঘ যুগ পার হয়েছে। আর আপনি তো মাদয়ানের অধিবাসীদের মধ্যে অবস্থানকারীও ছিলেন না (যে, ওখানের অবস্থা জেনে সে সম্পর্কে আপনার সমকালের) লোকদেরকে আমার আয়াতগুলো তিলাওয়াত করে শোনাবেন, বরং আমিই না আপনাকে রাসূল করে পাঠিয়েছি (এবং ঐ সমস্ত খবরের আয়াত নাযিল করেছি)।

وَ مَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّوْرِ اِذْ نَادَیْنَا وَ لٰكِنْ رَّحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّاۤ اَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِیْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ
یَتَذَكَّرُوْنَ ۝ وَ لَوْ لَاۤ اَنْ تُصِیْبَهُمْ مُّصِیْبَةٌ ۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَیْدِیْهِمْ فَیَقُوْلُوْا رَبَّنَا لَوْ لَاۤ اَرْسَلْتَ اِلَیْنَا رَسُوْلًا
فَنَتَّبِعَ اٰیٰتِكَ وَ نَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ ۝

৪৬. আর আপনি তো তূরের পাদদেশেও ছিলেন না, যখন (মূসাকে) আমি ডাক দিয়েছি। কিন্তু (এটা হল) আপনার রবের পক্ষ হতে রহমত (যে, অহীযোগে আপনাকে এসব অবহিত করা হয়েছে,) যাতে আপনি এমন সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারেন, যাদের কাছে আপনার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি। (এসব বিষয় এ জন্য যে,) হয়ত (তা দ্বারা) তারা উপদেশ গ্রহণ করবে। ৪৭. আর তাদের কৃতকর্মের কারণে যদি কোন বিপদ তাদের আক্রান্ত করে তখন যেন তারা বলতে না পারে, (ইয়া) রাব্বানা, কেন আমাদের অভিমুখে কোন রাসূল প্রেরণ করেননি, তাহলে তো আমরা আপনার আয়াতসমস্ত অনুসরণ করতাম, আর মুমিনীন থেকে গণ্য হতাম।

فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْا لَوْلَآ اُوْتِيَ مِثْلَ مَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى ؕ اَوَ لَمْ يَكْفُرُوْا بِمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ ۚ قَالُوْا سِحْرٰنِ تَظٰهَرَا ۫ وَ قَالُوْٓا اِنَّا بِكُلٍّ كٰفِرُوْنَ ﴿۴۸﴾ قُلْ فَاْتُوْا بِكِتٰبٍ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ اَهْدٰى مِنْهُمَآ اَتَّبِعْهُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۴۹﴾

৪৮. অনন্তর যখন তাদের কাছে আমার পক্ষ হতে সত্য (কোরআন) এসে গেলো তখন তারা বলতে লাগলো, কেন তাকে দান করা হল না ঐ রকম (একবারে অবতীর্ণ কিতাব) যা মূসাকে দান করা হয়েছে। আচ্ছা, (বলুক তো,) মূসাকে যা দেয়া হয়েছে, তারা কি আগেই তা প্রত্যাখ্যান করেনি। তারা তো বলছে/বলেছে, (তাওরাত ও কোরআন) দু'টো জাদু, একটি অন্যটিকে সমর্থন করে, আর আমরা প্রতিটিকেই অস্বীকার করি। ৪৯. (আয় পেয়ারে নবী! তাদের) আপনি বলুন, তাহলে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে তোমরা এমন একটি কিতাব আনো, যা এ দু'টির চেয়ে অধিক হিদায়াতকারী! তাহলে আমি তার অনুসরণ করব। (যাকিছু বলছ তাতে) যদি তোমরা সত্যবাদী হও, (তাহলে এ 'লালকার' গ্রহণ কর)।

فَاِنْ لَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ اَهْوَآءَهُمْ ؕ وَ مَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰىهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۵۰﴾

৫০. অনন্তর যদি তারা আপনার প্রস্তাবে সাড়া না দেয় তাহলে জেনে রাখুন যে, তারা শুধু নিজেদের *খেয়ালখুশির* অনুসরণ করছে। আর তার চেয়ে বেশী ভ্রষ্ট কে হতে পারে যে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে আসা হিদায়াত ছাড়া আপন খেয়ালখুশি অনুসরণ করে! আল্লাহ্ তো যালিম কাউমকে হিদায়াত দেন না।

(রুকূ. ৬)

وَ لَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿۵۱﴾ اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ﴿۵۲﴾ وَ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِهٖٓ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَآ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهٖ مُسْلِمِيْنَ ﴿۵۳﴾ اُولٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا وَ يَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿۵۴﴾

৫১. আর সুনিশ্চিত, তাদের কল্যাণের জন্য একের পর এক (উপদেশের) কথা আমি পৌঁছাতেই থেকেছি, যাতে তারা সতর্ক, সচেতন হয়।[১০৬৪] ৫২. কোরআনের আগে যাদের আমি (আসমানি) কিতাব দিয়েছি তারা (অনেকেই) তার প্রতি ঈমান আনে। ৫৩. আর যখন (কোরআন) তাদের উপর তিলাওয়াত করে শোনানো হয় তখন তারা বলে, আমরা তো এর উপর ঈমান এনেছি। নিশ্চয় তা আমাদের রবের পক্ষ হতে সত্য। আমরা তো (আমাদের কিতাবের মাধ্যমে) আগে থেকেই মুসলিম ছিলাম। ৫৪. ওরা, তাদের ছবর করার কারণে তাদেরকে তাদের আজর দ্বিগুণ দেয়া হবে। আর (একারণে যে,) তারা উত্তম দ্বারা মন্দকে রোধ করে, আর যা রিযিক আমি তাদের দিয়েছি তা থেকে তারা খরচ করে।

[১০৬৪] কোরআনের অবতরণ একবারে কেন নয়, ধীরে ধীরে কেন, এর কারণ বলা হচ্ছে। সুতরাং 'তাদের কল্যাণের জন্য', মানে মুমিনীনের কল্যাণের জন্য।

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ﴿٥٥﴾ إِنَّكَ
لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾

৫৫. আর যখন তারা বেহুদা কথা শোনে তখন তারা তা থেকে সরে যায়, আর বলে দেয়, আমাদের জন্য আমাদের আমল, আর তোমাদের জন্য তোমাদের আমল। (আমাদের পক্ষ হতে) তোমাদের উপর সালাম। আমরা অজ্ঞ লোকদের সামনে পড়তে চাই না।[১০৬৫] ৫৬. (আয় পেয়ারে নবী!) সত্য হল, আপনি যাকে চাইবেন তাকেই হিদায়াত দিতে পারবেন না, বরং আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন তাকে হিদায়াত দান করেন। আর হিদায়াতের উপযুক্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে আল্লাহ্ খুব জানেন।

وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا ۚ أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ
رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ۚ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ
تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۖ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ﴿٥٨﴾

৫৭. আর তারা বলে, যদি আমরা আপনার সঙ্গে (তথাকথিত) হিদায়াত অনুসরণ করতাম তাহলে নিজেদের ভূমি থেকেই আমাদের ছোঁ মেরে নিয়ে যাওয়া হতো।[১০৬৬] আচ্ছা, (তারা বলুক তো), আমি কি নিরাপদ হারামে তাদের প্রতিষ্ঠিত/স্থিত করিনি, যার দিকে সর্বপ্রকার ফল টেনে আনা হয়, আমার পক্ষ হতে রিযিকরূপে। কিন্তু (দুঃখ এই যে,) তাদের অধিকাংশই জানে না (যে, আল্লাহ্র পক্ষ হতে তারা কত কত নেয়ামতের মধ্যে রয়েছে)। ৫৮. আর কত না জনপদ আমি ধ্বংস করেছি, যাদের জীবিকা (প্রাচুর্যে) উপচে পড়েছিল।[১০৬৭] তো (ঐ যে) ঐগুলো তাদের আবাসস্থল, যা তাদের পরে অল্পই আবাদ হয়েছে। আর আমিই ছিলাম তাদের উত্তরাধিকারী।

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا
ظَالِمُونَ ﴿٥٩﴾ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٠﴾

৫৯. আর (আয় পেয়ারে নবী!) আপনার রব্ তো জনপদসমস্ত ধ্বংস করবার নন, যতক্ষণ (না) জনপদের কেন্দ্রে একজন রাসূল প্রেরণ করেন, যিনি আমার আয়াতসমস্ত তাদের তিলাওয়াত করে শোনান, (আর তারা ঈমান আনার যথেষ্ট সুযোগ পায়)। বস্তুত আমি জনপদসমূহ তখনই ধ্বংস করি যখন তার বাসিন্দারা যালিম হয়ে যায়। ৬০. আর যাকিছু তোমাদের দান করা হয় তা শুধু দুনিয়ার জীবনের ভোগ ও তার শোভা। পক্ষান্তরে যাকিছু রয়েছে আল্লাহ্র কাছে তা সর্বোত্তম ও চিরস্থায়ী। তো তবু কি তোমরা আকল-বুদ্ধি ব্যবহার করবে না!

[১০৬৫] আমরা জাহিলদের সঙ্গে জড়াতে চাই না। (অর্থাৎ কোরআন সম্পর্কে যেহেতু তোমাদের অজ্ঞতা রয়েছে সেহেতু এ বিষয়ে তোমাদের সঙ্গে আমরা কোনরকম তর্কে জড়াতে চাই না। তবে তোমাদের জন্য শান্তি কামনা করি, আল্লাহ্ যেন তোমাদের জন্য ইসলামের পথ খুলে দেন।)

[১০৬৬] কোন কোন কোরায়শ নেতার ইসলাম গ্রহণ না করার যুক্তি ছিল যে, তাহলে গোটা আরবজাতির সঙ্গে সঙ্ঘাতে জড়িয়ে পড়তে হবে, তখন তো তারা আমাদের জন্য বেঁচে থাকাই অসম্ভব করে তোলবে।...

[১০৬৭] আর কত না জনপদ আমি ধ্বংস করেছি, যার বাসিন্দারা তাদের জীবিকার প্রাচুর্যের উপর গর্ব করত...

(রুকূ . ৭)

اَفَمَنْ وَّعَدْنٰهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيْهِ كَمَنْ مَّتَّعْنٰهُ مَتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ﴿٦١﴾
وَ يَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿٦٢﴾ قَالَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ
اَغْوَيْنَا ۚ اَغْوَيْنٰهُمْ كَمَا غَوَيْنَا ۚ تَبَرَّاْنَآ اِلَيْكَ ۖ مَا كَانُوْٓا اِيَّانَا يَعْبُدُوْنَ ﴿٦٣﴾

৬১. আচ্ছা, বল তো, আমি যাকে (আখেরাতে পূর্ণ পরিমাণে, আর দুনিয়াতে প্রয়োজন পরিমাণে প্রাপ্তির) ওয়াদা করেছি উত্তম ওয়াদা, আর ঐ ওয়াদা সে অবশ্যই লাভ করবে, সে কি ঐব্যক্তির মত হতে পারে, যাকে দুনিয়ার জীবনের সামান্য কিছু ভোগ-উপকরণ দিয়েছি, তারপর কেয়ামতের দিন (ধরে বেঁধে) তাকে (আমার সামনে) হাযির করা হবে। ৬২. আর (ঐ দিনটি কখনো ভুলে যেয়ো না) যেদিন তিনি তাদের ডাকবেন, আর বলবেন, কোথায় আমার শরীকান, যাদের সম্পর্কে তোমরা (আমার শরীকদার হওয়ার) দাবী করতে! ৬৩. যাদের (যে শয়তান উপাস্যদের) উপর (আমার আযাবের) ফায়ছালা চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে তারা বলবে, (ইয়া) রাব্বানা, এরাই তারা যাদের আমরা বিপথগামী করেছি; তাদের আমরা বিপথগামী করেছি, যেমন নিজেরা বিপথগামী হয়েছি। (তবে এখন) আমরা আপনার অভিমুখী হয়ে (তাদের থেকে) দায়মুক্ত হলাম। (আসল সত্য হল,) তারা তো ইবাদত আমাদের করত না, (বরং নিজেদের খাহেশাতের পিছনে চলত।)

وَ قِيْلَ ادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَ رَاَوُا الْعَذَابَ ۚ لَوْ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَهْتَدُوْنَ ﴿٦٤﴾ وَ يَوْمَ
يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ مَاذَآ اَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٦٥﴾ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْاَنْۢبَآءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَآءَلُوْنَ ﴿٦٦﴾ فَاَمَّا مَنْ
تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ مِنَ الْمُفْلِحِيْنَ ﴿٦٧﴾

৬৪. আর (যারা কুফুর করেছে তাদের) বলা হবে, ডাকো তোমরা তোমাদের শরীকানকে, অনন্তর তারা তাদের ডাকবে, কিন্তু তারা তাদের অনুকূলে সাড়া দেবে না, আর তারা আযাব প্রত্যক্ষ করবে। হায়, যদি তারা পথপ্রাপ্ত হতো (কত না ভালো হতো)! ৬৫. আর ঐ দিনটি (ভুলে যাওয়া ঠিক না) যেদিন তিনি তাদের ডাকবেন, আর বলবেন, প্রেরিতদের/রাসূলানের (দাওয়াতের) কী জবাব তোমরা দিয়েছিলে? ৬৬. তো (তাদের কাছে তখন কোন উত্তর থাকবে না। কারণ তাদের মনগড়া) সব কথাবার্তা সেদিন তাদের উপর অন্ধকার হয়ে যাবে। তাই নিজেদের মধ্যেও তারা কোনরকম জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে না। ৬৭. পক্ষান্তরে যারা তাওবা করেছে, আর ঈমানের উপর অবিচল থেকে নেক আমল করেছে তো খুব আশা করা যায় যে, তারা সফলদের মধ্যে শামিল হবে/সফলদের থেকে গণ্য হবে।

وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَ يَخْتَارُ ۗ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ۗ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٨﴾ وَ رَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ
صُدُوْرُهُمْ وَ مَا يُعْلِنُوْنَ ﴿٦٩﴾ وَ هُوَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۗ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْاُوْلٰى وَ الْاٰخِرَةِ ۖ وَ لَهُ الْحُكْمُ وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٧٠﴾

৬৮. আর আপনার রব্ (এমনই নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী যে,) যাকিছু তিনি ইচ্ছা করেন তাই সৃষ্টি করেন এবং যাকিছু (আহকাম ও বিধান) ইচ্ছা করেন, নির্বাচন করেন। তাদের কোন ইচ্ছাধিকার

নেই (বিধান নির্বাচনের)।[১০৬৮] আল্লাহ্ চিরপবিত্র। আর তাদের শিরক থেকে তিনি বহুঊর্ধ্বে আছেন। ৬৯. আর আপনার রব্ জানেন যাকিছু তাদের বক্ষ সুপ্ত রাখছে, আর যাকিছু তারা প্রকাশ করছে। [১০৬৯] ৭০. আর তিনিই আল্লাহ্, তিনি ছাড়া নেই কোন ইলাহ্। তাঁরই জন্য সমস্ত প্রশংসা শুরুতে ও শেষে/দুনিয়া ও আখেরাতে। (যাবতীয়) আদেশ ও বিধান শুধু তাঁরই অধিকারে, আর তাঁরই দিকে তোমাদের ফেরানো হবে।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَآءٍ ؕ اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ ۝

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ ؕ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ۝

৭১. (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি বলুন, আচ্ছা, তোমরা কী মনে কর, যদি আল্লাহ্ রাতকে কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহতভাবে তোমাদের উপর আরোপ করতেন, (তাহলে) আল্লাহ্ ছাড়া কে আছে ইলাহ্ যে তোমাদের কাছে (দিনের) আলো আনতে পারে! তো (কুদরতের অনুকূলে এমন সুস্পষ্ট জ্ঞানবচনও কি) তোমরা শুনতে পাও না! ৭২. (তাদের উদ্দেশ্যে আপনি আরো) বলুন, আচ্ছা, তোমরা কী মনে কর, যদি আল্লাহ্ দিনকে কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহতভাবে তোমাদের উপর আরোপ করতেন (তাহলে) আল্লাহ্ ছাড়া কে আছে ইলাহ্ যে তোমাদের এমন রাত এনে দেবে, যাতে তোমরা আরাম করতে পারো।[১০৭০] তো (তাওহীদ ও কুদরতের এমন সুস্পষ্ট দৃশ্যও) কি তোমরা দেখতে পাও না!/ তোমাদের চোখে পড়ে না!

وَمِنْ رَّحْمَتِهٖ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝ وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِىَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ۝ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا فَقُلْنَا هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوْٓا اَنَّ الْحَقَّ لِلّٰهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۝

৭৩. আর তাঁরই করুণার কল্যাণে তোমাদের জন্য তিনি রাত ও দিন নির্ধারণ করেছেন, যাতে তোমরা তাতে আরাম করতে পারো, আর তাঁর কিছু অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো। আর যাতে তোমরা শোকর করতে পারো। ৭৪. আর (ঐ দিনের কথা ভুলে যেয়ো না,) যেদিন তিনি তাদের ডাকবেন, আর বলবেন, কোথায় আমার শরীকান, যাদের তোমরা (আমার শরীকান বলে) দাবী করতে! ৭৫. আর প্রত্যেক জনগোষ্ঠী থেকে একজন করে সাক্ষী আমি টেনে আনবো (আর তিনি হবেন নবী বা রাসূল), অনন্তর আমি (তাদের) বলবো, (এবার শিরকের পক্ষে) পেশ কর তোমাদের প্রমাণ। তখন তারা

[১০৬৮] আর আপনার রব্ যা ইচ্ছা করেন সৃষ্টি করেন, যাকে ইচ্ছা করেন (নবুয়ত ও রিসালাতের জন্য) নির্বাচন করেন, এই নির্বাচনে তাদের কোন এখতিয়ার নেই। (সুতরাং তারা বলতে পারে না, আমাদের অভিজাত, ক্ষমতাবান ও বিত্তবান কোন সরদারকে কেন নবী ও রাসূল করা হল না!)

[১০৬৯] আর যাকিছু তারা খোলামেলা বলছে।

[১০৭০] সুকূন ও শান্তি লাভ করতে পারো!

জেনে যাবে যে, (ইবাদতের) হক তো শুধু আল্লাহ্‌রই ছিল। আর যাকিছু (শিরকী কথা) তারা গড়ে রেখেছিল তা তাদের থেকে হারিয়ে যাবে। (পেশ করার জন্য কিছুই আর খুঁজে পাবে না।)

(রুকূ. ৮)

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ۖ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي
الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿٧٦﴾ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ
نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

৭৬. কারূন তো মূসারই কাউমের একজন ছিল, কিন্তু সে তাদেরই উপর বাড়াবাড়ি করল। আর তাকে আমি এত এত ধনভাণ্ডার দিয়েছিলাম যে, তার চাবিগুলো পর্যন্ত শক্তিধর লোকদের একটি দলের জন্য ভারী হতো। (আর সম্পদের দম্ভ সে তখনো করেছিল) যখন তার কাউমের (নেক) লোকেরা (সদুপদেশ হিসাবে) তাকে বলেছিল, (সম্পদের উপর) এত উল্লাস কর না, আল্লাহ্ তো উল্লাসকারীদের পছন্দ করেন না। ৭৭. আর আল্লাহ্ তোমাকে যা কিছু দান করেছেন, তাতে আখেরাতের ঘর তালাশ কর। তবে তোমার দুনিয়ার জীবনের অংশও ভুলে যেয়ো না, (সেটা আমরা বলিও না)। শুধু (বলি,) আল্লাহ্ যেমন তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তুমিও (মানুষের প্রতি) অনুগ্রহ কর। আর (আল্লাহ্‌র হক ও বান্দার হক নষ্ট করে) যমীনে ফাসাদের অনুরাগী হয়ো না। আল্লাহ্ কিন্তু ফাসাদীদের পছন্দ করেন না।

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ۚ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ
قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا ۚ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٧٨﴾ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۖ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ
الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ ۙ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٧٩﴾

৭৮. (এসব সদুপদেশে তার দম্ভ তো কমলোই না, বরং আরো ফুলেফেঁপে উঠলো, তাই) সে বলে বসল, এগুলো তো আমি প্রাপ্ত হয়েছি, আমার কাছে যা জ্ঞান রয়েছে তারই কল্যাণে। হায়, ঐ (নির্বোধ) কি জানতে পারেনি যে, আল্লাহ্ তার আগে বিভিন্ন প্রজন্ম থেকে এমন লোকদের ধ্বংস করেছেন, যারা (সম্পদের) শক্তিতেও তার চেয়ে প্রবল ছিল, আর জনবলেও (তার চেয়ে) বেশী ছিল। আর (দুনিয়াতেই আযাবের শেষ নয়, বরং আখেরাতেই হবে আসল আযাব। আর আল্লাহ্‌র যেহেতু সবই জানা, তাই) মুজরিমীনকে জিজ্ঞাসা করা হবে না তাদের পাপ-অপরাধ সম্পর্কে।[১০৭১] ৭৯. তো (একদিন) সে তার সম্প্রদায়ের উপর (সম্পদের প্রভাব ফেলার উদ্দেশ্যে) নিজের জাঁকজমকের মধ্যে বের হল। (তখন) যারা দুনিয়ার জীবন (ও তার জৌলুস) চায় তারা বলল, হায়, কারূনকে যাকিছু দেয়া হয়েছে, আমাদেরও যদি ঐরকম থাকত! সে তো বিরাট ভাগ্যেরই অধিকারী।

[১০৭১] হাঁ, অন্যান্য উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসাবাদ হবে, যেমন, অপরাধীদের নিশ্চুপ করে দেয়া, তাদের কষ্ট আরো বাড়িয়ে দেয়া, ইত্যাদি।

وَ قَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا ۚ وَ لَا يُلَقّٰىهَاۤ اِلَّا الصّٰبِرُوْنَ ۝٨٠
فَخَسَفْنَا بِهٖ وَ بِدَارِهِ الْاَرْضَ ۫ فَمَا كَانَ لَهٗ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۫ وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ ۝٨١

৮০. পক্ষান্তরে (দুনিয়া ও আখেরাতের হাকীকত সম্পর্কে) যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছিল তাঁরা (তাদের তিরস্কার করে) বললেন, নিপাত হোক তোমাদের, যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে তাদের জন্য আল্লাহ্(প্রদত্ত) আজর ও প্রতিদান বহু উত্তম। আর তা প্রাপ্ত হয় কেবল ছাবিরীন। ৮১. তো (শেষপর্যন্ত কারূনের পরিণাম হল এই যে,) তাকে এবং তার বাড়ী (ও যাবতীয় সম্পদ) আমি ভূমিতে ধ্বসিয়ে দিলাম। তখন তার পক্ষে কোন দলবল ছিল না, আল্লাহ্র মোকাবেলায় যারা তাকে সাহায্য করবে। আর সে নিজেও আত্মরক্ষা করতে পারেনি।

وَ اَصْبَحَ الَّذِيْنَ تَمَنَّوْا مَكَانَهٗ بِالْاَمْسِ يَقُوْلُوْنَ وَيْكَاَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَ يَقْدِرُ ۚ لَوْ
لَاۤ اَنْ مَّنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ۫ وَيْكَاَنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ۝٨٢

৮২. আর এই সেদিন যারা তার মত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করেছিল তারা (এখন পরিণতি দেখে) বলতে লাগল, আরে, মনে তো হচ্ছে, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে যার জন্য ইচ্ছা করেন রিযিক প্রশস্ত করেন, আর (যার জন্য ইচ্ছা করেন) সীমিত করে দেন। (আমাদের ভুল ছিল, সম্পদ -প্রাচুর্যকে আমরা কারূনের সৌভাগ্য ভেবেছি, বাস্তব তো এই যে,) যদি আল্লাহ্ আমাদের উপর অনুগ্রহ না করতেন তাহলে তো আমাদেরও ধ্বসিয়ে দিতেন। (কারণ সম্পদলিপ্সা তো আমাদেরও ছিল)। যাক, এখন বিশ্বাস হচ্ছে যে, কাফিরীন (কখনো) সফল হতে পারে না।

(রুকূ. ৯)

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِي الْاَرْضِ وَ لَا فَسَادًا ۭ وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝٨٣ مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ
فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا ۚ وَ مَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝٨٤

৮৩. ঐ আখেরাতের ঘর তো আমি তাদেরই জন্য নির্ধারণ করি, যারা ভূখণ্ডে না বড়াই দেখাতে চায়, না ফাসাদ ছড়াতে (চায়)। আর সুপরিণতি তো শুধু মুত্তাকীনের জন্য। ৮৪. যে (ব্যক্তি) কোন নেক আমল নিয়ে আসবে তো তার জন্য হবে তার চেয়ে উত্তম (প্রতিদান)। পক্ষান্তরে যে বদ আমল নিয়ে আসবে তো যারা বদ আমলেই লিপ্ত থাকে তাদের শুধু ঐ পরিমাণই সাজা দেয়া হবে যা তারা করত।

اِنَّ الَّذِيْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَآدُّكَ اِلٰى مَعَادٍ ۭ قُلْ رَّبِّيْۤ اَعْلَمُ مَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى وَ مَنْ هُوَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝٨٥
وَ مَا كُنْتَ تَرْجُوْۤا اَنْ يُّلْقٰۤى اِلَيْكَ الْكِتٰبُ اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ ظَهِيْرًا لِّلْكٰفِرِيْنَ ۝٨٦

৮৫. (আয় পেয়ারে নবী!) যিনি আপনার উপর কোরআর অর্পণ করেছেন অতিঅবশ্যই তিনি ফিরিয়ে আনবেন আপনাকে (আপনার) প্রিয় ভূমিতে। আপনি বলুন, আমার রব্ খুব ভালো জানেন, কে হিদায়াত নিয়ে এসেছে, আর কে সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে লিপ্ত। ৮৬. (আয় পেয়ারে রাসূল!) আপনি তো (নবুয়তপ্রাপ্তির আগে) এ আশা করছিলেন না যে, আপনার প্রতি কিতাব (পর্যায়ক্রমে) 'পরিবেশন'

করা হবে। তবে (এটা ঘটেছে) আপনার রবের পক্ষ হতে রহমতরূপে। সুতরাং আপনি কখনো কাফিরীনের পৃষ্ঠপোষক/ সাহায্যকারী হবেন না।

وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ بَعْدَ اِذْ اُنْزِلَتْ اِلَيْكَ وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۘ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ ۭ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

৮৭. আপনার প্রতি আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ নাযিল হওয়ার পর তারা যেন কিছুতেই আপনাকে তা থেকে নিবৃত্ত করতে না পারে। আর আপনি (মানুষকে) ডাকতে থাকুন আপনার রবের প্রতি। আর আপনি কিছুতেই যেন মুশরিকীনের দলভুক্ত না হন। ৮৮. আর ডাকবেন না আপনি আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য ইলাহকে, তিনি ছাড়া তো কোন ইলাহ নেই। সবকিছু তো বিলুপ্ত হবে তাঁর মহান সত্তা ছাড়া। তাঁরই জন্য সমস্ত রাজত্ব, (যার পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটবে আখেরাতে,) আর তাঁরই দিকে তোমাদের ফেরানো হবে।

سُورَةُ العَنْكَبوت ٢٩؛ مَكِّيَّة؛ آياتُها ٦٩ وركُوعاتُها ٧

২৯-সূরা আনকাবূত, মাক্কী, আয়াত ৬৯, রুকূ ৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ ۝ اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ۝ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ ۝ اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّسْبِقُوْنَا ۭ سَاۗءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ۝ مَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاۗءَ اللّٰهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَاٰتٍ ۭ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝

(শুরু করছি) রাহমান রাহীম আল্লাহ্‌র নামে

১. আলিফলাম, মীম। ২. লোকেরা কি ভেবে রেখেছে যে, শুধু ঈমান এনেছি বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে, আর তাদের পরীক্ষা করা হবে না (যে, ঈমানের দাবী কতটা সত্য)! ৩. অথচ সুনিশ্চিত, আমি পরীক্ষা করেছি তাদের, যারা তাদের পূর্ব থেকে ছিল। সুতরাং অতি অবশ্যই আল্লাহ্ জেনে নেবেন তাদেরকে যারা সত্যতা অবলম্বন করেছে, আর অতি অবশ্যই জেনে নেবেন মিথ্যাবাদীদের। ৪. নাকি যারা বদ আমল করেই চলেছে তারা ভেবে নিয়েছে যে, আমাকে তারা অতিক্রম করে যাবে (আর আমি তাদের পাকড়াও করতে পারবো না)! কত না নিকৃষ্ট ভাবনা তারা ভাবছে! ৫. যারা আল্লাহ্‌র (সঙ্গে) সাক্ষাৎ আশা করে, তো (তাদের বিশ্বাস করা উচিত যে,) আল্লাহ্‌র নির্ধারিত মেয়াদ সত্যি সত্যি আসবে। বস্তুত তিনিই (সবকিছু) পূর্ণ শোনেন, (সবকিছু) পূর্ণ জানেন।

وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۭ وَاِنْ جَاهَدٰكَ لِتُشْرِكَ

بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ؕ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

৬. আর যে (আমার পথে) সাধনা করে সে তো নিজেরই (কল্যাণের) জন্য সাধনা করে। আল্লাহ্ তো দুনিয়াজাহান থেকে নির্মুখাপেক্ষী।[১০৭২] ৭. আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমলে (হামেশা) মশগূল থেকেছে তাদের মন্দগুলো তাদের (আমলনামা) থেকে সত্যি সত্যি আমি মুছে ফেলব, আর যে আমল তারা করতে থেকেছে সেগুলোর সর্বোত্তম প্রতিদান অতি অবশ্যই তাদের দেব। ৮. আর মানুষকে আমি আদেশ করেছি তার আব্বা-আম্মার প্রতি (পূর্ণ) সদাচারের। আর তারা যদি তোমাকে বাধ্য করে আমার সঙ্গে এমন কিছুকে শরীক করার জন্য যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তো (সেক্ষেত্রে) তুমি তাদের আনুগত্য কর না। আমারই দিকে হবে তোমাদের ফিরে আসা, তখন যাকিছু তোমরা করতে সেবিষয়ে আমি তোমাদের অবহিত করব।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصّٰلِحِيْنَ ۝ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ فَاِذَآ اُوْذِيَ فِي اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ ؕ وَلَئِنْ جَآءَ نَصْرٌ مِّنْ رَّبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ؕ اَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِمَا فِيْ صُدُوْرِ الْعٰلَمِيْنَ ۝ وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ ۝

৯. আর যারা ঈমান এনেছে এবং অব্যাহতভাবে নেক আমল করেছে, অতি অবশ্যই তাদের আমি নেককারদের মধ্যে শামিল করব।[১০৭৩] ১০. আর লোকদের মধ্যে কিছু এমন আছে যারা (মুখে) তো বলে, আমরা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনেছি। অনন্তর যখন আল্লাহ্র (পথে) তাদের কষ্টভোগ করানো হয় তখন মানুষের (দেয়া) নির্যাতনকে তারা আল্লাহ্র আযাবের মত মনে করে।[১০৭৪] আর যখন আপনার রবের পক্ষ হতে কোন সাহায্য আসে তখন তারা বলে, আমরা তো তোমাদের সঙ্গে ছিলাম! আচ্ছা, সারা দুনিয়া-জাহানের (মানুষের) বুকে যাকিছু আছে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ কি সবচে' বেশী জানেন না![১০৭৫] ১১. আর অতি অবশ্যই আল্লাহ্ জেনে নেবেন/জানেন তাদের, যারা ঈমান এনেছে, আর অতি অবশ্যই তিনি জেনে নেবেন/জানেন মুনাফিকীনকে।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبِعُوْا سَبِيْلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطٰيٰكُمْ ؕ وَمَا هُمْ بِحٰمِلِيْنَ مِنْ خَطٰيٰهُمْ مِّنْ شَيْءٍ ؕ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۝ وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالًا مَّعَ اَثْقَالِهِمْ ۫ وَلَيُسْـَٔلُنَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَمَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۝

১২. আর যারা কুফুর করেছে তারা আহলে ঈমানকে বলে, তোমরা আমাদের পথ অনুসরণ কর,

---

[১০৭২] কারো ঈমান ও বিশ্বাস এবং পুণ্যকর্মের সাধনা ও প্রচেষ্টায় আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই। তবে বান্দা যদি কল্যাণের পথে আসে এবং লাভবান হয়, আল্লাহ তাতে খুশী হন।

[১০৭৩] অর্থাৎ সে পুণ্যবানদের একজন বলে গণ্য হবে, অথবা পুণ্যবানদের স্থানে জান্নাতে তাকে দাখেল করা হবে।

[১০৭৪] আয়াতের শব্দ হল فِتْنَةَ النَّاسِ মানুষের পক্ষ হতে আসা নিপীড়ন ও কষ্টক্লেশ। তো সেগুলো তো সাধারণ বিষয়, তার উপর ছবর দ্বারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জিত হয়, পক্ষান্তরে আল্লাহ্র আযাব তো হল চিরবরবাদির বিষয়।

[১০৭৫] মুনাফিকীনের কথা বলা হচ্ছে, দু'দিকেই তারা সম্পর্ক রাখে, দু'দিকের সুবিধা গ্রহণের জন্য, আবার দু'দিকেরই দুর্ভোগ থেকে দূরে থাকার জন্য।

আমরা তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতির ভার বহন করে নেব, অথচ তারা তো নিজেদেরই কোন ত্রুটি-বিচ্যুতির বোঝা বহন করতে সক্ষম নয়। অতিঅবশ্যই তারা মিথ্যাবাদী। ১৩. আর সত্যি সত্যি তারা নিজেদের (পাপের) বোঝা বহন করবে এবং নিজেদের বোঝার সঙ্গে আরো কিছু বোঝা, (তারা যাদের ভ্রষ্ট করেছে তাদের বোঝা)। আর অতি অবশ্যই কেয়ামতের দিন তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে, তারা যাকিছু মিথ্যা রটনা করত সে সম্পর্কে।

(রুকূ. ২)

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَلَبِثَ فِيْهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا فَاَخَذَهُمُ الطُّوْفَانُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿١٤﴾
فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَصْحٰبَ السَّفِيْنَةِ وَجَعَلْنٰهَآ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٥﴾ وَاِبْرٰهِيْمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ ذٰلِكُمْ
خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٦﴾

১৪. আর সুনিশ্চিত, নূহকে আমি তার কাউমের কাছে পাঠিয়েছি। তো তিনি তাদের মাঝে অবস্থান করেছেন একহাযার বছর, তবে পঞ্চাশ বাদে। তারপর জলোচ্ছ্বাস তাদের পাকড়াও করেছে, এমন অবস্থায় যে, তারা (ছিল) যালিম। ১৫. তখন তাকে এবং কিশতীর বাসিন্দাদের আমি উদ্ধার করেছি, আর কিশতির ঘটনাকে আমি দুনিয়া-জাহানের জন্য নিদর্শন বানিয়েছি। ১৬. আর ইবরাহীমকে (আমি পাঠিয়েছি) যখন তিনি তার কাউমকে বললেন, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং তাঁকে সমীহ কর। তোমাদের এ তরীকাই তোমাদের জন্য উত্তম হবে, যদি তোমরা (হাকীকত) জানতে পারো।

اِنَّمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا وَّتَخْلُقُوْنَ اِفْكًا اِنَّ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقًا
فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ وَاشْكُرُوْا لَهٗ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿١٧﴾ وَاِنْ تُكَذِّبُوْا فَقَدْ كَذَّبَ اُمَمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ وَ
مَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿١٨﴾

১৭. তোমরা তো আল্লাহ্‌র পরিবর্তে কিছু মূর্তির পূজা কর, আর কিছু মিথ্যাচার সৃষ্টি কর। বাস্তব সত্য তো এই যে, আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদের তোমরা পূজা কর তারা তো তোমাদের জন্য সামান্য রিযিকের ব্যবস্থা করারও মালিকানা রাখে না। সুতরাং রিযিক তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে তালাশ কর, আর তাঁর ইবাদত কর, আর তাঁর প্রতি শোকরগোযার হও। তাঁরই প্রতি তো তোমাদের ফেরানো হবে। ১৮. আর যদি তোমরা (আমার রাসূলকে) ঝুটলাও তাহলে (আমার বা আমার রাসূলের কোন ক্ষতি নেই, কারণ) তোমাদের আগেও বহু সম্প্রদায় (তাদের রাসূলকে) ঝুটলিয়েছে। (তাদের তো কোন ক্ষতি হয়নি) কারণ রাসূলের উপর অর্পিত দায়িত্ব হল শুধু স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া।

اَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللّٰهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ﴿١٩﴾ قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ
بَدَاَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْاَةَ الْاٰخِرَةَ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٠﴾ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَّشَآءُ
وَاِلَيْهِ تُقْلَبُوْنَ ﴿٢١﴾ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿٢٢﴾

১৯. তো তারা কি দেখেনি, কীভাবে আল্লাহ্ সৃষ্টির সূচনা করেন, তারপর তিনিই সৃষ্টির পুনরায়ণ করবেন। আল্লাহ্র জন্য অবশ্যই তা খুব সহজ। ২০. (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি বলুন, তোমরা ভূখণ্ডে বিচরণ কর, তারপর দেখো, কীভাবে আল্লাহ্ সৃষ্টির সূচনা করেছেন। তারপর আল্লাহ্ই (তাদেরকে) আখেরাতকালীন উত্থানে উত্থিত করবেন। আল্লাহ্ তো সবকিছুর উপর পূর্ণ সক্ষম। ২১. তিনি তো যাকে ইচ্ছা করেন, আযাব দান করেন, আর যাকে ইচ্ছা করেন, রহম করেন, আর তাঁরই দিকে তোমাদের 'পলট' দিয়ে নেয়া হবে। ২২. আর তোমরা (আল্লাহ্কে) মোটেই অক্ষমকারী নও, (না) যমীনে, না আসমানে। আর আল্লাহ্র মোকাবেলায় তোমাদের জন্য না আছে কোন অভিভাবক, না আছে কোন সাহায্যকারী।

(রুকূ. ৩)

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَلِقَآئِهٖٓ اُولٰٓئِكَ يَئِسُوْا مِنْ رَّحْمَتِيْ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٢٣﴾ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ
اِلَّآ اَنْ قَالُوا اقْتُلُوْهُ اَوْ حَرِّقُوْهُ فَاَنْجٰىهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৩. আর যারা অস্বীকৃতি জানিয়েছে আল্লাহ্র আয়াতসমস্তের প্রতি এবং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রতি ওরা (আসলে) আমার রহমত থেকেই নিরাশ হয়ে গিয়েছে, আর ওরা, তাদেরই জন্য রয়েছে যন্ত্রণা-দায়ক আযাব। ২৪. তো ইবরাহীমের কাউমের কোন জওয়াব ছিল না, এটা বলা ছাড়া যে, তাকে কতল কর তোমরা, বা আগুনে পুড়িয়ে মারো। তখন আল্লাহ্ তাকে আগুন থেকে উদ্ধার করলেন। সত্যি সত্যি তাতে যথেষ্ট নিদর্শন রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা ঈমান রাখে।

وَقَالَ اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا ۙ مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ
وَّيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ۠ وَّمَاْوٰىكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٢٥﴾ فَاٰمَنَ لَهٗ لُوْطٌ ۘ وَقَالَ اِنِّيْ مُهَاجِرٌ اِلٰى رَبِّيْ ۭ اِنَّهٗ
هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٦﴾ وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ وَاٰتَيْنٰهُ اَجْرَهٗ فِي الدُّنْيَا ۚ
وَاِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٢٧﴾

২৫. আর তিনি বললেন, তোমরা তো আল্লাহ্র মোকাবেলায় কতিপয় মূর্তিকে বানিয়েছো (উপাস্য), দুনিয়ার জীবনে তোমাদের মধ্যে যে সখ্য রয়েছে তা রক্ষার জন্য।[১০৭৬] তারপর কিয়ামতের দিন তোমাদের একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং একে অপরকে অভিসম্পাত করবে। আর তোমাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম, আর তোমাদের কোন *'সাহায্যকারীদল'* হবে না। ২৬. অনন্তর লূত তাঁর প্রতি ঈমান আনলেন, আর বললেন, আমি তো আমার রবের অভিমুখে হিজরত করছি। তিনিই তো মহা-পরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞার অধিকারী। ২৭. আর আমি তাঁকে *ইসহাক* ও *ইয়াকূব* দান করলাম। আর

[১০৭৬] মূর্তিপূজাকে কেন্দ্র করে নিজেদের মধ্যে সখ্য তৈরী হয়, এর পর তা রক্ষার চেষ্টায় মূর্তিপূজা অব্যাহত রাখা হয়। অথবা মূর্তিপূজা শুরুই করা হয় মূর্তিপূজকদের সঙ্গে সম্পর্কের কারণে, আর তা অব্যাহত রাখা হয় সম্পর্ক রক্ষার টানে। অর্থাৎ পেছনে বুঝ ও সমঝ এবং যুক্তি ও উপলব্ধি কোন কাজ করছে না। অথচ হক ও বাতিলের প্রশ্নে সমস্ত মিথ্যা পিছুটানকে উপেক্ষা করে সত্যের পথ অনুসরণ করা উচিত। কারণ ঠুনকো সম্পর্ক ও সখ্য আখেরাতে কোন কাজে আসবে না।

তাঁর সন্তানসন্ততির মধ্যে নবুয়ত ও কিতাব রাখলাম। আর দুনিয়াতে তাঁকে তার প্রতিদান দিলাম। আর অতিঅবশ্যই আখেরাতে তিনি ছালিহীনের মধ্যে শামিল হবেন।

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾ أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٩﴾ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴿٣٠﴾

২৮. আর লূতকে (আমি নবুয়ত দিয়ে পাঠালাম), যখন তিনি তাঁর কাউমকে বললেন, তোমরা তো সত্যি সত্যি জঘন্য *'ফাহেশা'* করছ, যা *দুনিয়া-জাহানের* কেউ তোমাদের আগে করেনি। ২৯. আশ্চর্য, তোমরা কি পুরুষগামী হও, আর 'পথকর্তন' কর, আর তোমাদের ভরা জলসায় মন্দকর্ম কর![১০৭৭] তখন তাঁর কাউমের কোন জবাব ছিল না একথা ছাড়া যে, (আযাবের হুঁশিয়ারি দেয়ার বিষয়ে) তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে আনো আল্লাহ্‌র আযাব আমাদের উপর।[১০৭৮] ৩০. (কাউমের ঈমান সম্পর্কে চূড়ান্ত নিরাশার পর) তিনি বললেন, (ইয়া) রাব্বি! ফাসাদী কাউমের মোকাবেলায় আপনি আমাকে সাহায্য করুন।

(রুকূ. ৪)

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ ﴿٣١﴾ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٣٢﴾

৩১. আর যখন আমার রাসূলান ইবরাহীমের কাছে (পুত্রসন্তানের) সুসংবাদসহ এলেন, তখন তারা বললেন, আমরা তো এ জনপদের লোকদের ধ্বংস করতে যাচ্ছি, কারণ এ জনপদবাসিরা যুলুমের চূড়ান্ত করে ছেড়েছে। ৩২. (পেরেশান হয়ে) তিনি বললেন, তাতে তো লূত রয়েছেন! তারা বললেন, যারা সেখানে রয়েছে তাদের বিষয়ে আমরা সবচে' ভালো জানি। তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে আমরা উদ্ধার করব, (তবে) তাঁর স্ত্রীকে ছাড়া, সে পিছনে থেকে যাওয়াদের মধ্যে শামিল হবে।

وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٣٣﴾ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٣٤﴾ وَلَقَد تَّرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٣٥﴾

৩৩. আর যখন আমার রাসূলান লূতের কাছে এলেন, (তখন) তাদের কারণে তিনি খুব পেরেশান হলেন, আর তাদের কারণে তাঁর সবকিছু সঙ্কীর্ণ হয়ে গেলো। আর রাসূলান (তাঁকে) বললেন, ভয় করবেন না এবং চিন্তিত হবেন না, আমরা আপনাকে এবং আপনার পরিবারকে উদ্ধার করব, (তবে) আপনার স্ত্রীকে ছাড়া, কারণ সে পিছনে থেকে যাওয়াদের মধ্যে শামিল হবে। ৩৪. এই জনপদের

[১০৭৭] পথকর্তন, এর বিকল্প শব্দ হল পথে ডাকাতি করা, রাহাযানি করা।

[১০৭৮] আমরাও দেখি, আল্লাহ্‌র আযাব কেমন হয়! (নাঊযু বিল্লাহ্)

লোকদের উপর তাদের অব্যাহত পাপাচারের কারণে অবশ্যই আমরা আসমান থেকে আযাব নাযিল করতে যাচ্ছি। ৩৫. আর সুনিশ্চিত, ঐ জনপদের কিছু সুস্পষ্ট নিশান (এখনো) আমি রেখে দিয়েছি এমন কাউমের (শিক্ষার) জন্য যারা আকল-বুদ্ধি ব্যবহার করে।

وَ اِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۙ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَ ارْجُوا الْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَ لَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۝٣٦
فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ۝٣٧ وَ عَادًا وَّ ثَمُوْدَا۠ وَ قَدْ تَّبَيَّنَ لَكُمْ مِّنْ مَّسٰكِنِهِمْ ۫ وَ
زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَ كَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ ۝٣٨

৩৬. আর মাদয়ানের দিকে তাদের ভাই শো'আইবকে (আমি পাঠালাম,) তখন তিনি বললেন, ইয়া কাউমি, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, আর শেষদিনের প্রতি বিশ্বাস রাখ, আর যমীনে ফাসাদ মাচিয়ে ফির না। ৩৭. অনন্তর তারা তাঁকে ঝুটলাল,/তাঁকে তাকযীব করল, তখন তাদের পাকড়াও করল এক ভয়ঙ্কর কম্পন, আর নিজেদের ঘরে তারা উপুড় হয়ে পড়ে থাকল। ৩৮. আর 'আদ ও ছামূদকেও (আমি ধ্বংস করেছি।) আর তা তাদের ঘরদুয়ার থেকেই তোমাদের জন্য পরিষ্কার হয়ে যাবে। আর শয়তান তাদের জন্য তাদের কর্মকাণ্ডকে শোভন করে তুলেছিল, অনন্তর সরল পথ থেকে তাদের বাধা দিয়ে রেখেছিল, অথচ (দুনিয়াদারিতে) তারা সমঝবুঝের মানুষ ছিল, (কিন্তু আখেরাতের বিষয়ে ছিল বিলকুল গাফেল, না-সমঝ)।

وَ قَارُوْنَ وَ فِرْعَوْنَ وَ هَامٰنَ ۫ وَ لَقَدْ جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ وَ مَا كَانُوْا سٰبِقِيْنَ ۝٣٩ فَكُلًّا
اَخَذْنَا بِذَنْۢبِهٖ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ۚ وَ مِنْهُمْ مَّنْ اَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ۚ وَ مِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ
الْاَرْضَ ۚ وَ مِنْهُمْ مَّنْ اَغْرَقْنَا ۚ وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَ لٰكِنْ كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝٤٠

৩৯. আর কারূন, ফির'আউন ও হামানকে (আমি ধ্বংস করেছি), আর সুনিশ্চিত, মূসা তাদের কাছে এসেছিলেন সুস্পষ্ট সব নিদর্শনসহ, কিন্তু তারা ভূমিতে দম্ভ করল, অথচ (আমার পাকড়াওকে) তারা অতিক্রম করতে পারেনি। ৪০. আসলে প্রত্যেককে আমি পাকড়াও করেছি তার পাপের/অপরাধের কারণে, তো তাদের মধ্য হতে কারো উপর আমি প্রস্তরবর্ষী ঝড় প্রেরণ করেছি, (যেমন আদ); আর তাদের মধ্য হতে কাউকে বিকট আওয়ায পাকড়াও করল, (যেমন ছামূদ); আর তাদের মধ্যে কাউকে ভূমিতে ধ্বসিয়ে দিলাম;[১০৭৯] আর তাদের মধ্যে কাউকে ডুবিয়ে মারলাম।[১০৮০] আসলে আল্লাহ্ তাদের উপর যুলুম করার ছিলেন না, কিন্তু নিজেদেরই উপর তারা যুলুম করে চলেছিল।

مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ ۚ اِتَّخَذَتْ بَيْتًا ؕ وَ اِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ
الْعَنْكَبُوْتِ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝٤١ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَىْءٍ ؕ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝٤٢

[১০৭৯] কারূনের ঘটনার দিকে ইঙ্গিত, যার বয়ান রয়েছে সূরা কাছাছে

[১০৮০] যথাক্রমে কাউমে নূহ এবং ফির'আউন ও তার কাউমের প্রতি ইঙ্গিত।

৪১. আল্লাহ্‌র মোকাবেলায় যারা বিভিন্ন অভিভাবক গ্রহণ করেছে তাদের উদাহরণ হল মাকড়সার মত, যা একটি ঘর/জাল তৈরী করেছে। আর সবচে' দুর্বল ঘর তো মাকড়সার ঘর। হায়, যদি তারা জানত (যে, তাদের উপাস্যরা তো মাকড়সার জালের চেয়েও দুর্বল)! ৪২. আল্লাহ্‌ ছাড়া যা-কিছুকে তারা ডাকে, আল্লাহ্‌ কিন্তু (তাদের) জানেন; আর তিনিই মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাবান।

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۖ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴿٤٣﴾ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٤﴾

৪৩. আর ঐ-সব উদাহরণ আমি মানুষের কল্যাণের জন্য বর্ণনা করি, তবে শুধু আলিমান (ও জ্ঞানীরা) -ই তা অনুধাবন করেন। ৪৪. আল্লাহ্‌ আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন সঠিক (ও সত্য কোন) উদ্দেশ্যে। মুমিনীনের জন্য অতিঅবশ্যই তাতে রয়েছে বড় নিদর্শন।

(রুকূ - ৫)

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ۖ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿٤٦﴾

৪৫. যে কিতাব আপনার প্রতি অহী করা হয়েছে তা আপনি তিলাওয়াত করুন, আর ছালাত কায়েম করুন। ছালাত তো অশ্লীলতা ও মন্দ হতে নিষেধ করে। আর আল্লাহ্‌র যিকিরই সবচে' বড় (ইবাদত)। আর যাকিছু তোমরা কর, আল্লাহ্‌ (তা বেশ) জানেন। ৪৬. আর (আয় আহলে ঈমান!) আহলে কিতাবের সঙ্গে তোমরা তর্ক কর না, তবে সুন্দরতম উপায়ে; হাঁ, তাদের মধ্য হতে যারা বাড়াবাড়ি করে (তাদের কথা ভিন্ন)। আর তোমরা (তাদের পরিষ্কার করে) বলে দাও, আমরা তো ঈমান এনেছি ঐ কিতাবের প্রতি যা আমাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং তোমাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে। আর আমাদের ইলাহ এবং তোমাদের ইলাহ এক। আর তাঁরই প্রতি আমরা আত্মসমর্পণকারী।

وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ ۚ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ ﴿٤٧﴾ وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ﴿٤٨﴾ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ﴿٤٩﴾

৪৭. আর (আয় পেয়ারে নবী!) এভাবেই আমি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি। তো যাদের আমি (আগেই) কিতাব দান করেছি (আহলে কিতাব) তারা তো এর প্রতি ঈমান আনে। আর এই মুশরিকীন থেকেও কিছু মানুষ আছে যারা এর প্রতি ঈমান আনে। তো আমার আয়াতগুলোর প্রতি স্বভাবকাফির ছাড়া কেউ প্রত্যাখ্যান করে না।[১০৮১] ৪৮. আর এ কোরআন নাযিলের আগে আপনি না

[১০৮১] বস্তুত স্বভাবকাফিররাই শুধু আমার আয়াতসমস্ত অস্বীকার/প্রত্যাখ্যান করে।

কোন কিতাব পাঠ করতেন, আর না নিজের (ডান) হাতে কোন কিতাব লিখতেন। তাহলে তো আহলে বাতিল অবশ্যই সন্দেহের অবতারণা করতে পারতো।[১৩৮২] ৪৯. হাকীকত হল, কোরআন এমন নিশান ও প্রমাণের সমষ্টি যা তাদের বুকে ঔজ্জ্বল্য ছড়ায়, আগে থেকেই যাদের ইলম দান করা হয়েছে। বস্তুত আমার আয়াতসমস্তের প্রতি প্রত্যাখ্যান যালিমীন ছাড়া আর কেউ করতে পারে না।

وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيٰتٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۭ قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ ۭ وَاِنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝ اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَّذِكْرٰى لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝

৫০. আর তারা বলে, কেন তাঁর উপর তাঁর রবের পক্ষ হতে কিছু *নিশান ও প্রমাণ* নাযিল করা হল না! আপনি (তাদের) বলুন, *নিশান ও প্রমাণ* তো শুধু আল্লাহর নিকট (আল্লাহ্‌র কুদরতের কব্‌যায়)। বস্তুত আমি তো শুধু সুস্পষ্ট সতর্ককারী ৫১. আচ্ছা, (নিশান-প্রমাণরূপে) তাদের জন্য এটাই কি যথেষ্ট নয় যে, আমি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি, যা তাদের তিলাওয়াত করে শোনানো হয়! সত্যি সত্যি তাতে রয়েছে রহমত ও নছীহত ঐ-কাউমের জন্য যারা ঈমান আনে (এবং আনতে পারে)।

(রুকূ. ৬)

قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ شَهِيْدًا ۚ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوْا بِاللّٰهِ ۙ اُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝ وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ۭ وَلَوْلَآ اَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاۗءَهُمُ الْعَذَابُ ۭ وَلَيَاْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝

৫২. (আয় পেয়ারে নবী! তাদের) আপনি বলুন, আল্লাহ্ আমার মধ্যে এবং তোমাদের মধ্যে সাক্ষীরূপে যথেষ্ট। তিনি জানেন যাকিছু আসমানসমস্তে এবং যমীনে রয়েছে। আর যারা বাতিলের প্রতি ঈমান এনেছে এবং আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করেছে, ওরাই আসল ক্ষতিগ্রস্ত। ৫৩. আর (আয় পেয়ারে নবী!) তারা আপনাকে আযাবের বিষয়ে তাড়াহুড়া দেখায়। বস্তুত (আযাবের জন্য) যদি এক নির্ধারিত সময় না থাকতো তাহলে (তাদের তাড়াহুড়ার কারণে) তাদের উপর আযাব এসেই যেতো। তবে সত্যি সত্যি তাদের উপর (আযাব) আসবে, কিন্তু এমন আচমকা যে, তারা টেরও পাবে না।

يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ۭ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌۢ ۝ يَوْمَ يَغْشٰىهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ وَيَقُوْلُ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ اَرْضِيْ وَاسِعَةٌ فَاِيَّايَ فَاعْبُدُوْنِ ۝ كُلُّ نَفْسٍ ذَاۗىِٕقَةُ الْمَوْتِ ۣ ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ۝

৫৪. তারা আপনাকে আযাবের বিষয়ে তাড়াহুড়া দেখায়, অথচ জাহান্নাম তো কাফিরীনকে ঘিরে রেখেছে ৫৫. (ঐ দিনকে ভয় কর) যেদিন আযাব তাদের আচ্ছন্ন করে ফেলবে তাদের উপর থেকে এবং তাদের পায়ের নীচ থেকে, আর আল্লাহ্ বলবেন, যাকিছু আমল তোমরা করতে তা(র পরিণাম) আস্বাদন কর। ৫৬. হে আমার বান্দারা, যারা ঈমান এনেছে, আমার যমীন তো প্রশস্ত, তাই (ভয়

[১৩৮২] বস্তুত আল্লাহ্‌র নবীর 'উম্মিত্ব'ই হল কোরআনের মু'জিযা হওয়া এবং আল্লাহ্‌র কালাম হওয়ার বড় দলীল। উম্মী না হলেও প্রশ্নের কোন সুযোগ থাকতো না, কারণ জগতের বড় থেকে বড় লেখক ও গ্রন্থকারও তো এর তুলনা পেশ করতে অক্ষম, তবে এখন সন্দেহ করার চুল-পরিমাণও সুযোগ নেই। কিন্তু তারপরো কথা হল, তাকদীর!

পাওয়ার কিছু নেই,) তোমরা আমারই ইবাদত কর। ৫৭. প্রাণীমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে, তারপর আমারই দিকে তোমাদের ফেরানো হবে।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ﴿۵۸﴾ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿۵۹﴾ وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۖ اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ ۖ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿۶۰﴾

৫৮. আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করে গিয়েছে অতিঅবশ্যই তাদের আমি জান্নাতের এমন বালাখানায় স্থান দেব যার তলদেশ দিয়ে নহর-নালা প্রবাহিত হয়। তাতে তারা চিরকাল থাকবে। আমলকারীদের কত না উত্তম প্রতিদান তা। ৫৯. যারা ছবর করেছে, আর আপন রবের উপরই যারা তাওয়াক্কুল করে। ৬০. আর এমন কত না প্রাণী আছে যারা নিজেদের খাদ্য (নিজেরা) বহন করে না, আল্লাহ্ই তাদের রিযিক দান করেন এবং তোমাদেরও। আর তিনিই তো সব শোনেন, সব জানেন।

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۚ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿۶۱﴾ اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۶۲﴾ وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ؕ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿۶۳﴾

৬১. আর তুমি যদি তাদের জিজ্ঞাসা কর, কে আসমানসমস্ত ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং (কে) সূর্য ও চাঁদকে নিয়মনিয়ন্ত্রিত করেছেন! সত্যি সত্যি তারা বলবে, আল্লাহ্! তো দিকভ্রান্ত অবস্থায় কোথায় তাদের ঘোরানো হচ্ছে! ৬২. আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে যার জন্য ইচ্ছা করেন রিযিক প্রশস্ত করে দেন, আর (যাকে ইচ্ছা করেন) তার জন্য সীমিত করে দেন। সত্যি আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে পূর্ণ জ্ঞাত! ৬৩. আর আপনি যদি তাদের জিজ্ঞাসা করেন, কে আসমান থেকে পানি নাযিল করেছেন, অনন্তর তা দ্বারা ভূমি শুষ্ক হওয়ার পর ভূমিকে সজীব করেছেন। সত্যি সত্যি তারা বলবে, আল্লাহ্। আপনি বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র। তবে তাদের অধিকাংশই আকল-বুদ্ধি ব্যবহার করে না।

(রুকূ. ৭)

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ ؕ وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿۶۴﴾ فَاِذَا رَكِبُوْا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ فَلَمَّا نَجّٰىهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ ﴿۶۵﴾ لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ ۙ وَلِيَتَمَتَّعُوْا ۟ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿۶۶﴾

৬৪. আর এই দুনিয়ার জীবন (নিজস্ব সত্তায়) বেহুদা শোগোল ও খেলাধূলা ছাড়া আর কিছু নয়[১০৮৩]

[১০৮৩] (নিজস্ব সত্তায়) এই বন্ধনীটি হযরত থানবী রহ. যুক্ত করেছেন। তিনি বলেন, যদি দুনিয়ার কাজগুলো মানুষ আখেরাতের উদ্দেশ্যে করে তখন তা না বেহুদা শোগোল হয়, না খেলাধূলা, তখন তো দুনিয়ার প্রতিটি কাজ আখেরাত অর্জনের মাধ্যম ও ইবাদত হয়ে যায়।

বস্তুত আখেরাতের জীবনই প্রকৃত/চিরস্থায়ী জীবন। যদি তারা জানতো (দুনিয়ার জীবনের হাকীকত, তাহলে কিছুতেই তাতে বিভোর হতো না)। ৬৫. আর যখন তারা কিশতীতে সওয়ার হয় (আর ভয়াবহ ঝড়ের মুখে পড়ে) তখন তারা দ্বীনকে আল্লাহ্‌র জন্য (শির্‌ক থেকে) খালেছ করে (শুধু) আল্লাহ্‌কে ডাকে। অনন্তর যখন আল্লাহ্ স্থলভাগের দিকে তাদের উদ্ধার করে আনেন, হঠাৎ দেখা যায়, তারা শির্‌কে লিপ্ত হয়ে পড়ে। ৬৬. আচ্ছা, যাকিছু আমি তাদের দান করেছি, তার প্রতি তারা না-শুকরি করুক, আর (জীবনকে অল্প কিছুদিন) ভোগ করুক, অচিরেই তারা (দুনিয়া ও আখেরাতের হাকীকত, আর নিজেদের নির্বুদ্ধিতা) জানতে পারবে। (অবশ্য এই জানা তখন তাদের কোন কাজে আসবে না)।

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴿٦٧﴾
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ ﴿٦٨﴾ وَالَّذِينَ
جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾

৬৭. আচ্ছা, তারা কি দেখেনি যে, (তাদের শহর মক্কাকে) আমি পূর্ণ নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ 'হারাম' বানিয়েছি অথচ তাদের চারপাশে (অবস্থা এমনই অনিরাপদ যেন) লোকদের ছোঁ মেরে তুলে নেয়া হয়। তারপরো কি তারা বাতিলের প্রতি ঈমান রাখবে, আর আল্লাহ্‌র নেয়ামতের প্রতি না-শুকরি করবে! ৬৮. বস্তুত তার চেয়ে বড় যালিম কে হবে যে আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা আরোপ করে, বা যখন সত্যের বাণী তার কাছে এসে পৌঁছে তখন সত্যকে সে ঝুটলে দেয়। তো জাহান্নামে কি (এমন) কাফিরীনের জন্য ঠিকানা হবে না! ৬৯. আর যারা আমাদের (সন্তুষ্টি অর্জনের) পথে *চেষ্টা-সাধনা* করেছে, অবশ্যই তাদের আমি দেখিয়ে/চিনিয়ে দেবো আমার (নৈকট্য অর্জনের এবং জান্নাত লাভের) পথগুলো। আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ নেককারদের সঙ্গে রয়েছেন।[১০৮৪]

سُورَةُ الروم ٣٠؛ مَكِّيَّة؛ آياتُها ٦٠ ورُكُوعاتُها ٦

৩০-সূরা রূম, মাক্কী, আয়াত ৬০, রুকূ ৬

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الٓمٓ ﴿١﴾ غُلِبَتِ الرُّومُ ﴿٢﴾ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴿٣﴾ فِي بِضْعِ سِنِينَ ۗ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ
قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ۚ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٤﴾ بِنَصْرِ اللَّهِ ۚ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٥﴾

[১০৮৪] প্রত্যেক সূরার শেষে হযরত তাক্বী উছমানী মু. লেখাসমাপ্তির তারিখ ও দু'আ বাক্য লিখেছেন, আমার ভাবনায় ছিল... আজ এখানে পৌঁছে দেখি থানবী রহ. কোরআনের তাফসীর (ও তরজমা) দুই তৃতীয়াংশ সমাপ্ত হওয়ার তারিখ ও দু'আ-বাক্য লিখেছেন। আজ এই প্রথম আমারো ইচ্ছা হল, কিন্তু সাহস হল না, ব্যস, আমার জীবনের সমস্ত এবং সামান্য যাকিছু ভালো, তা আয় আল্লাহ্ তোমার সোপর্দ। শুধু তোমার রহমত ও মাগফিরাতের ভরসা হে আল্লাহ্! (১৭ই যুলকা'দাহ, বুধবার, ফজর পাঁচটা ছয় মিনিট)

(শুরু করছি) রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে

১.আলিফ, লাম, মীম। ২. আহলে রূম পরাজিত হয়েছে–[১০৮৫] ৩. নিকটবর্তী অঞ্চলে, তবে তারা তাদের (বর্তমান) পরাজয়ের পর অবশ্যই জয়ী হবে– ৪. (এখন থেকে) নয় বছরের মধ্যে।[১০৮৬] আদিতে ও অন্তে (সর্বদা) সর্বময় কর্তৃত্ব আল্লাহ্‌রই জন্য। আর সেদিন মুমিনগণ খুশী হবেন– ৫. আল্লাহ্‌র সাহায্যের কারণে[১০৮৭], তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন/জয় দান করেন। বস্তুত তিনিই মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

وَعْدَ اللّٰهِ ؕ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۖ وَهُمْ
عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ ۝ اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ؕ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ
وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُوْنَ ۝

৬. আল্লাহ্‌র ওয়াদাকে (সত্য বলে বিশ্বাস কর।[১০৮৮] কারণ) আল্লাহ্‌ তার ওয়াদার (কখনো) খেলাফ করেন না। তবে অধিকাংশ লোক (তা) জানে না। ৭. দুনিয়ার জীবন থেকে তারা শুধু বাহ্যিক দিকটাই জানে, অথচ আখেরাত থেকে তারা বিলকুল বে-খবর। ৮. আচ্ছা, তারা কি নিজেদের অন্তরে একথা ভেবে দেখেনি, আল্লাহ্‌ আসমানসমস্ত ও যমীন এবং যাকিছু উভয়ের মধ্যে রয়েছে তা যথাযথ উদ্দেশ্য ছাড়া এবং নির্ধারিত মেয়াদ ছাড়া সৃষ্টি করেননি![১০৮৯] অথচ বহুমানুষ আপন রবের (সঙ্গে) সাক্ষাতের বিষয়টি অস্বীকার করে।

اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاَثَارُوا الْاَرْضَ
وَعَمَرُوْهَآ اَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوْهَا وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ؕ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ
يَظْلِمُوْنَ ۝ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِيْنَ اَسَآءُوا السُّوْٓآٰى اَنْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَكَانُوْا بِهَا يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝

[১০৮৫] রূম দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য, তখনকার পৃথিবীর দুই বৃহৎ শক্তির একটি বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য, রাজধানী ছিল কুস্তুনতুনিয়া। শাম ও ফিলিস্তীন ছিল এ সাম্রাজ্যের অংশ। *'নিকটবর্তী অঞ্চল'* দ্বারা উদ্দেশ্য, মক্কার উত্তর-পশ্চিম দিকে হিজাযের সীমান্তসংলগ্ন অঞ্চল। তখনকার পৃথিবীর অপর বৃহৎ শক্তি পারস্য সাম্রাজ্যের সঙ্গে ভয়াবহ যুদ্ধে রোমকগণ সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছিল। কোরআনের এই ভবিষ্যদ্বাণী তখনকার বাস্তবতায় ছিল কল্পনারও ঊর্ধ্বে।

[১০৮৬] কোরআনের শব্দ হল بضع যার অর্থ হল তিন থেকে নয়, যে কোন সংখ্যা। সাধারণত তরজমা করা হয়, 'কয়েক বছরের মধ্যে'।

[১০৮৭] ভিন্ন তরজমা, 'আল্লাহ্‌র দেয়া বিজয়ের কারণে'। তো এখানে দু'টি ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। বিশ্বাসগত নিকটবর্তিতার কারণে মক্কার মুশরিকদের অন্তরের সম্পর্ক ছিল পারস্যের অগ্নিপূজকদের সঙ্গে। তাই তাদের বিজয়ে মুশরিকদল উল্লাস করে মুসলিমদের বলত, তোমাদের কিতাবীদের উপর আমাদের মুশরিকরা জয়ী হয়েছে। আমরাও তোমাদের উপর জয়ী হব। তো কোরআনের উভয় ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়েছে। এভাবে যে, বদরযুদ্ধের বিজয়ের দিন আরবে খবর আসে, রোমকরা অকল্পনীয়ভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে এবং অগ্নিপূজকদের উপর জয়ী হয়েছে।

[১০৮৮] বিকল্প তরজমা, (ক) 'আল্লাহ্‌ এর ওয়াদা করেছেন' (খ) এটা আল্লাহ্‌র ওয়াদা।

[১০৮৯] এই সৃষ্টির পিছনে মহান কোন উদ্দেশ্য অবশ্যই রয়েছে, আর নির্ধারিত কোন মেয়াদ নিশ্চয় রয়েছে যার পর সবকিছু ধ্বংস করা হবে। তো এ বিষয়দু'টি তারা কি ভেবে দেখেনি!

৯. আচ্ছা, তারা কি ভূখণ্ডে বিচরণ করেনি, যাতে দেখতে পায়, তাদের আগে যারা বিগত হয়েছে তাদের পরিণতি কেমন (বেদনাদায়ক) ছিল। শক্তিতে ওরা তো ছিল এদের চেয়ে প্রচণ্ড। আর ওরা ভূমি চাষ করত এবং ভূখণ্ড আবাদ করত, এরা যেমন আবাদ করেছে, তার চেয়ে বেশী। [১০৯০] আর তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনাদিসহ এসেছিলেন (, কিন্তু তারা প্রত্যাখ্যান করেছে এবং আযাবে ধ্বংস হয়েছে)। বস্তুত আল্লাহ্ তাদের উপর যুলুম করার ছিলেন না, বরং তারা নিজেরাই (কুফুরের পথে চলে) নিজেদের উপর যুলুম করত। ১০. তারপর তাদের পরিণামও মন্দ হয়েছিল যারা মন্দ কর্ম করেছিল। কারণ তারা আল্লাহ্র আয়াত ও নিশান ঝুটলিয়েছিল। আর (শুধু তাই নয়, বরং) তারা সেগুলো নিয়ে হাসিতামাশা করত।

(রুকূ. ২)

اَللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿١١﴾ وَ يَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿١٢﴾ وَ لَمْ يَكُنْ لَّهُمْ
مِّنْ شُرَكَآئِهِمْ شُفَعٰٓؤُا وَ كَانُوْا بِشُرَكَآئِهِمْ كٰفِرِيْنَ ﴿١٣﴾ وَ يَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّتَفَرَّقُوْنَ ﴿١٤﴾ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَهُمْ فِيْ رَوْضَةٍ يُّحْبَرُوْنَ ﴿١٥﴾

১১. আল্লাহ্ই সৃষ্টির সূচনা করেন, তারপর তিনিই সৃষ্টির পুনরায়ণ করবেন, তারপর তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে। ১২. আর যেদিন কেয়ামত কায়েম হবে তখন (জিজ্ঞাসাবাদের মুখে) স্তব্ধ হয়ে যাবে অপরাধীরা, (কারণ সন্তোষজনক কিছু তাদের মুখে আসবে না)। ১৩. আর (তারা যাদেরকে আল্লাহ্র শরীকান সাব্যস্ত করেছিল) তাদের (সেই) শরীকান থেকে তাদের জন্য সুফারিশকারী পাওয়া যাবে না, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের শরীকানকে অস্বীকার করবে।[১০৯১] ১৪. আর যেদিন কেয়ামত কায়েম হবে সেদিন লোকেরা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে। ১৫. তো যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল অব্যাহত রেখেছে, তো তারা, (জান্নাতের) বাগানে আনন্দে তাদের বিভোর করা হবে, (যা তাদের মুখমণ্ডল থেকে বিচ্ছুরিত হবে)।

وَ اَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَ لِقَآئِ الْاٰخِرَةِ فَاُولٰٓئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ ﴿١٦﴾ فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَ
حِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ﴿١٧﴾ وَ لَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ عَشِيًّا وَّ حِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ﴿١٨﴾ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ
الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ وَ كَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ﴿١٩﴾

১৬. পক্ষান্তরে যারা কুফুর করেছে, আর তাকযীব করেছে আমার আয়াত ও নিশান, আর আমার (সঙ্গে) আখেরাতের সাক্ষাত, তো ওদেরকেই (ধরে ধরে) আযাবে হাযির করা হবে। ১৭. তো তোমরা 'সুবহানাল্লাহ' যিকিরে মশগূল থাক যখন সন্ধ্যা যাপন কর, আর যখন ভোর যাপন কর।[১০৯২]

[১০৯০] 'আদ, ছামূদ ও অন্যান্য জাতির কথা বলা হয়েছে, আহলে মক্কার তুলনায় তাদের শক্তি যেমন ছিল বেশী, তেমনি কৃষি ও নির্মাণে ছিল অনেক দক্ষ। কিন্তু ঈমান না আনার পরিণাম কী হয়েছে!

[১০৯১] আর বলে বসবে, আমরা তো আল্লাহ্র সঙ্গে কখনো কাউকে বা কোন কিছুকে শরীক করিনি, আমরা তো শুধু আল্লাহ্র ইবাদত করেছি।

[১০৯২] সুতরাং সন্ধ্যা-সকাল তোমরা আল্লাহ্র তাসবীহে নিমগ্ন থাকো।

১৮. আসমানসমস্তে ও যমীনে সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তাঁরই জন্য। আর (তা অব্যাহত থাকে) সন্ধ্যায় এবং যখন তোমরা মধ্যাহ্ন যাপন কর। ১৯. তিনি প্রাণহীন থেকে প্রাণপূর্ণকে বের করেন, আবার প্রাণহীনকে প্রাণপূর্ণ থেকে বের করেন। আর ভূমিকে তার শুষ্কতার পর সজীব করেন। তো এভাবেই (মৃত্যুর পর পুনরায়) তোমাদের বের করা হবে।

(রুকূ. ৩)

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَآ اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ ﴿٢٠﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا
لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ ﴿٢٢﴾

২০. আর তাঁর (অসীম কুদরতের) নিশানগুলো থেকে একটি এই যে, তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা থেকে; তারপর দেখতে দেখতে মানবরূপে তোমরা ভূমিতে ছড়িয়ে পড়ছ। ২১. আর তাঁর (অসীম কুদরতের) নিশানগুলো থেকে একটি এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য হতে স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি ও স্বস্তি লাভ কর, আর তিনি তোমাদের মাঝে প্রীতি ও মায়া সৃষ্টি করেছেন। অবশ্যই এর মধ্যে যথেষ্ট নিদর্শন রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা চিন্তা করে, (চিন্তা করার যোগ্যতা রাখে)। ২২. আর তাঁর (অসীম কুদরতের) নিশানসমস্ত থেকে কিছু হল, আসমানসমস্ত ও যমীনের সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের ভিন্নতা (ও বিভিন্নতা)। সত্যি সত্যি তাতে যথেষ্ট নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানবানদের জন্য।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاۗؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ﴿٢٣﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهٖ يُرِيْكُمُ
الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاۗءِ مَاۗءً فَيُحْيٖ بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৩. আর তাঁর (অসীম কুদরতের) নিশান থেকে কিছু হল, রাতে ও দিনে তোমাদের ঘুম এবং তোমাদের পক্ষ হতে তাঁর অনুগ্রহের (জীবিকার) সন্ধান। সত্যি সত্যি তাতে যথেষ্ট নিদর্শন রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা (সদুপদেশ) শোনে। ২৪. আর তাঁর (অসীম কুদরতের) নিশান থেকে কিছু এই যে, তিনি তোমাদের বিজলীর চমক দেখান, যা ভয়েরও কারণ, আবার আশারও কারণ। আর আকাশ থেকে তিনি বারি/পানি বর্ষণ করেন, অনন্তর তা দ্বারা ভূমির শুষ্কতার পর ভূমিকে সজীব করেন। সত্যি সত্যি তাতে যথেষ্ট নিদর্শন রয়েছে ঐ কাউমের জন্য যারা আকল-বুদ্ধি ব্যবহার করে।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَاۗءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ ۭ ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً ۖ مِّنَ الْاَرْضِ ۡ اِذَآ اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ ﴿٢٥﴾ وَلَهٗ مَنْ
فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ﴿٢٦﴾ وَهُوَ الَّذِيْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ ۭ وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى
فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٧﴾

২৫. আর তাঁর (অসীম কুদরতের) নিশান থেকে কিছু এই যে, আকাশ ও পৃথিবী তাঁরই আদেশে স্থিত থাকছে। তারপর যখন তিনি ভূমি থেকে (উঠে আসার জন্য) তোমাদের একবার ডাক দেবেন, সঙ্গে

সঙ্গে তোমরা বের হতে থাকবে। ২৬. আর আসমানসমস্তে ও যমীনে যারা (ও যাকিছু) রয়েছে তারা (ও তা সব) তাঁরই জন্য। প্রত্যেকে তাঁরই প্রতি অনুগত। ২৭. আর তিনিই সে-ই যিনি সৃষ্টির সূচনা করেন, তারপর তিনিই তার পুনরায়ণ করবেন। আর (তোমাদের নিয়মে) এটা তার জন্য অপেক্ষাকৃত সহজ।[১০৯৩] আর তাঁরই জন্য রয়েছে আসমানসমস্তে ও যমীনে সর্বোচ্চ মহিমা, আর তিনিই মহা-পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাবান।

(রুকূ. ৪)

ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلًا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ ؕ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَآءَ فِيْ مَا رَزَقْنٰكُمْ فَاَنْتُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ تَخَافُوْنَهُمْ كَخِيْفَتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ ؕ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿۲۸﴾ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْۤا اَهْوَآءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ فَمَنْ يَّهْدِيْ مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ؕ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿۲۹﴾

২৮. তিনি তোমাদের নিজেদের মধ্য হতে তোমাদের জন্য একটি উদাহরণ পেশ করেছেন। আমি তোমাদের যে রিযিক দান করেছি, তোমাদের দাসদাসীর মধ্যে কেউ কি তাতে তোমাদের সমান অংশীদার যে, তোমরা তাদের ভয় কর তোমাদের পরস্পরকে ভয় করার মত![১০৯৪] এভাবেই আমি নিশানসমস্ত খুলে খুলে বয়ান করি ঐ কাউমের জন্য যারা আকল-বুদ্ধি ব্যবহার করে। ২৯. বস্তুত যারা যুলুমে লিপ্ত আছে তারা আসলে জ্ঞানহীনতার কারণে নিজেদের খাহেশাতকেই অনুসরণ করেছে। তো কে (তাকে) সরল পথ দেখাবে, আল্লাহ্ যাকে ভ্রষ্ট করেন! তাদের তো কোন সাহায্যকারী থাকে না।

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ؕ فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ؕ لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۳۰﴾ مُنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿۳۱﴾ مِنَ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا ؕ كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ﴿۳۲﴾

৩০. তো (আয় মোখাতব!) তুমি একাগ্রচিত্তে নিজের অভিমুখ এই দ্বীনের প্রতি স্থির রাখো। আল্লাহ্র নির্ধারিত এই ফিতরাত ও স্বভাবের উপর চল, যার উপর আল্লাহ্ লোকদের সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্র সৃষ্টিতে কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সম্পূর্ণ স্বভাবসম্মত দ্বীন।[১০৯৫] কিন্তু অধিকাংশ মানুষ (চিন্তাভাবনা না করার কারণে এই নিগূঢ় সত্যটি) জানে না– ৩১. (স্বভাব ও ফিতরতের অনুসরণ এভাবে কর যে,) তাঁরই অভিমুখে আত্মনিবেদিত হও এবং তাঁকে (তাঁর আযাবকে) ভয় কর, আর ছালাত কায়েম কর, আর মুশরিকীন থেকে গণ্য হয়ো না, ৩২. (অর্থাৎ) তাদের থেকে যারা (হকের অভিন্ন পথ ত্যাগ করে) নিজেদের দ্বীনকে বহুধাবিভক্ত করে ফেলেছে এবং নিজেরাও বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। (তদুপরি মূর্খতার কারণে) প্রতিটা দল তাদের কাছে যাকিছু আছে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট।

[১০৯৩] তাঁর দিক থেকে সহজ ও কঠিন বলে কিছু নেই, তিনি তো 'কুন-ফায়াকূন'-এর মালিক। মানুষের বিচারে যা সহজ থেকে সহজ, বা কঠিন থেকে কঠিন, তিনি শুধু 'কুন' বলেন, আর তা হয়ে যায়।

[১০৯৪] তো আয় মুশরিকীন, আপন দাসদাসীর সঙ্গে যদি শরীকানা বরদাশত করতে না পার তাহলে আল্লাহ্র সঙ্গে তাঁরই মাখলূকের শরীকানা কীভাবে কল্পনা কর, অথচ এ উপমা শুধু তোমাদের বোঝানোর জন্য মেনে নেয়া হচ্ছে।

[১০৯৫] ফিতরত মানে, আল্লাহ্ প্রত্যেক মানুষের মধ্যে এ স্বভাবযোগ্যতা রেখেছেন যে, যদি সে হক ও সত্যকে বুঝতে চায় তাহলে তা বুঝতে পারে। তো এই স্বভাবযোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে দ্বীনের সমঝ-বুঝ অর্জন করা দরকার।

(সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্য বোঝার যোগ্যতাও এখন আর নেই।)

وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾
لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ ۚ فَتَمَتَّعُوا ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴿٣٥﴾

৩৩. আর (স্বভাব ও ফিতরাত বোঝার চিরন্তন উপায় এই যে,) লোকদের যখন কোন কষ্ট/দুর্ভোগ ছুঁয়ে যায় তখন তারা (অন্যকিছুকে নয়) তাদের রব্‌কেই ডাকে (সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এবং) তাঁরই প্রতি একাগ্র হয়ে। তারপর যখন তিনি নিজের পক্ষ হতে দয়া ও রহমত তাদের আস্বাদন করান তখন হঠাৎ দেখা যায়, তাদের মধ্য হতে কিছু লোক আপন রবের সঙ্গে শির্‌ক করতে শুরু করে– ৩৪. যাতে আমি তাদের যাকিছু দিয়েছি তার প্রতি (খুব) না-শুকরি করতে পারে। তো আচ্ছা, (সামান্য কিছু) ভোগ করে নাও, কিছু সময়ের মধ্যেই (সত্য প্রত্যাখ্যানের, শির্‌কের ও না-শুকরির পরিণাম) তোমরা জেনে যাবে। ৩৫. আচ্ছা, নাকি এমন যে, (শিরকের অনুকূলে) আমরা তাদের উপর কোন দলীল নাযিল করেছি, আর তা ঐ শিরকের পক্ষে বলছে, যা তারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে করছে।[১০৯৬]

وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿٣٦﴾ أَوَلَمْ
يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣٧﴾ فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَ
الْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾

৩৬. আর লোকদের যখন আমি কোন রহমত (ও নেয়ামত) আস্বাদন করাই তখন তো তার কারণে তারা প্রফুল্ল হয়, পক্ষান্তরে যদি নিজেদেরই কর্মফলের কারণে কোন মন্দকিছু তাদের আক্রান্ত করে, (তখন) হঠাৎ দেখা যায়, তারা নিরাশ হয়ে পড়ে। ৩৭. আচ্ছা, তারা কি দেখেনি যে, আল্লাহ্ যার জন্য ইচ্ছা করেন, রিযিক প্রশস্ত করে দেন, আবার সীমিত করে দেন। সত্যি সত্যি তাতে বড় বড় নিদর্শন রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা ঈমান আনে। ৩৮. তো (আয় মোখাতাব!) আত্মীয়কে তার হক দাও, আর মিসকীনকে এবং পথে পড়ে থাকা (মুসাফির)কেও।[১০৯৭] যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি চায় তাদের জন্য এটা উত্তম পন্থা, আর ওরাই হল সফলকাম।

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۖ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن
يَفْعَلُ مِن ذَٰلِكُم مِّن شَيْءٍ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٠﴾

৩৯. আর যাকিছু 'বর্ধক' সম্পদ তোমরা ব্যয় কর, যাতে মানুষের সম্পদে যুক্ত হয়ে (তোমাদের জন্য তা বর্ধন করে এবং) বর্ধিতরূপে ফিরে আসে, তো আল্লাহ্‌র নিকট কিন্তু তা (বিলকুল) বাড়ে না। পক্ষান্তরে যাকিছু যাকাত (ও দান) তোমরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি চেয়ে দান করবে, তো তারাই আসলে

[১০৯৬] অর্থাৎ এমন তো নয় যে, ... তাহলে কিসের ভিত্তিতে তারা শিরকের জঘন্য অপরাধে লিপ্ত হয়!

[১০৯৭] ابْنُ السَّبِيل শাব্দিক অর্থ পথের পুত্র, আরবী বাগধারায়, এমন মুসাফির, পথই যার ঠিকানা, বাংলা প্রতিশব্দ, পান্থপথিক।

(নিজেদের সম্পদ) বর্ধনকারী। ৪০. আল্লাহ্ তো ঐ মহান সত্তা যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, তারপর তোমাদের রিযিকের ব্যবস্থা করেছেন, তারপর যিনি তোমাদের মৃত্যুদান করেন, তারপর (দ্বিতীয়বার) তোমাদের জীবন দান করবেন। (আচ্ছা, বলো তো,) তোমাদের শরীকান থেকে এমন কেউ কি আছে যে তোমাদের ঐ-কাজগুলো থেকে কোনকিছু করতে পারে? সমস্ত ত্রুটি থেকে তিনি চিরপবিত্র, আর মানুষের যাকিছু শির্‌কি আচরণ, তা থেকে তিনি বহু উর্ধ্বে রয়েছেন।

(রুকূ. ৫)

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ ۚ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ۝ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ ۝

৪১. মানুষের হাত[১০৯৮] যাকিছু (মন্দ) কামাই করেছে তারই ফলে স্থলভাগে ও জলভাগে ফাসাদ দেখা দিয়েছে, যাতে তারা যাকিছু করেছে তার কিছু (প্রতিফল) তাদের তিনি আস্বাদন করান, যাতে তারা (মন্দ কর্ম থেকে) ফিরে আসে (আর বড় আযাব থেকে বেঁচে যায়)। ৪২. (আয় পেয়ারে নবী! তাদের) আপনি বলুন, তোমরা ভূখণ্ডে বিচরণ কর, তারপর দেখো, কেমন ছিল আগের লোকদের পরিণাম! তাদের অধিকাংশই তো মুশরিক ছিল। ৪৩. তো (আয় মোখাতাব!) তুমি তোমার অভিমুখ সঠিক দ্বীনের প্রতি স্থির কর, এমন দিন এসে পড়ার আগে যা দূর/রদ হওয়ার, আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে কোন সম্ভাবনা নেই। সেদিন লোকেরা আলগ আলগ হয়ে যাবে (এবং আত্মচিন্তায় দিশেহারা থাকবে)।

مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ ۝ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ۝ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

৪৪. যে কুফুর করবে, তো তার কুফুর তারই উপর (বিপদ হয়ে) পড়বে। আর যারা নেক আমল করবে, তো তারা নিজেদেরই (মুক্তির) জন্য পথ তৈরী করছে– ৪৫. যাতে আল্লাহ্ আপন অনুগ্রহে জাযা দিতে পারেন তাদেরকে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল অব্যাহত রেখেছে। সত্য এই যে, আল্লাহ্ কাফিরদের বরদাশত করেন না। ৪৬. আর তাঁর (অসীম কুদরতের) নিশানসমন্ত থেকে কিছু এই যে, তিনি বায়ুপুঞ্জ প্রেরণ করেন, যা (বৃষ্টির) সুসংবাদ বহন করে নিয়ে যায়, আর (প্রেরণ করেন) যেন আপন রহমতের কিছু স্বাদ তিনি তোমাদের আস্বাদন করাতে পারেন, আর যেন (ঐ বাতাসের কল্যাণে) তাঁরই আদেশে কিশতী ভেসে চলতে পারে, আর যেন তোমরা তাঁর কিছু অনুগ্রহ তালাশ করতে পার, আর যাতে তোমরা শোকরগোযার হতে পার।[১০৯৯]

[১০৯৮] মানুষ যাকিছু.../মানুষ নিজে যাকিছু...

[১০৯৯] বাতাস যেমন আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য অপরিহার্য তেমনি জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রেও তার ভূমিকা অনস্বীকার্য। এমনকি এই যন্ত্রের যুগেও জাহাযচলাচলের ক্ষেত্রে বাতাসের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا ؕ وَ كَانَ حَقًّا عَلَيْنَا
نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۴۷﴾ اَللّٰهُ الَّذِيْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهٗ فِي السَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَ يَجْعَلُهٗ كِسَفًا
فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ فَاِذَاۤ اَصَابَ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖۤ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿۴۸﴾ وَ اِنْ كَانُوْا مِنْ
قَبْلِ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمُبْلِسِيْنَ ﴿۴۹﴾

৪৭. আর সুনিশ্চিত, আপনার পূর্বে আমি বিভিন্ন রাসূল পাঠিয়েছি তাঁদের কাউমের কাছে। তো তাঁরা সুস্পষ্ট আয়াত ও নিশানসহ তাদের কাছে গিয়েছেন/এসেছেন। তারপর (তাঁদের প্রত্যাখ্যান করার মাধ্যমে) যারা অপরাধ করেছে তাদের থেকে আমি প্রতিশোধ গ্রহণ করেছি। আর মুমিনীনকে সাহায্য করা আমার (নিজেরই পক্ষ হতে) নিজের উপর অর্পিত দায়িত্ব ছিল। ৪৮. আল্লাহ্ই তো তিনি, যিনি বায়ুপুঞ্জ প্রেরণ করেন, আর তা মেঘ বহন করে চলে, অনন্তর তিনি তা আকাশে ছড়িয়ে দেন যেমন ইচ্ছা করেন। আর তিনি তাকে কয়েকস্তরবিশিষ্ট (ঘনঘটা) বানিয়ে দেন। অনন্তর তুমি দেখতে পাও যে, তার মধ্য থেকে বৃষ্টি বের হচ্ছে/বর্ষিত হচ্ছে। অনন্তর যখন তিনি আপন বান্দাদের মধ্য হতে যাদের ইচ্ছা করেন তাদের কাছে বৃষ্টি পৌঁছে দেন, (তখন) হঠাৎ দেখা যায় তারা আনন্দে মেতে ওঠে। ৪৯. অথচ এর আগে, তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করার পূর্বে তারা হতাশাগ্রস্ত ছিল।

فَانْظُرْ اِلٰۤى اٰثٰرِ رَحْمَتِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ اِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتٰى ۚ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۵۰﴾ وَ
لَئِنْ اَرْسَلْنَا رِيْحًا فَرَاَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ يَكْفُرُوْنَ ﴿۵۱﴾ فَاِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَ لَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ اِذَا
وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ ﴿۵۲﴾ وَ مَاۤ اَنْتَ بِهٰدِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ ؕ اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿۵۳﴾

৫০. তো তুমি আল্লাহ্র রহমতের নিশানসমস্তের দিকে তাকাও, ভূমির শুষ্কতার পর কীভাবে তিনি ভূমিকে সজীব করেন, তো ঐ মহান সত্তাই মৃতদের (দ্বিতীয়) জীবনদানকারী। আর তিনি প্রতিটি জিনিসের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। ৫১. আর যদি আমি (ক্ষতিকর) বাতাস চালিয়ে দিই, যার ফলে নিজেদের ফসল তারা (জ্বলে যাওয়া অবস্থায়) হলুদ দেখতে পায় তাহলে এর পরে অবশ্যই তারা না-শুকরিতে লেগে যাবে। ৫২. মোটকথা, (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি মৃতদের (কিছুই) শোনাতে পারবেন না, আর বধিরদের শোনাতে পারবেন না কোন ডাক, যখন তারা পিঠ দেখিয়ে চলে যেতে থাকে। ৫৩. আর না অন্ধদের আপনি তাদের বিপথগামিতা থেকে তুলে এনে সঠিক পথের উপর রাখতে পারেন। আপনি তো শুধু তাদেরই শোনাতে পারেন যারা আমার আয়াতসমস্তের প্রতি ঈমান আনে, অনন্তর আনুগত্য গ্রহণ করে।

(রুকু. ৬)

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَّ شَيْبَةً ؕ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ وَ
هُوَ الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ ﴿۵۴﴾ وَ يَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ ۙ مَا لَبِثُوْا غَيْرَ سَاعَةٍ ؕ كَذٰلِكَ كَانُوْا يُؤْفَكُوْنَ ﴿۵۵﴾

৫৪. আল্লাহ্ তো ঐ মহান সত্তা যিনি তোমাদের সৃষ্টি (শুরু) করেছেন দুর্বল অবস্থা থেকে, তারপর দুর্বলতার (পর্যায়ের) পর শক্তি দান করেছেন, তারপর শক্তির (পর্যায়ের) পর দুর্বলতা ও বার্ধক্য দান

করেছেন। আসলে তিনি যা চান (এবং যেভাবে চান) সৃষ্টি করতে পারেন। আর তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ৫৫. আর যেদিন কেয়ামত কায়েম হবে, অপরাধীরা কসম করে বলবে, (কবরে) তারা তো সামান্য সময়ের বেশী অবস্থান করেনি। এভাবেই (দুনিয়াতে) তারা উদ্ভ্রান্ত হয়ে চলত।

وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَالْاِيْمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْبَعْثِ ۚ فَهٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٥٦﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৬. আর যাদের ইলম ও ঈমান দান করা হয়েছে তারা বলবে, তোমরা তো আল্লাহ্‌র কিতাবের লিখন অনুযায়ী পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত অবস্থান করেছো! তো এটা হল পুনরুত্থানের দিন। তবে তোমরা তো (মূর্খতায় অভ্যস্ত হওয়ার কারণে কিছুই) জানতে না। ৫৭. তো যারা (কুফুর দ্বারা নিজেদের উপর) যুলুম করেছে সেদিন তাদের ওযর-আপত্তি তাদের কোনই উপকার করবে না। আর না তাদের বলা হবে আল্লাহ্‌র নারাযি দূর করার চেষ্টা করতে।

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۭ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِاٰيَةٍ لَّيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُبْطِلُوْنَ ﴿٥٨﴾ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰي قُلُوْبِ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٥٩﴾ فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَا يُوْقِنُوْنَ ﴿٦٠﴾

৫৮. আর সুনিশ্চিত, লোকদের (কল্যাণের) জন্য এই কোরআনে আমি সর্বপ্রকার উদাহরণ পেশ করেছি। আর আপনি যদি (আয় পেয়ারে নবী!) তাদের কাছে কোন নিদর্শন নিয়েও আসেন তো যারা কুফুর করতে চায় তারা বলবে, তোমরা বাতিল জিনিসই দেখাচ্ছো। ৫৯. এভাবেই আল্লাহ্‌ তাদের কলবে মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন যারা ইলমের পথে চলতে চায় না। ৬০. তো আপনি ছবর করুন, আল্লাহ্‌র ওয়াদা কিন্তু চিরসত্য। আর যারা (হকের উপর) ইয়াকীন রাখে না তারা যেন আপনাকে দিয়ে কোনভাবেই কোন শিথিলতা করিয়ে নিতে না পারে।

سُورَةُ لُقْمَانَ ٣١؛ مَكِّيَّة؛ آياتُها ٣٤ وركُوعاتُها ٤

৩১-সূরা লোকমান, মাক্কী, আয়াত ৩৪, রুকূ ৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ ﴿١﴾ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ﴿٢﴾ هُدًى وَّرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ ﴿٣﴾ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ﴿٤﴾ اُولٰۗىِٕكَ عَلٰي هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۡ وَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٥﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۡ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۭ اُولٰۗىِٕكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿٦﴾

(শুরু করছি) রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে

১.আলিফ-লাম-মীম। ২. এগুলো/ঐগুলো প্রজ্ঞাপূর্ণ কিতাবের আয়াত। ৩. নেককারদের জন্য (তা) হিদায়াত ও রহমতের মাধ্যম– ৪. যারা ছালাত কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে, আর তারা আখেরাতের প্রতি পরিপূর্ণ একীন রাখে। ৫. ওরাই হল আপন রবের পক্ষ হতে হিদায়াতের উপর স্থির, আর ওরাই হল সফলকাম। ৬. আর লোকদের মধ্য হতে এমনো আছে যারা অজ্ঞতাবশত 'বেহুদা বচন' খরিদ করে, যাতে তা আল্লাহ্‌র রাস্তা হতে লোকদের বিচ্যুত করে, আর আল্লাহ্‌র পথ নিয়ে উপহাস করতে পারে। ওরা, তাদেরই জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর আযাব।

وَ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا وَلّٰى مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا كَاَنَّ فِيْۤ اُذُنَيْهِ وَقْرًا ۚ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتُ النَّعِيْمِ ۝ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ؕ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

৭. আর যখন তার সামনে আমার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হয় তখন সে দম্ভভরে মুখ ফিরিয়ে নেয় যেন সে তা শুনতেই পায়নি, যেন তার দু'কানে রয়েছে বধিরতা/শ্রুতিভার। তো (আয় পেয়ারে নবী!) তাকে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের খোশখবর দিন। ৮. যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমলে বিভোর থেকেছে, তাদেরই জন্য রয়েছে নেয়ামতে পরিপূর্ণ বাগবাগিচা– ৯. তাতে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্‌র ওয়াদাকে সত্য বলে বিশ্বাস কর। আর তিনিই তো মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাবান।

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَ اَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَ بَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ؕ وَ اَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ۝ هٰذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَاَرُوْنِىْ مَاذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ؕ بَلِ الظّٰلِمُوْنَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

১০. আসমানসমস্ত তিনি সৃষ্টি করেছেন, তোমরা দেখতে পাও এমন স্তম্ভ ছাড়া, আর পৃথিবীতে তিনি বহু পাহাড়ের ভার স্থাপন করেছেন, যাতে তোমাদের নিয়ে তা আন্দোলিত না হয়। আর তিনি তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সর্বপ্রকার জীবজন্তু। আর আমি আকাশ থেকে বারি/জল বর্ষণ করেছি, অনন্তর (তা দ্বারা) পৃথিবীতে সর্বপ্রকার মূল্যবান উদ্ভিদ উদ্গাত করেছি। ১১. (আচ্ছা,) এগুলো হচ্ছে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি, তো আমাকে দেখাও দেখি, আল্লাহ্‌ ছাড়া যারা আছে তারা কী সৃষ্টি করেছে?! আসল কথা, যালিমরা সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে রয়েছে।

(রুকু. ২)

وَ لَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ ؕ وَ مَنْ يَّشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَ مَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ حَمِيْدٌ ۝ وَ اِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَ هُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ۝ وَ وَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّ فِصٰلُهٗ فِىْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِىْ وَ لِوَالِدَيْكَ ؕ اِلَىَّ الْمَصِيْرُ ۝

১২. আর সুনিশ্চিত, লোকমানকে আমি হিকমত ও প্রজ্ঞা দান করেছিলাম এ মর্মে যে, আল্লাহ্‌র

প্রতি তুমি শোকর (আদায়) কর। আর যে শোকর করে সে তো নিজেরই (কল্যাণের) জন্য শোকর করে। আর যে না-শুকরি করে (সে তো আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি করতে পারে না,) কারণ আল্লাহ্ তো অতি নির্মুখাপেক্ষী, চিরপ্রশংসার যোগ্য।

১৩. আর (ঐ সময়কে স্মরণ কর) যখন লোকমান তার পুত্রকে বললেন, তাকে উপদেশ দিতে গিয়ে, আয় মেরা পেয়ারা বেটা! আল্লাহ্‌র সঙ্গে শিরক কর না। শিরক সত্যি সত্যি যুলমে আযীম-ভীষণ অপরাধ। ১৪. আর ইনসানকে আমি তার পিতা-মাতা সম্পর্কে (ইহসান ও সদাচারের) আদেশ করেছি। (কারণ) তার মা তাকে বহন করেছেন কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে, আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরের মধ্যে। (আদেশ করেছি এ মর্মে) যে, তুমি শোকর কর আমার এবং তোমার পিতা-মাতার। আমারই অভিমুখে (তোমাদের) ফেরা হবে।

وَإِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰٓى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ۖ وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَىَّ ۚ ثُمَّ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝ يٰبُنَىَّ اِنَّهَآ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِىْ صَخْرَةٍ اَوْ فِى السَّمٰوٰتِ اَوْ فِى الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ۝

১৫. আর যদি তারা তোমাকে চাপ দেয়, এমন কিছুকে আমার সঙ্গে শরীক করার উপর, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের মান্য কর না, তবে দুনিয়াতে তাদেরকে সুসঙ্গ দান কর। তবে অনুসরণ কর তার পথ, যে আমার প্রতি নিবেদিত রয়েছে। তারপর আমারই দিকে হবে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তখন যাকিছু তোমরা করতে সে সম্পর্কে আমি তোমাদের অবহিত করব। ১৬. (লোকমান আরো বললেন,) আয় মেরা পেয়ারা বেটা! কোন কিছু যদি সরষের দানা পরিমাণও হয়, আর তা থাকে কোন পাথরের ভিতর, আসমানসমস্তে বা ভূগর্ভে আল্লাহ্ তা উপস্থিত করতে পারেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ অতি সূক্ষ্মদর্শী, (সর্ববিষয়ে) পূর্ণ বা-খবর।

يٰبُنَىَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ ۭ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ۝ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ۝ وَاقْصِدْ فِىْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۭ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ۝

১৭. আয় (মেরা) পেয়ারা বেটা! তুমি ছালাত কায়েম কর, আর নেক কাজের আদেশ কর এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ কর, আর যাকিছু কষ্ট তোমাকে আক্রান্ত করে তার উপর তুমি ছবর কর। এগুলো অবশ্যই বড় হিম্মতের কাজ। ১৮. আর (অহঙ্কারবশত) লোকজনের উদ্দেশ্যে নিজের গাল ফুলিয়ে রেখো না। আর মাটিতে দম্ভের সঙ্গে চলো না। আল্লাহ্ কিন্তু কোন দম্ভকারী, গর্বকারীকে পছন্দ করেন না। ১৯. আর তুমি তোমার পদচারণায় মধ্যপন্থা অবলম্বন কর, আর তোমার আওয়ায নিম্নমুখী রাখো। আওয়াযগুলোর মধ্যে নিকৃষ্টতম হল গাধাদের আওয়ায।

(রুকু. ৩)

اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهٗ ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً ۭ وَمِنَ

النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ ﴿٢٠﴾ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ؕ اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطٰنُ يَدْعُوْهُمْ اِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ ﴿٢١﴾

২০. আচ্ছা, তোমরা কি দেখোনি যে, আল্লাহ্ তোমাদের জন্য বশীভূত করেছেন যাকিছু আসমানসমস্তে আছে, আর যাকিছু যমীনে আছে। আর তিনি তোমাদের উপর পূর্ণভাবে বর্ষণ করেছেন তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সমস্ত নেয়ামত। তারপরও এমনও কিছু লোক আছে যারা আল্লাহ্ সম্পর্কে তর্ক শুরু করে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ছাড়া এবং সুপথের পরিচয় ছাড়া এবং আলোদানকারী কোন কিতাব ছাড়া। ২১. আর যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ্ যাকিছু নাযিল করেছেন তোমরা তা অনুসরণ কর, তখন তারা বলে, আমরা বরং অনুসরণ করব যাকিছুর উপর পেয়েছি আমাদের পূর্বপুরুষানকে। আচ্ছা, শয়তান যদি তাদেরকে জ্বলন্ত আগুনের দিকে ডাকে, তবু কি (তোমরা তাদেরই অনুসরণ করবে)![১১০০]

وَمَنْ يُّسْلِمْ وَجْهَهٗٓ اِلَى اللّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ؕ وَاِلَى اللّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ﴿٢٢﴾ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهٗ ؕ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿٢٣﴾ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيْلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ اِلٰى عَذَابٍ غَلِيْظٍ ﴿٢٤﴾

২২. আর যে আপন সত্তাকে আল্লাহ্র প্রতি নিবেদিত করবে, আর নেককাররূপে জীবন যাপন করবে, তো নিশ্চিত, সে আঁকড়ে ধরেছে বড় মযবূত হাতল। আর সর্ববিষয়ের শেষ পরিণতি আল্লাহ্রই দিকে অর্পিত। ২৩. আর (আয় পেয়ারে নবী!) যারা কুফুর করেছে তাদের কুফুর যেন দুঃখিত/চিন্তাগ্রস্ত না করে আপনাকে। (শেষপর্যন্ত তো) আমারই দিকে হবে তাদের প্রত্যাবর্তন। তখন যাকিছু তারা করেছে সে সম্পর্কে তাদের আমি অবহিত করব। অন্তরে অন্তরে সুপ্ত (সমস্ত) বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ্ পূর্ণ জ্ঞাত। ২৪. আমি তাদের কিছু ভোগ করাচ্ছি, তারপর তাদের আমি টেনে নিয়ে যাব এক গুরুতর আযাবের দিকে।

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ؕ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٥﴾ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿٢٦﴾ وَلَوْ اَنَّ مَا فِي الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَّالْبَحْرُ يَمُدُّهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٧﴾

২৫. আর যদি আপনি তাদের জিজ্ঞাসা করেন, আসমানসমস্ত ও যমীন কে সৃষ্টি করেছেন তাহলে অতিঅবশ্যই তারা বলবে, আল্লাহ্! আপনি বলুন, সমস্ত প্রশংসা (একমাত্র) আল্লাহ্র। তবে তাদের অধিকাংশই (এ সহজ সত্যটি) জানে না (যে, যিনি একমাত্র খালিক তিনিই ইবাদতের একমাত্র উপযুক্ত)। ২৬. যাকিছু আসমানসমস্তে এবং যমীনে রয়েছে তা আল্লাহ্র একক মালিকানাধীন।[১১০১]

[১১০০] শয়তান তো তোমাদের পূর্বপুরুষানকে জাহান্নামের পথে ডেকেছে, আর তারা সে ডাকে সাড়াও দিয়েছে, তো তারপরও কি তোমরা তাদের অনুসরণ করবে, চিন্তা করে কি দেখেছো, তাহলে তোমাদের পরিণতি কী হবে?!

[১১০১] আসমান-যমীনের সবকিছু একমাত্র আল্লাহ্র জন্য। আসমানসমস্তে ও যমীনে যাকিছু আছে তার নিরঙ্কুশ মালিকানা একমাত্র আল্লাহ্র।

সত্যি আল্লাহ্ই শুধু অভাবমুক্ত/নির্মুখাপেক্ষী, চিরপ্রশংসিত। ২৭. আর পৃথিবীতে যত বৃক্ষ আছে সব যদি কলম হতো, আর এই সাগর, তার পরে তার সঙ্গে আরো সাত সাগর যদি যুক্ত হয় (আর তা কালিরূপে ব্যবহৃত হয়, আর আল্লাহ্র যাত ও ছিফাতের কামাল ও জামাল লেখা শুরু হয়), তবু আল্লাহ্র শানের কথামালা ফুরোবে না। সত্যি আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাবান।

مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٢٨﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ
النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٩﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ
هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ ۙ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٣٠﴾

২৮. তোমাদের সৃষ্টি এবং তোমাদের পুনরুত্থান (আল্লাহ্র কাছে) একটি মানুষের (সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের) মতই, এর বেশী কিছু নয়। সত্যি আল্লাহ্ শ্রবণে পূর্ণ, অবলোকনে পূর্ণ। ২৯. তুমি কি দেখোনি যে, আল্লাহ্ রাতকে দিনের মধ্যে প্রবিষ্ট করেন এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবিষ্ট করেন। আর তিনি সূর্য ও চাঁদকে (নিজ নিজ কাজে) নিযুক্ত করেছেন। প্রতিটিই এক নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত চলছে। আর (তুমি কি জানোনি) যে, যাকিছু তোমরা কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে পূর্ণ বা-খবর। ৩০. এ সবকিছু এ জন্য যে, আল্লাহ্ই সত্য, আর তাঁকে ছাড়া যাকিছুকে আহলে শিরক ডাকে তা বাতিল (ও মিথ্যা), আর আল্লাহ্, তিনিই সমুচ্চ, (তিনিই) বড়।

(রুকু. ৪)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣١﴾ وَإِذَا
غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۖ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ ۚ وَمَا يَجْحَدُ
بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴿٣٢﴾

৩১. আচ্ছা, তুমি কি দেখোনি যে, আল্লাহ্রই অনুগ্রহে কিশতী সাগরে ভেসে চলে, যাতে তোমাদের তিনি দেখাতে পারেন তাঁর কতিপয় নিদর্শন। সত্যি সত্যি তাতে রয়েছে যথেষ্ট নিদর্শন প্রত্যেক উচ্চ ছবরকারী, উচ্চ শোকরকারীর জন্য। ৩২. আর ঢেউয়ের দল যখন মেঘচ্ছায়ার মত তাদের ঢেকে ফেলে তখন তারা শুধু আল্লাহ্কে ডাকে দ্বীনকে তারই জন্য নিরঙ্কুশ করে। অনন্তর যখন স্থলভাগের দিকে তিনি তাদের উদ্ধার করে আনেন তখন তাদের থেকে কিছু তো সঠিক পথে স্থির, (তবে বাকি সবাই আবার শিরক শুরু করে)। আর আমার আয়াত ও নিশান অস্বীকার করতে পারে শুধু প্রত্যেক অবিশ্বস্ত, অকৃতজ্ঞ।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا ۚ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ
حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴿٣٣﴾ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ۖ وَيَعْلَمُ
مَا فِي الْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

৩৩. হে লোকসকল, আপন রব্‌কে তোমরা সমীহ কর, আর ঐ দিনকে ভয় কর যেদিন কোন পিতা তার সন্তানকে কিছু দিতে পারবে না, আর কোন সন্তানও তার পিতাকে কিছু দিতে পারবে না। আল্লাহ্‌র ওয়াদা অবশ্যই চিরসত্য, সুতরাং দুনিয়ার জীবন কিছুতেই যেন তোমাদের ধোকা না দেয়, আর প্রতারণাকারী (শয়তান) আল্লাহ্‌র বিষয়ে কিছুতেই যেন তোমাদের ধোকায় ফেলতে না পারে। ৩৪. আর আল্লাহ্, আসলে তাঁরই কাছে রয়েছে কেয়ামতের (সঠিক সময়ের) জানকারি, আর তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন, আর তিনিই জানেন, সমস্ত মাতৃগর্ভে কী রয়েছে। আর কোন মানুষ জানে না, আগামীকাল সে কী উপার্জন করবে, আর কোন মানুষ জানে না, কোন্ ভূমিতে সে মারা যাবে! সত্যি, আল্লাহ্ পূর্ণ জ্ঞাত, পূর্ণ বা-খবর।

سُورَةُ السجدة٣٢؛ مَكِّيَّة؛ آياتُها ٣٠ ورُكوعاتُها ٣

৩২-সূরা সাজদাহ, মাক্কী, আয়াত ৩০, রুকূ ৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ ۝١ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٢ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۚ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ۝٣ اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۭ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا شَفِيْعٍ ۭ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ۝٤

(শুরু করছি) রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে

১.আলিফ-লাম-মীম। ২. রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে এমন কিতাবের অবতারণ ঘটেছে, কোন সন্দেহ নেই যার সত্যতায়। ৩. আচ্ছা, নাকি তারা বলে, তিনি (আমার রাসূল) তা মনগড়া রচনা করেছেন! (না আয় পেয়ারে রাসূল!), বরং তা-ই আপনার রবের পক্ষ হতে আগত সত্য, যাতে (তা দ্বারা) আপনি এমন কাউমকে সতর্ক করতে পারেন, যাদের কাছে আপনার পূর্বে আসেনি কোন সতর্ককারী, যাতে তারা সরল পথ প্রাপ্ত হয়। ৪. তিনিই আল্লাহ্ যিনি আসমানসমস্ত ও যমীন এবং যাকিছু এ দু'য়ের মাঝে রয়েছে, সবকিছু সৃষ্টি করেছেন ছয়দিনে। তারপর তিনি আরশের উপর ইস্‌তিওয়া/অধিষ্ঠান গ্রহণ করেছেন। তোমাদের জন্য তিনি ছাড়া না কোন অভিভাবক রয়েছে, না কোন সুফারিশকারী। তবু কি তোমরা কোন উপদেশ গ্রহণ করবে না!

يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗٓ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ۝٥ ذٰلِكَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝٦ الَّذِيْٓ اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ ۝٧ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ۝٨

৫. তিনি আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ের ব্যবস্থাপনা (একাই) করেন। তারপর ঐ সমস্ত বিষয় তাঁর দিকে আরোহণ করে এমন এক দিনে যার পরিমাণ তোমাদের গণনামতে হাজার বছর।[১১০২] ৬. ঐ মহান সত্তাই সমস্ত অদৃশ্যের এবং সমস্ত দৃশ্যের জ্ঞানী, মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। ৭. তিনিই ঐ মহান সত্তা যিনি যাকিছু সৃষ্টি করেছেন, উত্তমরূপে করেছেন। আর তিনি মানুষের সৃষ্টির সূচনা করেছেন কাদামাটি থেকে। ৮. তারপর তিনি তার নসল ও বংশধারা অব্যাহত রেখেছেন নিংড়ে বের করে আনা 'তুচ্ছ জল' থেকে।

ثُمَّ سَوّٰىهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ۝٩ وَقَالُوْٓا ءَاِذَا
ضَلَلْنَا فِى الْاَرْضِ ءَاِنَّا لَفِىْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ؕ بَلْ هُمْ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ كٰفِرُوْنَ ۝١٠ قُلْ يَتَوَفّٰىكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِىْ
وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ ۝١١

৯. তারপর তিনি তাকে সুঠাম করেছেন এবং তাতে নিজের রূহ ফুঁকে দিয়েছেন এবং তোমাদের জন্য তিনি কান, চোখ ও হৃদপিণ্ড সৃষ্টি করেছেন। তবে খুব অল্পই তোমরা শোকর করে থাকো। ১০. আর তারা বলে, আচ্ছা, যখন আমরা ভূমিতে মিশে/হারিয়ে যাব, তখন কি আমরা নতুন কোন সৃষ্টিতে প্রকাশ পাবো! আসল কথা হল, তারা তাদের রবের সঙ্গে সাক্ষাতের বিষয়টি অস্বীকার-কারী। ১১. (আয় পেয়ারে নবী! তাদের) আপনি বলুন, মৃত্যুর ফিরেশতা, যাকে তোমাদের বিষয়ে নিযুক্ত করা হয়েছে, তিনি তোমাদের পূর্ণরূপে উশূল করে নেবেন, তারপর তোমাদের রবেরই দিকে তোমাদের ফেরানো হবে।

(রুকু. ২)

وَلَوْ تَرٰٓى اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُءُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ رَبَّنَآ اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوْقِنُوْنَ ۝١٢
وَلَوْ شِئْنَا لَاٰتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدٰىهَا وَلٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّىْ لَاَمْلَـَٔنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ۝١٣ فَذُوْقُوْا
بِمَا نَسِيْتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ۖ اِنَّا نَسِيْنٰكُمْ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝١٤

১২. আর (আয় মোখাতাব!) তুমি যদি (ঐ দৃশ্যটি) দেখ, যখন মুজরিমীন তাদের রবের নিকট মাথা নত করে (দাঁড়িয়ে) থাকবে। (আর বলতে থাকবে, ইয়া) রাব্বানা! আমরা তো সব দেখলাম এবং শুনলাম, তো এখন (দুনিয়াতে) আমাদের ফিরিয়ে দিন, যাতে আমরা নেক আমল করে আসতে পারি। এখন তো আমরা খুব ভালোভাবে বিশ্বাস করেছি। ১৩. আর যদি আমি চাইতাম, প্রতিটি মানুষকে (আগেই) তার হিদায়াত তাকে (জোর করে) দিয়ে দিতাম, তবে আমার পক্ষ হতে এ কথা অবধারিত হয়ে গিয়েছে যে, জাহান্নাম আমি ভরে ফেলবো জ্বিন ও মানুষ সবাইকে দিয়ে।[১১০৩] ১৪.

[১১০২] আয়াতের সঠিক তাফসীর তো একমাত্র আল্লাহ্ জানেন। তবে কোন কোন আহলে তাফসীরের মতে এমন অর্থও হতে পারে যে, যত মাখলূকের ব্যবস্থাপনা আল্লাহ্ করে যাচ্ছেন, শেষপর্যন্ত সেগুলো কেয়ামতের দিন আল্লাহ্র কাছে ফিরে যাবে, আর ঐ দিনটি দুনিয়ার গণনায় একহাযার বছরের সমান হবে।

[১১০৩] কাদেরকে দিয়ে! যারা আল্লাহ্প্রদত্ত আকল-বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তি ব্যবহার করবে না এবং হিদায়াতের পথ গ্রহণ করবে না, বরং খাহেশাতের অনুসরণ করে শয়তানের পথে চলবে এবং নিজের উপর জাহান্নাম ওয়াজিব করে

তো তোমাদের আজকের এ দিনটির সাক্ষাতের বিষয়টি তোমাদের ভুলে যাওয়ার মাশুলরূপে (আযাব) আস্বাদন কর। (আজ) আমি তোমাদের ভুলে গিয়েছি, আর যাকিছু তোমরা করতে তার বিপরীতে আস্বাদন কর চিরকালের আযাব ।

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿١٥﴾ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿١٦﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾

১৫. আমার আয়াতগুলোর প্রতি ঈমান তো তারাই আনবে যারা, যখন তাদেরকে ঐ আয়াতগুলো দ্বারা নছীহত করা হয় তখন তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে, আর আপন রবের প্রশংসাসহ তাসবীহ করে, আর তারা অহঙ্কার করে না।

১৬. তাদের পার্শ্ব (রাতের নিদ্রার সময়) তাদের বিছানা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে, (আর) আপন রব্‌কে তারা ভয় ও আশা নিয়ে ডাকে, আর রিযিকরূপে যাকিছু আমি তাদের দান করেছি তা থেকে তারা (আল্লাহ্‌র রাস্তায় এবং আল্লাহ্‌র বান্দাদের কল্যাণে) খরচ করে। ১৭. তো কোন মানুষ জানে না, চক্ষু শীতল করার মত কী কী জিনিস তাদের জন্য লুকিয়ে রাখা হয়েছে, তাদের অব্যাহত আমলের প্রতিদানরূপে।

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ﴿١٨﴾ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢٠﴾

১৮. আচ্ছা, যে মুমিন হয়েছে সে কি ঐ-ব্যক্তির মত যে কাফির (ও পাপাচারী) রয়ে গিয়েছে! (না,) এরা তো সমান হতে পারে না। ১৯. (সুতরাং) যারা ঈমান এনেছে এবং অব্যাহতভাবে নেক আমল করেছে, তো তাদেরই জন্য রয়েছে চিরঅবস্থানের বাগবাগিচা, (আর তা) ঐ-আমলের মেহমানদারি-রূপে যা তারা নিরন্তর করত। ২০. পক্ষান্তরে (ঈমান না এনে এবং দুষ্কর্ম করে) যারা নাফরমানি করেছে তো তাদের চিরঅবস্থানক্ষেত্র হল জাহান্নাম। যখনই তারা জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, তখন তাদের তাতে ফিরিয়ে দেয়া হবে, আর তাদের বলা হবে, আস্বাদন কর আগুনের আযাব, তোমরা যার তাকযীব করতে।[১১০৪]

নেবে। হাঁ, আমার ইলমের মধ্যে ছিল, কারা কোন পথ গ্রহণ করবে। (মানুষ যেন তাকদীর ও ইচ্ছাশক্তির সমন্বয়ের বিষয়টি বুঝতে পারে, এ পথে শয়তান যেন ইনসানকে গোমরাহ না করতে পারে, এজন্য কোরআনে বারবার এ মযমূনটি বয়ান করা হয়েছে। তাকদীর হল আল্লাহ্‌র ইলম, আর ইচ্ছাশক্তি হল মানুষের মধ্যে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে গচ্ছিত শক্তি, যার সাহায্যে মানুষ ভালো ও মন্দ যে কোন কাজ সম্পন্ন করতে পারে।

[১১০৪] প্রথমে ছিল এমন, 'আগুনের আযাব আস্বাদন কর, যে আযাব তোমরা ঝুটলাতে।' গ্রহণযোগ্য ছিল, কিন্তু তৃতীয় সম্পাদনার সময় মনে হল, আয়াতে আযাব শব্দটি একবার এসেছে, তরজমায় দু'বার, এটা দূর করা সম্ভব।=

وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢١﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴿٢٢﴾

২১. আর সত্যি সত্যি আমি তাদের ছোট আযাব আস্বাদন করাবো বড় আযাবের আগে, যাতে তারা (ভ্রান্তি থেকে সুপথে) ফিরে আসে। ২২. আচ্ছা, তার চেয়ে বড় যালিম কে হতে পারে যাকে তার রবের আয়াতসমস্ত দ্বারা উপদেশ দেয়া হয়েছে, তারপর সে তা থেকে সরে গিয়েছে। আমরা কিন্তু মুজরিমীন থেকে ইন্‌তিকাম নেবো।[১১০৫]

(রুকু. ৩)

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٢٣﴾ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿٢٤﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٢٥﴾

২৩. আর সুনিশ্চিত, মূসাকে আমি কিতাব দিয়েছি। তাই (মূসার তা প্রাপ্ত হওয়ার বিষয়ে) আপনি যেন কোনরকম সন্দেহের মধ্যে না থাকেন। আর ঐ কিতাবকে আমি হিদায়াতের মাধ্যম বানিয়েছি বনী ইসরাঈলের জন্য। ২৪. আর তাদের থেকে কিছু লোক, যখন তারা ছবর করল তখন আমি তাদের ইমাম বানিয়ে দিলাম, যারা মানুষকে আমার নির্দেশ মত (হিদায়াতের দিকে) পথ দেখায়। আর আমার আয়াতগুলোর প্রতি তারা ইয়াকীন রাখত। ২৫. সত্য কথা, আপনার রবই কেয়ামতের দিন তাদের মাঝে ফায়ছালা করবেন ঐ সমস্ত বিষয়ে যাতে তারা মতবিরোধ করতেই থাকত।

أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ ۖ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴿٢٦﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ ۖ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿٢٧﴾

২৬. আচ্ছা, হিদায়াতপ্রাপ্তিতে এ বিষয়টি কি তাদের সাহায্য করেনি যে, তাদের পূর্বে কত প্রজন্ম আমি ধ্বংস করেছি, যারা নিজেদের আবাসস্থলে বিচরণ করত। সত্যি সত্যি তাতে যথেষ্ট নিদর্শন রয়েছে সবার জন্য, তো তারা কি শুনতে পায় না! ২৭. আর তারা কি দেখেনি যে, শুষ্ক ভূমির দিকে পানি/বৃষ্টি টেনে নিয়ে যাই, তারপর তা দ্বারা ফসল উদ্‌গত করি, যা থেকে তাদের গবাদিপশু খায়, আর তারা নিজেরাও খায়। তো তারা কি (এটা) দেখে না!

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٨﴾ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٢٩﴾ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ ﴿٣٠﴾

আরেকটা বিষয়, তারকীবগত কারণে এখানে ঝুটলানো-র চেয়ে তাকযীব, এর গ্রহণযোগ্যতা বেশী। তাছাড়া পুরো বক্তব্যটি আগের চেয়ে বেশী জোরালো ও তিরস্কারপূর্ণ হয়েছে। আয়াতের আবহ সেটাই চায়। ব্যস, আল্লাহ্‌র দয়া, আল্লাহ্‌র দান! ১৩/১০/৪৫ হি. বাদ ফজর

[১১০৫] উপরে তরজমা করা হয়েছে কোরআনি লফয রক্ষা করে। এভাবেও হতে পারে, 'আমরা কিন্তু অপরাধীদের থেকে প্রতিশোধ নেবো/গ্রহণ করব।'

২৮. আর তারা বলে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও (তাহলে বল,) কবে হবে এই ফায়ছালা? ২৯. আপনি বলুন, যারা কুফুরে লিপ্ত ছিল, ফায়ছালার দিনে তো তাদের ঈমান তাদের কোন কাজে আসবে না। আর তাদের অবকাশও দেয়া হবে না। ৩০. তো (আয় পেয়ারে নবী!) তাদের আপনি এড়িয়ে চলুন, আর অপেক্ষা করুন, তারাও অপেক্ষায় আছে।

سُورَةُ الأحزاب٣٣؛ مَدنيَّة؛ آياتُها ٧٣ وركُوعاتُها ٩

৩৩-সূরা আহযাব, মাদানী, আয়াত ৭৩, রুকূ ৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝ وَّاتَّبِعْ مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۝ وَّتَوَكَّلْ عَلَي اللّٰهِ ۭ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ۝

(শুরু করছি) রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে

১. আয় নবী! আপনি আল্লাহ্‌কে সমীহ করুন, আর কাফিরীন ও মুনাফিকীনকে মান্য না করুন। সত্যি আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাবান। ২. আর আপনার রবের পক্ষ হতে আপনার প্রতি যা কিছু অহী করা হয়, আপনি তা অনুসরণ করুন। (হে লোকসকল!) যাকিছু তোমরা কর সে সম্পর্কে সত্যি আল্লাহ্ পূর্ণ বা-খবর। ৩. আর আপনি আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করুন। আর কর্মবিধায়করূপে আল্লাহ্ যথেষ্ট।

مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهٖ ۚ وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ الّٰۗـِٔيْ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاۗءَكُمْ اَبْنَاۗءَكُمْ ۭ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ۭ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيْلَ ۝ اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَاۗىِٕهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْٓا اٰبَاۗءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ ۭ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَآ اَخْطَاْتُمْ بِهٖ ۙ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

৪. আল্লাহ্ কোন ব্যক্তিরই ভিতরে দু'টি হৃদয় স্থাপন করেননি।[১১০৬] আর তোমরা তোমাদের যে স্ত্রীদের সঙ্গে 'যিহার' করেছ তাদেরকে আল্লাহ্ তোমাদের মা বানিয়ে দেননি।[১১০৭] আর তোমাদের 'মুখবলা' পুত্রদেরও তোমাদের ঔরসজাত পুত্র বানিয়ে দেননি। তোমাদের এ কথা নিছক তোমাদের মুখ থেকে

[১১০৬] সুতরাং তার হৃদয়ে হয় আল্লাহ্‌কে স্থান দেবে, না হয় শয়তানকে এবং বাতিল উপাস্যকে। দু'টি হৃদয় তো নেই যে, একটি আল্লাহ্‌র জন্য হবে, অন্যটি বাতিল উপাস্যদের জন্য হবে।

[১১০৭] যিহার করা মানে, সম্মান প্রদর্শনের জন্য বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে নিজের স্ত্রীকে বলা, তুমি আমার মায়ের পিঠের মত, বা তুমি তো আমার মায়ের মত। লোকেরা ভাবতো, এতে স্ত্রী ঠিক ঠিক মায়ের মত হারাম হয়ে যায়। ইসলাম এরূপ কথাকে গর্হিত বলেছে, এবং কাফফারা ওয়াজিব করেছে, তবে স্ত্রীকে মায়ের মত সাব্যস্ত করেনি। কারণ এক সিনায় যেমন দু'টি হৃদয় হতে পারে না, তেমনি একই মানুষের দু'জন মা হতে পারে না।

বের হওয়া কথা, (যার শরী'আতি কোন ভিত্তি নেই)। আর আল্লাহ্ শুধু সত্য বলেন, আর তিনিই সরল পথে পরিচালিত করেন। ৫. (এখন থেকে) তাদের পিতাদের নামেই তোমরা তাদের ডেক। সেটাই আল্লাহ্র নিকট অধিক/পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত। আর যদি তোমরা তাদের বাবাদের (পরিচয়) না জান তাহলে দ্বীনের পরিচয়ে তারা তোমাদের ভাই এবং তোমাদের মিত্র। আর যা তোমরা ভুলে কর তাতে তোমাদের উপর কোন গোনাহ নেই। তবে যখন তোমাদের অন্তর ইচ্ছাকৃতভাবে বলে (সেটা কিন্তু গোনাহ)।[১১০৮] আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَ اَزْوَاجُهٗۤ اُمَّهٰتُهُمْ ؕ وَ اُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ
مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُهٰجِرِيْنَ اِلَّاۤ اَنْ تَفْعَلُوْۤا اِلٰۤى اَوْلِيٰٓئِكُمْ مَّعْرُوْفًا ؕ كَانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا ۝

৬. মুমিনদের জন্য নবী অধিক নিকটবর্তী তাদের নিজেদের জানের চেয়ে। আর তাঁর স্ত্রীগণ হলেন তাদের মা। তা সত্ত্বেও আল্লাহ্র কিতাবে (বিদ্যমান বিধান অনুযায়ী) রক্তের আত্মীয়গণ অন্য মুমিনীন ও মুহাজিরীনের মোকাবেলায় (মীরাছের বিষয়ে) একে অন্যের উপর বেশী হকদার।[১১০৯] তবে যদি আপন বন্ধুদের প্রতি (অছিয়তের মাধ্যমে) তোমরা কোন সদাচার কর (তাহলে সেটা ভিন্ন কথা)।[১১১০] এ বিধান (আল্লাহ্র) কিতাবে লেখা রয়েছে।

وَ اِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ وَ مِنْكَ وَ مِنْ نُّوْحٍ وَّ اِبْرٰهِيْمَ وَ مُوْسٰى وَ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۪ وَ اَخَذْنَا مِنْهُمْ
مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ۝ لِّيَسْـَٔلَ الصّٰدِقِيْنَ عَنْ صِدْقِهِمْ ۚ وَ اَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝

৭. আর (আয় পেয়ারে নবী! ঐ সময়কে স্মরণ করুন) যখন আমি সমস্ত নবী থেকে ওয়াদা গ্রহণ করেছি এবং আপনার কাছ থেকে এবং নূহ ও ইবরাহীম ও মূসা ও ঈসা ইবনে মারয়াম থেকেও (ওয়াদা নিয়েছি), আর তাদের থেকে আমি গুরুতর ওয়াদা নিয়েছি (যে, আল্লাহ্র বাণী ও বার্তা মানুষের কাছে তারা ঠিক ঠিক পৌঁছে দেবেন)– ৮. যাতে আল্লাহ্ সত্যবাদীদের থেকে তাদের সত্যবাদিতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন।[১১১১] আর কাফিরীনের জন্য তিনি যন্ত্রণাদায়ক আযাব তৈয়ার করে রেখেছেন।

(রুকু. ২)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ

[১১০৮] ভুলে বা আদর করে যদি 'আমার বেটা' বল, গোনাহ হবে না, কিন্তু যদি সামাজিক ও আইনগত পরিচয় হিসাবে বল তাহলে কিন্তু গোনাহ হবে।

[১১০৯] আল্লাহ্র নবী এবং উম্মাহাতুল মুমিনীনের এ মর্যাদা হল রূহ ও রূহানিয়াতের ভিত্তিতে, বাকি মীরাছের ক্ষেত্রে শরী'আতের সাধারণ বিধান এখানেও কার্যকর। এখানে নবী ও উম্মাহাতুল মুমিনীনের পরিবর্তে এবং সাধারণ মুমিনীনের পরিবর্তে নিকটাত্মীয়রাই হবে তরতীব মত মীরাছের অধিক হকদার।

[১১১০] অছিয়ত অনুযায়ী তা ঐ বন্ধুর মালিকানায় আসবে।

[১১১১] যদি নবী-রাসূলগণ আল্লাহ্র বাণী ও বিধান ঠিক ঠিক না পৌঁছাতেন তাহলে তো জিজ্ঞাসাবাদের বৈধতা থাকতো না। তাই নবী ও রাসূলদের থেকে গুরুতর ওয়াদা নেয়া হয়েছে এবং সে ওয়াদা তাঁরা রক্ষা করেছেন।

بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ۝٩ اِذْ جَآءُوْكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَاِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ وَ
تَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا ۝١٠ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالًا شَدِيْدًا ۝١١

৯. আয় আহলে ঈমান! তোমাদের উপর (বর্ষিত) আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে তোমরা স্মরণ কর, যখন (দুশমনের বিরাট) লশ্‌কর তোমাদের উপর চড়াও হয়েছিল। তখন আমি তাদের উপর এক ঝড় পাঠিয়েছিলাম এবং এমন বাহিনী (পাঠিয়েছিলাম) যাদের তোমরা দেখতে পাওনি। আর যাকিছু (তখন) তোমরা করছিলে, আল্লাহ্ তা পূর্ণরূপেই দেখছিলেন। ১০. যখন তারা তোমাদের উপর চড়াও হয়ে এসেছিল তোমাদের উপর থেকে এবং তোমাদের নীচে থেকে, আর যখন (তোমাদের) চোখ (ভয়ে) বিস্ফারিত হয়ে গিয়েছিল, আর (সবার) দিল পৌঁছে গিয়েছিল কণ্ঠ পর্যন্ত। আর তোমরা (এমনকি) আল্লাহ্ সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা করতে লেগে গিয়েছিলে। ১১. তখন মুমিনদের কঠিন পরীক্ষা নেয়া হয়েছিল, আর তাদের ভীষণভাবে প্রকম্পিত করা হয়েছিল।[১১১২]

وَاِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اِلَّا غُرُوْرًا ۝١٢ وَاِذْ قَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ
يٰٓاَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوْا ۚ وَيَسْتَاْذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ ۛ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۛ
اِنْ يُّرِيْدُوْنَ اِلَّا فِرَارًا ۝١٣ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ اَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَاٰتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوْا بِهَآ اِلَّا يَسِيْرًا ۝١٤

১২. আর (ঐ সময়টাও স্মরণ করা দরকার) যখন মুনাফিকীন, আর (তারা হল ওরা) যাদের দিলে রয়েছে ব্যাধি, তারা বলছিল, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল আমাদের সঙ্গে যাকিছু ওয়াদা করেছেন তা তো ধোকা ছাড়া কিছু নয়। ১৩. আর (ঐ সময়টাও স্মরণ করা দরকার) যখন তাদের একটা দল বলছিল, আয় আহলে ইয়াছরিব! (এখানে) তোমাদের অবস্থানের কোন সুযোগ নেই, তাই তোমরা ফিরে চল। আর তাদের একটা দল নবীর কাছে অনুমতি চাচ্ছিল, (আর) বলছিল, সত্যি সত্যি আমাদের ঘরগুলো সব অরক্ষিত, অথচ তা অরক্ষিত ছিল না। আসলে তারা পালাতে চাচ্ছিল। ১৪. আর যদি মদীনার চারদিক থেকে তাদের উপর হামলে পড়া হত, তারপর তাদেরকে ফাসাদে শামিল হতে বলা হত[১১১৩] তাহলে অবশ্যই তারা তাতে শামিল হয়ে যেত; আর নিজেদের ঘরে (তখন) তারা খুব কম সময়ই থাকত।[১১১৪]

وَلَقَدْ كَانُوْا عَاهَدُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّوْنَ الْاَدْبَارَ ۭ وَكَانَ عَهْدُ اللّٰهِ مَسْئُوْلًا ۝١٥ قُلْ لَّنْ يَّنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ
مِّنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ وَاِذًا لَّا تُمَتَّعُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝١٦ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوْۗءًا اَوْ اَرَادَ

[১১১২] স্বভাবগত পর্যায়ের ওয়াসওয়াসা ও ভুল ধারণা দোষের নয়, তাঁদের অন্তরের মূল বিশ্বাস ঠিক ছিল. যেমন তারা বলেছেন هذا ما وعدنا الله ورسوله (এই সম্মিলিত শত্রুদল তো সেটাই যার ওয়াদা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল করেছেন।) বলাবাহুল্য, ভূমিকম্পসদৃশ ঐ কঠিন পরীক্ষায় মুমিনীন আল্লাহ্‌র রহমতে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

[১১১৩] তারপর ফাসাদের জন্য তাদের ডাকা হতো...

[১১১৪] তখন আর ঘর অরক্ষিত হওয়ার বাহানা করত না, বরং কাফিরীনের দল ভারী দেখে ঘরে বসে না থেকে তাদের সঙ্গে যোগ দিতো এবং মুসলিমদের উপর হামলে পড়ত। এই হল তাদের প্রকৃত চরিত্র।

بِكُمْ رَحْمَةً ۚ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيرًا ﴿١٧﴾

১৫. অথচ সুনিশ্চিত, আগে থেকেই তারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে ওয়াদা করে রেখেছিল যে, (লড়াই থেকে) কখনো তারা পিঠ দেখিয়ে পালাবে না। আর (মনে রাখতে হবে যে,) আল্লাহ্‌র (সঙ্গে কৃত) ওয়াদা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

১৬. (আয় পেয়ারে নবী! তাদের) আপনি বলুন, যদি তোমরা মৃত্যু থেকে বা কতল থেকে পালিয়েও যাও, তো এই পলায়ন তোমাদের কোন উপকার করবে না। আর তখন (জীবন) ভোগ করার খুব সামান্যই সময় তোমাদের দেয়া হবে।[১১১৫] ১৭. (তাদের উদ্দেশ্যে) আপনি বলুন, আল্লাহ্‌র মোকাবেলায় কে তোমাদের রক্ষা করবে, যদি তিনি তোমাদের বিষয়ে মন্দ কিছু ইচ্ছা করেন, বা যদি তিনি তোমাদের বিষয়ে দয়া ও রহমতের ইচ্ছা করেন (তাহলে কে আছে এমন যে, আল্লাহ্‌র দয়া ও রহমত রোধ করতে পারে)! আর আল্লাহ্‌র মোকাবেলায় নিজেদের জন্য তারা না কোন অভিভাবক পাবে, না কোন সাহায্যকারী।

قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا ۖ وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٨﴾ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۖ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۖ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ ۚ أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٩﴾

১৮. নিশ্চিত, আল্লাহ্ জানেন তোমাদের মধ্য হতে (জিহাদে) বাধা সৃষ্টিকারীদের এবং (জানেন) আপন ভাইদের উদ্দেশ্যে যারা বলে, (বাঁচতে যদি চাও) আমাদের দিকে চলে এস। বস্তুত লড়াইয়ের ক্ষেত্রে তারা খুব কমই উপস্থিত থাকে। ১৯. (নামকা ওয়াস্তে লড়াই যদি করেও তাহলেও তা) তোমাদের প্রতি (মালে গনীমতের) প্রতি লালসার কারণে। অনন্তর যদি ভয়ভীতি এসে পড়ে তখন (আপনি) তাদের দেখবেন, আপনার দিকে এমনভাবে তাকায় যেন তাদের চোখ ঘোরপাক খাচ্ছে, তার মত, মৃত্যুর কারণে যার সংজ্ঞা হারানোর দশা। অনন্তর যখন ভয়ভীতি চলে যায় তখন মালের লোভে তোমাদের সামনে তেজ যবান চালায়।[১১১৬] ওরা আসলে ঈমানই আনেনি, তাই আল্লাহ্ তাদের আমল বেকার করেছেন। আর আল্লাহ্‌র জন্য তা খুব সহজ।

يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا ۖ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنبَائِكُمْ ۖ وَلَوْ كَانُوا فِيكُم مَّا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢٠﴾

২০. তারা ভাবছে, আহযাব (দুশমনের সম্মিলিত লশকর) এখনো চলে যায়নি। আর যদি আহযাব (আবার ফিরে) আসে তখন তারা আকাঙ্ক্ষা করবে যে, যদি তারা দেহাতে চলে যায়, ভালো হয়। (সেখানে থেকেই) তারা তোমাদের সম্পর্কে খোঁজখবর নেবে। আর যদি তারা তোমাদের মধ্যে

[১১১৫] এটা তো হল তোমাদের নযরে, অথচ আল্লাহ্‌র ইলমে সত্য এই যে, মৃত্যুর নির্ধারিত সময় ও নির্ধারিত ধরণ থেকে কেউ পালাতে পারে না।

[১১১৬] যুদ্ধের ময়দানে আমরা তো এমন এমন করেছি। মালে গনীমতে আমাদেরও সমান হিছ্-ছা চাই।

থেকেও যায় তাহলে লড়াই খুব সামান্যই করবে।[১১১৭]

(রুকু. ৩)

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ﴿٢١﴾ وَلَمَّا رَاَ الْمُؤْمِنُوْنَ
الْاَحْزَابَ ۙ قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ ۫ وَمَا زَادَهُمْ اِلَّاۤ اِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا ﴿٢٢﴾

২১. সুনিশ্চিত, তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রাসূলের মধ্যে রয়েছে উসওয়াতুন হাসানাহ্– উত্তম আদর্শ, তার জন্য যে আল্লাহ্‌কে এবং শেষদিনকে বিশ্বাস করে, আর (যিকিরে ফিকিরে) আল্লাহ্‌কে খুব স্মরণ করে।[১১১৮] ২২. আর মুমিনীন যখন আহযাব (দুশমনের সম্মিলিত লশ্‌কর) দেখল তখন তারা বলে উঠল, এ তো তাই, যার ওয়াদা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল আমাদের সঙ্গে করেছেন! আর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সত্য ওয়াদাই করেছেন। আর ঐ লশকরের আগমন তাদের ঈমান ও আত্মনিবেদন আরো বাড়িয়েই দিয়েছিল।

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوْا
تَبْدِيْلًا ﴿٢٣﴾ لِّيَجْزِيَ اللّٰهُ الصّٰدِقِيْنَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ اِنْ شَآءَ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا
رَّحِيْمًا ﴿٢٤﴾ وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا ؕ وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا ﴿٢٥﴾

২৩. মুমিনদের থেকেই এমন লোকও ছিল যারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে যা ওয়াদা করেছিল তা সত্য করে দেখিয়েছিল। অনন্তর তাদের মধ্য হতে কিছু এমন ছিল যারা তাদের (শাহাদাতের) নাযরানা পূর্ণ করেছে। আবার তাদের থেকে কিছু আছে, যারা (শাহাদাতের) ইনতিযারে আছে। (নিজেদের প্রতিজ্ঞা) সামান্যও পরিবর্তন করেনি ২৪. (এটা এ-জন্য যে,) আল্লাহ্ যেন সত্যবাদীদের প্রতিদান দিতে পারেন, তাদের সত্যবাদিতার, আর মুনাফিকীনকে ইচ্ছা করলে শাস্তি দিতে পারেন, আবার মাফও করতে পারেন।[১১১৯] আল্লাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ২৫. আর যারা কুফুরে লিপ্ত আছে, আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের ক্রোধসহ ফিরিয়ে দিয়েছেন, কোন ফায়দাই তারা অর্জন করতে পারেনি। আর লড়াইয়ের ক্ষেত্রে মুমিনীনের জন্য আল্লাহ্ *যথেষ্ট*। আর আল্লাহ্ তো মহাশক্তিশালী, মহাপরাক্রমশালী

وَاَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ وَتَاْسِرُوْنَ
فَرِيْقًا ﴿٢٦﴾ وَاَوْرَثَكُمْ اَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ وَاَرْضًا لَّمْ تَطَئُوْهَا ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ﴿٢٧﴾

২৬. আর আহলে কিতাব থেকে যারা দুশমনকে সহায়তা দিয়েছিল, তাদেরকে আল্লাহ্ তাদের দুর্গসমস্ত থেকে নামিয়ে এনেছেন, আর তাদের অন্তরে ভীতি নিক্ষেপ করেছেন। তাদের একদলকে

[১১১৭] মুনাফিকীনের বিষয়েও দেখো, আল্লাহ্‌র কী সতরগুণ, কতভাবে তাদের কথা বলছেন, মুমিনীনকে সাবধান করছেন, কিন্তু তাদের নাম উল্লেখ করে লজ্জিত করছেন না, হয়ত তারা তাওবা করে ফিরে আসবে।

[১১১৮] আর আল্লাহ্‌র খুব যিকির করে।– আসলে এখানে দু'টোই উদ্দেশ্য, মুখের যিকির ও দিলের স্মরণ।

[১১১৯] আবার (যদি তারা তাওবা করে তাহলে) তাদের তাওবা কবূলও করতে পারেন।

তোমরা কতল করছিলে, আর একদলকে বন্দী করছিলে। ২৭. আর তাদের ভূমি ও বাড়ীঘর এবং তাদের ধনসম্পদ তিনি তোমাদের দান করেছেন উত্তরাধিকাররূপে। আবার (দান করেছেন) এমন ভূমিও যার উপর তোমরা ঘোড়া দৌড়াওনি। আর আল্লাহ্ সবকিছুর উপর সক্ষম।

(রুকূ. ৪)

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ﴿٢٨﴾
وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٢٩﴾ يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ
مَنْ يَّاْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّضٰعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۭ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَي اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿٣٠﴾

২৮. আয় নবী! আপনার স্ত্রীদের বলুন, যদি তোমরা দুনিয়ার জীবন ও তার জৌলুস চাও তাহলে এসো তোমাদের আমি ভোগের উপকরণ দান করি, অনন্তর উত্তমরূপে তোমাদের বন্ধনমুক্ত করে দিই ২৯. আর যদি তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে চাও এবং আখেরাতের ঘর (চাও) তাহলে (গ্রহণ কর সুসংবাদ যে,) তোমাদের মধ্য হতে যারা পুণ্যবতী তাদের জন্য আল্লাহ্ বিরাট আজর তৈয়ার করে রেখেছেন। ৩০. হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমাদের মধ্য হতে যে, কোন প্রকাশ্য ফাহেশায় লিপ্ত হবে তার জন্য আযাব দ্বিগুণ করা হবে। আর আল্লাহ্র জন্য তা খুব সহজ।

وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَآ اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ۙ وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا ﴿٣١﴾ يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ
لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَاۗءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ﴿٣٢﴾

৩১. আর তোমাদের মধ্য হতে যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অনুগত হবে, আর নেক আমল করবে, তাকে আমি তার আজর দু'বার দেবো। আর তার জন্য আমি অত্যন্ত সম্মানজনক রিযিক প্রস্তুত করে রেখেছি। ৩২. হে নবীর স্ত্রীগণ! যদি তোমরা তাক্বওয়া অবলম্বন কর তাহলে তোমরা সাধারণ কোন নারীর মত নও। তো (যখন প্রয়োজনে পর্দার পিছন থেকে কথা বলবে) তখন তোমরা কোমল স্বরে কথা বলো না, যাতে যার অন্তরে ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ (না) হয়, তবে তোমরা *'সদ্বচনে'* কথা বল

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۭ اِنَّمَا
يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ﴿٣٣﴾ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ
وَالْحِكْمَةِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا ﴿٣٤﴾

৩৩. আর নিজেদের ঘরেই তোমরা স্থির থাকো। আর প্রাচীন জাহিলিয়াতের সজ্জাপ্রদর্শনের মত, (নিজেদের) সজ্জাপ্রদর্শন কর না। আর ছালাত কায়েম কর এবং যাকাত আদায় কর। আর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে মান্য কর। আয় আহলে বাইত! আল্লাহ্ শুধু চান, তোমাদের থেকে কদর্যতা দূর করতে, আর তোমাদের পূর্ণরূপে পবিত্র করতে। ৩৪. আর তোমাদের ঘরে আল্লাহ্র যে সমস্ত আয়াত তেলাওয়াত করা হয় এবং প্রজ্ঞার যে সমস্ত কথা শোনানো হয় তা স্মরণ রেখ। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ অতি সূক্ষ্মদর্শী, পূর্ণ বা-খবর।

(রুকূ. ৫)

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِيْنَ وَ
الصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصَّآئِمِيْنَ وَالصّٰٓئِمٰتِ وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ
وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ ۙ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٣٥﴾

৩৫. মুসলিম পুরুষেরা ও মুসলিম নারীরা এবং মুমিন পুরুষেরা ও মুমিন নারীরা এবং ইবাদতমগ্ন পুরুষেরা ও ইবাদতমগ্ন নারীরা এবং সত্যবাদী পুরুষেরা ও সত্যবাদী নারীরা এবং ছবরকারী পুরুষেরা ও ছবরকারী নারীরা এবং বিনয়নম্র পুরুষেরা ও বিনয়নম্র নারীরা এবং ছাদাকাকারী পুরুষেরা ও ছাদাকাকারী নারীরা এবং ছিয়ামী পুরুষেরা ও ছিয়ামী নারীরা এবং আপন লজ্জাস্থানের হিফাযতকারী পুরুষেরা ও হেফাযতকারী নারীরা এবং বেশী বেশী আল্লাহ্‌র যিকিরকারী পুরুষেরা ও যিকিরকারী নারীরা, তাদের (সবারই) জন্য আল্লাহ্ মাগফিরাত ও বিরাট আজর তৈয়ার করে রেখেছেন।

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ۭ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ
وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ﴿٣٦﴾ وَاِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِيْٓ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ
اللّٰهَ وَتُخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ ۚ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشٰىهُ ۭ فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا
لِكَيْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِيْٓ اَزْوَاجِ اَدْعِيَاۗىِٕهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۭ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ﴿٣٧﴾

৩৬. আর যখন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেন তখন কোন মুমিন ও মুমিনার জন্য অবকাশ থাকে না যে, নিজেদের বিষয়ে তারা ইচ্ছা প্রয়োগ করবে। আর যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করবে সে স্পষ্ট বিচ্যুতিতে লিপ্ত হবে। ৩৭. আর (আয় পেয়ারে নবী! ঐ সময়টা স্মরণ করুন) যখন আপনি ঐ ব্যক্তিকে বললেন, যার উপর আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন এবং যার উপর আপনিও অনুগ্রহ করেছেন, নিজের স্ত্রীকে নিজের বন্ধনে বহাল রাখো, আর আল্লাহ্‌কে সমীহ কর। আর নিজের অন্তরে আপনি ঐ কথা গোপন রাখছিলেন, যা আল্লাহ্ প্রকাশ করবেন। আর আপনি মানুষকে ভয় করছেন, অথচ আল্লাহ্ অধিক হকদার যে, তাঁকে আপনি ভয় করবেন। তো যায়দ যখন তাঁর (স্ত্রী) থেকে প্রয়োজন পূর্ণ করে নিলেন তখন আমি তাকে আপনার বিবাহে দিলাম যাতে মুমিনদের মধ্যে কোন অস্বস্তি না থাকে তাদের 'মুখবলা' পুত্রদের স্ত্রীদের (বিবাহ করার) বিষয়ে, যখন তারা তাদের থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নেয়। আর আল্লাহর ফায়ছালা কার্যকর হওয়াই অনিবার্য।[১১২০]

[১১২০] হযরত যায়দ ছিলেন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পালক/মুখবলা পুত্র। তিনি নিজের অত্যন্ত সক্রিয় উদ্যোগে নিজের ফুফাত বোন হযরত যায়নাবের সঙ্গে তাকে বিবাহ দিয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছা, হযরত যায়দ জোরালোভাবে বিবাহবিচ্ছেদ চাচ্ছিলেন। এদিকে এই মর্মে অহী এসে গিয়েছিল যে, তালাক হয়েই যাবে, আর যায়নাবকে আপনার বিবাহ করতে হবে, যাতে ভুল ও অন্যায় প্রথার প্রায়োগিকভাবে বিলুপ্তি ঘটে। এটা আসমানের শুধু খবর ছিল, চূড়ান্ত হুকুম তখনো আসেনি। তো নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য যেহেতু এটি বড় পরীক্ষার বিষয় ছিল, এ জন্য আসমানের 'খবর' তিনি নিজের মধ্যে গোপন রেখে ঐ রকম মশওয়ারাই দিচ্ছিলেন যা করণীয় ছিল। তো এটাই আল্লাহ্‌র নবীর মনের গোপন বিষয়, যা আল্লাহ্ প্রকাশ করছেন। যা নিয়ে ঐ যুগের

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللّٰهُ لَهٗ ؕ سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ؕ وَ كَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَّقْدُوْرَا ۙ﴿۳۸﴾
الَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسٰلٰتِ اللّٰهِ وَ يَخْشَوْنَهٗ وَ لَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهَ ؕ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ﴿۳۹﴾ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ
مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَ لٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ﴿۴۰﴾

৩৮. নবীর উপর কোন দোষ নেই ঐ-বিষয়ে যা আল্লাহ্ তাঁর জন্য ফায়ছালা করেছেন। আল্লাহ্র সুন্নত, (যা তিনি কার্যকর করেছেন) যারা পূর্বে বিগত হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে। আর আল্লাহ্র ফায়ছালা তো অটল তাকদীর হয়। ৩৯. (নবী ও রাসূল তো তারাই) যারা আল্লাহ্র বাণী ও বার্তা পৌঁছে দেন, আর আল্লাহকে ভয় করেন, আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে ভয় করেন না। আর হিসাবের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট ৪০. (আয় আহলে ঈমান!) মুহম্মদ তো তোমাদের পুরুষান থেকে কারো পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহ্র রাসূল এবং নবীদের সর্বশেষ। আর অবশ্যই আল্লাহ্ প্রতিটি বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞাত।

(রুকূ. ৬)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ۙ﴿۴۱﴾ وَّ سَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلًا ﴿۴۲﴾ هُوَ الَّذِيْ يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَ مَلٰٓئِكَتُهٗ لِيُخْرِجَكُمْ
مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَ كَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا ﴿۴۳﴾ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهٗ سَلٰمٌ ۚ وَ اَعَدَّ لَهُمْ اَجْرًا كَرِيْمًا ﴿۴۴﴾
يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا ۙ﴿۴۵﴾ وَّ دَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا ﴿۴۶﴾

৪১. আয় আহলে ঈমান! আল্লাহ্কে তোমরা খুব বেশী স্মরণ কর। ৪২. আর সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁর তাসবীহ জপতে থাক। ৪৩. তিনিই ঐ সত্তা যিনি তোমাদের উপর রহমত প্রেরণ করেন, আর তাঁর ফিরেশতাগণও করেন, যাতে তিনি বহুমুখী অন্ধকার থেকে আলোর দিকে তোমাদের বের করে আনেন। আর তিনি মুমিনীনের প্রতি পরম দয়ালু। ৪৪. মুমিনীন যেদিন আল্লাহ্র সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন সেদিন তাঁদের সম্ভাষণ হবে *'সালাম'*। আর তিনি তাঁদের জন্য মর্যাদাপূর্ণ প্রতিদান তৈয়ার করে রেখেছেন। ৪৫. হে নবী! আমি তো আপনাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষীরূপে এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে- ৪৬. এবং আল্লাহ্র হুকুমে আল্লাহ্র দিকে আহ্বানকারীরূপে এবং আলোদানকারী প্রদীপরূপে।

وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَبِيْرًا ﴿۴۷﴾ وَ لَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَ دَعْ اَذٰىهُمْ وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَ
كَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿۴۸﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ
مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا ۚ فَمَتِّعُوْهُنَّ وَ سَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ﴿۴۹﴾

৪৭. আর মুমিনীনকে আপনি সুসংবাদ দিন এই মর্মে যে, আল্লাহ্র পক্ষ হতে তাঁদের জন্য রয়েছে বড় অনুগ্রহ। ৪৮. আর আপনি কাফিরীন ও মুনাফিকীনকে মান্য করবেন না, আর তাদের কষ্টদান এড়িয়ে যান এবং আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল করুন, আর *রাখওয়ালারূপে* আল্লাহ্ই যথেষ্ট। ৪৯. আয়

শত্রুরা এবং এ যুগের *'বন্ধুরা'* আসমান মাথায় তুলে রেখেছে। তো যখন তালাকের ঘটনা ঘটেই গেল, তখন আল্লাহ্ আসমানী অহীর মাধ্যমে বিবাহের ঘোষণা দিলেন, তারপর যে অপপ্রচারের শুরু তা তো সবার জানা। তবে আল্লাহ্র অহী তাঁর নবীর পবিত্রতার জন্য যথেষ্ট।

আহলে ঈমান! তোমরা যখন মুমিন নারীদের বিবাহ কর, তারপর (অনিবার্য কারণে) তাদের স্পর্শ করার আগেই তাদের তালাক দাও[১১২১] তখন তোমাদের জন্য কোন ইদ্দত তাদের উপর ওয়াজিব নয়, যা তোমরা গণনা করবে। তো এ অবস্থায় (মনোরঞ্জনের জন্য) তাদের কিছু 'ভোগ'/তোহফা দাও এবং উত্তম উপায়ে তাদের বন্ধনমুক্ত কর।[১১২২]

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّآ اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ الّٰتِيْٓ اٰتَيْتَ اُجُوْرَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ مِمَّآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَبَنٰتِ عَمِّكَ وَ
بَنٰتِ عَمّٰتِكَ وَبَنٰتِ خَالِكَ وَبَنٰتِ خٰلٰتِكَ الّٰتِيْ هَاجَرْنَ مَعَكَ ۫ وَامْرَاَةً مُّؤْمِنَةً اِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ
اَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا ۗ خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۭ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْٓ اَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ
لِكَيْلَا يَكُوْنَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

৫০. আয় নবী! আমি তো আপনার জন্য আপনার ঐ স্ত্রীদের হালাল করেছি যাদের মোহর আপনি আদায় করেছেন, তাছাড়া আল্লাহ্ আপনাকে গনীমতের যে মাল দান করেছেন, তা থেকে যে-সমস্ত দাসী আপনার মালিকানায় এসেছে (তারাও আপনার জন্য হালাল)। আর আপনার চাচার মেয়েরা এবং আপনার ফুফুর মেয়েরা এবং আপনার মামার মেয়েরা এবং আপনার খালার মেয়েরা যারা আপনার সঙ্গে হিজরত করেছে, আর যে কোন মুমিন নারী, যে নবীর (বিবাহের) জন্য নিজেকে (মোহর ছাড়া) অর্পণ করেছে, যদি নবী তাকে বিবাহ করতে চান। (এ বিধান শুধু) আপনার জন্য খাছ, মুমিনীনের জন্য নয়। আমি খুব ভালো করে জানি ঐ-সব বিধান যা আমি তাদের উপর ফরয করেছি তাদের স্ত্রীদের ও দাসীদের বিষয়ে। (আপনার বিষয়টি আলাদা রেখেছি) যাতে আপনার উপর কোন সঙ্কীর্ণতা না হয়। আর সত্যি আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

تُرْجِيْ مَنْ تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُـْٔوِيْٓ اِلَيْكَ مَنْ تَشَآءُ ۭ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ۭ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ تَقَرَّ
اَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَآ اٰتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ۭ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا ۝ لَا يَحِلُّ
لَكَ النِّسَاۗءُ مِنْۢ بَعْدُ وَلَآ اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ اِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰي
كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيْبًا ۝

৫১. স্ত্রীদের মধ্য হতে যাকে আপনি ইচ্ছা করেন (এবং যতদিন ইচ্ছা করেন) তার পালাক্রম স্থগিত

[১১২১] *'স্পর্শ করা'* মানে হল স্বামী-স্ত্রী এভাবে একান্তে মিলিত হওয়া যে, চাইলে সহবাস করতে পারে, কোন বাধা নেই; সহবাস করুক, বা না করুক। তো এমন অবস্থা হওয়ার আগে তালাক হলে ইদ্দত ওয়াজিব নয়, তালাকের পরই স্ত্রী বিবাহ করতে পারে। পক্ষান্তরে এমন অবস্থার পরে তালাক হলে তিন হায়য পর্যন্ত ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব, ইদ্দতের পরেই শুধু নতুন বিবাহ হতে পারে।

[১১২২] ফিক্হের পরিভাষায় এটাকে বলে মুত'আ, এটা 'স্পর্শ' করার আগে তালাক হোক বা পরে, সর্বাবস্থায় পুরুষের কর্তব্য মুত'আ দেয়া, যার সর্বনিম্ন পরিমাণ হল তার স্তরের মেয়েদের উপযোগী একপ্রস্থ পোশাক (জুতাসহ)–ওড়না, সিলওয়ার, কামিছ, বা সাড়ী, ব্লাউজ, ছায়া, ওড়না। উল্লেখ্য, মুত'আ হচ্ছে মোহর থেকে আলাদা একটি বিষয়, যার ভিত্তি হল বিদায়কালীন সৌজন্যরক্ষা।

করতে পারেন, আবার যাকে ইচ্ছা করেন (এবং যতদিন ইচ্ছা করেন) এমনিতেই (পালাক্রমের বাইরে) নিজের কাছে রাখতে পারেন। আর যাদের আলগ রেখেছেন তাদের থেকে কাউকে (যদি ছোহবতে) ফিরিয়ে আনতে চান তাহলে তাতেও আপনার উপর কোন গোনাহ নেই।[১১২৩] (যে পন্থা বয়ান করলাম) সেটা তাদের চক্ষু শীতল হওয়ার এবং তাদের দুঃখ না হওয়ার নিকটতম পন্থা এবং যাকিছু আপনি তাদের দেবেন তাতেই তাদের সবার খুশী থাকার (নিকটতম পন্থা)।[১১২৪] আর তোমাদের অন্তরে যাকিছু আছে আল্লাহ্ তা খুব জানেন। আর আল্লাহ্ তো পরম জ্ঞাত, পরম সহনশীল। ৫২. (আজকের) পর থেকে (নতুন) নারীরা আপনার জন্য হালাল নয় এবং এও হালাল নয় যে, আপনি তাদের পরিবর্তে নতুন কোন স্ত্রী গ্রহণ করবেন, যদিও তাদের সৌন্দর্য আপনাকে মুগ্ধ করে, তবে কোন দাসী যদি আসে আপনার মালিকানায় (তাহলে তা আপনার জন্য হালাল)। আর আল্লাহ্ প্রত্যেক জিনিসের উপর নেগাহবান।

(রুকূ. ৭)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَدْخُلُوا۟ بُيُوتَ ٱلنَّبِىِّ إِلَّآ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَٰظِرِينَ إِنىٰهُ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَٱدْخُلُوا۟ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَٱنتَشِرُوا۟ وَلَا مُسْتَـْٔنِسِينَ لِحَدِيثٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى ٱلنَّبِىَّ فَيَسْتَحْىِۦ مِنكُمْ ۖ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْىِۦ مِنَ ٱلْحَقِّ ۚ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَٰعًا فَسْـَٔلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا۟ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَآ أَن تَنكِحُوٓا۟ أَزْوَٰجَهُۥ مِنۢ بَعْدِهِۦٓ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٣﴾

৫৩. আয় আহলে ঈমান, তোমরা (তোমাদের) নবীর ঘরগুলোতে[১১২৫] (অনুমতি ছাড়া) দাখেল হয়ো না। তবে যদি খাবারের উদ্দেশ্যে তোমাদের অনুমতি/দাওয়াত দেয়া হয়, তবে (খাবার প্রস্তুত হওয়ার ইনতিযারে) পাত্রের দিকে তাকিয়ে (বসে) থাকা অবস্থায় নয়, বরং যখন তোমাদের ডাকা হয় তখন দাখেল হও। তারপর যখন খাবার গ্রহণ করলে তখন (যার যার উদ্দেশ্যে) বের হয়ে পড়, আলাপে মজে বসে থেক না। তোমাদের এ আচরণ কিন্তু নবীকে কষ্ট দেয়, তবে তিনি (কিছু বলতে) তোমাদের প্রতি সঙ্কোচ করেন, আল্লাহ্ কিন্তু সত্য প্রকাশে সঙ্কোচ করেন না। আর যখন তোমরা নবীর স্ত্রীদের কাছে কোন সামান চাও তখন পর্দার পিছন থেকে চাও। তোমাদের এ আচরণ অধিক পবিত্রতার বিষয় তোমাদের অন্তরের জন্য এবং তাদেরও অন্তরের জন্য। আর তোমাদের জন্য বৈধ নয় যে, আল্লাহ্র রাসূলকে কষ্ট দেবে, বা তাঁর পরে তাঁর স্ত্রীদের কখনো বিবাহ করবে। তোমাদের

[১১২৩] মোটকথা, পালাক্রমের বাধ্যতামূলক বিধান সাধারণ মুমিনীনের জন্য, আপনার জন্য নয়, আপনার পক্ষ হতে পালাক্রম রক্ষা, এটা নিছক সদাচার ও অনুগ্রহ।
নবীচরিত্রের অনুপম সৌন্দর্য দেখুন, আসমানের পক্ষ হতে এমন উন্মুক্ত অনুমতির পরও, পারিবারিক জীবনে তিনি এর প্রয়োগ তেমন করেননি। এমনকি মৃত্যুর সময় উম্মাহাতুল মুমিনীনের কাছে অনুমতি চেয়েছেন হযরত আয়েশা রা.র কাছে থাকার জন্য!

[১১২৪] কারণ তাদের জানা থাকলো যে, সমতাবিধান, বা পালাক্রম রক্ষা আসমানের পক্ষ হতে আপনার উপর জরুরি নয়, তখন আপনার পক্ষ হতে যার প্রতি যতটুকু সদাচার হবে তাকেই সৌভাগ্য মনে করে খুশী থাকবে। আর যার যার আজর ও প্রতিদান আল্লাহ্র কাছে আশা করবে। আপনার কর্মদায়িত্বের জন্য এটা জরুরিও।

[১১২৫] ভিন্ন তরজমা, 'কোন ঘরে...'

এ কর্ম কিন্তু আল্লাহ্‌র নিকট গুরুতর। (এমনকি মুখের উচ্চারণ, বা অন্তরের চিন্তাও বড় শাস্তির কারণ, আর)–

إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٥٤﴾ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٥٥﴾

৫৪. তোমরা কোন কিছু প্রকাশ কর, বা গোপন কর (দু'টোই আল্লাহ্ জানবেন।) কারণ আল্লাহ্ তো প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত। ৫৫. নবীর স্ত্রীদের উপর কোন গোনাহ নেই, তাদের (নিজ নিজ পিতাদের সামনে শিথিল পর্দার সঙ্গে যাওয়ার বিষয়ে, তাদের পুত্রদের সামনেও, তাদের ভাইদের সামনেও, তাদের ভাইদের পুত্রদের সামনেও, তাদের বোনদের পুত্রদের সামনেও, এবং নিজেদের (মুসলিম/দ্বীনশরীক) নারীদের সামনেও এবং নিজেদের দাসীদের সামনেও (শিথিল পর্দার সঙ্গে আসাতে কোন গোনাহ নেই)। আর (এ সকল বিধান পালনের ক্ষেত্রে) আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আল্লাহ্ কিন্তু সবকিছুর উপরই সাক্ষী।

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٥٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴿٥٨﴾

৫৬. আল্লাহ্ এবং তাঁর ফিরেশতাগণ অবশ্যই নবীর উপর দুরূদ পাঠান, (তো) আয় আহলে ঈমান, তোমরাও তাঁর উপর দুরূদ পাঠাও এবং খুব সালাম পাঠাতে থাক। ৫৭. সাবধান, যারা আল্লাহ্‌কে এবং তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়, দুনিয়াতে এবং আখেরাতে আল্লাহ্ তাদের অভিসম্পাত করেন, আর তিনি তাদের জন্য লাঞ্ছনাকর আযাব তৈয়ার রেখেছেন। ৫৮. আর মুমিনীন ও মুমিনাতকে, যারা কোন অন্যায় না করা সত্ত্বেও তাঁদের কষ্ট দেয়, তো তারা কিন্তু অপবাদ ও স্পষ্ট গোনাহের বোঝা বহন করল।

(রুকূ. ৮)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦٠﴾ مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا ﴿٦١﴾

৫৯. আয় নবী! আপনার স্ত্রীদের, কন্যাদের ও মুমিনীনের নারীদের বলুন, নিজেদের উপর তারা যেন চাদর ঝুলিয়ে দেয় (এবং চাদরে আবৃত হয়ে বের হয়)। এ পন্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে বেশী আশা করা যায় যে, তাদের (শরীফ ও অভিজাত বলে) চেনা হবে, ফলে তাদের কষ্ট দেয়া হবে না।[১১২৬] আর আল্লাহ্

[১১২৬] বেপর্দা ও পর্দানশীন নারীর বিষয়ে এটাই যুগযুগের, এমনকি আধুনিক যুগেরও পুরুষমানসিকতা। পক্ষান্তরে নারী যখন পর্দাহীনতার সীমানা পার হয়ে নগ্নতা, বেহায়াপনা ও বস্ত্রহীনতা পর্যন্ত পৌঁছে যায় তখন তো নারী সম্পূর্ণ অনিরাপদ ও অরক্ষিত হয়ে পড়ে। অবশ্য নারীর নিরাপত্তাহীনতার আরো কারণ রয়েছে, সেগুলোও বন্ধ হওয়া...।

তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৬০. মুনাফিকীন এবং যাদের অন্তরে (যৌনতার) ব্যাধি রয়েছে, আর যারা শহরে ভয়ের গুজব ছড়িয়ে বেড়ায়, (আর মুসলিমদের কষ্ট দেয়) তারা যদি (এ-সব আচরণ থেকে) বিরত না হয় তাহলে সত্যি সত্যি আপনাকে আমি তাদের উপর চড়াও করে দেব, তারপর তারা সেখানে আপনার সঙ্গে থাকতে পারবে না, অল্প ক'দিন ছাড়া। ৬১. তারা অভিশপ্ত অবস্থায় থাকবে। যেখানেই তাদের পাওয়া যাবে ধরা হবে, আর খুব করে কতল করা হবে।

سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ﴿٦٢﴾ يَسْـَٔلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ۭ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ ۭ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُوْنُ قَرِيْبًا ﴿٦٣﴾ اِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكٰفِرِيْنَ وَاَعَدَّ لَهُمْ سَعِيْرًا ﴿٦٤﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۚ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿٦٥﴾

৬২. আল্লাহ্‌র সুন্নাত ও রীতি, (যা তিনি কার্যকর করেছেন) তাদের ক্ষেত্রেও যারা পিছনে বিগত হয়েছে। আর আল্লাহ্‌র রীতি ও সুন্নতের ক্ষেত্রে তুমি কিছুতেই কোন ছাড় দেখতে পাবে না। ৬৩. লোকেরা আপনাকে কেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, আপনি বলুন, তার ইলম শুধু আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে। আর কে জানে/আপনার জানার উপায় কী! হয়ত কেয়ামত হবে খুবই নিকটবর্তী। ৬৪. কাফিরীনকে আল্লাহ্ অবশ্যই অভিশাপ দিয়েছেন, আর তাদের জন্য জ্বলন্ত আগুন তৈরী করে রেখেছেন। ৬৫. তাতে তারা চিরকাল থাকবে। (নিজেদের জন্য) তারা না কোন বন্ধু পাবে, আর না কোন সাহায্যকারী।

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يٰلَيْتَنَآ اَطَعْنَا اللّٰهَ وَاَطَعْنَا الرَّسُوْلَا ﴿٦٦﴾ وَقَالُوْا رَبَّنَآ اِنَّآ اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلَا ﴿٦٧﴾ رَبَّنَآ اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا ﴿٦٨﴾

৬৬. যেদিন তাদের চেহারাগুলো আগুনে উল্টানো-পাল্টানো হবে (সেদিন) তারা বলবে, হায় যদি মান্য করতাম আল্লাহ্‌কে এবং মান্য করতাম রাসূলকে। ৬৭. আর তারা বলবে, (ইয়া) রাব্বানা, আমরা তো আমাদের নেতাদের এবং আমাদের বড়দের মান্য করেছি, আর তারা সরল পথ থেকে আমাদের বিচ্যুত করেছে। ৬৮. (ইয়া) রাব্বানা, আপনি তাদের দ্বিগুণ আযাব দিন, আর তাদের খুব করে অভিশাপ দিন।

(রুকূ. ৯)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى فَبَرَّاَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا ۭ وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا ﴿٦٩﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿٧٠﴾ يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۭ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴿٧١﴾

৬৯. আয় আহলে ঈমান! তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা মূসাকে কষ্ট দিয়েছে, তখন আল্লাহ্ তাকে ঐ-দোষ থেকে মুক্ত প্রমাণ করেছেন যা তারা বলেছে। আর আল্লাহ্‌র নিকট তিনি ছিলেন বড় অভিজাত। ৭০. আয় আহলে ঈমান! তোমরা আল্লাহ্‌কে সমীহ কর, আর সোজা সরল কথা বলো, ৭১. তাহলে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের আমলগুলো সংশোধন করে দেবেন, আর তোমাদের

জন্য তোমাদের গোনাহগুলো মাফ করে দেবেন। আর যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে মান্য করবে সে তো সফলতা অর্জন করল, বিরাট সফলতা।

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنٰفِقِينَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكٰتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٧٣﴾

৭২. এই আমানত আমরা অবশ্যই পেশ করেছি আসমানসমস্ত ও যমীনের উপর এবং পাহাড়-পর্বতের (উপর)। তো তারা তা বহন করতে অস্বীকার করেছে (অক্ষমতার কারণে) এবং তা থেকে ভয় প্রকাশ করেছে, অথচ মানুষ তা বহন করেছে। (তো আমানত বহনের পর অধিকাংশের বিচারে) সত্য এই যে, (আমলের দিক থেকে) মানুষ বড় যালিম, (আবার ইলমের দিক থেকে) বড় জাহিল (, মূর্খতার কারণে ভুল আকীদা গ্রহণ করে থাকে)। ৭৩. (এ দায়িত্ব সে গ্রহণ করেছে) যাতে আল্লাহ মুনাফিকীন ও মুনাফিকাত এবং মুশরিকীন ও মুশরিকাতকে (আমানতের খেয়ানত করার কারণে) আযাব দান করেন, আর মুমিনীন ও মুমিনাতের উপর রহমতের আচরণ করেন। আর আল্লাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

سُورَةُ سبإ ٣٤؛ مَكية؛ آياتُها ٥٤ ورُكوعاتُها ٦

৩৪-সূরা সাবা, মাক্কী, আয়াত ৫৪, রুকূ ৬

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿١﴾ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۚ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ﴿٢﴾

(শুরু করছি) রাহমান, রাহীম আল্লাহ্র নামে

১.সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্র, যার একক নিয়ন্ত্রণে রয়েছে যাকিছু আসমানসমস্তে রয়েছে এবং যাকিছু যমীনে রয়েছে। আর আখেরাতেও তাঁরই জন্য হবে প্রশংসার নিরঙ্কুশতা। আর তিনিই মহা-প্রজ্ঞাবান, সর্ববিষয়ে বা-খবর। ২. তিনি খুব জানেন যাকিছু যমীনের মধ্যে প্রবেশ করে, আর যা-কিছু যমীন থেকে বের হয়, আর যাকিছু আসমান থেকে অবতরণ করে, আর যাকিছু আরোহণ করে আসমানে। আর তিনিই পরম দয়ালু, পরম ক্ষমাশীল।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَاْتِيْنَا السَّاعَةُ ؕ قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتَاْتِيَنَّكُمْ ۙ عٰلِمِ الْغَيْبِ ۚ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي
السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ وَلَاۤ اَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَلَاۤ اَكْبَرُ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۙ ۝ لِّيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ؕ
اُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ۝ وَالَّذِيْنَ سَعَوْ فِيْۤ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ ۝

৩. আর যারা কুফুরে মজেছে তারা বলে, আমাদের উপর কিয়ামত আসবে না। আপনি বলুন, কেন, আসবে না কেন। আমার আলিমুল গায়ব রবের কসম, সত্যিসত্যি কিয়ামত তোমাদের উপর আসবে। কোন যার্‌রা পরিমাণ জিনিস তাঁর (নযর) থেকে দূরে থাকতে পারে না, না আসমানসমহে, না যমীনে। আর না যার্‌রা থেকে ছোট, আর না (যার্‌রা থেকে) বড় এমন কোন জিনিস আছে যা সুস্পষ্ট কিতাব (লাওহে মাহফূয)-এ লিপিবদ্ধ নেই (, বরং সবই লিপিবদ্ধ আছে)। ৪. (আর কিয়ামত অবশ্যই আসবে) যাতে যারা ঈমান এনেছে এবং অব্যাহত নেক আমল করেছে তাদের তিনি জাযা দিতে পারেন। ওরা, মাগফিরাত ও মর্যাদাপূর্ণ রিযিক তাদেরই জন্য। ৫. আর যারা আমার আয়াতগুলো সম্পর্কে অপচেষ্টা চালিয়েছে (সেগুলোকে) অক্ষম সাব্যস্ত করার জন্য, ওরা, তাদেরই জন্য রয়েছে বড় বিপদের যন্ত্রণা -দায়ক আযাব।

وَيَرَى الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِيْۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ ۙ وَيَهْدِيْۤ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۝ وَقَالَ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ يُّنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۙ اِنَّكُمْ لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۝

৬. আর (আয় পেয়ারে নবী।) যাদের ইলম দান করা হয়েছে তারা খুব বোঝে যে, যাকিছু আপনার উপর নাযিল করা হয়েছে আপনার রবের পক্ষ হতে তাই সত্য এবং তা পরিচালিত করে মহাপরাক্রমশালী, চিরপ্রশংসিত (আল্লাহ্‌র) পথের দিকে। ৭. আর যারা কুফুর করেছে তারা (উপহাসমূলক একে অন্যকে) বলে, আমরা কি এমন ব্যক্তির ঠিকানা তোমাদের বলব, যে তোমাদেরকে (উদ্ভট) খবর দেয় যে, (মৃত্যুর পর) যখন তোমাদের বিলকুল গুঁড়ো গুঁড়ো করে দেয়া হবে (তখন) তোমরা (নাকি) সত্যি সত্যি নতুন সৃষ্টির মধ্যে আত্মপ্রকাশ করবে!

اَفْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَمْ بِهٖ جِنَّةٌ ؕ بَلِ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلٰلِ الْبَعِيْدِ ۝ اَفَلَمْ يَرَوْا اِلٰى
مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ؕ اِنْ نَّشَاْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ
السَّمَآءِ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ ۝

৮. আসলে কি লোকটা আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা আরোপ করেছে, না তার সঙ্গে মস্তিষ্কবিকৃতি রয়েছে! আসল কথা হল, যারা আখেরাতের উপর ঈমান রাখে না তারা (নিজেরাই) আযাবের অবস্থায় এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের বিচ্যুতিতে রয়েছে। ৯. আচ্ছা, তো তারা কি আসমান ও যমীনের দিকে দেখেনি যা তাদের সামনেও আছে এবং তাদের পিছনেও আছে! যদি আমি ইচ্ছা করি তাহলে ভূমিতে তাদের ধ্বসিয়ে দিতে পারি, কিংবা তাদের উপর খণ্ড খণ্ড আকাশ পতিত করতে পারি! সত্যি সত্যি তাতে রয়েছে বড় নিদর্শন প্রত্যেক আল্লাহ্‌ অভিমুখী বান্দার জন্য।

(রুকূ. ২)

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضْلًا ؕ يٰجِبَالُ اَوِّبِيْ مَعَهٗ وَالطَّيْرَ ۚ وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ ۝١٠ اَنِ اعْمَلْ سٰبِغٰتٍ وَّقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ؕ اِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝١١ وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَّرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۚ وَاَسَلْنَا لَهٗ عَيْنَ الْقِطْرِ ؕ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ؕ وَمَنْ يَّزِغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ ۝١٢

১০. আর সুনিশ্চিত, দাউদকে আমি আমার পক্ষ হতে অনুগ্রহ দান করেছি। (তাই পাহাড়-পর্বতকে আদেশ করেছি,) হে পাহাড়-পর্বত![১১২৭] তোমরাও তাঁর সঙ্গে (সমস্বরে) তাসবীহে নিমগ্ন হও, আর পক্ষীকুলকেও (একই হুকুম দিয়েছি)। (আর দ্বিতীয় অনুগ্রহ এই যে,) তাঁর জন্য লোহাকে আমি নরম করে দিয়েছি। ১১. (এই আদেশসহ) যে, পূর্ণ মাপের বর্মসমূহ তৈরী কর, আর (বর্মের) কড়াগুলো যুক্ত করার ক্ষেত্রে পরিমিতি রক্ষা কর, আর[১১২৮] তোমরা নেক আমল কর। যাকিছু তোমরা করছ, আমি কিন্তু তা দেখছি। ১২. আর সোলায়মানের জন্য বায়ুকে অনুগত করে দিয়েছি। ঐ বায়ুর একসকালের যাত্রা হত (সাধারণ গতির) একমাসের দূরত্ব, আর একসন্ধ্যার যাত্রা হত (সাধারণ গতির) একমাসের দূরত্ব। আর আমি তাঁর জন্য তামার ঝর্ণা প্রবাহিত করেছিলাম। আর জ্বিনদের মধ্য হতে এমনও কিছু ছিল যারা তাঁর সামনে তাঁর প্রতিপালকের আদেশে (তাঁর জন্য সেবামূলক) কাজ করত। আর (জ্বিনদের সামনে এ বিষয়টি আমি পরিষ্কার করে দিয়েছিলাম যে,) তাদের মধ্য হতে যেই আমার আদেশ থেকে সরে/বেঁকে যাবে তাকেই আমি জ্বলন্ত আগুনের আযাব আস্বাদন করাব।

يَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَا يَشَآءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُوْرٍ رّٰسِيٰتٍ ؕ اِعْمَلُوْٓا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا ؕ وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ ۝١٣ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلٰى مَوْتِهٖٓ اِلَّا دَآبَّةُ الْاَرْضِ تَاْكُلُ مِنْسَاَتَهٗ ۚ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ اَنْ لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوْا فِي الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ۝١٤

১৩. আর সোলায়মান যা চাইতেন তা-ই তারা তাঁর জন্য বানিয়ে দিত, যেমন বড় বড় ইমারত এবং (অপ্রাণীর) বিভিন্ন ছবি এবং হাউযের মত বড় বড় পাত্র, আর বৃহৎ বৃহৎ ডেগ (আকার ও ওজনের কারণে) যা একস্থানে স্থির থাকে। (আর আমি আদেশ করেছিলাম, এ-সমস্ত অনুগ্রহের বিপরীতে, আয়) আলে দাউদ! (মুখে তো শোকর করবেই, তবে) তোমরা এমন কিছু আমল কর যাতে শোকর প্রকাশ পায়। তবে (তিক্ত সত্য,) আমার বান্দাদের থেকে খুব কমই আছে শাকূর/শোকরগোযার। ১৪. পরে যখন আমি সোলায়মানের উপর মৃত্যুর ফায়ছালা করলাম, (তখন তাঁর মৃত্যু হল, লাঠিতে ভর রাখা অবস্থায়, আর) তাঁর মৃত্যুর খবর কেউ জ্বিনদের দেয়নি, তবে (দিয়েছে) মাটির (উই)পোকা, যা তাঁর লাঠি (ধীরে ধীরে) খেয়ে চলেছিল। তো (লাঠি ভঙ্গুর হয়ে যাওয়ার কারণে) যখন সোলায়মান পড়ে গেলেন তখন জ্বিনদল জ্ঞাত হল যে, যদি তারা গায়ব জানত (আর যথসময়ে তাঁর মৃত্যুর কথা জানতে পারত) তাহলে তো লাঞ্ছনাকর আযাবের মধ্যে অবস্থান করত না/আযাবের মধ্যে পড়ে থাকত না।

[১১২৭] ভিন্ন তরজমা, হে পর্বতদল! সম্বোধনের ক্ষেত্রে কোরআনের লফয রক্ষা করে তরজমা, আয় জিবাল!

[১১২৮] আয় দাউদ, আয় উম্মতে দাউদ! তোমরা....

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِيْ مَسْكَنِهِمْ اٰيَةٌ ۚ جَنَّتٰنِ عَنْ يَّمِيْنٍ وَّ شِمَالٍ ۚ كُلُوْا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَ اشْكُرُوْا لَهٗ ۚ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَّ رَبٌّ غَفُوْرٌ ۝ فَاَعْرَضُوْا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَ بَدَّلْنٰهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ اُكُلٍ خَمْطٍ وَّ اَثْلٍ وَّ شَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيْلٍ ۝ ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِمَا كَفَرُوْا ۚ وَ هَلْ نُجٰزِيْۤ اِلَّا الْكَفُوْرَ ۝

১৫. সুনিশ্চিত, (কাউমে) সাবার জন্য তাদের জনপদে বড় নিদর্শন ছিল। ডানে ও বামে (উভয় দিকে ছিল) বাগানের দু'টি সারি। (তাদের প্রতি আমার আদেশ ছিল) তোমাদের রবের দেয়া রিযিক হতে তোমরা আহার কর, আর তাঁর প্রতি শোকর আদায় কর। এক তো শহর (ফলে ফসলে, জলে বায়ুতে) উত্তম, আর (তদুপরি) পরম ক্ষমাশীল প্রতিপালক। (তো শোকরের এর চেয়ে বড় উপলক্ষ আর কী হতে পারে!) ১৬. কিন্তু তারা (শোকর থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিল, তখন আমি তাদের উপর বাঁধের ঢল পাঠিয়ে দিলাম, আর তাদের (দু'পাশের) দুই বাগানশ্রেণীকে এমন দুই বাগানে বদল করে দিলাম, যা ছিল বিস্বাদ ফলবিশিষ্ট, আর ঝাওগাছ ও সামান্য কিছু কুলগাছবিশিষ্ট। ১৭. ঐ শাস্তি আমি তাদের দিয়েছিলাম তাদের কুফুরের কারণে। আর শাস্তি আমি দিয়ে থাকি শুধু জঘন্য নাশোকরাদেরই।

وَ جَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْقُرَى الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَّ قَدَّرْنَا فِيْهَا السَّيْرَ ۚ سِيْرُوْا فِيْهَا لَيَالِيَ وَ اَيَّامًا اٰمِنِيْنَ ۝ فَقَالُوْا رَبَّنَا بٰعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا وَ ظَلَمُوْۤا اَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ وَ مَزَّقْنٰهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ۝

১৮. আর আমি তাদের মাঝে এবং ঐ জনপদগুলোর মাঝে, যাতে আমি বরকত রেখেছি, (উভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে,) দূর থেকে দেখা যায়, এমন কিছু বসতি স্থাপন করেছিলাম, আর ঐ জনপদগুলোর মাঝখানে যাত্রাকে আমি পরিমিত (দূরত্বে বিভক্ত) করেছিলাম। (আর তাদের বলেছিলাম,) এ বসতিগুলোর মধ্যবর্তী দূরত্বে নিরাপদে যাত্রা কর, রাতে এবং দিনে। ১৯. কিন্তু (শোকরের পরিবর্তে কী ঘটল!) তারা বলল, (এত অল্প দূরত্বের যাত্রায় আনন্দ কোথায়!) (ইয়া) রাব্বানা, আমাদের যাত্রাগুলোর মধ্যে দূরত্ব আরো বাড়িয়ে দিন। এভাবে তারা নিজেদের উপর যুলুম করল, তখন তাদের আমি (অতীতের) গল্প-কাহিনী বানিয়ে ছাড়লাম, আর তাদের সম্পূর্ণ ছিন্নভিন্ন করে দিলাম। সত্যি সত্যি তাতে যথেষ্ট নিদর্শন রয়েছে প্রত্যেক ছবরমুখী, শোকরমুখী মানুষের জন্য।

وَ لَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيْسُ ظَنَّهٗ فَاتَّبَعُوْهُ اِلَّا فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ وَ مَا كَانَ لَهٗ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُّؤْمِنُ بِالْاٰخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِيْ شَكٍّ ۚ وَ رَبُّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ ۝

২০. আর সুনিশ্চিত, তাদের বিষয়ে ইবলীস নিজের ধারণা সঠিক পেল।[১১২৯] তো তারা (প্রায় সবাই) ইবলীসের অনুগামী হল, মুমিনদের ছোট একটি দল ছাড়া। ২১. এমনিতে তাদের উপর ইবলীসের কোন ক্ষমতা ছিল না। তবে (ইবলীসকে আমি সুযোগ দিয়েছি) যাতে জানতে পারি, কে আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে, আর কারা আখেরাতের বিষয়ে সন্দেহের মধ্যে রয়েছে! আর আপনার প্রতিপালক সর্ববিষয়ের উপর 'নযরদার'/পাহারাদার।

[১১২৯] আওলাদে আদমকে গোমরাহ করে জাহান্নাম ভরে ফেলার যে বড়াই শয়তান করেছিল, এদের ক্ষেত্রে তার ঐ বড়াইমূলক ধারণাই সত্য হল এবং শয়তানের প্ররোচনায় তারা দলে দলে জাহান্নামী হল।

(রুকূ. ৩)

قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۚ لَا يَمْلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيْهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَّمَا لَهٗ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيْرٍ ﴿٢٢﴾ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَهٗ ۭ حَتّٰٓى اِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ قَالُوْا مَاذَا ۙ قَالَ رَبُّكُمْ ۭ قَالُوا الْحَقَّ ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ﴿٢٣﴾

২২. (আয় পেয়ারে নবী! তাদের) আপনি বলুন, ডাক তাদের, আল্লাহ্‌র বদলে যাদের তোমরা খোদা ভেবে নিয়েছ, (অথচ) তারা যার্‌রা পরিমাণ জিনিসেরও মালিক নয়, না আসমানসমস্তে, না যমীনে। আর উভয়ের (পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার) বিষয়ে তাদের জন্য তো (আল্লাহ্‌র সঙ্গে) কোন শরীকানাই সাব্যস্ত নয়, আর না তাদের থেকে আল্লাহ্‌র জন্য রয়েছে কোন মদদগার। ২৩. আর তাঁর সামনে (কারো কোন) সুফারিশ কাজে আসবে না, তবে যার জন্য তিনি অনুমতি প্রদান করেছেন। (সমস্ত মাখলূক তো তাঁর ভয়ে ভীত থাকে) এমনকি যখন তাদের অন্তর থেকে ভয় দূর করা হয় তখন তারা (যেন আচ্ছন্নতা থেকে বের হয়ে, জানতে চেয়ে) বলে, তোমাদের রব্ কী বলেছেন! তারা বলে, (তিনি) সত্য (বলেছেন), আর তিনি তো সমুচ্চ! অত্যন্ত বড়!

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ قُلِ اللّٰهُ ۙ وَاِنَّآ اَوْ اِيَّاكُمْ لَعَلٰى هُدًى اَوْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٤﴾ قُلْ لَّا تُسْـَٔـلُوْنَ عَمَّآ اَجْرَمْنَا وَلَا نُسْـَٔـلُ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٥﴾ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ۭ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ ﴿٢٦﴾ قُلْ اَرُوْنِيَ الَّذِيْنَ اَلْحَقْتُمْ بِهٖ شُرَكَاۗءَ كَلَّا ۭ بَلْ هُوَ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٧﴾

২৪. আপনি বলুন, আসমানসমস্ত ও যমীন থেকে কে তোমাদের রিযিক দেন! (উত্তরে) আপনিই বলুন, আল্লাহ্! আর (আরো বলুন,) আমরা বা তোমরা হয় হিদায়াতের উপর আছি, আর না হয় সুস্পষ্ট বিচ্যুতির মধ্যে আছি। ২৫. আপনি বলুন, আমরা যাকিছু 'অপরাধ' করেছি (যদি করে থাকি,) তার জন্য তো তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে না, আর যাকিছু তোমরা করছো তার জন্য আমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে না। ২৬. আপনি বলুন, আমাদের রব্ তো আমাদের মাঝে একত্র করবেন, তারপর আমাদের মধ্যে সত্যভাবে ফায়ছালা করবেন। আর তিনিই তো ফায়ছালায় পারঙ্গম, পূর্ণ জ্ঞাত। ২৭. (তাদের) আপনি বলুন, আমাকে তোমরা দেখাও তো ঐগুলোকে যাদের তোমরা তাঁর সঙ্গে শরীকরূপে যুক্ত করেছো,[১১৩০] কিছুতেই না! বরং তিনিই আল্লাহ্, মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাবান।

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَاۗفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٨﴾ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٩﴾ قُلْ لَّكُمْ مِّيْعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَاْخِرُوْنَ عَنْهُ سَاعَةً وَّلَا تَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿٣٠﴾

২৮. আর আমি তো আপনাকে (সাদা-কালো, আরব-আজম, বর্তমান ও ভবিষ্যতের) সমস্ত মানুষের

[১১৩০] ভিন্ন তরজমা, দেখাও তো আমাকে একটু ঐ উপাস্যগুলো, যাদের তোমরা শরীকদাররূপে আল্লাহ্‌র সঙ্গে যুক্ত করেছো/জুড়ে দিয়েছো।

জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই পাঠিয়েছি[১১৩১], তবে অধিকাংশ লোকই (তা) জানে না।
২৯. আর তারা বলে, কবে; কবে হবে এই ওয়াদা! যদি তোমরা সত্যবাদী হও (তাহলে ওয়াদা পুরা করে দেখাও না)! ৩০. আপনি বলুন, তোমাদের জন্য এমন একদিনের মেয়াদ/ওয়াদা রয়েছে যা থেকে তোমরা না একমুহূর্ত পিছুতে পার, না (একমুহূর্ত) এগুতে পার।

(রুকূ. ৪)

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ بِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَلَا بِالَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ ؕ وَلَوْ تَرٰۤى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ مَوْقُوْفُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖۚ
يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضِ ِۨالْقَوْلَ ۚ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لَوْلَاۤ اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ ۝

৩১. আর যারা কুফুরে ডুবে আছে তারা বলে, এ কোরআনের প্রতি আমরা কিছুতেই ঈমান আনব না এবং কোরআনের সামনে (তার পূর্ববর্তী) যে কিতাব আছে তার প্রতিও না। আর তুমি যদি (আয় মুখাতাব! সেই দৃশ্য) দেখ যখন যালিমীনকে দাঁড় করানো হবে তাদের রবের সামনে, (আর) তাদের একদল অন্যদলের কথা রদ করবে! (দুনিয়াতে) যাদের দুর্বল মনে করা হয়েছিল তারা বলবে, যারা দম্ভ করেছিল তাদেরকে, (বলবে) যদি তোমরা না হতে, আমরা অবশ্যই মুমিন হয়ে যেতাম!

قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْۤا اَنَحْنُ صَدَدْنٰكُمْ عَنِ الْهُدٰى بَعْدَ اِذْ جَآءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُّجْرِمِيْنَ ۝ وَ
قَالَ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ اِذْ تَاْمُرُوْنَنَاۤ اَنْ نَّكْفُرَ بِاللّٰهِ وَنَجْعَلَ لَهٗۤ اَنْدَادًا ؕ
وَاَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ ؕ وَجَعَلْنَا الْاَغْلٰلَ فِيْۤ اَعْنَاقِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

৩২. যারা বড়াই করত তারা, যাদের দুর্বল ভাবা হতো তাদের বলবে, হিদায়াত তোমাদের কাছে আসার পর আমরা কি হিদায়াত (গ্রহণ করা) থেকে তোমাদের বাধা দিয়েছি! আসলে তো তোমরা নিজেরাই ছিলে অপরাধী-মুজরিম। ৩৩. আর যাদের দুর্বল ভাবা হত, তারা বলবে তাদেরকে যারা দম্ভ /বড়াই করত, (না, তোমাদের বল প্রয়োগের কথা বলছি না,) আসলে তা ছিল (তোমাদের) দিন-রাতের চক্রান্ত (যা হক থেকে আমাদের ফিরিয়ে রেখেছিল), যখন তোমরা আমাদের আদেশ করতে আল্লাহ্‌র (একত্ব) অস্বীকার করার এবং তাঁর জন্য বিভিন্ন সমকক্ষ সাব্যস্ত করার। আর যখন আযাব দেখতে পাবে তখন তারা (একপক্ষ অপর পক্ষ হতে নিজেদের) অনুতাপ গোপন করবে, আর আমি, যারা কুফুরে ডুবে ছিল তাদের গলায় বেড়ী পরিয়ে দেবো। আসল কথা, যাকিছু তারা করত তারই প্রতিদান শুধু দেয়া হবে।

وَمَاۤ اَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَاۤ ۙ اِنَّا بِمَاۤ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ۝ وَقَالُوْا نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالًا وَّ
اَوْلَادًا ۙ وَّمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ۝ قُلْ اِنَّ رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

[১১৩১] বিশ্বাসীদের জন্য পুরস্কারের সুসংবাদদাতা, আর অবিশ্বাসীদের জন্য আযাব-গযবের হুঁশিয়ারিদাতা। তবে অধিকাংশ মানুষ বিষয়টি জেনেবুঝেও, ভাব দেখায়, যেন এ বিষয়ে কিছু জানে না।

৩৪. আর যখনই কোন জনপদে কোন সতর্ককারী পাঠিয়েছি তখনই ওখানকার বিলাসী বিত্তশালীরা বলেছে, যাকিছু দিয়ে তোমাদের পাঠানো হয়েছে, অবশ্যই আমরা তা প্রত্যাখ্যান করছি। ৩৫. আর তারা (আরো) বলেছে, ধনে সন্তানে আমরা (তোমাদের চেয়ে) অধিক সমৃদ্ধ; তদুপরি (দুনিয়া ও আখেরাতে) আমাদের আযাব দেয়া হবে না। ৩৬. (আয় পেয়ারে নবী! তাদের) আপনি বলুন, আমার রব্ তো যার জন্য ইচ্ছা করেন, রিযিক প্রশস্ত করে দেন, আর (যার জন্য ইচ্ছা করেন, রিযিক) সীমিত করে দেন। কিন্তু (আফসোস,) অধিকাংশ লোকই জানে না (রিযিক ও রায্যাকের হাকীকত)।

(রুকূ. ৫)

وَمَآ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ بِالَّتِيْ تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفٰٓى اِلَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ۪ فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَزَآءُ الضِّعْفِ
بِمَا عَمِلُوْا وَهُمْ فِي الْغُرُفٰتِ اٰمِنُوْنَ ﴿٣٧﴾ وَالَّذِيْنَ يَسْعَوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ ﴿٣٨﴾ قُلْ اِنَّ
رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ ۭ وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿٣٩﴾

৩৭. বস্তুত না তোমাদের মাল, আর না তোমাদের সন্তান, কোনটাই এমন নয়, যা তোমাদেরকে আমার নিকটসান্নিধ্য দান করবে, তবে যে ঈমান আনবে এবং নেক আমল করবে, তো ওরা তাদেরই জন্য রয়েছে, যাকিছু তারা করেছে তার দ্বিগুণ প্রতিদান, আর তারাই (জান্নাতের) কক্ষে কক্ষে নিরাপদে আরাম করবে। ৩৮. পক্ষান্তরে যারা আমার আয়াতগুলোর বিষয়ে অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সেগুলোকে অক্ষম সাব্যস্ত করার জন্য, ওরাই হবে আযাবে গেরেফ্তার। ৩৯. (আয় পেয়ারে নবী! মুমিনীনকে) আপনি বলুন, সত্যি, আমার রব্ তাঁর বান্দাদের থেকে যার জন্য ইচ্ছা করেন (তার) রিযিক প্রশস্ত করে দেন, আর (যার জন্য ইচ্ছা করেন) তার জন্য (রিযিক) সীমিত করে দেন। আর (আয় আহলে ঈমান!) যাকিছু তোমরা (আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য) খরচ কর, তিনি তার স্থলবর্তী (তোমাদের) দান করেন। আর তিনি সর্বোত্তম রিযিকদাতা।[১১৩২]

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ يَقُوْلُ لِلْمَلٰۗىِٕكَةِ اَهٰٓؤُلَاۗءِ اِيَّاكُمْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ ﴿٤٠﴾ قَالُوْا سُبْحٰنَكَ اَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ
بَلْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ الْجِنَّ ۚ اَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُّؤْمِنُوْنَ ﴿٤١﴾ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعًا وَّلَا ضَرًّا ۭ وَنَقُوْلُ
لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّتِيْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ﴿٤٢﴾

৪০. আর (ঐ দিনটা খুব মনে রেখো) যেদিন তিনি তাদের সবাইকে জড়ো করবেন, তারপর বলবেন ফিরেশতাদের, এরা কি (তোমাদের সম্মতিতেই) তোমাদের ইবাদত করত![১১৩৩] ৪১. তারা বলবে, সুবহানাকা– আপনার মহান সত্তা (সর্বপ্রকার শিরক ও শরীক হতে) চিরপবিত্র। তাদের পরিবর্তে (শুধু)

[১১৩২] হুকূকুল্লাহ্ ও হুকূকুল ইবাদের যত ক্ষেত্র আছে তাতে উদারভাবে খরচ কর, তাতে তাকদীরের লেখা রিযিক কমে না, বরং আখেরাতে তো প্রতিদান আছেই, দুনিয়াতেও বিভিন্নভাবে আল্লাহ্ তার প্রতিদান দিয়ে থাকেন।

[১১৩৩] যারা এ বিশ্বাসের সঙ্গে ফিরেশতাদের উপাসনা করত যে, তারা আল্লাহ্র কাছে তাদের জন্য সুফারিশ করবে, তাদের বিশ্বাসের ভ্রান্তি প্রকাশ করার জন্য ফিরেশতাদের প্রশ্ন করা হবে, কাফিরদের জিজ্ঞাসা করা হবে না তাদের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করার জন্য।

আপনি হলেন আমাদের 'সম্পর্ককেন্দ্র': বরং তারা (কার্যত) শয়তানের উপাসনা করত।[১১৩৪] তাদের অধিকাংশ তো (প্রত্যক্ষরূপেও) তাদেরই প্রতি বিশ্বাসী (ছিল)। ৪২. (তখন বিভিন্ন উপাস্যের প্রতি নিবেদিত কাফিরীনের উদ্দেশ্যে বলা হবে,) তো আজ তোমরা (উপাস্য-উপাসক) কেউ কারো জন্য না উপকারের ক্ষমতা রাখ, না ক্ষতির। আর যারা (কুফুরে ডুবে থেকে) যুলুম করেছে, তাদের উদ্দেশ্যে আমি বলব, (নাও, এখন) আগুনের আযাব আস্বাদন কর, যে আগুনকে তোমরা ঝুটলাতে।

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ ۚ وَقَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى ۚ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ ۙ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٤٣﴾

৪৩. আর যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতগুলো তাদের তিলাওয়াত করে শোনান হত (তখন) তারা (আমার বার্তাবাহক সম্পর্কে) বলত, এ তো শুধু এমন (মতলবী) লোক যে তোমাদের ফিরিয়ে রাখতে চায় ঐ উপাস্যদের থেকে, তোমাদের পূর্বপুরুষান (পরম ভক্তির সঙ্গে) যাদের উপাসনা করত। আর তারা (আরো) বলত, এ (কোরআন) তো মনগড়া অপবাদ ছাড়া কিছুই না, আর যারা কুফুরে ডুবে ছিল, যখন হক তাদের কাছে এসেছিল তখন হক সম্পর্কে তারা বলত, এ তো পরিষ্কার জাদু ছাড়া আর কিছু নয়।

وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ ﴿٤٤﴾ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۙ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي ۖ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٤٥﴾

৪৪. অথচ (এর আগে) আমি তো তাদের কোন কিতাবই দিইনি যা তারা অধ্যয়ন করবে, আর আপনার পূর্বে তো তাদের প্রতি কোন সতর্ককারীই প্রেরণ করিনি।[১১৩৫] ৪৫. আর তাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তারাও (রাসূলানকে) ঝুটলিয়েছে। অথচ তারা (আহলে মক্কা) তো ঐ সাজ-সরঞ্জামের দশমাংশেও পৌঁছেনি যা আমি পূর্ববর্তীদের দিয়ে রেখেছিলাম। তা সত্ত্বেও তারা আমার রাসূলানকে ঝুটলিয়েছে। তো কেমন (কঠিন) ছিল আমার সাজা।

(রুকূ. ৬)

قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ۚ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا ۖ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿٤٦﴾ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٤٧﴾ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ ۚ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿٤٨﴾

৪৬. (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি বলুন, আমি তোমাদের শুধু একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি যে, উঠে দাঁড়াও তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য, (কখনো) দু'জন দু'জন করে, আর (কখনো) একা একা, তারপর

[১১৩৪] কারণ তারা যাকিছু করত, শয়তানের প্ররোচনায় করত। সুতরাং যে নামেই তারা উপাসনা করুক, মূলত তারা শয়তানেরই উপাসনা করত।

[১১৩৫] তো দলীল ছাড়া তারা যা বলছে সেটাই না মনগড়া অপবাদ। তাছাড়া প্রথম নেয়ামতরূপে তো কোরআন ও ছাহিবে কোরআনকে সাদরে বরণ করে নেয়াই ছিল কর্তব্য, তো তারা তো একে অপরাধী, দ্বিতীয়ত অকৃতজ্ঞ।

(ইনছাফের সঙ্গে) চিন্তা কর, (তাহলে অনিবার্যরূপেই তোমরা এ সত্য বোঝবে যে,) তোমাদের (এই) সাথী (আখেরী নবী)র মধ্যে কোন উন্মাদতাই নেই। তিনি তো শুধু এক কঠিন আযাব আসার আগে তোমাদের জন্য সতর্ককারী। ৪৭. আপনি বলুন, যদি তোমাদের কাছে আমি কোন মজুরি চেয়ে থাকি তাহলে তা তোমাদের হয়ে গেল। (খুশিমনে তা নিয়ে নাও), আমার প্রতিদান তো আল্লাহ্ ছাড়া কারো উপর নয়। আর তিনি প্রতিটি জিনিসের উপর সাক্ষী রয়েছেন। ৪৮. (মুশরিকীনকে) আপনি বলুন, আমার রব্ তো হককে (উপর থেকে বাতিলের উপর বিজয়ীরূপে) ছুঁড়ছেন (, তাই বাতিলের পক্ষে তোমাদের কোন অপচেষ্টা সফল হবে না)। তিনি সমস্ত গায়বের বিষয় খুব ভালো জানেন।

قُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيْدُ ﴿٤٩﴾ قُلْ اِنْ ضَلَلْتُ فَاِنَّمَآ اَضِلُّ عَلٰى نَفْسِىْ ۚ وَاِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوْحِىْٓ
اِلَىَّ رَبِّىْ ۗ اِنَّهٗ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ ﴿٥٠﴾ وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ فَزِعُوْا فَلَا فَوْتَ وَاُخِذُوْا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ ﴿٥١﴾ وَّقَالُوْٓا اٰمَنَّا بِهٖ ۚ وَاَنّٰى
لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ ﴿٥٢﴾

৪৯. আপনি (আরো) বলুন, (দ্বীনে) হক এসে গিয়েছে, তাই (দ্বীনে) বাতিল (এখন) না কিছু করতে পারবে, না কিছু ধরতে পারবে।[১১৩৬] ৫০. আপনি (আরো) বলুন, আমি যদি (সরল পথ থেকে) বিচ্যুত হয়ে থাকি তাহলে তো নিজের উপর (ক্ষতির দায় নিয়ে)ই বিচ্যুত হয়েছি। আর যদি হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়ে থাকি তাহলে ঐ অহীর কল্যাণে যা আমার রব্ আমার প্রতি করেন। সত্যি তিনি পরম শ্রোতা, পরম ঘনিষ্ঠ/নিকটবর্তী।

৫১. আর (আয় পেয়ারে নবী!) যদি আপনি (ঐ দৃশ্য) দেখেন যখন তারা ভয়ার্ত হয়ে ছোটাছুটি করবে, আর পালাবার কোন পথ হবে না, আর খুব কাছের স্থান থেকেই তাদের ধরে ফেলা হবে, (তো আপনার জন্য ঐ দৃশ্য কেমন হবে!)

৫২. আর তখন তারা বলতে থাকবে, আমরা এই কোরআনের প্রতি ঈমান নিয়ে এসেছি! কিন্তু (এখন আখেরাতের) বহু দূরবর্তী স্থান থেকে তাদের জন্য (কোন কিছুর) নাগাল পাওয়া কিভাবে সম্ভব হবে!

وَّقَدْ كَفَرُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ ۚ وَيَقْذِفُوْنَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ ﴿٥٣﴾ وَحِيْلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُوْنَ كَمَا فُعِلَ
بِاَشْيَاعِهِمْ مِّنْ قَبْلُ ۗ اِنَّهُمْ كَانُوْا فِىْ شَكٍّ مُّرِيْبٍ ﴿٥٤﴾

৫৩. অথচ আগে (দুনিয়াতে) তো তারা তা প্রত্যাখ্যান করতেই থেকেছে! আর গায়বের বিষয়ে বহু দূর থেকে (ভিত্তিহীন কথাবার্তা) ছুঁড়তেই থেকেছে।

৫৪. আর তাদের মধ্যে এবং (ঈমান কবুল করার) যে আকাঙ্ক্ষা তারা করছে তার মধ্যে একটা আড়াল রাখা হবে যেমন পূর্বে রাখা হয়েছে তাদের 'সমপন্থীদের' ক্ষেত্রে। সত্যি তারা গুরুতর সন্দেহে নিপতিত ছিল।

[১১৩৬] অর্থাৎ বাতিলের শক্তি এমন খর্ব হয়েছে যে, হককে বিলুপ্ত করার ক্ষমতা চিরকালের জন্য হারিয়েছে, তাছাড়া আগে কখনো বাতিলের বিষয়ে হক হওয়ার ধারণা হলে হতেও পারত, কিন্তু এখন বাতিলের যত শক্তি হোক, হক হওয়ার ধারণা আর হবে না। (বিকল্প তরজমা, বাতিল না কিছু শুরু করতে পারে, না কিছু পুনরায় করতে পারে।)

سُورَةُ فاطر ٣٥؛ مكية؛ آياتها ٤٥ وركوعاتها ٥

৩৫-সূরা ফাতির, মাক্কী, আয়াত ৪৫, রুকূ ৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُولِيْٓ اَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ؕ يَزِيْدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَآءُ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝١ مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۚ وَمَا يُمْسِكْ ۙ فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْۢ
بَعْدِهٖ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝٢

(শুরু করছি) রাহমান রাহীম আল্লাহ্‌র নামে

১. সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌র যিনি আসমানসমস্ত ও যমীনের সৃজনকারী, যিনি ফিরেশতাদের বার্তাবাহকরূপে নিযুক্তকারী, যারা দু'দু'টি, তিনতিনটি ও চারচারটি ডানার অধিকারী। তিনি তাঁর সৃষ্টিতে যা ইচ্ছা, বৃদ্ধি করেন। আল্লাহ্ সবকিছুর উপর অবশ্যই পূর্ণ সক্ষম। ২. আল্লাহ্ মানুষের জন্য যে কোন নেয়ামত/রহমত খুলে দেন তো তা আটকে রাখার কোন শক্তি নেই। আর যা তিনি রোধ করেন, তো তাঁর (রোধ করার পর) তা প্রেরণের কেউ নেই। আর তিনিই মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাবান।

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ؕ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَاَنّٰى
تُؤْفَكُوْنَ ۝٣ وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۝٤ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ
حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۪ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ۝٥

৩. হে লোকসকল! তোমরা তোমাদের উপর বর্ষিত আল্লাহ্‌র নেয়ামত স্মরণ কর। আল্লাহ্ ছাড়া এমন কোন স্রষ্টা কি আছেন, যিনি তোমাদের রিযিক দেন আসমান ও যমীন থেকে! তিনি ছাড়া তো নেই কোন ইলাহ। তো বিপথগামী হয়ে তোমরা কোথায় কোথায় ঘুরে মরছ।[১১৩৭] ৪. আর (আয় পেয়ারে নবী!) যদি তারা (তাওহীদ ও রিসালাতের বিষয়ে) আপনাকে ঝুটলায় তাহলে (আপনার দুঃখিত হওয়ার কিছু নেই, কারণ) সুনিশ্চিত আপনার আগেও রাসূলানকে ঝুটলানো হয়েছে। আর সমস্ত বিষয় (শেষ-পর্যন্ত) আল্লাহ্‌রই দিকে ফেরানো হবে, (তখন আল্লাহ্ সবার সববিষয়ের পূর্ণ হিসাব নেবেন)। ৫. হে লোকেরা! আল্লাহ্‌র ওয়াদা অবশ্যই চিরসত্য। তাই দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদের কিছুতেই ধোকা দিতে না পারে। আর আল্লাহ্‌র বিষয়ে ধোকাবাজ (শয়তান) যেন কিছুতেই তোমাদের ধোকায় ফেলতে না পারে।

[১১৩৭] ভিন্ন তরজমা, তো কোথায় কোন্ বে-পথে তোমাদের ঘোরানো হচ্ছে!

إِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا ؕ إِنَّمَا يَدْعُوْا حِزْبَهٗ لِيَكُوْنُوْا مِنْ أَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ۝٦ اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۚ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّأَجْرٌ كَبِيْرٌ ۝٧

৬. সত্যি, শয়তান তোমাদের জন্য বড় দুশমন, তো তাকে দুশমনরূপেই গ্রহণ কর। সে তো তার দলকে ডাকতে থাকে শুধু এ জন্য যে, তারা যেন জাহান্নামের বাসিন্দা হয়। ৭. যারা কুফুরে ডুবে আছে তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। পক্ষান্তরে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমলে নিয়োজিত থেকেছে তাদের জন্য রয়েছে মাগফিরাত এবং বড় প্রতিদান।

(রুকূ. ২)

أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهٗ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ فَرَاٰهُ حَسَنًا ؕ فَإِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۖ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرٰتٍ ؕ إِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۝٨ وَاللّٰهُ الَّذِيْٓ أَرْسَلَ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَسُقْنٰهُ إِلٰى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ كَذٰلِكَ النُّشُوْرُ ۝٩

৮. তো আচ্ছা, যার জন্য তার মন্দ আমলকে শোভন করে তোলা হয়, যার ফলে বদ আমলকেই সে উত্তম ভাবতে শুরু করে (তো সে ও নেক মানুষ কি সমান হতে পারে!) তবে এটা সত্য যে, আল্লাহ্ (সরল পথ থেকে) বিচ্যুত করেন যাকে (তার ভিতরের কদর্যতার কারণে বিচ্যুত করার) ইচ্ছা করেন, আর যাকে (তার ভিতরের শুভ্রতার কারণে) ইচ্ছা করেন তাকে সরল পথের দিকে পরিচালিত করেন। তো (আয় পেয়ারে নবী! কাফিরীনের কুফুরের কারণে) তাদের উপর আপনার জান যেন দুঃখে দুঃখে শেষ না হয়ে যায়! যাকিছু তারা করছে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ অবশ্যই পূর্ণ জ্ঞাত। ৯. আর আল্লাহ তো তিনিই যিনি বায়ুপুঞ্জ প্রেরণ করেন, অনন্তর তা মেঘ ভাসিয়ে রাখে, তখন আমি তা হাঁকিয়ে নিয়ে যাই কোন শুষ্ক জনপদের দিকে, তারপর আমি বৃষ্টি দ্বারা ভূমিকে তার বিশুষ্কতার পর সজীব করে তুলি। এমনই হবে পুনরুত্থান।

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا ؕ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهٗ ؕ وَالَّذِيْنَ يَمْكُرُوْنَ السَّيِّاٰتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ؕ وَمَكْرُ أُولٰٓئِكَ هُوَ يَبُوْرُ ۝١٠ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا ؕ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثٰى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهٖ ؕ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖٓ إِلَّا فِيْ كِتٰبٍ ؕ إِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝١١

১০. যে (ব্যক্তি আখেরাতে) ইয্যত (হাছিল করতে) চায়, তো (তার কর্তব্য হল আল্লাহ্র কাছ থেকে ইয্যত হাছিল করা, কারণ) সর্বপ্রকার ইয্যত আল্লাহ্রই (একক) নিয়ন্ত্রণে। যাবতীয় উত্তম কথা তাঁরই অভিমুখে আরোহণ করে, আর নেক আমল তা উত্তোলন করে।[১১৩৮] আর (আপনার বিরুদ্ধে) যারা নিকৃষ্ট নিকৃষ্ট চক্রান্ত করে চলেছে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন আযাব; আর ওদের চক্রান্তই শেষপর্যন্ত

১১৩৮ উত্তম কথা দ্বারা কালিমা তাইয়েবা যেমন উদ্দেশ্য তেমনি আল্লাহ্ তা'আলার যাবতীয় যিকিরও উদ্দেশ্য। আর নেক আমল দ্বারা উদ্দেশ্য হল যাহেরী বাতেনী সমস্ত আমল। আরোহণ করার অর্থ কবূলিয়াত লাভ করা, আর নেক আমলের উত্তোলন করার অর্থ, কবূলিয়াতে সহায়ক হওয়া।

শেষ হয়ে যাবে। ১১. আর আল্লাহ্ তোমাদের (পরোক্ষভাবে) মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর (প্রত্যক্ষভাবে) নোতফা (ও শুক্রবিন্দু) থেকে, তারপর তিনি তোমাদের জোড়া জোড়া বানিয়েছেন। আর (মানব ও প্রাণীর) যে কোন নারী কোনকিছু বহন করে না এবং প্রসব করে না, তবে আল্লাহ্র ইলমের আওতায়। আর যে কোন বয়োবৃদ্ধকে আয়ু দান করা হয়, আর তার বয়স থেকে যাকিছু হ্রাস করা হয় তা (সবই) একটি কিতাবে (লাওহে মাহফূযে সংরক্ষিত রয়েছে), আল্লাহ্র জন্য তো তা খুব সহজ।

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرٰنِ ۚ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآئِغٌ شَرَابُهٗ وَهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ۭ وَمِنْ كُلٍّ تَاْكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْنَ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيْهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

১২. আর দু'টি জলভাগ সমান হয় না। এটি অতি মিষ্ট, সুপেয়; আর এটি নোনা, পান-অযোগ্য। তবে প্রতিটি (জলভাগ) থেকেই তোমরা (মাছের) তাজা গোশত আহার কর। আর আহরণ কর অলঙ্কার (মুক্তা) যা তোমরা (তোমাদের নারীরা) পর। আর জলযানকে (আয় মুখাতাব!) তুমি দেখ যে, তা জলভাগে জলের বুক চিরে চলাচল করে, যাতে তোমরা (জলপথে দূরের যাত্রা করে) আল্লাহ্র কিছু অনুগ্রহ তালাশ কর, আর যাতে শোকর আদায় কর।

يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ۙ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۚ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ۭ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۭ وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ ۝ اِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دُعَاۗءَكُمْ ۚ وَلَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ ۭ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ ۭ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيْرٍ ۝

১৩. তিনি রাতকে দিনের মধ্যে প্রবিষ্ট করেন, আর দিনকে রাতের মধ্যে প্রবিষ্ট করেন, আর সূর্য ও চাঁদকে তিনি (নিজের পূর্ণ) নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন। প্রতিটি এক নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত গতিশীল থাকছে। তোমাদের ঐ সত্তাই হলেন আল্লাহ্, তোমাদের রব্, তাঁরই জন্য (সবকিছুর) নিরঙ্কুশ মালিকানা। আর আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদের তোমরা ডাক তারা (কিন্তু) খেজুরদানার ছিলকার পরিমাণ কিছুরও মালিকানা রাখে না। ১৪. যদি তোমরা তাদের ডাকো (তাহলে) তারা তোমাদের ডাক শোনে না, আর যদিও বা শুনতো, তোমাদের অনুকূলে সাড়া দিতে পারতো না। আর কেয়ামতের দিন তারা তোমাদের শরীকানা অস্বীকার করবে। আর পূর্ণ বা-খবর যিনি তাঁর মত কেউ তোমাকে (আসল অবস্থা) অবহিত করতে পারবে না।[১১৩৯]

(রুকূ. ৩)

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَاۗءُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ۝ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ۝ وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ ۝ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۭ وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلٰى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَّلَوْ كَانَ ذَا

[১১৩৯] একটি বাগ্‌ধারা, অর্থাৎ যিনি সববিষয়ে অবগত তিনি ছাড়া কেউ তোমাকে সঠিক ও পূর্ণ জানকারি দিতে পারবে না। সুতরাং এমন সবজান্তার কাছ থেকেই শুধু জানকারি অর্জন করা কর্তব্য।

قُرْبٰى ؕ اِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ ؕ وَ مَنْ تَزَكّٰى فَاِنَّمَا يَتَزَكّٰى لِنَفْسِهٖ ؕ وَ اِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿١٨﴾

১৫. হে লোকসকল! তোমরাই হলে আল্লাহ্‌র দিকে অভাবী, আর আল্লাহ্‌ই হলেন সর্বনির্মুখাপেক্ষী, সর্বপ্রশংসার উপযুক্ত। ১৬. তিনি যদি চান, (তাহলে) পারেন তোমাদের বিলুপ্ত করতে এবং নতুন সৃষ্টি আনয়ন করতে। ১৭. আর আল্লাহ্‌র জন্য সেটা কিছুমাত্র কঠিন/দুরূহ নয়। ১৮. আর কোন বোঝা বহনকারী অন্যের (গোনাহের) বোঝা বহন করবে না। আর বোঝাভারাক্রান্ত কেউ যদি তার বোঝা বহন করার জন্য (কাউকে) ডাকে, তার পক্ষ হতে কোনকিছু বহন করা হবে না, যদিও *'ডাকিত'* ব্যক্তি তার নিকটাত্মীয় হয়। (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি তো শুধু তাদেরই সতর্ক করতে পারেন যারা গায়েবানা আপন রব্‌কে (তার আযাবকে) ভয় করে, আর ছালাত কায়েম করে। আর যে পবিত্রতা অর্জন করে তো সে নিজের (কল্যাণের) জন্যই (তা) অর্জন করে। আর আল্লাহ্‌রই অভিমুখে সবার গন্তব্য।

وَ مَا يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَ الْبَصِيْرُ ﴿١٩﴾ وَ لَا الظُّلُمٰتُ وَ لَا النُّوْرُ ﴿٢٠﴾ وَ لَا الظِّلُّ وَ لَا الْحَرُوْرُ ﴿٢١﴾ وَ مَا يَسْتَوِى الْاَحْيَآءُ وَ لَا الْاَمْوَاتُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُسْمِعُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَ مَآ اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِى الْقُبُوْرِ ﴿٢٢﴾ اِنْ اَنْتَ اِلَّا نَذِيْرٌ ﴿٢٣﴾

১৯. আর অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমান হতে পারে না– ২০. এবং না অন্ধকারসমস্ত ও আলো– ২১. এবং না ছায়া ও রোদ। ২২. আর না সমান হতে পারে জীবিতরা ও মৃতরা। আল্লাহ্‌ তো যাকে ইচ্ছা করেন শোনবার তাওফীক দান করেন। আর যারা কবরে রয়েছে, আপনি (যতই চেষ্টা করুন) তাদের শোনাতে পারবেন না। ২৩. (তবে আপনার তাতে অস্থির হওয়ার কিছু নেই। কারণ) আপনি তো শুধু একজন সতর্ককারী।

اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا ؕ وَ اِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ ﴿٢٤﴾ وَ اِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَ بِالزُّبُرِ وَ بِالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ اَخَذْتُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿٢٦﴾

২৪. (আয় পেয়ারে নবী!) আমি তো আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছি শুধু সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। আর (পিছনে) এমন কোন উম্মত ছিল না, যাদের মধ্যে বিগত হয়নি কোন সতর্ককারী। ২৫. আর তারা যদি আপনাকে ঝুটলিয়ে থাকে (তাহলে তাতে দুঃখিত হওয়ার কিছু নেই), কারণ তাদের আগে যারা বিগত হয়েছে তারাও ঝুটলিয়েছে। তাদের রাসূলান তাদের কাছে স্পষ্ট স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এবং কিছু ছোট কিতাব এবং আলোদানকারী বড় কিতাবসহ এসেছেন। ২৬. তারপর যারা অস্বীকার করেছে তাদের আমি পাকড়াও করেছি, তো কেমন ছিল আমার সাজা!

(রুকূ. ৪)

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ ثَمَرٰتٍ مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهَا ؕ وَ مِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌۢ بِيْضٌ وَّ حُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا وَ غَرَابِيْبُ سُوْدٌ ﴿٢٧﴾ وَ مِنَ النَّاسِ وَ الدَّوَآبِّ وَ الْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ كَذٰلِكَ ؕ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ ﴿٢٨﴾

২৭. (আয় মোখাতাব!) তুমি কি দেখোনি যে, আল্লাহ্‌ আসমান থেকে পানি/বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন,

অনন্তর তা দ্বারা আমি বিভিন্ন ফল বের করেছি/উদ্‌গত করেছি, যার রঙ বিভিন্নরকম। আর পাহাড়-পর্বতেও রয়েছে বিভিন্ন বর্ণের খণ্ড, সাদা ও লাল, আর কতিপয় গভীর কালো। ২৮. আর অনুরূপ, মানুষ, পশু ও গবাদিপশু থেকেও রয়েছে বিভিন্ন বর্ণের। আল্লাহ্‌কে তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে (যথাযথ) ভয় করে শুধু আলিমগণ[১১৪০]। সত্যি, আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল।

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾
لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٠﴾ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ
مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٣١﴾

২৯. যারা (আমলের সঙ্গে) আল্লাহ্‌র কিতাব (কোরআন) তিলাওয়াত করতে থাকে, আর ছালাত কায়েম করে, আর যাকিছু আমি তাদের দান করেছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে, তারাই এমন (সদাকল্যাণপূর্ণ) তিজারাতের/বাণিজ্যের আশা করতে পারে যা কিছুতেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।[১১৪১] ৩০. (কারণ এ সওদা খরীদ করেন স্বয়ং আল্লাহ্,) যাতে তাদেরকে তিনি তাদের প্রতিদান (সমস্ত আমলের প্রতিদান) পূর্ণরূপে দিতে পারেন, আর নিজের অনুগ্রহ হতে তাদের, অতিরিক্ত দিতে পারেন। তিনি তো (বান্দার প্রতি) পরম ক্ষমাশীল, (তার আমলের) অত্যন্ত কদরকারী। ৩১. আর (আয় পেয়ারে নবী!) আপনার প্রতি যে কিতাব আমি অহী করেছি তা অবশ্যই সত্য, যা তার আগের কিতাবগুলো সত্যায়নকারী। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের বিষয়ে অবশ্যই পূর্ণ বা-খবর, পূর্ণ অবলোকনকারী।

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ۖ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ ۖ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ
بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٣٢﴾ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ۖ وَلِبَاسُهُمْ
فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٣٣﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ۖ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٤﴾ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ
مِن فَضْلِهِ ۖ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿٣٥﴾

৩২. তারপর আমি (ঐ)কিতাবের ওয়ারিছ বানিয়েছি আমার বান্দাদের থেকে তাদেরকে, (বিভিন্ন সদগুণের কারণে) যাদের আমি নির্বাচন করেছি।[১১৪২] অনন্তর তাদের মধ্য হতে কিছু তো হয়েছে নিজের উপর যুলুমকারী, আর তাদের মধ্য হতে কিছু মধ্যম স্তরের; (আর) তাদের মধ্য হতে কিছু, আল্লাহ্‌র দেয়া তাওফীকে নেককর্মে সদা অগ্রসরমান। আর সেটাই অনেক বড় অনুগ্রহ। ৩৩. (অর্থাৎ) চিরস্থায়ী বসবাসের বাগবাগিচা, যাতে তারা প্রবেশ করবে। তাতে তাদের পরানো হবে স্বর্ণের কঙ্কণ এবং মুক্তার

[১১৪০] যারা আল্লাহ্‌র যাত ও ছিফাত এবং গুণ ও সত্তার পূর্ণ মারিফাত ও পরিচয় এবং নিগূঢ় অভিজ্ঞান ও অন্তর্জ্ঞান অর্জন করেছেন; তারা নয় যারা শুধু প্রকৃতি ও পদার্থের পরিচয় জানে, প্রকৃতি ও তার স্রষ্টা সম্পর্কে যারা নির্লিপ্ত। সমস্ত আহলে তাফসীর এর উপর একমত, জ্ঞানী ও অন্তর্জ্ঞানীর পরিবর্তে 'বিজ্ঞানী' শব্দটি এখানে সম্পূর্ণ ভ্রান্তিপূর্ণ।

[১১৪১] কারণ এই তিজারতের, এই সওদার খরিদদার মানুষ নয়, যারা কদর করে, আবার করে না। এর খরিদদার তো হলেন স্বয়ং আল্লাহ্ .....

[১১৪২] কোরআন সরাসরি নাযিল তো হয়েছে আখেরী নবীর উপর। তবে যাদের আল্লাহ্ আখেরী নবীর আখেরী উম্মত নির্বাচন করেছেন, কেয়ামত পর্যন্ত তাদেরকেই আল্লাহ্ এই কিতাবের ওয়ারিছ ও আমানতদার বানিয়েছেন। নবীর পক্ষ হতে তারাই হবে এই কিতাবের ধারক, বাহক ও প্রচারক ও ভাষ্যকার।

অলঙ্কার। আর সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশম। ৩৪. আর (সেখানে প্রবেশ করে) তারা বলবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদের থেকে 'হাযান' (ও দুশ্চিন্তা) দূর করেছেন। আমাদের রব্ তো পরম ক্ষমাশীল, অত্যন্ত কদরকারী। ৩৫. (তিনি ঐ মহান সত্তা) যিনি আপন অনুগ্রহে চিরস্থায়ী নিবাসে এনে আমাদের নামিয়েছেন। সেখানে আমাদের ছুঁয়ে যাবে না কোনরকম 'কষ্ট' এবং সেখানে আমাদের ছুঁয়ে যাবে না কোন প্রকার শ্রান্তি।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ۚ لَا يُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا ۭ كَذٰلِكَ نَجْزِيْ كُلَّ كَفُوْرٍ ۝ وَهُمْ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا ۚ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِيْ كُنَّا نَعْمَلُ ۭ اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاۗءَكُمُ النَّذِيْرُ ۭ فَذُوْقُوْا فَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ ۝

৩৬. পক্ষান্তরে যারা কুফুরে লিপ্ত হয়েছে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, না তাদের উপর চূড়ান্ত ফায়ছালা আরোপ করা হবে, যাতে (সেখানে) তারা মারাই যায়, আর না তাদের থেকে লাঘব করা হবে জাহান্নামের আযাব। এভাবেই সাজা দেবো প্রতিটি কুফুরমুখী (ও নাশুকরা) ব্যক্তিকে। ৩৭. অবস্থা হবে এই যে, তারা সেখানে ডাকচিৎকার করে বলবে, (ইয়া) রাব্বানা, আমাদের বের করে আনুন (এখানকার আযাব থেকে, তাহলে দুনিয়াতে গিয়ে আমরা) এমন নেক আমল করব, যা আমাদের আগের করা আমল থেকে (সম্পূর্ণ) ভিন্ন। (তখন কঠিনভাবে তাদের বলা হবে,) আচ্ছা, আমি কি এমন আয়ু তোমাদের দিইনি যার মধ্যে যে চিন্তাভাবনা করতে চায় সে চিন্তাভাবনা করতে পারে! তদুপরি তোমাদের কাছে সতর্ককারীও এসেছিলেন। তাই (এখন তোমরা আযাবের স্বাদ) আস্বাদন কর। কারণ যালিমীনের জন্য কোন সাহায্যকারী থাকবে না।

(রুকূ. ৫)

اِنَّ اللّٰهَ عٰلِمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝ هُوَ الَّذِيْ جَعَلَكُمْ خَلٰۗىِٕفَ فِي الْاَرْضِ ۭ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهٗ ۭ وَلَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اِلَّا مَقْتًا ۚ وَلَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ اِلَّا خَسَارًا ۝

৩৮. আল্লাহ্ তো সমস্ত আসমান ও যমীনের যাবতীয় গায়বের জ্ঞান রাখেন। অবশ্যই তিনি (সবার) বুকের সমস্ত গোপন কথা সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত। ৩৯. তিনিই ঐ মহান সত্তা যিনি ভূখণ্ডে তোমাদেরকে (পূর্ববর্তীদের) স্থলবর্তী বানিয়েছেন। তো (এখন) যে কুফুর করবে তার কুফুর তারই উপর বর্তাবে। আর কাফিরীনকে তাদের কুফুর তাদের রবের নিকট ক্রোধ ছাড়া আর কিছু বাড়াতে পারে না। আর কাফিরীনকে তাদের কুফুর (ক্ষতি ও) খাসারা ছাড়া আর কিছু বাড়াতে পারে না।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ شُرَكَاۗءَكُمُ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۭ اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ ۚ اَمْ اٰتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا فَهُمْ عَلٰي بَيِّنَتٍ مِّنْهُ ۚ بَلْ اِنْ يَّعِدُ الظّٰلِمُوْنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا اِلَّا غُرُوْرًا ۝ اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا ۚ وَلَىِٕنْ زَالَتَآ اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ۭ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ۝

৪০. (আয় পেয়ারে নবী! তাদের) আপনি বলুন, আচ্ছা বলো দেখি, তোমাদের (নির্ধারিত) শরীকান, যাদের তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে ডাকো, দেখাও দেখি, তারা যমীন থেকে কী সৃষ্টি করেছে! নাকি

আসমানসমস্তে তাদের কোন শরীকানা রয়েছে! নাকি তাদেরকে আমি কোন কিতাব দিয়ে রেখেছি, তাই তারা তাঁর পক্ষ হতে কোন সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর রয়েছে। আসলে, যালিমীন একে অন্যকে শুধু প্রতারণামূলক প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। ৪১. সত্য হল, আল্লাহ্ আসমানসমস্ত ও যমীন ধরে রেখেছেন, যাতে ঐ-দু'টি স্থানচ্যুত (না) হয়। আর যদি স্থানচ্যুত হয়ে যায়, (তাহলে) তাঁর পরে এমন কেউ নেই যে ঐ-দু'টি ধরে রাখতে পারে। সত্যি তিনি পরম সহনশীল, পরম ক্ষমাশীল।

وَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ لَّيَكُوْنُنَّ اَهْدٰى مِنْ اِحْدَى الْاُمَمِ ۚ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ مَّا
زَادَهُمْ اِلَّا نُفُوْرًا ۙ﴿۴۲﴾ اسْتِكْبَارًا فِي الْاَرْضِ وَ مَكْرَ السَّيِّئِ ؕ وَ لَا يَحِيْقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ اِلَّا بِاَهْلِهٖ ؕ فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا
سُنَّتَ الْاَوَّلِيْنَ ۚ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ۚ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَحْوِيْلًا ﴿۴۳﴾

৪২. আর (আগে) তারা আল্লাহ্র নামে অত্যন্ত জোরালো কসম করেছিল, যদি তাদের কাছে কোন সতর্ককারী আসেন (তাহলে) সত্যি সত্যি তারা অন্যান্য উম্মতের চেয়ে অধিক হিদায়াত কবূলকারী হবে। পরে যখন তাদের কাছে সতর্ককারী এলেন (তখন) তাঁর আগমন তাদের বীতশ্রদ্ধাই শুধু বাড়িয়ে দিল। ৪৩. (তাদের এ পরিণতি হয়েছিল) ভূখণ্ডে বড়াই করার কারণে, আর (নিকৃষ্ট থেকে) নিকৃষ্ট চক্রান্ত করার কারণে। আসলে নিকৃষ্ট চক্রান্ত কুচক্রীকেই শুধু ঘিরে ধরে। তো তারা কি (এখন) আদি লোকদের সঙ্গে অনুসৃত রীতিরই অপেক্ষা করছে! (যদি এমনই হয়) তাহলে (শুনে রাখ), আল্লাহ্র রীতি ও বিধানে তুমি কোন পরিবর্তন দেখতে পাবে না এবং আল্লাহ্র রীতি ও বিধানে তুমি কোন অবস্থান্তর দেখতে পাবে না।

اَوَ لَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ كَانُوْۤا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ؕ وَ مَا كَانَ اللّٰهُ
لِيُعْجِزَهٗ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَ لَا فِي الْاَرْضِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ عَلِيْمًا قَدِيْرًا ﴿۴۴﴾ وَ لَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا مَا
تَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَّ لٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِهٖ بَصِيْرًا ﴿۴۵﴾

৪৪. তো তারা কি ভূখণ্ডে বিচরণ করেনি, যাতে দেখতে পায়, কেমন ছিল ঐ-লোকদের পরিণাম যারা তাদের পূর্বে ছিল! আর শক্তিতে ওরা তো এদের চেয়ে ভীষণ ছিল। আর আল্লাহ্ এমন নন যে, আসমানসমস্তে ও যমীনে কোনকিছু তাকে অক্ষম করতে পারে। তিনি তো সর্বজ্ঞ, (সর্ববিষয়ে) নিরঙ্কুশ ক্ষমতাবান। ৪৫. বস্তুত যদি আল্লাহ্ লোকদেরকে তাদের কৃতকর্মের কারণে ধরতেই থাকতেন (তাহলে) ভূখণ্ডের উপর কোন প্রাণী বহাল রাখতেন না, তবে কিনা তিনি সবাইকে একটি নির্ধারিত মেয়াদ (কেয়ামত) পর্যন্ত বিলম্বিত করছেন। তো যখন তাদের নির্ধারিত মেয়াদ এসে যাবে (তখন আল্লাহ্ সহজেই তাদের পাকড়াও করবেন), কারণ আল্লাহ্ তো তাঁর বান্দাদের সবকিছু (পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের সঙ্গেই) দেখেন।

سُورَةُ يس ٣٦؛ مَكِية؛ آياتُها ٨٣ ورُكُوعاتُها ٥

৩৬-সূরা ইয়াসীন, মাক্কী, আয়াত ৮৩, রুকূ ৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰسٓ ۝١ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ۝٢ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝٣ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝٤ تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ۝٥ لِتُنْذِرَ
قَوْمًا مَّآ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ۝٦ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝٧ اِنَّا جَعَلْنَا فِيْٓ
اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا فَهِيَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ ۝٨

(শুরু করছি) রাহমান রাহীম আল্লাহ্‌র নামে

১.ইয়াসীন ২. মহাপ্রজ্ঞাপূর্ণ কোরআনের কসম! ৩. সত্যি সত্যি আপনি প্রেরিত রাসূলানের জামাতে শামিল– ৪. আছেন সম্পূর্ণ সরল পথের উপর। ৫. মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়ালুর পক্ষ হতে একে অবতারণ করা হচ্ছে– ৬. যাতে এমন কাউমকে আপনি সতর্ক করতে পারেন যাদের পূর্বপুরুষানকে (কখনো) সতর্ক করা হয়নি, তাই তারা উদাসীন রয়েছে। ৭. সুনিশ্চিত, তাদের অধিকাংশের বিষয়ে সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়ে গিয়েছে। সুতরাং (এখন আর) তারা মুমিন হতে পারে না। ৮. আমি তো (যেন) তাদের গলায় বেড়ি রেখেছি, আর তা চিবুক পর্যন্ত, ফলে তারা ঊর্ধ্বমুখী হয়ে আছে।[১১৪৩]

وَجَعَلْنَا مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ۝٩ وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ
اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝١٠ اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ ۚ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَّاَجْرٍ
كَرِيْمٍ ۝١١ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ ۗ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ فِيْٓ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ ۝١٢

৯. আর আমি তাদের সামনে এক অন্তরাল এবং তাদের পিছনে এক অন্তরাল স্থাপন করিয়ে দিয়েছি; তো (এভাবে সবদিক থেকে) তাদের আমি আচ্ছাদিত করে ফেলেছি। তাই তারা (কোনদিকে কোন -কিছু) দেখতে পাচ্ছে না। ১০. তো (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি তাদের সতর্ক করুন, বা সতর্ক না করুন,[১১৪৪] তাদের জন্য (তা) সমান। (কোন অবস্থাতেই) তারা ঈমান আনবে না। ১১. আপনি তো সতর্ক করতে পারেন শুধু তাকেই যে উপদেশ অনুসরণ করে, আর অদেখায় রাহমানকে ভয় করে। তো এমন বান্দাকে আপনি মাগফিরাত ও মর্যাদাপূর্ণ প্রতিদানের সুসংবাদ দিন। ১২. নিশ্চয় আমিই মৃতদের (পুনরায়) জীবিত করব; আর যাকিছু (আমল) তারা আগে পাঠায় এবং তাদের (ভালো ও মন্দ কর্মের যে) সমস্ত ছাপ (দুনিয়াতে তারা রেখে যায়, এগুলো সব) আমি লিখে রাখছি। আর প্রতিটি বিষয় এক সুস্পষ্ট কিতাবে আমি সংরক্ষণ করে রেখেছি।

[১১৪৩] এখানে রূপক অর্থে বলা হয়েছে, বন্ধনীর 'যেন' শব্দটি সেদিকেই ইঙ্গিত করছে। অর্থাৎ তারা একটু নীচের দিকে তাকিয়ে সঠিক পথ চিনে নেবে, সে উপায়ও তাদের নেই, যেন....

[১১৪৪] তরজমার ভাষায় لَمْ تُنْذِرْهُمْ এর বহুবচনীয় সর্বনাম উহ্য থাকাই সঙ্গত।

(রুকু. ২)

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا اَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ ۘ اِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ ﴿١٣﴾ اِذْ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ
فَقَالُوْٓا اِنَّآ اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ ﴿١٤﴾ قَالُوْا مَآ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۙ وَمَآ اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَيْءٍ ۙ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَكْذِبُوْنَ ﴿١٥﴾
قَالُوْا رَبُّنَا يَعْلَمُ اِنَّآ اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ ﴿١٦﴾ وَمَا عَلَيْنَآ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿١٧﴾

১৩. আর (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি এক জনপদবাসীকে তাদের জন্য উদাহরণরূপে পেশ করুন, যখন তাদের কাছে রাসূলান এসেছিলেন; ১৪. যখন তাদের অভিমুখে আমি দু'জনকে পাঠিয়েছি, আর তারা তাঁদের *'মিথ্যাবাদী'* বলে দিল[১১৪৫], তখন তৃতীয়জন দ্বারা আমি (তাদের) শক্তি যোগালাম, তখন তারা (আরো জোরালোভাবে) বললেন, সত্যি সত্যি আমরা তোমাদেরই অভিমুখে প্রেরিত। ১৫. তারা (জনপদের লোকেরা) বলল, তোমরা তো আমাদেরই মত মানুষ ছাড়া আর কিছু নও। আর রাহমান কোন কিছুই নাযিল করেননি। তোমরা তো শুধু মিথ্যাচার করছ। ১৬. (তখন সবটুকু জোর একত্র করে) তারা বললেন, আমাদের রব্ জানেন, সত্যি সত্যি আমরা তোমাদেরই কাছে প্রেরিত। ১৭. আর শুধু সুস্পষ্ট(রূপে বার্তা) পৌঁছে দেয়াই তো আমাদের উপর দায়িত্ব।

قَالُوْٓا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۚ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٨﴾ قَالُوْا طَآئِرُكُمْ مَّعَكُمْ ۭ اَئِنْ
ذُكِّرْتُمْ ۭ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ﴿١٩﴾ وَجَآءَ مِنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى قَالَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٢٠﴾ اتَّبِعُوْا
مَنْ لَّا يَسْـَٔلُكُمْ اَجْرًا وَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٢١﴾

১৮. তারা বলল, তোমাদের দ্বারা তো আমরা অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করছি। (তো) যদি তোমরা কোন -ভাবে নিবৃত্ত না হও তাহলে সত্যি সত্যি তোমাদের আমরা পাথর মারবো, আর আমাদের পক্ষ হতে যন্ত্রণাদায়ক আযাব তোমাদের ছুঁয়ে যাবে। ১৯. তারা (প্রেরিত তিন রাসূল তাদের উদ্দেশ্যে) বললেন, তোমাদের অশুভতা তো তোমাদেরই সঙ্গে রয়েছে। (আচ্ছা, অন্তত এইটুকু বলে দাও,) তোমাদেরকে কি উপদেশ দেয়া হয়েছে! আসলে তো তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়, (তোমাদের কাছে তাই আর কী সদুত্তর আশা করা যায়!) ২০. আর শহরের দূরতম অঞ্চল থেকে (উত্তম চরিত্রের) এক লোক দ্রুত এসে বললেন, আয় মেরে কাউম, তোমরা প্রেরিতদের অনুসরণ কর– ২১. তোমাদের কাছে যারা কোন প্রতিদান চায় না, আর যারা হিদায়াতপ্রাপ্ত, তাদের অনুসরণ কর!

وَمَا لِيَ لَآ اَعْبُدُ الَّذِيْ فَطَرَنِيْ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٢٢﴾ ءَاَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً اِنْ يُّرِدْنِ الرَّحْمٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّيْ
شَفَاعَتُهُمْ شَيْـًٔا وَّلَا يُنْقِذُوْنِ ﴿٢٣﴾ اِنِّيْٓ اِذًا لَّفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٤﴾ اِنِّيْٓ اٰمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُوْنِ ﴿٢٥﴾ قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ۭ
قَالَ يٰلَيْتَ قَوْمِيْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٦﴾ بِمَا غَفَرَ لِيْ رَبِّيْ وَجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ ﴿٢٧﴾

২২. আচ্ছা, আমার হল কী যে, আমি তাঁর ইবাদত করছি না, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, অথচ

[১১৪৫] তখন তারা তাদের তাকযীব করল/তাদেরকে ঝুটলালো।

তাঁরই দিকে তোমাদের ফেরানো হবে! ২৩. আমি কি তাঁকে ছেড়ে এমন কিছু ইলাহ গ্রহণ করব, যাদের সুফারিশ আমার কোন কাজে আসবে না, আর যারা আমাকে উদ্ধারও করতে পারবে না; যদি *'রহমান'* আমার কোন ক্ষতি করতে চান! ২৪. (যদি এমন করি) তাহলে তো তখন সত্যি সত্যি আমি সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে পড়ে যাব! ২৫. আমি তো তোমাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছি, সুতরাং তোমরা শোন।[১১৪৬] ২৬. (শেষপর্যন্ত জনপদবাসী তাকে কতল করে ফেলল, আর আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে) তাকে বলা হল, তুমি জান্নাতে দাখেল হও (দুখূলের খোশখবর কবূল কর)।[১১৪৭] (আর বরযখ-জগতেই তাকে জান্নাতের কিছু নেয়ামত দেয়া হল তখন দরদী মানুষটির আবার মনে পড়ল তাঁর কাউমের কথা, তখন আক্ষেপ করে) তিনি বললেন, হায়, যদি আমার কাউম জানত– ২৭. আমার রব কীভাবে আমাকে মাফ করেছেন, আর আমাকে মর্যাদাবানদের মধ্যে শামিল করেছেন! (তাহলে হয়ত তারা ঈমান আনত!)

وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى قَوْمِهٖ مِنْۢ بَعْدِهٖ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِيْنَ ۝ اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ خٰمِدُوْنَ ۝
يٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ۚ مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝ اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ
اَنَّهُمْ اِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ۝ وَاِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ۝

২৮. ঐ (শহীদ) লোকটির পরে আমি তার কাউমের উপর আসমান থেকে কোন বাহিনী নামাইনি, আর নামানোর আমার কোন প্রয়োজনও ছিল না। ২৯. একটা বিকট আওয়ায ছাড়া আর কিছু তো ছিল না, হঠাৎ তারা একদম (যেন) 'নিভে' গেল! ৩০. হায় আফসোস কিছু বান্দার প্রতি, যখনই তাদের কাছে কোন রাসূল এসেছেন তারা তাঁকে নিয়ে *হাসিতামাশা* করত। ৩১. আচ্ছা, তারা কি দেখেনি, তাদের আগে কত কাউম আমি বরবাদ করেছি এভাবে যে, তারা তাদের কাছে আর ফিরে আসবে না! ৩২. আর যত লোক আছে তাদের সবাইকে একত্র করে অবশ্যই আমার সামনে হাযির করা হবে।

(রুকূ. ৩)

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ ۚ اَحْيَيْنٰهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ ۝ وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ
وَّفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ ۝ لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ ۙ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ ۭ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ۝ سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ
كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

৩৩. আর তাদের জন্য (আমাকে জানার) একটি নিদর্শন হল, মৃত (শুষ্ক) ভূমি, তাকে আমি জীবন (সজীবতা) দান করি, আর তা থেকে শস্যদানা বের করি, আর তা থেকে তারা আহার করে। ৩৪. আর ঐ ভূমিতে আমি বাগবাগিচা সাজাই খেজুর ও আঙুরের, আর তাতে উৎসারিত করি বহু ঝরণা, ৩৫. যাতে তারা তার ফল থেকে আহার করতে পারে, আর তা তো তারা নিজেদের হাতে তৈরী

[১১৪৬] সুতরাং আমার কথা/উপদেশ তোমরা শোনো!

[১১৪৭] জান্নাতে প্রবেশ কর (প্রবেশের সুসংবাদ গ্রহণ কর)।

করেনি! তো তবু কি তারা শোকর আদায় করবে না! ৩৬. ঐ সত্তা চিরপবিত্র যিনি সমস্ত জোড়া সৃষ্টি করেছেন, ভূমি যা উৎপন্ন করে তা থেকেও, আর তাদের নিজেদের মধ্য হতেও, আর যা তারা (এখনো) জানে না, তা থেকেও।[১১৪৮]

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ ۖ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَ ۙ﴿۳۷﴾ وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۭ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ
الْعَلِيْمِ ﴿۳۸﴾ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ﴿۳۹﴾ لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِيْ لَهَآ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا
الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۭ وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ﴿۴۰﴾

৩৭. আর তাদের জন্য (আমাকে জানার) আরেক নিদর্শন হল, রাত, যা থেকে আমি দিনের আবরণ /আলো সরিয়ে ফেলি, তখন হঠাৎ তারা আঁধারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। ৩৮. আর সূর্য, (নিরন্তর) চলছে তার জন্য নির্ধারিত এক গন্তব্যের দিকে। সেটা তো স্থিরীকৃত (ব্যবস্থাপনা) মহাপরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ সত্তার! ৩৯. আর চাঁদের জন্য আমি (সুপরিমিতরূপে) নির্ধারণ করে দিয়েছি বিভিন্ন মানযিল/চলনপথ, এমনকি (একসময় সেগুলো অতিক্রম করে) তা পুরোনো খেজুরডালের মত (সরু হয়ে) ফিরে আসে। ৪০. না সূর্যের জন্য সঙ্গত চাঁদকে ধরে ফেলা, আর না রাত পারে দিনকে অতিক্রম করতে। আর প্রত্যেকেই একটি (নির্ধারিত) আকাশ-সীমানায় সন্তরণশীল।[১১৪৯]

وَاٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ﴿۴۱﴾ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهٖ مَا يَرْكَبُوْنَ ﴿۴۲﴾ وَاِنْ نَّشَاْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا
صَرِيْخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُوْنَ ﴿۴۳﴾ اِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ﴿۴۴﴾ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّقُوْا مَا بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَ
مَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿۴۵﴾ وَمَا تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ﴿۴۶﴾

৪১. আর তাদের জন্য (আমাকে জানার) আরেকটি নিদর্শন এই যে, আমরা তাদের (যুবক) সন্তান -সন্ততিকে পণ্যবোঝাই জলযানে আরোহণ করিয়েছি।[১১৫০] ৪২. আর তাদের জন্য আমি জলযানের মতই আরো কিছু (বাহন) সৃষ্টি করেছি, যাতে তারা (স্থলে) আরোহণ করে। ৪৩. তো আমি যদি চাই তাদের ডুবিয়ে ফেলতে পারি, তখন না তাদের (চিৎকার শোনার) জন্য কোন উৎকর্ণ মানুষ থাকবে, আর না তাদের উদ্ধার করা হবে ৪৪. তবে (যাকিছু হয়) আমার পক্ষ হতে রহমতের কারণেই (হয়), আর একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত (জীবনের আনন্দ) ভোগ করার জন্য। ৪৫. আর যখন তাদের বলা হয়, তোমরা বাঁচতে চেষ্টা কর ঐ আযাব হতে যা তোমাদের সামনে রয়েছে এবং যা তোমাদের পিছনে রয়েছে।[১১৫১] যাতে তোমরা রহমকৃত হও। ৪৬. আর (কাফিরীনের অবস্থা হল,) যখনই তাদের রবের নিশান থেকে কোন না কোন নিশান তাদের কাছে আসে তখনই তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

[১১৪৮] বিকল্প তরজমা, সুবহান ঐ মহান সত্তার, ভূমি থেকে উৎপন্ন প্রতিটি জিনিস যিনি জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকেও এবং যা তারা (এখনো) জানে না সেগুলোকেও (জোড়া জোড়া সৃষ্টি করবেন)।

[১১৪৯] যেহেতু পদার্থ ও বস্তুর বিষয় সেহেতু 'প্রতিটি' হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু এখানে আবদিয়াত ও আদেশপালনের বিষয়টি প্রধান, তাই বলা হয়েছে 'প্রত্যেকে', আয়াতের يَسْبَحُوْن তা নির্দেশ করছে।

[১১৫০] আরবসমাজে সাধারণত যুবসম্প্রদায়ই বাণিজ্যের জন্য সমুদ্রযাত্রা করত, তাই এভাবে বলা হয়েছে।

[১১৫১] ভবিষ্যৎ গোনাহর আযাব এবং অতীত গোনাহর আযাব। তো প্রথমটা থেকে বাঁচার উপায় হল গোনাহ না করা, আর দ্বিতীয়টা থেকে বাঁচার উপায় হল তাওবা। (আল্লাহ্ই ভালো জানেন, আরো কিছু অর্থও হতে পারে।)

وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ۙ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنُطْعِمُ مَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ اَطْعَمَهٗۤ ۖ اِنْ
اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۴۷﴾ وَ يَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۴۸﴾ مَا يَنْظُرُوْنَ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً
تَاْخُذُهُمْ وَ هُمْ يَخِصِّمُوْنَ ﴿۴۹﴾ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ تَوْصِيَةً وَّ لَاۤ اِلٰۤى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿۵۰﴾

৪৭. আর যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ্ তোমাদের যাকিছু রিযিক দান করেছেন তা থেকে তোমরা (আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য) খরচ কর। (আস্পর্ধা দেখো, তখন,) যারা কুফুর করেছে তারা আহলে ঈমানকে বলে, আমরা তাদের খাওয়াবো, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে নিজেই যাদের খাওয়াতে পারেন! (আয় আছহাবে মুহম্মদ!) তোমরা তো সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে পড়ে আছো। ৪৮. আর তারা বলে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে বলো তো, আযাবের এ ওয়াদা কবে (সত্য) হবে! ৪৯. আসলে তারা এক বিকট আওয়াযেরই অপেক্ষায় আছে, যা তাদের ধরে ফেলবে, তারা তুমুল তর্কে লিপ্ত থাকা অবস্থার মধ্যেই। ৫০. তখন তারা না কোন অছিয়ত করার সুযোগ পাবে, আর না আপন পরিবারপরিজনের কাছে ফিরতে পারবে।

(রুকূ. ৪)

وَ نُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَاِذَا هُمْ مِّنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ ﴿۵۱﴾ قَالُوْا يٰوَيْلَنَا مَنْۢ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا ۜ هٰذَا مَا وَعَدَ
الرَّحْمٰنُ وَ صَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ ﴿۵۲﴾ اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ﴿۵۳﴾ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ
نَفْسٌ شَيْـًٔا وَّ لَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۵۴﴾

৫১. আর (কেমন হবে ঐ দৃশ্যটি যখন দ্বিতীয়বার) শিঙায় ফুঁক দেয়া হবে, আর অমনি তারা কবর থেকে বের হয়ে আপন রবের দিকে ধাবিত হবে! ৫২. (আর পরিস্থিতির ভয়াবহতা দেখে) তারা বলতে থাকবে, হায় দুর্ভোগ আমাদের! কে উত্থিত করল আমাদেরকে আমাদের 'শয়নস্থল' থেকে![১১৫২] (তখন তাদের বলা হবে,) এ তো ঐ বিষয় যার ওয়াদা রহমান করেছিলেন, আর রাসূলান সত্য সত্য পৌঁছে দিয়েছিলেন। ৫৩. তা তো এক বিকট আওয়ায ছাড়া কিছু নয়, আর অমনি তাদের সবাইকে আমার সামনে হাযির করা হবে। ৫৪. তো আজ কোন প্রাণকে সামান্য পরিমাণও যুলুম করা হবে না। আর যাকিছু তোমরা করতে তার বাইরে কোন প্রতিফল তোমাদের দেয়া হবে না।

اِنَّ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِيْ شُغُلٍ فٰكِهُوْنَ ﴿۵۵﴾ هُمْ وَ اَزْوَاجُهُمْ فِيْ ظِلٰلٍ عَلَى الْاَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔوْنَ ﴿۵۶﴾ لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ
وَّ لَهُمْ مَّا يَدَّعُوْنَ ﴿۵۷﴾ سَلٰمٌ ۫ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ﴿۵۸﴾ وَ امْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ ﴿۵۹﴾

৫৫. পক্ষান্তরে আছহাবে জান্নাত সেদিন সত্যি (আনন্দদায়ক) ব্যস্ততায় প্রফুল্ল থাকবে। ৫৬. তারা এবং

[১১৫২] কোরআনের শব্দ হল مَرْقَدٌ যার বাংলা প্রতিশব্দ হল শয়নস্থল, এখানে উদ্দেশ্য হল কবর, পৃথিবীর জীবনের শয়নকক্ষের সঙ্গে দূর থেকে হলেও কবরের সাদৃশ্য রয়েছে। তাই হযরত থানবী রহ.সহ কেউ কেউ কবর তরজমা করেছেন। তবে কথা হল, কাফিরীনের কবর তো হবে জাহান্নামের গর্ত, তাই তরজমা হতে পারে, হায়, কে আমাদের তুলে আনলো আমাদের গর্ত থেকে/অগ্নিগর্ত থেকে।

তাদের স্ত্রীরা নিবিড় ছায়ার মধ্যে আরামদায়ক আসনে/আরামকেদারায় হেলান দিয়ে থাকবে।[১১৫৩] ৫৭. তাদের জন্য সেখানে থাকবে সর্বপ্রকার ফল এবং তাদের জন্য থাকবে যাকিছুর ফরমায়েশ তারা করবে। ৫৮. রাব্বে রাহীমের পক্ষ হতে (তাদের) বলা হবে, সালাম (ও শান্তিবচন)।[১১৫৪] ৫৯. (আর কাফিরীনকে বলা হবে,) আয় মুজরিমীন![১১৫৫] (দুনিয়াতে তো নেককারদের সঙ্গেই মিলে ছিলে), আজ তোমরা (তাদের থেকে) আলাদা হয়ে যাও!

اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٦٠﴾ وَّاَنِ اعْبُدُوْنِيْ ۭ هٰذَا صِرَاطٌ
مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيْرًا ۭ اَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٢﴾ هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ﴿٦٣﴾
اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬০. কেন আয় বনী আদম! আমি কি (ওহীর মাধ্যমে) গুরুত্ব দিয়ে তোমাদের বলিনি যে, শয়তানের পূজা /উপাসনা কর না, সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু/খোলা দুশমন!- ৬১. আর তোমরা আমার ইবাদত কর। এ-ই হল সরল পথ। ৬২. আর সুনিশ্চিত, শয়তান তোমাদের থেকে এক বড় দলকে পথচ্যুত করেছিল, তবু কি তোমরা (আকল দ্বারা) অনুধাবন করতে না! ৬৩. এ তো জাহান্নাম, যার হুঁশিয়ারি তোমাদের দেয়া হতো। ৬৪. আজ তাতে ঝলসে মরো, তোমাদের অব্যাহত কুফুরের প্রতিদানরূপে।

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰٓى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٦٥﴾ وَلَوْ نَشَاۗءُ لَطَمَسْنَا عَلٰٓى
اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاَنّٰى يُبْصِرُوْنَ ﴿٦٦﴾ وَلَوْ نَشَاۗءُ لَمَسَخْنٰهُمْ عَلٰي مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوْا مُضِيًّا وَّلَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٦٧﴾

৬৫. আজকের দিনে আমি তাদের মুখে 'তালা'/মোহর লাগিয়ে দেব, তখন তাদের হাত আমার সঙ্গে কথা বলবে, আর তাদের পা সাক্ষি দেবে, (ঐ বিষয়ে) যা তারা কামাই করত। ৬৬. আর যদি আমি চাই তাহলে (দুনিয়াতেই) তাদের চোখ মুছে দিতে পারি, তখন তারা পথ খুঁজে মরবে, কিন্তু (কোথাও তারা কিছু) দেখবে কীভাবে! ৬৭. আর যদি চাই তাহলে স্বস্থানেই তাদের এমন বিকৃত (পর্যায়ের পঙ্গু) করতে পারি যে, না তারা সামনে যেতে পারবে, আর না পিছনে ফিরতে পারবে।

[১১৫৩] এখানে একটি আলোচনার লোভ সম্বরণ করা গেল না। কোরআনের শব্দ হল ظِلَال যা ظِلٌّ এর বহুবচন, অর্থ ছায়া। তো বহুবচন হিসাবে তরজমা হতে পারে ছায়াসমূহে/বিভিন্ন ছায়ায়। হযরত হাকীমুল উম্মত রহ. এটা করেছেন। কিন্তু দেখতে হবে, এখানে উদ্দেশ্য কী! সম্ভবত বহুত্ব বা বৈচিত্র্য বোঝানো উদ্দেশ্য নয়, বরং সম্ভবত উদ্দেশ্য হচ্ছে ছায়ার গুণগত প্রাচুর্য বোঝান। সে হিসাবে হযরত তাক্বী উছমানী তরজমা করেছেন ঘন ছায়ায়। কেউ করেছেন নিবিড় ছায়ায়, বা সুশীতল ছায়ায়, মনোরম ছায়ায়।

[১১৫৪] হাদীছের বর্ণনায় স্বয়ং আল্লাহ্ বলবেন اَلسَّلَامُ عَلَيْكُم يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ (আয় আহলে জান্নাত! তোমাদের প্রতি শান্তি)।

[১১৫৫] কোরআনি লফযের আবহ রক্ষা করে এভাবে তরজমা করা হয়েছে, বাংলা প্রতিশব্দ হতে পারে, হে অপরাধীরা! উর্দূভাষার সৌভাগ্য, তারা স্বচ্ছন্দে তরজমা করছেন اے مجرمو! কেউ তাদের ভুলেও জিজ্ঞাসা করছে না, হযরত, এর উর্দূ কী? আমি যখন লিখি, আয় মুজরিমীন! তখন গরীবের দিকে প্রশ্ন ছুটে আসে, মিয়াঁ মুজরিমের বাংলা কী! কবে আমরা আছ্থার সঙ্গে বলতে পারব, মুজরিমের বাংলা মুজরিম, যেমন আদালতের বাংলা আদালত। মামলা ও মুকদ্দমার বাংলা মামলা ও মুকদ্দমা।

(রুকূ. ৫)

وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ ۖ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٨﴾ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ
مُّبِينٌ ﴿٦٩﴾ لِّيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧٠﴾

৬৮. আর (আমার কুদরতের জন্য এ তো কিছুই না, দুনিয়াতেই উদাহরণ দেখো না!) যাকে আমি দীর্ঘায়ু দান করি, সৃষ্টিগতভাবে তাকে উল্টো দিকে (থুত্থুরে অবস্থার দিকে) নিয়ে যাই। তবু কি তারা (আকল দিয়ে তা) অনুধাবন করবে না। ৬৯. আর তাঁকে (আখেরী নবীকে) আমি কবিতা শিক্ষা দেইনি, আর তাঁর জন্য তা সঙ্গতও না। এ-তো শুধু এক উপদেশবাণী এবং এমন কোরআন যা (সত্যকে) সুস্পষ্টকারী। ৭০. (এটা এসেছে) তাকে সতর্ক করার জন্য যার মধ্যে প্রাণ আছে, (যার অন্তর জীবন্ত,) আর যাতে (কোরআনকে না মানার কারণে) কাফিরীনের উপর আযাবের ফায়ছালা চূড়ান্ত হয়ে যায়।

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴿٧١﴾ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا
يَأْكُلُونَ ﴿٧٢﴾ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ ﴿٧٤﴾
لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُونَ ﴿٧٥﴾

৭১. আচ্ছা, তারা কি দেখেনি যে, আমি তাদের জন্য সৃষ্টি করেছি, যা আমার হাত (ও কুদরত) সম্পন্ন করেছে– বিভিন্ন চতুষ্পদ জন্তু; তো এখন তারা তার মালিক! ৭২. আর আমি তা তাদের বশীভূত করেছি, ফলে তা থেকে কিছু তাদের বাহন, আর তা থেকে (কিছু) তারা আহার করে। ৭৩. আর তাদের জন্য তাতে রয়েছে বহু উপকার এবং প্রচুর পানীয়। তবু কি তারা শোকর করবে না! ৭৪. আর তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে বিভিন্ন ইলাহ গ্রহণ করেছে এ আশায় যে, (ইলাহদের পক্ষ হতে) তাদের সাহায্য করা হবে। ৭৫. তারা তো তাদের সাহায্য করার সক্ষমতা রাখে না, বরং তারা তো তাদের বিপক্ষবাহিনী হয়ে যাবে, যাদেরকে (কেয়ামতের দিন তাদের সামনে) উপস্থিত করা হবে।

فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٦﴾ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ
مُّبِينٌ ﴿٧٧﴾ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۖ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ
مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِّنْهُ تُوقِدُونَ ﴿٨٠﴾

৭৬. তো (আয় পেয়ারে নবী!) তাদের (বেয়াড়া) কথা যেন আপনাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না করে। তারা যা গোপন করছে, আর যা প্রকাশ করছে, সবই তো আমি জানি। ৭৭. আচ্ছা, মানুষ কি চিন্তা করেনি যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি একটি নোতফা/শুক্রবিন্দু থেকে, আর হঠাৎ এখন সে (আমারই) প্রকাশ্য প্রতিপক্ষ![১১৫৬] ৭৮. আর আমার সম্পর্কে সে উপমা গড়েছে, অথচ ভুলে গিয়েছে নিজের সৃষ্টি-অবস্থা! সে (নাকি) বলেছে, জীর্ণ গুঁড়ো হয়ে যাওয়া অস্থিগুলোকে (দ্বিতীয় বার) কে জীবিত করবে? ৭৯. (আয় পেয়ারে নবী! তাকে) আপনি বলুন, (কেন!) সেগুলোকে তিনিই (দ্বিতীয়বার) জীবিত করবেন যিনি

[১১৫৬] হঠাৎ সে (আমারই সঙ্গে/আমারই বিষয়ে) সুস্পষ্ট বিতণ্ডায় লিপ্ত।

সেগুলো প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন! তিনি তো প্রত্যেক সৃষ্টি সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত। ৮০. (তিনি তো ঐ মহান সত্তা) যিনি সবুজ বৃক্ষ থেকে তোমাদের জন্য আগুন সৃষ্টি করেছেন, যা থেকে আচমকা তোমরা অগ্নি প্রজ্বলন কর।[১১৫৭]

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى أَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ۚ بَلٰى ۙ وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ﴿٨١﴾ إِنَّمَآ أَمْرُهٗٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٨٢﴾ فَسُبْحٰنَ الَّذِي بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٨٣﴾

৮১. আচ্ছা, যিনি আসমানসমস্ত ও যমীন সৃষ্টি করেছেন তিনি কি সক্ষম নন (পুনরায়) তাদের নমুনা সৃষ্টি করতে! অবশ্যই, আর তিনি তো মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞানী। ৮২. তাঁর বিষয় তো শুধু এই যে, তিনি যখন কোনকিছুর ইচ্ছা করেন তখন তার উদ্দেশ্যে শুধু বলেন, হও, আর তা হয়ে যায়! ৮৩. তো চিরপবিত্রতা ঐ মহান সত্তার যার হাতে (নিয়ন্ত্রণে) রয়েছে সবকিছুর নিরঙ্কুশ মালিকানা। আর তাঁরই দিকে তোমাদের ফেরানো হবে।

سُورَةُ الصّٰفّٰت ٣٧؛ مَكِية؛ آياتُها ١٨٢ وركُوعاتُها ٥

৩৭-সূরা ছাফ্‌ফাত, মাক্কী, আয়াত ১৮২, রুকূ ৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ﴿١﴾ فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ﴿٢﴾ فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ﴿٣﴾ إِنَّ إِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ﴿٤﴾ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ﴿٥﴾ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ إِلْكَوَاكِبِ ﴿٦﴾ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ﴿٧﴾ لَا يَسَّمَّعُوْنَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ﴿٨﴾ دُحُوْرًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ﴿٩﴾ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴿١٠﴾

(শুরু করছি) রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে

১. শপথ তাদের যারা (আদেশ শোনার জন্য) সুশৃঙ্খলভাবে সারিবদ্ধ[১১৫৮]– ২. অনন্তর তাদের যারা (ঊর্ধ্বজগতের 'প্রবেশনিষেধ' এলাকায় ঢোকার পথে শয়তানদের) প্রবলভাবে বাধাদানকারী– ৩. অনন্তর তাদের যারা যিকিরের নিরন্তর *'জপকারী'*– ৪. অতিঅবশ্যই তোমাদের ইলাহ্ এক। ৫. তিনি আকাশ-মণ্ডল ও পৃথিবী এবং তাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর নিয়ন্তা, এবং (সমস্ত নক্ষত্রের) সকল উদয়স্থলের নিয়ন্তা। ৬. আমি তো দুনিয়ার আসমানকে/নিকটতম আসমানকে শোভিত করেছি গ্রহতারাদের শোভা দ্বারা। ৭. এবং (এগুলোকে) প্রত্যেক দুষ্ট শয়তান থেকে সুরক্ষার মাধ্যম (বানিয়েছি)। ৮. (তাই) তারা *সর্ব-ঊর্ধ্বজগতের* দিকে কান পাততে পারে না। আর (কান পাতলেই) সবদিক থেকে তাদের (উপর অগ্নিগোলা) নিক্ষেপ করা হয়। ৯. তাদের কঠিনভাবে বিতাড়ন করা হয়। আর (আখেরাতে) তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী আযাব। ১০. (কান পাততে পারে না,) তবে যে 'দুষ্ট' (ঊর্ধ্বজাগতিক কোন বার্তা

[১১৫৭] তখনকার আরবে এর নমুনা ছিল। মরুভূমির যাত্রীদের তা খুব কাজে আসত। এখনো ঐ বৃক্ষ পাওয়া যায়, যদিও সেই প্রয়োজনীয়তা আর নেই, তবে এখনো তা আল্লাহ্‌র কুদরতের একই রকম নমুনা।

[১১৫৮] এখানে তিন অবস্থায় আল্লাহ্‌র ইবাদতে নিয়োজিত তিন ফিরেশতাসমাজের শপথ করা হয়েছে।

লক্ষ্য করে) আচমকা ছোঁ মারে, তখন তাকে ধাওয়া করে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড।

فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَّنْ خَلَقْنَا ۚ إِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّنْ طِينٍ لَّازِبٍ ﴿١١﴾ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ﴿١٢﴾ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ ﴿١٣﴾ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَّسْتَسْخِرُونَ ﴿١٤﴾

১১. তো তাদেরকে (আহলে শিরক ও আহলে কুফুরকে) জিজ্ঞাসা কর, সৃষ্টিগত দিক থেকে তারা বেশী কঠিন, না (অন্যান্য মখলূক) যাদের আমি সৃষ্টি করেছি। আমি তো তাদের সৃষ্টি করেছি আঠালো কাদামটি হতে![১১৫৯] ১২. বরং আপনি তো (আয় পেয়ারে নবী! তাদের কুফুরমূলক আচরণে উচ্চারণে) অবাক হচ্ছেন, ওদিকে তারা (আপনার রিসালাত নিয়ে) করছে উপহাস! ১৩. আর যখন (বিভিন্ন কথা স্মরণ করিয়ে) তাদের উপদেশ দেয়া হয় তখন তারা (কিছুই) স্মরণ করতে চায় না। ১৪. আর যখন তারা (কুদরতের) কোন নিশান দেখে, (তখন) আড়ম্বরের সঙ্গে/সাড়ম্বর উপহাস করে,–

وَقَالُوا إِنْ هٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿١٦﴾ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴿١٧﴾ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ﴿١٨﴾ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ﴿١٩﴾ وَقَالُوا يٰوَيْلَنَا هٰذَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿٢٠﴾ هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢١﴾

১৫. আর বলে, এ তো খোলা জাদু ছাড়া কিছু না! ১৬. এ কেমন কথা! যখন আমরা মারা যাব, আর মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হব, তখন কি আমরা পুনরুত্থিত হব,– ১৭. এমনকি আমাদের আদি পূর্বপুরুষানও! ১৮. (আয় পেয়ারে নবী! তাদের) আপনি বলুন, হাঁ, (অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে,) আর (তখন) তোমরা লাঞ্ছিতও হবে। ১৯. আসলে তা তো একটা মাত্র বিকট আওয়ায, অমনি তারা (ভয়ঙ্কর সব দৃশ্য) দেখতে থাকবে। ২০. আর তারা বলবে, হায়, আমাদের দুর্ভোগ! এ তো দেখি সাক্ষাৎ হিসাবের দিন! ২১. (হাঁ,) এটাই ফায়ছালার দিন, যাকে তোমরা ঝুটলাতে।

(রুকূ. ২)

اُحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٢٢﴾ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَاهْدُوهُمْ إِلٰى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴿٢٣﴾ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَّسْئُولُونَ ﴿٢٤﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ﴿٢٥﴾ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴿٢٦﴾

২২. (ঐ-দিন ফিরেশতাদের বলা হবে,) জড়ো কর তাদের যারা যুলুম করেছে এবং তাদের দোসরদের, আর ঐ-উপাস্যদেরও যাদের তারা উপাসনা করত– ২৩. আল্লাহ্‌র পরিবর্তে, অনন্তর দেখাও তাদের জাহান্নামের পথ। ২৪. আচ্ছা, তাদের একটু থামাও, একটু জিজ্ঞাসা করা হবে তাদের- [১১৬০] ২৫. কী হল তোমাদের, পরস্পর সাহায্য করছা না! ২৬. বরং আজ তারা মাথা নত করে থাকবে।

[১১৫৯] তো মহাজগত ও মহাজাগতিক বস্তুসমুদয় যখন আমি অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনতে পেরেছি, তাহলে আঠালো কাদামাটির তৈরী মানুষকে মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা এমন কী কঠিন কাজ হল! সুবহান তেরা শোকর, শুধু পুনরুত্থানের একটা বিষয় যেন মানুষ বুঝতে পারে, সে জন্য কতভাবে, কত উদাহরণযোগে বয়ানের পর বয়ান! কত রাহমান, কত মেহেরবান তিনি!

[১১৬০] থামাও, তাদের কাছে কিছু জিজ্ঞাসা আছে।

وَ اَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ ﴿۲۷﴾ قَالُوْٓا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَاْتُوْنَنَا عَنِ الْيَمِيْنِ ﴿۲۸﴾ قَالُوْا بَلْ لَّمْ تَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿۲۹﴾
وَ مَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ ۚ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طٰغِيْنَ ﴿۳۰﴾ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا ۫ اِنَّا لَذَآئِقُوْنَ ﴿۳۱﴾ فَاَغْوَيْنٰكُمْ
اِنَّا كُنَّا غٰوِيْنَ ﴿۳۲﴾ فَاِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِى الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ﴿۳۳﴾

২৭. আর তাদের কতিপয় কতিপয়ের মুখোমুখি হবে, আর পরস্পর জিজ্ঞাসা করবে।[১১৬১] ২৮. তারা (অনুগামীরা নেতাদের) বলবে, তোমরা তো আমাদের কাছে আসতে বেশ শক্তির দম্ভ নিয়ে। (আর ঈমান আনতে আমাদের বাধা দিতে।)[১১৬২] ২৯. তারা বলবে, (না,) বরং তোমরাই মুমিন হওয়ার মত ছিলে না। ৩০. বস্তুত তোমাদের উপর তো আমাদের কোন ক্ষমতা ছিল না, বরং তোমরা নিজেরাই ছিলে এক অবাধ্য জনগোষ্ঠী। ৩১. ফলে আমাদের উপর আমাদের রবের *'সিদ্ধান্তবচন'* অনিবার্য হয়ে পড়েছে যে, শেষপর্যন্ত আমরা (শাস্তি) আস্বাদনকারী। ৩২. দেখো, আমরা তোমাদের ভ্রষ্ট করেছি, ঠিক, তবে আমরা নিজেরাও ছিলাম ভ্রষ্ট। (কিন্তু তোমরা আমাদের কথায় নষ্ট হতে গেলে কেন?) ৩৩. মোটকথা, শাস্তির বিষয়ে সেদিন তারা পরস্পর শরীক হবে।

اِنَّا كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ﴿۳۴﴾ اِنَّهُمْ كَانُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ۙ يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿۳۵﴾ وَ يَقُوْلُوْنَ اَئِنَّا لَتَارِكُوْٓا
اٰلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُوْنٍ ﴿۳۶﴾ بَلْ جَآءَ بِالْحَقِّ وَ صَدَّقَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۳۷﴾ اِنَّكُمْ لَذَآئِقُوا الْعَذَابِ الْاَلِيْمِ ﴿۳۸﴾ وَ مَا تُجْزَوْنَ
اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۳۹﴾

৩৪. মুজরিমীনের/অপরাধীদের সঙ্গে আমরা এমন/ঐরকম আচরণই করে থাকি। ৩৫. তারা তো, যখন তাদের বলা হতো, 'আল্লাহ্ ছাড়া নেই কোন ইলাহ্' তখন তারা দম্ভ প্রকাশ করত, ৩৬. আর বলত, আমরা কি আমাদের ইলাহদের ছেড়ে দেব এক উন্মাদ কবির কথায়! ৩৭. (তখন তাদের বলা হবে/হত, না, তোমরা যা বলছ, তিনি তা নন), তিনি বরং সত্য নিয়ে এসেছেন, আর রাসূলানকে সত্যায়ন করেছেন। ৩৮. (এখন) সত্যি সত্যি তোমরা যন্ত্রণাদায়ক আযাব আস্বাদন করবে। ৩৯. আর (দুনিয়াতে) যাকিছু তোমরা করতে, তারই প্রতিদান তোমাদের দেয়া হবে।

اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿۴۰﴾ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُوْمٌ ﴿۴۱﴾ فَوَاكِهُ ۚ وَ هُمْ مُّكْرَمُوْنَ ﴿۴۲﴾ فِىْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿۴۳﴾ عَلٰى سُرُرٍ
مُّتَقٰبِلِيْنَ ﴿۴۴﴾ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ﴿۴۵﴾ بَيْضَآءَ لَذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ ﴿۴۶﴾ لَا فِيْهَا غَوْلٌ وَّ لَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ ﴿۴۷﴾

[১১৬১] শির্ক ও কুফুরের যারা নেতা ও হোতা, আর যারা তাদের দোসর ও অনুগামী তারা মুখোমুখি হবে এবং সওয়াল-জওয়াব করবে।

[১১৬২] আয়াতের শব্দ হল عَنِ الْيَمِيْنِ 'ইয়ামীন' এর একটি অর্থ হল ডানহাত, যা শক্তির প্রতীক, এ হিসাবেই উপরের তরজমা করা হয়েছে। ইয়ামীনের আরেকটি অর্থ হল কসম ও শপথ, তাতে অর্থ হয়, 'তোমরা তো জোরালো শপথ নিয়ে আমাদের কাছে আসতে যে, আমাদের কথাই ঠিক, আমাদের অনুসরণেই তোমাদের কল্যাণ। এত জোরালো কসমের কারণেই তো আমরা তোমাদের কথায় পড়ে গিয়েছিলাম, তো এখন কোথায় তোমাদের সেই কসমের সত্যতা!

وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ عِيْنٌ ﴿٤٨﴾ كَاَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُوْنٌ ﴿٤٩﴾

৪০. তবে আল্লাহ্‌র মুখলিছ (ও নিবেদিতপ্রাণ) বান্দারা, ৪১. ওরা, তাদেরই জন্য থাকবে সুনির্ধারিত রিযিক/আপ্যায়ন- ৪২. বিভিন্নরকম ফল, আর তারা হবে মর্যাদাপ্রাপ্ত। ৪৩. (তারা থাকবে) নেয়ামতভরা বাগবাগিচায়। ৪৪. (আর তারা থাকবে) আরামদায়ক আসনে সামনাসামনি।[১১৬৩] ৪৫. (আর) ঘুরে ঘুরে তাদের পরিবেশন করা হবে সুরাপাত্র, (যা ভরা হবে) শরাবের ঝর্ণা থেকে। ৪৬. (যে সুরা দেখতে মনে হবে) শ্বেতবর্ণ, পানকারীদের জন্য (হবে) ভিন্ন স্বাদের। ৪৭. তাতে না থাকবে মস্তকদোলা, আর না তাতে তারা বুদ্ধি-আচ্ছন্ন হবে। ৪৮. আর থাকবে তাদের সান্নিধ্যে (লাজনম্র ও) অবনত দৃষ্টির ডাগর ডাগর চোখের হূরদল[১১৬৪]। ৪৯. যেন তারা (তাদের নিষ্কলুস সত্তা ধূলোবালি হতে) সুরক্ষিত ডিম্ব।[১১৬৫]

فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ ﴿٥٠﴾ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ اِنِّيْ كَانَ لِيْ قَرِيْنٌ ﴿٥١﴾ يَّقُوْلُ اَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِيْنَ ﴿٥٢﴾ ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَدِيْنُوْنَ ﴿٥٣﴾ قَالَ هَلْ اَنْتُمْ مُّطَّلِعُوْنَ ﴿٥٤﴾ فَاطَّلَعَ فَرَاٰهُ فِيْ سَوَآءِ الْجَحِيْمِ ﴿٥٥﴾

৫০. তারপর তারা একে অন্যের অভিমুখী হয়ে বিভিন্ন (বিনোদনমূলক কথা ও) প্রশ্নবিনিময় করবে।[১১৬৬] ৫১. তাদের মধ্য হতে এক *'আলাপী'* বলবে, আমার ছিল এক *'পরিচিত'*- ৫২. (আমাকে ঠেস দিয়ে) বলত, সত্যি সত্যি কি তুমি (আখেরাতের জীবন) সত্যায়নকারীদের একজন![১১৬৭] ৫৩. আচ্ছা, যখন আমরা মারা যাব এবং মৃত্তিকা ও অস্থি হয়ে যাব, আসলেই কি তখন (পুনরুত্থিত করে) আমাদেরকে (কৃতকর্মের) প্রতিফল দেয়া হবে![১১৬৮] ৫৪. ঐ জান্নাতী (তার সঙ্গে আলাপরতদের) বলবে, তোমরা কি (আমার ঐ পরিচিতকে) উঁকি দিয়ে দেখতে চাও? ৫৫. তখন সে (নিজেই) উঁকি দেবে, অনন্তর জাহান্নামের মাঝখানে তাকে দেখতে পাবে।

قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ كِدْتَّ لَتُرْدِيْنِ ﴿٥٦﴾ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّيْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ﴿٥٧﴾ اَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِيْنَ ﴿٥٨﴾ اِلَّا مَوْتَتَنَا الْاُوْلٰى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ﴿٥٩﴾ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٦٠﴾ لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعٰمِلُوْنَ ﴿٦١﴾ اَذٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ ﴿٦٢﴾ اِنَّا جَعَلْنٰهَا فِتْنَةً لِّلظّٰلِمِيْنَ ﴿٦٣﴾

[১১৬৩] ৪২,৪৩ ও ৪৪ এই তিন আয়াতের তরজমা একসঙ্গে করা যায়, যেমন, 'বিভিন্ন প্রকার ফল, আর নেয়ামতে ভরা বাগবাগিচায় বড় মর্যাদার সঙ্গে উঁচু উঁচু আসনে তারা সামনাসামনি বসা থাকবে (বড় আনন্দঘন পরিবেশে)। ৪৫ নং আয়াতের ভিন্ন তরজমা, (আর) স্বচ্ছ সুরাপাত্র নিয়ে (গেলমানকে) তাদের চারপাশে প্রদক্ষিণ করানো হবে- পরবর্তী আয়াতে لَا فِيهَا غَوْلٌ তাতে না থাকবে মাথাঘুরানি, আর না মাতলামি।

[১১৬৪] 'হূরদল'-এর পরিবর্তে বলা যায়, 'হূরানে জান্নাত'।

[১১৬৫] নিষ্কলুষ নারীসত্তা বোঝানোর জন্য এটি আরবের অতিপ্রিয় উপমা।

[১১৬৬] অভিমুখী হয়ে বিভিন্ন (বচনে ও) প্রশ্নে সৌজন্যবিনিময়/আনন্দবিনিময় করবে।

[১১৬৭] ভিন্ন তরজমা, যাতে উসলূব ও শৈলীর জোরালোতা প্রকাশ পায়- আসলেই কি তুমি (পরকালের) সত্যায়ন কর!/আসলেই কি তুমি (পরকালে) বিশ্বাসী!

[১১৬৮] ভিন্ন তরজমা, আচ্ছা, যখন আমরা মৃত্যুতে 'অস্থি-মৃত্তিকা' হয়ে যাব, আসলেই কি তখন (পুনরুত্থিত হয়ে) বিচারপ্রাপ্ত/প্রতিফলপ্রাপ্ত হব!

৫৬. আর (তাকে উদ্দেশ্য করে) বলবে, আল্লাহ্‌র যথাযোগ্য কসম, তুমি তো আমাকে বরবাদ করেই ছেড়েছিলে! ৫৭. যদি আমার রবের অনুগ্রহ না হতো তাহলে আমিও তো ধরপাকড়কৃতদের থেকে হতাম। ৫৮. (তারপর আনন্দের আতিশয্যে সহজান্নাতীদের সে বলবে,) আচ্ছা, আমরা কি আর মরছি না, ৫৯. আমাদের প্রথম মৃত্যুটি ছাড়া, (আমাদের কি আর কোন মৃত্যু হবে না! আর আমাদের কি কোন আযাব দেয়া হবে না! ৬০. বস্তুত এটাই হচ্ছে বিরাট কামিয়াবি! ৬১. আর এমন কামিয়াবির জন্যই আমলকারীরা যেন আমল করতে থাকে। ৬২. আচ্ছা, আপ্যায়ন হিসাবে কি সেটা উত্তম না, যাক্কুম বৃক্ষ! ৬৩. যাক্কুমবৃক্ষকে (দেখছি) যালিমীনের জন্য আমি পরীক্ষার বিষয় বানিয়ে ফেলেছি! (তাই তারা এটা উপহাসের বিষয় বানিয়েছে। কিন্তু শোন,)

إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ﴿٦٤﴾ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ ﴿٦٥﴾ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿٦٦﴾
ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ ﴿٦٧﴾ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ ﴿٦٨﴾ إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ ﴿٦٩﴾ فَهُمْ
عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ ﴿٧٠﴾

৬৪. তা তো জাহান্নামের গোড়া থেকে বের হওয়া বৃক্ষ, ৬৫. যার মোচা যেন শয়তানের/সাপের মাথা! ৬৬. সত্যি সত্যি তারা তা থেকে খাবে, অনন্তর তা দ্বারা (নিজেদের) পেট ভরবে। ৬৭. তারপর যাক্কুম দ্বারা উদরপূর্তির পর তাদের জন্য বরাদ্দ হবে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ।[১১৬৯] ৬৮. তারপর তাদের ফেরা হবে জাহান্নামেরই নির্ধারিত স্থানে। ৬৯. আপন পূর্বপুরুষানকে তো তারা ভ্রান্তির উপরই পেয়েছিল, ৭০. তবু তারা তাদেরই কদমে কদমে ধাবিত হয়েছে।

وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٧١﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ ﴿٧٢﴾ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ﴿٧٣﴾
إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿٧٤﴾

৭১. আর সুনিশ্চিত, তাদের আগে আদিলোকদের অধিকাংশই ভ্রষ্টতার শিকার হয়েছে। ৭২. অথচ সত্য হল, তাদের মাঝেও আমি সতর্ককারীদের পাঠিয়েছি! ৭৩. তো দেখো, কেমন ছিল তাদের পরিণতি, যাদের সতর্ক করা হয়েছিল! ৭৪. তবে আল্লাহ্‌র খালেছ বান্দারা (নিরাপদে ছিল)।

(রুকূ. ৩)

وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ﴿٧٥﴾ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ﴿٧٧﴾ وَ
تَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿٧٨﴾ سَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ ﴿٧٩﴾ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨١﴾
ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ ﴿٨٢﴾

৭৫. আর সুনিশ্চিত, নূহ (কাফিরীনের হাতে বিপর্যস্ত হয়ে সাহায্যের জন্য) আমাকে ডেকেছিলেন! তো (আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম) আমি কত না উত্তম সাড়াদানকারী! ৭৬. আর তাঁকে ও তাঁর

[১১৬৯] আয়াতের عَلَيْهَا অংশের সম্প্রসারিত তরজমা হল, 'তারপর যাক্কুম দ্বারা উদরপূর্তির পর'।

পরিবারকে আমি বিরাট যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার করেছিলাম। ৭৭. আর তাঁর বংশধরকেই আমি বাকি রেখেছি (দুনিয়াতে)[১১৭০]। ৭৮. আর পরবর্তীদের মধ্যে তাঁর বিষয়ে আমি (এ প্রচলনই) রেখে দিলাম যে, (তারা যেন বলে)– ৭৯. দুনিয়া-জাহানে সবার মাঝে নূহের উপর যেন সালাম (শান্তি) হয়। ৮০. নেককারদের ওভাবেই আমি প্রতিদান দিয়ে থাকি। ৮১. তিনি তো ছিলেন আমার মুমিন বান্দাদের থেকে গণ্য।[১১৭১] ৮২. তারপর অন্যদের (যারা নূহের দাওয়াত মানেনি/কবুল করেনি) ডুবিয়ে মেরেছি।

وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ ﴿٨٣﴾ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٤﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿٨٥﴾ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ
تُرِيدُونَ ﴿٨٦﴾ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨٧﴾ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ﴿٨٨﴾ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴿٨٩﴾ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿٩٠﴾ فَرَاغَ إِلَىٰ
آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٩١﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ﴿٩٢﴾ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ﴿٩٣﴾

৮৩. আর তাঁর দলভুক্তদের মধ্যে অতি অবশ্যই ইবরাহীম ছিলেন। ৮৪. (ঐ সময়টি স্মরণযোগ্য) যখন আপন রবের কাছে তিনি পরিচ্ছন্ন হৃদয় নিয়ে এলেন, ৮৫. যখন তিনি তাঁর পিতাকে এবং তাঁর কাউমকে বললেন, তোমরা কিসের ইবাদত কর? ৮৬. তোমরা কি আল্লাহ্‌র পরিবর্তে মনগড়া ইলাহদের চাও? ৮৭. তাহলে যিনি সমস্ত জাহানের রব্ তাঁর সম্পর্কে তোমাদের কী ধারণা? ৮৮. তো (পরবর্তী সময়ের ঘটনাপ্রসঙ্গে) তিনি নক্ষত্ররাজির দিকে একটু তাকালেন, ৮৯. আর বললেন, আমি তো অসুস্থ![১১৭২] ৯০. তখন তারা তাঁকে ছেড়ে চলে গেলো। ৯১. তখন তিনি তাদের উপাস্যদের দিকে তেড়ে গেলেন, আর (গযবের স্বরে) বললেন, তোমরা কি খাবেদাবে না! ৯২. তোমাদের হল কী, রা করছ না যে! ৯৩. (উপাস্যদের তো রা নেই!) তখন তিনি ডানহাতের (লাগাতার) আঘাতে তাদের উপর হামলে পড়লেন।

فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ ﴿٩٤﴾ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ﴿٩٥﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ
فِي الْجَحِيمِ ﴿٩٧﴾ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴿٩٨﴾ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿٩٩﴾ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ
الصَّالِحِينَ ﴿١٠٠﴾ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴿١٠١﴾

৯৪. তো লোকেরা (মূর্তিদের করুণদশা থেকে ঘটনা আঁচ করতে পেরে) ক্রোধান্ধ অবস্থায় তাঁর কাছে ছুটে এলো। ৯৫. (এবং বাদানুবাদ হল, তখন সুযোগ বুঝে) তিনি বললেন, তোমরা কি ঐ মূর্তিরই পূজা কর যা নিজেদেরই হাতে *'চেঁছেছুলে'* গড়ে তোলো! ৯৬. অথচ আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন তোমাদের, আর তোমরা যা বানাও সেগুলোও। ৯৭. (যুক্তিতে নাজেহাল হয়ে) তারা বলল, বানাও ইবরাহীমের

[১১৭০] কিশতীর অন্যদের নসল আর আগে বাড়েনি।

[১১৭১] তিনি তো ছিলেন আমার মুমিন বান্দাদের মধ্যে শামিল/ তিনি তো ছিলেন আমার প্রকৃত মুমিন বান্দা।

[১১৭২] কোন উৎসব ছিল, আর তারা তাকে উৎসবে নিয়ে যেতে চাচ্ছিলো, কিন্তু তিনি চাচ্ছিলেন নির্জনতার সুযোগে উপাস্য মূর্তিগুলোর সঙ্গে 'বোঝাপড়া' করতে। তিনি তো তারকারাজির দিকে এমনিই তাকিয়েছিলেন, কিন্তু তারা গণকতায় এতই অন্ধবিশ্বাসী ছিল যে, ধরে নিলো, ইবরাহীম আসলেই অসুস্থ, নইলে আর যাই হোক তারকারাজির দিকে তাকিয়ে একথা বলতেন না।
কথা অসত্য ছিল না, হয়ত অসুস্থই ছিলেন, তাছাড়া কাউমের ভ্রষ্টাচারের কারণে তাঁর মানসিক অশান্তি ছিলই।

জন্য একটা '*আতশখানা*'। অনন্তর তাকে নিক্ষেপ কর দাউ দাউ আগুনে। ৯৮. তো তাঁর বিষয়ে তারা কুমতলব আঁটার খায়েশ করেছিল, কিন্তু তাদেরই আমি সবচে' হেয় করলাম। ৯৯. আর তিনি বললেন, আমি আমার রবের উদ্দেশ্যে গেলাম, তিনিই আমাকে পথ দেখাবেন। ১০০. (ইয়া) রাব্বি! আপনি আমাকে, '*নেককারদের জামাতে শামিল হবে*', এমন এক পুত্র দান করুন। ১০১. তো আমি তাঁকে এক সহনশীল বালকের সুসংবাদ দিলাম।

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يٰبُنَيَّ اِنِّيْٓ اَرٰى فِي الْمَنَامِ اَنِّيْٓ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ۭ قَالَ يٰٓاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۡ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَاۗءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ۝ فَلَمَّآ اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ ۝ وَنَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰٓاِبْرٰهِيْمُ ۝ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ۚ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ۝ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰۗؤُا الْمُبِيْنُ ۝ وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ ۝

১০২. তো ঐ-পুত্র যখন তাঁর সঙ্গে চলাফেরা করার বয়সে উপনীত হলেন তখন তিনি বললেন, আয় মেরা বেটা, আমি তো খাবে দেখি যে, তোমাকে যবেহ করছি! এখন চিন্তা করে বলো, তুমি কী মনে কর? তিনি বললেন, আয় আব্বাজান, যা আপনাকে আদেশ করা হচ্ছে, আপনি তাই করুন, আল্লাহ্ চাহে তো অবশ্যই আমাকে আপনি ছবরকারীদের থেকে পাবেন[১১৭৩]। ১০৩. তো (সে বড় অপূর্ব দৃশ্য ছিল) যখন তারা দু'জন (আল্লাহ্‌র হুকুমের সামনে) আত্মসমর্পণ করলেন, আর তিনি তাঁকে কপালের দিক থেকে (কাত করে) শোয়ালেন। ১০৪. আর (যখন তিনি ছুরি চালাতে 'উদযোগী' হলেন তখন) আমি তাঁকে ডাক দিলাম যে, আয় ইবরাহীম, ১০৫. নিশ্চিত, আপনি স্বপ্ন সত্য করে দেখিয়েছেন। এভাবেই আমি নেককারদের প্রতিদান দিয়ে থাকি। ১০৬. সত্যি সত্যি এটা খুবই স্পষ্ট পরীক্ষা ছিল। ১০৭. আর আমি এক মহান যাবীহা ফিদয়া দিয়ে তাকে বাঁচালাম।

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِيْنَ ۝ سَلٰمٌ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ۝ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ۝ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ وَبَشَّرْنٰهُ بِاِسْحٰقَ نَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝ وَبٰرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلٰٓى اِسْحٰقَ ۭ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَّظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ مُبِيْنٌ ۝

১০৮. আর (তাঁর) পরবর্তীদের মধ্যে তাঁর বিষয়ে আমি (এ প্রচলনই) রেখে দিলাম যে, ১০৯. (তারা যেন বলে), ইবরাহীমের উপর হোক সালাম ও শান্তি। ১১০. এভাবেই নেককারদের আমি প্রতিদান দিয়ে থাকি। ১১১. তিনি আমার মুমিন বান্দাদের থেকেই ছিলেন[১১৭৪]। ১১২. আর সুসংবাদ দিলাম আমি তাঁকে ইসহাকের বিষয়ে যে, তিনি নেককারদের মধ্য হতে একজন নবী হবেন[১১৭৫]। ১১৩. আমি তাঁর উপর এবং ইসহাকের উপর বরকত নাযিল করলাম। আর উভয়ের আওলাদ থেকে কিছু তো নেককার, আর কিছু নিজের উপর প্রকাশ্য যুলুমকারী।

(রুকূ. ৪)

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلٰي مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ۝ وَنَجَّيْنٰهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ۝ وَنَصَرْنٰهُمْ فَكَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ ۝

১১৭৩ অবশ্যই আপনি আমাকে পূর্ণ ছাবির (ও ধৈর্যশীল) পাবেন/পূর্ণ ধৈর্যশীল পাবেন।

১১৭৪ দেখুন টীকা ১১৫০

১১৭৫ ভিন্ন তরজমা, আর আমি তাঁকে ইসহাকের বিষয়ে খোশখবর দিলাম যে, তিনি হবেন নবী, অত্যন্ত নেককার।

وَاٰتَيْنٰهُمَا الْكِتٰبَ الْمُسْتَبِيْنَ ﴿١١٧﴾ وَهَدَيْنٰهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿١١٨﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْاٰخِرِيْنَ ﴿١١٩﴾ سَلٰمٌ عَلٰى مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ﴿١٢٠﴾ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٢١﴾ اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٢٢﴾

১১৪. আর সুনিশ্চিত, মূসা ও হারূনের উপর আমি অনুগ্রহ করেছি, ১১৫. আর তাঁদের দু'জনকে এবং তাঁদের কাউমকে বিরাট দুর্ভোগ থেকে উদ্ধার করেছি। ১১৬. আর আমি তাঁদের সাহায্য করেছি, তাই তাঁরাই হয়েছেন প্রবল। ১১৭. আর (ফিরআউন-ডুবির পর) তাঁদের দু'জনকে আমি স্পষ্টতায় সমুজ্জাসিত কিতাব দান করলাম। ১১৮. আর দু'জনকে আমি সহজ-সরল পথ দেখালাম। ১১৯. আর (তাঁদের) পরবর্তীদের মধ্যে তাঁদের দু'জনের উপর (এ প্রথার/এ কথার প্রচলন) রেখে দিলাম যে, ১২০. (যেন সবাই বলে), মূসা ও হারূনের উপর সালাম ও শান্তি। ১২১. এভাবেই নেককারদের আমি প্রতিদান দিয়ে থাকি। ১২২. নিঃসন্দেহে তারা দু'জন আমার মুমিন বান্দাদের মধ্যে শামিল।

وَاِنَّ اِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٢٣﴾ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٢٤﴾ اَتَدْعُوْنَ بَعْلًا وَّتَذَرُوْنَ اَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ ﴿١٢٥﴾ اللّٰهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٢٦﴾ فَكَذَّبُوْهُ فَاِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ ﴿١٢٧﴾ اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿١٢٨﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِيْنَ ﴿١٢٩﴾ سَلٰمٌ عَلٰٓى اِلْ يَاسِيْنَ ﴿١٣٠﴾ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٣١﴾ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٣٢﴾

১২৩. আর ইলয়াস অতি অবশ্যই প্রেরিত রাসূলান থেকে গণ্য, ১২৪. (ঐসময়টি স্মরণযোগ্য) যখন আপন কাউমকে তিনি বললেন, তোমরা কি তাক্বওয়া অবলম্বন করবে না![১১৭৬] ১২৫. তোমরা কি بَعْل প্রতীমার পূজা কর, আর পরিত্যাগ কর সর্বোত্তম স্রষ্টাকে, ১২৬. আল্লাহ্‌কে, যিনি তোমাদের রব এবং তোমাদের আদিপূর্বপুরুষানের রব্। ১২৭. অনন্তর ইলয়াসকে তারা ঝুটলালো, তাই (শাস্তির জন্য) সত্যি সত্যি তাদের হাযির করা হবে। ১২৮. তবে আল্লাহ্‌র খালেছ বান্দাগণ (নিরাপদ থাকবেন)। ১২৯. আর পরবর্তীদের মধ্যে ইলয়াসের উপর আমি (এ প্রচলন) রেখে দিলাম যে, ১৩০. (সবাই যেন বলে), ইলয়াসীনের উপর সালাম ও শান্তি হোক![১১৭৭] ১৩১. এভাবেই আমি প্রতিদান দিয়ে থাকি পূণ্যবানদের। ১৩২. তিনি তো আমার মুমিন বান্দাদের মধ্যে শামিল।

وَاِنَّ لُوْطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٣٣﴾ اِذْ نَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٣٤﴾ اِلَّا عَجُوْزًا فِي الْغٰبِرِيْنَ ﴿١٣٥﴾ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِيْنَ ﴿١٣٦﴾ وَاِنَّكُمْ لَتَمُرُّوْنَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِيْنَ ﴿١٣٧﴾ وَبِالَّيْلِ ۭ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿١٣٨﴾

১৩৩. আর লূত অতি অবশ্যই প্রেরিত রাসূলানের মধ্যে শামিল, ১৩৪. যখন তাঁকে এবং তাঁর সমস্ত পরিবার-পরিজনকে আমি (আযাব থেকে) উদ্ধার করলাম, ১৩৫. এক বৃদ্ধাকে ছাড়া, (চিন্তা ও বিশ্বাসে) যে পিছনের লোকদের মধ্যে শামিল ছিল। ১৩৬. তারপর অন্যদের ধ্বংস করে দিলাম। ১৩৭. আর

[১১৭৬] তোমরা কি (আল্লাহ্‌কে) ভয় করবে না!

[১১৭৭] ইলয়াস ও ইলয়াসীন একই নামের ভাষাগত দু'টি রূপ। এখানে আয়াতশেষের সুরছন্দ রক্ষার জন্য ইলয়াসের পরিবর্তে ইলয়াসীন আনা হয়েছে, যা নিঃসন্দেহে কোরআনের বালাগাতী মু'জিযা বা আলঙ্কারিক অলৌকিকত্ব।

(আয় আহলে মক্কা!) দেখ,[১১৭৮] তোমরা তো তাদের (জনপদের) উপর দিয়ে পার হও, কখনো ভোরযাপন করা অবস্থায়,– ১৩৮. কখনো রাতের বেলা। তবু কি তোমাদের আকলে ধরে না![১১৭৯]

(রুকূ. ৫)

وَاِنَّ يُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝ اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ۝ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ ۝ فَالْتَقَمَهُ الْحُوْتُ وَهُوَ مُلِيْمٌ ۝ فَلَوْلَآ اَنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ ۝ لَلَبِثَ فِيْ بَطْنِهٖٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ۝ فَنَبَذْنٰهُ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيْمٌ ۝ وَاَنْۢبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَّقْطِيْنٍ ۝ وَاَرْسَلْنٰهُ اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَ ۝ فَاٰمَنُوْا فَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ۝

১৩৯. আর ইউনুস অতি অবশ্যই প্রেরিত রাসূলানের মধ্যে শামিল। ১৪০. (তাঁর ঐ সময়ের ঘটনা স্মরণ করা কর্তব্য) যখন তিনি বোঝাই কিশতীর দিকে (পলায়নের মত করে) ধাবিত হলেন। ১৪১. (কিশতীতে আরোহণের পর যখন সমস্যা হল, আর একজনকে ফেলে দেয়ার ফায়ছালা হল,) তখন তিনি নামনির্বাচনে শরীক হলেন। তো তিনিই দায়ী সাব্যস্ত হলেন। ১৪২. (আর তিনি কিশতী থেকে নদীতে নেমে গেলেন।) তখন বিরাট মাছ তাকে লোকমা বানিয়ে ফেললো, এ অবস্থায় যে, নিজেকে তিনি তিরস্কার করছিলেন। ১৪৩. তো যদি তিনি তাসবীহকারীদের থেকে না হতেন[১১৮০] ১৪৪. তাহলে সবাইকে পুনরুত্থিত করার দিন পর্যন্ত তিনি মাছের পেটেই থেকে যেতেন। ১৪৫. তারপর আমি তাঁকে পীড়িত অবস্থায় একটি খোলা ময়দানে এনে ফেললাম। ১৪৬. আর আমি তাঁর উপর উদ্গত করলাম একটি লাউগাছ। ১৪৭. আর আমি (তাঁকে নবী করে) পাঠিয়েছিলাম একলাখ মানুষের কাছে, বা আরো বেশী হবে। ১৪৮. অনন্তর তারা ঈমান আনলো, তাই এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত (জীবনকে) ভোগ করার সুযোগ আমি তাদের দিলাম।

فَاسْتَفْتِهِمْ اَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُوْنَ ۝ اَمْ خَلَقْنَا الْمَلٰٓئِكَةَ اِنَاثًا وَّهُمْ شٰهِدُوْنَ ۝ اَلَآ اِنَّهُمْ مِّنْ اِفْكِهِمْ لَيَقُوْلُوْنَ ۝ وَلَدَ اللّٰهُ ۙ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۝ اَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِيْنَ ۝ مَا لَكُمْ ۫ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ۝ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝ اَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ مُّبِيْنٌ ۝ فَاْتُوْا بِكِتٰبِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

১৪৯. তো (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি তাদের (আহলে মক্কার) মতামত জিজ্ঞাসা করুন, আপনার রবের জন্যই কি শুধু *কন্যাদল*, আর তাদের জন্য *পুত্রদল*! ১৫০. নাকি, ফিরেশতাদের আমি কন্যা-(রূপে) সৃষ্টি করেছি তাদের প্রত্যক্ষ উপস্থিতির অবস্থায়! ১৫১. শোন, আসলে তারা নিজেদের মনগড়া কথা থেকে বলে যাচ্ছে যে,- ১৫২. আল্লাহ্ (পুত্র)সন্তান জন্মদান করেছেন। তারা কিন্তু অতিঅবশ্যই মিথ্যাচারী। ১৫৩. আল্লাহ্ কি *পুত্রদলের* উপর *কন্যাদল* বেছে নিয়েছেন! ১৫৪. কী হয়ে গেল তোমাদের! কেমন বিচার তোমরা করছ! ১৫৫. তবে কি তোমরা 'চিন্তা দ্বারা' উপদেশ গ্রহণ করবে

[১১৭৮] আয়াতে দু'টি তাকীদের অব্যয় রয়েছে, একটির প্রতিশব্দ হল 'তো. অন্যটির 'দেখো'! এখানে দুই তাকীদের প্রতিশব্দরূপে 'অতি অবশ্যই' ভাষাগতভাবে শোভন নয়।

[১১৭৯] তারপরো তোমরা আকল ব্যবহার করবে না! তবু কি তোমরা আকল দ্বারা অনুধাবন করবে না!

[১১৮০] তো যদি তিনি তাসবীহের আমল না করতেন (যা আমিই তাঁকে করিয়েছি) তাহলে...

না। ১৫৬. নাকি তোমাদের অনুকূলে রয়েছে সুস্পষ্ট কোন প্রমাণ। ১৫৭. তাহলে আন তোমাদের কিতাব, যদি হও তোমরা সত্যবাদী।

وَجَعَلُوْا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ۭ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ ۝ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝ اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ
الْمُخْلَصِيْنَ ۝ فَاِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ ۝ مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفٰتِنِيْنَ ۝ اِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيْمِ ۝ وَمَا مِنَّآ اِلَّا لَهٗ
مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ ۝ وَّاِنَّا لَنَحْنُ الصَّاۗفُّوْنَ ۝ وَاِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُوْنَ ۝

১৫৮. আর (গুরুতর অপরাধ এই যে,) তারা আল্লাহ্‌র মধ্যে এবং জিন্নাতের মধ্যে 'ঔরস-সম্পর্ক' স্থির করেছে! অথচ সুনিশ্চিত, জিন্নাত কিন্তু জানে যে, (তাদের মধ্যে যারা কাফির, বিচারের জন্য) তাদের সত্যিসত্যি হাযির করা হবে। ১৫৯. (আল্লাহ্ সম্পর্কে) যা জঘন্য বয়ান তারা করছে তা থেকে আল্লাহ চিরপবিত্র। ১৬০. তবে (জিন্নাতের মধ্যে) আল্লাহ্‌র খাছ বান্দারা (আযাবের জন্য উপস্থিত করা থেকে নিরাপদ থাকবে) ১৬১. কারণ তোমরা এবং যাদের তোমরা উপাসনা করছ- ১৬২. তোমরা আল্লাহ্ সম্পর্কে (কাউকে) বিচ্যুত করতে পারবে না/ফিতনায় ফেলতে পারবে না- ১৬৩. তবে জাহান্নামে ঝলসিত হওয়ার জন্য যারা নির্ধারিত। ১৬৪. আর (ফিরেশতাদল তো বলেন যে,) আমাদের মধ্য হতে প্রত্যেকের জন্যই রয়েছে এক নির্ধারিত অবস্থান; ১৬৫. আর আমরা তো (আল্লাহ্‌র আনুগত্য প্রকাশের জন্য) কাতারবদ্ধ, ১৬৬. আর আমরা তো অতি অবশ্যই তাসবীহ করি!

وَاِنْ كَانُوْا لَيَقُوْلُوْنَ ۝ لَوْ اَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ۝ لَكُنَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ۝ فَكَفَرُوْا بِهٖ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۝
وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ ۝ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُوْرُوْنَ ۝ وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ ۝ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ
حَتّٰى حِيْنٍ ۝ وَّاَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُوْنَ ۝

১৬৭. আর তারা (আরবের মুশরিকীন) তো (আগে) বলতো, ১৬৮. যদি আমাদের কাছে পূর্ববর্তী (ইহুদ-নাছারা)র মত কোন উপদেশগ্রন্থ থাকত- ১৬৯. তাহলে তো আমরাও আল্লাহ্‌র খাছ বান্দা হতাম ১৭০. অনন্তর কোরআনকে তারা অস্বীকার করেছে। তো অবশ্যই তারা জানবে (এর পরিণাম)। ১৭১. আর সুনিশ্চিত, আমার প্রেরিত বান্দাদের জন্য আমার এ বচন আগেই সুসাব্যস্ত হয়েছে যে, ১৭২. নিশ্চয় তাঁরাই হবে সাহায্যপ্রাপ্ত, ১৭৩. আর আমার বাহিনী, সত্যি সত্যি তারাই হবে বিজয়ী। ১৭৪. তো কিছু সময়ের জন্য আপনি তাদের থেকে সরে থাকুন। ১৭৫. আর তাদের দেখতে থাকুন, অচিরেই তারাও দেখতে পাবে।

اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ ۝ فَاِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاۗءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ ۝ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّٰى حِيْنٍ ۝ وَّاَبْصِرْ فَسَوْفَ
يُبْصِرُوْنَ ۝ سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝ وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ۝ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

১৭৬. আচ্ছা, তারা কি আমার আযাব নিয়ে তাড়াহুড়া মাচায়! ১৭৭. তো যখন তা এসে নামবে তাদের অঙ্গনে, তখন যাদের সতর্ক করা হয়েছিল, কত না নিকৃষ্ট হবে তাদের ভোর! ১৭৮. আর আপনি তাদের থেকে কিছু সময় সরে থাকুন, ১৭৯. আর দেখতে থাকুন, অচিরেই তারাও দেখতে পাবে।

১৮০ আপনার রব্, যিনি সর্বপ্রতাপের অধিপতি, (তাঁর সম্পর্কে) যাকিছু বানোয়াট তারা বলছে (তিনি), তা থেকে চিরপবিত্র। ১৮১. আর সমস্ত রাসূলানের উপর সালাম। ১৮২. আর সমস্ত প্রশংসা একমাত্র রাব্বুল আলামীন আল্লাহ্‌র।

سُورةُ ص٣٨؛ مكية؛ آياتها ٨٨ وركوعاتها ٥

৩৮-সূরা ছোয়াদ, মাক্কী, আয়াত ৮৮ রুকূ ৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

صٓ وَالْقُرْاٰنِ ذِى الذِّكْرِ ۝١ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ عِزَّةٍ وَّشِقَاقٍ ۝٢ كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَّلَاتَ
حِيْنَ مَنَاصٍ ۝٣ وَعَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ ۖ وَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا سٰحِرٌ كَذَّابٌ ۝٤ اَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ اِلٰهًا
وَّاحِدًا ۚ اِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ عُجَابٌ ۝٥

রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে (শুরু)

১. ছোয়াদ। শপথ উপদেশপূর্ণ কোরআনের, ২. (কাফিরীনের রিসালাত প্রত্যাখ্যান বড় অপরাধ;) [১১৮১] তবে (সত্য এই যে,) যারা কুফুর করেছে তারা নিজেরাই আত্মম্ভরিতা ও (সত্যের প্রতি) বিদ্বেষে লিপ্ত। ৩. তাদের পূর্বে কত না মানবপ্রজন্ম আমি ধ্বংস করেছি, তখন (বাঁচার আকুতি নিয়ে) তারা ডাকচিৎকার করেছিল, অথচ তখন *'ছুটকারা'* পাওয়ার সুযোগই ছিল না ৪. আর তারা (মুশরিকীনে মক্কা) অবাক হচ্ছে এ জন্য যে, তাদের কাছে তাদেরই মধ্য হতে একজন সতর্ককারী এসেছেন। আর কাফিরীন তো বলেই দিলো, এ তো মিথ্যাপটু জাদুগর! ৫. সে কি সমস্ত উপাস্যকে এক উপাস্যে পরিণত করেছে! আচ্ছা, এ তো বড়ই আজব জিনিস!

وَانْطَلَقَ الْمَلَاُ مِنْهُمْ اَنِ امْشُوْا وَاصْبِرُوْا عَلٰٓى اٰلِهَتِكُمْ ۚ اِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ يُّرَادُ ۝٦ مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِى الْمِلَّةِ الْاٰخِرَةِ ۚ اِنْ هٰذَآ
اِلَّا اخْتِلَاقٌ ۝٧ ءَاُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا ۚ بَلْ هُمْ فِىْ شَكٍّ مِّنْ ذِكْرِىْ ۚ بَلْ لَّمَّا يَذُوْقُوْا عَذَابِ ۝٨ اَمْ عِنْدَهُمْ
خَزَآئِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيْزِ الْوَهَّابِ ۝٩

৬. আর তাদের নেতৃস্থানীয়রা (তাদের তাবেদারদের এ মর্মে বার্তা দিয়ে) সরে পড়লো যে, চলো, আর তোমাদের উপাস্যদের (পূজা-উপাসনার) উপর অবিচল থাকো। (এই যে নতুন প্রচার) এটা তো এমন কিছু, যার পিছনে কোন মতলব রয়েছে।[১১৮২] ৭. (তাছাড়া) আমরা তো আমাদের বিগতদের ধর্মে এমন কথা শুনিনি! এ তো মনগড়া কথা ছাড়া আর কিছু না! ৮. তো এ উপদেশবাণী কি আমাদের মধ্য হতে (আমাদের ছেড়ে) তারই উপর নাযিল করা হল! (আমরা থাকতে সে, এ কেমন বিচার!) আসল

[১১৮১] বন্ধনীর অংশটি হল কসমের জওয়াব।

[১১৮২] যেমন ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি অর্জন বা বিত্তশালী হওয়া।

কথা হল, আমার উপদেশবাণীর বিষয়ে তারা সন্দেহে নিপতিত হয়েছে। আরো আসল কথা হল, এখনো তারা (আমার) আযাব আস্বাদন করেনি।[১১৮৩] ৯. নাকি তাদেরই কাছে রয়েছে সর্বক্ষমতার অধিকারী, সর্বদাতা আপনার রবের রহমতের যাবতীয় খাযানা!

اَمْ لَهُمْ مُّلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوْا فِي الْاَسْبَابِ ۝١٠ جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُوْمٌ مِّنَ الْاَحْزَابِ ۝١١
كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ ذُو الْاَوْتَادِ ۝١٢ وَثَمُوْدُ وَقَوْمُ لُوْطٍ وَّاَصْحٰبُ لْـَٔيْكَةِ ۭ اُولٰۗىِٕكَ الْاَحْزَابُ ۝١٣
اِنْ كُلٌّ اِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ۝١٤

১০. নাকি তাদেরই নিয়ন্ত্রণে রয়েছে আসমানসমস্ত ও যমীনের এবং উভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর রাজত্ব! তাহলে তারা রশি টেনে/বেয়ে উপরে চড়ে যাক না![১১৮৪] ১১. (বড় বড় যে কাউম বিগত হয়েছে, তাদের মোকাবেলায় এদের হাকীকত তো এই যে,) তারা যেন বিরুদ্ধবাদী দলগুলোর এক বাহিনী যা ওখানেই মার খেয়ে যাবে![১১৮৫] ১২. তাদের আগে (নবী-রাসূলানের) তাকযীব করেছে নূহের কাউম এবং আদ এবং ফির'আউন, যার (রাজত্বের) খুঁটিগুলো বহু দূর দূরান্ত পর্যন্ত গাড়া হয়েছে,[১১৮৬] ১৩. আর ছামূদ এবং কাউমে লূত এবং আয়কারাও (তাকযীব করেছে)। ওরাই ছিল (বিরোধীদের) বিভিন্ন দল। ১৪. এরা সবাই রাসূলানের তাকযীব করেছে, ফলে (তাদের উপর) অনিবার্য হয়েছে আমার সাজা ।

(রুকূ. ২)

وَمَا يَنْظُرُ هٰٓؤُلَاۗءِ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ۝١٥ وَقَالُوْا رَبَّنَا عَجِّلْ لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ۝١٦ اِصْبِرْ
عَلٰي مَا يَقُوْلُوْنَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوٗدَ ذَا الْاَيْدِ ۚ اِنَّهٗٓ اَوَّابٌ ۝١٧ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهٗ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِشْرَاقِ ۝١٨ وَ
الطَّيْرَ مَحْشُوْرَةً ۭ كُلٌّ لَّهٗٓ اَوَّابٌ ۝١٩ وَشَدَدْنَا مُلْكَهٗ وَاٰتَيْنٰهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ۝٢٠

১৫. (তো একই অপরাধে, আহলে মক্কা কীভাবে আযাবের বিষয়ে নিশ্চিন্ত আছে!) আসলে (মক্কার) এরা আর কিছু না, অপেক্ষা করছে শুধু এক বিকট আওয়াযের, যার জন্য কোন ছেদ ও বিরতি নেই।[১১৮৭] ১৬. আর (বিগত যুগের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মত, কোরায়শেরও একই আস্পর্ধা,) তারা বলে, (ইয়া) রাব্বানা, হিসাব-দিবসের আগেই (আযাব থেকে) আমাদের ভাগটা আগে ভাগেই আমাদের দিয়ে দিন। ১৭. (আয় পেয়ারে নবী!) যাকিছু তারা বলছে, তার উপর আপনি ছবর করুন, আর স্মরণ করুন আমার বান্দা, প্রবল ক্ষমতার অধিকারী দাউদকে। তিনি তো ছিলেন বড় আল্লাহ্মুখী/(আল্লাহ্র প্রতি) বড় নিবেদিত। ১৮. আমি তো পাহাড়-পর্বতকে তাঁর অনুগত করে দিয়েছিলাম, সন্ধ্যায় ও সূর্যোদয়ের সময় তারা তাঁর সঙ্গে তাসবীহ করত। ১৯. জড়ো করে নেয়া পক্ষীকুলকেও (তাঁর অনুগত করেছিলাম)।

[১১৮৩] তাই হয়ত শখ চেপেছে, আমার উপদেশবাণীর তাকযীব করে আযাব আস্বাদন করার!

[১১৮৪] জানা কথা, এমন ক্ষমতা ও সক্ষমতা তো তাদের নেই। তাহলে, কাকে নবী করা হবে, কাকে করা হবে না, সে বিষয়ে কথা বলার তারা কে! তাদের তো কর্তব্য, নিজেদের আওকাতের ভিতরে থাকা।

[১১৮৫] এটি ছিল ফাতহে মাক্কার ভবিষ্যদ্বাণী।

[১১৮৬] বিশাল বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধিকারী ফির'আউন।

[১১৮৭] ছেদ ও বিরতিহীন এক নিনাদের/বিকট আওয়াযের।

প্রত্যেকে (তার সঙ্গে মিলে) আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ নিবেদিত ছিল। ২০. আর আমি তাঁর রাজত্বকে স্থিতি ও সুসংহতি দান করেছিলাম। আর তাঁকে দান করেছিলাম, পরম প্রজ্ঞা এবং সিদ্ধান্তমূলক আলোচনার যোগ্যতা।

وَهَلْ اَتٰىكَ نَبَؤُا الْخَصْمِ ۘ اِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ﴿٢١﴾ اِذْ دَخَلُوْا عَلٰى دَاوٗدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوْا لَا تَخَفْ ۚ خَصْمٰنِ بَغٰى
بَعْضُنَا عَلٰى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَاۤ اِلٰى سَوَآءِ الصِّرَاطِ ﴿٢٢﴾ اِنَّ هٰذَاۤ اَخِىْ ۖ لَهٗ تِسْعٌ وَّتِسْعُوْنَ
نَعْجَةً وَّلِىَ نَعْجَةٌ وَّاحِدَةٌ ۖ فَقَالَ اَكْفِلْنِيْهَا وَعَزَّنِىْ فِى الْخِطَابِ ﴿٢٣﴾

২১. আচ্ছা (আয় পেয়ারে নবী!) আপনার কাছে কি বাদী-বিবাদীর খবর এসেছে![১১৮৮] যখন তারা ইবাদতখানার প্রাচীর ডিঙ্গিয়েছিল! ২২. যখন তারা (প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে) দাউদের সামনে হাযির হল! ফলে তিনি তাদের বিষয়ে ভীতিগ্রস্ত হলেন। তারা বলল, ভীত হবেন না, (আমরা একটি বিবাদের) দু'পক্ষ। আমাদের এক পক্ষ অপর পক্ষের উপর বাড়াবাড়ি করেছে। সুতরাং আপনি আমাদের মাঝে সত্যভাবে/ঠিক ঠিক ফায়ছালা করুন, আর অবিচার করবেন না, বরং সঠিক পথের দিকে আমাদের পরিচালিত করুন। ২৩. এ আমার ভাই, তার রয়েছে নিরানব্বইটি দুম্বা, আর আমার একটিমাত্র দুম্বা। এখন সে বলে, এটাও আমার যিম্মায় দিয়ে দাও। আর কথায় সে আমাকে দাপট দেখিয়েছে।

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ اِلٰى نِعَاجِهٖ ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَآءِ لَيَبْغِىْ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ
عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَقَلِيْلٌ مَّا هُمْ ؕ وَظَنَّ دَاوٗدُ اَنَّمَا فَتَنّٰهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهٗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَّاَنَابَ ؕ ﴿٢٤﴾ فَغَفَرْنَا لَهٗ ذٰلِكَ ؕ وَ
اِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ ﴿٢٥﴾

২৪. তিনি বললেন, নিজের দুম্বাগুলোর পাশে তোমার দুম্বাটিও তলব করে সুনিশ্চিত, তোমাকে সে যুলুম করেছে, আর বহু শরীকান একে অন্যের প্রতি যুলুম করে থাকে, তবে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমলে নিয়োজিত রয়েছে, (তারা অবশ্যই যুলুম থেকে বিরত থাকে,) তবে তারা খুবই কম। আর (একসময়) দাউদ ভাবলেন যে, আমি তাঁকে পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছি, তাই তিনি আপন রবের কাছে ইসতিগফার করলেন এবং সিজদায় পড়ে গেলেন, আর (আল্লাহ্‌র প্রতি) নিবেদিত হলেন। ২৫. তখন আমি তাঁর অনুকূলে ঐ-ত্রুটি মাফ করে দিলাম। সত্যি সত্যি আমার কাছে তাঁর জন্য রয়েছে বিশেষ নৈকট্য এবং উত্তম আশ্রয়স্থল।

يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ
يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

[১১৮৮] হযরত দাউদ আ. খুব সামান্য কোন ত্রুটির সম্মুখীন হয়েছিলেন, যা সাধারণের জন্য সাধারণ হলেও, আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত নবীর জন্য তা সাধারণ থাকেনি। তাই আল্লাহ্ তা'আলা ঐ-ত্রুটির সংশোধনের জন্য বাদী ও বিবাদীরূপে দুই ফিরেশতা পাঠিয়েছিলেন। বাকি, কী ছিল সেই ত্রুটি, আর এই ঘটনা থেকে কীভাবে তাঁর সংশোধন হল, কোরআন তার উপর থেকে পর্দা সরায়নি, সুতরাং আমাদেরও এ বিষয়ে সংযম রক্ষা করা কর্তব্য। আমরা শুধু ঘটনার মূল বার্তাটি গ্রহণ করব যে, ত্রুটি যে কারো হতে পারে, তবে আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা, ত্রুটি বুঝে আসামাত্র ইসতিগফার করেন।

২৬. আয় দাউদ, আপনাকে আমি যমীনে খলীফা বানিয়েছি। সুতরাং মানুষের মধ্যে আপনি সত্যের সঙ্গে/ন্যায়পরতার সঙ্গে বিচার করুন, আর খাহেশাতের অনুসরণ করবেন না, তাহলে তো আল্লাহ্ আপনাকে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবেন। আর যারা আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায় তাদের জন্য রয়েছে হিসাবের দিনকে ভুলে যাওয়ার কারণে কঠিন আযাব।

(রুকূ. ৩)

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۭ ذٰلِكَ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ النَّارِ ۝ اَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِي الْاَرْضِ ۡ اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ ۝ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْٓا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝

২৭. আর আসমান ও যমীনকে এবং যাকিছু তাদের মাঝখানে রয়েছে, সেগুলো আমি অনর্থক সৃষ্টি করিনি।[১১৮৯] সেটা তো তাদের ধারণা যারা কুফুর করেছে। সুতরাং হোক আগুনের বরবাদি আহলে কুফরের জন্য। ২৮. নাকি যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমলে নিয়োজিত রয়েছে তাদের আমি যমীনে ফাসাদকারীদের সমান সাব্যস্ত করতে পারি! নাকি পারি মুত্তাকীনকে ফাজিরদের সমান সাব্যস্ত করতে! ২৯. (আয় পেয়ারে নবী!) এটি এক বরকতপূর্ণ কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে তারা এর আয়াতগুলো (সম্পর্কে) গভীর চিন্তা করে এবং যাতে জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারীরা (তা থেকে) উপদেশ গ্রহণ করে।

وَوَهَبْنَا لِدَاوٗدَ سُلَيْمٰنَ ۭ نِعْمَ الْعَبْدُ ۭ اِنَّهٗٓ اَوَّابٌ ۝ اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصّٰفِنٰتُ الْجِيَادُ ۝ فَقَالَ اِنِّيْٓ اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّيْ ۚ حَتّٰى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ۝ رُدُّوْهَا عَلَيَّ ۭ فَطَفِقَ مَسْحًۢا بِالسُّوْقِ وَالْاَعْنَاقِ ۝ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ وَاَلْقَيْنَا عَلٰي كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ ۝

৩০. আর দাউদকে আমি সোলায়মান দান করেছি। কত না উত্তম বান্দা তিনি! (জীবনের সর্ববিষয়ে, বিশেষ করে আল্লাহ্র বান্দাদের শাসন করার ক্ষেত্রে) অবশ্যই তিনি আল্লাহ্মুখী। ৩১. (ঐ সময়টি স্মরণ করা কর্তব্য) যখন সন্ধ্যার সময় তাঁর সামনে উৎকৃষ্ট প্রজাতির উত্তম উত্তম ঘোড়ার প্রদর্শনী করা হল ৩২. (তিনি তাতে এমন ব্যস্ত হয়ে পড়লেন যে, ছালাতের কথা মনে থাকলো না। পরে যখন সতর্কতা হল) তখন তিনি (আফসোস করে) বললেন, আমি তো সম্পদের প্রতি ভালোবাসা গ্রহণ করেছি আমার রবের স্মরণ থেকে (গাফেল হয়ে), এমনকি সূর্য আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে (ফলে ছালাতের সময়ও ফউত হয়ে গিয়েছে)। ৩৩. ঘোড়াগুলো আবার আমার কাছে ফিরিয়ে আনো। (যখন ফিরিয়ে আনা হল) তখন তিনি ঘোড়ার পায়ের গোছায়, আর গর্দানে তলোয়ার চালাতে লাগলেন।[১১৯০] ৩৪. আর (অন্য ঘটনায়) সুনিশ্চিত, সোলায়মানকে আমি পরীক্ষাগ্রস্ত করেছিলাম, আর তাঁর সিংহাসনের

[১১৮৯] সমগ্র সৃষ্টির পিছনে রয়েছে বিরাট উদ্দেশ্য, আবার প্রতিটি সৃষ্টির পিছনেও রয়েছে কোন না কোন উদ্দেশ্য।

[১১৯০] এটা ছিল আল্লাহ্র মুহব্বতের গায়রত যে, যে সম্পদের আকর্ষণ আমাকে আল্লাহ্র স্মরণ থেকে গাফেল করেছে সে সম্পদ পরিমাণে যত বিপুল হোক এবং যত প্রিয় ও প্রয়োজনীয় হোক, ঐ সম্পদকে আমি আল্লাহ্র নামে কোরবান করে দেবো। এ অনুভূতি ও তার প্রকাশ আল্লাহ্র পছন্দ হয়েছে তাই তিনি কোরআনে তা উল্লেখ করেছেন।

উপর একটা 'ধড়' এনে ফেলেছিলাম।[১১৯১] তখন তিনি (ভুল বুঝতে পেরে আল্লাহ্‌র) প্রতি নিবেদিত হলেন

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَهَبْ لِيْ مُلْكًا لَّا يَنْۢبَغِيْ لِاَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِيْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٣٥﴾ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِيْ بِاَمْرِهٖ
رُخَآءً حَيْثُ اَصَابَ ﴿٣٦﴾ وَالشَّيٰطِيْنَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَّغَوَّاصٍ ﴿٣٧﴾ وَّاٰخَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِي الْاَصْفَادِ ﴿٣٨﴾ هٰذَا عَطَآؤُنَا فَامْنُنْ اَوْ
اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٩﴾ وَاِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ ﴿٤٠﴾

৩৫. (তো তাওবা ও আত্মনিবেদন তাকে এমনই আশাবাদী করে তুলল যে, আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করে) তিনি বললেন, (আয়) রব্, আপনি আমাকে মাফ করুন, আর আমাকে এমন রাজত্ব দান করুন, যা আমার পরে আর কারো জন্য সঙ্গত হবে না। আপনিই তো একমাত্র দাতা। ৩৬. তো বায়ুকে আমি তাঁর জন্য (পূর্ণ) অনুগত করে দিলাম, যা তাঁর আদেশে কোমলভাবে বয়ে চলতো, যেখানে তিনি ইচ্ছা করতেন সেখানে। ৩৭. আর দুষ্ট জিন্নাতকেও (তাঁর অধীন করে দিলাম), যাদের মধ্যে ছিল সর্ব-প্রকার নির্মাণকারী ও ডুবুরী। ৩৮. আর শেকলে বাঁধা অন্যরকম কিছু জ্বিনকেও (অনুগত করলাম) ৩৯. (আমি সোলায়মানকে বলেছিলাম,) এ হল আমার দান, সুতরাং আপনি (দানের মাধ্যমে কারো প্রতি) অনুগ্রহ করতে পারেন, আবার হিসাবের দায় ছাড়া নিজের কাছে সংরক্ষিত করতে পারেন। ৪০. আর সত্যি সত্যি আমার কাছে তার জন্য রয়েছে অতি নৈকট্য ও সর্বোত্তম আশ্রয়।

(রুকূ. ৪)

وَاذْكُرْ عَبْدَنَآ اَيُّوْبَ ۘ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗٓ اَنِّيْ مَسَّنِيَ الشَّيْطٰنُ بِنُصْبٍ وَّعَذَابٍ ﴿٤١﴾ اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ ۚ هٰذَا مُغْتَسَلٌۢ بَارِدٌ وَّ
شَرَابٌ ﴿٤٢﴾ وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرٰى لِاُولِي الْاَلْبَابِ ﴿٤٣﴾ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ
بِّهٖ وَلَا تَحْنَثْ ۗ اِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا ۗ نِعْمَ الْعَبْدُ ۗ اِنَّهٗٓ اَوَّابٌ ﴿٤٤﴾

৪১. আর (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি স্মরণ করুন আমার বান্দা আইয়ূবকে, (বিশেষ করে তাঁর জীবনের ঐ সময়কে,) যখন আপন রবকে তিনি (অত্যন্ত কাতরতার সঙ্গে) ডাকলেন যে, শয়তান আমাকে দুঃখ ও কষ্ট দ্বারা ছুঁয়ে গিয়েছে। (এখন আপনি ছাড়া তো আমার কোন উপায় নেই। আপনিই আমাকে শিফা দান করুন।) ৪২. (আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিলাম এবং শিফার উপায়স্বরূপ তাঁকে বললাম,) নিজের পা দ্বারা আপনি (ভূমিতে) আঘাত করুন। এই যে ঠাণ্ডা পানি, গোসলের জন্য এবং পান করার জন্য![১১৯২] ৪৩. আর আমি তাঁর পরিবারপরিজন (অসুস্থতার সময় যারা তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল, তাদের ফিরিয়ে এনে) তাঁকে দান করলাম এবং তাদের সঙ্গে আরো ঐ পরিমাণ দান করলাম আমার পক্ষ হতে রহমতরূপে, আর *জ্ঞান-বুদ্ধির* অধিকারীদের জন্য শিক্ষার বিষয়রূপে। ৪৪. (তার একমাত্র স্ত্রী যিনি কঠিন সময়েও তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন, কোন কারণে নারায হয়ে কসম করে বসলেন, সুস্থ হয়ে স্ত্রীকে তিনি একশ বেত্রাঘাত করবেন! তো কসম রক্ষাসহ কঠিন অবস্থা থেকে উদ্ধারের উপায়রূপে আমি বললাম,) আর আপনি (একশ তৃণের) একটি আঁটি হাতে নিন, আর তা দ্বারা আঘাত করুন; আর

[১১৯১] ইনশাআল্লাহ্ না বলার কারণে অসম্পূর্ণ বাচ্চা হল, আর তা তার সামনে সিংহাসনের উপর ফেলা হল।
[১১৯২] এই যে শীতল স্নানস্থান এবং পানীয় জল। (খ) এই যে গোসলের ঠাণ্ডা পানি এবং পান করার পানি।

কসম ভঙ্গ করবেন না[১১৯৩]। আমি কিন্তু তাকে ছবরকারী পেয়েছি। কত না উত্তম বান্দা (আইয়ূব)! সত্যি তিনি (আমার প্রতি) নিবেদিত।

وَاذْكُرْ عِبٰدَنَآ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ اُولِي الْاَيْدِيْ وَالْاَبْصَارِ ۝ اِنَّآ اَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ۝ وَ
اِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْاَخْيَارِ ۝ وَاذْكُرْ اِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ ۭ وَكُلٌّ مِّنَ الْاَخْيَارِ ۝ هٰذَا ذِكْرٌ ۭ
وَاِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ لَحُسْنَ مَاٰبٍ ۝

৪৫. আর আপনি স্মরণ করুন ইবরাহীম ও ইসহাক ও ইয়াকূব, আমার এই বান্দাদের ঘটনা, যারা ছিলেন পুণ্যকর্ম ও অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী।[১১৯৪] ৪৬. আমি তাদের বেছে নিয়েছিলাম, বিশেষ একটি গুণের জন্য, (আর তা হল) আখেরাতের চিরস্থায়ী ঘরের স্মরণ। ৪৭. আর সত্যি সত্যি আমার কাছে তাঁরা ছিলেন মনোনীত উত্তমদের মধ্য হতে গণ্য। ৪৮. আর আপনি স্মরণ করুন ইসমাঈল ও আলইয়াসা ও যুলকিফলকে। এরা সবাই উত্তম লোকদের মধ্যে শামিল ছিলেন। ৪৯. এগুলো সব উপদেশ। আর সত্যি সত্যি মুত্তাকীনের জন্য রয়েছে উত্তম ঠিকানা-

جَنّٰتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْاَبْوَابُ ۝ مُتَّكِـــِٕيْنَ فِيْهَا يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ وَّشَرَابٍ ۝ وَعِنْدَهُمْ
قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ اَتْرَابٌ ۝ هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ۝ اِنَّ هٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهٗ مِنْ نَّفَادٍ ۝

৫০. অর্থাৎ চিরস্থায়ী বাসের বাগবাগিচা, তাঁদের জন্য যার দরজা সবসময় খোলা। ৫১. তারা সেখানে *হেলানদেয়া* অবস্থায় থাকবে, আর প্রচুর ফল ও পানীয়ের ফরমায়েশ করবে। ৫২. আর তাদের সান্নিধ্যে থাকবে সমবয়সের লাজনম্র ও অবনত দৃষ্টির তরুণীরা। ৫৩. (আর সাদরে তাদের বলা হবে) এ হল (নেয়ামতে ভরপুর সেই অনন্ত জীবন) যার ওয়াদা তোমাদের দেয়া হয়েছিল হিসাবের দিনের জন্য। ৫৪. অতি অবশ্যই এ হল আমার রিযিক যা কখনো ফুরোবে না।

هٰذَا ۭ وَاِنَّ لِلطّٰغِيْنَ لَشَرَّ مَاٰبٍ ۝ جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۚ فَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝ هٰذَا ۙ فَلْيَذُوْقُوْهُ حَمِيْمٌ وَّغَسَّاقٌ ۝ وَّاٰخَرُ
مِنْ شَكْلِهٖٓ اَزْوَاجٌ ۝ هٰذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ ۚ لَا مَرْحَبًۢا بِهِمْ ۭ اِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ۝ قَالُوْا بَلْ اَنْتُمْ ۭ لَا مَرْحَبًۢا بِكُمْ ۭ
اَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوْهُ لَنَا ۚ فَبِئْسَ الْقَرَارُ ۝

৫৫. এ (তো একদিকের দৃশ্য), আর (অন্যদিকের দৃশ্য হল) উদ্ধতদের জন্য সত্যি সত্যি রয়েছে নিকৃষ্ট ঠিকানা– ৫৬. জাহান্নাম, যাতে গিয়ে তারা ঝলসে যাবে, তো কত না নিকৃষ্ট বিছানা তা! ৫৭. এই যে ফুটন্ত পানি ও পুঁজ, তো তারা তা আস্বাদন করুক। ৫৮. আরো আছে এমনই ধরনের

[১১৯৩] সতর হল আল্লাহ্‌র এমন গুণ যা বান্দাদের ঘটনা বয়ান করার সময়ও আল্লাহ্ রক্ষা করেন। ঐ বান্দা কত না ভাগ্যবান যে, সামান্য পরিমাণ হলেও আল্লাহ্‌র সতরগুণ অর্জন করতে পেরেছে।

[১১৯৪] আর আপনি স্মরণ করুন আমার বান্দা ইবরাহীম ও ইসহাক ও ইয়াকূবের কথা, যারা ছিলেন (সৎকাজে অভ্যস্ত) হাত এবং (অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন) চোখের অধিকারী। (খ) যাদের হাত ছিল সৎকর্মে অভ্যস্ত এবং চোখ ছিল পবিত্র দৃষ্টিসম্পন্ন।

বিভিন্ন (যন্ত্রণাদায়ক) শাস্তির আয়োজন! ৫৯. এই যে এক বিরাট দল ঢুকে যাচ্ছে তোমাদের সঙ্গে, তাদের স্বাগত জানাবার কেউ নেই। তারা তো জাহান্নামে গিয়ে ঝলসিত হবে। ৬০. তারা বলবে, বরং তোমরা, তোমাদের জন্য সুসম্ভাষণ নেই, তোমরাই তো আমাদের জন্য এ বরবাদি এগিয়ে দিয়েছো! তো কত না নিকৃষ্ট অবস্থানক্ষেত্র এটা!

قَالُوْا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هٰذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ ﴿٦١﴾ وَقَالُوْا مَا لَنَا لَا نَرٰى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْاَشْرَارِ ﴿٦٢﴾
اَتَّخَذْنٰهُمْ سِخْرِيًّا اَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْاَبْصَارُ ﴿٦٣﴾ اِنَّ ذٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ اَهْلِ النَّارِ ﴿٦٤﴾

৬১. তারা বলবে, (ইয়া) রাব্বানা, যারা আমাদের জন্য এই বরবাদি এগিয়ে দিয়েছে, তো আগুনে তাদের আপনি দ্বিগুণ আযাব দিন। ৬২. আর তারা বলবে, আমাদের কী হল, (এখানে জাহান্নামে) এমন কিছু লোক তো দেখতে পাচ্ছি না, যাদের আমরা মন্দ লোকদের থেকে গণ্য করতাম![১১৯৫] ৬৩. আমরা কি অন্যায়ভাবে তাদের উপহাস করেছি, না (আমাদের) চোখ তাদের থেকে সরে যাচ্ছে! ৬৪. তো খুবই সত্য যে, এটাই/সেটাই হবে জাহান্নামীদের পরস্পর বিবাদ।

(রুকূ. ৫)

قُلْ اِنَّمَآ اَنَا مُنْذِرٌ ۖ وَّمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٦٥﴾ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ ﴿٦٦﴾
قُلْ هُوَ نَبَؤٌا عَظِيْمٌ ﴿٦٧﴾ اَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُوْنَ ﴿٦٨﴾ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَاِ الْاَعْلٰٓى اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ﴿٦٩﴾ اِنْ يُّوْحٰٓى اِلَيَّ
اِلَّآ اَنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٧٠﴾

৬৫. (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি বলুন, (আমার প্রতি তোমাদের মিথ্যায়নে ক্ষতি তো তোমাদের, আমার তো ক্ষতি নেই, কারণ) আমি তো শুধু (আসমানী আযাব সম্পর্কে) একজন সতর্ককারী। আর কোন ইলাহ নেই এক, সর্বপ্রবল আল্লাহ্ ছাড়া, ৬৬. যিনি রব্ আসমানসমস্ত ও যমীনের এবং উভয়ের মধ্যস্থ সবকিছুর, যিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল। ৬৭. আপনি বলুন, এ তো এক (মহাসত্যের) মহাসংবাদ– ৬৮. যা থেকে তোমরা মুখ ফিরিয়ে আছো। ৬৯. আমার তো *সর্ব-উর্ধ্বজগতের* কোন জ্ঞানই ছিল না, যখন ফিরেশতাগণ (আদমের সৃষ্টি সম্পর্কে) কথাবিনিময় করছিলেন। ৭০. (আমি তো জানতে পারি শুধু অহীর মাধ্যমে। আর) আমার কাছে অহী আসে তো শুধু এজন্য যে, (আল্লাহ্র পক্ষ হতে) আমি একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী (, তোমাদের নাজাতের জন্যই জরুরি হল আমার কথা মান্য করা)।

اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ ﴿٧١﴾ فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ﴿٧٢﴾ فَسَجَدَ
الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ ﴿٧٣﴾ اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اِسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧٤﴾ قَالَ يٰٓاِبْلِيْسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا
خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ؕ اَسْتَكْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ ﴿٧٥﴾

৭১. (সর্ব-উর্ধ্বজগতের ঐ কথাবিনিময় তখন হয়েছিল) যখন আপনার রব্ ফিরেশতাদের বললেন,

---

[১১৯৫] যাদের আমরা মন্দ বলে ভাবতাম/গণ্য করতাম।

অবশ্যই আমি *কাদামাটি* থেকে একজন মানুষ বানাতে যাচ্ছি। ৭২. তো আমি যখন তার দেহকাঠামো পূর্ণরূপে বানিয়ে সারব এবং তাতে আমার রূহ ফুঁকে দেব, তখন তোমরা তার (সম্মানের) জন্য সিজদায় পড়ে যেয়ো। ৭৩. তো ফিরেশতারা সবাই (আদমকে) সিজদা করলেন– ৭৪. ইবলীস ছাড়া। সে অহঙ্কার করল এবং (আদেশ অমান্যকারী) কাফির হয়ে গেল। ৭৫. আল্লাহ্ বললেন, যাকে আমি নিজের দু'হাতে সৃষ্টি করেছি তাঁকে সিজদা করা থেকে কোন জিনিস তোমাকে বাধা দিল! তুমি কি অহঙ্কার করেছ[১১৯৬], না (আদতেই) তুমি উচ্চস্তরের মাখলূক হয়ে গিয়েছ!

قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۖ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴿٧٦﴾ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٧٧﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي
إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٧٨﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٧٩﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴿٨٠﴾ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٨١﴾
قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٢﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٨٣﴾

৭৬. সে বলল, আমি তো তার চেয়ে উত্তম। আমাকে আপনি সৃষ্টি করেছেন আগুন থেকে, আর তাকে সৃষ্টি করেছেন কাদামাটি থেকে। ৭৭. আল্লাহ্ বললেন, (এই যদি হয় তোমার চিন্তা) তাহলে তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও, কারণ তুমি (এখন) বিতাড়নযোগ্য। ৭৮. আর অবশ্যই তোমার উপর আমার লা'নাত (ও অভিশাপ) বিচারের দিন পর্যন্ত। ৭৯. সে বলল, (আয়) রাব্, (আদমের কারণেই যখন আমার এ পরিণতি) তখন আমাকে অবকাশ দিন লোকদের পুনরুত্থিত করার দিন পর্যন্ত। ৮০. তিনি বললেন, আচ্ছা, তোমাকে অবকাশ দেয়া হল, ৮১. (তবে তোমার প্রার্থিত সময় পর্যন্ত নয়, বরং) নির্ধারিত সময়ের দিন পর্যন্ত।[১১৯৭] ৮২. শয়তান বলল, আপনার ক্ষমতা ও প্রতাপের শপথ, আমি তাদের সবাইকে প্ররোচিত ও বিচ্যুত করব, ৮৩. তবে তাদের মধ্য হতে আপনার মনোনীত বান্দাদের ছাড়া। (তাদের প্ররোচিত ও বিচ্যুত করার শক্তি আমার হবে না)।

قَالَ فَالْحَقُّ ۖ وَالْحَقَّ أَقُولُ ﴿٨٤﴾ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٥﴾ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ
أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴿٨٦﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٨٧﴾ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ﴿٨٨﴾

৮৪. আল্লাহ্ বললেন, তো সত্য কথা –আর আমি সত্য কথাই বলে থাকি– ৮৫. এই যে, জাহান্নাম আমি অবশ্যই ভরে ফেলবো তোমাকে দিয়ে, আর তাদের থেকে যারা তোমাকে অনুসরণ করবে তাদের সবাইকে দিয়ে। ৮৬. (আয় পেয়ারে নবী! তাদের) আপনি বলুন, এ কাজের উপর তো তোমাদের কাছে আমি কোন প্রতিদান চাই না, আর আমি তো *কৃত্রিমতাপ্রিয়দের* মধ্যে শামিল নই[১১৯৮]। ৮৭. তা

[১১৯৬] বড় না হয়েও বড়ত্ব প্রদর্শন করছো, অর্থাৎ তুমি জানো যে, তুমি বড় নও, তবু বড়াই দেখাচ্ছো, বিষয়টা কি এমন! নাকি প্রকৃতপক্ষেই তুমি উচ্চস্তরের মাখলূক থেকে গণ্য, যাকে আদমের প্রতি সিজদার আদেশ করা সঙ্গত নয়। ইবলীস চূড়ান্ত ঔদ্ধত্যের সঙ্গে বলেছে, আয় রাব্বী, আপনার বক্তব্যের দ্বিতীয় অংশটি সত্য। কারণ...

[১১৯৭] শয়তানের আবদার ছিল পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত, আর আল্লাহ্ মঞ্জুর করেছেন একটি নির্ধারিত সময়ের দিন পর্যন্ত, অর্থাৎ শিঙায় প্রথম ফুঁক দেয়ার দিন পর্যন্ত। তখন সমস্ত মাখলূকের যেমন মৃত্যু হবে, শয়তানেরও মৃত্যু হবে। তো এই আব্দার ও মঞ্জুরির রহস্য শুধু আল্লাহ্ জানেন। আমাদের বান্দেগি ও আবদিয়াত নিবেদন করার জন্য এ বিষয় জানা জরুরি নয়।

[১১৯৮] মিথ্যা বলার কারণ দু'টি, আর্থিক সুবিধা লাভ, আর প্রবৃত্তির তাড়না, এ দু'টোই নাকচ করা হয়েছে।

(কোরআন) তো আর কিছু নয়, শুধু (আল্লাহ্‌র কালাম এবং) দুনিয়া জাহানের লোকদের জন্য উপদেশ ও নছীহত। ৮৮. আর (সত্য সমুদ্ভাসিত হওয়ার পরো যদি তোমরা তা না মানো তাহলে) নির্ধারিত সময়ের পর (মৃত্যুর পর) সত্যি সত্যি তোমরা জানতে পারবে তার (প্রকৃত) খবর (যে, কোরআন কত সত্য, আর সত্যকে প্রত্যাখ্যান করার পরিণাম কী। যদিও সেই জানা কোন কাজে আসবে না!)

سُورَةُ الزُّمَر ٣٩؛ مَكية؛ آياتُها ٧٥ وركُوعاتُها ٨

৩৯-সূরা যুমার, মাক্কী, আয়াত ৭৫, রুকূ ৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۝١ اِنَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ۝٢ اَلَا لِلّٰهِ
الدِّيْنُ الْخَالِصُ ؕ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ۘ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَآ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ
فِيْ مَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ كٰذِبٌ كَفَّارٌ ۝٣

রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে (শুরু)

১. এটি আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে অবতারিত কিতাব, যিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাবান। ২. (আয় পেয়ারে নবী!) এই কিতাব আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি হক ও সত্যের সঙ্গে।[১১৯৯] তো আপনি আল্লাহ্‌র ইবাদত করুন, দ্বীনকে আল্লাহ্‌র জন্য খালিছ করে।[১২০০] ৩. শোনো, (শিরক থেকে মুক্ত) খালিছ ইবাদত একমাত্র আল্লাহ্‌রই শান-উপযোগী। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে (নিজেদের জন্য) বিভিন্ন অভিভাবক গ্রহণ করেছে, (আর বলে,) আমরা তো তাদের উপাসনা করি শুধু এ জন্য যে, তারা যেন আমাদেরকে আল্লাহ্‌র অতি নৈকট্যে উপনীত করে।[১২০১] (তো) যে বিষয়ে তারা (এখন) মতভেদ করছে, আল্লাহ্ (কেয়ামতের দিন) তাদের মধ্যে সে বিষয়ে (চূড়ান্ত) ফায়ছালা করবেন (, মুমিনকে জান্নাতে এবং মুশরিককে জাহান্নামে প্রেরণের মাধ্যমে)। যে মিথ্যাবাদী, কুফুরে আসক্ত; আল্লাহ্ তো তাকে হিদায়েত দেন না ।

لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفٰى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۙ سُبْحٰنَهٗ ؕ هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝٤ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

[১১৯৯] অর্থাৎ এই কিতাবের প্রতিটি বক্তব্য ও ঘটনা, প্রতিটি আদেশ-নিষেধ ও উপদেশ অবশ্যই সত্য ও 'বরহক'।

[১২০০] দ্বীনকে অর্থাৎ ইবাদতকে, আল্লাহ্‌র জন্য খালেছ করার অর্থ হল, ইবাদতের মধ্যে কাউকে আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরীক না করা এবং ইবাদতের উদ্দেশ্যের মধ্যেও আল্লাহ্‌র সঙ্গে কাউকে শরীক না করা। ইবাদতের উদ্দেশ্য কী? আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করা, সুতরাং কোন গায়রুল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করা যেন উদ্দেশ্য না হয়, যার নাম রিয়া।

[১২০১] এটাই ছিল তখনকার মুশরিকীনে আরবের সাধারণ বিশ্বাস যে, মানুষের স্রষ্টা এবং বিশ্বজগতের স্রষ্টা অবশ্যই আল্লাহ। তাতে কারো কোন শরীকানা নেই। বাকি আমরা এই উপাস্যদের উপাসনা শুধু এ জন্য করি যে, এরা আল্লাহ্‌র কাছে আমাদের প্রয়োজনের জন্য সুফারিশ করবে, আর আমাদেরকে আল্লাহ্‌র নৈকট্যে নিয়ে যাবে। আসলে এটাই হল সর্বযুগের মুশরিকীনের সাধারণ বিশ্বাস।

بِالْحَقِّ ۚ يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ۝

৪. আল্লাহ্ যদি চাইতেন যে, তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করবেন, তাহলে অবশ্যই যাকিছু তিনি সৃষ্টি করেছেন তা থেকে যাকে ইচ্ছা তাকে নির্বাচন করতেন। (কিন্তু চিরসত্য এই যে, সন্তান গ্রহণের দুর্বলতা থেকে) তিনি চিরপবিত্র। তিনিই একমাত্র, সর্বপ্রবল আল্লাহ্। ৫. আসমানসমূহ ও যমীন তিনি সৃষ্টি করেছেন সত্যভাবে। তিনি রাতকে (রাতের অন্ধকারকে) দিনের (আলোর) উপর ছড়িয়ে দেন, আবার দিনকে (দিনের আলোকে) রাতের (অন্ধকারের) উপর ছড়িয়ে দেন। আর সূর্য ও চাঁদকে তিনি (আপন কুদরতের) নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন। প্রতিটি (মহাকাশ বস্তু) নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত সঞ্চরণ করছে। শোনো, তিনিই একমাত্র মহাপরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল।

خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ۚ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ ۝ إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ ۖ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۖ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝

৬. তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একই প্রাণ (আদম) হতে, তারপর তাঁর জোড়া বানিয়েছেন তাঁরই থেকে। আর তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু হতে আটটি জোড়া নামিয়েছেন।[১২০২] তোমাদেরকে তিনি সৃষ্টি করেন তোমাদের মায়েদের গর্ভে এক সৃষ্টিস্তর থেকে অন্য সৃষ্টিস্তরে নিয়ে (তারপর সেখান থেকে পরবর্তী সৃষ্টিস্তরে নিয়ে, এভাবে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন সৃষ্টিস্তর অতিক্রম করে সৃষ্টিপর্ব সম্পন্ন হয়) তিনটি অন্ধকারের মধ্যে।[১২০৩] তিনিই তোমাদের আল্লাহ্, তোমাদের রব্, সমস্ত রাজত্ব তাঁরই জন্য। তিনি ছাড়া নেই কোন ইলাহ। তাহলে (আল্লাহ্ ছাড়া) কোন্ কোন্ দিকে তোমাদের ফেরানো হচ্ছে। ৭. (শিরক ও কুফুরের অসারতা সম্পর্কে এত সুস্পষ্ট বয়ানের পরো) যদি তোমরা কুফুর কর তাহলে (আল্লাহ্র তো কোন ক্ষতি নেই), কারণ আল্লাহ্ তো তোমাদের থেকে নির্মুখাপেক্ষী। আর আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের জন্য কুফুর পছন্দ করেন না। আর যদি তোমরা শোকর কর তাহলে তিনি তোমাদের জন্য তা পছন্দ করবেন।

আর (এ আমার অপরিবর্তনীয় বিধান যে,) কোন বোঝা বহনকারী অন্যকারো (পাপের) বোঝা বহন করবে না। তারপর তোমাদের রবের কাছেই হবে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তখন, যাকিছু তোমরা অনবরত করতে সে সম্পর্কে তিনি তোমাদের অবহিত করবেন। তিনি কিন্তু সবার বুকের সমস্ত গুপ্ত বিষয় পূর্ণরূপে জানেন।

[১২০২] উট, গরু, ভেড়া ও ছাগল, নর ও মাদী এই আটপ্রকার বিশেষভাবে বলা হল, কারণ এগুলোই মানুষের সংস্পর্শে বেশী আসে।

[১২০৩] প্রথম হল মাতৃউদরের অন্ধকার, দ্বিতীয় গর্ভাশয়ের অন্ধকার, তৃতীয় ঝিল্লির আবরণের অন্ধকার। কোন মানবের পক্ষে কীভাবে সম্ভব ছিল আধুনিক বিজ্ঞানের এ অভিনব তথ্য সে-যুগে প্রকাশ করা!

وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ
أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۖ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ۝ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَ
قَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو
الْأَلْبَابِ ۝

৮. আর যখন কোন (মুশরিক) মানুষকে কোন কষ্ট ছুঁয়ে যায় তখন সে তার রবের প্রতি নিবেদিত হয়ে তাঁকেই ডাকে, তারপর মানুষকে তিনি যখন নিজের পক্ষ হতে কোন নেয়ামত দান করেন তখন সে ঐ কষ্টের কথা ভুলে যায় যার জন্য সে আগে তাঁকে ডাকছিল, বরং আল্লাহ্‌র জন্য তখন সে বিভিন্ন সমকক্ষ সাব্যস্ত করে। যাতে সে (নিজে ভ্রষ্ট হয়ে অন্যকেও) আল্লাহ্‌র পথ থেকে ভ্রষ্ট করতে পারে। আপনি বলুন, তোমার কুফুর তুমি ভোগ কর কিছু সময়। শেষপর্যন্ত তুমি তো জাহান্নামীদের মধ্যেই শামিল হবে। ৯. নাকি যে রাতের বিভিন্ন সময় ইবাদতে নিমগ্ন, কখনো সিজদায়, কখনো দাঁড়িয়ে, (যার জীবন যাপিত হয়) আখেরাতকে ভয় করে, আর আপন রবের রহমতের আশা করে (সে কি ঐ মুশরিকের সমান হতে পারে! কিছুতেই না)। (বিষয়টি আরো সহজ করে বোঝানোর জন্য আপনি তাদের) বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে! আসলে উপদেশ গ্রহণ করে শুধু আকল-বুদ্ধির অধিকারীরা।

(রুকূ. ২)

قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ ۗ إِنَّمَا يُوَفَّى
الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ ۝ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ
الْمُسْلِمِينَ ۝ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝

১০. (আয় পেয়ারে নবী, আল্লাহ্‌র ইবাদতের প্রতি তারগীব ও উৎসাহ দেয়ার জন্য আহলে ঈমানকে) আপনি (আমার পক্ষ হতে) বলুন, হে আমার ঈমানদার বান্দাগণ, আপন রব্‌কে তোমরা সমীহ কর। এই দুনিয়াতে যারা উত্তম কর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে বিরাট কল্যাণ। আর আল্লাহ্‌র ভূখণ্ড তো প্রশস্ত (একখানে বাধাগ্রস্ত হলে অন্যখানে হিজরত করে যাওয়া অসম্ভব তো নয়!) আর ছাবিরীনকে তো তাদের আজর বেলা হিসাব পূর্ণমাত্রায় দান করা হবে। ১১. (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি বলুন, আমাকে তো আদেশ করা হয়েছে দ্বীনকে আল্লাহ্‌র জন্য খালিছ করে আল্লাহ্‌র ইবাদত করার। ১২. আর আদেশ করা হয়েছে যেন আমি মুসলিমদের প্রথম হই।[১২০৪] ১৩. আপনি বলুন, যদি আমি আমার রবকে অমান্য করি, তাহলে তো আমি এক বিরাট দিনের আযাবের আশঙ্কা করি।

قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ دِينِي ۝ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ ۗ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَ
أَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ۝ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ۗ

[১২০৪] যেন সবার আগে আমি (আল্লাহ্‌র সামনে) আত্মসমর্পণ করি।

ذٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهٖ عِبَادَهٗ ؕ يٰعِبَادِ فَاتَّقُوْنِ ۝١٦

১৪. আপনি বলুন, আমি তো শুধু আল্লাহ্‌র ইবাদত করি আমার দ্বীনকে আল্লাহ্‌র জন্য খালেছ করে। ১৫. তো তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যা কিছুর ইচ্ছা, উপাসনা কর। আপনি বলুন, আসল ক্ষতিগ্রস্ত তো তারাই যারা কেয়ামতের দিন নিজের জান, নিজের পরিবার সবকিছু হারাবে। শোনো, সেটাই কিন্তু সুস্পষ্ট ক্ষতি।[১২০৫] ১৬. তাদের জন্য তাদের উপরের দিক থেকেও থাকবে আগুনের মেঘ এবং তাদের নীচের দিক থেকেও থাকবে (আগুনের) মেঘ। এটা তো ঐ (আযাব) যার বিষয়ে আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের সতর্ক করেন (নবী ও কিতাবের মাধ্যমে, এবং বাঁচার উপায়ও বাতলে দেন।) তো হে আমার বান্দাগণ, আমাকে তোমরা সমীহ কর।

وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوْتَ اَنْ يَّعْبُدُوْهَا وَاَنَابُوْٓا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرٰى ۚ فَبَشِّرْ عِبَادِ ۝١٧ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰىهُمُ اللّٰهُ وَاُولٰٓئِكَ هُمْ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝١٨ اَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ ؕ اَفَاَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِى النَّارِ ۝١٩

১৭. আর যারা তাগুতের ইবাদত থেকে বেঁচে থাকে, আর (জীবনের সর্ববিষয়ে) আল্লাহ্‌র প্রতি নিবেদিত থাকে তাদেরই জন্য রয়েছে সুসংবাদ। তো আপনি আমার ঐ বান্দাদের সুসংবাদ দিন– ১৮. যারা (এই কোরআনি) কালাম (দিল-কান এক করে) শোনে এবং তার সর্বোত্তমগুলো অনুসরণ করে।[১২০৬] ওরাই হল এমন, হেদায়াতের পথে আল্লাহ্ যাদের পরিচালিত করেছেন, আর ওরাই হল বোধ ও বুদ্ধির অধিকারী। ১৯. আচ্ছা, (আল্লাহ্‌র ইলমের মধ্যে) যার উপর আযাবের ফায়ছালা চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে (তারই *কর্মকদর্যতার* কারণে), তো আপনি কি এমন ব্যক্তিকে (জাহন্নামের পথ থেকে) রক্ষা করতে পারবেন (আল্লাহ্‌র ইলম অনুযায়ী) যে জাহান্নামেই রয়েছে!

لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ ۙ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ وَعْدَ اللّٰهِ ؕ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ الْمِيْعَادَ ۝٢٠ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكَهٗ يَنَابِيْعَ فِى الْاَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهٗ حُطَامًا ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ ۝٢١

২০. কিন্তু যারা তাদের রবকে সমীহ করে (জাহান্নামের সমস্ত পথ থেকে যারা দূরে থাকে, নেক আমলের মাধ্যমে যারা জান্নাতের পথে ধাবিত হয়) তাদের জন্য রয়েছে বহু আলিশান কক্ষ, যার উপর নির্মিত রয়েছে বহু আলিশান কক্ষ, যার নীচ দিয়ে বয়ে যায় নহর-নালা। এ ওয়াদা তো আল্লাহ্ করেছেন, আর আল্লাহ্ তো কখনো ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। ২১. আচ্ছা, তুমি কি (এবিষয়ে) নযর করনি যে, আল্লাহ্ আসমান থেকে পানি/বারি/বৃষ্টি বর্ষণ করেন, অনন্তর ভূমিতে ঐ পানির বহু ঝর্ণা প্রবাহিত

[১২০৫] দুনিয়ার যে কোন ক্ষতির ক্ষতিপূরণ আছে, কিন্তু আখেরাতের ক্ষতির কোন ক্ষতিপূরণ নেই। সেদিন তো দুনিয়াভরা সোনাদানা দিলেও তা কবূল করা হবে না।

[১২০৬] অর্থাৎ প্রতিটি বিষয়, কারণ কোরআনের প্রতিটি কথা উত্তম, প্রতিটি কথা সর্বোত্তম।

করেন। তারপর তিনি তা দ্বারা বিভিন্ন রকমের/বর্ণের ফসল উদ্গত করেন। তারপর তা শুকিয়ে যায়, তখন তুমি ঐটাকে দেখতে পাও হলুদবর্ণের। তারপর ঐটাকে তিনি চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলেন। নিশ্চয়ই তাতে বড় উপদেশ রয়েছে আকল-বুদ্ধির অধিকারীদের জন্য।

(রুকূ. ৩)

اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ فَوَيْلٌ لِّلْقٰسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝ اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ ۖ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ۚ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَ قُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ۝

২২. আচ্ছা, বলো তো, আল্লাহ্ যার বক্ষ উন্মুক্ত/উদ্ভাসিত করে দিয়েছেন ইসলামের (সত্যতা গ্রহণ করার) জন্য, ফলে সে তার রবের পক্ষ হতে প্রদত্ত নূর ও জ্যোতির বলয়ে অবস্থান করছে। (সেকি পাষাণহৃদয় ব্যক্তির মত হতে পারে! পারে না!) সুতরাং নিপাত হোক তাদের জন্য যাদের কলব আল্লাহ্র যিকির থেকে শক্ত হয়ে গিয়েছে।[১২০৭] ওরাই স্পষ্ট ভ্রষ্টতা/বিচ্যুতির মধ্যে রয়েছে। ২৩. আল্লাহ্ নাযিল করেছেন সর্বোত্তম কালাম/আলোচনা, অর্থাৎ এমন কিতাব যা পরস্পর সদৃশ, যা বারবার দোহরানো হয়েছে।[১২০৮] (এই) কোরআনের (ঊর্ধ্বজাগতিক প্রতাপ ও তাজাল্লির) কারণে তাদের চামড়া পর্যন্ত ভয়ে কুচকে যায়, আপন রবকে যারা ভয় করে, তারপর তাদের দেহমন আল্লাহ্র যিকিরের প্রতি বিগলিত হয়। এ-ই হল আল্লাহ্র (পক্ষ হতে নেমে আসা) হিদায়াত, তার মাধ্যমে তিনি যাকে চান তাকে সরল সঠিক পথে পরিচালিত করেন। পক্ষান্তরে যাকে তিনি (তার নিজেরই সত্যবিমুখতার কারণে) বিপথগামী করেন তার জন্য কোন পথপ্রদর্শক নেই।

اَفَمَنْ يَّتَّقِيْ بِوَجْهِهٖ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَ قِيْلَ لِلظّٰلِمِيْنَ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ۝ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتٰىهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝ فَاَذَاقَهُمُ اللّٰهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَ لَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝

২৪. আচ্ছা, যে দুর্ভাগা কেয়ামতের দিন নিজের চেহারা দ্বারা নিকৃষ্ট আযাব রোধ করতে চাইবে (আর তার চেহারা ঝলসে যাবে),[১২০৯] আর (এমন) যালিমীনকে বলা হবে, যাকিছু তোমরা কামাই করতে

[১২০৭] এত কঠিন হয়ে গিয়েছে যে, আল্লাহ্র যিকির বরদাশত করতে পারে না, যেখানে আল্লাহ্র যিকির হয় সেখান থেকেই তার দিল উঠে যায়। ওরাই সুস্পষ্ট ভ্রষ্টতায় নিপতিত।

[১২০৮] অর্থাৎ কোরআনের প্রতিটি আয়াত এমনই সত্যমুখী যে, তাতে কোন পরস্পর বিরোধ নেই। তাছাড়া একই কথা, একই উপদেশ, একই ঘটনা, একই দাওয়াত এভাবে সেভাবে বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন ভঙ্গিতে তুলে ধরা হয়েছে, যাতে কোন না কোনভাবে দিলের দরজায় দস্তক দিতে পারে, আর দিল তা কবূল করে নেয়।

[১২০৯] বড় অলঙ্কারপূর্ণ দৃশ্যায়ন! দুনিয়াতে চেহারায় আঘাত এলে মানুষ হাত দিয়ে চেহারা রক্ষা করার চেষ্টা করে। আঘাতটা হাতের উপর নেয়, যাতে চেহারাটা বেঁচে যায়, কিন্তু আখেরাতে তো তাদের হাত-পা শেকলবাঁধা থাকবে, তাই হাত দিয়ে চেহারা রক্ষা করতে পারবে না, তখন বাধ্য হয়েই আগুনের ঝাপটা চেহারা দিয়েই রোধ করার ব্যর্থ চেষ্টা করা হবে।

(আযাবরূপে) তা আস্বাদন কর। (এই আযাবগ্রস্ত ব্যক্তি, আর জান্নাতী ব্যক্তি কি সমান হতে পারে! পারে না।) ২৫. যারা তাদের পূর্বে বিগত হয়েছে (আপন রাসূলানকে) তারা ঝুটলিয়েছে, তো তাদের উপর (আল্লাহ্‌র) আযাব এমন দিক থেকে (এমন আচমকা) এসেছে, যেন তারা টেরও করতে পারছে না। ২৬. তো দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ্ তাদের লাঞ্ছনা আস্বাদন/ভোগ করিয়েছেন। আর আখেরাতের আযাব তো আরো বড়, (আরো কঠিন)। হায়, যদি তারা জানত!

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٧﴾ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِيْ عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ
يَتَّقُوْنَ ﴿٢٨﴾ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيْهِ شُرَكَآءُ مُتَشٰكِسُوْنَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ ؕ هَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا ؕ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ۚ
بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٩﴾ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ ﴿٣١﴾

২৭. আর সুনিশ্চিত, লোকদের জন্য এই কোরআনে আমি সর্বপ্রকার উদাহরণ বর্ণনা করেছি, যাতে তারা শিক্ষা/উপদেশ গ্রহণ করে। ২৮. (তাই এটিকে আল্লাহ্) আরবী কোরআন (করেছেন), যাতে কোন বক্রতা (ও জটিলতা) নেই। (এমন করা হয়েছে) যাতে তারা (সহজে) তাক্বওয়া অবলম্বন করতে পারে। ২৯. আল্লাহ্ একটি মেছাল দিচ্ছেন এক (দাস)ব্যক্তিকে উল্লেখ করে, যার মালিকানায় রয়েছে কতিপয় শরীক, যারা নিজেদের মধ্যে রেষারেষিও করে। আরেকটি গোলাম হল সম্পূর্ণ একজনের মালিকানায়। মেছালরূপে দু'জনই কি সমান হতে পারে! (না,পারে না।) (সুতরাং) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র। কিন্তু (আফসোস,) তাদের অধিকাংশই জানে না, (তাওহীদ কতটা স্বভাবের দাবী, আর শির্ক কতটা স্বভাব ও ফিতরতের বিরোধী)[১২১০]। ৩০. (আয় পেয়ারে নবী! ওদের নিয়ে আপনার কেন এত পেরেশানি!) সত্য, আপনি মৃত্যুবরণ করবেন এবং সত্য, তারাও মারা যাবে। ৩১. তারপর তো (আয় মুশরিকীন!) কেয়ামতের দিন তোমরা সবাই তোমাদের রবের সামনে বাদানুবাদ করবে, (সেদিন চূড়ান্ত ফায়ছালা হবে আমার হাতে!)

(রুকূ. ৪)

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اِذْ جَآءَهٗ ؕ اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ ﴿٣٢﴾ وَالَّذِيْ جَآءَ
بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهٖٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ﴿٣٣﴾ لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ ذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٣٤﴾ لِيُكَفِّرَ اللّٰهُ
عَنْهُمْ اَسْوَاَ الَّذِيْ عَمِلُوْا وَيَجْزِيَهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩২. তো কে হতে পারে তার চেয়ে বড় যালিম, যে আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, আর সত্যকে ঝুটলায় যখন সত্য তার কাছে আসে! কাফিরীনের জন্য ঠিকানা কি জাহান্নামে নয়! ৩৩. আর যে (ভাগ্যবান) সত্য নিয়ে আসে, আর সত্যকে বিশ্বাসও করে, ওরাই হল মুত্তাকী! ৩৪. তাদের জন্য তাদের রবের কাছে রয়েছে যা তারা চাইবে। সেটাই হল পুণ্যবানদের প্রতিদান। ৩৫. তা এজন্য

[১২১০] তাওহীদ যে সৃষ্টিজগতের স্বভাবদাবী, তার পক্ষে এর চেয়ে সুন্দর মেছাল আর কী হতে পারে! যে গোলামের মালিক কয়েকজন তার তো বড় বিপদ যে, কার কথা শোনবে, কার কথা নয়; কাকে খুশী করবে, কাকে নয়, অথচ যার মালিক শুধু একজন তার শুধু শান্তি, আর শান্তি! কারণ তাকে তো খুশী রাখতে হবে মাত্র একজনকে!

যে, তারা যে নিকৃষ্টতম কাজ করেছে আল্লাহ্ যেন তাদের থেকে তা মুছে দেন, আর যে সর্বোত্তম আমল তারা নিরন্তর করত তার প্রতিদান তাদের দিতে পারেন।

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ۖ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٦﴾ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ
مِن مُّضِلٍّ ۗ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتِقَامٍ ﴿٣٧﴾ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ قُلْ أَفَرَأَيْتُم
مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ ۚ
قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ ۖ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٣٨﴾

৩৬. আল্লাহ্ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন! বেশ তো, আপনাকে তারা ভয় দেখায় আল্লাহ্ ছাড়া অন্যান্য উপাস্যের! (কী নির্বোধ!) আসল কথা, আল্লাহ্ যাকে ভ্রষ্ট/বিচ্যুত করেন তার জন্য নেই কোন পথপ্রদর্শক, ৩৭. আর আল্লাহ্ যাকে হেদায়েত দান করেন তাকে বিচ্যুত করার মত কেউ নেই। আচ্ছা, আল্লাহ্ কি মহাপ্রতাপশালী, পূর্ণ প্রতিশোধক্ষম নন! ৩৮. আর যদি আপনি তাদের জিজ্ঞাসা করেন, কে সৃষ্টি করেছে আসমানসমস্ত ও যমীন? অতি অবশ্যই তারা বলবে, আল্লাহ্! আপনি (তাদের) বলুন, আচ্ছা, বলো দেখি, আল্লাহ্ ছাড়া যাদের তোমরা ডাক, আল্লাহ্ যদি চান আমার কোন ক্ষতি করতে, তোমাদের উপাস্যরা কি আল্লাহ্র আরোপিত ক্ষতি দূর করতে পারবে? কিংবা আল্লাহ্ যদি আমার প্রতি কোন রহমতের ইচ্ছা করেন, তারা কি তাঁর রহমত রোধ করতে পারবে? (তো চূড়ান্ত কথা হল,) আপনি বলুন, আল্লাহ্ আমার জন্য যথেষ্ট। তাওয়াক্কুলকারীরা তাঁরই উপর তাওয়াক্কুল করে।

قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ
مُّقِيمٌ ﴿٤٠﴾ إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ۖ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَا
أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ﴿٤١﴾

৩৯. আপনি বলুন, আয় কাউম, নিজেদের অবস্থান থেকে তোমরা আমল করতে থাকো, আমিও আমল করছি। তো অচিরেই তোমরা জানতে পারবে– ৪০. কার উপর আসবে এমন আযাব, যা তাকে অপদস্থ করবে এবং কার উপর নেমে আসবে স্থায়ী আযাব। ৪১. লোকদের (কল্যাণের) জন্য অবশ্যই আমি আপনার উপর কিতাব নাযিল করেছি সত্যভাবে। তো যে হিদায়াত গ্রহণ করবে সে তো তা নিজের কল্যাণের জন্যই করবে, আর যে বিচ্যুত হবে সে তো নিজেরই দায়দায়িত্বের উপর বিচ্যুত হবে। আপনি তো নন তাদের উপর *'রাখওয়ালা'*।

(রুকূ. ৫)

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ۖ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ
إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ ۚ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا

يَمْلِكُوْنَ شَيْـًٔا وَّلَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٤٣﴾ قُلْ لِّلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا ۘ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۘ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٤٤﴾

৪২. আল্লাহ্ সমস্ত রূহকে তার মৃত্যুর সময় কব্য করেন; আর যে সমস্ত রূহের এখনো মৃত্যু আসেনি সেগুলোও ঘুমের সময় (কব্য করে নেন)। তারপর যেগুলো সম্পর্কে (নিদ্রার অবস্থায়) মৃত্যুর ফায়ছালা করেন সেগুলো রেখে দেন, আর অন্যরূহগুলো ছেড়ে দেন এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত; (পরবর্তী ঘুমের সময় পর্যন্ত। তখন সে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়।) তাতে (রূহের বিভিন্ন রকম কব্য করার মধ্যে) সত্যি সত্যি যথেষ্ট নিদর্শন রয়েছে ঐ-কাউমের জন্য যারা চিন্তা করে। ৪৩. নাকি (তাওহীদের এত অকাট্য প্রমাণ সত্ত্বেও) তারা আল্লাহ্ ছাড়া (অন্যান্য উপাস্য) বানিয়েছে, (যারা হবে) সুফারিশকারী[১১১১]। আপনি বলুন, যদিও তারা (তথাকথিত এই সুফারিশকারীরা) কোন সক্ষমতা ও মালিকানা রাখে না এবং কোন বোধ ও বুদ্ধি রাখে না (, তবু কি তাদের তোমরা উপাস্য ও সুফারিশকারীই ভাবতে থাকবে)! ৪৪. আপনি (এও) বলুন, সমস্ত সুফারিশ তো আল্লাহ্রই জন্য; (তাঁরই এখতিয়ারে, তাঁর অনুমতি ছাড়া তো কারো কোনরকম সুফারিশ করারও অধিকার নেই।) সমস্ত আসমান ও যমীনের রাজত্ব তো একমাত্র তাঁরই জন্য। তারপর তো তোমাদেরকে তাঁরই দিকে ফেরানো হবে।

وَاِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اشْمَاَزَّتْ قُلُوْبُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ ۚ وَاِذَا ذُكِرَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿٤٥﴾

قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عٰلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْ مَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿٤٦﴾

৪৫. আর যখন এক আল্লাহ্কে স্মরণ করা হয় তখন যারা আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে না তাদের অন্তর ত্যক্তবিরক্ত হয়, পক্ষান্তরে যখন আল্লাহ্র পরিবর্তে অন্যান্য উপাস্যের আলোচনা হয় অমনি তারা প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। ৪৬. আপনি বলুন, আয় আল্লাহ্! (হে) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা, (হে) সমস্ত অদৃশ্য ও দৃশ্যের 'জ্ঞানী'! আপনিই আপনার বান্দাদের মধ্যে (হাশরের দিন) ফায়ছালা করবেন যে বিষয়ে তারা (আমাদের সঙ্গে) মতবিরোধ করত।

وَلَوْ اَنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا بِهٖ مِنْ سُوْٓءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ ﴿٤٧﴾ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٤٨﴾ فَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ۡ ثُمَّ اِذَا خَوَّلْنٰهُ نِعْمَةً مِّنَّا ۙ قَالَ اِنَّمَآ اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ ۭ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٩﴾

৪৭. (শির্ক ও কুফুরের মাধ্যমে) যারা (নিজেদের উপর) যুলুম করেছে, যদি দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ তাদের জন্য (তাদের মালিকানায়) হত এবং হত আরো ঐ-পরিমাণ তাহলে কেয়ামতের দিনের জঘন্য আযাব থেকে (বাঁচার জন্য) সবই তারা মুক্তিপণরূপে দিয়ে দিত। আর (সেদিন) আল্লাহ্র পক্ষ হতে তাদের সামনে এমন সব (কঠিন শাস্তিমূলক) বিষয় প্রকাশ পাবে যার ধারণাও তাদের ছিল না। ৪৮. আর যে মন্দ আমল তারা করেছে তার মন্দ ফল তাদের সামনে প্রকাশ পাবে, আর ঐ-আযাব তাদের ঘিরে ধরবে, যা নিয়ে তারা বিদ্রূপ করত। ৪৯. এদিকে (তিক্ত বাস্তবতা এই যে,) যখন কোন দুঃখ-কষ্ট মানুষকে ছুঁয়ে যায় তখন সে আমাকে ডাকে, তারপর যখন আমার পক্ষ হতে তাকে কোন নেয়ামত

[১১১১] আচ্ছা, তাহলে কি তারা আল্লাহ্র পরিবর্তে বিভিন্ন সুফারিশকারী গ্রহণ করেছে!

দান করি তখন 'মিয়াঁ' বলতে শুরু করে, এ তো আমাকে দেয়া হয়েছে (আমার) জ্ঞানের উপর (আমার যোগ্যতা ও কুশলতার উপর)। (না, আয় বান্দা, না,) বরং এটা ফিতনা (ও পরীক্ষা), কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না (যে, প্রাপ্ত কোন নেয়ামত জ্ঞানের ফল নয়, দানের ফল)।

قَدْ قَالَهَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝ فَاَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا ۭ وَالَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ هٰٓؤُلَاۗءِ سَيُصِيْبُهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا ۙ وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ۝ اَوَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاۗءُ وَيَقْدِرُ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝

৫০. সুনিশ্চিত, এ কথাই তো বলেছে, যারা তাদের পূর্বে বিগত হয়েছে, কিন্তু তাদের উপার্জন তো তাদের কোন কাজে আসেনি। ৫১. তো তারা যে মন্দ কামাই করেছিল তার মন্দ ফল তাদের আক্রান্ত করেছিল। আর (বর্তমানের মুশরিকীনে আরব যেন নিশ্চিন্ত না থাকে যে, অতীতে যা হয়েছে এখন তা হবে না, বরং) এদের মধ্য হতে যারা (শির্ক ও কুফুরের মাধ্যমে নিজেদের উপর) যুলুম করেছে তাদের অবশ্যই আক্রান্ত করবে তাদের মন্দ কামাইয়ের মন্দ ফলসমূহ। আর তারা (আল্লাহ্‌কে) অক্ষম করতে সক্ষম হবে না। ৫২. আচ্ছা, তারা কি জানতে পারেনি যে, আল্লাহ্ যার জন্য ইচ্ছা করেন রিযিক প্রশস্ত করেন, আর সীমিত করেন। সত্যি সত্যি তাতে যথেষ্ট নিদর্শন রয়েছে ঐ-কাউমের জন্য যারা ঈমান আনে/আনতে চায়।

(রুকূ. ৬)

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ۭ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝ وَاَنِيْبُوْٓا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوْا لَهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ۝ وَاتَّبِعُوْٓا اَحْسَنَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَّاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ۝

৫৩. (আয় পেয়ারে নবী! ঈমানের পর পিছনের শির্ক-কুফুরের আযাবের কী হবে, যারা জানতে চায়, আমার পক্ষ হতে তাদের) আপনি বলে দিন, ইয়া ইবাদী![১২১২] যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছে, আল্লাহ্‌র রহমত থেকে তোমরা নিরাশ হয়ো না। অবশ্যই আল্লাহ্ সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেবেন। তিনিই তো শুধু পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু! ৫৪. আর আপন রবের প্রতি তোমরা আত্মনিবেদন কর, আর তাঁর জন্য আনুগত্য প্রকাশ কর, তোমাদের উপর আযাব এসে পড়ার আগে; তারপর কিন্তু তোমাদের আর সাহায্য করা হবে না। ৫৫. আর তোমাদের রবের পক্ষ হতে তোমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তার সর্বোত্তমগুলো তোমরা অনুসরণ কর, তোমাদের উপর আচমকা আযাব এসে পড়ার আগে, এমনভাবে যে, তোমরা টেরও পাবে না।[১২১৩]

[১২১২] হে আমার বান্দারা!

[১২১৩] উদ্দেশ্য হল সমস্ত আমল, কারণ আল্লাহ্‌র নাযিল করা প্রতিটি আয়াত, প্রতিটি বিধান উত্তম ও সর্বোত্তম। বিকল্প তরজমা, (ক) আর তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমাদের প্রতি যে সর্বোত্তম বিষয় (আয়াত ও বিধান) নাযিল করা হয়েছে তা অনুসরণ কর (খ) ... উত্তম উত্তম/সুন্দর সুন্দর যে আয়াত ও বিধান নাযিল ....

اَنْ تَقُوْلَ نَفْسٌ يّٰحَسْرَتٰى عَلٰى مَا فَرَّطْتُّ فِيْ جَنْۢبِ اللّٰهِ وَ اِنْ كُنْتُ لَمِنَ السّٰخِرِيْنَ ﴿۵۶﴾ اَوْ تَقُوْلَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدٰىنِيْ
لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿۵۷﴾ اَوْ تَقُوْلَ حِيْنَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ اَنَّ لِيْ كَرَّةً فَاَكُوْنَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۵۸﴾ بَلٰى قَدْ جَآءَتْكَ اٰيٰتِيْ
فَكَذَّبْتَ بِهَا وَ اسْتَكْبَرْتَ وَ كُنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۵۹﴾

৫৬. এমন যেন না হয় যে, (কাল হাশরে) কোন মানুষকে বলতে হল, হায় আফসোস ঐ অবহেলার উপর যা আমি আল্লাহ্‌র বিষয়ে করেছি। সত্য তো এই, (আল্লাহ্‌র আহকাম ও বিধানের প্রতি) আমি তো *'উপহাসীদলে'* শামিল ছিলাম;[১২১৪] ৫৭. কিংবা বলতে হল, যদি আল্লাহ্ আমাকে হিদায়াত দিতেন তাহলে তো আমিও মুত্তাকীনের মধ্যে শামিল হতাম! ৫৮. কিংবা আযাব দেখার পর বলতে হল, হায়, যদি একবার আমার ফিরে যাওয়ার সুযোগ হয়, যাতে নেককারদের মধ্যে শামিল হতে পারি! ৫৯. (তখন তাকে থামিয়ে দিয়ে বলা হবে,) কেন নয়! তোমার কাছে তো আমার আয়াতসমস্ত এসেছে, তখন তুমি তা ঝুটলিয়েছ এবং অহমিকা দেখিয়েছ, আর কাফিরীনের দলে থাকাই পছন্দ করেছ।

وَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى اللّٰهِ وُجُوْهُهُمْ مُّسْوَدَّةٌ ؕ اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿۶۰﴾ وَ يُنَجِّي اللّٰهُ
الَّذِيْنَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ ۫ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوْٓءُ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿۶۱﴾ اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۫ وَّ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ﴿۶۲﴾
لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿۶۳﴾

৬০. আর যারা আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা আরোপ করেছে, কেয়ামতের দিন তাদের চেহারা তুমি দেখতে পাবে, ঘোর কালো। (এমন) অহঙ্কারীদের/মুতাকাব্বিরীনের জন্য জাহান্নামে কি (উপযুক্ত) ঠিকানা হতে পারে না![১২১৫] ৬১. আর যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করেছে, আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের কামিয়াবিসহ (জাহান্নাম থেকে) নাজাত দেবেন,[১২১৬] কোন প্রকার মন্দ তাদের ছুঁতেও পারবে না, আর তারা মোটেও দুঃখিত হবে না। ৬২. আল্লাহ্ সর্বকিছুর স্রষ্টা, আর তিনি সমস্ত কিছুর উপর নেগাহবান। ৬৩. সমস্ত আসমান ও যমীনের চাবিগুচ্ছ তাঁরই জন্য (তাঁরই নিয়ন্ত্রণে)। আর যারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমস্ত অস্বীকার করেছে ওরাই হল সর্বক্ষতিগ্রস্ত।

(রুকূ. ৭)

قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَاْمُرُوْٓنِّيْٓ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجٰهِلُوْنَ ﴿۶۴﴾ وَ لَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَ اِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ
وَ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿۶۵﴾ بَلِ اللّٰهَ فَاعْبُدْ وَ كُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿۶۶﴾ وَ مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ۖ وَ الْاَرْضُ جَمِيْعًا
قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَ السَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌۢ بِيَمِيْنِهٖ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿۶۷﴾

[১২১৪] আর সত্য তো এই যে, সবার সঙ্গে মিলে আমিও (আল্লাহ্‌র আহকাম ও বিধানের প্রতি) উপহাস করতাম।

[১২১৫] প্রায় সব উর্দূ মুতারজিম লিখেছেন *'মুতাকাব্বির'*, আমাকে লিখতে হবে *'অহঙ্কারী'*, কেন? অনুবাদ ও অনুবাদক-এর সঙ্গে আমি তরজমা ও মুতারজিম লিখতে পারবো না কেন? তাহলে তো আমার বাংলাভাষা উর্দূর চেয়ে সমৃদ্ধ হতে পারে। কথাগুলো এখানে অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে, তবে জীবনের বৃহৎ পরিসরে এর মূল্য আছে!

[১২১৬] যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করবে, আল্লাহ্ (জাহান্নাম থেকে) তাদের নাজাত দেবেন (তাক্বওয়াগুণ দ্বারা) তাদের আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের কারণে/ যারা ... আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের সফলতার কারণে...

৬৪. (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি বলুন, তারপরো কি হে মূর্খের/জাহিলের দল, তোমরা আমাকে আব্দার/আদেশ করছ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করার! ৬৫. আর সুনিশ্চিত, অহী করা হয়েছে আপনার প্রতি এবং আপনার আগে যারা বিগত হয়েছে তাদের প্রতি, (এ মর্মে যে,) যদি তুমি শির্কের অপরাধ কর (তাহলে) সত্যি সত্যি তোমার আমল বরবাদ হয়ে যাবে, আর তুমি মহাক্ষতি -গ্রস্তদের থেকে গণ্য হবে, ৬৬. বরং শুধু আল্লাহ্রই তুমি ইবাদত কর এবং শাকিরীনের মধ্যে শামিল হও। ৬৭. আর (সত্য এই যে,) লোকেরা আল্লাহ্কে কদরই করেনি যেমন কদর করা কর্তব্য ছিল।[১২১৭] অথচ কেয়ামতের দিন পুরো পৃথিবী তাঁরই মুঠোয়/পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকবে। আর সমস্ত আসমান তাঁর ডান হাতে গুটানো থাকবে। সকল ত্রুটি থেকে তিনি চিরপবিত্র। আর যে শির্ক তারা করছে তা থেকে তিনি বহু ঊর্ধ্বে রয়েছেন।

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ؕ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ ۝٦٨
وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتٰبُ وَجِايْٓءَ بِالنَّبِيّٖنَ وَالشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝٦٩ وَ
وُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ۝٧٠

৬৮. আর (নির্ধারিত সময়ে) শিঙায় ফুঁক দেয়া হবে। তখন সমস্ত আসমানে যারা আছে এবং যমীনে যারা আছে তারা বেহুঁশ হয়ে যাবে, তবে আল্লাহ্ যাদের (নিরাপদ থাকা) চান তারা ছাড়া। তারপর শিঙায় আরেকটি ফুঁক দেয়া হবে, তখন হঠাৎ দেখা যাবে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তারা তাকাচ্ছে! ৬৯. আর (এখনকার) পৃথিবীটা (তখন) তার রবের নূরে উজ্জ্বল হয়ে ওঠবে। আর *'আমলনামা'* রাখা হবে, আর নবীদের ও সাক্ষীদের আনা হবে, আর তাদের মাঝে পূর্ণ সত্যভাবে/ন্যায়ভাবে ফায়ছালা করা হবে; কোনরকম যুলুম করা হবে না।

৭০. আর প্রতিটি প্রাণকে, যাকিছু আমল সে করেছে তার পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে; আর যাকিছু তারা করছে সে-বিষয়ে তিনি খুব ভালো জানেন।

(রুকূ. ৮)

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْهَا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ
يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ؕ قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۝٧١

৭১. আর যারা কুফুর করেছে, তাদের দলে দলে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নেয়া হবে। এমনকি যখন তারা জাহান্নামের কাছে এসে যাবে তখন তার দরজাগুলো খুলে দেয়া হবে, আর জাহান্নামের রক্ষীরা তাদের উদ্দেশ্যে বলবে, তোমাদেরই মধ্য হতে রাসূলান কি তোমাদের কাছে আসেননি, যারা তোমাদের রবের আয়াতগুলো তোমাদের তিলাওয়াত করে শোনাতেন, আর তোমাদের আজকের দিনের সাক্ষাৎ সম্পর্কে/মুখোমুখি হওয়া সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করতেন। তারা বলবে, অবশ্যই! তবে কাফিরীনের উপর আযাবের ঘোষণা অবধারিত হয়ে গিয়েছিল।

[১২১৭] আর (সত্য এই যে,) তারা আল্লাহ্র যথাযোগ্য কদরই করেনি।

قِيْلَ ادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ۝ وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ۭ
حَتّٰٓى اِذَا جَاۗءُوْهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ ۝

৭২. (তখন বড় নির্মমভাবে তাদের) বলা হবে, ঢুকে পড় জাহান্নামের দরজাগুলো দিয়ে চিরকালের জন্য। তো অহঙ্কারীদের/মুতাকাব্বিরীনের ঠিকানা কত না নিকৃষ্ট! ৭৩. আর (জীবনের সর্ববিষয়ে) আপন রব্‌কে যারা সমীহ করে (চলে)ছে, জান্নাতের দিকে তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে জামাত জামাত করে। এমনকি যখন তারা সেখানে এসে পৌঁছবে, আর জান্নাতের দরজাগুলো খুলে রাখা হবে (তখন বড় আনন্দের দৃশ্য হবে!) আর জান্নাতের মুহাফিযগণ তাদের স্বাগত জানিয়ে বলবেন, তোমাদের উপর সালাম-শান্তি! সুখে থাক। তো এই জান্নাতে অনন্তকালের জন্য প্রবেশ কর।

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاۗءُ ۚ فَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ۝ وَتَرَى
الْمَلٰۗىِٕكَةَ حَاۗفِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۚ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

৭৪. আর (তখন) আহলে জান্নাত বলবে, আলহামদু লিল্লাহ্– সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি তাঁর ওয়াদা সত্য করেছেন আমাদের সঙ্গে, আর আমাদেরকে এই 'জান্নাতভূমির' এমন মালিক বানিয়েছেন যে, জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা (যেতে পারি), থাকতে পারি। তো আমলকারীদের প্রতিদান কত না উত্তম! ৭৫. আর তুমি ফিরেশতাদের দেখতে পাবে, আরশের চারপাশে বেষ্টন করে আছেন, এমন অবস্থায় যে, তারা আপন রবের প্রশংসাসহ তাসবীহ করছেন। আর (শেষ কথা এই যে,) লোকদের মাঝে সত্যভাবে ফায়ছালা করে দেয়া হয়েছে, আর বলা হয়েছে, আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন– সমস্ত প্রশংসা রাব্বুল আলামীন আল্লাহ্‌র।

سُورةُ المؤمن ٤٠؛ مَكية؛ آياتُها ٨٥ وركُوعاتُها ٩

৪০-সূরা মুমিন, মাক্কী, আয়াত ৮৫, রুকূ ৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حٰمٓ ۝ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۝ غَافِرِ الذَّنْۢبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ۙ ذِي الطَّوْلِ ۭ لَآ اِلٰهَ
اِلَّا هُوَ ۭ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۝ مَا يُجَادِلُ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ ۝ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ
قَوْمُ نُوْحٍ وَّالْاَحْزَابُ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ۠ وَهَمَّتْ كُلُّ اُمَّةٍۢ بِرَسُوْلِهِمْ لِيَاْخُذُوْهُ وَجٰدَلُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ
الْحَقَّ فَاَخَذْتُهُمْ ۠ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۝

রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে (শুরু)

১. হামীম। ২. এটি মহাপরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে নাযিল করা কিতাব– ৩. যিনি গোনাহ মাফকারী এবং তাওবা কবূলকারী, কঠিন সাজাদানকারী, অসীম ক্ষমতার অধিকারী। তিনি

ছাড়া নেই কোন ইলাহ। তাঁরই দিকে হবে (সবার) গমন। ৪. আল্লাহ্‌র আয়াতসমস্ত নিয়ে বাদানুবাদ /তর্কবিতর্ক তারাই করে, কুফুরে যারা আসক্ত হয়েছে। তো (আয় পেয়ারে নবী!)[১২১৮] দেশে দেশে/ বিভিন্ন ভূখণ্ডে তাদের দাপিয়ে বেড়ানো আপনাকে যেন মোহগ্রস্ত না করে/ধাঁধায়/ধোকায় না ফেলে। ৫. তাদের আগে কাউমে নূহ ঝুটলিয়েছে এবং তাদের পরে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দল (ঝুটলিয়েছে), আর প্রত্যেক উম্মত তাদের রাসূল সম্পর্কে এরূপ ভাবনা ভেবেছিল যে, তাঁকে তারা আচ্ছা রকম পাকড়াবে (, কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছাড়া তো কিছু হয়নি)। তবে বাতিলকে আশ্রয় করে তারা খুব বিবাদ করেছে, যাতে তা দ্বারা হক ও সত্যকে *নাস্তানাবূদ/ঘায়েল* করতে পারে। তখন আমি পাকড়াও করেছি তাদের! তো দেখ না, কেমন ছিল আমার সাজা!

وَكَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ ۝٦ اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ۝٧

৬. আর এভাবেই/ওভাবেই আপনার রবের সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়েছে (যখন, যেখানে) যারা কুফুর করেছে তাদের উপর, (এই সিদ্ধান্ত) যে, তারা হবে জাহান্নামের বাসিন্দা। ৭. যে সমস্ত ফিরেশতা আরশ বহন করছে, আর যারা আরশের চারপাশে রয়েছে তাঁরা আপন রবের প্রশংসাসহ তাসবীহ করে, আর তাঁর প্রতি ঈমান রাখে, আর যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য ইস্‌তিগফার করে যে, (ইয়া) রাব্বানা, আপনি তো আপন করুণা ও জ্ঞান দ্বারা প্রতিটি জিনিসকে ধারণ করে আছেন। তো যারা তাওবা করেছে, আর আপনার পথ অনুসরণ করেছে তাদের জন্য আপনি মাগফিরাতের ফায়ছালা করুন, আর জাহান্নামের আযাব থেকে তাদের রক্ষা করুন।

رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ ِۨالَّتِيْ وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآىِٕهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ ۭ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝٨ وَقِهِمُ السَّيِّاٰتِ ۭ وَمَنْ تَقِ السَّيِّاٰتِ يَوْمَىِٕذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهٗ ۭ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝٩

৮. (আয়) রাব্বানা, আর তাদের আপনি দাখেল করুন চিরস্থায়ী বসবাসের বাগবাগিচায়, যার ওয়াদা আপনি তাদের করেছেন। (তাদেরকে) এবং তাদের মা-বাবা ও তাদের স্ত্রী ও তাদের সন্তানসন্ততি, এদের মধ্যে যারা 'যোগ্য'/নেককার হয়েছে তাদেরও (দাখেল করুন)। আপনিই তো একমাত্র মহা -পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাবান। ৯. আর সমস্ত মন্দ থেকে তাদের আপনি নিরাপদ রাখুন। আর সেদিন আপনি যাকে সর্বমন্দ থেকে নিরাপদ রাখবেন তার প্রতি তো আসলে বড় দয়াই করবেন। আর সেটাই তো হবে বিরাট কামিয়াবি।

(রুকূ. ২)

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللّٰهِ اَكْبَرُ مِنْ مَّقْتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ اِذْ تُدْعَوْنَ اِلَى الْاِيْمَانِ فَتَكْفُرُوْنَ ۝١٠ قَالُوْا رَبَّنَآ

[১২১৮] হায়, নবীকে তো এভাবে বলার কোন প্রয়োজন ছিল না। উম্মতকে বলার জন্য উম্মতের নবীকে মাধ্যম করা হয়েছে, যাতে উম্মতের কাছে উপদেশটি যথাযোগ্য গুরুত্ব ও মর্যাদা পায়, কিন্তু হায় উম্মত! যত দূরের উম্মত তত যেন গাফেল উম্মত!

اَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَ اَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوْبِنَا فَهَلْ اِلٰى خُرُوْجٍ مِّنْ سَبِيْلٍ ﴿١١﴾ ذٰلِكُمْ بِاَنَّهٗۤ اِذَا دُعِيَ اللّٰهُ وَحْدَهٗ كَفَرْتُمْ ۚ وَ اِنْ يُّشْرَكْ بِهٖ تُؤْمِنُوْا ؕ فَالْحُكْمُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيْرِ ﴿١٢﴾

১০. যারা কুফুর করেছে, অবশ্যই তাদের ডেকে বলা হবে, (আজ) যত অসন্তোষ হচ্ছে তোমাদের নিজেদের উপর তার চেয়ে বহু বেশী অসন্তোষ আল্লাহ্‌র হত, যখন তোমাদের ডাকা হত ঈমানের দিকে, আর তোমরা করতে অস্বীকার। ১১. তারা বলবে, (ইয়া) রাব্বানা, আমাদের আপনি দু'বার মৃত্যু দান করেছেন এবং দু'বার জীবন দান করেছেন। এখন আমরা আমাদের সমস্ত পাপ স্বীকার করছি। তো (জাহান্নাম থেকে) বের হওয়ার কি কোন পথ আছে! ১২. (উত্তরে তাদের বলা হবে,) তোমাদের এ অবস্থা তো এজন্য যে, যখন একা (ও এককভাবে) আল্লাহ্‌কে ডাকা হত তখন তোমরা (ঐভাবে) ডাকতে অস্বীকার করতে, আর যখন তাঁর সঙ্গে (বাতিল উপাস্যকে) শরীক করা হত তখন তোমরা (স্বতঃস্ফূর্তভাবে) তা মেনে নিতে। তো ফায়ছালা তো একমাত্র আল্লাহ্‌র, যার শান অতি উচ্চ, যার সত্তা অতি বড়।

هُوَ الَّذِيْ يُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ رِزْقًا ؕ وَ مَا يَتَذَكَّرُ اِلَّا مَنْ يُّنِيْبُ ﴿١٣﴾ فَادْعُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَ لَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ﴿١٤﴾ رَفِيْعُ الدَّرَجٰتِ ذُو الْعَرْشِ ۚ يُلْقِي الرُّوْحَ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ﴿١٥﴾ يَوْمَ هُمْ بٰرِزُوْنَ ۚ لَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ؕ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ؕ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿١٦﴾

১৩. তিনিই ঐ মহান সত্তা যিনি আপন (কুদরতের) নিশান ও নিদর্শন তোমাদেরকে দেখান, আর তোমাদের জন্য (বৃষ্টিরূপে) আসমান থেকে রিযিক নামিয়ে আনেন। বস্তুত উপদেশ তো সে-ই গ্রহণ করে যে (আল্লাহ্‌র প্রতি) আত্মনিবেদন করে। ১৪. সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌কে ডাক আনুগত্যকে তাঁরই জন্য খালিছ করে, কাফিরীন যতই না-পছন্দ করে। ১৫. তিনি তো অতি উচ্চ উচ্চ মরতবার অধিকারী (যা মাখলূকাতের কল্পনারও বহু ঊর্ধ্বে), তিনি তো (মহান) আরশের অধিপতি। আপন বান্দাদের মধ্য হতে তিনি যার উপর ইচ্ছা করেন, নিজের আদেশে তার উপর অহী নাযিল করেন, যাতে (লোকদের) তিনি *সমাবেশদিবস* সম্পর্কে সতর্ক করেন।[১২১৯] ১৬. যেদিন লোকেরা এসে যাবে সবাই প্রকাশ্যে, তাদের কোন কিছু আল্লাহ্‌র উপর/কাছে/সামনে গোপন থাকবে না। (বজ্রগম্ভীর স্বরে তখন জিজ্ঞাসা করা হবে, বল,) রাজত্ব আজ কার জন্য? (কিছু বলার সাহস কার হবে! তাই যিনি জিজ্ঞাসা করেছেন তিনিই বলবেন,) এক আল্লাহ্‌র, যিনি সর্বপ্রবল।

اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ؕ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿١٧﴾ وَ اَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْاٰزِفَةِ اِذِ الْقُلُوْبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كٰظِمِيْنَ ؕ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّ لَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ ﴿١٨﴾ يَعْلَمُ خَآئِنَةَ الْاَعْيُنِ وَ مَا تُخْفِي الصُّدُوْرُ ﴿١٩﴾ وَ اللّٰهُ يَقْضِيْ بِالْحَقِّ ؕ وَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَقْضُوْنَ بِشَيْءٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴿٢٠﴾

[১২১৯] (আল্লাহ্‌র সঙ্গে) সাক্ষাতের দিন সম্পর্কে....

১৭. আজ প্রতিটি 'প্রাণ'কে ঐ আমলেরই প্রতিদান দেয়া হবে যা সে কামাই করেছে। আজ (কারো উপর) কোন যুলুম নেই। অবশ্যই আল্লাহ্ অতিদ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। ১৮. আর (আয় পেয়ারে নবী।) আপনি অতিআসন্ন দুর্যোগের দিন (কেয়ামতের দিন) সম্পর্কে তাদের সতর্ক করুন যখন (তাদের) হৃদপিণ্ড কণ্ঠনালীর কাছে হবে, দুশ্চিন্তায় অনুতাপে নাজেহাল হয়ে। যালিমীনের জন্য (সেদিন) না অন্তরঙ্গ/সুহৃদ বন্ধু হবে, না মান্যগণ্য কোন সুফারিশকারী।[১২২০] ১৯. তিনি জানেন অসাধু চোখের দৃষ্টি এবং যাকিছু (তাদের) বুক লুকিয়ে রাখে।[১২২১] ২০. আর আল্লাহ্ সত্যের/ন্যায়ের/হকের সঙ্গে ফায়ছালা করেন। আর আল্লাহ্র পরিবর্তে তারা যাদের ডাকে তারা তো (হক, না-হক) কোন ফায়ছালাই করতে পারে না। নিঃসন্দেহে একমাত্র আল্লাহ্ই সর্বশ্রোতা, সর্বদর্শী।

(রুকূ. ৩)

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۖ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ ﴿٢١﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ ۖ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٢﴾

২১. আচ্ছা, তারা কি ভূখণ্ডে বিচরণ করেনি, যাতে দেখতে পায়, কেমন ছিল তাদের পরিণতি যারা তাদের পূর্বে বিগত হয়েছে![১২২২] শক্তির বিচারে এবং ভূমিতে রেখে যাওয়া বিভিন্ন নিশানের বিবেচনায় ওরা তো এদের চেয়ে অনেক প্রবল ছিল। অথচ তাদের পাপরাশির কারণে আল্লাহ্ তাদের পাকড়াও করেছেন। আর আল্লাহ্র মোকাবেলায় তাদের জন্য কোন রক্ষাকারী ছিল না। ২২. ঐ পাকড়াও এ কারণে ছিল যে, তাদের রাসূলান তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিশান ও প্রমাণ নিয়ে আসতেন, কিন্তু তারা শুধু অস্বীকার করে গিয়েছে। তখন আল্লাহ্ তাদের পাকড়াও করেছেন। তিনি তো অসীম শক্তি -শালী, কঠিন সাজাদানকারী।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٢٣﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ﴿٢٤﴾ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ ۚ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿٢٥﴾

২৩. আর সুনিশ্চিত, মূসাকে আমি আমার আয়াত ও বিধান এবং সুস্পষ্ট প্রমাণ দিয়ে প্রেরণ করেছি– ২৪. ফির'আউন, হামান ও কারূনের কাছে। কিন্তু তারা বলল, এ তো জাদুগর (ও) মিথ্যাচারী। ২৫. অনন্তর যখন তিনি তাদের (সাধারণ মানুষের) কাছে আমার পক্ষ হতে সত্যের পায়গাম নিয়ে এলেন, (আর কিছু লোক ঈমান আনল, তখন যারা কুফুরে আসক্ত) তারা বলল, যারা তার সঙ্গে ঈমান এনেছে তাদের পুত্রদের কতল কর, আর তাদের (যুবতী) নারীদের বাঁচিয়ে রাখ (সেবাদাসত্বের জন্য)। বস্তুত কাফিরীনের চাল তো ব্যর্থই হয়, (এখানেও হল)।

[১২২০] এমন সুফারিশকারী যাকে মান্য করা হয়/যার সুফারিশ গ্রাহ্য করা হয়।

[১২২১] তিনি জানেন চোখের অসাধুতা/চোরা চাহনি/চোখের খেয়ানত।

[১২২২] কেমন ছিল তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণতি!

وَ قَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِيْٓ اَقْتُلْ مُوْسٰى وَ لْيَدْعُ رَبَّهٗ ۚ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يُّبَدِّلَ دِيْنَكُمْ اَوْ اَنْ يُّظْهِرَ فِي الْاَرْضِ الْفَسَادَ ﴿۲۶﴾ وَ قَالَ مُوْسٰٓى اِنِّيْ عُذْتُ بِرَبِّيْ وَ رَبِّكُمْ مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿۲۷﴾

২৬. আর (ব্যর্থতায় আরো ক্ষিপ্ত হয়ে) ফির'আউন বলল, ছাড় আমাকে, মূসাকে আমি কতল করি, আর সে ডাকুক তার রব্‌কে। আমি আশঙ্কা করছি যে,/আমার তো আশঙ্কা যে, সে তোমাদের দ্বীন বদলে দেবে, অথবা ভূখণ্ডে বড় ফাসাদ ঘটাবে। ২৭. আর মূসা বললেন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করেছি আমার রব্ এবং তোমাদের রবের, এমন প্রত্যেক অহঙ্কারী থেকে যে হিসাব-দিবসের প্রতি ঈমান রাখে না।

(রুকু. ৪)

وَ قَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ ۚ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ اِيْمَانَهٗٓ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّيَ اللّٰهُ وَ قَدْ جَآءَكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ رَّبِّكُمْ ؕ وَ اِنْ يَّكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهٗ ۚ وَ اِنْ يَّكُ صَادِقًا يُّصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِيْ يَعِدُكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴿۲۸﴾

২৮. আর ফির'আউনের বংশ থেকে একজন মুমিন ব্যক্তি, যিনি [১২২৩]তাঁর ঈমান গোপন রেখেছিলেন, তিনি বললেন, তোমরা কি একজন লোককে হত্যা করবে শুধু এ কারণে যে, তিনি বলেন, আল্লাহ্ আমার রব্, [১২২৪]অথচ তিনি তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ হতে সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি নিয়ে এসেছেন। তো (তাঁকে তাঁর কথা বলতে দাও,) যদি তিনি মিথ্যা বলেন তাহলে তাঁর মিথ্যার দায় তাঁরই উপর বর্তাবে, আর যদি সত্য বলেন তাহলে তো যাকিছুর হুঁশিয়ারি তিনি তোমাদের দিচ্ছেন তার কিছু না কিছু তো তোমাদের আক্রান্ত করবে। আল্লাহ্ তো এমন মানুষকে পথ দেখান না/এমন মানুষের উদ্দেশ্য সফল করেন না যে সীমালঙ্ঘনকারী, মিথ্যাচারী।

يٰقَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظٰهِرِيْنَ فِي الْاَرْضِ ۫ فَمَنْ يَّنْصُرُنَا مِنْۢ بَاْسِ اللّٰهِ اِنْ جَآءَنَا ؕ قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ اُرِيْكُمْ اِلَّا مَآ اَرٰى وَ مَآ اَهْدِيْكُمْ اِلَّا سَبِيْلَ الرَّشَادِ ﴿۲۹﴾ وَ قَالَ الَّذِيْٓ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ الْاَحْزَابِ ﴿۳۰﴾ مِثْلَ دَاْبِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّ عَادٍ وَّ ثَمُوْدَ وَ الَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ؕ وَ مَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ﴿۳۱﴾ وَ يٰقَوْمِ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ﴿۳۲﴾

২৯. আয় মেরে কাউম, আজ তো পৃথিবীতে তোমাদেরই একচ্ছত্র রাজত্ব, কিন্তু আল্লাহ্‌র আযাব যদি আমাদের উপর এসে পড়ে, তাহলে আল্লাহ্‌র আযাব থেকে কে আমাদের রক্ষা করবে![১২২৫] (নিজের খান্দানের মানুষটির যুক্তির কাছে নির্বাক হয়ে) ফির'আউন (এভাবে) সবাক হল, আমি তো তোমাদের তাই দেখাব, যা নিজে দেখি, আর আমি তো শুধু সুমতির পথেই তোমাদের পরিচালিত করতে চাই ৩০. আর যিনি ঈমান এনেছেন তিনি বললেন, আয় মেরে কাউম, তোমাদের বিষয়ে আমি আশঙ্কা

[১২২৩] প্রাঞ্জল ও গতিশীল তরজমা, ফির'আউন-বংশের এক মুমিন, যিনি...

[১২২৪] ভিন্ন তরজমা, তোমরা কি কাউকে হত্যা করবে শুধু এ অপরাধে যে, তিনি...

[১২২৫] তাহলে আল্লাহ্‌র আযাবের মোকাবেলায় কে আমাদের সাহায্য করবে!

করছি (পূর্ববর্তী) সম্প্রদায়গুলোর (আযাবের) দিনের মত (দুর্দিনের)। ৩১. (তোমাদের অবস্থাও যেন তেমন না হয়) কাউমে নূহ, আদ ও ছামূদ এবং তাদের পরবর্তীদের মত। আর আল্লাহ্ তো বান্দাদের প্রতি যুলুমের ইচ্ছা করেন না।[১২২৬] ৩২. আর আয় মেরে কাউম, তোমাদের বিষয়ে আমি তো আশঙ্কা করি, ভীষণ ডাকচিৎকারের দিনের-[১২২৭]

يَوْمَ تُوَلُّوْنَ مُدْبِرِيْنَ ۚ مَا لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ۝ وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوْسُفُ مِنْ
قَبْلُ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا زِلْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّمَّا جَآءَكُمْ بِهٖ ؕ حَتّٰۤى اِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِهٖ رَسُوْلًا ؕ كَذٰلِكَ
يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابُ ۝ ۨ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْۤ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰىهُمْ ؕ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ وَ
عِنْدَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ۝

৩৩. যেদিন তোমরা শুধু পিছন ফিরে পালাতে চাইবে, (কিন্তু) আল্লাহ্র মোকাবেলায় তোমাদের জন্য কোন রক্ষাকারী থাকবে না; সত্য এই যে, আল্লাহ্ যাকে (তার কুপ্রবৃত্তির কারণে) ভ্রষ্ট করেন তার জন্য কোন পথপ্রদর্শনকারী থাকে না।
৩৪. আর সুনিশ্চিত, আগেও তোমাদের কাছে ইউসুফ এসেছিলেন সুস্পষ্ট সব প্রমাণসহ, তো যে বার্তা নিয়ে তিনি তোমাদের কাছে এসেছিলেন, সে বিষয়ে শেষপর্যন্ত তোমরা সন্দেহের মধ্যেই পড়ে ছিলে। শেষে যখন তাঁর মৃত্যু হল (তখন তাঁর স্মরণে মাতম করে) তোমরা বললে, তাঁর পরে (এমন) রাসূল আল্লাহ্ আর কিছুতেই পাঠাবেন না। (হয়ত আজকের পরেও তোমরা এমনই বলবে!) আল্লাহ্ এভাবেই ভ্রষ্ট করেন তাদের, (সীমারক্ষায়) যারা অপচয়ী, সন্দেহপ্রবণ– ৩৫. যারা তাদের কাছে আসা কোন দলীল ছাড়া আল্লাহ্র আয়াত ও নিশানে বিতর্ক টেনে আনে, (এটা) বড় ঘৃণার বিষয় আল্লাহ্র কাছে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের কাছে। এভাবেই আল্লাহ্ প্রত্যেক অহঙ্কারী (ও) দাপটশালীর অন্তরে মোহর অঙ্কিত করে দেন।

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰهَامٰنُ ابْنِ لِيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْۤ اَبْلُغُ الْاَسْبَابَ ۝ اَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ فَاَطَّلِعَ اِلٰۤى اِلٰهِ مُوْسٰى وَاِنِّيْ لَاَظُنُّهٗ
كَاذِبًا ؕ وَكَذٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيْلِ ؕ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلَّا فِيْ تَبَابٍ ۝

৩৬. আর (শঙ্কিত হয়ে) ফির'আউন (মাঝখানে আপন মন্ত্রীর উদ্দেশ্যে) বলে উঠল, আয় হামান, আমার জন্য একটি সুউচ্চ ভবন নির্মাণ কর, যাতে আমি পথ পেয়ে যাই,– ৩৭. আকাশমণ্ডলীর পথ, যাতে মূসার ইলাহের দিকে উঁকি দিতে পারি, তবে অতি অবশ্যই তাকে আমি মিথ্যাবাদীই মনে করি। আর এভাবেই ফির'আউনের জন্য শোভন করা হয়েছিল তার দুষ্কর্ম, আর তাকে ফিরিয়ে রাখা হয়েছিল সরল পথ থেকে।[১২২৮] আর ফির'আউনের (যাবতীয়) অপচেষ্টা বরবাদিতেই শেষ হয়েছে।

[১২২৬] আল্লাহ্ তো বরং চান, বান্দারা নিজেদের উপর যে যুলুম করে তা থেকে তাদের বিরত রাখতে!
[১২২৭] ভিন্ন তরজমা, (ক) আশঙ্কা করি ঐ দিনের যখন শুরু হবে ভীষণ ডাকচিৎকার। (খ) যখন শুরু হবে (আতঙ্কিত মানুষের) হাঁকাহাঁকি, ডাকাডাকি।
[১২২৮] আর এভাবেই ফির'আউনের দুষ্কর্মকে তার দৃষ্টিতে শোভন করে তোলা হয়েছিল।

(রুকূ. ৫)

وَ قَالَ الَّذِیْۤ اٰمَنَ یٰقَوْمِ اتَّبِعُوْنِ اَهْدِكُمْ سَبِیْلَ الرَّشَادِ ﴿۳۸﴾ یٰقَوْمِ اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَیٰوةُ الدُّنْیَا مَتَاعٌ ۫ وَّ اِنَّ الْاٰخِرَةَ هِیَ
دَارُ الْقَرَارِ ﴿۳۹﴾ مَنْ عَمِلَ سَیِّئَةً فَلَا یُجْزٰۤی اِلَّا مِثْلَهَا ۚ وَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ
یَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ یُرْزَقُوْنَ فِیْهَا بِغَیْرِ حِسَابٍ ﴿۴۰﴾

৩৮. আর (ফির'আউনের খান্দানে) যিনি ঈমান এনেছেন তিনি বললেন, আয় মেরে কাউম, তোমরা আমাকে অনুসরণ কর, আমি তোমাদের সুমতির পথে নিয়ে যাব। ৩৯. আয় মেরে কাউম, এই দুনিয়ার জীবন ক্ষণিকের ভোগশুধু। পক্ষান্তরে আখেরাতই হল আসল স্থিতির নিবাস। ৪০. যে কেউ দুষ্কর্ম করবে তাকে অনুরূপ প্রতিদানই দেয়া হবে। আর যে পুণ্যকর্ম করবে, মুমিন অবস্থায়, নর হোক বা নারী, তো ওরাই জান্নাতে দাখেল হবে, সেখানে তাদের বেলা-হিসাব রিযিক দেয়া হবে।

وَ یٰقَوْمِ مَا لِیْۤ اَدْعُوْكُمْ اِلَی النَّجٰوةِ وَ تَدْعُوْنَنِیْۤ اِلَی النَّارِ ﴿۴۱﴾ تَدْعُوْنَنِیْ لِاَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَ اُشْرِكَ بِهٖ مَا لَیْسَ لِیْ بِهٖ عِلْمٌ ۫
وَّ اَنَا اَدْعُوْكُمْ اِلَی الْعَزِیْزِ الْغَفَّارِ ﴿۴۲﴾ لَا جَرَمَ اَنَّمَا تَدْعُوْنَنِیْۤ اِلَیْهِ لَیْسَ لَهٗ دَعْوَةٌ فِی الدُّنْیَا وَ لَا فِی الْاٰخِرَةِ وَ اَنَّ
مَرَدَّنَاۤ اِلَی اللّٰهِ وَ اَنَّ الْمُسْرِفِیْنَ هُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ ﴿۴۳﴾

৪১. আর আয় মেরে কাউম, আমার হল কী যে, আমি তোমাদের ডাকছি নাজাতের দিকে, আর তোমরা আমাকে ডাকছ আগুনের দিকে! ৪২. আমাকে ডাকছ যেন আমি আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করি, আর তাঁর সঙ্গে শরীক করি এমন কিছুকে যার সম্পর্কে আমার কোন *'জানকারি'*/জ্ঞান নেই; অথচ আমি তোমাদের ডাকছি মহাপরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীলের দিকে। ৪৩. কোন সন্দেহ নেই যে, যে দিকে তোমরা আমাকে ডাকছ, তার অনুকূলে কোন দাওয়াতি যুক্তি নেই, না দুনিয়ার বিচারে, আর না আখেরাতের বিচারে। আর সত্য এই যে, আমাদের ফিরতি গন্তব্য আল্লাহ্‌র দিকে, আর (সীমারক্ষার বিষয়ে) যারা অপচয়ী তারাই জাহান্নামের বাসিন্দা।

فَسَتَذْكُرُوْنَ مَاۤ اَقُوْلُ لَكُمْ ؕ وَ اُفَوِّضُ اَمْرِیْۤ اِلَی اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بَصِیْرٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿۴۴﴾ فَوَقٰىهُ اللّٰهُ سَیِّاٰتِ مَا مَكَرُوْا وَ حَاقَ بِاٰلِ
فِرْعَوْنَ سُوْٓءُ الْعَذَابِ ﴿۴۵﴾ اَلنَّارُ یُعْرَضُوْنَ عَلَیْهَا غُدُوًّا وَّ عَشِیًّا ۚ وَ یَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ ۫ اَدْخِلُوْۤا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿۴۶﴾

৪৪. মোটকথা, অচিরেই তোমরা স্মরণ করবে যা আমি তোমাদের বলছি, আর আমার বিষয় আমি আল্লাহ্‌র (প্রতি) সোপর্দ করছি। অবশ্যই আল্লাহ্ বান্দাদের বিষয়ে সর্বদর্শী। ৪৫. ফল এই হল যে, আল্লাহ্ তাঁকে তাদের সমস্ত কুচক্রান্ত থেকে রক্ষা করলেন, আর আলে ফির'আউনকে নিকৃষ্ট আযাব ঘিরে ফেললো। ৪৬. আন্‌নার–ভয়ঙ্কর আগুন! তার উপর তাদের (এনে) রাখা হয় সকালে ও সন্ধ্যায়। আর যেদিন কেয়ামত কায়েম হবে (সেদিন হুকুম জারি হবে,) ফির'আউনের গোষ্ঠীকে কঠিনতম আযাবে ঢুকিয়ে দাও।

وَ اِذْ یَتَحَآجُّوْنَ فِی النَّارِ فَیَقُوْلُ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِیْنَ اسْتَكْبَرُوْۤا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا نَصِیْبًا مِّنَ
النَّارِ ﴿۴۷﴾ قَالَ الَّذِیْنَ اسْتَكْبَرُوْۤا اِنَّا كُلٌّ فِیْهَاۤ ۙ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَكَمَ بَیْنَ الْعِبَادِ ﴿۴۸﴾

৪৭. আর (ঐ সময়ের কথা স্মরণ করা জরুরি) যখন তারা জাহান্নামে পরস্পর বিতর্ক করবে, অনন্তর দুর্বলেরা তাদের বলবে যারা বড়াই/দম্ভ করেছিল/দেখিয়েছিল, আমরা তো তোমাদের অনুগামী ছিলাম, তো তোমরা কি (এখন) আগুনের কিছু অংশ আমাদের থেকে সরাতে পার! ৪৮. তো যারা বড়ত্ব ফলিয়েছিল[১২২৯] তারা বলবে, আমরা তো সবাই এখানে আছি! আল্লাহ্ তো বান্দাদের মাঝে ফায়ছালা করে ফেলেছেন, (সুতরাং এখন তা কীভাবে সম্ভব!)।

وَقَالَ الَّذِيْنَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوْا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ﴿٤٩﴾ قَالُوْٓا اَوَلَمْ تَكُ تَاْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۭ قَالُوْا بَلٰى ۭ قَالُوْا فَادْعُوْا ۚ وَمَا دُعٰٓؤُا الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ﴿٥٠﴾

৪৯. আর যারা আগুনে পড়ে আছে, তারা জাহান্নামের রক্ষীদের বলবে, তোমাদের রব্‌কে তোমরা একটু ডেকে বল না, একটি দিন হলেও আমাদের থেকে আযাব যেন লঘু করে দেন[১২৩০]। ৫০. তারা বলবে, আচ্ছা, তোমাদের রাসূলান কি সুস্পষ্ট নিশান ও প্রমাণসহ তোমাদের কাছে এসেছিলেন না! তারা বলবে, তা তো অবশ্যই! রক্ষীরা বলবে, তাহলে তোমরাই ডাক (কাউকে যদি ডাকার থাকে)! আর কাফিরীনের ডাক-ফরিয়াদ তো ভেস্তেই যাবে।

(রুকূ. ৬)

اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ ﴿٥١﴾ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظّٰلِمِيْنَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْۗءُ الدَّارِ ﴿٥٢﴾ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْهُدٰى وَاَوْرَثْنَا بَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ الْكِتٰبَ ﴿٥٣﴾ هُدًى وَّذِكْرٰى لِاُولِي الْاَلْبَابِ ﴿٥٤﴾ فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ﴿٥٥﴾

৫১. অতি সত্য, দুনিয়ার জীবনে আমি আমার রাসূলানকে, আর আহলে ঈমানকে (আগেও সাহায্য করেছি, এখনো) সাহায্য করি, আর ঐ-দিনও (সাহায্য করব) যখন সাক্ষীগণ (সাক্ষি দিতে আল্লাহ্‌র সামনে) দাঁড়াবে,– ৫২. যেদিন যালিমীনকে তাদের (মনগড়া) অজুহাত কোন কাজ দেবে না; বরং তাদের জন্য বরাদ্দ হবে (কঠিন) অভিসম্পাত, আর তাদের জন্য বরাদ্দ হবে নিকৃষ্ট নিবাস ৫৩. আর সুনিশ্চিত, মূসাকে আমি হিদায়াত দান করেছি, আর বনীইসরাঈলকে (তাওরাত) কিতাব উত্তরাধিকার -(রূপে) দান করেছি- ৫৪. যা আকল-বুদ্ধির অধিকারীদের জন্য আগাগোড়া হিদায়াত ও নছীহত ছিল। ৫৫. তো (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি ছবর করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র ওয়াদা চিরসত্য, আর (উম্মতের শিক্ষা লাভের জন্য) আপনার গোনাহের বিষয়ে (যা আসলে গোনাহ নয়) ইস্‌তিগফার করুন। আর সন্ধ্যায় ও সকালে আপনার রবের প্রশংসাসহ তাসবীহ করুন।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰىهُمْ ۙ اِنْ فِيْ صُدُوْرِهِمْ اِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَالِغِيْهِ ۚ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۭ

[১২২৯] আয়াতে দুই স্থানে এসেছে اسْتَكْبَرُوا তো اسْتِكْبار এর মূল অর্থ হল দম্ভ/বড়াই করা। বক্তব্যের ভাব ও আবহ ধারণ করার জন্য তরজমা করা হয়েছে, 'বড়াই দেখিয়েছিলো, বড়ত্ব ফলিয়েছিল।

[১২৩০] يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ এর শব্দানুগ ও তারকীবানুগ তরজমা, তিনি যেন আযাব থেকে অন্তত একটা দিন আমাদের থেকে লঘু করে দেন।

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿٥٦﴾ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ ۚ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٨﴾

৫৬. দেখ: যারা, তাদের কাছে এসেছে, এমন কোন প্রমাণ ছাড়া আল্লাহ্‌র আয়াত ও নিশানের মধ্যে বিতর্ক টেনে আনে, তাদের বুকে তো আর কিছু না, শুধু বড়ত্বের অহমিকা রয়েছে, অথচ ঐ পর্যন্ত তারা (কখনো) পৌঁছতে পারবে না। তো আপনি আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চান, সত্যি সত্যি তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদর্শী। ৫৭. আসমানসমস্ত ও যমীনের সৃষ্টি মানবসৃষ্টির চেয়ে অবশ্যই বড়।[১২৩১] তবে লোকদের অধিকাংশই (এ সহজ কথাটা) জানে না!

৫৮. আর অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমান হতে পারে না; আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমলে নিয়োজিত থেকেছে, তারা এবং দুষ্কর্মকারী (সমান হতে পারে না)। (কিন্তু) খুব কমই তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٩﴾ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾

৫৯. সত্যি সত্যি কেয়ামত আসছে, তাতে কোন সংশয় নেই, তবু কিন্তু লোকদের অধিকাংশই/তবু কিন্তু বেশীরভাগ মানুষ ঈমান আনে না। ৬০. আর তোমাদের রব্ বলেছেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের জন্য সাড়া দেব। যারা আমার ইবাদত থেকে অহমিকাবশত ফিরে থাকে অবশ্যই তারা অপদস্থ হয়ে জাহান্নামে দাখেল হবে।

(রুকূ. ৭)

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٦١﴾ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴿٦٢﴾ كَذَٰلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٦٣﴾

৬১. আল্লাহ তো তিনিই যিনি তোমাদের জন্য রাত নির্ধারণ করেছেন যেন তাতে তোমরা স্বস্তি লাভ করতে পার, আর দিবসকে, *'দেখা যায়'*, এমন করেছেন[১২৩২]। লোকদের প্রতি আল্লাহ্ সত্যিসত্যি অনুগ্রহবান, তবে (দুঃখ এই যে,) লোকদের অধিকাংশই/বেশীরভাগ মানুষই শোকরমুখী হয় না। ৬২. তিনিই তোমাদের আল্লাহ্, তোমাদের রব্, সবকিছুর স্রষ্টা। তিনি ছাড়া নেই কোন ইলাহ। (তো তাওহীদের অকাট্য প্রমাণের পর) তাহলে (শির্‌কের ঘোরে) কোথায় তোমাদের উল্টো ঘোরানো হচ্ছে! ৬৩. এভাবেই তো উল্টো ঘোরানো হত তাদের, যারা আল্লাহ্‌র নিশান ও প্রমাণ অস্বীকার করত।

[১২৩১] লোকদের সৃষ্টির চেয়ে/লোকদেরকে সৃষ্টি করার চেয়ে... ব্যাখ্যামুখী তরজমা, 'আসমান-যমীনের (সূচনা)সৃষ্টি মানবের (পুনঃ)সৃষ্টির চেয়ে তো কঠিন। (তাহলে পুনঃসৃষ্টির প্রতি এত অবিশ্বাস কেন?)

[১২৩২] আর দিনকে করেছেন আলোকিত/দর্শনযোগ্য/অবলোকনযোগ্য।

اَللّٰهُ الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّ السَّمَآءَ بِنَآءً وَّ صَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَ رَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّیِّبٰتِ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ
فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ ۝ هُوَ الْحَیُّ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِیْنَ لَهُ الدِّیْنَ ؕ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝ قُلْ اِنِّیْ
نُهِیْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِیْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَمَّا جَآءَنِیَ الْبَیِّنٰتُ مِنْ رَّبِّیْ ۫ وَ اُمِرْتُ اَنْ اُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝

৬৪. আল্লাহ্ তো তিনিই যিনি ভূমিকে তোমাদের জন্য স্থিতিক্ষেত্র বানিয়েছেন, আর (উপর থেকে) আসমানকে করেছেন ছাদ(সদৃশ), আর তোমাদের 'আকৃতায়ন' করেছেন/আকৃতি দান করেছেন, অনন্তর তোমাদের আকৃতি উত্তম করেছেন, আর উত্তম উত্তম বস্তু হতে তোমাদের রিযিক দান করেছেন। তোমাদের ঐ-আল্লাহ্, তোমাদের রব্। তো বড় বরকতপূর্ণ হয়েছেন বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ্। ৬৫. তিনিই চিরঞ্জীব, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তাই তোমরা তাঁকেই ডাকো আনুগত্যকে তাঁর জন্য খালেছ/নিরঙ্কুশ করে। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের। ৬৬. আপনি বলুন, আল্লাহ্র পরিবর্তে তোমরা যাদের ডাক, আমাকে তো তাদের উপাসনা হতে নিষেধ করা হয়েছে, যখন আমার কাছে আমার রবের পক্ষ হতে সুস্পষ্ট নিশান ও প্রমাণ এসে গিয়েছে, বরং আমাকে তো আদেশ করা হয়েছে যেন আমি রাব্বুল আলামীনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করি।

هُوَ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ یُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْۤا اَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا
شُیُوْخًا ۚ وَ مِنْكُمْ مَّنْ یُّتَوَفّٰی مِنْ قَبْلُ وَ لِتَبْلُغُوْۤا اَجَلًا مُّسَمًّی وَّ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝ هُوَ الَّذِیْ یُحْیٖ وَ یُمِیْتُ ۚ فَاِذَا
قَضٰۤی اَمْرًا فَاِنَّمَا یَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَیَكُوْنُ ۝

৬৭. তিনিই তো তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা হতে, তারপর নোতফা/শুক্রবিন্দু হতে, তারপর (ঝুলে থাকা) জমাট রক্ত হতে, তারপর তিনি তোমাদের বের করে আনেন (সুন্দর এক) শিশুরূপে। তারপর (তিনি তোমাদের প্রতিপালন করেন) যাতে তোমরা তোমাদের সামর্থ্যের স্তরে উপনীত হও, তারপর যেন তোমরা বৃদ্ধ হও। আর তোমাদের মধ্য হতে এমনও আছে, আগেই যাদের কব্য করা হয়। আর (সবাইকে আলাদা আলাদা আয়ু দান করা হয়,) যেন তোমরা (যার যার) নির্ধারিত মেয়াদে উপনীত হও। আর (এ-সমস্ত নেযাম এ-জন্য যে,) যেন তোমরা (আকল-বুদ্ধি দ্বারা সব) অনুধাবন করতে পার। ৬৮. তিনিই তো ঐ মহান সত্তা, যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দান করেন, তো তিনি যখন কোন বিষয় ফায়ছালা করেন, তখন তার উদ্দেশ্যে শুধু বলেন, হও, আর তা হয়ে যায়।

(রুকূ. ৮)

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِیْنَ یُجَادِلُوْنَ فِیْۤ اٰیٰتِ اللّٰهِ ؕ اَنّٰی یُصْرَفُوْنَ ۝ الَّذِیْنَ كَذَّبُوْا بِالْكِتٰبِ وَ بِمَاۤ اَرْسَلْنَا بِهٖ رُسُلَنَا ۚ فَسَوْفَ
یَعْلَمُوْنَ ۝ اِذِ الْاَغْلٰلُ فِیْۤ اَعْنَاقِهِمْ وَ السَّلٰسِلُ ؕ یُسْحَبُوْنَ ۝ فِی الْحَمِیْمِ ۙ ثُمَّ فِی النَّارِ یُسْجَرُوْنَ ۝ ثُمَّ قِیْلَ لَهُمْ اَیْنَ
مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ۝ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَّدْعُوْا مِنْ قَبْلُ شَیْـًٔا ؕ كَذٰلِكَ یُضِلُّ اللّٰهُ الْكٰفِرِیْنَ ۝

৬৯. আচ্ছা, তুমি কি তাদের দেখনি যারা আল্লাহ্র আয়াতসমস্তে বিতর্ক টেনে আনে, কোথায় তাদের উল্টো ফেরানো হচ্ছে! ৭০. যারা এই কিতাব (কোরআন)কেও ঝুটলিয়েছে এবং ঐ শিক্ষাকেও যা দিয়ে

আমি আমার রাসূলানকে পাঠিয়েছি, অতিসত্বর তারা জানতে পারবে (এর পরিণাম)- ৭১. যখন তাদের গলায় হবে বেড়ি ও (লম্বা লম্বা) শেকল। তাদের হেঁচড়ানো হবে ৭২. ফুটন্ত পানিতে, তারপর আগুনে ঝুঁকে দেয়া হবে/দগ্ধ করা হবে। ৭৩. তারপর তাদের বলা হবে, কোথায় তারা, যাদের তোমরা (তাঁর সঙ্গে) শরীক সাব্যস্ত করতে- ৭৪. আল্লাহ্ ছাড়া। তারা বলবে, আমাদের থেকে হারিয়ে গিয়েছে, বরং আমরা তো আগে কোনকিছুকে (উপাস্যরূপে) ডকাতামই না। এভাবেই কাফিরীনকে আল্লাহ্ দিকভ্রান্ত করে রাখেন।

ذٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُوْنَ ﴿٧٥﴾ اُدْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٧٦﴾ فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ۚ فَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِيْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ ﴿٧٧﴾

৭৫. (তাদের বলা হবে,) তোমাদের এ দুরবস্থা এজন্য যে, ভূখণ্ডে তোমরা অন্যায়ভাবে উল্লাস করতে, আর এজন্য যে, তোমরা বড়াই করতে। ৭৬. (এখন) চিরকালের জন্য জাহান্নামের এ দরজা ও দরজা দিয়ে ঢুকে পড়। তো (জাহান্নাম) দাম্ভিকদের জন্য কত না নিকৃষ্ট ঠিকানা। ৭৭. তো (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি ছবর করুন, অবশ্যই আল্লাহ্র ওয়াদা চিরসত্য। তো যে-সমস্ত আযাবের হুঁশিয়ারি আমি তাদের দিচ্ছি, হয় তার কিছু অংশ (আপনার জীবদ্দশায়) আপনাকে দেখিয়ে দেব, কিংবা (তার আগেই) আপনাকে (দুনিয়া থেকে) তুলে নেব, তবে (সর্বাবস্থায়) আমারই দিকে তাদের ফেরানো হবে (এবং ওয়াদাকৃত আযাব ভোগ করবে)।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۗ وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ فَاِذَا جَآءَ اَمْرُ اللّٰهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿٧٨﴾

৭৮. আর সুনিশ্চিত, আপনার আগে আমি বিভিন্ন রাসূল পাঠিয়েছি, তাদের মধ্যে কিছু আছেন যাদের বৃত্তান্ত আমি আপনাকে বলেছি, আর তাদের মধ্যে কিছু আছেন যাদের বৃত্তান্ত আপনাকে বলিনি, আর কোন রাসূলের পক্ষে সম্ভবই নয় আল্লাহ্ হুকুম ছাড়া (নিজের রিসালাতের পক্ষে) কোন নিদর্শন/মু'জিযা আনা। পরে যখন আল্লাহ্র (আযাবের) হুকুম আসবে তখন সত্যের ফায়ছালা হয়ে যাবে, আর আহলে বাতিল তখন মহাক্ষতিগ্রস্ত হবে।

(রুকূ. ৯)

اَللّٰهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَنْعَامَ لِتَرْكَبُوْا مِنْهَا وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ﴿٧٩﴾ وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوْا عَلَيْهَا حَاجَةً فِيْ صُدُوْرِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ ﴿٨٠﴾ وَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ ۖ فَاَيَّ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُنْكِرُوْنَ ﴿٨١﴾ اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْهُمْ وَاَشَدَّ قُوَّةً وَّاٰثَارًا فِي الْاَرْضِ فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٨٢﴾

৭৯. আল্লাহ্ তো ঐ মহান সত্তা যিনি তোমাদের জন্য গবাদিপশু সৃষ্টি করেছেন, যেন তার কতিপয়ে তোমরা আরোহণ করতে পার, আর তার কতিপয় থেকে তোমরা আহার করতে পার। ৮০. আর

তোমাদের জন্য তাতে রয়েছে আরো বিভিন্ন উপকার। আর (একটি উদ্দেশ্য এও যে,) তার উপর (সওয়ার হয়ে) যেন তোমরা ঐ-প্রয়োজন পর্যন্ত পৌঁছতে পারো, যা তোমাদের বুকে/অন্তরে রয়েছে। আর এগুলোর উপর এবং জলযানের উপর তোমাদের বহন করা হয় (এবং দূর দূরান্তে নিয়ে যাওয়া হয়)। ৮১. আর তিনি আপন নিশান ও নিদর্শন তোমাদের দেখিয়ে চলেছেন, তো আল্লাহ্‌র কোন্ কোন্ নিদর্শন তোমরা অস্বীকার করবে?!

৮২. আচ্ছা, তারা কি ভূখণ্ডে বিচরণ করেনি, যাতে তাকিয়ে দেখে, কেমন ছিল তাদের পরিণাম, যারা তাদের আগে ছিল! সংখ্যায় তো ওরা এদের চেয়ে বেশী ছিল, আর শক্তিতেও (এদের চেয়ে) প্রবল ছিল, আর ভূমিতে রেখে যাওয়া বিভিন্ন স্মৃতিচিহ্নেও (তারা অধিক কীর্তির অধিকারী ছিল)। কিন্তু তাদের নিরন্তর অর্জনগুলো তো তাদের কোন কাজে আসেনি!

فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَرِحُوْا بِمَا عِنْدَهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٨٣﴾ فَلَمَّا رَاَوْا
بَاْسَنَا قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهٖ مُشْرِكِيْنَ ﴿٨٤﴾ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا ؕ
سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ فِيْ عِبَادِهٖ ۚ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨٥﴾

৮৩. তো যখনই তাদের রাসূলান সুস্পষ্ট সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ তাদের কাছে আসতেন তখন নিজেদের কাছে যাকিছু জ্ঞান (ও কুশলতা) আছে তাই নিয়ে তারা উল্লাস করত। ফল হল, যে আযাব নিয়ে তারা বিদ্রূপ করত তা-ই তাদের ঘিরে ধরল। ৮৪. তো যখন তারা আমার পরাক্রম দেখল তখন তারা বলে উঠল, আমরা তো এক আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনলাম, আর অস্বীকার করলাম যেগুলোকে আমরা আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরীক করতাম। ৮৫. কিন্তু যখন আমার আযাব তারা প্রত্যক্ষ করল তখন তো তাদের ঈমান তাদের কোন উপকার করতে পারার মত ছিল না। আল্লাহ্‌র (এই) চিরন্তন বিধানকে (ভয় কর,) যা সুনিশ্চিতরূপে তাঁর বান্দাদের মধ্যে বিগত হয়েছে (এবং চলে এসেছে)। আর ঐ-মুহূর্তে (আযাব প্রত্যক্ষ করার সময়) কাফিরীন বড় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

سُورَةُ حٰمٓ السجدة ٤١؛ مَكية؛ آياتُها ٥٤ ورُكوعاتُها ٦

৪১-সূরা হামীম সাজদাহ্, মাক্কী, আয়াত ৫৪, রুকূ ৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حٰمٓ ﴿١﴾ تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿٢﴾ كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٣﴾ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۚ فَاَعْرَضَ
اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ﴿٤﴾ وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِيْٓ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ وَفِيْٓ اٰذَانِنَا وَقْرٌ وَّمِنْۢ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ
فَاعْمَلْ اِنَّنَا عٰمِلُوْنَ ﴿٥﴾

রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে (শুরু)

১.হামীম। ২. এটি রাহমান, রাহীমের পক্ষ হতে নাযিল করা কালাম। ৩. আরবী কোরআনরূপে এটি এমন কিতাব যার আয়াতগুলো বিশদভাবে পরিবেশন করা হয়েছে জ্ঞানবানদের জন্য—[১২৩৩] ৪. বাশীর ও নাযীররূপে। তবে তাদের অধিকাংশই মুখ ফিরিয়ে রেখেছে, ফলে তারা (শোনবার মত) শুনতেই পায় না! ৫. বরং (আখেরী নবীকে) তারা বলে, আমাদের অন্তর তো বহু আবরণে আচ্ছাদিত ঐ বিষয় থেকে যেদিকে তুমি আমাদের ডাকছ[১২৩৪], আর আমাদের কানে রয়েছে বধিরতা/শ্রুতিভার, আর আমাদের মধ্যে এবং তোমার মধ্যে রয়েছে আড়াল। তো (তা সত্ত্বেও যদি তোমার পথে আমাদের আনতে চাও তাহলে) তুমি (তোমার) কাজ করে যাও, আমরাও তো (আমাদের) কাজ করে যাব।

قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَيَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ فَٱسْتَقِيمُوٓا۟ إِلَيْهِ وَٱسْتَغْفِرُوهُ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ۝٦ ٱلَّذِينَ
لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْءَاخِرَةِ هُمْ كَٰفِرُونَ ۝٧ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝٨

৬. আপনি বলুন, আমি তো তোমাদেরই মত একজন সাধারণ মানুষ, আমার প্রতি এ মর্মে অহী করা হয় যে, তোমাদের ইলাহ শুধু একই ইলাহ। তাই তোমরা শুধু তাঁর প্রতি অবিচল থাকো এবং তাঁর কাছে ইসতিগফার কর। আর মুশরিকীনের জন্য রয়েছে নিপাত- ৭. যারা (ঈমানই তো আনেনি, তাই) যাকাত আদায় করে না, বরং আখেরাতের প্রতি তারা বিলকুল অবিশ্বাসী। ৮. যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমলে মশগূল রয়েছে অবশ্যই (আখেরাতে) তাদের জন্য রয়েছে অবিচ্ছিন্ন প্রতিদান।

(রুকূ. ২)

قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِى يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُۥٓ أَندَادًا ۚ ذَٰلِكَ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ ۝٩ وَجَعَلَ فِيهَا
رَوَٰسِىَ مِن فَوْقِهَا وَبَٰرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَآ أَقْوَٰتَهَا فِىٓ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ ۖ سَوَآءً لِّلسَّآئِلِينَ ۝١٠ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ
وَهِىَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا ۖ قَالَتَآ أَتَيْنَا طَآئِعِينَ ۝١١

৯. আপনি বলুন, আশ্চর্য, তোমরা কি ঐ সত্তাকে (তাঁর একত্বকে) অস্বীকার কর যিনি দুই দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, আর তাঁর জন্য তোমরা বিভিন্ন সমকক্ষ নির্ধারণ কর। ঐ মহান সত্তা তো বিশ্বজাহানের প্রতিপালক। ১০. আর তিনি ভূমিতে অটল পাহাড়-পর্বত স্থাপন করেছেন, যা তার উপর থেকে (দৃষ্টিগোচর হয়), আর তার মধ্যে (সমস্ত) কল্যাণপূর্ণ বস্তু রেখেছেন, আর তাতে তার (বসবাসকারীদের) খাদ্যসম্ভার পরিমাণমত সৃষ্টি করেছেন। (পৃথিবীর সৃষ্টি ও তার ব্যবস্থাপনা সবকিছু হয়েছে) চারদিনে। (পৃথিবী ও তার সমুদয় সৃষ্টি সম্পর্কে) প্রশ্নকারীদের জন্য এই একই উত্তর।[১২৩৫]

[১২৩৩] এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা জানে/জ্ঞান রাখে। বাশীর- সুসংবাদদাতা, নাযীর- সতর্ককারী

[১২৩৪] তোমার দাওয়াতের বিষয়ে তো আমাদের অন্তর আবরণ-আচ্ছাদিত...

[১২৩৫] ইহুদীরা এ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল, তো তাদের জন্য যেমন এ উত্তর তেমনি ভবিষ্যতেও যারা জানতে চাইবে তাদের জন্যও একই উত্তর।
দ্বিতীয় তরজমা, (রিযিক) সন্ধানকারীদের জন্য বিষয়টি সমান। অর্থাৎ সৃষ্টির মধ্যে যারাই (নিজেদের রিযিক পেতে) চায়, (মানুষ, জ্বিন ও পশুপ্রাণী) তাদের সবার জন্য রয়েছে (রিযিকপ্রাপ্তির) সমান ব্যবস্থা ও আয়োজন!

১১. তারপর তিনি আসমানের দিকে অভিমুখী হলেন, এমন অবস্থায় যে, তা 'দোখান' (ধোঁয়াসদৃশ) ছিল। তখন তিনি আসমানের উদ্দেশ্যে এবং যমীনের উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা উভয়ে (নেযামে কুদরতের দিকে) এসো, স্বেচ্ছায়, বা অনিচ্ছায়। উভয়ে বলল, (আপনার নেযামে কুদরতের প্রতি আনুগত্যের জন্য) আমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসছি/এলাম।

فَقَضٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ فِيْ يَوْمَيْنِ وَ اَوْحٰى فِيْ كُلِّ سَمَآءٍ اَمْرَهَا ؕ وَ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ ۖ وَ حِفْظًا ؕ ذٰلِكَ
تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿۱۲﴾ فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صٰعِقَةً مِّثْلَ صٰعِقَةِ عَادٍ وَّ ثَمُوْدَ ﴿۱۳﴾ اِذْ جَآءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْۢ
بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّا اللّٰهَ ؕ قَالُوْا لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً فَاِنَّا بِمَاۤ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿۱۴﴾

১২. অনন্তর ঐ ধোঁয়াসমষ্টিকে তিনি আপন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দু'দিনে সাত আসমান বানালেন। আর প্রতিটি আসমানে (ওখানকার ফিরেশতাদের কাছে) তার উপযোগী নির্দেশিকা *'প্রক্ষেপণ'* করলেন, আর নিকটতম আসমানকে আমি অসংখ্য প্রদীপ দ্বারা সাজিয়েছি। আর (পুরো ঊর্ধ্বজগত আমি সুরক্ষিত করেছি) পূর্ণ সুরক্ষা। তা মহাপরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞানী মহান সত্তার সুপরিমিত ব্যবস্থাপনা। ১৩. তো (তাওহীদ ও কুদরতের এত এত নিশান ও প্রমাণ দেখে ও শুনেও) যদি তারা (তাওহীদ থেকে) বিমুখ হয় তাহলে (তাদের উদ্দেশ্যে) আপনি বলে দিন, আমি তো 'আদ ও ছামূদের ভীষণ বিপদের মত বিপদ সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করেছি।

১৪. (আর তা ঘটেছে ঐ সময়) যখন রাসূলান তাদের কাছে এসেছেন, (আর তাদের বোঝাচ্ছিলেন) তাদের সামনে থেকে এবং তাদের পিছন থেকে (সর্বদিক থেকে সর্বোতভাবে) যে, তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া কারো ইবাদত কর না। তারা বলে উঠল, (তাওহীদের দাওয়াত তো পরে, তোমাদের রিসালাতের দাবীই তো মিথ্যা, কারণ) আমাদের রব্ যদি চাইতেন (তাহলে তো) অবশ্যই ফিরেশতাদের নাযিল করতেন। সুতরাং যে বার্তা দিয়ে তোমাদের পাঠানো হয়েছে (বলে বলছো) আমরা তা অস্বীকার করছি।

فَاَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوْا فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ قَالُوْا مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ؕ اَوَ لَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَهُمْ هُوَ اَشَدُّ
مِنْهُمْ قُوَّةً ؕ وَ كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ﴿۱۵﴾ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِيْۤ اَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيْقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ
فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَ لَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَخْزٰى وَ هُمْ لَا يُنْصَرُوْنَ ﴿۱۶﴾

১৫. তো 'আদ, তারা কিন্তু ভূমিতে অন্যায়ভাবে দম্ভ দেখিয়েছে, আর বলেছে, কে আছে, শক্তিতে আমাদের চেয়ে প্রবল?! আচ্ছা, তারা কি দেখেনি যে, আল্লাহ্, যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনি তো শক্তিতে তাদের চেয়ে প্রবল। আর তারা আমার নিশানসমস্ত প্রত্যাখ্যান করত। ১৬. ফলে আমি কিছু অশুভ দিনে তাদের উপর ঝঞ্ঝাবায়ু পাঠালাম দুনিয়ার জীবনে তাদেরকে লাঞ্ছনাকর আযাব আস্বাদন করানোর জন্য। অবশ্য আখেরাতের আযাব তো আরো লাঞ্ছনাকর, আর তখন তাদের কোন সাহায্য করা হবে না।

وَ اَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَيْنٰهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمٰى عَلَى الْهُدٰى فَاَخَذَتْهُمْ صٰعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُوْنِ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿۱۷﴾ وَ
نَجَّيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ كَانُوْا يَتَّقُوْنَ ﴿۱۸﴾

১৭. আর ছামূদ, আমি কিন্তু তাদের সরল পথ দেখিয়েছি, তবে তারা সরল পথের চেয়ে 'অন্ধত্ব'কেই বেশী পছন্দ করল। তখন, যাকিছু 'কামকর্ম' তারা করত তার কারণে তাদের পাকড়াও করল লাঞ্ছনার আযাবের 'কড়ক' । ১৮. আর যারা ঈমান এনেছিল, আর তাক্বওয়ার পথে চলতো তাদের আমি (ঐ আযাবের লাঞ্ছনা থেকে) উদ্ধার করলাম।

(রুকূ. ৩)

وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٩﴾ حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَ
جُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا ۖ قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ
خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢١﴾

১৯. (আর ঐ দিনকে স্মরণ কর) যেদিন জাহান্নামের দিকে (নেয়ার জন্য) আল্লাহ্‌র দুশমনদের জড়ো করে (হাশরের স্থলে) নেয়া হবে।[১২৩৬] তখন (হাঁকিয়ে নেয়ার সুবিধার জন্য) বিভিন্ন দলে তাদের বণ্টন করা হবে। ২০. এমনকি যখন তারা সেখানে (জাহান্নামের কাছে) এসে যাবে, তখন তাদের কান এবং তাদের চোখ এবং তাদের চামড়া তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষি দেবে ঐ-বিষয়ে যা (দুনিয়াতে) তারা করত। ২১. আর তারা নিজেদের চামড়া (ও তাদের অঙ্গগুলো)কে বলবে, কেন তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষি দিলে? তারা বলবে, আমাদের তো সবাক করেছেন আল্লাহ্ যিনি প্রতিটি (সবাক) জিনিসকে বাকশক্তি দান করেছেন। আর তিনিই তো তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন, আর (দ্বিতীয়বার জীবিত করে) তাঁরই দিকে তোমাদের ফেরানো হচ্ছে।[১২৩৭]

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَٰكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ
كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٢﴾ وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٣﴾ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ
مَثْوًى لَهُمْ ۚ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ ﴿٢٤﴾

২২. আর (দুনিয়াতে গোনাহ করার সময়) তোমরা তো এ বিষয় থেকে নিজেদের লুকোতেই পারতে না যে, তোমাদের কান, তোমাদের চোখ এবং তোমাদের চামড়া তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষি দেবে।[১২৩৮] তবে তোমরা (এই নির্বোধ ভাবনা) ভেবেছিলে যে, যাকিছু তোমরা করছ, আল্লাহ্ তার অনেক কিছুই জানবেন না। ২৩. তো তোমাদের এ ভাবনা, যা আপন রব্ সম্পর্কে তোমরা ভেবেছ, (আসলে) এটাই তোমাদের বরবাদ করেছে, ফলে তোমরা মহাক্ষতিগ্রস্তদের দলে ভুক্ত হয়েছো। ২৪. এখন (তাদের

[১২৩৬] যেদিন জাহান্নামের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌র দুশমনদের (হাশরস্থলে) জড়ো করা হবে।

[১২৩৭] মানুষ যদিও এসব কুদরত অস্বীকার করেছে, কিন্তু তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আল্লাহ্‌র কুদরতের নমুনা দেখে এমনই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়েছে যে, বাকশক্তি দান করামাত্র সেগুলো আপন সত্তার বিরুদ্ধেই সাক্ষি দিতে বাধ্য হয়েছে।

[১২৩৮] অর্থাৎ দুনিয়াতে তোমাদের সাধ্য ছিল না যে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অগোচরে কোন গোনাহ করবে, তাহলে তাদের সাক্ষির ভয় না করে তাদের গোচরে কেন গোনাহ করেছ! তোমরা কি ভেবেছিলে যে, আল্লাহ্ নিজেও জানবেন না, আর সাক্ষিও খুঁজে পাবেন না! হায়, কত নির্বোধ ভাবনা! দেখ, আল্লাহ্ নিজেই তো সব জানেন, তদুপরি রয়েছে দুই কাঁধের ফিরেশতার লেখা, সর্বোপরি তোমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাক্ষি! এবার তাহলে যাবে কোথায়!

অবস্থা এমনই গুরুতর যে,) যদি তারা ছবর করে তাহলেও আগুনই তাদের ঠিকানা, আর যদি অজুহাত পেশ করে তারা (আল্লাহ্‌র) সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায় তাহলে তারা তো তাদের মধ্যে নয়, যাদের অজুহাত গ্রহণ করা হয়/তাহলে তাদের অজুহাত কিন্তু গ্রহণ করা হবে না!

وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ﴿٢٥﴾

২৫. আর (দুনিয়াতে) আমি তাদের জন্য কিছু 'ইয়ারবন্ধু' জুটিয়ে দিয়েছিলাম;[১২৩৯] তো তারা তাদের সামনের ও পিছনের সমস্ত দুষ্কর্মকে তাদের জন্য শোভন করে তুলে ধরেছিল। তো তাদের আগে যত জ্বিন ও মানব বিগত হয়েছে ওদের দলভুক্ত হওয়ায় তাদেরও উপর আযাবের ফায়ছালা অবধারিত হয়েছে। নিঃসন্দেহে তারা সবাই মহাক্ষতিগ্রস্ত ছিল।

(রুকূ. ৪)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴿٢٦﴾ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾ ذَٰلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ ۖ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ ۖ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿٢٨﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ﴿٢٩﴾

২৬. আর যারা কুফুরে ডুবেছে তারা (একে অন্যকে) বলে, এই কোরআনের প্রতি কান দিয়ে শুনোই না, বরং তাতে শোরগোল কর, (যাতে অন্যরাও শুনতে না পারে,) যাতে (তিলাওয়াতে কোরআনের উপর) তোমরাই প্রবল হতে পার। ২৭. তো যারা (এভাবে) কুফুর করেছে, সত্যি সত্যি আমি তাদের কঠিন আযাব আস্বাদন করাব, আর (দুনিয়াতে) তারা যে নিকৃষ্টতম কর্ম করত তার প্রতিদান অতি অবশ্যই তাদের দেব। ২৮. সেটাই হল আল্লাহ্‌র দুশমনদের জাযা (ও সাজা), (ভয়ঙ্কর) আগুন। তার মধ্যেই হবে তাদের চিরস্থায়ী নিবাস। (এটা হল) আমার আয়াতগুলো অস্বীকার করতে থাকার প্রতিদান। ২৯. আর যারা কুফুর করেছে তারা বলবে, (ইয়া) রাব্বানা, যে (কমবখত) জ্বিন ও মানুষ আমাদের গোমরাহ করেছে, আমাদের একটু সুযোগ দিন তাদের দেখার, আমরা আমাদের পায়ের নীচে তাদের দলিত করব, যাতে তারা খুব খুব লাঞ্ছিত হয়।

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۖ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿٣١﴾ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ ﴿٣٢﴾

১২৩৯ তাদের ভিতরের খবীছ নফসই তা চেয়েছিল, আমি শুধু তারা যা চেয়েছে তা যুগিয়ে দিয়েছি। জোর করে ফিরিয়ে রাখা তো আমার প্রজ্ঞার দাবী নয়।

৩০. (পক্ষান্তরে) যারা বলেছে, আল্লাহ্ আমাদের রব, তারপর তারা (এর উপর) অবিচল ছিল, অবশ্যই ফিরেশতারা তাদের উপর দলে দলে নাযিল হবে এ বার্তা নিয়ে যে, তোমরা ভয় পেয়ো না, আর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ো না, বরং ঐ জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর, যার ওয়াদা তোমাদের করা হত ৩১. দুনিয়ার জীবনেও আমরা তোমাদের বন্ধু ছিলাম, আখেরাতেও (থাকবো)। আর জান্নাতে রয়েছে তোমাদের জন্য, যাকিছু তোমাদের মন খাহেশ করে, আর তোমাদের জন্য তাতে রয়েছে, যাকিছু তোমরা ফরমায়েশ করবে। ৩২. এ হবে পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালুর পক্ষ হতে সূচনা-আপ্যায়ন!

(রুকূ. ৫)

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿٣٣﴾ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ؕ
اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ ﴿٣٤﴾ وَمَا يُلَقّٰىهَآ اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا ۚ وَمَا
يُلَقّٰىهَآ اِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ﴿٣٥﴾

৩৩. আর কথায় (ও বক্তব্যে) তার চেয়ে উত্তম কে হবে যে আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দেয়, আর নেক আমল করে, আর বলে, আমি তো *পূর্ণ* অনুগত। ৩৪. নেকি ও বদি সমান হতে পারে না। তুমি বদ (ও মন্দ) এমন উপায়ে রোধ কর যা সর্বোত্তম। তাহলে হঠাৎ হবে কী, তোমার মধ্যে এবং যার মধ্যে শত্রুতা ছিল, যেন সে (তোমার) অন্তরঙ্গ/অকৃত্রিম বন্ধু। ৩৫. আর এ স্বভাব তাদেরই দান করা হয় যারা ছবরের উপর অবিচল থাকে, আর তা শুধু বিরাট ভাগ্যের অধিকারীকেই দান করা হয়।

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٣٦﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ
وَالْقَمَرُ ؕ لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿٣٧﴾ فَاِنِ اسْتَكْبَرُوْا
فَالَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُوْنَ لَهٗ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْـَٔمُوْنَ ﴿٣٨﴾

৩৬. আর যদি শয়তানের পক্ষ হতে কোন খোঁচা তোমাকে বিদ্ধ করে তাহলে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় চাও। তিনিই তো পূর্ণ শোনেন, পূর্ণ জানেন। ৩৭. আর তাঁর (কুদরতের) নিশানগুলো থেকে কিছু হল রাত ও দিন এবং সূর্য ও চাঁদ। তোমরা সূর্যকে সিজদা কর না এবং চাঁদকেও না, বরং সিজদা কর আল্লাহ্কে, যিনি ঐগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা আল্লাহ্রই ইবাদত করতে চাও (তাহলে সর্বপ্রকার শির্ক থেকে মুক্ত হয়ে ইবাদত কর)। ৩৮. তো (এত করে বোঝানোর পরো) যদি তারা বড়ত্ব প্রকাশ করে তাহলে (ক্ষতি তো তাদের, আল্লাহ্র তো কোন ক্ষতি নেই, কারণ) যারা আপনার রবের নিকটে রয়েছেন (ফিরেশতাসমাজ), তাঁরা তো রাতে ও দিনে (সর্বক্ষণ) তাঁর নামে তাসবীহ করেন, আর তাঁরা (তা থেকে) অনাগ্রহ বোধ করেন না।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنَّكَ تَرَى الْاَرْضَ خَاشِعَةً فَاِذَاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ؕ اِنَّ الَّذِيْۤ اَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتٰى ؕ
اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٣٩﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْۤ اٰيٰتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ؕ اَفَمَنْ يُّلْقٰى فِي النَّارِ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ
يَّاْتِيْۤ اٰمِنًا يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ ۙ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٤٠﴾

৩৯. আর তাঁর (কুদরতের) নিশানগুলো থেকে একটি এই যে, তুমি ভূমিকে নির্জীব দেখতে পাও, অনন্তর যখন আমি তার উপর পানি/বৃষ্টি বর্ষণ করি তখন (ফসল উদ্গত হয়, আর) তা আন্দোলিত হয় এবং বর্ধিত হয়। (তো এর দ্বারা বোঝা যায়,) যিনি মৃত ভূমিকে জীবন দান করেছেন অতি অবশ্যই তিনি মৃতদেরও জীবন দান করবেন। তিনি তো সবকিছুর উপর পূর্ণ সক্ষম। ৪০. বস্তুত যারা আমার আয়াতগুলোর বিষয়ে বাঁকা পথে চলে (বিনয়নম্রভাবে ঈমান আনার পরিবর্তে ঐগুলোকে ঝুটলানোর কাজে উঠে পড়ে লাগে) আমার কাছে তারা অজ্ঞাত থাকতে পারে না। আচ্ছা, আগুনে যাকে নিক্ষেপ করা হবে সে উত্তম, নাকি কেয়ামতের দিন যে নিরাপদে নির্ভয়ে (আল্লাহ্‌র সামনে) আসবে! আচ্ছা, যত চাও (মন্দ) কর্ম করে যাও, (শাস্তি যা দেয়ার একবারেই দেবো, আর আমার শাস্তি থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না, কারণ) যাকিছু তোমরা কর, তিনি তা খুব দেখেন।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ ۖ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿٤١﴾ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۖ تَنزِيلٌ
مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ﴿٤٣﴾

৪১. অবশ্যই (তারা জঘন্য) যারা নছীহতের এ কিতাব (কোরআন) তাদের কাছে আসার পর তা অস্বীকার করেছে, অথচ সত্যি সত্যি তা অতি মর্যাদাপূর্ণ কিতাব ৪২. বাতিল তার কাছেও যেতে পারে না, না তার সম্মুখ দিয়ে, না তার পশ্চাত দিয়ে। এ তো পরম প্রজ্ঞাবান (ও) সর্বপ্রশংসার যোগ্য সত্তার পক্ষ হতে অবতারিত কিতাব! ৪৩. (তারা আপনাকে যাকিছু বলে তাতে মনঃক্ষুণ্ন হওয়ার কিছু তো নেই। কারণ) আপনাকে এমন কিছুই বলা হয় না, যা আপনার পূর্ববর্তী রাসূলানকে বলা হয়নি। অতি সত্য, আপনার প্রতিপালক পরম ক্ষমার অধিকারী, আবার যন্ত্রণাদায়ক সাজারও অধিকারী।

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ۖ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ ۗ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ۖ وَ
الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٤٤﴾

৪৪. আর যদি একে আমি আজমী কোরআন বানাতাম তাহলে নির্ঘাত তারা বলতো, এর আয়াতগুলো খুলে খুলে কেন বয়ান করা হয়নি! কেমন কথা যে, কোরআন আজমী, আর নবী আরবী![১২৪০] আপনি বলুন, এ কোরআন তাদের জন্য হিদায়াত ও আরোগ্য যারা ঈমান এনেছে, পক্ষান্তরে যারা ঈমান আনে না তাদের তো কানে রয়েছে বধিরতা/ছিপি/শ্রুতিভার। আর এ কোরআন তাদের উপর অন্ধত্ব চাপিয়ে দেয়ার উপাদানমাত্র। ওদেরকে (যেন) বহু দূরের স্থান থেকে ডাকা হয়।[১২৪১]

(রুকূ. ৬)

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ ۗ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۗ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ

১২৪০ কোরআন আরবীতে নাযিল করার কারণে এখন বলা হয়, অন্যভাষায় কেন নাযিল করা হল না! তাহলে তো বড় একটা মু'জিযা হত যে, তিনি তো আরবী ছাড়া আর কোন ভাষা জানেন না! অথচ যদি তা করা হত তাহলেও নিন্দুকের নিন্দার অভাব হতো না।

১২৪১ তাই হয় তাদের কানে আওয়ায ঠিক মত পৌঁছে না, অথবা অত দূরের আওয়ায বলে সেদিকে মনোযোগ দেয় না, নতীজা একই যে, হকের আওয়ায তারা কবূল করতে পারে না।

مُرِيْبٍ ﴿٤٥﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ وَمَنْ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا ؕ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿٤٦﴾

৪৫. আর সুনিশ্চিত, মূসাকে আমি (তাওরাত) কিতাব দিয়েছি। তো তাতেও মতবিরোধ করা হয়েছে। (তাই আপনার ক্ষেত্রে তাদের মিথ্যায়ন নতুন কিছু তো নয়।) আর (এরা আসমানি আযাবের এমনই উপযুক্ত যে,) যদি আপনার রবের পক্ষ হতে একটি কথা আগেই চূড়ান্ত না করা হতো তাহলে তাদের মাঝে (বরবাদির) ফায়ছালা (দুনিয়াতেই) করে দেয়া হত। আর বস্তুত আযাবের বিষয়ে তারা ঘোর সন্দেহের মধ্যে রয়েছে, ৪৬. (তাই আযাবের হুঁশিয়ারি তাদের মধ্যে কোন পরিবর্তন আনতে পারে না। অথচ আযাব আসা অবধারিত। সুতরাং) যে কেউ নেক আমল করবে সে নিজের কল্যাণের জন্যই তা করবে, আর যে দুষ্কর্ম করবে সে নিজেরই উপর (দুষ্কর্মের দায় চাপাবে)। আর আপনার রব্ বান্দাদের জন্য মোটেই যুলুমকারী নন।

اِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ؕ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٰتٍ مِّنْ اَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ ؕ وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ اَيْنَ شُرَكَآءِىْ ؕ قَالُوْٓا اٰذَنّٰكَ ؕ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيْدٍ ﴿٤٧﴾ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَدْعُوْنَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوْا مَا لَهُمْ مِّنْ مَّحِيْصٍ ﴿٤٨﴾ لَا يَسْـَٔمُ الْاِنْسَانُ مِنْ دُعَآءِ الْخَيْرِ ۖ وَاِنْ مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَـُٔوْسٌ قَنُوْطٌ ﴿٤٩﴾

৪৭. কিয়ামতের (প্রকৃত সময়ের) ইল্‌ম তো শুধু আল্লাহ্‌রই প্রতি ন্যস্ত করা হয়। আর আল্লাহ্‌র জানা ছাড়া তো না কোন ফল তার আবরণ থেকে বের হতে পারে, না কোন নারী গর্ভ ধারণ করতে পারে, না (সন্তান) প্রসব করতে পারে। আর যেদিন তিনি তাদের ডেকে বলবেন, কোথায় আমার শরীকান (যাদের তোমরা মা'বূদ হওয়ার ক্ষেত্রে আমার শরীকান বানিয়েছ!) তারা বলবে, আমরা আপনার কাছে নিবেদন করছি যে, আমাদের থেকে কেউ (এখন এ-কথার) কোন সাক্ষী নয় (যে, আপনার কোন শরীক রয়েছে)। ৪৮. আর (হাকীকত এই যে,) আগে তারা উপাস্যরূপে যাদের ডাকত তারা (হাশরে বিচারে) তাদের থেকে নিখোঁজ হয়ে যাবে (,সুতরাং যতই ডাকা হোক, কোন সাড়া পাওয়া যাবে না)। তখন তারা ধরে নেবে যে, তাদের বাঁচার কোন উপায় নেই। ৪৯. (মানুষের অবস্থা তো এই যে,) মানুষ কল্যাণের প্রার্থনা করতে ক্লান্তি বোধ করে না, অথচ যদি কোন মন্দ তাকে ছুঁয়ে যায় তখন সে হতাশ হয়ে পড়ে/হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে।[১২৪২]

وَلَئِنْ اَذَقْنٰهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ هٰذَا لِىْ ۙ وَمَآ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً ۙ وَّلَئِنْ رُّجِعْتُ اِلٰى رَبِّىْٓ اِنَّ لِىْ عِنْدَهٗ لَلْحُسْنٰى ۚ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ﴿٥٠﴾ وَاِذَآ اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَاٰ بِجَانِبِهٖ ۚ وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُوْ دُعَآءٍ عَرِيْضٍ ﴿٥١﴾

৫০. আর যদি কোন দুঃখ-কষ্ট তাকে ছুঁয়ে যাওয়ার পর আমি তাকে আমার পক্ষ হতে কোন নেয়ামত আস্বাদন করাই তখন কিন্তু সে বেশ বলে, এটা আমার প্রাপ্য। আর আমি মনে করি না যে, কেয়ামত সঙ্ঘটিত হবে। আর (অমূলক ধারণামতেও) আমাকে যদি আমার রবের কাছে ফিরিয়ে দেয়াও হয়

[১২৪২] তখন সে হতাশ (ও) নিরাশ হয়ে পড়ে। আয়াতে কাছাকাছি অর্থের দু'টি শব্দ আনা হয়েছে হতাশা ও নিরাশার চূড়ান্ততা বোঝানোর জন্য।

তাহলে অবশ্যই তাঁর কাছে আমার জন্য কল্যাণই থাকবে। তো যারা কুফুর করেছে, নিজেদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সত্যি সত্যি আমি তাদের অবহিত করব এবং কঠিন শাস্তির স্বাদ তাদের আস্বাদন করাব।[১২৪৩] ৫১. আর যখন মানুষের প্রতি আমি কোন অনুগ্রহ করি তখন সে (আমার থেকে এবং আমার আহকাম ও বিধান থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, আর (অহঙ্কারের আলামতরূপে) পার্শ্বপরিবর্তন করে দূরে সরে পড়ে। অথচ যখন কোন দুঃখ-কষ্ট তাকে ছুঁয়ে যায় তখন লম্বাচৌড়া দু'আওয়ালা হয়ে যায়।[১২৪৪]

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهٖ مَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِيْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ ﴿٥٢﴾ سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِي
الْاٰفَاقِ وَفِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ؕ اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ﴿٥٣﴾ اَلَآ اِنَّهُمْ
فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَآءِ رَبِّهِمْ ؕ اَلَآ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطٌ ﴿٥٤﴾

৫২. আপনি বলুন, আচ্ছা, বল দেখি, এ কোরআন যদি আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে হয়, তারপর তোমরা তা অস্বীকার কর, (তাহলে) তার চেয়ে ভ্রষ্ট কে হবে যে কোরআনের ঘোর বিরোধিতায় লিপ্ত! ৫৩. অবশ্যই তাদের আমি আমার নিদর্শনাদি দেখাব জগতে বিভিন্ন স্থানে[১২৪৫] এবং তাদের নিজেদের মধ্যেও, যাতে তাদের সামনে উদ্ভাসিত হয় যে, কোরআনই সত্য। তোমার রব্ সম্পর্কে কি এটাই যথেষ্ট নয় যে, তিনি সর্ববিষয়ে সাক্ষী! ৫৪. শোনো, আসলে তারা আপন রবের সম্মুখীন হওয়ার বিষয়ে সংশয়ের মধ্যে রয়েছে। শোনো, নিঃসন্দেহে তিনি সর্ববিষয় বেষ্টন করে আছেন।

سُورَةُ الشورى ٤٢؛ مَكية؛ آياتُها ٥٣ ورُكوعاتُها ٥

৪২-সূরা শূরা, মাক্কী, আয়াত ৫৩, রুকূ ৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حٰمٓ ﴿١﴾ عٓسٓقٓ ﴿٢﴾ كَذٰلِكَ يُوْحِيْٓ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۙ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٣﴾ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي
الْاَرْضِ ؕ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ﴿٤﴾ تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ
يَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِي الْاَرْضِ ؕ اَلَآ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿٥﴾

রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে (শুরু)

১.হামীম ২. আইন সীন ক্বাফ ৩. (আয় পেয়ারে নবী!) মহাপরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাবান আল্লাহ্ এভাবেই অহী করেন আপনার প্রতি এবং তাঁদের প্রতি যারা আপনার আগে (নবী-রাসূল) ছিলেন। ৪. যাকিছু আসমানসমস্তে এবং যাকিছু যমীনে আছে তা তাঁরই জন্য (, তাঁরই নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণে)। আর তিনিই সমুচ্চ, সুমহান। ৫. (কিছু আহলে যমীন অনুভব না করলেও, আসমানে আল্লাহ্‌র শান ও মহিমা

১২৪৩ তরজমার ভাষায় 'সত্যি সত্যি' এর পুনরুক্তি সঙ্গত নয়।

১২৪৪ এটা বিনয়-কাতরতা ও অনুতাপের জন্য নয় এবং নয় আত্মনিবেদনের জন্য, বরং সব-হারানোর বেদনা ও হায়হুতাশের কারণে, যা আল্লাহ্‌বিমুখতা এবং দুনিয়ার প্রতি লোভ লালসারই প্রমাণ।

১২৪৫ দিগন্তে দিগন্তে

অনুধাবনকারী ফিরেশতা সংখ্যায় এত বেশী যে,) আসমানগুলো (অতিরিক্ত ভারের কারণে) যেন নিজেদের উপর থেকে ফেটেই পড়ে।[১৩৪৬] আর ফিরেশতাগণ তাদের রবের প্রশংসাসহ তাসবীহ করছেন, আর যারা যমীনে আছে তাদের জন্য ইস্‌তিগফার করছেন।[১৩৪৭] শোন (আয় আহলে যমীন,) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ই পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ اللّٰهُ حَفِيْظٌ عَلَيْهِمْ ۗ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ۝ وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۭ فَرِيْقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِي السَّعِيْرِ ۝

৬. আর যারা আল্লাহ্‌ ছাড়া বিভিন্ন অভিভাবক/রাখওয়ালা গ্রহণ করেছে, আল্লাহ্‌ তাদের (কর্মকাণ্ডের) দেখভাল করছেন (; যথাসময়ে তিনি আযাবের ব্যবস্থা নেবেন)। আর (এ সম্পর্কে আপনার চিন্তার কারণ নেই, কেননা) আপনি তাদের উপর কোন প্রকারের নেগরান নন। ৭. আর এভাবেই আমি এ আরবী কোরআন আপনার প্রতি অহী করেছি যেন আপনি উম্মুলকুরা ও তার চারপাশের লোকদের সতর্ক করতে পারেন (সর্ববিষয়ে), আর (বিশেষভাবে) সতর্ক করতে পারেন মহাজমায়েতের দিন সম্পর্কে, যার আগমনে কোন সংশয় নেই। (আর ঐ দিনের বিচারে) একদল জান্নাতে যাবে, আর একদল যাবে দাউ দাউ আগুনে।

وَلَوْ شَاۗءَ اللّٰهُ لَجَعَلَهُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَاۗءُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ۭ وَالظّٰلِمُوْنَ مَا لَهُمْ مِّنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ۝ اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَاۗءَ ۚ فَاللّٰهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِ الْمَوْتٰى ۡ وَهُوَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

৮. আর আল্লাহ্‌ যদি চাইতেন (তাহলে ইচ্ছাশক্তি রহিত করার মাধ্যমে) তাদেরকে এক উম্মত্য অবশ্যই বানাতে পারতেন, কিন্তু (যার যার চিন্তার সরলতা ও বক্রতার কারণে) তিনি যাকে চান, আপন রহমতে দাখেল করেন (আর যাকে চান রহমত থেকে বঞ্চিত করেন)। বস্তুত যালিমীন, তাদের জন্য না আছে কোন বন্ধু, না আছে কোন সাহায্যকারী। ৯. নাকি তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে বিভিন্ন বন্ধু/অভিভাবক নির্ধারণ করে নিয়েছে! তাহলে (শোন, কারো কোন অভিভাবকত্ব ও বন্ধুত্ব কোন কাজে আসবে না, কারণ) একমাত্র আল্লাহ্‌ই প্রকৃত অভিভাবক, আর তিনিই মৃতদের জীবন দান করেন, আর তিনিই সমস্ত কিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

(রুকূ. ২)

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ۭ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبِّيْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۚ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ۝ فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا ۚ يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ ۭ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ

[১৩৪৬] 'নিজেদের উপর থেকে', ফাটার কারণটি যেহেতু আসমানগুলোর উপরে বিদ্যমান, আর তা হল আল্লাহ্‌র সমুচ্চ মহিমা ও শানে জালাল অনুধাবনকারী ফিরেশতাদের বিপুল সংখ্যা, সেহেতু এভাবে বলা হয়েছে।

[১৩৪৭] গোনাহগার মুমিনের জন্য যেমন ইস্‌তিগফার করেন তেমনি কাফির-মুশরিকের জন্যও ইস্‌তিগফার করেন, যাতে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আযাব স্থগিত থাকে, আর মুমিন গোনাহ থেকে, আর কাফির মুশরিক কুফুর ও শিরক থেকে তাওবা করার সুযোগ পায়। আহলে যমীনের জন্য ফিরেশতাদের ইস্‌তিগফার যদি না হতো তাহলে বহু আগেই ব্যাপক আযাবে পুরো পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেতো।

السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ⑪ لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ۭ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ⑫

১০. আর যে কোন বিষয়ে তোমরা মতভেদ কর, তার ফায়ছালা আল্লাহ্‌রই অভিমুখে অর্পিত। তিনি তোমাদের আল্লাহ্, আমার রব্, তাঁরই উপর আমি তাওয়াক্কুল করেছি এবং তাঁরই প্রতি আমি সমর্পিত হই। ১১. (তিনি) আসমানসমস্ত ও যমীনের সৃজনকারী। তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকে জোড়া বানিয়েছেন। আর গবাদিপশু থেকেও জোড়া বানিয়েছেন (তোমাদের কল্যাণের জন্য)। তিনি তোমাদের বংশবৃদ্ধি করছেন এই জোড়া (সংযুক্ত করা)র মাধ্যমে। (গুণে ও সত্তায় তিনি এমনি পূর্ণ ও পরিপূর্ণ যে,) তাঁর মত কোন কিছু নেই। আর তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদর্শী। ১২. আসমানসমস্ত ও যমীনের চাবিপুঞ্জ তাঁরই জন্য (, তাঁরই নিয়ন্ত্রণে)। তিনি যার জন্য চান, রিযিক প্রশস্ত করেন এবং সীমিত করেন। নিশ্চয় তিনি সর্ববিষয়েই জ্ঞাত।

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ۭ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ ۭ اَللّٰهُ يَجْتَبِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَاۗءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ ⑬

১৩. তিনি তোমাদের জন্য ঐ দ্বীনই প্রবর্তন করেছেন, যার আদেশ তিনি নূহকে করেছেন এবং যা আপনার প্রতি আমি অহী করেছি এবং যার আদেশ আমি ইবরাহীম ও মূসা ও ঈসাকে করেছি এ মর্মে যে, দ্বীন (এর সমস্ত আহকাম ও বিধান) কায়েম রাখো, আর দ্বীনের বিষয়ে বিভক্তিতে লিপ্ত হয়ো না।[১২৪৮] (কথা তো সহজ-সরল, কিন্তু) যে (তাওহীদ ও রিসালাতের) দিকে মুশরিকীনকে আপনি ডাকছেন তা তাদের উপর খুব ভারী মনে হচ্ছে। (সত্য এই যে, যোগ্যতা ও অযোগ্যতার ভিত্তিতে) আল্লাহ্ যাকে চান তাকে নির্বাচিত করে নিজের দিকে আকৃষ্ট করেন, আর নিজের দিকে পথ দেখিয়ে দেন তাকে যে (তাঁর প্রতি) নিবেদিত হয়।[১২৪৯]

وَمَا تَفَرَّقُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاۗءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۭ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۭ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْرِثُوا الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ⑭

১৪. আর মানুষ এই যে বিভক্তিতে লিপ্ত হয়েছে, তা কিন্তু তাদের কাছে (সঠিক ও বিশুদ্ধ) ইলম আসার পরই হয়েছে। (আর তা হয়েছে) নিজেদের মধ্যকার শত্রুতা চরিতার্থ করার জন্য। আর (এটা এত বড় অপরাধ যে,) যদি আপনার রবের পক্ষ হতে কোন নির্ধারিত মেয়াদ (পর্যন্ত আযাব বিলম্বিত করার) একটা *'বচন'* আগে থেকে না থাকতো (তাহলে) তাদের মাঝে পূর্ণ আযাবের ফায়ছালা অবশ্যই হয়ে যেতো। তবে (আফসোস, আরবের মুশরিকীন) যাদেরকে ঐ লোকদের পরে কিতাবের[১২৫০] উত্তরাধিকার

[১২৪৮] হযরত আদম আ. থেকে শুরু করে আখেরী নবী পর্যন্ত দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলো অভিন্ন, যেমন যাত ও ছিফাতের তাওহীদ, নবুয়ত ও রিসালাত, সামগ্রিকভাবে আখেরাত। কায়েম রাখা মানে তাতে কোন পরিবর্তন আনা এবং কোন বিশ্বাস পরিত্যাগ না করা। আর বিভক্তির অর্থ হল, কিছু মানা, কিছু না মানা, অথবা কেউ মানা, কেউ না মানা।

[১২৪৯] ইচ্ছা, যোগ্যতা ও অযোগ্যতার ভিত্তিতে, হিকমত ও প্রজ্ঞাহীন ইচ্ছা নয়, এ তত্ত্বটি এখান থেকে আহরিত হয়।

[১২৫০] কিতাব দ্বারা উদ্দেশ্য হল কোরআন, যা আখেরী নবীর মাধ্যমে মুশরিকীনে আরব লাভ করেছে। এটা ছিল আসমানের পক্ষ হতে তাদের উপর অনেক বড় নেয়ামত। কিন্তু...!

দান করা হয়েছে, তারাও (পূর্ববর্তীদের মত) কিতাবের বিষয়ে ঘোর সন্দেহে নিপতিত হয়েছে।[১২৫১]

فَلِذٰلِكَ فَادْعُ ۚ وَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ ۚ وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ ۚ وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ۚ اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۚ لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ۚ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۚ اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۚ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ﴿١٥﴾

১৫. তো (আয় পেয়ারে নবী! তাদের বিষয়ে চিন্তামুক্ত হয়ে) ঐ-কথার দিকেই আপনি দাওয়াত দিতে থাকুন। আর (এই দ্বীনের উপরই) অবিচল থাকুন যেমন আপনাকে আদেশ করা হয়েছে। কোনভাবেই তাদের খাহেশাতের/খেয়ালখুশির অনুগমন করবেন না। আর আপনি বলে দিন, আমি তো ঈমান এনেছি ঐকিতাবের উপর যা আল্লাহ্ নাযিল করেছেন, আর আমাকে আদেশ করা হয়েছে যেন আমি তোমাদের মাঝে ইনছাফ করি। আল্লাহ্ তো আমাদেরও রব্ এবং তোমাদেরও রব্। আমাদের আমল আমাদের জন্য, আর তোমাদের আমল তোমাদের জন্য। আমাদের মাঝে এবং তোমাদের মাঝে (এখন আর) কোন হুজ্জত/বিতর্ক নেই। (কারণ কেয়ামতের দিন) আল্লাহ্ আমাদের মাঝে সমাবেশ ঘটাবেন। আর তাঁরই অভিমুখে (আমাদের সবার) গন্তব্য।[১২৫২]

وَالَّذِيْنَ يُحَآجُّوْنَ فِى اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا اسْتُجِيْبَ لَهٗ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَّلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ﴿١٦﴾ اَللّٰهُ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيْزَانَ ۗ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيْبٌ ﴿١٧﴾

১৬. আর যারা আল্লাহ্র (যাত ও ছিফাতের) বিষয়ে[১২৫৩] *'হুজ্জতবাজি'* করে/বিতর্ক টেনে আনে, অথচ (বহু জ্ঞানী মানুষের পক্ষ হতে) তাঁর (তাওহীদের এবং তাঁর দ্বীনের) প্রতি সাড়া দেয়া হয়েছে; (তো) তাদের হুজ্জত তাদের রবের কাছে বাতিল। আর তাদের উপর (রয়েছে আল্লাহ্র) গযব, আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন আযাব। ১৭. আল্লাহ্ তো ঐ-মহান সত্তা যিনি সত্যের সঙ্গে কিতাব নাযিল করেছেন এবং মীযানও। আর কে জানে, হয়ত কেয়ামত (খুব) নিকটবর্তী![১২৫৪]

يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهَا ۚ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مُشْفِقُوْنَ مِنْهَا ۙ وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهَا الْحَقُّ ۗ اَلَآ اِنَّ الَّذِيْنَ يُمَارُوْنَ فِى السَّاعَةِ لَفِىْ ضَلٰلٍۢ بَعِيْدٍ ﴿١٨﴾ اَللّٰهُ لَطِيْفٌۢ بِعِبَادِهٖ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَهُوَ الْقَوِىُّ الْعَزِيْزُ ﴿١٩﴾

১৮. যারা কেয়ামতের প্রতি ঈমান রাখে না, তারাই শুধু কেয়ামত সম্পর্কে তাড়াহুড়া মাচায়। পক্ষান্তরে যারা ঈমান এনেছে তারা তো কেয়ামত থেকে/সম্পর্কে ভীত। আর (পূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে) তারা জানে যে, কেয়ামত সত্য। সাবধান, কেয়ামতের বিষয়ে যারা সংশয়মূলক বিতর্ক করে, তারা বহু দূরের ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত। ১৯. (প্রাচুর্য দ্বারা সন্তুষ্টি মনে করা নিছক মূর্খতা, কারণ সাধারণত দুনিয়াতে)

[১২৫১] شك অর্থ সন্দেহ مريب অর্থ সন্দেহে পতিতকারী। তো দ্বিতীয়টি প্রথমটিকে জোরালো করার জন্য তাকীদরূপে এসেছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে উপরের তরজমা; শব্দানুগ তরজমা হল, তারা বিভ্রান্তিকর সন্দেহে পড়েছে/ এমন সন্দেহে পড়েছে যা তাদের অন্তরের গভীরে দ্বিধাদ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে।

[১২৫২] যার যার বিশ্বাস ও কর্ম অনুযায়ী তিনি ফায়ছালা করবেন এবং শাস্তি ও পুরস্কারের ব্যবস্থা করবেন।

[১২৫৩] আল্লাহ্র দ্বীন ও তার আহকামের বিষয়ে

[১২৫৪] আর তোমার কী খবর যে, হয়ত.../ আর কে জানাবে তোমাকে, হয়ত ...।

আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি অতি কোমল। (তাই সবাইকে) তিনি রিযিক দান করেন (তবে) যাকে (যে পরিমাণ) ইচ্ছা করেন। আর তিনিই মহাশক্তিশালী, মহাপরাক্রমশালী।

(রুকূ. ৩)

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِيْ حَرْثِهٖ ۚ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ ۝٢٠ اَمْ لَهُمْ شُرَكٰٓؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَاْذَنْۢ بِهِ اللّٰهُ ۭ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۭ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝٢١

২০. যে আখেরাতের ফসল চায়, আমি তার অনুকূলে তার ফসলে বৃদ্ধি করি, পক্ষান্তরে যে দুনিয়ার ফসল চায়, আমি তা থেকে তাকে (কিছু) দান করি, তবে আখেরাতে তার জন্য কোনই ভাগ থাকে না। ২১. (আল্লাহ্র দ্বীন তারা কেন মানে না!) নাকি তাদের জন্য রয়েছে কতিপয় (উপাস্য) শরীক যারা তাদের জন্য এমন কোন দ্বীন প্রবর্তন করে দিয়েছে যার প্রতি আল্লাহ্ অনুমোদন দেননি! (তাহলে তো এখনি আযাবে তাদের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা!) তবে কিনা (আল্লাহ্র পক্ষ হতে আগে থেকেই) যদি সিদ্ধান্তমূলক বচন না হতো[১২৫৫] (তাহলে) তাদের মাঝে (চূড়ান্ত আযাবের) ফায়ছালা করেই দেয়া হতো। আর যালিমীন, অবশ্যই তাদের জন্য (আখেরাতে) থাকবে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

تَرَى الظّٰلِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا كَسَبُوْا وَهُوَ وَاقِعٌۢ بِهِمْ ۭ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِيْ رَوْضٰتِ الْجَنّٰتِ ۚ لَهُمْ مَّا يَشَاۗءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۭ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ۝٢٢ ذٰلِكَ الَّذِيْ يُبَشِّرُ اللّٰهُ عِبَادَهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۭ قُلْ لَّآ اَسْـَٔـلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰى ۭ وَمَنْ يَّقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهٗ فِيْهَا حُسْنًا ۭ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ۝٢٣

২২. (ঐ-সময়) যালিমীনকে তুমি ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় দেখতে পাবে, ঐ-সব মন্দ কর্মের কারণে যা তারা কামাই করেছে। আর (ঐ-সমস্ত দুষ্কর্মের) শাস্তি তাদের উপর আপতিত হবেই। পক্ষান্তরে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমলে মশগূল রয়েছে তারা থাকবে (জান্নাতের) বাগবাগিচার বিভিন্ন কেয়ারিতে। তাদের জন্য তাদের রবের নিকট থাকবে ঐ সমস্ত জিনিস যা তারা চাহিদা করবে। সেটাই তো বড় অনুগ্রহ। ২৩. সেটা তো ঐ জিনিস যার সুসংবাদ আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের দিয়ে থাকেন, যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমলে মশগূল থেকেছে। আপনি বলুন, তাবলীগের মেহনতের উপর আমি তো তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না, *আত্মীয়তার সৌহার্দ্য* ছাড়া।[১২৫৬] আর যে ব্যক্তি কোন সৎকর্ম করবে, আমি তার জন্য তাতে সৌন্দর্য বাড়িয়ে দেবো। অবশ্যই আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, (বান্দার আমলের) বড় কদরকারী।

[১২৫৫] আগে থেকে স্থিরকৃত বচনটি এই যে, মানুষ যতই শিরক ও কুফুরি করুক, নাফরমানির যত চূড়ান্তেই যাক, একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আযাব বিলম্বিত হবে, যাতে তারা তাওবার সুযোগ পায়।

[১২৫৬] আমার তাবলীগের একমাত্র উদ্দেশ্য হল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি, তারপর তোমাদের হিদায়াত, এই তাবলীগের বিপরীতে তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না, অর্থ-বিত্ত, প্রভাব প্রতিপত্তি কিছুই চাই না, হাঁ, শুধু চাই, তোমাদের সঙ্গে আমার আত্মীয়তার যে সম্পর্ক, রিশতাদারির যে হক, অন্তত তার খাতিরে আমার কথা শোনো, আমাকে কষ্ট দেয়া বন্ধ কর, আমার কাজের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি বন্ধ কর। যদি এটাকে প্রতিদান বলতে চাও, তাহলে বলতে পারো এই প্রতিদানটুকু আমি তোমাদের কাছে চাই।

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۚ فَاِنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يَخْتِمْ عَلٰى قَلْبِكَ ؕ وَ يَمْحُ اللّٰهُ الْبَاطِلَ وَ يُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ ؕ
اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿۲۴﴾ وَ هُوَ الَّذِيْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَ يَعْفُوْا عَنِ السَّيِّاٰتِ وَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ﴿۲۵﴾
وَ يَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ يَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ وَ الْكٰفِرُوْنَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ﴿۲۶﴾

২৪. নাকি তারা বলে, তিনি আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা আরোপ করেছেন। অথচ আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করেন আপনার অন্তরে মোহর করে দিতে পারেন। আর আল্লাহ্ তো বাতিলকে মিটিয়ে দেন, আর সত্যকে নিজের বাণী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি তো অন্তরের গোপন বিষয়গুলো পূর্ণরূপে জানেন ২৫. আর তিনিই ঐ মহান সত্তা যিনি তাঁর বান্দাদের পক্ষ হতে তাওবা কবূল করেন এবং সমস্ত গোনাহ মার্জনা করেন, আর যাকিছু তোমরা কর সে সম্পর্কে তিনি খুব জানেন। ২৬. আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমলে মগ্ন রয়েছে তাদের দু'আ তিনি শোনেন এবং আপন অনুগ্রহে তিনি তাদের আরো বেশী দান করেন, আর কাফিরীন, তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

وَ لَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ لَبَغَوْا فِي الْاَرْضِ وَ لٰكِنْ يُّنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ ؕ اِنَّهٗ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرٌۢ بَصِيْرٌ ﴿۲۷﴾ وَ هُوَ الَّذِيْ
يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْۢ بَعْدِ مَا قَنَطُوْا وَ يَنْشُرُ رَحْمَتَهٗ ؕ وَ هُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿۲۸﴾ وَ مِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا
بَثَّ فِيْهِمَا مِنْ دَآبَّةٍ ؕ وَ هُوَ عَلٰى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَآءُ قَدِيْرٌ ﴿۲۹﴾

২৭. আর আল্লাহ্ যদি তাঁর বান্দাদের (সবার) জন্য রিযিক প্রশস্ত করে দিতেন তাহলে তারা (অনেকে) ভূখণ্ডে অবাধ্যতায় লিপ্ত হতো। কিন্তু তিনি যে পরিমাণ ইচ্ছা করেন, (ঐ পরিমাণই রিযিক) নাযিল করেন। আপন বান্দাদের বিষয়ে সত্যি তিনি পূর্ণ অবগত, পূর্ণ অবলোকনকারী। ২৮. আর তিনিই ঐ মহান সত্তা যিনি লোকদের নিরাশ হওয়ার পর বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং আপন রহমতের বিস্তার করেন। আর তিনিই (সর্বজনের) প্রশংসাযোগ্য অভিভাবক। ২৯. আর তাঁর নিশানগুলোর মধ্য হতে কিছু হল আসমানসমস্ত ও যমীনের সৃষ্টি, আর যত প্রাণী তিনি ঐ দু'য়ের মধ্যে ছড়িয়ে রেখেছেন। আর তিনি যখন ইচ্ছা করবেন তাদের একত্র করতে অবশ্যই সক্ষম (হবেন)।

(রুকূ. ৪)

وَ مَاۤ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَ يَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ﴿۳۰﴾ وَ مَاۤ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِي الْاَرْضِ ۚ وَ مَا لَكُمْ
مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّ لَا نَصِيْرٍ ﴿۳۱﴾ وَ مِنْ اٰيٰتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ﴿۳۲﴾ اِنْ يَّشَاْ يُسْكِنِ الرِّيْحَ فَيَظْلَلْنَ
رَوَاكِدَ عَلٰى ظَهْرِهٖ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴿۳۳﴾

৩০. আর যাকিছু *বিপদ-মুছীবত* তোমাদের আক্রান্ত করে তা তোমাদের হাতের কামকর্মের কারণেই হয়। তবে (তোমাদের) অনেক কিছুই তিনি মার্জনা করে দেন। ৩১. আর পৃথিবীতে (আল্লাহ্‌কে) তোমরা অক্ষম করতে পারো না। আর আল্লাহ্‌র বিপক্ষে তোমাদের জন্য না আছে কোন অভিভাবক, আর না কোন সাহায্যকারী। ৩২. আর তাঁর (কুদরতের) একটি নিশান হল সাগরে ভাসমান পাহাড়ের মত বিশাল বিশাল জলযান। ৩৩. তিনি যদি ইচ্ছা করেন বাতাস স্থির করে দিতে পারেন, ফলে

জলযানগুলো সাগরের পিঠের উপর নিশ্চল হয়ে থাকবে। সত্যি সত্যি তাতে রয়েছে যথেষ্ট নিশান প্রত্যেক ছবরপ্রিয় ও শোকরপ্রিয় ব্যক্তির জন্য।

اَوْ يُوْبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوْا وَ يَعْفُ عَنْ كَثِيْرٍ ﴿٣٤﴾ وَّ يَعْلَمَ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْۤ اٰيٰتِنَا ؕ مَا لَهُمْ مِّنْ مَّحِيْصٍ ﴿٣٥﴾ فَمَاۤ
اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿٣٦﴾ وَ الَّذِيْنَ
يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَ الْفَوَاحِشَ وَ اِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ ﴿٣٧﴾

৩৪. কিংবা (আল্লাহ্ যদি চান) মানুষের হাতের কামাইয়ের/কামকর্মের কারণে জাহাযগুলো ধ্বংস করে দিতে পারেন এবং পারেন (বহু মানুষের) বহু অপরাধ মার্জনা করতে। ৩৫. আর যারা বিতর্ক টেনে আনে আমার আয়াতসমস্তে তারা যেন জেনে রাখে, (কেয়ামতের দিন) তাদের বাঁচার কোন উপায় নেই। ৩৬. তো তোমাদের যাকিছু দেয়া হয়েছে তা হল দুনিয়ার জীবনের (ক্ষণস্থায়ী) ভোগের সামগ্রী। পক্ষান্তরে আল্লাহ্র কাছে যা রয়েছে তা চির-উত্তম ও চিরস্থায়ী, তাদের জন্য যারা ঈমান এনেছে এবং যারা আপন রবের উপর তাওয়াক্কুল করে। ৩৭. আর যারা বড় বড় গোনাহ এবং গুরুতর ফাহেশা পরিহার করে, আর যখন ক্রুদ্ধ হয় তখন তারা মাফ করে দেয়–

وَ الَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۪ وَ اَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ۪ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٣٨﴾ وَ الَّذِيْنَ اِذَاۤ اَصَابَهُمُ
الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ ﴿٣٩﴾ وَ جَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَ اَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٠﴾

৩৮. আর যারা আপন রবের অনুকূলে সাড়া দেয়, আর ছালাত কায়েম করে, আর যাদের (সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ) বিষয় নিজেদের মধ্যে পরামর্শভিত্তিক, আর (যারা) আমি তাদের যাকিছু (রিযিকরূপে) দিয়েছি তা থেকে খরচ করে, ৩৯. আর যারা যখন (ব্যক্তি বা দলের পক্ষ হতে) ঔদ্ধত্যের সম্মুখীন হয় তখন তারা (তা) প্রতিরোধ করে। ৪০. আর মন্দের প্রতিদান অনুরূপ মন্দ, তবে যে মার্জনা করে, আর সংশোধন করে, তো আল্লাহ্র উপর তার প্রতিদান অবশ্যসাব্যস্ত হয়। তিনি কিন্তু যালিমীনকে বরদাশত করেন না।

وَ لَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهٖ فَاُولٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيْلٍ ﴿٤١﴾ اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَ يَبْغُوْنَ
فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٤٢﴾ وَ لَمَنْ صَبَرَ وَ غَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿٤٣﴾

৪১. আর যারা নিজেদের উপর যুলুম হওয়ার পর (সমপরিমাণে) বদলা গ্রহণ করে, তো ওরা, তাদের উপর (শাস্তির) কোন পথ নেই। ৪২. (শাস্তির) পথ তাদের উপর (খুলে যাবে) যারা লোকদের উপর যুলুম করে, আর ভূখণ্ডে অন্যায়ভাবে নৈরাজ্য করে, ওরা, তাদেরই জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। ৪৩. আর যে ছবর করে, আর মাফ করে দেয়, (তাহলে তো) অবশ্যই তা হিম্মতের কাজগুলোর একটি/অবশ্যই তা এক বা-হিম্মত কাজ।

(রুকূ. ৫)

وَ مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ وَّلِيٍّ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ؕ وَ تَرَى الظّٰلِمِيْنَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ يَقُوْلُوْنَ هَلْ اِلٰى مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيْلٍ ﴿٤٤﴾

وَتَرٰىهُمْ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا خٰشِعِيْنَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُوْنَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ ؕ وَقَالَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اَلَآ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ فِيْ عَذَابٍ مُّقِيْمٍ ۝

৪৪. আর আল্লাহ্ যাকে বিপথগামী করেন তো তার পর[১২৫৭] তার কোন অভিভাবক/বন্ধু নেই। (আর আখেরাতে) যালিমীন যখন আযাব দেখবে, (তখন) তুমি তাদের দেখতে পাবে (যে,) তারা বলছে, ফিরে যাওয়ার কি কোন পথ আছে? ৪৫. আর তুমি তাদের দেখতে পাবে, জাহান্নামের উপর তাদের রাখা হচ্ছে/পরিবেশন করা হচ্ছে, হীনতার কারণে অবনত, আধখোলা চোখে (জাহান্নামের দিকে) তারা তাকাচ্ছে। আর যারা ঈমান এনেছে তারা[১২৫৮] বলতে থাকবে, আসল ক্ষতিগ্রস্ত তো তারা যারা কেয়ামতের দিন নিজেদেরকে এবং পরিবারপরিজনকে মহাক্ষতির মধ্যে ফেলেছে। সাবধান, যালিমীন কিন্তু স্থায়ী আযাবের মধ্যে থাকবে।

وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ اَوْلِيَآءَ يَنْصُرُوْنَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ سَبِيْلٍ ۝ اِسْتَجِيْبُوْا لِرَبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ ؕ مَا لَكُمْ مِّنْ مَّلْجَاٍ يَّوْمَئِذٍ وَّمَا لَكُمْ مِّنْ نَّكِيْرٍ ۝

৪৬. আর তাদের জন্য থাকবে না এমন কোন '*অভিভাবকদল*', যারা আল্লাহ্র বিপক্ষে তাদের কোন সাহায্য করতে পারে। বস্তুত আল্লাহ্ যাকে বিপথগামী করেন তার জন্য (বাঁচার) কোন পথ নেই। ৪৭. (হে লোকসকল! আযাবের হুঁশিয়ারি যখন শুনলে তখন) আপন রবের অনুকূলে তোমরা সাড়া দাও (এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে নাও) এমন দিন আসার আগে, আল্লাহ্র পক্ষ হতে যার জন্য কোন '*রদ*' নেই। সেদিন তোমাদের জন্য কোন আশ্রয়স্থল থাকবে না এবং তোমাদের পক্ষে কোন আপত্তিকারীও থাকবে না।[১২৫৯]

فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ؕ اِنْ عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلٰغُ ؕ وَاِنَّآ اِذَآ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ ۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ فَاِنَّ الْاِنْسَانَ كَفُوْرٌ ۝ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ ۝

৪৮. তো (এত এত উপদেশের পরো) যদি তারা (ঈমান থেকে) বিমুখ থাকে তাহলে (আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না। কারণ) আপনাকে তো আমি তাদের উপর নেগরানরূপে পাঠাইনি। আপনার উপর অর্পিত একমাত্র দায়িত্ব হল পৌঁছে দেয়া। আর (সত্য এই যে, আল্লাহ্র সঙ্গে মানুষের সম্পর্কই বড় দুর্বল,তাই) যখন মানুষকে আমি আমার পক্ষ হতে রহমত আস্বাদন করাই তখন কিন্তু (শোকরের বদলে) তা নিয়ে সে উল্লাস করে, আর যখন তাদের হাতের '*কামকর্মের*'/তাদের কৃতকর্মের কারণে কোন বিপদ-

---

[১২৫৭] আল্লাহ্র পক্ষ হতে তাকে বিপথগামী করার পর...

[১২৫৮] নিজেদের নাজাতের শোকরানারূপে, আর বিপথগামীদের প্রতি তিরস্কাররূপে।

[১২৫৯] যে, তাকে এত বেশী সাজা কেন দেয়া হল, অমুককে কেন মাফ করা হল, তাকে কেন মাফ করা হল না, ইত্যাদি। কারণ জান্নাতীরা তো নিজেদের আনন্দে বিভোর, আর জাহান্নামীরা তো ইয়া নাফসী। পক্ষান্তরে ফিরেশতারা তো চির-অনুগত।

মুছীবত তাদের আক্রান্ত করে তখন কিন্তু (ছবর ও তাওবার পরিবর্তে) মানুষ না-শুকরা হয়ে যায়।
৪৯. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর নিরঙ্কুশ রাজত্ব একমাত্র আল্লাহ্‌র (জন্য)। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন। যাকে ইচ্ছা করেন কন্যা (এক বা একাধিক) দান করেন, আর যাকে ইচ্ছা করেন (কাঙ্ক্ষিত) পুত্র (এক বা একাধিক) দান করেন।[১২৬০]

اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا ۚ وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا ۭ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ۝ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَاۗئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَاۗءُ ۭ اِنَّهٗ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ ۝

৫০. অথবা দু'টো মিলিয়ে পুত্র(গণ) ও কন্যা(গণ) দান করেন। আর যাকে ইচ্ছা করেন (পুরুষ বা নারী) বন্ধ্যা করেন। অবশ্যই তিনি সর্বজ্ঞানী, সর্বক্ষমতাবান।[১২৬১]
৫১. আর (মূর্খরা যে চায়, আল্লাহ্‌ তাদের সঙ্গে কথা বলুন, তা অসম্ভব, কারণ দুনিয়ার বর্তমান অবস্থায়) কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় যে, আল্লাহ্‌ তার সঙ্গে (সরাসরি) কথা বলবেন, তবে (অন্তরে) প্রক্ষেপণ দ্বারা, বা আড়াল থেকে, কিংবা কোন (নির্বাচিত নবী ও রাসূলের কাছে) বার্তাবাহক (ফিরেশতা) পাঠাবেন, আর তিনি আল্লাহ্‌র হুকুমে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুযায়ী অহী পৌঁছে দেবেন। সত্যি তিনি অতি সমুচ্চ, পরম প্রজ্ঞাবান।

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا ۭ مَا كُنْتَ تَدْرِيْ مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْاِيْمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُوْرًا نَّهْدِيْ بِهٖ مَنْ نَّشَاۗءُ مِنْ عِبَادِنَا ۭ وَاِنَّكَ لَتَهْدِيْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝ صِرَاطِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ اَلَآ اِلَى اللّٰهِ تَصِيْرُ الْاُمُوْرُ ۝

৫২. আর এভাবেই আমি আমার আদেশে আপনার প্রতি অহী করেছি 'রূহ' ও প্রাণ।[১২৬২] (এর আগে তো) আপনি না জানতেন কিতাব কী, না ঈমান কী! কিন্তু আমি কোরআনকে বানিয়েছি নূর যা দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা করি তাকে সরল পথ প্রদর্শন করি। আর সত্যি সত্যি আপনি সরল পথের দিকে প্রদর্শন করছেন, ৫৩. আল্লাহ্‌র পথ, যার নিরঙ্কুশ মালিকানায় রয়েছে যা -কিছু আসমানসমস্তে এবং যাকিছু যমীনে। সাবধান, যাবতীয় বিষয় (শেষপর্যন্ত) আল্লাহ্‌রই দিকে ফিরবে।

[১২৬০] الذكور ও إناثا এর ব্যাকরণগত পার্থক্য থেকে 'কাঙ্ক্ষিত' বন্ধনীটি এসেছে, আল্লাহ্‌র কাছে তো কন্যা ও পুত্রের মাঝে প্রিয়তা-অপ্রিয়তার পার্থক্য নেই, এখানে যা বলা হয়েছে মানুষের 'অনাকাঙ্ক্ষিত' স্বভাবের প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে।
[১২৬১] মানুষ যদি আখেরাতের অনন্ত জীবনের সফলতা চায় তাহলে তার কর্তব্য সন্তুষ্টচিত্তে আল্লাহ্‌র ফায়ছালা মেনে নেয়া এবং ছবর ও শোকরের মাধ্যমে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবন পার করা। বস্তুত ছবর ও শোকরের চেয়ে প্রিয় কোন আমল আল্লাহ্‌র কাছে নেই।
[১২৬২] এখানে কোরআন উদ্দেশ্য। কোরআনকে রূহ ও প্রাণ এদিক থেকে বলা যায় যে, কোরআন হল মানবজাতির জন্য রূহ ও আত্মার খোরাক। কোরআন হল ইনসানের কলবের নূর এবং তার হৃদয়ের জ্যোতি; আবার হযরত জিবরীল আমীনও হতে পারেন, যিনি কোরআন ও অন্যান্য আসমানী কিতাবের বাহক, যাকে রূহুল কুদসও বলা হয়।

سورة الزخرف٤٣؛ مكية؛ آياتها ٨٩ وركوعاتها٧

৪৩-সূরা যুখরুফ, মাক্কী, আয়াত ৮৯ রুকূ ৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حٰمٓ ۝١ وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۝٢ اِنَّا جَعَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝٣ وَاِنَّهٗ فِيْٓ اُمِّ الْكِتٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيْمٌ ۝٤
اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِيْنَ ۝٥ وَكَمْ اَرْسَلْنَا مِنْ نَّبِيٍّ فِي الْاَوَّلِيْنَ ۝٦ وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ
نَّبِيٍّ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝٧ فَاَهْلَكْنَآ اَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَّمَضٰى مَثَلُ الْاَوَّلِيْنَ ۝٨

রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে

১.হামীম। ২. কসম সুস্পষ্ট কিতাবের। ৩. আমি তো তা আরবী কোরআন বানিয়েছি, যাতে তোমরা (আয় আছহাবে মুহম্মদ, আয় আহলে আরব,) আকল দ্বারা অনুধাবন করতে পারো।[১২৬৩] ৪. বস্তুত তা রয়েছে আমার নিকট উম্মুল কিতাবে, সত্যি (তা) অতি সমুচ্চ, পরম প্রজ্ঞাময় (কিতাব)।[১২৬৪] ৫. আচ্ছা, (যদি তোমরা গ্রহণ না কর) তাহলে কি এ উপদেশগ্রন্থ আমি তোমাদের থেকে সরিয়ে নেব (তোমাদের প্রতি) বিমুখ হয়ে (শুধু) এ-কারণে যে, (সীমারক্ষার ক্ষেত্রে) তোমরা অসংযমী সম্প্রদায়![১২৬৫] ৬. আমি তো আগিলা যুগের জনগোষ্ঠীগুলোর কাছেও কত নবী পাঠিয়েছি! ৭. তবে (আফসোস,) যখনই তাদের কাছে কোন নবী এসেছেন, তাকে নিয়ে তারা বিদ্রূপ/হাসিতামাশা করত। ৮. তখন আমি তাদের চেয়ে প্রচণ্ড শক্তিধর জনগোষ্ঠীকেও ধ্বংস করেছি।[১২৬৬] আর আদি জনগোষ্ঠীগুলোর ধ্বংসের ঘটনা তো বিগত হয়েছে (, তবে তার নমুনা এখনো বিভিন্ন ভূখণ্ডে বিদ্যমান রয়েছে)।

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ۝٩ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّجَعَلَ
لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۝١٠ وَالَّذِيْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ ۚ فَاَنْشَرْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا ۚ كَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ۝١١

[১২৬৩] সমগ্র মানবজাতির জন্য যারা হবেন কোরআনের ধারক, বাহক ও প্রচারক, তারা যেন কোরআন ঠিকমত বুঝতে পারেন, তারপর অন্যান্য জাতিকে ঠিকমত বোঝাতে পারেন, সে জন্য কোরআন আরবীভাষায় নাযিল হওয়াই ছিল যুক্তিযুক্ত। প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর জন্য তাদের ভাষায় অবতরণের ধারণা শুধু হাস্যকরই নয়, উদ্ভটও। তাতে উম্মাহর ঐক্য শুধু খণ্ড খণ্ডই হতো না, উম্মাহ চরম নৈরাজ্যেরও শিকার হতো।

[১২৬৪] উম্মুল কিতাব, কিতাবের মূল বা মূল কিতাব, অর্থাৎ লাওহে মাহফূয।

[১২৬৫] না, সরিয়ে নেবো না, আমার অসীম রহমত ও পরম প্রজ্ঞার দাবী হল, মানুষ যত বিমুখ হোক, এ উপদেশ - গ্রন্থকে অবশ্যই আমি পূর্ণতা দান করব, যাতে কখনো না কখনো হিদায়াতের পথে ফিরে আসার সুযোগ থাকে, এমনকি আগামী যুগেও যদি কেউ তা গ্রহণ করতে চায়!

[১২৬৬] 'তাদের' মানে আহলে মক্কা ও মুশরিকীনে আরব। আদ, ছামূদ প্রমুখ সম্প্রদায় তো শক্তিতে, প্রতাপে, সম্পদে, শিল্পগুণে অনেক এগিয়ে ছিল। তাহলে আল্লাহ্‌র পাকড়াও থেকে আহলে মক্কা নিশ্চিন্ত থাকে কীভাবে! তাদের তো পিছনের উদাহরণ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা কর্তব্য!

৯. আর যদি আপনি তাদের জিজ্ঞাসা করেন, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছে? (তাহলে) সত্যি সত্যি তারা বলবে, এগুলো সৃষ্টি করেছেন মহাপরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী (আল্লাহ্)। ১০. যিনি ভূমিকে তোমাদের জন্য বানিয়েছেন (পর্যাপ্ত) সমতল এবং তাতে তোমাদের জন্য বানিয়েছেন বিভিন্ন পথ, যাতে তোমরা গন্তব্যের পথ পাও। ১১. আর যিনি আকাশ থেকে পানি/বৃষ্টি/বারি বর্ষণ করেছেন পরিমাণমত। অনন্তর আমি তা দ্বারা কোন মৃত জনপদকে (ফলে, ফুলে ও ফসলে) নতুন জীবন দান করেছি। এভাবেই (দ্বিতীয়বার জীবন দান করে কবর থেকে) তোমাদের বের করা হবে।

وَالَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُوْنَ ۙ﴿١٢﴾ لِتَسْتَوٗا عَلٰى ظُهُوْرِهٖ ثُمَّ تَذْكُرُوْا نِعْمَةَ
رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُوْلُوْا سُبْحٰنَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ ۙ﴿١٣﴾ وَاِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ﴿١٤﴾
وَجَعَلُوْا لَهٗ مِنْ عِبَادِهٖ جُزْءًا ۭ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٥﴾

১২. এবং যিনি সমস্ত জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য জলযান ও গবাদি বানিয়েছেন, যাতে তোমরা আরোহণ করে থাক, ১৩. যাতে তোমরা তার পিঠে (ও সমতলে) স্থির হতে পার। তারপর যখন তোমরা তার উপর স্থির হও তখন যেন আপন রবের নেয়ামতকে তোমরা (অন্তরে) স্মরণ কর, আর (মুখে) বল, পবিত্র তিনি, যিনি আমাদের জন্য এটিকে বশীভূত করে দিয়েছেন, আমরা তো একে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হতাম না! ১৪. আর সত্যি সত্যি আমরা আমাদের রবের কাছে ফিরে যাবো। ১৫. আর (যারা মুশরিক) তারা তাঁর জন্য তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে অংশ স্থির করেছে।[১২৬৭] বস্তুত মানুষ পরিষ্কার অকৃতজ্ঞ। (তাই এত দয়া ও করুণা যার তাঁর প্রতি এমন অবিচার করতে পারে।)

(রুকু. ২)

اَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنٰتٍ وَّاَصْفٰىكُمْ بِالْبَنِيْنَ ﴿١٦﴾ وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا
وَّهُوَ كَظِيْمٌ ﴿١٧﴾ اَوَمَنْ يُّنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِيْنٍ ﴿١٨﴾ وَجَعَلُوا الْمَلٰۗىِٕكَةَ الَّذِيْنَ هُمْ عِبٰدُ الرَّحْمٰنِ
اِنَاثًا ۭ اَشَهِدُوْا خَلْقَهُمْ ۭ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْـَٔـلُوْنَ ﴿١٩﴾

১৬. তবে কি তিনি যা সৃষ্টি করেন তা থেকে (নিজের জন্য) কন্যা গ্রহণ করেছেন, আর তোমাদের বেছে দিয়েছেন পুত্রদল! ১৭. অথচ (তোমরা কন্যাসন্তান এতই ঘৃণা কর যে,) যখন কাউকে[১২৬৮] ঐ সন্তানের (জন্মগ্রহণের) সুসংবাদ দেয়া হয় যাকে সে রাহমানের জন্য 'উপযুক্ত' সাব্যস্ত করেছে,[১২৬৯] তখন তার চেহারা ঘোর কালো হয়ে যায়, আর সে নিজে হয়ে পড়ে বিষাদগ্রস্ত। ১৮. আচ্ছা, (তাঁর জন্য হবে

[১২৬৭] جزءًا এর মূল অর্থ হল অংশ, সন্তান যেহেতু পিতা ও মাতার অংশ, তাই এ শব্দ দ্বারা এখানে সন্তান বোঝানো হয়েছে। মুশরিকীনে আরব ফিরেশতাদের আল্লাহ্‌র কন্যাসন্তান বলে বিশ্বাস করত।

[১২৬৮] যখন তাদের একজনকে...

[১২৬৯] উদ্দেশ্য হল কন্যাসন্তান, এখানে সরাসরি কন্যাসন্তান না বলে এই বিশেষ শৈলী গ্রহণ করার একটা উদ্দেশ্য হল মুশরিকদের তিরস্কার করা যে, যে সন্তান নিজেদের জন্য পছন্দ করে না তা রহমানের জন্য নির্ধারণ করা হচ্ছে। দ্বিতীয়ত কন্যাসন্তানের প্রতি এরূপ ঘৃণা যে আল্লাহ্‌র কাছে ঘৃণ্য তা প্রকাশ করা।

কন্যাসন্তান!) যে অলঙ্কারে পালিত হয় এবং বিবাদে (হয়), 'অস্পষ্ট'![১২৭০] ১৯. আর (যারা মুশরিক) তারা ফিরেশতাদের '*নারী*' সাব্যস্ত করেছে, অথচ তারা হল রাহমানের বান্দাদল। তো তারা কি তাদের সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করেছে! তাদের এ (উদ্ভট) দাবী কিন্তু অবশ্যই লিখে রাখা হবে এবং (হাশরে এ বিষয়ে) তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে।

وَقَالُوا لَوْ شَآءَ الرَّحْمٰنُ مَا عَبَدْنٰهُمْ ؕ مَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۚ اِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ۝ اَمْ اٰتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا مِّنْ قَبْلِهٖ فَهُمْ بِهٖ مُسْتَمْسِكُوْنَ ۝ بَلْ قَالُوْٓا اِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا عَلٰٓى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُّهْتَدُوْنَ ۝

২০. আর তারা বলে, রাহমান যদি চাইতেন (তাহলে তো) আমরা তাদের (ফিরেশতাদের ও অন্যান্য উপাস্যের) উপাসনা করতাম না। (বস্তুত) এ সম্পর্কে (ইচ্ছা ও ইচ্ছাশক্তির প্রকৃত রহস্য সম্পর্কে) তাদের কোন জ্ঞানই নেই। তারা তো শুধু আন্দায-অনুমানে কথা বলে। ২১. নাকি এর আগে (কোরআনের আগে) আমি তাদের কোন কিতাব দিয়েছি, তো তাকেই তারা আঁকড়ে ধরেছে! ২২. (তা তো নয়,) বরং তারা বলে, আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষানকে একটি তরীকার উপর পেয়েছি, তো আমরা তাদের কর্মছাপের/পদছাপের/পদচিহ্নের অনুসরণে সঠিক পথেই চলেছি।

وَكَذٰلِكَ مَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِىْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَآ ۙ اِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا عَلٰٓى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ ۝ قٰلَ اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِاَهْدٰى مِمَّا وَجَدْتُّمْ عَلَيْهِ اٰبَآءَكُمْ ؕ قَالُوْٓا اِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ۝ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ۝

২৩. আর একই ভাবে আপনার আগে যখনই কোন জনপদে কোন সতর্ককারী পাঠিয়েছি তখনই ঐ জনপদের বিলাসী বিত্তশালীরা বলে উঠেছে, আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষানকে একটা তরীকার উপর পেয়েছি, আর আমরা তো তাদেরই কর্মছাপ/পদছাপ অনুসরণ করছি। ২৪. (তখন ঐ জনপদের) নবী (তাদের উদ্দেশ্যে) বললেন, আচ্ছা, আপন পূর্বপুরুষানকে তোমরা যে তরীকার উপর পেয়েছো, আমি যদি তোমাদের কাছে তার চেয়ে অধিক হিদায়াতপূর্ণ কিছু আনি (তাহলে)! তারা বলল, (তাহলেও) তোমাদের যাকিছু দিয়ে পাঠানো হয়েছে অবশ্যই আমরা তা অস্বীকার করছি। ২৫. তো (পরিস্থিতি যখন চরমে পৌঁছল) তখন আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিলাম। তো দেখ তাকিয়ে, যারা ঝুটলিয়েছে, কেমন ছিল তাদের পরিণাম/সাজা!

(রুকূ. ৩)

[১২৭০] সন্তান গ্রহণ যদি কাজে সাহায্য করার জন্য হয়, তাহলে তো বিশ্বজগতের পরিচালনার জন্য শক্তিশালী সন্তান প্রয়োজন, তাহলে তো কন্যার পরিবর্তে পুত্র গ্রহণ অধিক উপযোগী। এখানে কন্যাদের সৌন্দর্য ও নিরীহতার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ কন্যা সন্তানের প্রধান গুণ শক্তি নয়, সৌন্দর্য, দ্বিতীয়ত ছেলেরা যেখানে কথার তোড়ে অন্যের হক পর্যন্ত ছিনিয়ে আনে, সেখানে মেয়েরা মুখ ফুটে নিজের হক পর্যন্ত চাইতে পারে না, শক্তিশালী ছত্রচ্ছায়া ছাড়া যারা অনিরাপদ, বিশ্বজগতের পরিচালনায় এমন সন্তান তো সহায়ক হতে পারে না। বরং এত অসংখ্য কন্যার নিরাপত্তা বিধানেই তো তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হবে। আসল কথা হল আল্লাহ্ মূর্খদেরকে তাদের উপযোগী যুক্তিতে বুঝিয়েছেন যে, আল্লাহ্ পুত্রসন্তানই যখন গ্রহণ করেননি তখন কন্যাসন্তান তো কিছুতেই গ্রহণ করেননি।

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٢٦﴾ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴿٢٧﴾ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً
بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾ بَلْ مَتَّعْتُ هَٰؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿٢٩﴾ وَلَمَّا
جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ ﴿٣٠﴾

২৬. আর (ঐ সময়টি স্মরণ করা কর্তব্য,) যখন ইবরাহীম তাঁর পিতাকে এবং তাঁর কাউমকে বললেন, তোমরা যাকিছুর উপাসনা কর, আমি কিন্তু সেগুলো থেকে দায়মুক্ত। ২৭. তবে যিনি আমাকে সৃজন করেছেন (তাঁর প্রতি আমি চিরদায়বদ্ধ)। তো তিনিই আমাকে সঠিক পথ দেখাবেন। ২৮. আর এ আকীদা ও বিশ্বাসকে তিনি (অছিয়তের মাধ্যমে) নিজের বংশধরদের মধ্যে এক স্থায়ী বাণীরূপে রেখে গিয়েছিলেন, যাতে তারা (শিরক থেকে তাওহীদের পথে) ফিরে আসতে পারে। ২৯. (কিন্তু না, তারা ফিরে এল না,) বরং (আমি আমার অনুগ্রহের ধারা অব্যাহত রাখলাম এবং) এদেরকে, আর এদের পূর্বপুরুষানকে ভোগের সামগ্রী যুগিয়ে গেলাম, (আর তারা গাফলতের মধ্যে ডুবে যেতে লাগল) এমনকি (একসময় গাফলত থেকে জাগ্রত করার জন্য) তাদের কাছে সত্য (কোরআন) এল এবং এলেন স্পষ্টভাষী রাসূল।[১২৭১] ৩০. তো যখন সত্য কোরআন তাদের কাছে এল তখন তারা বলে উঠল, এ তো জাদু, আর আমরা তা অস্বীকার করি।

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿٣١﴾ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم
مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ
خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

৩১. আর তারা আরো বলল, (মক্কা ও তায়েফ) দুই জনপদের মহান কোন ব্যক্তির উপর কেন এ কোরআন নাযিল করা হল না! ৩২. তবে কি তারাই আপনার রবের রহমত (নবুয়ত) বণ্টন করবে! (অথচ) আমিই তো দুনিয়ার জীবনে তাদের মাঝে তাদের জীবিকা বণ্টন করি। আর আমিই তাদের একজনকে অপরজনের উপর বিভিন্ন স্তরের মর্যাদায় উন্নীত করেছি, যাতে তাদের এক অংশ অন্য অংশ দ্বারা কাজ নিতে পারে। আর আপনার রবের রহমত (ও নবুয়ত) তো তাদের জমা করা সম্পদের চেয়ে বহু উত্তম।

وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿٣٣﴾
وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ ﴿٣٤﴾ وَزُخْرُفًا ۚ وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ
لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٥﴾

৩৩. আর লোকেরা সবাই একই দল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা না থাকলে, যারা রাহমানের প্রতি কুফুর করে তাদের ঘরগুলোর জন্য আমি রূপার ছাদ তৈয়ার করতাম, আর যে সিঁড়ি দিয়ে তারা চড়ে তাও

[১২৭১] হিদায়াতের বাণী সুস্পষ্টরূপে বয়ানকারী রাসূল।

(রূপার করে দিতাম)।[১২৭২] ৩৪. আর তাদের ঘরগুলোর জন্য যেসব দরজা (তাও রূপার করে দিতাম), আর যে-সমস্ত পালঙ্কে তারা হেলান দেয় (তাও রূপার করে দিতাম), ৩৫. বরং (করে দিতাম) সোনার তৈরী। বস্তুত এগুলো সব দুনিয়ার জীবনের তুচ্ছ সামগ্রী ছাড়া আর কিছু নয়। আর আপনার রবের নিকট আখেরাত হল মুত্তাকীনের জন্য।

(রুকূ. ৪)

وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ ۝ وَاِنَّهُمْ لَيَصُدُّوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَيَحْسَبُوْنَ
اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ۝ حَتّٰۤى اِذَا جَآءَنَا قَالَ يٰلَيْتَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِيْنُ ۝ وَلَنْ يَّنْفَعَكُمُ
الْيَوْمَ اِذْ ظَّلَمْتُمْ اَنَّكُمْ فِى الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ۝ اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ اَوْ تَهْدِى الْعُمْىَ وَمَنْ كَانَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

৩৬. আর যে রহমানের উপদেশ (কোরআন) থেকে অন্ধ/বিমুখ হয়ে যায় তার জন্য আমি নিয়োজিত করি এক শয়তান। তো সে হয় তার দোসর । ৩৭. আর তারা (ঐ দোসর শয়তানেরা) তাদেরকে সরল পথ থেকে বিরত রাখে, অথচ তারা মনে করে যে, তারা সঠিক পথেই আছে। ৩৮. এমনকি যখন সে (আখেরাতে) আমার কাছে আসবে (তখন সে ঐ দোসরকে) বলবে, হায়, যদি (দুনিয়াতে) আমার মাঝে এবং তোমার মাঝে দুই *পূর্ব-পশ্চিমের* দূরত্ব হতো! কারণ তুমি তো বড় নিকৃষ্ট দোসর! ৩৯. আর যেহেতু (দুনিয়াতে) তোমরা (শিরক ও কুফুরের) যুলুম করেছো সেহেতু আজ এটা কিছুতেই তোমাদের কোন উপকার দেবে না যে, আযাবে তোমরা সম-অংশীদার।[১২৭৩] ৪০. তো (আয় পেয়ারে নবী! এরা তো অন্ধ ও বধিরতুল্য, তো) আপনি কি বধিরকে (কোন কথা) শোনাতে পারবেন! কিংবা অন্ধকে পথ দেখাতে পারবেন! আর যে পরিষ্কার ভ্রান্তিতে পড়ে আছে (তাকে সরল পথে ফেরাতে পারবেন)!

فَاِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَاِنَّا مِنْهُمْ مُّنْتَقِمُوْنَ ۝ اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِىْ وَعَدْنٰهُمْ فَاِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُوْنَ ۝ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِىْۤ
اُوْحِىَ اِلَيْكَ ۚ اِنَّكَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝ وَاِنَّهٗ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۚ وَسَوْفَ تُسْـَٔلُوْنَ ۝ وَسْـَٔلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ
قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَاۤ اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اٰلِهَةً يُّعْبَدُوْنَ ۝

৪১. তো (এখন) হয় আপনাকে (দুনিয়া থেকে) তুলে নেবো, অনন্তর তাদের থেকে প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়বো; (তখন তাদের আযাবভোগের দৃশ্য আপনার আর দেখা হবে না)। ৪২. অথবা আপনাকে ঐ আযাবের দৃশ্য দেখাবো, যার ওয়াদা আমি তাদের করেছি। আমি তো তাদের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান! (তো দু'টির যে কোনটি আমি করতে পারি।) ৪৩. তো আপনার প্রতি যা অহী করা হচ্ছে, আপনি তা আঁকড়ে ধরে থাকুন। অবশ্যই আপনি সরল পথের উপর রয়েছেন। ৪৪. আর এ কোরআন সত্যি সত্যি উপদেশগ্রন্থ আপনার জন্য এবং আপনার কাউমের জন্য।[১২৭৪] তো অচিরেই তোমাদের জিজ্ঞাসা করা

[১২৭২] কিন্তু প্রবল আশঙ্কা হল, কাফির মুশরিকদের সম্পদের জৌলুস এবং জীবনের জাঁকজমক দেখে সবাই ঈমানের পথ ছেড়ে শিরক ও কুফুরির পথে চলে যাবে। এটাই হল এক উম্মত হওয়ার অর্থ।

[১২৭৩] দুনিয়াতে কষ্টের সহভোগ কষ্টের অনুভূতি লাঘব করে, কিন্তু আখেরাতে আযাবের সহভোগের ক্ষেত্রে এ সুবিধা পাওয়া যাবে না। কারণ সেখানে সবারই মনে হবে, আমার কষ্টই সবচে' বেশী, আমার চেয়ে বেশী কষ্টে কেউ নেই।

[১২৭৪] আর এ কোরআন সুনিশ্চিতই বড় সুনাম-সুখ্যাতির উপায় আপনার জন্য এবং...।

হবে (যে, তোমরা এর কী মর্যাদা রক্ষা করেছো)। ৪৫. আর (আয় পেয়ারে নবী!) আপনার আগে আমার যে রাসূলান পাঠিয়েছি তাদের জিজ্ঞাসা করে দেখুন, আমি কি রাহমানকে ছাড়া বিভিন্ন ইলাহ নির্ধারণ করেছি, যাদের ইবাদত করা যায়।[১২৭৫]

(রুকূ. ৫)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٦﴾ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا
يَضْحَكُونَ ﴿٤٧﴾ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا ۖ وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤٨﴾ وَقَالُوا يَا أَيُّهَ
السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ ۖ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ﴿٤٩﴾

৪৬. আর সুনিশ্চিত, মূসাকে আমি আমার নিশান ও প্রমাণ দিয়ে ফির'আউন ও তার দরবারীদের কাছে পাঠিয়েছিলাম। অনন্তর তিনি (তাদের উদ্দেশ্যে) বলেছিলেন, আমি রাব্বুল আলামীনের (পক্ষ হতে প্রেরিত) রাসূল। ৪৭. অনন্তর তিনি যখন তাদের সামনে আমার নিশানগুলো পেশ করলেন, তখন দেখা গেলো, তারা তা নিয়ে হাস্য করছে। ৪৮. আর আমি তাদের যে নিশানই দেখাতাম তা আগের নিদর্শনের তুলনায় বড় হতো। আর আমি তাদের (সাময়িক লঘু) শাস্তিও দিলাম যাতে তারা ফিরে আসে। ৪৯. আর (যখনই তাদের কোন বিপদ হতো) তারা বলতো, ওহে জাদুগর, তোমার রব্ তোমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তার অছীলা দিয়ে আমাদের জন্য তাঁর কাছে দু'আ কর। (এবার) অবশ্যই আমরা সরল পথ গ্রহণ করব।

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿٥٠﴾ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ
الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي ۖ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٥١﴾ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ ۖ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿٥٢﴾ فَلَوْلَا أُلْقِيَ
عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿٥٣﴾

৫০. তো যখন তাদের থেকে আযাব সরিয়ে নিতাম অমনি তারা ওয়াদা ভঙ্গ করত (,সরল পথ আর গ্রহণ করত না)। ৫১. আর (কোন প্রসঙ্গে) ফির'আউন তার কাউমের মধ্যে ঘোষণা দিলো, বলল, আয় মেরে কাউম, মিশরের রাজত্ব কি আমার জন্য একক নয়! আর এই যে নহরগুলো আমার অধীনে প্রবাহিত হচ্ছে, তো তোমরা কি অবলোকন করছো না! ৫২. (আচ্ছা, এখন বলো তো, সে আমার চেয়ে উত্তম) নাকি আমিই উত্তম এর চেয়ে যে অতি হীন, আর পরিষ্কার করে কথা পর্যন্ত বলতে পারে না! ৫৩. আচ্ছা, (সে যদি নবীই হবে) তাহলে কেন তার উপর নিক্ষিপ্ত হল না সোনার কাঁকন, বা কেন তার সঙ্গে ফিরেশতারা এলেন না 'শোভাযাত্রা' আকারে।

فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٥٤﴾ فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٥﴾ فَجَعَلْنَاهُمْ
سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ ﴿٥٦﴾

[১২৭৫] রাসূলানকে জিজ্ঞাসা করা মানে তাঁদের উপর অবতীর্ণ কিতাব (কারো মাধ্যমে) দেখে নেয়া যে, সেখানে এরূপ বক্তব্য আছে কি না। সুনিশ্চিত যে, এরূপ কিছু সেখানে নেই।

৫৪. এভাবেই আপন সম্প্রদায়কে সে নির্বোধ/বোকা বানাল, তাই তারা তার অনুসরণ করল। বস্তুত তারা ছিল ফাসিক কাউম/পাপাচারী সম্প্রদায়। ৫৫. তো যখন তারা আমাকে ক্ষুব্ধ করল (তখন) আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিলাম। এভাবে যে তাদেরকে, সবাইকে ডুবিয়ে মারলাম। ৫৬. অনন্তর তাদের আমি বানিয়ে দিলাম বিগত জাতি এবং অন্যদের জন্য উদাহরণ।

(রুকূ. ৬)

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿٥٧﴾ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ ۚ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ۚ
بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿٥٨﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٥٩﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ
مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ﴿٦٠﴾ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾

৫৭. আর যখন (ঈসা) ইবনে মারয়ামের উদাহরণ দেয়া হল[১২৭৬] অমনি আপনার কাউম তাতে হল্লা করে উঠলো। ৫৮. আর তারা বলতে লাগল, আমাদের উপাস্যরা উত্তম না 'সে'।[১২৭৭] বস্তুত আপনার সামনে তারা তাঁর উদাহরণ দিয়েছে (অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়,) শুধু কূটতর্কের মতলবে, বরং এরা (আসলে) কলহপ্রিয় দল।

৫৯. তিনি (ঈসা ইবনে মারয়াম) তো (আমার) একজন বান্দা ছাড়া আর কিছু নন, যার উপর আমি অনুগ্রহ করেছি, আর বনী ইসরাঈলের জন্য তাঁকে আমি বানিয়েছিলাম (আমার কুদরতের) এক উদাহরণ।

৬০. আর (ইবনে মারয়ামের জন্মকে 'আশ্চর্য' বলছো, আমি তো আরো বড় আশ্চর্যের উপর সক্ষম! যেমন,) যদি আমি চাই তাহলে তোমাদের মধ্য হতেই (তোমাদের সন্তানের মত) ফিরেশতাকুল সৃষ্টি করতে পারি, যারা পৃথিবীতে একে অন্যের স্থলবর্তী হবে।[১২৭৮] ৬১. আর সত্যি সত্যি তিনি (ঈসা ইবনে মারয়াম) কেয়ামতের (সম্ভব হওয়ার) জন্য একটি নমুনা।[১২৭৯] সুতরাং কেয়ামত সম্পর্কে তোমরা সংশয়গ্রস্ত হয়ো না, বরং আমাকে অনুসরণ কর। এটাই হল ছিরাতুল্-মুসতাকীম– সরল পথ।

وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ ۖ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٦٢﴾ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ
بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿٦٣﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦٤﴾

[১২৭৬] এক মূর্খ লোকের পক্ষ হতে যে, সমস্ত উপাসক ও উপাস্য যদি জাহান্নামের ইন্ধন হয় তাহলে ঈসা ইবনে মারয়ামের কী হবে, তিনিও তো এক বিরাট জনগোষ্ঠীর উপাস্য। মুশরিকরা এ প্রশ্ন শুনে হল্লা করে উঠলো যে, আব্দুল্লাহ্‌র পুত্র এবার জব্দ হয়েছে। অথচ প্রশ্নটাই অর্থহীন। তিনি কি বলেছিলেন, তোমরা আমার ইবাদত কর!

[১২৭৭] ঐ মূর্খ আপত্তিকারীর সঙ্গে কাফিররাও বলতে লাগলো, আয় মুহম্মদ, বলুন, আমাদের উপাস্যরা উত্তম, না ঈসা! আপনি তো তাকে উত্তমই বলবেন, অথচ আমাদের উপাস্যদের মত তিনিও উপাস্য! তো এই উপাস্য ভালো হলে আমাদের উপাস্য ভালো নয় কেন? এ যুগেও জ্ঞানপাপীদের প্রশ্নগুলো এমনই হাস্যকর হয়ে থাকে।

[১২৭৮] তোমাদের সন্তানেরা যেমন জন্ম-মৃত্যুর অধীন তারাও তেমনি তোমাদের সন্তানরূপে জন্ম-মৃত্যুর অধীন হতো।

[১২৭৯] কারণ পিতা ছাড়া জন্ম এবং পুনর্জন্ম দু'টো স্বভাবের ব্যতিক্রম, তো আল্লাহ্‌র কুদরতের জন্য প্রথমটি যেহেতু সম্ভব হয়েছে সেহেতু দ্বিতীয়টি সম্ভব হওয়াও খুবই সম্ভব!

৬২. আর শয়তান যেন (এ সরল পথ থেকে) তোমাদের কিছুতেই ফিরিয়ে রাখতে না পারে। সে কিন্তু তোমাদের জন্য খোলা দুশমন। ৬৩. আর ঈসা (ইবনে মারয়াম) যখন নিশানসমস্ত নিয়ে এলেন তখন তিনি বললেন, (দেখ,) আমি তোমাদের কাছে এসেছি হিকমত ও প্রজ্ঞার কথা নিয়ে, আর (এসেছি) যাতে তোমরা যে-সব বিষয়ে মতভেদ কর তার কতিপয় তোমাদের জন্য বয়ান করি। তো তোমরা আল্লাহ্‌কে সমীহ কর, আর আমার আনুগত্য কর। ৬৪. নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ই আমার রব্ এবং তোমাদের রব্। সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদত কর। এটাই ছিরাতে মুসতাকীম–সহজ সরল পথ।

فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْۢ بَيْنِهِمْ ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ اَلِيْمٍ ﴿٦٥﴾ هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ
تَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٦٦﴾ اَلْاَخِلَّآءُ يَوْمَئِذٍۢ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ ﴿٦٧﴾

৬৫. তারপরও তাদের মধ্য হতে কয়েকটি দল মতভেদে লিপ্ত হল। তো যারা যুলুম করেছে তাদের জন্য নিপাত হোক, যন্ত্রণাময় দিনের আযাবের কারণে। ৬৬. তারা কি শুধু কেয়ামতের ইনতিযার করছে যে, তাদের কাছে তা আচমকা এসে পড়বে, আর তারা (কিছু) টেরও পাবে না![১২৮০] ৬৭. ঐ- দিন তো বন্ধুরা হয়ে যাবে একে অপরের শত্রু, তবে মুত্তাকীরা নয়।

(রুকু. ৭)

يٰعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَآ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ﴿٦٨﴾ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ﴿٦٩﴾ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ
وَاَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُوْنَ ﴿٧٠﴾ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَّاَكْوَابٍ ۚ وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْاَعْيُنُ ۚ
وَاَنْتُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٧١﴾ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْٓ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٧٢﴾

৬৮. (তারা নিরাপদে নিশ্চিন্তে থাকবে, আর তাদের বলা হবে,) হে (আমার) বান্দারা, আজ তোমাদের উপর ভয়ের কোন ভর/ছায়া নেই, আর তোমরা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না। ৬৯. (তারা আমার এমন বান্দা) যারা আমার আয়াতসমস্তের প্রতি ঈমান এনেছিল, আর তারা ছিল মুসলিম–পূর্ণ আত্মসমর্পণকারী। ৭০. (তাদের আরো বলা হবে), জান্নাতে প্রবেশ কর তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রীগণ আনন্দে ভরপুর হয়ে। ৭১. তাদের ঘিরে স্বর্ণের পানপাত্র ও পেয়ালাসমস্ত নিয়ে প্রদক্ষিণ করা হবে, আর তাতে থাকবে এমন সব জিনিস, (তাদের) অন্তর যার চাহিদা করবে এবং (তাদের) চোখ (যা দ্বারা) প্রীত হবে, আর (আয় আহলে জান্নাত!) তোমরা তাতে চিরকাল থাকবে। ৭২. আর সেটা ঐ-জান্নাত যার উত্তরাধিকার তোমাদের দান করা হল, যাকিছু তোমরা করতে তার বিনিময়ে।

لَكُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ كَثِيْرَةٌ مِّنْهَا تَاْكُلُوْنَ ﴿٧٣﴾ اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِيْ عَذَابِ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ ﴿٧٤﴾ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيْهِ
مُبْلِسُوْنَ ﴿٧٥﴾ وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا هُمُ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٧٦﴾ وَنَادَوْا يٰمٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۭ قَالَ اِنَّكُمْ مّٰكِثُوْنَ ﴿٧٧﴾ لَقَدْ
جِئْنٰكُمْ بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ ﴿٧٨﴾ اَمْ اَبْرَمُوْٓا اَمْرًا فَاِنَّا مُبْرِمُوْنَ ﴿٧٩﴾

[১২৮০] তো তাদের জন্য কেয়ামত তো সুখকর কিছু না, যার ইন্‌তিযার করতে হবে, বরং তা তো তাদের জন্য বড় ভয়ের বিষয়!

৭৩. তাতে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর ফল, তা থেকেই তোমরা আহার করবে। ৭৪. পক্ষান্তরে অপরাধীরা কিন্তু জাহান্নামের আযাবে চিরকাল থাকবে।
৭৫. (তাদের শাস্তি) তাদের থেকে লাঘব করা হবে না, বরং ঐ-আযাবের মধ্যে তারা হতাশায় বিপর্যস্ত হবে। ৭৬. আর (এত যে আযাব-গযব হল,) আমি কিন্তু তাদের উপর কোন যুলুম করিনি, তারাই বরং (নিজেদের উপর) যুলুমকারী ছিল। ৭৭. আর (নাজাত সম্পর্কে নিরাশ হয়ে একসময় তারা জাহান্নামের প্রধান ফিরেশতাকে) ডাক দেবে, আয় মালিক! (আর পারি না, আর সহ্য হয় না,) তোমার রব্ যেন আমাদের খতম করে দেন। তিনি বলবেন, তোমরা তো (এখানেই) পড়ে থাকবে। ৭৮. আমি তো (রাসূলের মাধ্যমে) তোমাদের সামনে এনেছিলাম সত্য (দ্বীন), কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই সত্যের প্রতি (ছিলে) নারায/অপ্রসন্ন।[১২৮১]
৭৯. নাকি তারা (আপনার ক্ষতি করার) চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে! তাহলে আমিও (তা বান্চাল করার) চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে রাখছি।[১২৮২]

أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ ۚ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴿٨٠﴾ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدٌ ۖ فَأَنَا
أَوَّلُ الْعَابِدِينَ ﴿٨١﴾ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٨٢﴾ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا
يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٨٣﴾ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿٨٤﴾

৮০. (আপনার বিরুদ্ধে খুব তো তাদের গোপন তৎপরতা চলছে!) তবে কি তারা ভাবছে যে, আমি তাদের চুপিচুপি কথাবার্তা ও গোপন শলাপরামর্শ শুনতে পাই না। অবশ্যই (শুনতে পাই), তাছাড়া আমার ফিরেশতাগণ তাদের কাছেই রয়েছেন, সব লিখছেন। ৮১. (আয় পেয়ারে নবী! তাদের) আপনি বলুন, (এত সন্তান সন্তান করছো কেন!) সত্যি যদি রাহমানের কোন সন্তান হতো তাহলে (তো মা'বূদের সন্তান হিসাবে) আমিই (তাঁর) প্রথম ইবাদতকারী হতাম!
৮২. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অধিপতি এবং আরশের অধিপতি, তা থেকে চিরপবিত্র যা তারা রটনা করছে। ৮৩. তো (আয় পেয়ারে নবী!) তাদেরকে (তাদের অবস্থার উপর) ছেড়ে দিন, (নিজেদের আলাপে/প্রলাপে) তারা মেতে থাক, খেলাধূলায় মজে থাক, তাদের সেই দিনের সম্মুখীন হওয়া পর্যন্ত যার হুঁশিয়ারি তাদের দেয়া হচ্ছে। ৮৪. তিনিই তো ঐ মহান সত্তা যিনি আসমানে যেমন ইলাহ, তেমনি যমীনেও ইলাহ। আর একমাত্র তিনিই পরম প্রজ্ঞাবান, পরম জ্ঞানী।

وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٥﴾ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ
يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ
فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٨٧﴾ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٨٩﴾

[১২৮১] হক ও সত্যের প্রতি বিদ্বেষ সবার ছিল না, কিছু কিছু এমন ছিল, সঙ্গদোষে যারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে।
[১২৮২] হিজরতের সময় আহলে কোরায়শের ষড়যন্ত্র ও অপতৎপরতার প্রতি ইঙ্গিত।

৮৫. আর বড়ই বরকতপূর্ণ হয়েছে ঐ মহান সত্তা যার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব এবং যাকিছু উভয়ের মাঝখানে রয়েছে (তার রাজত্ব)। আর তাঁরই নিকট রয়েছে কেয়ামতের (সমগ্র) ইলম। আর তাঁরই অভিমুখে তোমাদের ফেরানো হবে। ৮৬. আর তারা তাঁকে ছেড়ে যে সব উপাস্যকে ডাকছে তারা সুফারিশ করার কোন অধিকার রাখে না, তবে যারা সত্যের সাক্ষি দিয়েছে, এমন অবস্থায় যে তারা জানে, (কী সাক্ষি তারা দিয়েছে,) তাদের কথা আলাদা (, তারা সুফারিশ করার অধিকার পাবে)।
৮৭. আর যদি আপনি তাদের জিজ্ঞাসা করেন, কে তাদের সৃষ্টি করেছে, সত্যি সত্যি তারা বলবে, আল্লাহ্! তাহলে কোথায় কোথায় তাদের উল্টো ফেরানো হচ্ছে! ৮৮. আর (আল্লাহ্) তাঁর রাসূলের এ-কথা সম্পর্কেও (অবগত যে,) আয় মেরে রব্, এরা তো এমন কাউম যারা ঈমান আনবে না। ৮৯. তো (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি কোমলভাবে তাদের থেকে সরে থাকুন, আর (সৌজন্য রক্ষার জন্য) বলুন, (আচ্ছা,) সালাম। কেননা অতিসত্বর (আপন কর্মের পরিণাম) তারা জেনে যাবে।

سُورَةُ الدُّخَانِ ٤٤؛ مَكِّيَّة؛ آياتُها ٥٩ ورُكُوعاتُها ٣

৪৪-সূরা দুখান, মাক্কী, আয়াত ৫৯, রুকূ ৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حٰمٓ ۝١ وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۝٢ اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ ۝٣ فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ ۝٤ اَمْرًا مِّنْ
عِنْدِنَا ۭ اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ۝٥ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۭ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝٦ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۘ اِنْ
كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ۝٧ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۭ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَاۗىِٕكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ۝٨

রাহমান, রাহীম আল্লাহ্র নামে (শুরু)

১.হামীম। ২. কসম সুস্পষ্ট কিতাবের।[১২৮৩] ৩. অবশ্যই আমি তা নাযিল করেছি (লাওহে মাহফূয থেকে দুনিয়ার আসমানে) এক বরকতপূর্ণ রাতে। কারণ (মানুষকে) আমি সতর্ক করতে চেয়েছি। ৪. এ রাতেই স্থির করা হয় প্রতিটি প্রজ্ঞামণ্ডিত বিষয়-[১২৮৪] ৫. আমার নিকট হতে জারিকৃত আদেশে। তাছাড়া আমি (আপনাকে) রাসূল করে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম- ৬.আপনার রবের পক্ষ হতে (বান্দাদের প্রতি) রহমতস্বরূপ। তিনিই তো একমাত্র সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত- ৭. (যিনি প্রকৃত নিয়ন্তা ও) রব্ আসমানসমন্ত ও যমীনের এবং উভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর। যদি প্রকৃতই তোমরা বিশ্বাসী হতে চাও (তাহলে বিশ্বাসের অনুকূল প্রমাণরূপে এগুলোই যথেষ্ট)। ৮. কোন ইলাহ নেই তিনি ছাড়া। তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দান করেন। (তিনিই) তোমাদের রব্ এবং তোমাদের আদি পূর্বপুরুষানের রব্।

[১২৮৩] যার ভাষা ও মর্ম, দাওয়াত ও বক্তব্য এবং যার মাকছাদ ও উদ্দেশ্য সব অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

[১২৮৪] মাখলূকাতের সারা বছরের সমস্ত বিষয়, জন্ম-মৃত্যু, রিযিক, সুখ-দুঃখ ও বিপদ মুছীবত, মোট কথা প্রতিটি মাখলূকের সমস্ত বিষয়। আল্লাহ্র নির্দেশে বান্দার তাকদীররূপে নির্ধারিত হয়, তারপর তা বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট ফিরেশতাদের দায়িত্বে অর্পণ করা হয়।

بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ يَّلْعَبُوْنَ ۝٩ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَاْتِي السَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ ۝١٠ يَّغْشَى النَّاسَ ۭ هٰذَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝١١ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ اِنَّا مُؤْمِنُوْنَ ۝١٢ اَنّٰى لَهُمُ الذِّكْرٰى وَقَدْ جَاۗءَهُمْ رَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ ۝١٣ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوْا مُعَلَّمٌ مَّجْنُوْنٌ ۝١٤ اِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيْلًا اِنَّكُمْ عَاۗىِٕدُوْنَ ۝١٥ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى ۚ اِنَّا مُنْتَقِمُوْنَ ۝١٦

৯. (তাওহীদ ও রিসালাতের এত স্পষ্ট বয়ানের পরও দেখুন, ঈমান তো আনছেই না,) বরং (অর্থহীন) এক সন্দেহের ঘোরে তারা *'খেলকূদ'* করছে। ১০. তো (থাক তারা তাদের খেলকূদে,) আপনি (তাদের জন্য) ঐ-দিনের অপেক্ষা করুন যখন আকাশ পরিষ্কার ধোঁয়াসহ দেখা দেবে- ১১. যা লোকজনকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। বস্তুত এটা হল যন্ত্রণাদায়ক আযাব।[১২৮৫] ১২. (আসন্ন দুর্ভিক্ষে যখন দিশেহারা হবে তখন তারা বলবে, ইয়া) রাব্বানা, আমাদের থেকে আযাব সরিয়ে নিন, অবশ্যই আমরা ঈমান আনব। ১৩. কোথায় তাদের উপদেশ গ্রহণের সম্ভাবনা, অথচ তাদের কাছে তো এসেছেন (সমস্ত বিষয়) সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী রাসূল! ১৪. তারপরও তারা তাঁর থেকে বিমুখ থাকল, আর বলল, (ইনি তো) শেখানো পড়ানো, উন্মাদ![১২৮৬] ১৫. আচ্ছা (তোমাদের নবীর সুফারিশে) কিছু সময়ের জন্য আমি আযাব তুলে নিচ্ছি, তবে (আমার ইলমের মধ্যে রয়েছে যে,) অবশ্যই তোমরা (তোমাদের শিরক ও কুফুরে) ফিরে আসবে। ১৬. (মনে রেখ, হাশরে) যেদিন আমি (তোমাদের) ধরব সবচে' বড় ধরা (সেদিন) অবশ্যই আমি প্রতিশোধ নেব।

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاۗءَهُمْ رَسُوْلٌ كَرِيْمٌ ۝١٧ اَنْ اَدُّوْٓا اِلَيَّ عِبَادَ اللّٰهِ ۭ اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ۝١٨ وَّاَنْ لَّا تَعْلُوْا عَلَي اللّٰهِ ۚ اِنِّىْٓ اٰتِيْكُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝١٩ وَاِنِّىْ عُذْتُ بِرَبِّيْ وَرَبِّكُمْ اَنْ تَرْجُمُوْنِ ۝٢٠ وَاِنْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا لِيْ فَاعْتَزِلُوْنِ ۝٢١

১৭. আর সুনিশ্চিত, তাদের আগে কাউমে ফির'আউনকে আমি পরীক্ষা করেছি, আর তাদের কাছে এসেছিলেন এক মর্যাদাবান রাসূল– ১৮. (এই বার্তা নিয়ে) যে, আল্লাহ্‌র বান্দাদের আমার কাছে অর্পণ কর। সত্যি আমি তোমাদের জন্য প্রেরিত এক বিশ্বস্ত রাসূল। ১৯. আরো (বার্তা এই) যে, তুমি আল্লাহ্‌র উপর বড়ত্ব ফলিও না; আমি তো তোমাদের কাছে এক সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছি। ২০. আর আমি তো আমার রব্ এবং তোমাদের রবের আশ্রয় গ্রহণ করছি (এই সম্ভাব্য বিপদ থেকে) যে, তোমরা আমাকে পাথর মারবে। [১২৮৭] ২১. আর (হাঁ, আমি তোমাদের একটি যুক্তির কথা বলি,) যদি তোমরা আমার প্রতি ঈমান নাই আন, তাহলে (অন্তত) আমাকে এড়িয়েই চল।

فَدَعَا رَبَّهٗٓ اَنَّ هٰٓؤُلَاۗءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُوْنَ ۝٢٢ فَاَسْرِ بِعِبَادِيْ لَيْلًا اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ ۝٢٣ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا ۭ اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُوْنَ ۝٢٤ كَمْ تَرَكُوْا مِنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۝٢٥ وَّزُرُوْعٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ ۝٢٦ وَّنَعْمَةٍ كَانُوْا فِيْهَا فٰكِهِيْنَ ۝٢٧ كَذٰلِكَ ۣ

[১২৮৫] কিছুদিনের মধ্যে আহলে মক্কার উপর যে মহাদুর্ভিক্ষ নেমে এসেছিল, এখানে তারই ভবিষ্যদ্বাণী। অনাবৃষ্টির কারণে, আর ক্ষুধায় দৃষ্টি ঘোলা হওয়ার কারণে আকাশের দিকে তাকালে মনে হতো ধোঁয়ায় যেন পুরো আকাশ আচ্ছন্ন। এটা ছিল সতর্কতামূলক কঠিন আযাব, যাতে আহলে মক্কার বোধোদয় ঘটে, কিন্তু দুর্ভাগাদের বোধোদয় ঘটেনি।

[১২৮৬] দু'টো একসঙ্গে বলতো, এমন নয়, বরং পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী কখনো এটা বলতো, কখনো ওটা। তাতে তাদের স্ববিরোধিতাই প্রকাশ পেতো।

[১২৮৭] ফির'আউন ও তার লোকদের পক্ষ হতে এমন কথা আসছিল, সে সম্পর্কেই এ প্রতিক্রিয়া।

وَ اَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ۝ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَ الْاَرْضُ وَ مَا كَانُوْا مُنْظَرِيْنَ ۝

২২. (কিন্তু এতে তাদের সুমতি হল না,) তখন আপন রব্‌কে তিনি ডাকলেন যে, এরা তো মুজরিম কাউম–অপরাধী সম্প্রদায়! ২৩. তো (আমি তাঁর ডাক শুনলাম, আর বললাম,) আমার বান্দাদের নিয়ে আপনি রাতেই যাত্রা করুন। (কারণ) আপনারা তো ধাওয়ার সম্মুখীন হবেন।[১২৮৮] ২৪. আর ('আছা'র আঘাতে তৈরী হওয়া পথে দরিয়া পার হওয়ার পর) দরিয়াকে স্থির থাকতে দিন। (চিন্তা করবেন না যে, দুশমনও তো দরিয়া পার হয়ে ধাওয়া অব্যাহত রাখবে, না, বরং) তারা তো এমন বাহিনী যাদের ডুবিয়ে মারা হবে। ২৫. কত না বাগবাগিচা ও নহর-ঝরণা তারা (পিছনে) ছেড়ে গিয়েছে, ২৬. আর কত না শস্যক্ষেত্র এবং অভিজাত ভবন ২৭. এবং কত না বিলাসসামগ্রী, যাতে তারা আয়েশে/বিনোদনে ছিল! ২৮. আর এভাবেই অন্য এক কাউম (বনী ইসরাঈল)কে আমি এগুলোর ওয়ারিছ বানিয়ে দিলাম। ২৯. তখন না আকাশ কাঁদল তাদের উপর, না যমীন, আর না তারা অবকাশপ্রাপ্ত ছিল।[১২৮৯]

(রুকু. ২)

وَ لَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ۝ مِنْ فِرْعَوْنَ ؕ اِنَّهٗ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِيْنَ ۝ وَ لَقَدِ اخْتَرْنٰهُمْ عَلٰى عِلْمٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۚ ۝ وَ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنَ الْاٰيٰتِ مَا فِيْهِ بَلٰٓؤٌا مُّبِيْنٌ ۝ اِنَّ هٰۤؤُلَآءِ لَيَقُوْلُوْنَ ۝ اِنْ هِيَ اِلَّا مَوْتَتُنَا الْاُوْلٰى وَ مَا نَحْنُ بِمُنْشَرِيْنَ ۝ فَاْتُوْا بِاٰبَآئِنَاۤ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

৩০. আর সুনিশ্চিত, বনী ইসরাঈলকে আমি উদ্ধার করলাম চরম লাঞ্ছনাকর আযাব থেকে– ৩১. ফির'আউনের কবল থেকে।[১২৯০] সে তো ছিল অতি বড়াইকারী/দাম্ভিক, সীমারক্ষায় অতি অসংযমী। ৩২. আর (আমার) ইলমের ভিত্তিতে (কোন কোন বিষয়ে) দুনিয়া জাহানের উপর আমি তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি,- ৩৩. আর তাদের দান করেছি এমনসব নিদর্শন যাতে ছিল সুস্পষ্ট পরীক্ষা। ৩৪. (কতিপয় আহলে মক্কা তো কেয়ামতের আযাবের হুঁশিয়ারি শুনে কেয়ামতই অস্বীকার করে বসেছে;) তারা তো বেশ বলছে, – ৩৫. আমাদের প্রথম মৃত্যু ছাড়া আর কিছু নেই, আর আমাদের পুনরুত্থিত করাই হবে না। ৩৬. (পুনরুত্থানবিষয়ে) তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে আমাদের পূর্বপুরুষদের (যিন্দা করে) এনে দেখাও না!

اَهُمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ ۙ وَّ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۛ اَهْلَكْنٰهُمْ ۖ اِنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ۝ وَ مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ۝ مَا خَلَقْنٰهُمَاۤ اِلَّا بِالْحَقِّ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيْقَاتُهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۙ ۝ يَوْمَ لَا يُغْنِيْ مَوْلًى عَنْ مَّوْلًى شَيْـًٔا وَّ لَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ۝ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ اللّٰهُ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۚ ۝

৩৭. (তারা যে এমন আযাব অনিবার্যকারী কথা বলছে, তাদের তো একটু ভাবা উচিত যে,) তারা উত্তম

[১২৮৮] এভাবে ভোর হতে হতে অনেক দূর চলে যাওয়া যাবে।

[১২৮৯] তখন না আকাশ কাঁদলো তাদের শোকে, না যমীন, আর না তাদের সামান্য অবকাশও দেয়া হয়েছিল।

[১২৯০] বনী ইসরাঈলকে আমি লাঞ্ছনাকর আযাব থেকে, ফির'আউনের কবল থেকে উদ্ধার করলাম।

না কাউমে তুব্বা, আর যারা তাদের পূর্বে ছিল? তাদের সবাইকে তো আমি ধ্বংস করেছি। (কারণ) তারা অপরাধকারী/মুজরিম কাউম ছিল। (তাহলে এদের ধ্বংস করা কঠিন হবে কেন?) ৩৮. আর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং উভয়ের মধ্যবর্তী যাকিছু, তা আমি খেলার ছলে সৃষ্টি করিনি, ৩৯. এদু'টি আমি সত্য উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি, তবে তাদের অধিকাংশই (সৃষ্টির মহাউদ্দেশ্যের মৌলিক বিষয়টিও) জানে না। (সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যই হল আমার নিরঙ্কুশ কুদরতের প্রকাশ ঘটানো।) ৪০. অবশ্যই বিচারের /ফায়ছালার দিন হচ্ছে তাদের সবার (পুনরুত্থান এবং বিচার ও জাযা-সাজার) নির্ধারিত সময়- ৪১. যেদিন কোন মিত্র কোন মিত্রের সামান্য কাজেও আসবে না, আর না তাদের কোন সাহায্য করা হবে- ৪২. তবে আল্লাহ্ যাকে রহম করেন। তিনিই তো একমাত্র মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

(রুকু. ৩)

إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ ﴿٤٣﴾ طَعَامُ الْأَثِيمِ ﴿٤٤﴾ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ﴿٤٥﴾ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ ﴿٤٦﴾ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَىٰ
سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ﴿٤٨﴾ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴿٤٩﴾ إِنَّ هَٰذَا مَا كُنْتُمْ
بِهِ تَمْتَرُونَ ﴿٥٠﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿٥١﴾ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٢﴾

৪৩. অবশ্যই যাক্কুম গাছ হবে- ৪৪. মহাপাপীর খাবার- ৪৫. তেলের গাদসদৃশ, যা (তাদের) পেটে টগবগ করতে থাকবে- ৪৬. গরম পানির টগবগ করার মত। ৪৭. (তখন আযাবের ফিরেশতাদের বলা হবে,) ধর তোমরা তাকে এবং টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যাও জাহান্নামের মাঝখানে। ৪৮. তারপর ঢাল তার মাথায় ফুটন্ত পানির আযাব ৪৯. (তখন উপহাস করে বলা হবে, আযাব) আস্বাদন কর, তুমি তো বেশ দাপুটে ও মানী লোক! ৫০. এ তো সেই জিনিস যার সম্পর্কে তোমরা সন্দেহের কথা বলতে। ৫১. পক্ষান্তরে মুত্তাকীন (সেদিন) নিরাপদ স্থানে থাকবে- ৫২. বাগবাগিচা ও নহর-ঝরণার মধ্যে থাকবে।

يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿٥٣﴾ كَذَٰلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴿٥٤﴾ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ
فَاكِهَةٍ آمِنِينَ ﴿٥٥﴾ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿٥٦﴾ فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ
ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٥٧﴾ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٨﴾ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ ﴿٥٩﴾

৫৩. তারা পরিধান করবে সুন্দুস ও ইসতাবরাক-এর পোশাক, আর সামনাসামনি বসা থাকবে।[১২৯১] ৫৪. এমন আচরণই করা হবে তাদের সঙ্গে। আর তাদের আমি বিবাহ করাবো ডাগর ডাগর চোখের হুরানে জান্নাতের সঙ্গে। ৫৫. সেখানে তারা নিশ্চিন্তে সর্বপ্রকার ফলের ফরমায়েশ করবে। ৫৬. সেখানে তারা (দুনিয়ায় তাদের) প্রথম মৃত্যুটি ছাড়া আর কোন মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে না। আর আল্লাহ্ জাহান্নামের আযাব থেকে তাদের রক্ষা করবেন। ৫৭. (এগুলো সব হবে) আপনার রবের পক্ষ হতে অনুগ্রহস্বরূপ। সেটাই তো বিরাট সফলতা। ৫৮. (আয় পেয়ারে নবী!) অবশ্যই এ কোরআনকে আমি আপনার জিহ্বায় সহজ করে দিয়েছি, যাতে মানুষ (আপনার মাধ্যমে কোরআন থেকে) উপদেশ

[১২৯১] জান্নাতে জান্নাতীদের পোশাক যে রেশমি বস্ত্র দ্বারা হবে তার একটি হল সুন্দুস, পাতলা রেশম, আরেকটি হল ইসতাবরাক, মোটা রেশম। তবে দুনিয়ার রেশম দুনিয়ার মত, আর জান্নাতের রেশম জান্নাতের মত।

গ্রহণ করতে পারে। ৫৯. তো আপনি অপেক্ষা করুন, তারাও অপেক্ষা করছে।

سُورَةُ الجَاثِيَة٤٥ ؛ مكية؛ آياتها ٣٧ وركوعاتها ٤

৪৫-সূরা জাছিয়াহ্, মাক্কী, আয়াত ৩৭, রুকূ ৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حٰمٓ ۝١ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۝٢ اِنَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝٣ وَفِيْ خَلْقِكُمْ وَ
مَا يَبُثُّ مِنْ دَآبَّةٍ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ۝٤ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ رِّزْقٍ فَاَحْيَا
بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝٥ تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۚ فَبِاَيِّ
حَدِيْثٍۢ بَعْدَ اللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ۝٦

রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে (শুরু)

১.হামীম। ২. এ কিতাব নাযিল করা হচ্ছে মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাবান আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে। ৩. বস্তুত আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যথেষ্ট নিদর্শন রয়েছে মুমিনীনের জন্য। ৪. আর স্বয়ং তোমাদের সৃষ্টিতে এবং যেসব প্রাণী তিনি (ভূমিতে) ছড়িয়ে দিয়েছেন, এগুলোতে (সত্যি সত্যি) যথেষ্ট নিদর্শন রয়েছে ঐ-সম্প্রদায়ের জন্য, যারা দৃঢ় প্রত্যয় রাখে (আল্লাহ্‌র মহান সত্তা ও গুণের উপর)। ৫. আর রাত ও দিনের পরিবর্তনের মধ্যে, আর আল্লাহ্ আকাশ থেকে জীবিকার উৎসরূপে যে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন, পরে যা দ্বারা তিনি ভূমিকে তার শুষ্কতার পর[১২৯২] সজীব করেছেন এবং বায়ুসমগ্রের সতত সঞ্চালনে, (এগুলোতে সত্যি সত্যি) যথেষ্ট নিদর্শন রয়েছে ঐ-সম্প্রদায়ের জন্য যারা আকল-বুদ্ধি ব্যবহার করে। ৬. ঐগুলো আল্লাহ্‌র আয়াতসমস্ত, যা আমি আপনাকে সত্যভাবে/যথাযথভাবে তিলাওয়াত করে শোনাই। তো আল্লাহ্ ও তাঁর আয়াতসমস্তের পর আর এমন কী কথা আছে যার উপর তারা ঈমান আনবে!

وَيْلٌ لِّكُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ ۝٧ يَّسْمَعُ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُتْلٰى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا ۚ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝٨
وَاِذَا عَلِمَ مِنْ اٰيٰتِنَا شَيْـًٔا ِۨاتَّخَذَهَا هُزُوًا ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝٩ مِنْ وَّرَآئِهِمْ جَهَنَّمُ ۚ وَلَا يُغْنِيْ عَنْهُمْ مَّا
كَسَبُوْا شَيْـًٔا وَّلَا مَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝١٠ هٰذَا هُدًى ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ
لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ ۝١١

৭. নিপাত হোক প্রত্যেক অপবাদপ্রবণ ও অপরাধপ্রবণ ব্যক্তির জন্য, ৮. যে আল্লাহ্‌র আয়াতসমস্ত শোনে, এ অবস্থায় যে, তার উপর তিলাওয়াত করা হয়, কিন্তু তারপর সে ঔদ্ধত্যের সঙ্গে (কুফুরের

[১২৯২] শুষ্ক ভূমিকে সজীব করেছেন।

উপর) অটল থাকে, যেন তা সে শুনেইনি। তো এমন নরাধমকে আপনি সুসংবাদ দিন যন্ত্রণাদায়ক আযাবের। ৯. আর (তার অবস্থা হল,) যখনই আমার আয়াত হতে কিছু সে জানতে পায় তখনই সেটাকে বিদ্রূপের বিষয় বানিয়ে ফেলে। ওরা, তাদেরই জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর আযাব। ১০. তাদের সামনে রয়েছে জাহান্নাম।[১২৯৩] (দুনিয়াতে) তারা যাকিছু অর্জন করেছে (আখেরাতে) তা তাদের কোন কাজে আসবে না। আর (একই ভাবে কোন কাজে আসবে না) ঐ-সব উপাস্য, আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদের তারা অভিভাবক বানিয়েছে, আর তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। ১১. এ কোরআন পূর্ণাঙ্গ হিদায়াত। আর যারা তাদের রবের আয়াতসমস্তের/নিদর্শনসমস্তের প্রতি কুফুর করেছে তাদের জন্য রয়েছে বিরাট মুছীবতের যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

(রুকূ. ২)

اَللّٰهُ الَّذِیْ سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِیَ الْفُلْكُ فِیْهِ بِاَمْرِهٖ وَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۱۲﴾ وَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا مِّنْهُ ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿۱۳﴾

১২. আল্লাহ্‌ ঐ মহান সত্তা যিনি তোমাদের জন্য জলভাগকে (নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে) নিযুক্ত করেছেন, যাতে সেখানে তাঁর আদেশে জলযান ভেসে চলে এবং যাতে তোমরা তাঁর কিছু অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো এবং যাতে তোমরা (তাঁর প্রতি) শোকর আদায় করতে পার। ১৩. আর যাকিছু আকাশমণ্ডলে আছে, আর যাকিছু পৃথিবীতে আছে, সবই নিজের পক্ষ হতে তিনি তোমাদের জন্য বশীভূত করেছেন। সত্যি সত্যি তাতে যথেষ্ট নিদর্শন রয়েছে, চিন্তাভাবনা করে এমন সম্প্রদায়ের জন্য।

قُلْ لِّلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا یَغْفِرُوْا لِلَّذِیْنَ لَا یَرْجُوْنَ اَیَّامَ اللّٰهِ لِیَجْزِیَ قَوْمًۢا بِمَا كَانُوْا یَكْسِبُوْنَ ﴿۱۴﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَ مَنْ اَسَآءَ فَعَلَیْهَا ۚ ثُمَّ اِلٰی رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ ﴿۱۵﴾ وَ لَقَدْ اٰتَیْنَا بَنِیْۤ اِسْرَآءِیْلَ الْكِتٰبَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ وَ رَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّیِّبٰتِ وَ فَضَّلْنٰهُمْ عَلَی الْعٰلَمِیْنَ ﴿۱۶﴾

১৪. (আয় পেয়ারে নবী!) যারা ঈমান এনেছে তাদের আপনি বলুন, যারা আইয়ামুল্লাহ্‌র ভয় রাখে না,[১২৯৪] তাদের সঙ্গে যেন তারা ক্ষমাসুন্দর আচরণ করে, যাতে আল্লাহ্‌ প্রত্যেক/কোন কাউমকে তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান দিতে পারেন। ১৫. যে নেক আমল করবে সে তো তা নিজের কল্যাণের জন্যই করবে, পক্ষান্তরে যে মন্দকিছু করবে, তো তার দায় তারই উপর বর্তাবে। তারপর তোমাদের রবেরই দিকে ফেরানো হবে তোমাদের। ১৬. আর সুনিশ্চিত, বনী ইসরাঈলকে আমি দিয়েছি কিতাব ও রাজত্ব ও নবুয়ত। আর তাদের আমি রিযিক দান করেছি '*তাইয়েবাত*'[১২৯৫] থেকে, আর তাদের আমি দুনিয়া জাহানের উপর (কিছু কিছু বিষয়ে) শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।

[১২৯৩] وراء পিছন অর্থে যেমন আসে তেমনি সম্মুখ অর্থেও আসে। দুনিয়ার দিক থেকে বললে জাহান্নাম কাফিরদের পিছনে নয়, সামনেই হবে।

[১২৯৪] اَیَّامَ اللّٰهِ এর শাব্দিক অর্থ, আল্লাহ্‌র দিনসমস্ত, উদ্দেশ্য হল ঐ সমস্ত দিন যাতে বিভিন্ন কাউমের উপর আল্লাহ্‌র আযাব-গযব (এবং নাজাত ও নেয়ামত) এসেছে

[১২৯৫] যাবতীয় উত্তম, উৎকৃষ্ট ও পবিত্র বস্তু।

وَاٰتَيْنٰهُمْ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْاَمْرِ ۚ فَمَا اخْتَلَفُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ ۢ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۭ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۝ ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰي شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۗءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ اِنَّهُمْ لَنْ يُّغْنُوْا عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْـــًٔا ۭ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۗءُ بَعْضٍ ۚ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ ۝

১৭. আর তাদের আমি দিয়েছি দ্বীনের সুস্পষ্ট বিধানসমূহ। অনন্তর তারা তাতে মতভিন্নতা করেছে, তাদের কাছে ইলম আসার আগে নয়, পরে; নিজেদের মধ্যে রেষারেষির কারণে। আপনার রব্ কিন্তু কেয়ামতের দিন তাদের মাঝে ফায়ছালা করবেন, যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করত। ১৮. (আয় পেয়ারে নবী!) তারপর আপনাকে আমি দ্বীনের একটি স্বতন্ত্র শরী'আত ও তরীকার উপর রেখেছি। সুতরাং আপনি তাই অনুসরণ করুন, যারা কিছু জানে না তাদের খাহেশাতের অনুসরণ করবেন না। ১৯. তারা কিন্তু আল্লাহ্‌র বিপরীতে/বিপক্ষে/মোকাবেলায় কিছুতেই আপনার কোন কাজেই আসবে না। আর সত্যি, যালিমীন একে অন্যের বন্ধু, আর আল্লাহ্ মুত্তাকীনের বন্ধু/অভিভাবক।

هٰذَا بَصَاۗىِٕرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ۝ اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ سَوَاۗءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ۭ سَاۗءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ۝

২০. এ কোরআন সমস্ত মানুষের জন্য অন্তর্জ্ঞানের সমষ্টি এবং হিদায়াত ও রহমত ঐ-কাউমের জন্য যারা দৃঢ় প্রত্যয় রাখে। ২১. যারা মন্দ মন্দ কর্ম করে তারা কি ভেবেছে যে, তাদেরকে আমি তাদের মত গণ্য করব যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমলে নিয়োজিত রয়েছে, (ফলে) তাদের জীবন ও মরণ একই রকম হবে! যা বিচার তারা করছে তা কত না নিকৃষ্ট।

(রুকূ. ৩)

وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۢ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝ اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰي عِلْمٍ وَّخَتَمَ عَلٰي سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰي بَصَرِهٖ غِشٰوَةً ۭ فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ اللّٰهِ ۭ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝

২২. আর আল্লাহ্ আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন সত্য উদ্দেশ্যে, আর (সৃষ্টি করেছেন,) যাতে প্রত্যেক নফসকে তার কামাইকরা কর্মের প্রতিদান দিতে পারেন, এ অবস্থায় যে তাদের উপর কোন যুলুম করা হবে না।

২৩. আচ্ছা, তুমি কী মনে কর, যে আপন প্রবৃত্তিকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে, আর ইলমের উপরও/ইলম থাকার পরও আল্লাহ্ তাকে বিপথগামী করেছেন এবং কানে ও অন্তরে মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন আর তার চোখে পর্দা দিয়ে দিয়েছেন, তো আল্লাহ্‌র পরে কে আছে যে তাকে হিদায়াত দান করবে! (এত সুন্দর করে বোঝানোর পর) তবু কি তোমরা শিক্ষা নেবে না!

وَقَالُوْا مَا هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ اِلَّا الدَّهْرُ ۚ وَمَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۚ اِنْ هُمْ اِلَّا

يَظُنُّوْنَ ﴿٢٤﴾ وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوا ائْتُوْا بِاٰبَآئِنَاۤ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٥﴾ قُلِ
اللّٰهُ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৪. আর (আখেরাত ও পুনরুত্থান যারা অস্বীকার করে) তারা বলে, আমাদের দুনিয়ার জীবন ছাড়া তো আর কিছু নেই! (এখানেই) মরি ও বাঁচি[১২৯৬] কাল (ও তার বিবর্তনই) শুধু আমাদের বিনাশ করে। আর (তারা যে এগুলো বলছে, কারণ) তাদের তো এ বিষয়ে কোন ইলম/জ্ঞান নেই। তারা তো শুধু ধারণা করছে (,আর ধারণার উপর বলছে; অথচ আমি যা বলছি তা সর্বজ্ঞানী স্রষ্টার বক্তব্য)। ২৫. আর যখন তাদের উপর আমার আয়াতসমস্ত সুস্পষ্টরূপে তিলাওয়াত করা হয় (তখন) তাদের কোন যুক্তি আর থাকে না শুধু এটা বলা ছাড়া যে, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে আমাদের পূর্বপুরুষানকে (কবর থেকে জীবিত করে) সামনে আনো। ২৬. আপনি বলুন, আল্লাহ্ তোমাদের জীবিত করেন, তারপর তিনিই মৃত্যু দান করবেন, তারপর তিনিই তোমাদের হাশরের ময়দানে নিয়ে গিয়ে একত্র করবেন। তাতে কোন সংশয় নেই। তবে লোকদের অধিকাংশই জানে না।

(রুকূ. ৪)

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّخْسَرُ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿٢٧﴾ وَتَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةً ۚ
كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰۤى اِلٰى كِتٰبِهَا ؕ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٨﴾ هٰذَا كِتٰبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ؕ اِنَّا كُنَّا
نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٩﴾

২৭. আর একমাত্র আল্লাহ্র জন্য আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর রাজত্ব। আর যেদিন কেয়ামত কায়েম হবে সেদিন আহলে বাতিল মহাক্ষতির সম্মুখীন হবে। ২৮. আর প্রতিটি দলকে তুমি দেখবে যে, হাঁটুভেঙ্গে পড়ে আছে। প্রতিটি দলকে তাদের আমলনামার দিকে ডাকা হবে। (আর ঘোষণা করা হবে), যা-কিছু (দুনিয়াতে) তোমরা করেছো, আজ তারই প্রতিদান দেয়া হবে। ২৯. এ হল আমার কিতাব, তোমাদের সম্পর্কে যাকিছু সত্য তাই উচ্চারণ করবে।[১২৯৭] তোমরা যাকিছু করতে, সবই 'নোসখা' করে রেখেছি।

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِيْ رَحْمَتِهٖ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ﴿٣٠﴾ وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۫
اَفَلَمْ تَكُنْ اٰيٰتِيْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ﴿٣١﴾ وَاِذَا قِيْلَ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّالسَّاعَةُ
لَا رَيْبَ فِيْهَا قُلْتُمْ مَّا نَدْرِيْ مَا السَّاعَةُ ۙ اِنْ نَّظُنُّ اِلَّا ظَنًّا وَّمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِيْنَ ﴿٣٢﴾

৩০. তো যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমলে নিয়োজিত রয়েছে, তাদের রব্ তাদেরকে কিন্তু আপন

[১২৯৬] তারপর সব শেষ, আখেরাতের জীবন বলে আর কিছু নেই। মৃত্যুর প্রসঙ্গ আগে আনার কারণ হল, মৃত্যু যে মাত্র একবার তা তো সুপ্রমাণিত, সুতরাং জীবনও একবারই হবে। বিকল্প তরজমা, এখানেই আমরা একবার মৃত্যুবরণ করি এবং একবার জীবন ধারণ করি।

[১২৯৭] দুই কাঁধের ফিরেশতা তা তৈয়ার করেছেন, যার নাম আমলনামা।

রহমতের মধ্যে দাখেল করবেন। সেটাই হল সুস্পষ্ট সফলতা। ৩১. পক্ষান্তরে যারা কুফুরে ডুবে আছে (হাশরে তাদের বলা হবে,) আমার আয়াতগুলো কি তোমাদের উপর তিলাওয়াত করা হতো না! তখন তো অহঙ্কার করতে, আর তোমরা ছিলেই তো মুজরিম কাউম! ৩২. আর যখন (তোমাদের সামনে) বলা হতো, আল্লাহ্‌র ওয়াদা অবশ্যই সত্য, আর কেয়ামত, তাতে কোন সন্দেহ নেই, তখন তোমরা বলতে, জানি না তো কেয়ামত জিনিসটা কী? আমরা শুধু হালকা কিছু একটা ধারণা করতে পারি, তবে প্রত্যয়ের সঙ্গে বিলকুল কিছু বলতে পারি না।

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٣٣﴾ وَقِيْلَ الْيَوْمَ نَنْسٰىكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا وَمَاْوٰىكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٣٤﴾ ذٰلِكُمْ بِاَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا وَّغَرَّتْكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُوْنَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৩. আর (দুনিয়াতে) যাকিছু আমল তারা করেছিল (তখন) সেগুলোর মন্দত্ব নিজেদের সামনে প্রকাশ পেয়ে যাবে, আর যা নিয়ে তারা হাসিতামাশা করত তা-ই তাদের ঘিরে ধরবে। ৩৪. আর (তাদের) বলা হবে, আজ আমি তোমাদের ভুলে যাবো, যেমন তোমরা ভুলে গিয়েছিলে তোমাদের আজকের দিনের সাক্ষাতের কথা। আর তোমাদের ঠিকানা হল জাহান্নাম, তোমাদের জন্য কিন্তু নেই কোন সাহায্যকারী! ৩৫. তোমাদের এ পরিণতি এ কারণে যে, আল্লাহ্‌র আয়াতসমস্তকে তোমরা (বেশ) তামাশার পাত্র বানিয়েছিলে! আর দুনিয়ার জীবন তোমাদের প্রতারিত করেছিল। তো আজ তাদেরকে না জাহান্নাম থেকে বের করা হবে, আর না তাদেরকে (আল্লাহ্‌র) সন্তুষ্টি অর্জন করার কথা বলা হবে।

فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٦﴾ وَلَهُ الْكِبْرِيَآءُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٣٧﴾

৩৬. তো সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌র, যিনি আসমানসমস্তের রব্ এবং যমীনের রব্, বিশ্বজাহানের রব্। ৩৭. আর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে একমাত্র তাঁরই জন্য সমস্ত গৌরব ও মহিমা। আর তিনি একমাত্র মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাবান।

سُورَةُ الأحقاف ٤٦؛ مَكية؛ آياتُها ٣٥ وركُوعاتُها ٤

৪৬-সূরা আহক্বাফ, মাক্কী, আয়াত ৩৫, রুকূ ৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حٰمٓ ﴿١﴾ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴿٢﴾ مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ۭ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَمَّآ اُنْذِرُوْا مُعْرِضُوْنَ ﴿٣﴾ قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ ۭ اِيْتُوْنِيْ بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَآ اَوْ اَثٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤﴾

রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে (শুরু)

১.হামীম। ২. (এটি) কিতাবের অবতারণ মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাবান আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে। ৩. আমি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী এবং উভয়ের মাঝে যাকিছু আছে তা সৃষ্টি করিনি, তবে সত্যের সঙ্গে এবং নির্দিষ্ট মেয়াদের সঙ্গে। আর যারা কুফরে ডুবে আছে তারা আসলে, যে বিষয়ে তাদের সতর্ক করা হয়েছে তা থেকে বিমুখ। ৪. (আয় পেয়ারে নবী! যারা তাওহীদ ও আমার একত্ব স্বীকার করে না তাদের) আপনি বলুন, আচ্ছা, বলো দেখি, আল্লাহ্‌ ছাড়া যে উপাস্যদের তোমরা ডাকো, (তাদের সম্পর্কে কখনো কি চিন্তা করেছো!) আমাকে দেখাও তো, পৃথিবী থেকে কোন জিনিসটা তারা সৃষ্টি করেছে, নাকি আকাশমণ্ডলে(র সৃজনে) তাদের শরীকানা আছে! (এমনকি) কোরআনের আগেও যদি তোমাদের কাছে কোন কিতাব থাকে, বা ইলমের ভিত্তিতে কোন বর্ণনা থাকে তাও তোমরা আমার কাছে আনতে পারো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ۝ وَإِذَا
حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ۝ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا
لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ۝

৫. আর তার চেয়ে ভ্রান্ত (ও ভ্রষ্ট) কে হবে যে আল্লাহ্‌র বদলে এমন কিছুকে ডাকে, যে কেয়ামত পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দিতে পারবে না. বরং তাদের ডাক সম্পর্কেও তারা বে-খবর। ৬. আর লোকদের যখন হাশরে জড়ো করা হবে তখন উপাস্যরা তাদের শত্রু হয়ে যাবে এবং তারা তাদের উপাসনাকেই অস্বীকার করবে। ৭. আর যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতগুলো তাদের উপর তিলাওয়াত করা হয় তখন আহলে কুফুর, যখন হক তাদের কাছে আসে তখন তারা হক সম্পর্কে বলে, এ তো পরিষ্কার জাদু!

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا
بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ
أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ۝

৮. নাকি তারা বলে, তিনি তা মনগড়া রচনা করেছেন, (আর আল্লাহ্‌র নামে আরোপ করেছেন)। আপনি বলুন, যদি আমি (আল্লাহ্‌র নামে) মনগড়া আরোপ করে থাকি, তাহলে তো তোমরা আল্লাহ্‌ থেকে আমাকে কিছুমাত্র রক্ষা করতে পারবে না। কোরআন সম্পর্কে যাকিছু তোমরা বকে যাচ্ছো, ঐ বিষয়ে তিনি খুব ভালো জানেন। আমার মধ্যে এবং তোমাদের মধ্যে সাক্ষীরূপে তিনিই যথেষ্ট। আর তিনিই পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৯. (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি বলুন, রাসূলানের মধ্যে আমি তো অভিনব কিছু নই![১২৯৮] আর আমি জানি না, আমার সঙ্গে কী (আচরণ) করা হবে, আর না (জানা আছে,) তোমাদের সঙ্গে কী (আচরণ) করা হবে! আমি তো শুধু তাই অনুসরণ করি যা আমার কাছে অহী করা হয়, আর আমি তো সুস্পষ্ট সতর্ককারী ছাড়া কিছু নই।

[১২৯৮] আমি তো বরং রাসূলানের ধারাবাহিকতার সমাপ্তি মাত্র।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَ كَفَرْتُمْ بِهٖ وَ شَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى مِثْلِهٖ فَاٰمَنَ وَ اسْتَكْبَرْتُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝١٠

১০. আপনি বলুন, তোমরা কী মনে কর, যদি এই কোরআন আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে হয়ে থাকে, আর তোমরা তা অস্বীকার কর, আর বনী ইসরাঈলের কোন সাক্ষী যদি এমন বিষয়ের পক্ষে সাক্ষি দেয়, তারপর ঈমান আনে, আর তোমরা অহঙ্কার করেই যাও (তাহলে তোমাদের তরফে এটা কত বড় যুলুম হবে!)।[১২৯৯] সত্য এই যে, যালিম কাউমকে আল্লাহ্ পথ দেখান না।

(রুকু. ২)

وَ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُوْنَآ اِلَيْهِ ؕ وَ اِذْ لَمْ يَهْتَدُوْا بِهٖ فَسَيَقُوْلُوْنَ هٰذَآ اِفْكٌ قَدِيْمٌ ۝١١ وَ مِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوْسٰٓى اِمَامًا وَّ رَحْمَةً ؕ وَ هٰذَا كِتٰبٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۖ وَ بُشْرٰى لِلْمُحْسِنِيْنَ ۝١٢

১১. আর যারা কুফুর করেছে তারা বলে, যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে; ঈমান যদি উত্তম কিছু হতো তাহলে তারা (সমাজের নিম্নস্তরের লোকেরা) সেদিকে আমাদের ছাড়িয়ে যেতে পারতো না। আর যখন তারা কোরআন দ্বারা হিদায়াত পেলো না তখন তারা নির্ঘাত বলবে, এ তো সেই পুরোনো মিথ্যাচার!
১২. আর এর আগে মূসার কিতাব (এসেছে) পথপ্রদর্শক ও রহমতরূপে। আর এ হল (পূর্ববর্তী কিতাব) সত্যায়নকারী কিতাব, আরবী ভাষায় অবতীর্ণ[১৩০০], যাতে যারা যুলুম করেছে তাদের সতর্ক করতে পারে, আর যাতে নেককারদের জন্য সুসংবাদ হতে পারে।[১৩০১]

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝١٣ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝١٤

১৩. যারা বলেছে, আল্লাহ্ আমাদের রব্, তারপর (এ বিশ্বাসের উপর) অবিচল থেকেছে, তো নিশ্চয় জেনো, তাদের উপর ভয়ের কোন ছায়া নেই, আর তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে না। ১৪. ওরাই হল বাসিন্দা জান্নাতের, তাতে তারা চিরকাল থাকবে, (দুনিয়াতে) যে আমল তারা করত তার প্রতিদানরূপে।

وَ وَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسٰنًا ؕ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّ وَضَعَتْهُ كُرْهًا ؕ وَ حَمْلُهٗ وَ فِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ؕ حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَ بَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۙ قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَ عَلٰى وَالِدَيَّ وَ اَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَ اَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ ۚ اِنِّيْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَ اِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝١٥

[১২৯৯] এটা ছিল ভবিষ্যদ্বাণী যে, সামনে এমনই হবে, আর তাই হয়েছিল। আহলে মক্কা তো তাদের দম্ভেই পড়ে ছিল, অথচ হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে সালামসহ কতিপয় ইহুদী এবং হযরত আদী বিন হাতিম, হযরত সাফফানা বিনতে হাতিম ও হযরত নাজাশীসহ কতিপয় 'ঈসাঈ কোরআনের সত্যতার সাক্ষ্য দিয়ে ইসলাম কবূল করেছিলেন।
[১৩০০] ভিন্ন তরজমা, আর মূসার কিতাব রাহনুমা/রাহবার ও রহমত হয়ে এর আগেই এসে গিয়েছে! আর এ (কোরআন) আরবী ভাষায় হওয়া সত্ত্বেও পূর্ববর্তী (অনারবী কিতাবকে) সত্যায়ন করছে।
[১৩০১] কোরআন আরবীভাষায় অবতীর্ণ এবং পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী, এটা বলার তাৎপর্য হল, পূর্ববর্তী কোন কিতাব তো আরবীভাষায় ছিল না, তাহলে তা পূর্ববর্তী কিতাবকে সত্যায়ন কীভাবে করতে পারে অহী ছাড়া!

১৫. আর মানুষকে আমি অছিয়ত করেছি তার ওয়ালিদায়ন সম্পর্কে সদাচারের। (কারণ) তার মা তাকে বহন করেছে খুব কষ্ট করে, আর প্রসব করেছে আরো কষ্ট করে। তাকে বহন (গর্ভে ধারণ) করা ও দুধছাড়ানোর মেয়াদ হল ত্রিশমাস। এমনকি যখন সে তার পূর্ণ সক্ষমতার বয়সে উপনীত হয়, আর চল্লিশবছরে উপনীত হয় তখন সে বলে, (আয়) রাব্ব! আমাকে তাওফীক দান করুন, যেন আমি শোকর করতে পারি আপনার ঐ নেয়ামতের যা আপনি আমার উপর এবং আমার ওয়ালিদায়নের উপর বর্ষণ করেছেন, আর যেন এমন নেক আমল করতে পারি, যা আপনাকে সন্তুষ্ট করবে,[১৩০১] আর আমার জন্য আমার সন্তানদের মধ্যে সততা ও যোগ্যতা দান করুন। তাওবার মাধ্যমে আমি তো আপনার প্রতি নিবেদিত হলাম, আর আমি অনুগতদের মধ্যে শামিল।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ ۖ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿١٦﴾ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِن قَبْلِي ۖ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ ۖ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ فَيَقُولُ مَا هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٧﴾

১৬. ওরাই তারা যাদের সর্বোত্তম আমলগুলো আমি তাদের পক্ষ হতে কবূল করব, আর তাদের মন্দ আমলগুলো ক্ষমা করে দেবো, ফলে তারা জান্নাতবাসীদের মধ্যে (গণ্য) হবে। এ হল সেই সত্য ওয়াদার ফল যার প্রতিশ্রুতি তাদের দেয়া হতো। ১৭. পক্ষান্তরে যে তার ওয়ালিদায়নকে বলে, 'উফ' তোমাদের জন্য! তোমরা কি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছো যে, (কবর থেকে জীবিত করে) আমাকে বের করা হবে, অথচ আমার আগে বহুপ্রজন্ম বিগত হয়েছে! তখন তারা (মা-বাবা) দু'জন আল্লাহ্‌র কাছে ফরয়াদ করে, আর (সন্তানকে বলে,) দুর্ভোগ তোমার! (আযাব থেকে যদি বাঁচতে চাও তাহলে) ঈমান এনে ফেলো। আল্লাহ্‌র ওয়াদা তো চিরসত্য। তখন সে বলে, এ তো আদিজনদের কল্পকাহিনী ছাড়া আর কিছু নয়!

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ﴿١٨﴾ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۚ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

১৮. ওরাই তারা যাদের উপর আযাবের ফায়ছালা চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে, যে সমস্ত জ্বিন ও মানবগোষ্ঠী তাদের পূর্বে বিগত হয়েছে তাদের আযাবের মত আযাব। তারা কিন্তু মহাক্ষতিগ্রস্ত। ১৯. প্রত্যেক দলের রয়েছে আলাদা স্তর তাদের আমলের অবস্থা অনুযায়ী, আর তা এজন্য যে, তাদেরকে আল্লাহ্ তাদের আমলের পরিপূর্ণ প্রতিদান দেবেন, আর তাদের উপর কোন যুলুম করা হবে না (কারণ আল্লাহ্ যুলুম পছন্দ করেন না)।

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ ۖ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا ۖ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ ﴿٢٠﴾

[১৩০১] অপেক্ষাকৃত সরল তরজমা, 'আর যেন আপনাকে সন্তুষ্ট/খুশি করার মত নেক আমল করতে পারি।

২০. আর (ঐ দিনটি স্মরণ করা কর্তব্য) যেদিন যারা কুফুর করেছে, আগুনের সামনে তাদের পেশ করা হবে (আর তাদের বলা হবে), নিজেদের অংশের উৎকৃষ্ট জিনিসগুলো তো তোমরা তোমাদের দুনিয়ার জীবনেই নিয়ে গিয়েছো, আর খুব ভালোভাবেই তা ভোগ করেছো। তো আজ হীনতার শাস্তি তোমাদের দেয়া হবে, ভূখণ্ডে অন্যায়ভাবে তোমাদের অব্যাহত অহঙ্কার করার কারণে এবং তোমাদের অব্যাহত পাপাচারের কারণে।

(রুকূ. ৩)

وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ ۖ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۖ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٢١﴾ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا ۖ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٢﴾ قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ ۖ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴿٢٣﴾

২১. আর (আয় পেয়ারে নবী! আপনি আপনার কাউমের সামনে) 'আদের ভাই (হুদ)-এর (ঐ সময়ের ঘটনা) আলোচনা করুন, যখন তিনি তার কাউমকে হুঁশিয়ার করলেন আহকাফ অঞ্চলে।[১৩০৩] এমন অবস্থায় যে, তাঁর আগে এবং তাঁর পরে বহু সতর্ককারী (বিভিন্ন অঞ্চলে) বিগত হয়েছেন (তবে সবার অভিন্ন বক্তব্য ছিল) যে, তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো ইবাদত কর না। আমি তো তোমাদের উপর এক মহাদিবসের আযাবের আশঙ্কা করি। ২২. তারা (কিন্তু তার প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে) বলল, তুমি কি আমাদের উপাস্যদের থেকে আমাদের ফেরাতে এসেছো, (আমরা তো ফিরছি না,) সুতরাং তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে যে আযাবের হুঁশিয়ারি তুমি আমাদের দিচ্ছো তা এনে দেখাও। ২৩. তিনি বললেন, (আযাবের সঠিক সময়ের) সঠিক ইলম তো রয়েছে আল্লাহ্র কাছে। আর আমি শুধু তোমাদের কাছে ঐ-বার্তাই পৌঁছে দিচ্ছি যা দিয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছে, কিন্তু আমি তো তোমাদের দেখতে পাচ্ছি, তোমরা এক মূর্খ সম্প্রদায়ের মত আচরণ করছ!

فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ۚ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ ۖ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٤﴾ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٥﴾

২৪. তো যখন তারা আযাবকে মেঘের মত তাদের উপত্যকাগুলোর দিকে এগিয়ে আসতে দেখলো তখন তারা (উৎফুল্ল হয়ে) বলতে লাগলো, এ তো আমাদের বৃষ্টিদানকারী মেঘ। (না,) বরং এটা ঐ আযাব যার বিষয়ে তোমরা তাড়াহুড়া মাচিয়েছো, এমন (ঝড়ো) বায়ু যাতে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব ২৫. তা তার রবের হুকুমে সবকিছু তছনছ/সমূলে ধ্বংস করে ফেলবে। অনন্তর (আযাব এলো আর) তারা এমন (বিনাশপ্রাপ্ত) হল যে, তাদের ঘরবাড়ি ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। এভাবেই আমরা অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিদান দিয়ে থাকি।[১৩০৪]

[১৩০৩] আহকাফ মানে আঁকাবাঁকা, উঁচুনীচু টিলাশ্রেণী। ইয়ামানের এরকম এক অঞ্চলে ছিল ছামূদ জাতির জনপদ। আধুনিক মানচিত্রে এখন এ অঞ্চলের কোন হদীস নেই। সময়ের বিবর্তনে এভাবেই চলতে থাকে, ভূগোল ও ভৌগোলিক সীমানার ভাঙ্গাগড়া, তবু যদি আমরা শিক্ষা গ্রহণ করতাম।

[১৩০৪] মুজরিম কাউমকে সাজা দিয়ে থাকি।

وَلَقَدْ مَكَّنّٰهُمْ فِيْمَآ اِنْ مَّكَّنّٰكُمْ فِيْهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَّاَبْصَارًا وَّاَفْـِٕدَةً فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ اَبْصَارُهُمْ وَلَآ اَفْـِٕدَتُهُمْ مِّنْ شَيْءٍ اِذْ كَانُوْا يَجْحَدُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৬. আর (আয় আহলে আরব!) সুনিশ্চিত, আমি তাদের এমন বিষয়ে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি প্রদান করেছিলাম, যে বিষয়ে (ঐ পরিমাণ) ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি তোমাদের দেইনি, তবে (তোমাদের মত) তাদের জন্য(ও) কান, চোখ ও দিল দিয়েছিলাম, কিন্তু না তাদের কান তাদের কোন কাজে এলো, না তাদের চোখ, না তাদের দিল। কারণ তারা আল্লাহ্‌র নিশান ও প্রমাণ প্রত্যাখ্যান করত, আর যে আযাব নিয়ে তারা বিদ্রূপ করত তা তাদের ঘিরে ধরেছিল।

(রুকূ. ৪)

وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرٰى وَصَرَّفْنَا الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٢٧﴾ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قُرْبَانًا اٰلِهَةً بَلْ ضَلُّوْا عَنْهُمْ وَذٰلِكَ اِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٢٨﴾ وَاِذْ صَرَفْنَآ اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ فَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوْٓا اَنْصِتُوْا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ ﴿٢٩﴾

২৭. আর (আয় আহলে আরব!) সুনিশ্চিত, আমি ধ্বংস করেছি ঐ-সমস্ত জনপদ যা তোমাদের আশেপাশে ছিল। আর বিভিন্ন নিদর্শন আমি বারবার তুলে ধরেছি যাতে তারা (শিরকের অন্ধকার থেকে তাওহীদের আলোতে) ফিরে আসে। ২৮. তো ঐ উপাস্যরা কেন তাদের সাহায্য করল না, যাদের তারা আল্লাহ্‌র (নৈকট্য অর্জনের জন্য তাঁর) পরিবর্তে ইলাহ্ বানিয়েছিল! (সাহায্য করবে কী!) বরং তারা তো (তখন) তাদের (জীবন) থেকে হারিয়েই গিয়েছিল! বস্তুত সেটা ছিল তাদের মিথ্যা অপবাদ এবং (ছিল) এমন কিছু যা তারা মনগড়া রটনা করত। ২৯. আর (আয় পেয়ারে নবী! ঐ সময়ের কথা) আপনি স্মরণ করুন, যখন একদল জ্বিনকে আমি আপনার দিকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম, এ অবস্থায় যে, তারা (আপনার) কোরআন (তিলাওয়াত) শুনছিল। তো যখন তারা ঐস্থানে পৌঁছল তখন (একে অন্যকে) বলল, তোমরা নীরব হও (এবং মনোযোগের সঙ্গে শ্রবণ কর)। যখন তিলাওয়াত সম্পন্ন হল তখন তারা আপন সম্প্রদায়ের কাছে সতর্ককারীরূপে ফিরে গেল।

قَالُوْا يٰقَوْمَنَآ اِنَّا سَمِعْنَا كِتٰبًا اُنْزِلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ وَاِلٰى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٣٠﴾ يٰقَوْمَنَآ اَجِيْبُوْا دَاعِيَ اللّٰهِ وَاٰمِنُوْا بِهٖ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٣١﴾ وَمَنْ لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْاَرْضِ وَلَيْسَ لَهٗ مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءُ اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣٢﴾

৩০. তারা বলল, আয় কাউম! আমরা তো এমন কিতাব শুনে এসেছি যা নাযিল করা হয়েছে মূসার পরে, যা তার পূর্ববর্তী (কিতাব)কে সত্যায়ন করে, আর সত্যের দিকে এবং সরল পথের দিকে পরিচালিত করে। ৩১. আয় কাউম! তোমরা আল্লাহ্‌র (পথে) আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দাও এবং তার প্রতি ঈমান আনো, তাহলে তোমাদের অনুকূলে তোমাদের পাপরাশি তিনি ক্ষমা করে দেবেন, আর তোমাদের রক্ষা করবেন যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে। ৩২. পক্ষান্তরে যে আল্লাহ্‌র দা'ঈকে কবূল না করবে, তো (শোন,) যমীনে (যেখানেই গিয়ে লুকোক, আল্লাহ্‌কে) সে অক্ষম করতে পারবে না

(এমন যে, আল্লাহ্‌র নাগালের বাইরে চলে যাবে); আর আল্লাহ্‌র বিপক্ষে তার জন্য থাকবে না কোন অভিভাবকদলও, (যারা তাকে আযাব থেকে উদ্ধার করবে)। বস্তুত ওরা সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে রয়েছে।

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ۚ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٣﴾ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ ۚ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ ۚ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٤﴾

৩৩. আচ্ছা, তারা কি (চিন্তা করে) দেখেনি যে, আল্লাহ্ যিনি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, আর সেগুলোর সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তি বোধ করেননি, তিনি কি সক্ষম নন মৃতদের পুনর্জীবিত করতে! অবশ্যই (সক্ষম), তিনি তো সবকিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান! ৩৪. আর যেদিন আহলে কুফুরকে, রাখা হবে আগুনের সামনে, (সেদিন তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে,) বল তো, এ জাহান্নাম/আযাব কি সত্য নয়, তারা বলবে, আমাদের রবের কসম, অবশ্যই সত্য! (তখন) তিনি বলবেন, তাহলে যে কুফুর তোমরা করতে তার বিপরীতে আযাব আস্বাদন কর।

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ ۚ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ۚ بَلَاغٌ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٣٥﴾

৩৫. তো (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি ছবর করুন যেমন ছবর করেছেন অটল প্রত্যয়ী রাসূলান। আর তাদের (আযাব) সম্পর্কে তাড়াহুড়া করবেন না। যে বিষয়ে তাদের হুঁশিয়ার করা হচ্ছে তা যেদিন তারা দেখবে (সেদিন কিন্তু মনে হবে,) তারা যেন (দুনিয়ার) দিবসের সামান্য এক সময়খণ্ডের বেশী অবস্থান করেনি। ব্যস, শুধু পৌঁছে দেয়া (আপনার কর্তব্য)। অনন্তর ধ্বংস তো করা হবে শুধু অবাধ্য (ও পাপাচারী) সম্প্রদায়কে।

سُورَةُ محمد ٤٧؛ مَدنية؛ آياتُها ٣٨ وركُوعاتُها ٤

৪৭-সূরা মুহম্মদ, মাদানী, আয়াত ৩৮, রুকূ ৪

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿١﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۙ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ﴿٢﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ ﴿٣﴾

রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে (শুরু)

১. যারা কুফুরে ডুবে থেকেছে, আর (লোকজনকে) আল্লাহ্‌র পথ থেকে বাধা দিয়েছে, আল্লাহ্ তাদের সমস্ত আমল নিষ্ফল করে দেবেন/দিয়েছেন। ২. আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমলে নিয়োজিত

থেকেছে, আর মুহম্মদের উপর যা নাযিল করা হয়েছে তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে, আর তা-ই তো সত্য তাদের রবের পক্ষ হতে, (তো) তাদের মন্দগুলো তিনি তাদের থেকে মোচন করে দেবেন, আর (দুনিয়া ও আখেরাতে) তাদের অবস্থা সংশোধন করে দেবেন।[১৩০৫] ৩. এগুলো এজন্য হবে যে, যারা কুফুর করেছে তারা বাতিলের অনুসরণ করেছে, আর যারা ঈমান এনেছে তারা তাদের রবের পক্ষ হতে আগত সত্যকে অনুসরণ করেছে। এভাবেই আল্লাহ (বর্তমান) লোকদের (কল্যাণের) জন্য তাদের (পূর্ববর্তীদের) বিভিন্ন অবস্থা বর্ণনা করেন।

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ ۗ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿٤﴾ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ﴿٥﴾ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ﴿٦﴾

৪. তো (আয় আহলে ঈমান! দাওয়াত ও তাবলীগ পূর্ণরূপে হওয়ার পর এখনো) যারা কুফুরে ডুবে আছে, তোমরা যখন তাদের মুখোমুখি হবে তখন (আঘাত কর তাদের,) গর্দানের আঘাত। এমনকি যখন তাদের খুব রক্তপাত করে সারবে তখন (গ্রেফ্তার করে তাদের) বাঁধন মযবূত কর। তারপর হয় (তাদের মুক্ত করে) অনুকম্পা প্রদর্শন কর, আর না হয় মুক্তিপণ (নিয়ে ছেড়ে দাও। তোমাদের প্রতি এ আদেশ) যতক্ষণ (না) যুদ্ধ তার অস্ত্রশস্ত্র/সাজসরঞ্জাম রেখে দেয়।[১৩০৬] তো ঐ হল কথা। আর আল্লাহ্ যদি চাইতেন তাহলে তিনি নিজেই তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন।[১৩০৭] কিন্তু (তিনি তোমাদের আদেশ দিয়েছেন জিহাদের,) যাতে তোমাদের কতিপয় দ্বারা কতিপয়কে পরীক্ষা করেন।[১৩০৮] তবে যারা আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত হবে, তো তিনি তাদের আমল কিছুতেই নষ্ট করবেন না।[১৩০৯] ৫. (বরং) অবশ্যই তাদের তিনি (সফলতার) গন্তব্যে পৌঁছে দেবেন, আর (কবরে, হাশরে, মীযানে, ছিরাতে, সর্বত্র) তাদের অবস্থা সন্তোষজনক রাখবেন। ৬. আর তাদের তিনি জান্নাতে দাখেল করবেন, তাদের জন্য জান্নাত তিনি পরিচিত করে দেবেন।[১৩১০]

[১৩০৫] দুনিয়াতে সংশোধন করার অর্থ হল, উত্তম থেকে উত্তম আমলের তাওফীক তিনি তাদের দেবেন, আর যাবতীয় মন্দ ও অপবিত্রতা থেকে দূরে রাখবেন। আর আখেরাতে সংশোধনের অর্থ হল, মীযানে প্রতিটি আমল খুব ভারী করে ওজন করা হবে, আযাব থেকে নাজাত দেয়া হবে, আর তাকে জান্নাতের অনন্ত সুখশান্তির অধিকারী করা হবে!

[১৩০৬] যতক্ষণ (না) যুদ্ধ শেষ হয়/যুদ্ধবিরতি ঘটে। মুসলিম উম্মাহর বর্তমান দুর্দশার সময় কোরআনের জিহাদ-বিষয়ক এসমস্ত আয়াত নিয়ে যারা উপহাস করে তারা বিভিন্ন ভূখণ্ডে জিহাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে দেখতে পারে। আর কোরআনের আয়াত নিয়ে বিদ্রূপ, সে তো যুগযুগের আহলে বাতিলের স্বভাব!

[১৩০৭] আল্লাহ্ যদি চাইতেন তাহলে নিজেই তাদের থেকে বিজয় ছিনিয়ে আনতেন।

[১৩০৮] তোমাদের পরীক্ষা হল, জিহাদে কে কেমন অবিচল থাকো, কে কেমন জানমালের কোরবানি দাও, আর কাফিরদের পরীক্ষা হল, দ্বীনের বিজয় দেখে কারা হিদায়াতের পথ গ্রহণ করে।

[১৩০৯] তারা তো শহীদ! আল্লাহ্র কাছে তো তারা জীবিত, রিযিকপ্রাপ্ত।

[১৩১০] যেন নিজেদের এলাকা, নিজেদের বাড়ী, নিজ নিজ ঠিকানা চিনে নিতে কোন অসুবিধাই হবে না। (বিকল্প তরজমা) তাদের জান্নাতে দাখেল করবেন, যার পরিচয় (দুনিয়াতেই কিতাব ও রাসূলের মাধ্যমে) তিনি তাদের জানিয়ে দিয়েছিলেন। (তো যেমন শুনেছিল তেমনি তারা দেখতে পাবে।)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ ۝٧ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَاَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ۝٨
ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَرِهُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ۝٩ اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ
مِنْ قَبْلِهِمْ ۭ دَمَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ۭ وَلِلْكٰفِرِيْنَ اَمْثَالُهَا ۝١٠ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاَنَّ الْكٰفِرِيْنَ لَا مَوْلٰى لَهُمْ ۝١١

৭. আয় আহলে ঈমান! যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে সাহায্য কর তাহলে তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন, আর তোমাদের অবস্থান সুসংহত করে দেবেন।[১৩১১] ৮. পক্ষান্তরে যারা কুফুর করেছে, তো (অবধারিতই) তাদের জন্য রয়েছে অশুভতা/মহাদুর্ভোগ। আর (আখেরাতে) তিনি তাদের সমস্ত কর্ম নিরুদ্দেশ করে দেবেন। ৯. তা এজন্য যে, আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা তারা অপছন্দ করেছিল। তাই তিনি তাদের সমস্ত আমল বেকার/নিষ্ফল/ব্যর্থ করে দিয়েছেন। ১০. তো তারা কি ভূখণ্ডে বিচরণ করে না, যাতে নযর করতে পারে, কেমন ছিল তাদের পরিণতি যারা তাদের পূর্বে ছিল! আল্লাহ্ তাদের উপর মহাধ্বংস আরোপ করেছিলেন। আর (বর্তমান আহলে কুফুর যেন নিশ্চিন্ত না হয়, কারণ) কাফিরীনের জন্য আছে ঐরূপ বিভিন্ন পরিণতি ১১. (ঐ প্রতিশ্রুতি ও হুঁশিয়ারি) এজন্য যে, আল্লাহ্ তাদের বন্ধু যারা ঈমান এনেছে, আর কাফিরীনের কোন বন্ধু নেই।

(রুকূ ২)

اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۭ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَتَمَتَّعُوْنَ وَيَاْكُلُوْنَ
كَمَا تَاْكُلُ الْاَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ۝١٢ وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ هِىَ اَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّتِيْٓ اَخْرَجَتْكَ ۚ اَهْلَكْنٰهُمْ
فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ۝١٣ اَفَمَنْ كَانَ عَلٰي بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ كَمَنْ زُيِّنَ لَهٗ سُوْۗءُ عَمَلِهٖ وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَاۗءَهُمْ ۝١٤

১২. যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমলে নিয়োজিত থেকেছে, অবশ্যই আল্লাহ্ এমন বাগবাগিচায় তাদের দাখেল করবেন, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় নহর-নালা। আর যারা কুফুর করেছে তারা (অল্প সময়ের জন্য) ভোগ করছে, আর তারা তো খায় যেমন খায় চতুষ্পদ জন্তু। আর আগুন হল (আখেরাতে) তাদের ঠিকানা। ১৩. আর (আয় পেয়ারে নবী!) কত না জনপদ ছিল, যা শক্তিতে অধিক প্রচণ্ড ছিল আপনার জনপদ থেকে, যেখান থেকে আপনাকে তারা বের করেছে। আমি তাদের ধ্বংস করেছি, তখন তাদের কোন সাহায্যকারী ছিল না।[১৩১২] ১৪. তো যিনি তাঁর রবের পক্ষ হতে এক সমুজ্জ্বল পথের উপর রয়েছেন তিনি কি তার মত হতে পারেন, যার জন্য তার মন্দ আমল শোভন করে দেখানো হয়েছে, আর তারা নিজেদের খাহেশাত/খেয়ালখুশির অনুসরণ করেছে।

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ۭ فِيْهَآ اَنْهٰرٌ مِّنْ مَّاۗءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ ۚ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهٗ ۚ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ
خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ ۚ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ۭ وَلَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ ۭ كَمَنْ هُوَ

[১৩১১] আর তোমাদের কদম জমিয়ে দেবেন/মযবূত করে দেবেন।

[১৩১২] তাহলে আপনার জনপদের লোকেরা কোন্ ভরসায় আছে যে, যে কোন উপায়ে তিনি তাদের ধ্বংস করবেন না। আর আল্লাহ্‌র কাছে তো ধ্বংস করার উপায়ের কোন অভাব নেই। সেই ধ্বংসই তো নেমে এসেছিল বদরে।

خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴿١٥﴾

১৫. মুত্তাকীনকে যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে তা এমন যে, তাতে রয়েছে, কখনো নষ্ট হয় না, এমন (বিশুদ্ধ) পানির বহু নহর এবং তার স্বাদ নষ্ট হয় না, এমন দুধের বহু নহর এবং পানকারীদের জন্য অত্যন্ত সুস্বাদু শরাবের বহু নহর, আর (তাতে রয়েছে) পরিশোধিত মধুর বহু নহর। আর তাতে তাদের জন্য রয়েছে *'সর্বফল'* এবং তাদের রবের পক্ষ হতে মাগফিরাত। (তো এই আহলে জান্নাত কি) তাদের মত হতে পারেন যারা জাহান্নামের চিরস্থায়ী বাসিন্দা, আর যাদের পান করানো হবে অতি উষ্ণ পানি, যা তাদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে।

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴿١٦﴾ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ﴿١٧﴾

১৬. আর (আয় পেয়ারে নবী!) তাদের মধ্যে কিছু আছে এমন, যারা আপনার প্রতি শ্রবণমনোযোগী হয়।[১৩১৩] কিন্তু যখন তারা আপনার কাছ থেকে বের হয় তখন, যাদের ইলম দান করা হয়েছে তাদের উদ্দেশ্যে (উপহাস করে) বলে, এইমাত্র তিনি কী বললেন! ওরাই তারা যাদের অন্তরের উপর আল্লাহ্ মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন, আর তারা তাদের খাহেশাতের পিছনে ছুটেছে/খাহেশাত অনুসরণ করেছে। ১৭. পক্ষান্তরে যারা হিদায়াত গ্রহণ করেছে, আল্লাহ্ তাদের হিদায়াত বাড়িয়ে দেবেন, আর তাদের তাক্বওয়া দান করবেন।

فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ ﴿١٨﴾ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ﴿١٩﴾

১৮. আচ্ছা, তবে কি তারা শুধু কেয়ামতের অপেক্ষা করছে যে, তাদের কাছে তা আচমকা এসে পড়বে! তো তার আলামতগুলো তো এসে পড়েছে! কিন্তু যখন তা তাদের সামনে এসেই পড়বে তখন তাদের জন্য উপদেশ গ্রহণের অবকাশ কোথায় থাকবে! ১৯. সুতরাং (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি জেনে রাখুন যে, আল্লাহ্ ছাড়া নেই কোন ইলাহ। আর ইসতিগফার করুন আপনি নিজের গোনাহের জন্য, আর মুমিনীন ও মুমিনাতের জন্যও। আর আল্লাহ্ খুব ভালো জানেন তোমাদের গতিবিধি এবং তোমাদের অবস্থানস্থল।

(রুকূ. ৩)

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ ﴿٢٠﴾ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴿٢١﴾

[১৩১৩] যারা খুব মনোযোগ দিয়ে আপনার কথা শোনে।

২০. আর (সত্যিকার অর্থে) যারা ঈমান এনেছে তারা (আকুতি প্রকাশ করে) বলে, কেন নাযিল করা হচ্ছে না (জিহাদের বিধানসম্বলিত) নতুন কোন সূরা। তো যখন সুসংহত কোন সূরা নাযিল করা হয়, আর তাতে লড়াইয়ের আলোচনা থাকে তখন আপনি দেখবেন, যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তারা আপনার দিকে তাকায় মৃত্যুভয়ে মূর্ছিত ব্যক্তির তাকাবার মত। তো তাদের জন্য হোক চরম ধ্বংস! ২১. (আহলে নিফাকের) আনুগত্য ও উত্তম কথা (হল কৃত্রিম), তো যখন জিহাদের প্রস্তুতি চূড়ান্ত হয়ে যায় তখনো যদি আল্লাহ্‌র সঙ্গে তারা সত্যতার পরিচয় দেয় (এবং নেফাক থেকে তাওবা করে জিহাদে শামিল হয়ে যায়) তাহলে তা তাদের জন্য অবশ্যই উত্তম হয়।[১৩১৪]

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿٢٢﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ
أَبْصَارَهُمْ ﴿٢٣﴾ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿٢٤﴾ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ
الْهُدَى ۙ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ﴿٢٥﴾

২২. তো যদি তোমরা (জিহাদ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে এমন হওয়ার কি আশু সম্ভাবনা আছে যে, ভূমিতে তোমরা ফাসাদ ছড়াতে শুরু করলে, আর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেললে![১৩১৫] ২৩. ওরাই তারা, আল্লাহ্ যাদের অভিসম্পাত করেছেন (এবং আপন রহমত হতে দূর করে দিয়েছেন)। অনন্তর (হিদায়াত কবূলের বিষয়ে) তাদের বধির করে দিয়েছেন এবং তাদের চোখগুলো অন্ধ করে দিয়েছেন। ২৪. আচ্ছা, তারা কি গভীরভাবে কোরআনকে ভাবে না! নাকি কিছু অন্তরে রয়েছে তার তালা! ২৫. যাদের সামনে হিদায়াত সুপ্রকাশিত হওয়ার পর (তা কবূল না করে) পিছন ফিরে চলে যায়, নিশ্চয় শয়তান তাদের প্ররোচনা দিয়েছে, আর তাদের জন্য মিথ্যা আশা জাগিয়েছে।

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴿٢٦﴾ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ
الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ﴿٢٧﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴿٢٨﴾

২৬. (এই যে মুনাফিকীনের মাহরূমি) তা এজন্য যে, আল্লাহ্‌র নাযিলকরা কিতাব যারা ঘৃণা করেছে, (ইহুদী ওলামা,) তাদেরকে মুনাফিকীন (গোপনে) বলে, কিছু বিষয়ে তো আমরা তোমাদের মান্য করব, (তবে কিছু বিষয় মান্য করতে পারবো না)[১৩১৬] তাদের এই 'গোপন করা' আল্লাহ্ খুব জানেন। ২৭. তো কেমন (শিক্ষণীয় দৃশ্য) হবে যখন ফিরেশতারা তাদের জান কব্য করবেন তাদের চেহারায়

[১৩১৪] শান্তির নিরাপদ সময়ে মুনাফিকীন তো মুখে মুখে খুব আনুগত্য দেখায় এবং উত্তম কথা বলে, তবে এসবের হাকীকত আল্লাহ্‌র জানা আছে। তারপরো তাদের জন্য সুযোগ রাখা হয়েছে খাঁটি মুমিন হয়ে যাওয়ার...

[১৩১৫] অর্থাৎ তোমাদের জিহাদ না করার কারণে ফাসাদ ও নৈরাজ্য সৃষ্টি হবে, আর আত্মীয়তার হুকূক রক্ষা করার পরিবেশ গায়েব হয়ে যাবে, আর তোমরাই হবে এর কারণ। প্রশ্নের শৈলীটি জোরালোতার জন্য, অর্থাৎ তখন এমন হওয়া অনিবার্য।

[১৩১৬] ইহুদী আলিমরা কোরআনের সত্যতা জানতো, তবু আল্লাহ্‌র রাসূলের প্রতি বিদ্বেষের কারণে তারা কোরআনের প্রতি ঘৃণা পোষণ করত, এমনকি মুনাফিকীনকে তারা বলতো, তোমরাও মান্যতা ত্যাগ কর। তখন মুনাফিকীন গোপনে ইহুদীদের বলত, তোমাদের অর্ধেক কথা তো আমরা মানব, অর্থাৎ অন্তরে তাদের সঙ্গে থাকব না, তবে মুখে মুখেও থাকতে যে নিষেধ করছ তা মানব না, মানতে পারব না। কারণ তাতে আমাদের স্বার্থ নষ্ট হয়।

ও পশ্চাদ্দেশে আঘাত করে করে! ২৮. (এই যে লাঞ্ছনা) তা এজন্য যে, আল্লাহ্‌কে নারায করার মত পথ তারা বেছে নিয়েছে,[১৩১৭] আর আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অপছন্দ করেছে। তাই তাদের সমস্ত আমল তিনি বেকার/নিষ্ফল/ ব্যর্থ করে দিয়েছেন।

(রুকূ. ৪)

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَنْ لَّنْ يُّخْرِجَ اللّٰهُ اَضْغَانَهُمْ ۝ وَلَوْ نَشَآءُ لَاَرَيْنٰكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ؕ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِيْ لَحْنِ الْقَوْلِ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَعْمَالَكُمْ ۝ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ ۙ وَنَبْلُوَاَخْبَارَكُمْ ۝

২৯. নাকি যাদের অন্তরে (নেফাকের) ব্যাধি রয়েছে তারা ভেবেছে যে, (মুমিনীনের প্রতি) তাদের (অন্তরের লুকায়িত) বিদ্বেষ আল্লাহ্ (কখনো) কিছুতেই বের/প্রকাশ করে দেবেন না! ৩০. আমি যদি ইচ্ছা করতাম অবশ্যই আপনাকে তাদের দেখিয়ে দিতাম, তখন তাদের আলামত দ্বারা অবশ্যই আপনি তাদের চিনে ফেলতেন। তবে অতিঅবশ্যই (এখনো) আপনি তাদের চিনতে পারবেন কথার সুর ও স্বরের মধ্যে। আর আল্লাহ্ তোমাদের সবার আমল সম্পর্কে খুব জানেন। ৩১. আর (আয় মুসলিমীন!) সত্যি সত্যি আমি তোমাদের পরীক্ষা করব, যাতে জেনে নেই তোমাদের মধ্য হতে (প্রকৃত) মুজাহিদীন ও ছাবিরীনকে, আর যাতে যাচাই করতে পারি তোমাদের প্রকৃত অবস্থা।[১৩১৮]

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَشَآقُّوا الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدٰى ۙ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ؕ وَسَيُحْبِطُ اَعْمَالَهُمْ ۝ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْۤا اَعْمَالَكُمْ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ مَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ۝

৩২. যারা কুফুরে ডুবে আছে এবং (মানুষকে) আল্লাহ্‌র রাস্তা থেকে বাধা দিয়ে রেখেছে, আর হিদায়াত তাদের জন্য সুপ্রকাশিত হওয়ার পরো রাসূলের সঙ্গে শত্রুতা করেছে, তারা কিন্তু কিছুতেই আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতিই করতে পারবে না, আর অচিরেই তিনি তাদের যাবতীয় আমল বেকার/নিষ্ফল করে দেবেন। ৩৩. আয় আহলে ঈমান! তোমরা আল্লাহ্‌কে মান্য কর এবং রাসূলকে মান্য কর, আর নিজেদের আমল বাতিল করে ফেলো না। ৩৪. যারা কুফুর করেছে, আর (মানুষকে) আল্লাহ্‌র রাস্তা থেকে বাধা দিয়েছে, তারপর কাফির অবস্থায় মারা গিয়েছে, তো আল্লাহ্ তাদের জন্য কিছুতেই মাগফেরাতের ফায়ছালা করবেন না।

فَلَا تَهِنُوْا وَتَدْعُوْۤا اِلَى السَّلْمِ ۖ وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ ۚ وَاللّٰهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَّتِرَكُمْ اَعْمَالَكُمْ ۝ اِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ؕ وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا يُؤْتِكُمْ اُجُوْرَكُمْ وَلَا يَسْـَٔلْكُمْ اَمْوَالَكُمْ ۝ اِنْ يَّسْـَٔلْكُمُوْهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوْا وَيُخْرِجْ اَضْغَانَكُمْ ۝

[১৩১৭] ভিন্ন তরজমা, সেটা এজন্য যে, তারা আল্লাহ্‌র নারাযির পথ অনুসরণ করেছে/সেটা এ জন্য যে, আল্লাহ্‌কে নারায করে, এমন পথ তারা অনুসরণ করেছে।

[১৩১৮] আল্লাহ্ তো সব জানেন, তাঁর তো পরীক্ষা করে জানার প্রয়োজন নেই। মতলব হল, দুনিয়ার নিয়ম রক্ষা করে জানা, যাতে মুমিনরাও তাদের জেনে যায়।

৩৫. তো (আয় আহলে ঈমান,) তোমরা হীনবল হয়ে (ভীরুতার কারণে) সন্ধির প্রতি আহ্বান জানিয়ো না। বস্তুত তোমরাই থাকবে সবার উপরে, আর আল্লাহ্ তোমাদের সঙ্গে আছেন, আর তিনি তোমাদের আমল (ও তার প্রতিফল) কিছুতেই ক্ষুণ্ন করবেন না। ৩৬. দুনিয়ার জীবন তো খেলা ও তামাশামাত্র। যদি তোমরা ঈমান আনো, আর তাক্বওয়া অবলম্বন কর তাহলে তোমাদেরকে তিনি তোমাদের প্রতিদান দেবেন, আর তোমাদের কাছে তোমাদের সম্পদ চাইতে যাবেন না। ৩৭. যদি তিনি তোমাদের কাছে তা চাইতে যান, আর তোমাদেরকে (সবকিছু) দিতে বলেন, তাহলে কিন্তু তোমরা কৃপণতা শুরু করবে, আর তখন তিনি (তোমাদের অন্তরের) বিদ্বেষ প্রকাশ করে দেবেন।[১৩১৯]

هٰٓاَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ فَمِنْكُمْ مَّنْ يَّبْخَلُ ۚ وَمَنْ يَّبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهٖ ۗ وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ ۚ وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ۙ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْٓا اَمْثَالَكُمْ ﴿٣٨﴾

৩৮. দেখো, এই তোমরাই তো এরা, তোমাদের ডাকা হয়, যাতে তোমরা আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ কর, তখন কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেউ কৃপণতা করে, আর যে কৃপণতা করে সে তো নিজেরই (উপকার-সম্ভাবনা) থেকে কৃপণতা করে। আর (শোনো,) আল্লাহ্ই ধনী, আর তোমরাই হলে দরিদ্র। আর (এত বোঝানোর পরো আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ থেকে) যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে তোমাদের পরিবর্তে অন্য কাউমকে তিনি বদল/বিকল্প বানাবেন, তখন তারা তোমাদের মত হবে না।

سُورَةُ الفتح ٤٨؛ مَدنية؛ آياتُها ٢٩ وركُوعاتُها ٤

৪৮-সূরাতুল ফাত্হ, মাদানী, আয়াত ২৯, রুকূ, ৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا ﴿١﴾ لِّيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْۢبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿٢﴾ وَّيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَزِيْزًا ﴿٣﴾ هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِيْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْٓا اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ ۗ وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿٤﴾

রাহমান, রাহীম আল্লাহ্র নামে (শুরু)

১. (আয় পেয়ারে রাসূল! হোদায়বিয়ার সন্ধি দ্বারা) আপনার জন্য সত্যি আমি সুপ্রকাশিত এক বিজয় সম্পন্ন করেছি;[১৩২০] ২. যাতে (এর বরকতে) আল্লাহ্ আপনার পিছনের ও সামনের সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেন, আর আপনার উপর তাঁর নেয়ামত পূর্ণ করে দেন, আর আপনাকে পরিচালিত করেন

[১৩১৯] অর্থাৎ আল্লাহ্র চাওয়ার কারণে তোমাদের কৃপণতা এবং তোমাদের অন্তরের বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়ে যাবে।

[১৩২০] নিঃসন্দেহে আপনাকে আমি অত্যন্ত সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি। সুস্পষ্ট বিজয় দ্বারা মক্কাবিজয় বোঝানো হয়েছে, যা হোদায়বিয়ার সন্ধির প্রায় প্রত্যক্ষ ফলরূপেই এসেছে। সুস্পষ্ট এজন্য যে, ইসলাম যে সত্য, মক্কার বিজয়ের পর সাধারণ থেকে সাধারণ মানুষের সামনেও তা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল।

সরল পথে ।[১৩১১] ৩. আর যাতে আল্লাহ্ আপনাকে সাহায্য করেন সুসংহত সাহায্য। ৪. আর তিনিই তো ঐমহান সত্তা যিনি মুমিনীনের অন্তরে/'অন্তর্জগতে' সাকীনাহ ও আত্মিক স্বস্তি অবতীর্ণ করেছেন, যাতে নিজেদের ঈমানের সঙ্গে আরো ঈমান দ্বারা তারা সুসমৃদ্ধ হয়। আর আল্লাহ্রই জন্য রয়েছে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর যাবতীয় 'লস্কর', আর আল্লাহ্ তো মহাজ্ঞানী (ও) পরম প্রজ্ঞাবান।

لِّيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظِيْمًا ۙ﴿۵﴾ وَّيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ الظَّآنِّيْنَ بِاللّٰهِ ظَنَّ السَّوْءِ ؕ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ۚ وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ؕ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ۙ﴿۶﴾

৫. (তিনি এ বিজয় দান করেছেন) যাতে মুমিনীন ও মুমিনাতকে তিনি (জান্নাতের) বাগবাগিচায় দাখেল করেন, যার তলদেশ দিয়ে *নহর-নালা* প্রবাহিত হয়। তাতে তারা চিরকাল থাকবে, আর যেন তাদের মন্দগুলো তাদের (আমলনামা) থেকে পূর্ণ মুছে দেন, আর আল্লাহ্র কাছে তো সেটাই বিরাট সফলতা। ৬. আর (তিনি এ বিজয় দান করেছেন) যাতে তিনি পূর্ণরূপে আযাব দিতে পারেন মুনাফিকীন ও মুনাফিকাত এবং মুশরিকীন ও মুশরিকাতকে, যারা আল্লাহ্ সম্পর্কে ধারণাকারী. অতি মন্দ ধারণা। মন্দের বেষ্টন ও বৃত্ত তো তাদেরই উপর (সঙ্কীর্ণ হয়ে আসে)। আর আল্লাহ্ তাদেরই উপর ক্রুদ্ধ হন, আর তাদের অভিসম্পাত দেন, আর তাদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করেছেন। আর পরিণামের দিক থেকে/গন্তব্যের বিচারে তা কত না নিকৃষ্ট!

وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۝﴿۷﴾ اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ۙ﴿۸﴾ لِّتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ ؕ وَتُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۝﴿۹﴾

৭. আর আল্লাহ্রই জন্য রয়েছে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সমস্ত লস্কর, আর আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাবান। ৮. (আয় পেয়ারে রাসূল!) অবশ্যই আমি আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষিদাতা, সুসংবাদ -দাতা ও সতর্ককারীরূপে- ৯. যাতে (হে লোকেরা! তাঁর মাধ্যমে) তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনতে পার এবং তাঁকে শক্তি যোগাতে পার এবং তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে পার, আর সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁর (নামে) তাসবীহ করতে পার।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ ؕ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ ۚ فَمَنْ نَّكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ اَوْفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝﴿۱۰﴾

[১৩১১] আপনার নিরন্তর দাওয়াত ও জিহাদের মাধ্যমেই তো মক্কাবিজয় সম্পন্ন হয়েছে, সুতরাং এখন আল্লাহ্র নিকট আপনার মর্যাদা এমনই সুউচ্চ যে, যা গোনাহ নয়, অথচ নিজের উর্ধ্বজাগতিক মহান মর্যাদার দিকে লক্ষ্য করে যেগুলোকে আপনি গোনাহ মনে করেন, অতীতের ও ভবিষ্যতের এমন সব গোনাহও মাফ করে দেয়া হয়েছে। তারপর অতীতের চেয়ে আরো অনেক বেশী নেয়ামত দান করা হয়েছে, আর মানবজাতির হিদায়াতের মাধ্যমরূপে তাঁকে আরো উচ্চস্তরে উন্নীত করা হয়েছে।

১০. (আয় পেয়ারে নবী! আপনি যতদিন তাদের মধ্যে আছেন, তারা যেন জেনে রাখে যে,) যারা আপনার হাতে বাই'আত করে তারা আসলে আল্লাহ্‌রই (কাছে) বাই'আত করে। আল্লাহ্‌র হাত (তো) তাদের হাতের উপরে রয়েছে। অনন্তর যে ভঙ্গ করে (আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে কৃত) ওয়াদা সে তা নিজেরই উপর ভঙ্গ করে।[১৩২২] আর যে পুরা করে সেই অঙ্গীকার, যা সে আল্লাহ্‌র সঙ্গে করেছে, তো অতিশীঘ্র আল্লাহ্ তাকে বিরাট প্রতিদান দেবেন।

(রুকূ. ২)

سَيَقُوْلُ لَكَ الْمُخَلَّفُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ شَغَلَتْنَاۤ اَمْوَالُنَا وَ اَهْلُوْنَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا ۚ يَقُوْلُوْنَ بِاَلْسِنَتِهِمْ مَّا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ ؕ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا اِنْ اَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ؕ بَلْ كَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿۱۱﴾

১১. (হোদায়বিয়ার সফরে) পিছিয়ে থাকা দেহাতীরা অতিসত্বর আপনাকে বলবে, আমাদের ধনসম্পদ এবং আমাদের *পরিবার-পরিজন* আমাদের ব্যস্ত করে রেখেছে (সফরে আপনার অনুগামী হওয়া থেকে)। তাই আমাদের জন্য আপনি মাগফিরাতের দু'আ করুন। নিজেদের জিহ্বায় তারা এমন কথা বলে যা তাদের অন্তরে নেই। (তো তাদের) আপনি বলুন, আচ্ছা, কে ক্ষমতা রাখে আল্লাহ্‌র বিপক্ষে তোমাদের জন্য কিছু করার, যদি তিনি তোমাদের বিষয়ে কোন ক্ষতির ইচ্ছা করেন, বা তোমাদের বিষয়ে কোন উপকারের ইচ্ছা করেন! আসল সত্য এই যে, তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে বিষয়ে পূর্ণ অবগত।

بَلْ ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّنْقَلِبَ الرَّسُوْلُ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ اِلٰۤى اَهْلِيْهِمْ اَبَدًا وَّ زُيِّنَ ذٰلِكَ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَ ظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ ۖۚ وَ كُنْتُمْ قَوْمًۢا بُوْرًا ﴿۱۲﴾ وَ مَنْ لَّمْ يُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ فَاِنَّاۤ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَعِيْرًا ﴿۱۳﴾ وَ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۱۴﴾

১২. (তোমাদের মনের কথা তো আল্লাহ্ আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন।) আসলে তো তোমরা ধারণা করেছিলে যে, রাসূল ও মুমিনীন আপন পরিবার-পরিজনের অভিমুখে আর কখনো কিছুতেই ফিরতে পারবেন না, আর এ ধারণাই প্রীতিকররূপে তুলে ধরা হয়েছিল তোমাদের অন্তরে, আর তোমরা ধারণা করেছিলে বড় নিকৃষ্ট ধারণা। বস্তুত (এরূপ বিদ্বেষপূর্ণ ও জঘন্য ধারণার কারণে) তোমরা তো হয়ে পড়েছো আযাব ও ধ্বংসের উপযুক্ত সম্প্রদায়। ১৩. আর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি যে ঈমান আনেনি, তো (সে যেন উল্লসিত না হয়, কারণ) আমি তো কাফিরীনের জন্য দাউ দাউ আগুন তৈয়ার করে রেখেছি। ১৪. আর একমাত্র আল্লাহ্‌রই জন্য (তাঁরই নিয়ন্ত্রণে) রয়েছে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর রাজত্ব। তিনি যার জন্য ইচ্ছা করেন মাগফিরাতের ফায়ছালা করেন, আবার যাকে ইচ্ছা করেন আযাব দেন। আর আল্লাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

سَيَقُوْلُ الْمُخَلَّفُوْنَ اِذَا انْطَلَقْتُمْ اِلٰى مَغَانِمَ لِتَاْخُذُوْهَا ذَرُوْنَا نَتَّبِعْكُمْ ۚ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّبَدِّلُوْا كَلٰمَ اللّٰهِ ؕ قُلْ لَّنْ تَتَّبِعُوْنَا كَذٰلِكُمْ قَالَ اللّٰهُ مِنْ قَبْلُ ۚ فَسَيَقُوْلُوْنَ بَلْ تَحْسُدُوْنَنَا ؕ بَلْ كَانُوْا لَا يَفْقَهُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿۱۵﴾

[১৩২২] এর দায় ও দায়ভার তো তাকেই বহন করতে হবে।

১৫. (আয় আছহাবে নবী!) তোমরা যখন (আল্লাহ্‌র ওয়াদাকৃত) গনীমতের (গাযওয়ার) অভিমুখে যাত্রা করবে,[১৩২৩] গনীমত হাছিল করার জন্য, (তখন হোদায়বিয়ার সফর থেকে) পিছিয়ে পড়ারা অবশ্যই (তোমাদের) বলবে, আমাদের সুযোগ দাও, তোমাদের অনুগামী হতে চাই। (এভাবে) তারা আল্লাহ্‌র 'কথা' (ও আদেশ) বদলে দিতে চায়।[১৩২৪] (তো) আপনি বলুন, তোমরা কিছুতেই আমাদের অনুগামী হতে পারবে না। তোমাদের ঐ রকমই আল্লাহ্ বলে রেখেছেন আগেই। তখন অবশ্যই তারা বলবে, (আল্লাহ্‌র বলা, এটা তো অজুহাত) বরং তোমরা আমাদের হিংসা কর, আসল কথা হল খুব অল্পই তারা উপলব্ধি করে।

قُلْ لِّلْمُخَلَّفِيْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ اِلٰى قَوْمٍ اُولِيْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ تُقَاتِلُوْنَهُمْ اَوْ يُسْلِمُوْنَ ۚ فَاِنْ تُطِيْعُوْا يُؤْتِكُمُ
اللّٰهُ اَجْرًا حَسَنًا ۚ وَاِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ⑯

১৬. দেহাতীদের মধ্য হতে *পিছিয়েপড়াদের* আপনি বলুন, অচিরেই প্রচণ্ড পরাক্রমের অধিকারী এক কাউমের অভিমুখে (যাত্রার জন্য) তোমাদের ডাকা হবে, তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে, তাদের আনুগত্য স্বীকার করা পর্যন্ত। তখন যদি তোমরা (জিহাদের ডাকে সাড়া দিয়ে) আনুগত্য প্রকাশ কর তাহলে আল্লাহ্ তোমাদের উত্তম প্রতিদান দেবেন। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নাও যেমন আগে ফিরিয়ে নিয়েছিলে (তাহলে) আল্লাহ্ তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক আযাব দেবেন।

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ ۭ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ
تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا اَلِيْمًا ⑰

১৭. (জিহাদ ও গাযওয়ায় না যাওয়ার ক্ষেত্রে) অন্ধের উপর কোন গোনাহ নেই এবং পঙ্গুর উপরো কোন গোনাহ নেই এবং অসুস্থের উপরো কোন গোনাহ নেই। আর যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে মান্য করবে, তিনি তাকে দাখেল করবেন (জান্নাতের) এমন বাগবাগিচায় যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় নহর-নালা। পক্ষান্তরে যে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাকে তিনি যন্ত্রণাদায়ক আযাব দেবেন।

(রুকূ. ৩)

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ
فَتْحًا قَرِيْبًا ⑱ وَّمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَّاْخُذُوْنَهَا ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ⑲ وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَاْخُذُوْنَهَا
فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ وَكَفَّ اَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ ۚ وَلِتَكُوْنَ اٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ⑳

১৮. সুনিশ্চিত, আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন মুমিনীনের প্রতি যখন তারা বৃক্ষটির নীচে আপনার কাছে গ্রহণ করছিল বাই'আত। তো তাদের অন্তরে যাকিছু ছিল তা তিনি জেনেছেন, তাই তিনি তাদের উপর

[১৩২৩] *গাযওয়া খায়বারের* প্রতি ইঙ্গিত। আল্লাহ্ ওয়াদা করেছিলেন, এ গাযওয়ায় আছহাবে নবী প্রচুর গনীমত...।

[১৩২৪] আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় নবীকে আদেশ করেছিলেন, খায়বারের গাযওয়ায় শুধু তারাই শামিল হবেন যারা হোদায়বিয়ার বাই'আতে রিযওয়ানে শামিল হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।

আত্মিক স্বস্তি অবতীর্ণ করলেন, আর তাদের পুরস্কার দিলেন আসন্ন বিজয়,[১৩২৫] ১৯. আর বিপুল পরিমাণ মালে গনীমত, যা তারা অর্জন করবে। আর আল্লাহ্ তো মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাবান। ২০. আল্লাহ্ তোমাদের ওয়াদা করেছেন প্রচুর গনীমতের, যা (ভবিষ্যতের বিভিন্ন জিহাদে) তোমরা অর্জন করবে, তো এ বিজয়টি তোমাদের জন্য তিনি তাড়াতাড়ি/তাৎক্ষণিক দান করেছেন, আর মানুষের হাতকে তোমাদের থেকে বিরত রেখেছেন।[১৩২৬] আর (এ-বিজয় তিনি এজন্যও দান করেছেন) যাতে মুমিনীনের জন্য তা (অন্যান্য বিজয় সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতার) আলামত হয়ে যায়, আর (যাতে এর মাধ্যমে) তোমাদের তিনি সরল পথে পরিচালিত করতে পারেন।

وَّاُخْرٰى لَمْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهَا قَدْ اَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرًا ۝ وَلَوْ قٰتَلَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوَلَّوُا الْاَدْبَارَ
ثُمَّ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ۝ سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِىْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ۝ وَهُوَ الَّذِىْ كَفَّ
اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْۢ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ۝

২১. আর অন্য একটি বিজয়ের প্রতিশ্রুতিও রয়েছে, যার উপর এখনো তোমরা সক্ষম হওনি, তবে অবশ্যই আল্লাহ্ তা (আপন কুদরতের) বেষ্টনে রেখেছেন।[১৩২৭] আর আল্লাহ্ তো সবকিছুর উপর পূর্ণ সক্ষম। ২২. আর যারা কুফুর করেছে তারা যদি তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করত (তাহলে ভীরুতার কারণে) সত্যি পিছনদিক দেখিয়ে পালাতো। তারপর তারা না পেতো কোন বন্ধু, না কোন সাহায্যকারী ২৩. (এটা) আল্লাহ্র চিরন্তন বিধান যা বিগত কাল থেকে চলে এসেছে, আর তুমি আল্লাহ্র চিরন্তন বিধানে কোন পরিবর্তন পাবে না ২৪. আর তিনিই (ঐ-মহান সত্তা) যিনি *'মক্কার উদরে'* ফিরিয়ে রেখেছেন তাদের হাত তোমাদের (কতল) থেকে, আর তোমাদের হাত তাদের (কতল) থেকে, তাদের উপর তোমাদের ক্ষমতা নিশ্চিত করার পর।[১৩২৮] আর যাকিছু তোমরা করছিলে তা আল্লাহ খুব দেখছিলেন!

هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْىَ مَعْكُوْفًا اَنْ يَّبْلُغَ مَحِلَّهٗ ؕ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ وَنِسَآءٌ
مُّؤْمِنٰتٌ لَّمْ تَعْلَمُوْهُمْ اَنْ تَطَـُٔوْهُمْ فَتُصِيْبَكُمْ مِّنْهُمْ مَّعَرَّةٌۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ لِيُدْخِلَ اللّٰهُ فِىْ رَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۚ
لَوْ تَزَيَّلُوْا لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝

২৫. তারাই তো ঐ চক্র যারা কুফুর করেছে, আর মসজিদে হারাম থেকে তোমাদের বাধা দিয়ে

[১৩২৫] বাই'আতে রিযওয়ানের প্রতি ইঙ্গিত, যা সীরাতের খুব প্রসিদ্ধ ও মর্মস্পর্শী ঘটনা। তো জিহাদ ও শাহাদাতের এই বাই'আতের প্রতি ছাহাবা কেরামের জোশ ও জাযবা ছিল, আল্লাহ্ তা জেনেছেন এবং মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে আসন্ন গাযওয়া খায়বারের বিজয় ও গনীমতের সুসংবাদ দিয়েছেন।

[১৩২৬] আর এ বিজয়টি সহজ করার জন্য আহলে খায়বারের ইহুদীদের দিলে এমন ভীতি সৃষ্টি করেছিলেন যে, অস্ত্রের দিকে হাত বাড়াবার তাদের তেমন সাহসই হয়নি।

[১৩২৭] এটি হল মক্কাবিজয়ের প্রতি ইঙ্গিত, যা খায়বার জয়ের কিছু পরেই ওয়াদামত আল্লাহ্ দান করেছেন।

[১৩২৮] بَطْن মানে উদর, বাতনে মাক্কা দ্বারা উদ্দেশ্য হল মূল মক্কার অন্তর্ভুক্ত অংশ, যা মক্কার খুব কাছে, অর্থাৎ হোদায়বিয়া। এখানে উভয় পক্ষকে আল্লাহ্ যুদ্ধ থেকে এবং ভয়াবহ রক্তপাত থেকে বিরত রেখেছেন, অথচ মুমিনীন জয়ের অবস্থানে ছিলেন।

রেখেছে এবং আবদ্ধ অবস্থায় হাদীগুলোকেও তার স্থানে (মিনায়) পৌঁছতে (বাধা দিয়েছে),[১৩২৯] আর যদি (মক্কায়) কিছু মুমিন পুরুষ এবং কিছু মুমিন নারী না থাকতো, যাদের সম্পর্কে তোমরা জানো না যে, (কাফিরীনের সঙ্গে) তাদেরও পিষে ফেলতে, ফলে তাদের কারণে না জানায় তোমরা লজ্জাগ্রস্ত হতে। (কিন্তু আল্লাহ্ তা হতে দেননি) যাতে আল্লাহ্ যাকে চান আপন রহমতে দাখেল করেন। যদি দুর্বল মুমিনীন-মুমিনাত (সেখান থেকে) সরে যেতো তাহলে আহলে মক্কা থেকে যারা কুফুর করেছে তাদের অবশ্যই আমি যন্ত্রণাদায়ক আযাব দিতাম।

اِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَ
اَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى وَكَانُوْٓا اَحَقَّ بِهَا وَاَهْلَهَا ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ﴿۲۶﴾

২৬. যারা কুফুর করেছে তারা যখন তাদের অন্তরে অহমিকাকে, জাহেলী যুগের অহমিকাকে স্থান দিলো তখন আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের উপর এবং মুমিনীনের উপর আপন সাকীনাহ (ও আত্মিক প্রশান্তি) অবতীর্ণ করলেন, আর তাদের উপর তাক্বওয়ার 'বচন' আরোপ করলেন, আর তারা তো তাক্বওয়ার বেশী হকদার ছিল এবং আহলে তাক্বওয়া ছিল।[১৩৩০] আর আল্লাহ্ তো সর্ববিষয়ে পূর্ণ জ্ঞাত।

(রুকূ. ৪)

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ ۚ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ۙ مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ ۙ
لَا تَخَافُوْنَ ؕ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا ﴿۲۷﴾ هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ
الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ﴿۲۸﴾

২৭. সুনিশ্চিত যে, আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে বাস্তবেই সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছেন যে, আল্লাহ্ চাহে তো সত্যি সত্যি তোমরা নিরাপদে মসজিদুল হারামে দাখেল হবে, নিজেদের মাথা কামানো অবস্থায়, আর চুল ছাটাই অবস্থায়, (আর) তোমরা (কোনকিছুর) ভয় করবে না। আর আল্লাহ্ এমন কিছু জেনেছেন যা তোমরা জাননি। তাই ঐ স্বপ্নপূরণের আগে একটি আসন্ন বিজয় তিনি নির্ধারণ করলেন।[১৩৩১] ২৮. তিনিই ঐমহান সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে সুপথ ও সত্য দ্বীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, যাতে ঐ সত্য দ্বীনকে সমস্ত দ্বীনের উপর বিজয়ী করেন। আর (শুরু থেকে শেষ, সমস্ত বিষয়ের) সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗٓ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ

[১৩২৯] নবী ও আছহাবে নবী সবার উদ্দেশ্য ছিল ওমরা এবং আল্লাহ্র ঘরের তাওয়াফ, এজন্য তাদের সঙ্গে হাদী ছিল, কিন্তু দুষ্টরা তাঁদেরকে মসজিদুল হারাম থেকে বাধা দিয়েছিল, আর হাদীগুলোকেও যবেহ-এর স্থানে নিয়ে যেতে বাধা দিয়েছিল। তখন সেখানেই যবেহ করে সবাই হালাল হয়েছিলেন। আয়াতে সেদিকেই ইঙ্গিত।

[১৩৩০] কোরায়শ তো ছিল জাহেলী যুগের যুদ্ধ-উন্মাদনার চরমে, আছহাবে নবীরও জোশ-গায়রাত কম ছিল না, কিন্তু আল্লাহ্র রহমতে তাঁরা সংযম রক্ষা করেছেন,ফলে আহলে মক্কা বড় বিপর্যয় থেকে বেঁচেছে। তো এখানে আছহাবে নবীর প্রশংসা রয়েছে।

[১৩৩১] খায়বারের বিজয়ের প্রতি ইঙ্গিত।

وَرِضْوَانًا ۖ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ ۚ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾

২৯. মুহম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূল। আর যারা তাঁর সঙ্গে রয়েছেন তারা কাফিরীনের উপর তো কঠিন, তবে নিজেদের মধ্যে (তারা পরস্পরের প্রতি) সদয়। তাদের তুমি দেখতে পাবে রুকু-সিজদার অবস্থায়। তারা আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি সন্ধান করে। তাদের বিশেষ নিশানা রয়েছে তাদের মুখমণ্ডলে (ললাটে) সিজদার প্রভাবে। সেটাই হল তাদের উদাহরণ তাওরাতে এবং তাদের উদাহরণ ইন্‌জীলে; যেন একশস্যক্ষেত্র যা তার কুঁড়ি বের করল, অনন্তর তা শক্ত করল, অনন্তর তা পুষ্ট হল, অনন্তর তা নিজের কাণ্ডের উপর এমন সোজা হল যে, তা কৃষকদের মুগ্ধ করে,[১৩৩১] (এটা এজন্য যে,) যাতে মুমিনীনের উন্নতি দ্বারা কাফিরীনকে তিনি জ্বালা ধরিয়ে দেন। আহলে মক্কা থেকে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক নেক আমল করেছে তাদের জন্য আল্লাহ্ মাগফিরাত ও মহাপুরস্কারের ওয়াদা করেছেন।

سُورَةُ الحجرات ٤٩؛ مَدنية؛ آياتُها ١٨ وركُوعاتُها ٢

৪৯-সূরাতুল হুজুরাত, মাদানী, আয়াত ১৮, রুকূ ২

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٢﴾

রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে (শুরু)

১.আয় আহলে ঈমান! আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সামনে (কোন বিষয়ে নিজেদের) তোমরা আগে বাড়িয়ে দিয়ো না,[১৩৩২] আর তোমরা আল্লাহ্‌কে সমীহ কর। অবশ্যই আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত। ২. আয় আহলে ঈমান! তোমরা রাসূলের আওয়াযের উপর নিজেদের আওয়ায উঁচু কর না এবং তাঁর সঙ্গে উচ্চ স্বরে কথা বলো না, তোমাদের একে অপরের সঙ্গে স্বর উচ্চ করার মত, যেন তোমাদের আমল নিষ্ফল না হয়ে যায়, এমনভাবে যে, তোমরা অনুভবও করতে পারো না।

إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ ۚ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ

[১৩৩১] একই বর্ণনা প্রায় একই ভাষায় দেখুন মার্ক (৪ : ২৬-২৯) এবং লুক (১৩ : ১৮-২৯)

[১৩৩২] এক ঘটনায় আল্লাহ্‌র নবী কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই হযরত আবূ বকর রা. একটা প্রস্তাব দিলেন, হযরত ওমর রা. ভিন্ন প্রস্তাব দিলেন, আর দু'জনের মধ্যে কথা বিনিময় হলে উভয়ের আওয়ায বেশ উঁচু হল। এ সমস্ত প্রসঙ্গে এখানে মুমিনীনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ, যা এ যুগে নায়েবে নবীগণের ক্ষেত্রেও প্রজোয্য।

عَظِيْمٌ ۞ اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرٰتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ۞ وَ لَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ
اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۞

৩. আল্লাহ্‌র রাসূলের সামনে যারা নিজেদের আওয়ায নীচু রাখে, নিশ্চয় ওরাই এমন লোক, আল্লাহ্ যাদের কলবকে তাক্বওয়ার জন্য পরীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচন করেছেন। তাদের জন্য মাগফিরাত ও মহাপ্রতিদান রয়েছে। ৪. (আয় পেয়ারে নবী!) যারা আপনাকে হুজরাগুলোর পিছন থেকে ডাক দেয় তাদের অধিকাংশ আকল রাখে না– ৫. অথচ যদি তারা ছবর করত তাদের উদ্দেশ্যে আপনি বের হয়ে আসা পর্যন্ত (তাহলে) তা তাদের জন্য উত্তম হত। তবে আল্লাহ্ মহাক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْۤا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًۢا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ ۞
وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ فِيْكُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ؕ لَوْ يُطِيْعُكُمْ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَ زَيَّنَهٗ
فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَ كَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الرّٰشِدُوْنَ ۞

৬. আয় আহলে ঈমান! যদি কোন ফাসিক কোন খবর নিয়ে তোমাদের কাছে আসে তাহলে তোমরা উত্তমরূপে যাচাই করে নাও, যেন অজ্ঞতাবশত কোন গোষ্ঠীকে আক্রমণ না করে বসো, তারপর যা করেছ তার উপর লজ্জিত হও।[১৩৩৪] ৭. জেনে রাখো যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র রাসূল রয়েছেন। তিনি যদি বহু বিষয়ে তোমাদের মান্য করেন তাহলে তোমরাই সঙ্কটে পড়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ্ (আপন অনুগ্রহে) তোমাদের কাছে ঈমানকে প্রিয়তা দান করেছেন এবং তোমাদের অন্তরে তা শোভন করেছেন, আর তোমাদের কাছে কুফুর ও পাপাচার ও অবাধ্যতাকে ঘৃণিত করেছেন। ওরাই হল সুমতির অধিকারী।–

فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَ نِعْمَةً ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۞ وَ اِنْ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ۚ فَاِنْۢ بَغَتْ
اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْٓءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ فَآءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَ
اَقْسِطُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۞ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۞

৮. আল্লাহ্‌র দয়া ও দানে (এটা হতে পেরেছে)। আর সত্যি আল্লাহ্ পূর্ণ জ্ঞাত, পরম প্রজ্ঞাবান ৯. আর যদি মুমিনদের দুই দল লড়াই-বিবাদে জড়িয়ে পড়ে তাহলে তোমরা উভয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। অনন্তর যদি তাদের একটি অপরটির উপর চড়াও হয় তাহলে তোমরা ঐ-দলটির বিরুদ্ধে লড়াই কর যে চড়াও হয়েছে,[১৩৩৫] যতক্ষণ (না) ঐ-দলটি আল্লাহ্‌র হুকুমের দিকে ফিরে আসে। তো যদি ফিরে আসে তাহলে উভয়ের মধ্যে সমঝোতা করে দাও ন্যায়ভাবে, আর তোমরা ন্যায়নিষ্ঠ হও। আল্লাহ্ তো ন্যায়নিষ্ঠদের ভালোবাসেন। ১০. মুমিনীন তো পরস্পর ভাই ভাই। তো তোমরা তোমাদের দু' ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দাও, আর তোমরা আল্লাহ্‌কে সমীহ কর, যাতে তোমাদের দয়া করা হয়।

[১৩৩৪] একবার একঘটনায় যাচাই অনুসন্ধান না করে তথ্য গ্রহণ করার ফলে বড় দুর্ঘটনা ঘটার উপক্রম হয়েছিল, সে প্রসঙ্গেই মুমিনীনকে সতর্ক করে সাধারণ একটি উপদেশ দেয়া হয়েছে।

[১৩৩৫] চড়াও হওয়া মানে বাড়াবাড়ি করা, সীমালঙ্ঘন করা, হামলে পড়া, হানাদারি করা।

(রুকূ. ২)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ۭ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ⑪

১১. আয় আহলে ঈমান! একদল পুরুষ যেন অন্যদল পুরুষকে উপহাস না করে। খুবই সম্ভব যে, যাদের উপহাস করা হল তারা তাদের চেয়ে উত্তম, আর একদল নারীও যেন অন্যদল নারীকে উপহাস না করে। খুবই সম্ভব যে, তারা তাদের চেয়ে উত্তম হবে। আর তোমরা নিজেদের (পরস্পর) দোষারোপ কর না, আর পরস্পর মন্দ উপাধি ছোঁড়াছুঁড়ি কর না।[১৩৩৬] ঈমানের পর কত না নিকৃষ্ট শব্দ হচ্ছে ফিসক (ও পাপাচার)। আর যারা (এমন সুস্পষ্ট উপদেশের পরো) তাওবা না করবে, তো ওরাই হল যালিম– (অন্যের উপর এবং নিজের উপর) অবিচারকারী।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ۡ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ۭ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ۭ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ⑫ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۗىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۭ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ⑬

১২. আয় আহলে ঈমান! বহু ধারণা তোমরা পরিহার করে চল। কিছু ধারণা তো রীতিমত গোনাহ। আর তোমরা (কারো গোপন ত্রুটি) খুঁজে বের করতে যেয়ো না, আর তোমাদের কতিপয় যেন কতিপয়ের গীবত (ও দোষচর্চা) না করে। তোমাদের একজন কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে! তা তো তোমরা ঘৃণাই করবে![১৩৩৭] আর তোমরা আল্লাহ্‌কে সমীহ কর। সত্যি আল্লাহ্ অতি তাওবা কবূলকারী, পরম দয়ালু। ১৩. হে লোকসকল! আমি তো তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন নারী হতে, আর তোমাদের আমি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার।[১৩৩৮] সত্য এই যে, আল্লাহ্‌র নিকট তোমাদের সবচে' মর্যাদাবান হলেন (যিনি) তোমাদের সবচে' মুত্তাকী। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ পূর্ণ জ্ঞাত, পূর্ণ অবগত।

قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا ۭ قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْٓا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ ۭ وَاِنْ تُطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَا يَلِتْكُمْ مِّنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْـــًٔا ۭ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ⑭ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ

১৩৩৬ আর একে অন্যকে মন্দ উপাধিতে ডেকো না।

১৩৩৭ কারো গীবত করা মৃত অবস্থায় তার গোশত খাওয়ার মতই ঘৃণ্য। সুতরাং ঐ রকম ঘৃণার সঙ্গে গীবত থেকে দূরে থাকা উচিত। বস্তুত দোষ তো অনেক আছে, এবং সেগুলোর মন্দ প্রভাবও কম নয়, তবে মানুষের চরিত্রে এবং সমাজে গীবতের মত জঘন্য দোষ আর কিছু নেই। তাই এক্ষেত্রে সবচে' ঘৃণ্য একটি বিষয়কে উপমারূপে আনা হয়েছে।

১৩৩৮ এর চেয়ে মূর্খতা আর কী হতে পারে যে, এমন একটি নেয়ামতকে ব্যবহার করা হচ্ছে, জাতিগত হানাহানি ও দাঙ্গা-ফাসাদ সৃষ্টির অপরাধে! হায়রে মানুষ! হায়রে মানুষের পাশবিকতা ও বর্বরতা!

لَمْ يَرْتَابُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ۝

১৪. (কিছু) দেহাতী বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আপনি (তাদের) বলুন, তোমরা (আসলে) ঈমান আনোনি, তবে বল, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি।[১৩৩৯] ঈমান এখনো তোমাদের অন্তরে দাখেল হয়নি। আর যদি তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে মান্য কর তাহলে আল্লাহ্ তোমাদের কর্মগুলো থেকে কোন কিছু কমাবেন না। আল্লাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ১৫. মুমিনীন তো তারা যারা (অন্তরের সঙ্গে) আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, তারপর (দ্বীনের কোন বিষয়ে) সন্দেহগ্রস্ত হয়নি, আর তারা নিজেদের মাল ও জান নিয়ে আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করেছে। ওরাই হল (ঈমানের দাবীতে) সত্যবাদী।

قُلْ اَتُعَلِّمُوْنَ اللّٰهَ بِدِيْنِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝ يَمُنُّوْنَ عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمُوْا ؕ قُلْ لَّا تَمُنُّوْا عَلَيَّ اِسْلَامَكُمْ ۚ بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ هَدٰىكُمْ لِلْاِيْمَانِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

১৬. (আয় পেয়ারে নবী! ঐ দেহাতীদের) আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহ্কে তোমাদের দ্বীনের বিষয়টি শেখাতে চাও! অথচ আল্লাহ্ জানেন, যাকিছু আকাশমণ্ডলে আছে এবং যাকিছু পৃথিবীতে আছে! আর আল্লাহ্ সমস্ত বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞাত। ১৭. ইসলাম গ্রহণ করা নিয়ে তারা আপনার প্রতি অনুগ্রহ ফলায়। আপনি বলুন, তোমরা আমার উপর অনুগ্রহ ফলিও না তোমাদের ইসলামের; বরং আল্লাহ্ তোমাদের উপর অনুগ্রহের কথা বলতে পারেন এ-জন্য যে তিনি তোমাদের ঈমানের পথ দেখিয়েছেন। যদি তোমরা সত্যবাদী হও (তাহলে অনুগ্রহের বিষয়টি বুঝতে চেষ্টা কর)। ১৮. আল্লাহ্ তো আকাশমণ্ডলের এবং পৃথিবীর সমস্ত গায়ব জানেন। আর যাকিছু তোমরা করছো, আল্লাহ্ তা পুরোপুরি দেখেন।

سُورَةُ ق ٥٠؛ مَكِية؛ آياتُها ٤٥ وركُوعاتُها ٣

৫০-সূরা ক্বাফ, মাক্কী, আয়াত ৪৫, রুকূ ৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قٓ ۟ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ ۝ بَلْ عَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا شَيْءٌ عَجِيْبٌ ۝ ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ۚ ذٰلِكَ رَجْعٌۢ بَعِيْدٌ ۝ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ ۚ وَعِنْدَنَا كِتٰبٌ حَفِيْظٌ ۝ بَلْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِيْٓ اَمْرٍ مَّرِيْجٍ ۝

[১৩৩৯] মুমিন পরিচয়ের জন্য খাঁটি অন্তরে বিশ্বাস গ্রহণ করা জরুরি। পক্ষান্তরে মৌখিক ঈমানের পরো আমলের বিচারে মুসলিম পরিচয় গ্রহণ করা যায়। যেমন মুনাফিকরা মুমিন নয়, তবে যেহেতু কিছু হলেও নামাযরোযা করে সেহেতু তাদের মুসলিম বলা যায়।

রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে (শুরু)

১.ক্বাফ। মর্যাদাপূর্ণ কোরআনের কসম! (নবীর প্রতি কাফিরীনের অস্বীকৃতি নয় কোন দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে,)[১৩৪০] ২. বরং তারা অবাক হয়েছে যে, তাদের কাছে তাদেরই মধ্য হতে একজন সতর্ককারী এসেছেন, (এটা কীভাবে হতে পারে!) তাই কাফিরীন বলে দিলো, এ তো বড় অবাক বিষয়! ৩. (তারা আরো বলল,) আমরা যখন মারা যাবো এবং মাটিতে পরিণত হবো (তখনো কি আমাদের পুনর্জীবিত করা হবে!) সেটা কিন্তু বড় দূরবর্তী/বড় অসম্ভব প্রত্যাবর্তন![১৩৪১]

৪. (কেন তারা পুনর্জীবন অসম্ভব মনে করে।) আমি তো জানি, ভূমি তাদের (দেহ) থেকে কী পরিমাণ ক্ষয় করে! আর আমার কাছে তো এক সংরক্ষণকারী কিতাব রয়েছে! [১৩৪২] ৫. (তারা তো বিস্ময়বোধ করেই ক্ষান্ত নয়,) বরং তারা তো সত্য বিষয়কে[১৩৪৩] মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে যখন তাদের কাছে তা এসেছে। ফলে তারা একটি দোদুল্যমান অবস্থার মধ্যে রয়েছে, (কখনো অবাক হওয়া, কখনো প্রত্যাখ্যান করা!)

أَفَلَمْ يَنظُرُوٓا۟ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَٰهَا وَزَيَّنَّٰهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ ۝٦ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَٰهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَٰسِىَ
وَأَنۢبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍۭ بَهِيجٍ ۝٧ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ۝٨ وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً مُّبَٰرَكًا فَأَنۢبَتْنَا
بِهِۦ جَنَّٰتٍ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ ۝٩ وَٱلنَّخْلَ بَاسِقَٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ ۝١٠ رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ ۙ وَأَحْيَيْنَا بِهِۦ بَلْدَةً مَّيْتًا ۚ كَذَٰلِكَ ٱلْخُرُوجُ ۝١١

৬. (আসল বিষয় তো হল আমার কুদরত!) তো (আমার কুদরত বোঝার জন্য) তারা কি তাদের উপরে বিদ্যমান আকাশের দিকে তাকায়নি, কীভাবে আমি তা নির্মাণ করেছি এবং তাকে সাজিয়েছি! আর তাতে তো কোন রকম ফাটল নেই! ৭. আর (আকাশ যেমন আমার কুদরতের বিষয় তেমনি পৃথিবীও তো আমার কুদরতের বিষয়!) পৃথিবীকে আমি বিস্তার দান করেছি, আর তাতে স্থাপন করেছি স্থির অটল পাহাড়সমস্ত, আর তাতে উদ্গত করেছি সর্বপ্রকার দৃষ্টিনন্দন উদ্ভিদ। ৮. (এগুলো করেছি) যাতে (আল্লাহ্‌র প্রতি) নিবেদিত প্রত্যেক বান্দার জন্য তা হতে পারে জ্ঞান-পর্যালোচনা ও উপদেশ। ৯. আর (আমার কুদরতের আরেকটি প্রকাশ এই যে,) আমি আকাশ থেকে কল্যাণপূর্ণ পানি/বৃষ্টি অবতারণ/বর্ষণ করেছি, অনন্তর তা দ্বারা উদ্গত করেছি বাগবাগিচা ও পরিপক্ব শস্যদানা। ১০. আর উঁচু উঁচু খেজুরবৃক্ষ, যার জন্য রয়েছে গুচ্ছ গুচ্ছ খেজুরের কাদি, ১১. বান্দাদের জন্য রিযিকস্বরূপ। আর পানি দ্বারা আমি জনপদের মৃত ভূমিকে জীবিত করেছি।[১৩৪৪] এভাবেই তো হবে (কবর থেকে মানুষের দ্বিতীয়বার জীবিত হয়ে) বের হওয়া!

১৩৪০ বন্ধনীর অংশটি এসেছে ব্যাকরণগত প্রয়োজনে, জাওয়াবুল কসমরূপে, অর্থাৎ কসমের বিষয়বস্তুরূপে।

১৩৪১ প্রথমত এটাই অবাক বিষয় যে, নবী ও রাসূল ফিরেশতা না হয়ে, হবেন আমাদেরই মত সাধারণ মানুষ! রাসূল নিজেই বিস্ময়কর, তদুপরি যে বার্তা তিনি নিয়ে এসেছেন, পুনর্জীবনের বার্তা, তা তো আরো বিস্ময়কর।

১৩৪২ যদিও সংরক্ষণকারী কিতাবের আমার কোন প্রয়োজন নেই, আমার অসীম ইলমই আমার জন্য যথেষ্ট, তবু কিতাবে সংরক্ষণ করেছি মানবের কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থাস্বরূপ!

১৩৪৩ নবুয়ত ও রিসালাতের সত্যতা, পুনরুত্থানের সত্যতা এবং অন্যান্য সকল বিষয়ের সত্যতা, যার সম্পর্ক হল গায়বের সঙ্গে।

১৩৪৪ আর পানি দ্বারা আমি মৃত শহরকে জীবন দান করেছি।

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَّ اَصْحٰبُ الرَّسِّ وَ ثَمُوْدُ ﴿۱۲﴾ وَ عَادٌ وَّ فِرْعَوْنُ وَ اِخْوَانُ لُوْطٍ ﴿۱۳﴾ وَّ اَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ وَ قَوْمُ
تُبَّعٍ ؕ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيْدِ ﴿۱۴﴾ اَفَعَيِيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ ؕ بَلْ هُمْ فِيْ لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ﴿۱۵﴾

১২. (আহলে কোরায়শ যেমন নবীকে প্রত্যাখ্যান করছে তেমনি) তাদের আগে নূহের কাউম এবং রাস-এর বাসিন্দারা[১৩৪৫] এবং ছামূদও ঝুটলিয়েছে। ১৩. এবং আদ এবং ফির'আউন এবং লূতের সম্প্রদায়। ১৪. এবং আয়কার অধিবাসীগণ[১৩৪৬] এবং তুব্বার সম্প্রদায়,[১৩৪৭] (এরা) প্রত্যেকে রাসূলানকে ঝুটলিয়েছে. ফলে (আযাবের বিষয়ে) আমার হুঁশিয়ারি সত্য/কার্যকর হয়েছে। ১৫. আচ্ছা, তবে কি আমি প্রথম সৃষ্টির কারণে শ্রান্ত হয়ে পড়েছি! (না, তা তো নয়,) বরং তারাই নতুন (ও পুনঃ)সৃষ্টি সম্পর্কে বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে।

(রুকূ. ২)

وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ ۚ وَ نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ﴿۱۶﴾ اِذْ يَتَلَقَّى
الْمُتَلَقِّيٰنِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَ عَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ ﴿۱۷﴾ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ﴿۱۸﴾ وَ جَآءَتْ سَكْرَةُ
الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ؕ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ ﴿۱۹﴾ وَ نُفِخَ فِي الصُّوْرِ ؕ ذٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ ﴿۲۰﴾

১৬. আর সুনিশ্চিত, মানুষকে আমি সৃষ্টি করেছি। আর তার নফস তাকে যাকিছু ওয়াসওয়াসা দেয় তা আমি জানি। আর আমি (তার) স্কন্ধশিরার চেয়েও তার বেশী নিকটবর্তী। ১৭. (ঐ সময়টি স্মরণ রেখো) যখন দুই গ্রহণকারী (ফিরেশতা) ডানে ও বামে বসে (মানুষের নেক আমল ও বদ আমল) গ্রহণ করতে থাকে (আমলনামায় তা লেখার জন্য)। ১৮. মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, (তা সংরক্ষণ করার জন্য) তার কাছে একজন সদাতৎপর প্রহরী নিযুক্ত রয়েছে। ১৯. আর মৃত্যুযন্ত্রণা সত্যি সত্যি (প্রত্যেক মৃত্যপথযাত্রীর নিকট) আসবে। (আর তাকে বলা হবে, যদি সে বদ মানুষ হয়), এ তো সেই জিনিস যা থেকে তুমি পালাতে চাইতে। ২০. আর শিঙায় ফুঁক দেয়া হবে। সেটাই হল সেই দিন যার সম্পর্কে হুঁশিয়ারি দেয়া হয়েছে।

وَ جَآءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآئِقٌ وَّ شَهِيْدٌ ﴿۲۱﴾ لَقَدْ كُنْتَ فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ
حَدِيْدٌ ﴿۲۲﴾ وَ قَالَ قَرِيْنُهٗ هٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيْدٌ ﴿۲۳﴾ اَلْقِيَا فِيْ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيْدٍ ﴿۲۴﴾ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيْبِ ﴿۲۵﴾
الَّذِيْ جَعَلَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَاَلْقِيٰهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيْدِ ﴿۲۶﴾

২১. আর (সেদিন) প্রতিটি প্রাণ এ অবস্থায় আসবে যে, তার সঙ্গে থাকবে একজন, যে (তাকে) হাঁকিয়ে

[১৩৪৫] الرس অর্থ কূপ। ইয়ামামা অঞ্চলের একটি কূপকে কেন্দ্র করে একটি জনপদ গড়ে উঠেছিল, তাদের বলা হয় আছহাবুর্-রাস বা রাস-এর বাসিন্দাগণ।

[১৩৪৬] الأيكة মানে ঘনবৃক্ষের বন। হযরত শো'আইব আ.র সম্প্রদায়। তাদের জনপদ ছিল ঘনবৃক্ষের বনের পাশে। তাই তাদের বলা হয় আছহাবুল আয়কাহ।

[১৩৪৭] ইয়ামানের হিময়ার রাজবংশের রাজাদের উপাধি।

নেবে, আরেকজন, যে (তার আমল সম্পর্কে) সাক্ষি দেবে। ২২. (আর তাকে বলা হবে, যদি সে বদ হয়,) তুমি তো এ বিষয়ে গাফলতের মধ্যে ছিলে। এখন আমি তোমার থেকে উন্মোচন করেছি তোমার (উপর পড়ে থাকা) পর্দা। তো (দেখো তো) তোমার দৃষ্টি আজ কত প্রখর! ২৩. আর (তার পর) তার সঙ্গী (ফিরেশতা, যে তার সঙ্গে থাকতো, তাকে) বলবে, এ হল আমলনামা যা আমার কাছে পূর্ণ প্রস্তুত। ২৪. (ঐ দুই ফিরেশতাকে বলা হবে, যদি সে বদ হয়) তোমরা দু'জন নিক্ষেপ কর জাহান্নামে প্রত্যেক ঘোর কাফিরকে, (সত্যের প্রতি) চরম হঠকারিকে- ২৫. সৎকর্মে অতি বাধাদানকারী, সীমালঙ্ঘনকারী, (সত্যের মধ্যে) সন্দেহ সৃষ্টিকারীকে, ২৬. যে আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য ইলাহ নির্ধারণ করেছিল। তো তাকে তোমরা দু'জন কঠিন আযাবে নিক্ষেপ কর।

قَالَ قَرِيْنُهٗ رَبَّنَا مَآ اَطْغَيْتُهٗ وَلٰكِنْ كَانَ فِيْ ضَلٰلٍۢ بَعِيْدٍ ﴿٢٧﴾ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوْا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ اِلَيْكُمْ بِالْوَعِيْدِ ﴿٢٨﴾
مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَآ اَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿٢٩﴾

২৭. (যখন জাহান্নামী তাদের দোষারোপ করবে যারা তাকে গোমরাহ করেছে, আর তাদের মধ্যে তার সঙ্গী শয়তানও থাকবে,) তার সঙ্গী (শয়তান) বলবে, (ইয়া) রাব্বানা! আমি তো তাকে (বলপূর্বক) বিপথগামী করিনি, তবে সে (নিজের ইচ্ছাতেই) বহু দূরের ভ্রান্তিতে লিপ্ত ছিল। ২৮. আল্লাহ্ বলবেন, আমার এখানে তোমরা ঝগড়া কর না। আমি তো তোমাদের দিকে আগেই হুঁশিয়ারি পাঠিয়েছি। ২৯. আমার এখানে কথার কোন রদবদল করা হবে না, আর না আমি বান্দাদের উপর খুব যুলুমকারী।

(রুকূ. ৩)

يَوْمَ نَقُوْلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَاْتِ وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ ﴿٣٠﴾ وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ غَيْرَ بَعِيْدٍ ﴿٣١﴾ هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ
لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيْظٍ ﴿٣٢﴾ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبِ ﴿٣٣﴾ ادْخُلُوْهَا بِسَلٰمٍ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُوْدِ ﴿٣٤﴾ لَهُمْ
مَّا يَشَآءُوْنَ فِيْهَا وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ ﴿٣٥﴾

৩০. (স্মরণ কর ঐ) দিনটি, যখন আমি জাহান্নামকে বলবো, তুমি কি পূর্ণ হয়েছো, আর সে বলবে, বাড়তি আরো আছে কী? ৩১. আর মুত্তাকীনের জন্য জান্নাত নিকটবর্তী করা হবে, যা খুব দূরবর্তী নয়। ৩২. (আর তাদের বলা হবে,) এটা তো সেই জান্নাত যার ওয়াদা দেয়া হয়েছে তোমাদেরকে, গোনাহ থেকে সংযমী প্রত্যেক আল্লাহ্‌মুখীকে- ৩৩. রাহমানকে যে গায়ব থেকে ভয় করেছে, আর আল্লাহমুখী হৃদয় নিয়ে এসেছে। ৩৪. তোমরা তাতে শান্তির সঙ্গে প্রবেশ কর। সেটাই তো অনন্ত জীবনের দিন। ৩৫. সেখানে তাদের জন্য রয়েছে ঐ সমস্ত বিষয় যা তারা ইচ্ছা করবে, আর আমার কাছে রয়েছে আরো অতিরিক্ত।

وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ اَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوْا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَّحِيْصٍ ﴿٣٦﴾ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى
لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ ﴿٣٧﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ
وَّمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ ﴿٣٨﴾

৩৬. আর আমি তাদের[১৩৪৮] আগে এমন কত না প্রজন্ম ধ্বংস করেছি, যারা পরাক্রমের দিক থেকে তাদের চেয়ে প্রচণ্ড ছিল। তারা তো শহরে নগরে (সমস্ত জনপদে) ঘুরে/দাবড়ে বেড়িয়েছে/চষে ফিরেছে। (কিন্তু শেষ পরিণতি কী হয়েছিল।) তাদের কি পালানোর কোন জায়গা ছিল! ৩৭. তাতে (ঐ-সব ঘটনা ও পরিণামের মধ্যে) সত্যি সত্যি উপদেশ আছে, যার জন্য রয়েছে (জাগ্রত) হৃদয়, বা (অন্তত উপদেশবাণী শ্রবণের জন্য) যে কর্ণপাত করে এমন অবস্থায় যে সর্বান্তকরণে উপস্থিত রয়েছে। ৩৮. আর সুনিশ্চিত, আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী এবং উভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু আমি সৃষ্টি করেছি ছয় দিনে, অথচ আমাকে কোনরকম শ্রান্তি ছোঁয়নি।

فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ ۚ وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاَدْبَارَ السُّجُوْدِ ۝ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ ۝ يَّوْمَ يَسْمَعُوْنَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ۭ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوْجِ ۝

৩৯. সুতরাং যাকিছু তারা বলে, আপনি তার উপর ছবর করুন, আর আপনার রবের প্রশংসাসহ তাসবীহ করুন, সূর্যের উদয়ের আগে এবং অস্ত যাওয়ার আগে। ৪০. আর রাতেরও কিছু অংশে তাঁর তাসবীহ করুন এবং বিভিন্ন সিজদার পরে।[১৩৪৯] ৪১. আর (আয় মোখাতাব!) মনোযোগ দিয়ে শোন, যেদিন এক ঘোষক, খুব নিকটবর্তী স্থান থেকে ঘোষণা দেবে, ৪২. যেদিন তারা সত্যই (শিঙার) আওয়ায শোনবে সেটাই (হবে কবর থেকে) বের হওয়ার দিন।

اِنَّا نَحْنُ نُحْيٖ وَنُمِيْتُ وَاِلَيْنَا الْمَصِيْرُ ۝ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْاَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۭ ذٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيْرٌ ۝ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ۣ فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ ۝

৪৩. অবশ্যই আমিই জীবন দান করি এবং মৃত্যু দান করি, আর আমারই অভিমুখে (হবে সবার) গন্তব্য ৪৪. যেদিন ভূমি তাদের (উপর) থেকে ফেটে যাবে, তাদের দ্রুত ধাবিত হওয়ার অবস্থায়। সেটা আমার পক্ষে খুব সহজ জড়োকরণ। ৪৫. যাকিছু তারা বলে সে বিষয়ে আমি খুব জানি। (আয় পেয়ারে নবী,) আপনি তো তাদের উপর বলপ্রয়োগকারী নন। সুতরাং আমার হুঁশিয়ারিকে যে ভয় পায় তাকে আপনি কোরআন দ্বারা উপদেশ দিতে থাকুন।

سُورَةُ الذريت ٥١؛ مَكية؛ آياتُها ٦٠ وركُوعاتُها ٣

৫১-সূরা যারিয়াত, মাক্কী, আয়াত ৬০, রুকূ ৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالذّٰرِيٰتِ ذَرْوًا ۝ فَالْحٰمِلٰتِ وِقْرًا ۝ فَالْجٰرِيٰتِ يُسْرًا ۝ فَالْمُقَسِّمٰتِ اَمْرًا ۝ اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَصَادِقٌ ۝ وَّاِنَّ

[১৩৪৮] এখানে উদ্দেশ্য হল কোরায়শ, আহলে মাক্কা ও আহলে আরব।

[১৩৪৯] অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছালাতের পর।

الدِّيْنَ لَوَاقِعٌ ۝٦ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ۝٧ اِنَّكُمْ لَفِيْ قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ۝٨ يُّؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكَ ۝٩ قُتِلَ الْخَرّٰصُوْنَ ۝١٠
الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ غَمْرَةٍ سَاهُوْنَ ۝١١ يَسْـَٔلُوْنَ اَيَّانَ يَوْمُ الدِّيْنِ ۝١٢

রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে (শুরু)

১. কসম ঐ (জোরদার) বায়ুপুঞ্জের যা ভীষণভাবে ধূলো উড়িয়ে নিয়ে যায়।[১৩৫০] ২. অনন্তর (কসম) ঐ মেঘপুঞ্জের যা (বৃষ্টির) বোঝা বহনকারী। ৩. অনন্তর ঐ জলযানগুলোর যা সহজভাবে ভেসে চলে। ৪. অনন্তর ঐ ফিরেশতাকুলের (আল্লাহর হুকুমে) যারা সমস্ত জিনিস বণ্টন করে, ৫. (কেয়ামতের) যে হুঁশিয়ারি তোমাদের দেয়া হচ্ছে তা অতিঅবশ্যই সত্য। ৬. আর (আমলের) বিচার সত্যিসত্যি ঘটবে। ৭. কসম বহুপথবিশিষ্ট আসমানের,[১৩৫১] ৮. (কেয়ামত সম্পর্কে) তোমরা তো বিভিন্ন কথায় লিপ্ত। ৯. (কেউ স্বীকার করে, কেউ করে অস্বীকার, আর কেউ সন্দিহান।) এর থেকে শুধু তারই মুখ ফিরিয়ে দেয়া হয়, (সর্বপ্রকার কল্যাণ ও সৌভাগ্য থেকে) যার মুখ ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে।[১৩৫২] ১০. নিপাত যাক তারা, (আকীদা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে) যারা আন্দাযে কথা বলে; ১১. উদাসীনতায় যারা নিমজ্জিত, সবকিছু বিস্মৃত। ১২. তারা জিজ্ঞাসা করে, কবে (আসবে) বিচারের দিন!

يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُوْنَ ۝١٣ ذُوْقُوْا فِتْنَتَكُمْ ؕ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ ۝١٤ اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۝١٥
اٰخِذِيْنَ مَآ اٰتٰىهُمْ رَبُّهُمْ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُحْسِنِيْنَ ۝١٦ كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ ۝١٧ وَبِالْاَسْحَارِ
هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ۝١٨ وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ۝١٩

১৩. (আসবে) যেদিন আগুনের ফেতনায় তাদের ফেলা হবে/যেদিন তাদের আগুনে ঝলসানো হবে। ১৪. (আযাবের কষ্ট বাড়ানোর জন্য তাদের বলা হবে), নিজেদের (দুষ্কর্মের) ফিতনা/অগ্নিশাস্তি আস্বাদন কর। এ তো তা-ই যা নিয়ে তোমরা তাড়াহুড়া দেখাতে। ১৫. পক্ষান্তরে মুত্তাকীন অবশ্যই থাকবে বাগবাগিচা ও বিভিন্ন ঝর্ণায়। ১৬. তাদের রব্ যাকিছু তাদের দান করবেন তা তারা (সানন্দে) গ্রহণ করবে (এবং ভোগ করবে)। (কারণ) এর আগে (দুনিয়ার জীবনে) তারা ছিল নেক আমলকারী। ১৭. রাতের খুব অল্প সময় তারা শয্যা গ্রহণ করত/ঘুমোতো। ১৮. আর শেষ-রাতে তারা ইসতিগফার করত, ১৯. আর (তারা বিশ্বাস করত যে,) তাদের ধনসম্পদে হক আছে সুয়ালকারী ও বঞ্চিতজনের।

وَفِي الْاَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ ۝٢٠ وَفِيْٓ اَنْفُسِكُمْ ؕ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ۝٢١ وَفِي السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُوْنَ ۝٢٢ فَوَرَبِّ السَّمَآءِ
وَالْاَرْضِ اِنَّهٗ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَآ اَنَّكُمْ تَنْطِقُوْنَ ۝٢٣

১৩৫০ শপথ ধূলিঝঞ্ঝার!

১৩৫১ ফিরেশতাদের চলাচলের জন্য তাদের উপযোগী বহু পথ রয়েছে, যার হাকীকত শুধু আল্লাহ্ জানেন।

১৩৫২ 'এর থেকে' মানে আখেরাতের যাবতীয় বিষয়ের বিশ্বাস থেকে। বিকল্প তরজমা, এর থেকে সে-ই শুধু মুখ ফিরিয়ে নেয় যে (সর্বপ্রকার কল্যাণ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। (খ) আখেরাতের বিশ্বাস থেকে সে-ই বঞ্চিত যে সর্বপ্রকার কল্যাণ থেকে বঞ্চিত।

২০. আর ভূমিতে (আমার কুদরতের) যথেষ্ট নিশান রয়েছে প্রত্যয়ীদের জন্য। ২১. এমনকি তোমাদের নিজেদের মধ্যেও (রয়েছে যথেষ্ট নিশান)। তো তোমরা কি দেখতে পাও না! ২২. আর আসমানেই রয়েছে তোমাদের রিযিক, আর যাকিছুর ওয়াদা তোমাদের করা হয় (তাও)। ২৩. সুতরাং আসমান ও যমীনের রবের কসম, অতি অবশ্যই তা সত্য, যেমন (সত্য) তোমাদের কথা বলা।

(রুকূ. ২)

هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ ۝ اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا ؕ قَالَ سَلٰمٌ ۚ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ ۝ فَرَاغَ
اِلٰٓى اَهْلِهٖ فَجَآءَ بِعِجْلٍ سَمِيْنٍ ۝ فَقَرَّبَهٗٓ اِلَيْهِمْ قَالَ اَلَا تَاْكُلُوْنَ ۝ فَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً ؕ قَالُوْا لَا تَخَفْ ؕ وَ
بَشَّرُوْهُ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ ۝

২৪. (আয় পেয়ারে রাসূল!) আপনার কাছে কি এসেছে ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানদের খবর! ২৫. যখন তারা ইবরাহীমের কাছে দাখেল হয়ে বললেন, (আপনাকে আমরা সালাম করছি) যথাযোগ্য সালাম। তিনি বললেন, (আপনাদের জন্যও) সালাম। (মনে মনে তিনি ভাবলেন এরা তো) অপরিচিত লোকজন! ২৬. তারপর তিনি সন্তর্পণে আপন পরিবারের কাছে গেলেন, আর একটি হৃষ্টপুষ্ট বাছুর (ভুনা করে) নিয়ে এলেন। ২৭. অনন্তর তিনি তা তাদের দিকে এগিয়ে দিলেন। (কিন্তু তারা গ্রহণ করছেন না দেখে শঙ্কিত হয়ে) বললেন, আপনারা কি আহার করবেন না! ২৮. তখন তিনি তাদের বিষয়ে সত্যি সত্যি ভয় পেলেন, (তখন) তারা বললেন, ভয় পাবেন না (,আমরা মানুষ নই, ফিরেশতা)। আর তারা তাঁকে একটি অত্যন্ত জ্ঞানী বালকের সুসংবাদ দিলেন।

فَاَقْبَلَتِ امْرَاَتُهٗ فِيْ صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَ قَالَتْ عَجُوْزٌ عَقِيْمٌ ۝ قَالُوْا كَذٰلِكِ ۙ قَالَ رَبُّكِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْحَكِيْمُ
الْعَلِيْمُ ۝ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ ۝ قَالُوْٓا اِنَّآ اُرْسِلْنَآ اِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ ۝ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً
مِّنْ طِيْنٍ ۝ مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِيْنَ ۝

২৯. তখন তাঁর স্ত্রী সশব্দে কথা বলে কাছে এলেন, আর মুখে হাত রেখে বললেন, (সন্তান ধারণ করবে) এক বৃদ্ধা বন্ধ্যা! ৩০. তারা বললেন, এমনই (হবে বলে) আপনার রব্ বলেছেন। তিনিই তো একমাত্র পরম প্রজ্ঞাবান (এবং) পরম জ্ঞানী। ৩১. এবার তিনি (শান্তি ও স্বস্তির সঙ্গে) বললেন, তো আপনাদের আসল উদ্দেশ্যটি কী হে প্রেরিত ফিরেশতাগণ! ৩২. তারা বললেন, আমাদের প্রেরণ করা হয়েছে এক অপরাধী সম্প্রদায়ের দিকে,- ৩৩. যেন তাদের উপর বর্ষণ করি পোড়ামাটির পাথর,- ৩৪. যা আপনার রবের পক্ষ হতে নিশানযুক্ত করা হয়েছে (সীমারক্ষায়) অসংযমীদের জন্য।

فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝ وَ تَرَكْنَا فِيْهَآ اٰيَةً لِّلَّذِيْنَ
يَخَافُوْنَ الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ۝ وَ فِيْ مُوْسٰٓى اِذْ اَرْسَلْنٰهُ اِلٰى فِرْعَوْنَ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝ فَتَوَلّٰى بِرُكْنِهٖ وَ قَالَ سٰحِرٌ اَوْ
مَجْنُوْنٌ ۝ فَاَخَذْنٰهُ وَ جُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ فِي الْيَمِّ وَ هُوَ مُلِيْمٌ ۝

৩৫. অনন্তর (যখন আযাব এলো তখন) ঐ-জনপদে মুমিন যারা ছিল তাদের আমি (নিরাপদে) বের

করে নিয়ে এলাম। ৩৬. কিন্তু সেখানে মুসলিমীনের একটি ঘর (পুতের ঘর) ছাড়া (কোন ঘর) পাইনি। ৩৭. আর ঐ-জনপদে আমি শিক্ষার নিশান রেখে দিয়েছি তাদের জন্য যারা ভয় করে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। ৩৮. আর (নিদর্শন রেখেছি) মূসার (ঘটনার) মধ্যেও, যখন আমি তাঁকে প্রকাশ্য প্রমাণসহ ফির'আউনের কাছে প্রেরণ করলাম। ৩৯. তখন ফির'আউন তার ক্ষমতার দম্ভে মুখ ফিরিয়ে নিলো, আর বলল, (এ তো) হয় জাদুগর না হয় উন্মাদ! ৪০. তো তাকে এবং তার লোকলস্করকে আমি পাকড়াও করলাম, অনন্তর তাদের দরিয়ায় ছুঁড়ে ফেললাম, এ অবস্থায় যে, সে ছিলই তিরস্কারযোগ্য!

وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ﴿٤١﴾ مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ ﴿٤٢﴾ وَفِي ثَمُودَ إِذْ
قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٤٣﴾ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴿٤٤﴾ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِن
قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنتَصِرِينَ ﴿٤٥﴾ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٤٦﴾

৪১. আর (বড় নিশান রেখেছি) 'আদের (ঘটনার) মধ্যেও, যখন আমি তাদের উপর পাঠালাম বন্ধ্যা (সর্বকল্যাণশূন্য) ঝঞ্ঝা। ৪২. যাকিছুর উপর দিয়ে তা বয়ে যেত তা-ই চূর্ণবিচূর্ণের মত করে ফেলত। ৪৩. আর (আমি নিশান রেখেছি) ছামূদের (ঘটনার) মধ্যেও, যখন তাদের বলা হল, কিছু সময় পর্যন্ত ভোগ করে নাও (,তারপর সারা জীবনের সমস্ত দুষ্কর্মের প্রাথমিক সাজা ভোগ কর)।[১৩৫৩] ৪৪. তো তারা তাদের রবের আদেশ থেকে (মুখ ফিরিয়ে) অবাধ্যতা প্রকাশ করল। তাই (আযাবরূপে) বজ্র তাদের পাকড়াও করল, আর তারা তাকিয়েই ছিল। ৪৫. ফলে তারা দাঁড়াতেই পারল না, আর নিজেদের কোনভাবে রক্ষাও করতে পারল না। ৪৬. আর (তাদেরও) আগে থেকে কাউমে নূহকে (আমি পাকড়াও করেছিলাম)। অবশ্যই তারা ছিল (পাপাচারী) অবাধ্য সম্প্রদায়।

(রুকূ. ৩)

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿٤٧﴾ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ ﴿٤٨﴾ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ ۖ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥٠﴾ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ ۖ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ
مُّبِينٌ ﴿٥١﴾

৪৭. আর আসমান আমি বানিয়েছি (আমার অসীম) কুদরত দ্বারা। আর সত্যি সত্যি আমি বিস্তৃতি দান করছি (পুরো জাহানকে)। ৪৮. আর যমীনকে আমি বিছিয়ে দিয়েছি। তো কত না উত্তম সমতলকারী আমি! ৪৯. আর প্রতিটি বস্তু থেকে আমি জোড়া সৃষ্টি করেছি,[১৩৫৪] যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।[১৩৫৫] ৫০. তো (বিশ্বাসে ও আচরণে) তোমরা আল্লাহ্‌র (দ্বীনের) দিকে ধাবিত হও। আমি তো তাঁর পক্ষ

[১৩৫৩] এটা তো দুনিয়ার শাস্তি, তাই প্রাথমিক, আখেরাতে তো রয়েছে চিরস্থায়ী আযাব।

[১৩৫৪] ভিন্ন তরজমা, আর প্রতিটি বস্তু/পদার্থ আমি জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি।

[১৩৫৫] সাধারণ মানুষ থাক, যারা বিজ্ঞান ও আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় জটিল জটিল গবেষণায় নিয়োজিত, যাদের সামনে কুদরতের বিভিন্ন 'চমৎকার' প্রকাশ পায় তারা কি তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করছে! এই বিজ্ঞানের 'অন্ধকার' যুগে কোরআনে প্রকাশিত আধুনিক বিজ্ঞানের তথ্য, বিজ্ঞানীরা যখন জানলেন, তারা কি কোরআনকে স্মরণ করেছেন, গ্রহণ করেছেন! তাহলে তো এটাই সত্য, আল্লাহ্ যাকে হিদায়াত নছীব করেন সেই শুধু....

হতে তোমাদের জন্য একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী। ৫১. আর তোমরা আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য কোন ইলাহ (ও উপাস্য) নির্ধারণ কর না। আমি তো তাঁর পক্ষ হতে তোমাদের জন্য একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী !

كَذٰلِكَ مَآ اَتَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا قَالُوْا سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ ﴿٥٢﴾ اَتَوَاصَوْا بِهٖ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ ﴿٥٣﴾
فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَآ اَنْتَ بِمَلُوْمٍ ﴿٥٤﴾ وَّذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٥٥﴾

৫২. একই ভাবে তাদের আগে যারা ছিল, তাদের কাছে যখনই কোন রাসূল এসেছেন তখনই তারা বলেছে, (এ তো) জাদুগর বা উন্মাদ। ৫৩. তো তারা কি (যোগসাজশের মাধ্যমে) একে অন্যকে (এ বিষয়ে) অছিয়ত করে আসছে! (তা তো না!) বরং তারা সবাই অবাধ্য সম্প্রদায়। ৫৪. তো আপনি তাদের থেকে সরেই থাকুন, তাতে আপনাকে তিরস্কৃত করা হবে না। ৫৫. তবে (রিসালাতি দায়িত্ব হিসাবে আপনি তাদের) উপদেশ দিতে থাকুন। কারণ উপদেশ (তাদেরকে না হোক) মুমিনীনকে (অবশ্যই) উপকার দান করে।

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ﴿٥٦﴾ مَآ اُرِيْدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّزْقٍ وَّمَآ اُرِيْدُ اَنْ يُّطْعِمُوْنِ ﴿٥٧﴾ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ
الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ ﴿٥٨﴾ فَاِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذَنُوْبًا مِّثْلَ ذَنُوْبِ اَصْحٰبِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُوْنِ ﴿٥٩﴾ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ
كَفَرُوْا مِنْ يَّوْمِهِمُ الَّذِيْ يُوْعَدُوْنَ ﴿٦٠﴾

৫৬. আর জ্বিন ও ইনসানকে আমি শুধু আমার ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছি। ৫৭. (প্রশ্ন হল তাহলে তাদের জীবিকার অনিবার্য ব্যস্ততার কী হবে? তো শোন), আমি তাদের থেকে কোন রিযিক চাই না এবং চাই না যে, তারা আমাকে আহার করাবে। ৫৮. আল্লাহ্, নিঃসন্দেহে তিনিই অত্যন্ত সুসংহত শক্তির অধিকারী মহান রিযিকদাতা।[১৩৫৬] ৫৯. তো যারা যুলুম করেছে তাদের জন্যও রয়েছে (আযাবের) পালা, যেমন পালা ছিল (বিশ্বাসের ক্ষেত্রে) তাদের (বিগত যুগের) সঙ্গীদের। সুতরাং তারা যেন (বিগতদের মত) আমার সঙ্গে তাড়াহুড়া না দেখায়, (একটা ক্ষেত্রে অন্তত তারা স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিক না)![১৩৫৭] ৬০. তো নিপাত হোক তাদের জন্য যারা কুফুর করেছে। (নিপাত হোক) তাদের ঐ দিনের কারণে যার সম্পর্কে তাদের হুঁশিয়ার করা হচ্ছে।

سُورَةُ الطور ٥٢؛ مَكية؛ آياتُها ٤٩ وركُوعاتُها ٢

৫২-সূরা তূর, মাক্কী; আয়াত ৪৯, রকু ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

[১৩৫৬] বান্দা যেন হিদায়াতের কথা বুঝতে পারে, মানতে পারে, তার জন্য মাওলার বোঝানোর কী না আকুতি! বান্দা, একটু দয়া কর, তোমার মাওলার কথা একটু বোঝার চেষ্টা কর। রিযিকের ব্যস্ততা, যদি তুমি আল্লাহ্‌র হুকুম মত তাতে জড়িত হও তাহলে তো সেটাও আল্লাহ্‌র ইবাদত এবং অনেক বড় ইবাদত!
আমার তালিবে ইলম তরজুমানির অগ্রপশ্চাতের আপত্তি করেছে, চিন্তার জন্য তাকে ধন্যবাদ, তবে এটা হল বাংলা -ভাষার নিজস্ব দাবী, এ বিষয়ে হযরত শাহ ছাহেব সুস্পষ্ট মত ব্যক্ত করেছেন।
[১৩৫৭] তারা যেন আমাকে তাড়া না দেয়...

وَالطُّوْرِ ۝١ وَكِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ ۝٢ فِيْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ ۝٣ وَّالْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ ۝٤ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ ۝٥ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ ۝٦
اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۝٧ مَّا لَهٗ مِنْ دَافِعٍ ۝٨ يَّوْمَ تَمُوْرُ السَّمَآءُ مَوْرًا ۝٩ وَّتَسِيْرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ۝١٠

রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে (শুরু)

১. কসম তূর পাহাড়ের– ২. এবং ঐ-কিতাবের যা লেখা আছে– ৩. খোলা কাগজে ৪. এবং (কসম) বাইতুল মা'মূরের– ৫. এবং উপরে তোলা ছাদের (মত আকাশের) ৬. এবং অতল, অথৈ সাগরের, ৭. সত্যি সত্যি আপনার রবের আযাব সঙ্ঘটিত হবেই। ৮. তাকে রোধকারী কোন শক্তি নেই। ৯. (তা ঘটবে) যেদিন আসমান কম্পিত হবে থরথর কম্পন ১০. এবং পাহাড়সমস্ত চলমান হবে ভয়ানক চলন।

فَوَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝١١ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ خَوْضٍ يَّلْعَبُوْنَ ۝١٢ يَوْمَ يُدَعُّوْنَ اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ۝١٣ هٰذِهِ النَّارُ
الَّتِيْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ۝١٤ اَفَسِحْرٌ هٰذَآ اَمْ اَنْتُمْ لَا تُبْصِرُوْنَ ۝١٥ اِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوْٓا اَوْ لَا تَصْبِرُوْا ۚ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ ؕ
اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝١٦

১১. তো সেদিন নিপাত হোক তাকযীবকারীদের জন্য- ১২. যারা খোশগল্পে লিপ্ত, যারা খেলছে ধূলছে। ১৩. (ভয় কর ঐ-দিনকে) যেদিন ধাক্কা মেরে মেরে/তাড়িয়ে তাড়িয়ে আগুনের দিকে তাদের নেয়া হবে। ১৪. (দুনিয়ায় তাদের প্রতি যে উপহাস ছিল তার জবাবে বলা হবে,) এটা তো সেই আগুন যাকে তোমরা ঝুটলাতে। ১৫. আচ্ছা, বল তো, এটা কি (তোমাদের কথিত) জাদু, নাকি (তখনকার মত এখনো) তোমরা দেখতে পাচ্ছ না! ১৬. (তো) ঢুকে পড় আগুনে, তারপর ছবর কর বা না কর, তোমাদের জন্য দু'টোই সমান। (আর তো কিছু না,) যা *'কামকর্ম'* তোমরা করতে তারই শুধু প্রতিদান দেয়া হচ্ছে।

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّنَعِيْمٍ ۝١٧ فٰكِهِيْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمْ رَبُّهُمْ ۚ وَوَقٰىهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ۝١٨ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا
هَنِيْٓـًٔا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝١٩ مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى سُرُرٍ مَّصْفُوْفَةٍ ۚ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ ۝٢٠

১৭. মুত্তাকীন তো বাগবাগিচা ও নেয়ামতের মধ্যে থাকবে– ১৮. তাদের রব্ তাদের যা দান করেছেন তা নিয়ে বিনোদন করা অবস্থায়; আর তাদের রব্ জাহান্নামের আযাব থেকে তাদের রক্ষা করেছেন। ১৯. (তাদের প্রতি সম্মান জানিয়ে বলা হবে, দুনিয়াতে) যে আমল তোমরা করতে তার বিনিময়ে তৃপ্তির সঙ্গে আহার কর এবং পান কর/পানাহার কর। ২০. সারিবদ্ধ আসনে হেলান দিয়ে (তারা সময় যাপন করবে)। আর তাদের আমি বিবাহ করাবো ডাগর ডাগর চোখের হূরদের সঙ্গে।[১৩৫৮]

[১৩৫৮] পুরুষের স্বভাবে লোভ রয়েছে, আর রয়েছে বহুগামিতা, তাই লোভের মাধ্যমে তাদের আনতে হচ্ছে কল্যাণের পথে। পক্ষান্তরে নারীর স্বভাবে রয়েছে আনুগত্য ও শরম-হায়া, তাই কল্যাণের পথে আনার জন্য আলাদা কোন নেয়ামতের লোভ তাদের দেখাতে হয়নি। তাদের জন্য অতটুকুই যথেষ্ট, 'যা কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শুনেনি, আর যার চিন্তা কোন মানবের হৃদয়েও আসেনি। তো নারী, তুমি ধন্য তোমার প্রতি তোমার রবের আস্থার জন্য, আর হে পুরুষ, 'আমি' শুধু করুণার পাত্র স্বভাবলোভের লজ্জার জন্য।
আমার তালিবে ইলম এখানে 'তুমি' আশা করেছিল, অথচ 'ইলতিফাত' বালাগাতের বহুল পরিচিত ও প্রিয় বিষয়!

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ۭ كُلُّ امْرِئٍۢ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ ۝ وَاَمْدَدْنٰهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَّلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ۝ يَتَنَازَعُوْنَ فِيْهَا كَاْسًا لَّا لَغْوٌ فِيْهَا وَلَا تَاْثِيْمٌ ۝ وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَاَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُوْنٌ ۝

২১. আর যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের সন্তানসন্ততি ঈমানের ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করেছে তাদের সঙ্গে তাদের সন্তানসন্ততিকেও যুক্ত করব, তবে তাদের কর্ম হতে কিছুমাত্র হ্রাস করব না। বস্তুত প্রত্যেক মানুষ, যাকিছু সে কামাই করেছে তারই বিপরীতে বন্ধকিত। ২২. আর তাদের আমি যুগিয়ে যাবো ফল ও গোশত, (এদু'টো হবে) ঐসব কিছু থেকে যা তারা চাহিদা করবে।[১৩৫৯] ২৩. সেখানে তারা (প্রীতিরূপে) পানপাত্র নিয়ে হাতবদলের প্রতিযোগিতা করবে। তাতে না থাকবে কোন অসারতা, আর না থাকবে কোন পাপস্পর্শ।[১৩৬০] ২৪. আর তাদের চারপাশে বিচরণ করবে তাদের (সেবার) জন্য নিয়োজিত গিলমান, যেন তারা সুরক্ষিত মুক্তা।

وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰي بَعْضٍ يَّتَسَاۗءَلُوْنَ ۝ قَالُوْٓا اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِيْٓ اَهْلِنَا مُشْفِقِيْنَ ۝ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَوَقٰىنَا عَذَابَ السَّمُوْمِ ۝ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوْهُ ۭ اِنَّهٗ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيْمُ ۝

২৫. আর তারা একে অপরের অভিমুখী হয়ে পরস্পরের কুশল জিজ্ঞাসা করবে। ২৬. তারা বলবে, আমরা আগে (দুনিয়াতে) আমাদের পরিবারের মধ্যে ভয়ের অবস্থায় ছিলাম। ২৭. অবশেষে আল্লাহ্ আমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন, আর সামূমের আযাব থেকে আমাদের রক্ষা করেছেন।[১৩৬১] ২৮. আগে (দুনিয়াতে) আমরা তাঁকে ডাকতাম (আর দু'আ করতাম, যাতে তিনি আমাদের রক্ষা করেন)। বস্তুত তিনি অতি অনুগ্রহশীল, পরম দয়ালু। (তাই আমাদের ডাক ও দু'আ তিনি শুনেছেন।)

(রুকু. ২)

فَذَكِّرْ فَمَآ اَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَّلَا مَجْنُوْنٍ ۝ اَمْ يَقُوْلُوْنَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهٖ رَيْبَ الْمَنُوْنِ ۝ قُلْ تَرَبَّصُوْا فَاِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُتَرَبِّصِيْنَ ۝ اَمْ تَاْمُرُهُمْ اَحْلَامُهُمْ بِهٰذَآ اَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ ۝ اَمْ يَقُوْلُوْنَ تَقَوَّلَهٗ ۚ بَلْ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ۝ فَلْيَاْتُوْا بِحَدِيْثٍ مِّثْلِهٖٓ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ ۝

২৯. তো (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি উপদেশ দিতে থাকুন। (আর আশ্বস্ত থাকুন) আপন রবের অনুগ্রহে আপনি তো গণকও নন এবং নন উন্মাদ। ৩০. নাকি তারা বলে, এ তো কবি, তার ক্ষেত্রে আমরা গর্দিশে মউতের ইনতিযার করছি।[১৩৬২] ৩১. আপনি বলুন, আচ্ছা, থাকো ইনতিযারে, আমিও তোমাদের সঙ্গে ইন্তিযারীদের মধ্যে শামিল হলাম। ৩২. নাকি তাদের বুদ্ধি-বিবেচনা তাদেরকে

[১৩৫৯] আর তাদের আমি যুগিয়ে যাবো তাদের চাহিদা অনুযায়ী (বিভিন্ন প্রকার) ফল ও গোশত।

[১৩৬০] (বিনোদনের ছলে) সেখানে তারা পানপাত্র 'ছিনাছিনি' করবে, তাতে বিন্দুমাত্র অসারতা ও পাপস্পর্শ ছাড়া।

[১৩৬১] বাংলায় বলে সায়মূম বা তপ্ত লুহাওয়া, যাতে শরীর ঝলসে যায়।

[১৩৬২] তার বিষয়ে আমরা কালের দুর্বিপাকের প্রতীক্ষায় আছি/মৃত্যুর ছোবলের প্রতীক্ষায় আছি

এসবকিছুর আদেশ করে! (তা তো করার কথা না,) তাহলে কি তারা (স্বভাবের দিক থেকেই) অবাধ্য লোকজন! ৩৩. নাকি তারা বলতে চায়, এ কোরআন তো তিনি নিজে রচনা করে নিয়েছেন। (তা তো বলার কথা না, কিছু আকল তো তাদেরও আছে,) বরং (আসল কথা হল, আক্রোশবশত) তারা ঈমান আনতেই চায় না। ৩৪. (কোরআন আপনার রচনা, একথায়) তারা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকে তাহলে এর অনুরূপ কোন 'কথা' তারা আনুক না!

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴿٣٥﴾ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۚ بَل لَّا يُوقِنُونَ ﴿٣٦﴾ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ ﴿٣٧﴾ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ ۚ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٣٨﴾ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ﴿٣٩﴾ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ ﴿٤٠﴾

৩৫. আচ্ছা, নাকি তারা (কারো সৃজন ছাড়া) আপনাআপনি সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে! নাকি নিজেরাই তারা (নিজেদের) স্রষ্টা! ৩৬. নাকি তারা আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে! বরং (সত্য এই যে, নিজেদের মূর্খতার কারণে) তারা (তাওহীদের) প্রত্যয় অর্জন করতে পারে না। ৩৭. নাকি তাদের কাছে রয়েছে আপনার রবের খাযানাসমস্ত, নাকি তারাই *সর্বনিয়ন্ত্রক*! ৩৮. নাকি তাদের জন্য রয়েছে কোন সিঁড়ি, যাতে চড়ে গিয়ে তারা (ঊর্ধ্বজগতে) আড়ি পাতে! তাহলে তাদের *'আড়িপেতে শ্রবণকারী'* কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ আনুক না! ৩৯. নাকি তাঁর জন্য হল *কন্যাদল*, আর তোমাদের জন্য *পুত্রদল*! ৪০. নাকি আপনি তাদের কাছে চাচ্ছেন কোন প্রতিদান, ফলে তারা জরিমানাভারে আক্রান্ত!

أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿٤١﴾ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا ۖ فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ ﴿٤٢﴾ أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٣﴾ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ﴿٤٤﴾

৪১. নাকি তাদের কাছে রয়েছে গায়ব (জানার উপায়)! ফলে তারা (গায়বের কথা) লিখে রাখছে! ৪২. নাকি তারা চক্রান্ত পাকাতে চায়, তাহলে তো যারা কুফুরে ডুবে আছে তারাই হবে চক্রান্তগ্রস্ত। ৪৩. নাকি তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্! (তাহলে শোন,) যাকিছু শির্ক তারা করে তা থেকে আল্লাহ্ চিরমুক্ত। ৪৪. আর তারা যদি আকাশের কোন খণ্ড পড়ে যাওয়া অবস্থায় দেখে (যেমন আপনার কাছে তাদের ফরমায়েশ), তাহলেও (কিন্তু তারা ঈমান আনবে না, বরং একটা কিছু বলে দেবে, যেমন) বলবে, এটা তো জমাট মেঘ, (আকাশের টুকরা কোথায়)!

فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿٤٥﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٦﴾ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَٰلِكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٧﴾ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٤٨﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ﴿٤٩﴾

৪৫. তো তাদের (অবস্থার উপর) তাদের ছেড়ে দিন যতক্ষণ (না) তারা তাদের সেই দিনের সম্মুখীন হয়, যখন তারা অচেতন হয়ে পড়বে, ৪৬. যেদিন তাদের চক্রান্ত তাদের কোনই কাজে আসবে না, আর না তাদের কোন সাহায্য করা হবে। ৪৭. তবে যারা যুলুম করেছে তাদের জন্য রয়েছে কিছু আযাব এই চূড়ান্ত আযাবের আগে, তবে তাদের অধিকাংশই (তা) জানে না। ৪৮. আর আপনি

আপনার রবের আদেশের প্রতি ছবরের সঙ্গে অবিচল থাকুন। কারণ আপনি আমার দৃষ্টির সামনেই (সম্পূর্ণ নিরাপদ) রয়েছেন। আর আপনি যখন (তাহাজ্জুদের জন্য) ওঠেন তখন আপনার রবের প্রশংসাসহ তাসবীহ করুন। ৪৯. আর রাতের কিছু অংশেও আপনি তাঁর তাসবীহ করুন এবং তারকারাজির অস্ত যাওয়ার পরেও (ফজরের সময়)।

سُورَةُ النجم٥٣؛ مَكية؛ آياتُها ٦٢ وركُوعاتُها٣

৫৩-সূরা নাজ্‌ম, মাক্কী, আয়াত ৬২, রুকূ ৩

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى ۝١ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى ۝٢ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۝٣ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى ۝٤ عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ
الْقُوٰى ۝٥ ذُوْ مِرَّةٍ ؕ فَاسْتَوٰى ۝٦ وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى ۝٧ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى ۝٨ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى ۝٩ فَاَوْحٰى
اِلٰى عَبْدِهٖ مَآ اَوْحٰى ۝١٠

রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে (শুরু)

১. কসম তারার যখন (আল্লাহ্‌র হুকুমে বড় কোন উদ্দেশ্যে) তা পতিত হয়। ২. (আয় আহলে কোরায়শ, আহলে মাক্কা ও আহলে আরব, খালিকের এত বড় কসম করে বলা কথা বিশ্বাস কর,) তোমাদের সঙ্গী না পথহারা হয়েছেন, আর না বিপথগামী হয়েছেন! ৩. তিনি তো নিজের খেয়ালখুশি থেকে কিছু বলেন না।

৪. তা তো বিশুদ্ধ অহী যা (আসমান থেকে তাঁর উদ্দেশ্যে) পাঠানো হয়, ৫. যা তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন, প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী (ফিরেশতা), ৬. যিনি প্রবল ক্ষমতা ও প্রজ্ঞার অধিকারী;[১৩৬৩] তো তিনি স্ব-আকৃতিতে স্থির হলেন, ৭. যখন তিনি ছিলেন দিগন্তের সর্বোচ্চ স্তরে। ৮. তারপর তিনি নিকট -বর্তী হলেন এবং (আরো নিকটবর্তিতার জন্য) ঝুঁকলেন। ৯. এমনকি দুই ধনুকের দূরত্বপরিমাণ হলেন, বা আরো নিকটবর্তী।[১৩৬৪] ১০. অনন্তর আপন বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌ যে অহী নাযিল করার ছিল তা তিনি নাযিল করলেন।

[১৩৬৩] ذو مرة এর যথার্থ কোন প্রতিশব্দ আমাদের জানা নেই, ভাব হল, যিনি স্বভাবশক্তির অধিকারী, সৃষ্টিতে যিনি সুদর্শন, জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও বিবেচনায় যিনি অনন্য। এখানে হযরত জিবরীল আ.র কথা বলা হচ্ছে, যিনি এমন, তিনি যে অহী বহন করে আনবেন পথিমধ্যে কোন অপশক্তিকর্তৃক তা ছিনতাই হওয়ার কোন সুযোগই তো নেই! সুতরাং মুশরিকীনের এরূপ অপযুক্তির কোন মূল্য নেই।

[১৩৬৪] অতি নিকটবর্তিতা বোঝানোর জন্য আরবের সবচে' পরিচিত যে বাগধারা সেটাই এখানে বলা হয়েছে। ক্বাব অর্থ ধনুকের অর্ধেক অংশ, কাবায়ন মানে ধনুকের দুই দিকের দুই অংশ। বলার সময় সেটাকেই বলা হয় قاب قوسين (দুই ধনুকের, মানে ধনুকের দুই ক্বাব-এর সমান দূরত্ব, অর্থাৎ এক ধনুকপরিমাণ দূরত্ব। এ বাগধারার আরো ব্যাখ্যা রয়েছে।

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى ﴿١١﴾ اَفَتُمٰرُوْنَهٗ عَلٰى مَا يَرٰى ﴿١٢﴾ وَ لَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى ﴿١٣﴾ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى ﴿١٤﴾ عِنْدَهَا جَنَّةُ
الْمَاْوٰى ﴿١٥﴾ اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى ﴿١٦﴾ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَ مَا طَغٰى ﴿١٧﴾ لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى ﴿١٨﴾ اَفَرَءَيْتُمُ
اللّٰتَ وَ الْعُزّٰى ﴿١٩﴾ وَ مَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرٰى ﴿٢٠﴾ اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَ لَهُ الْاُنْثٰى ﴿٢١﴾ تِلْكَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِيْزٰى ﴿٢٢﴾

১১. তিনি যা দেখেছেন তা (অনুভব করা)র ক্ষেত্রে তাঁর অন্তর কোন ভুল করেনি। ১২. তো তোমরা কি তাঁর সঙ্গে বিতণ্ডা/বিতর্ক/বিবাদ করবে যা তিনি দেখেছেন (বলে বলছেন) তা নিয়ে! ১৩. আর সুনিশ্চিত, তিনি তাঁকে আরেকবার অবতরণকালে দেখেছেন– ১৪. সিদরাতুল মুনতাহার কাছে। কে (তুল মুনতাহা)সিদরা-ঐতখন .১৬ [১৩৬৬] ।তারই সন্নিকটে অবস্থিত জান্নাতুল মাওয়া ১৫. [১৩৬৫] আচ্ছন্ন করে রেখেছে যা তাকে আচ্ছন্ন করেছিল।[১৩৬৭] ১৭. (রাসূলের) চোখ (ও চোখের দৃষ্টি) না বিভ্রান্ত হয়েছে, আর না (বান্দার জন্য নির্ধারিত) সীমা অতিক্রম করেছে। ১৮. সুনিশ্চিত, আপন রবের বড় বড় নিশান থেকে সর্বোচ্চটি তিনি দেখেছেন। ১৯. আচ্ছা, তোমরা কি লাত ও ওয্‌যাকে (চিন্তার নযরে) দেখেছ!- ২০. আর মানাত নামের তৃতীয় আরেকটা, (ভেবেছ কখনো, এগুলোর হাকীকত)। তাহলে তো এটা ২২. [১৩৬৯]জন্য হবে পুরুষ, আর তাঁর জন্য নারী! তোমাদের, আচ্ছা .২১ [১৩৬৮] বড় আযগুবি ভাগ/অন্যায় বণ্টন!

اِنْ هِيَ اِلَّاۤ اَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوْهَاۤ اَنْتُمْ وَ اٰبَآؤُكُمْ مَّاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ؕ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَ مَا تَهْوَى
الْاَنْفُسُ ۚ وَ لَقَدْ جَآءَهُمْ مِّنْ رَّبِّهِمُ الْهُدٰى ﴿٢٣﴾ اَمْ لِلْاِنْسَانِ مَا تَمَنّٰى ﴿٢٤﴾ فَلِلّٰهِ الْاٰخِرَةُ وَ الْاُوْلٰى ﴿٢٥﴾

২৩. (তোমাদের উপাস্যদের স্বরূপ আসলে কী!) তা তো নিছক কিছু নাম ছাড়া আর কিছু নয়, যা রেখেছ তোমরা, আর তোমাদের (ঐ যে) বাপদাদা! এগুলোর পক্ষে আল্লাহ্‌ তো কোন 'সুলতান' নাযিল করেননি[১৩৭০] । তারা তো শুধু (কিছু) ধারণা অনুসরণ করছে, আর (তাদের) নফস যাকিছুর

[১৩৬৫] হযরত জিবরীলকে তাঁর আসল আকৃতিতে আল্লাহর নবী (সম্ভবত) এ দু'বার দেখেছেন। সিদরাতুল মুনতাহা, এর কী হাকীকত, আমাদের জানা নেই। সুতরাং প্রতিশব্দ দ্বারা তরজমা না করাই নিরাপদ।

[১৩৬৬] এটি জান্নাতের একটি নাম, যার অর্থ হল চিরস্থায়ী ঠিকানার জান্নাত, যা বিশেষ বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তৈয়ার করা হয়েছে। এমনিতে তো সমস্ত জান্নাতই 'চিরস্থায়ী' মুমিনের জন্য চিরস্থায়ী ঠিকানা।

[১৩৬৭] এটি কোরআনে বহুবার ব্যবহৃত আরবীভাষার একটি বাগধারা। আচ্ছন্নকারী জিনিসটির বড়ত্ব ও মহিমা এবং রূপ ও সৌন্দর্যের অবর্ণনীয়তা বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যান্য স্থানে ভয়ঙ্করতা, বিরাটতা, বিস্ময়করতা ইত্যাদির অবর্ণনীয়তা বোঝানো হয়েছে। বাগধারা অনুসরণ করে তরজমা, 'যখন সিদরাকে আচ্ছন্ন করেছিল ঐ অবর্ণনীয় সৌন্দর্য যা তাকে আচ্ছন্ন করেছিল!'

[১৩৬৮] কোন আকলে, কোন বুদ্ধিতে এগুলোর পূজা-উপাসনা করা হয়। এ উন্নত মস্তক যেখানে সেখানে নত হবে, এজন্যই কি ফিরেশতা দ্বারা সিজদা করানো হল!

[১৩৬৯] তোমাদের সামান্য সামান্য সেবা করবে পুত্রসন্তান, আর আমার যদি প্রয়োজনই হয় তাহলে দুনিয়া জাহান পরিচালনা করব কন্যাদের নিয়ে! অথচ তাদের সুরক্ষাই হবে আমার আলাদা একটা কাজ। ভাগ যখন করলেই, বুঝে শুনে করতে!

[১৩৭০] সুলতান, একটি অর্থ ক্ষমতা ও ক্ষমতাশালী শাসক, এখানে অর্থ প্রমাণ ও দলীল। কী জন্য যেন ইচ্ছা হল, এখানে 'সুলতান' শব্দটিই রেখে দেই। অন্তত কোরআনের তরজমার অঙ্গনে তো শব্দটি গ্রহণযোগ্যতা পেতে পারে!

খাহেশ করছে, অথচ সুনিশ্চিত, তাদের রবের পক্ষ হতে তাদের কাছে এসে রয়েছে সরল সত্য পথ -নির্দেশ। ২৪. (তোমাদের আকাঙ্ক্ষা, উপাস্যরা তোমাদের হয়ে আমার কাছে সুফারিশ করবে,) আচ্ছা, মানুষ যাকিছু আকাঙ্ক্ষা করে তাই কি তার জন্য হয়ে যায়! (না, হয় না!) ২৫. কারণ ঐ-কাল এবং এই-কাল সবই আল্লাহ্‌র জন্য (তাঁরই নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণে)।[১৩৭১]

(রুকূ. ২)

وَ كَمْ مِّنْ مَّلَكٍ فِي السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْـًٔا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اَنْ يَّاْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يَرْضٰۤى ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ
لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ لَيُسَمُّوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ تَسْمِيَةَ الْاُنْثٰى ۝ وَ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ ؕ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ ۚ وَ اِنَّ الظَّنَّ
لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْـًٔا ۝

২৬. আর আকাশমণ্ডলে কত না ফিরেশতা রয়েছে, তাদের সুফারিশ (কারো) কোন কাজে আসে না, তবে আল্লাহ্‌র অনুমোদনের পর, যার জন্য তিনি (অনুমোদনের) ইচ্ছা করেন এবং (যার প্রতি) তিনি সন্তুষ্ট হন।[১৩৭২] ২৭. যারা আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে না তারাই বস্তুত ফিরেশতাদের নারীনামকরণ করে।[১৩৭৩] ২৮. অথচ এ বিষয়ে তাদের জন্য (বরাদ্দ) নেই ইলমের ছিটেফোঁটাও। তারা শুধু ধারণা অনুসরণ করে, অথচ ধারণা তো সত্যের মোকাবেলায় কোন কাজেই আসে না!

فَاَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلّٰى ۙ عَنْ ذِكْرِنَا وَ لَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۝ ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ
بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۪ وَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدٰى ۝ وَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ ۙ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسَآءُوْا بِمَا
عَمِلُوْا وَ يَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى ۚ ۝

২৯. সুতরাং (আয় পেয়ারে নবী!) আমার স্মরণ থেকে যারা ফিরে গিয়েছে এবং দুনিয়ার জীবন ছাড়া অন্যকিছু চায়নি, আপনি তাদের থেকে সরে আসুন! ৩০. (ঐ-যে দুনিয়া চাওয়া, আর শির্‌কের পূজা করা) সেটাই হল তাদের ইলম ও জ্ঞানের শেষসীমা।[১৩৭৪] সত্যি, আপনার রব্‌ই খুব জানেন তার সম্পর্কে যে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। আর তিনিই খুব জানেন তার সম্পর্কে যে সত্যের পথ প্রাপ্ত হয়েছে। ৩১. যাকিছু আকাশমণ্ডলে রয়েছে এবং যাকিছু পৃথিবীতে রয়েছে তার পূর্ণ মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ আল্লাহ্‌রই জন্য, যাতে যারা দুষ্কর্ম করেছে তাদের তিনি জাযা দিতে পারেন তাদের কৃতকর্মের এবং যাতে জাযা দিতে পারেন যারা পুণ্যকর্ম করেছে, উত্তম কিছু দ্বারা।

[১৩৭১] যা পাওয়ার তা ঐগুলোর (এবং কোন শক্তি বা অপশক্তির) সুফারিশ ছাড়াই আমার পক্ষ হতেই পাবে, আর যা পাওয়ার নয়, তা পাবে না, ছাফ পাবে না, না সুফারিশবলে, না শক্তিবলে।

[১৩৭২] আল্লাহ্‌র এত নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরেশতাদের যদি এ অবস্থা ও অবস্থান হয় তাহলে তোমাদের উপাস্যদের সুফারিশের কী মূল্য, আমার আর কী বলার আছে, তোমরাই ভেবে দেখো!

[১৩৭৩] তারাই আসলে ফিরেশতাদের নাম রাখে নারীদের নামে।

[১৩৭৪] তাই এর বেশী তারা না চাইতে পারে, না ভাবতে পারে! পক্ষান্তরে মুমিনের জ্ঞানের সীমা হল সুদূরবিস্তৃত। তাই তাদের ইলম ও জ্ঞান খালিকের যাত ও ছিফাতের সীমানা স্পর্শ করেই ক্ষান্ত হয়, আর দুনিয়ার হাসানা ও আখেরাতের হাসানা এবং আগুন থেকে মুক্তির প্রার্থনা ছাড়া আর কিছুতে তৃপ্ত হয় না।

اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ؕ هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ فَلَا تُزَكُّوْٓا اَنْفُسَكُمْ ؕ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى ﴿۳۲﴾

৩২. যারা বড় বড় গোনাহ ও বড় বড় ফাহিশা পরিহার করেছে, ছিটেফোঁটা কিছু ছাড়া।[১৩৭৫] (তো এমন কিছু হলে আল্লাহ্ তা অবশ্যই মাফ করে দেবেন, কারণ) আপনার রব্ অতি প্রশস্ত মাগফিরাতের অধিকারী। তিনি তোমাদের সম্পর্কে খুব জানেন যখন তিনি ভূমি থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, আর যখন তোমরা ছিলে তোমাদের মায়েদের গর্ভে ভ্রূণ আকারে।[১৩৭৬] সুতরাং তোমরা নিজেদের *'পবিত্রায়ণ'* কর না। তিনি খুব জানেন তার সম্পর্কে, যে তাক্বওয়া অবলম্বন করেছে।

(রুকূ. ৩)

اَفَرَءَيْتَ الَّذِيْ تَوَلّٰى ﴿۳۳﴾ وَاَعْطٰى قَلِيْلًا وَّاَكْدٰى ﴿۳۴﴾ اَعِنْدَهٗ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرٰى ﴿۳۵﴾ اَمْ لَمْ يُنَبَّاْ بِمَا فِيْ صُحُفِ مُوْسٰى ﴿۳۶﴾ وَاِبْرٰهِيْمَ الَّذِيْ وَفّٰٓى ﴿۳۷﴾ اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ﴿۳۸﴾ وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى ﴿۳۹﴾ وَاَنَّ سَعْيَهٗ سَوْفَ يُرٰى ﴿۴۰﴾ ثُمَّ يُجْزٰىهُ الْجَزَآءَ الْاَوْفٰى ﴿۴۱﴾

৩৩. আচ্ছা, (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি কি দেখেছেন তাকে, যে (সত্য থেকে) বিমুখ হল- ৩৪. এবং যৎসামান্য দান করল, আর গুটিয়ে গেল![১৩৭৭] ৩৫. তার কাছে কি গায়বের ইলম আছে, যার ফলে সে (নিজের কল্যাণ-অকল্যাণ) দেখতে পাচ্ছে! ৩৬. নাকি তাকে খবর দেয়া হয়নি যা আছে মূসার ছহীফাসমন্তে! ৩৭. এবং ইবরাহীমের (ছহীফাসমন্তে), যিনি (আনুগত্যে) পূর্ণতা রক্ষা করেছেন। ৩৮. (ছহীফার তথ্য এই) যে, কোন বহনকারী কারো পাপের বোঝা বহন করবে না।[১৩৭৮] ৩৯. আরো এই যে, মানুষের জন্য কোন প্রাপ্যতা নেই, তবে যা (লাভ করার জন্য) সে চেষ্টা চালায়, ৪০. আর এই যে, তার প্রচেষ্টা, তা অচিরেই দেখা হবে। ৪১. তারপর তাকে প্রতিদান দেয়া হবে পূর্ণতম প্রতিদান-

وَاَنَّ اِلٰى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰى ﴿۴۲﴾ وَاَنَّهٗ هُوَ اَضْحَكَ وَاَبْكٰى ﴿۴۳﴾ وَاَنَّهٗ هُوَ اَمَاتَ وَاَحْيَا ﴿۴۴﴾ وَاَنَّهٗ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ﴿۴۵﴾ مِنْ نُّطْفَةٍ اِذَا تُمْنٰى ﴿۴۶﴾ وَاَنَّ عَلَيْهِ النَّشْاَةَ الْاُخْرٰى ﴿۴۷﴾ وَاَنَّهٗ هُوَ اَغْنٰى وَاَقْنٰى ﴿۴۸﴾ وَاَنَّهٗ هُوَ رَبُّ الشِّعْرٰى ﴿۴۹﴾ وَاَنَّهٗٓ اَهْلَكَ عَادَا الْاُوْلٰى ﴿۵۰﴾ وَثَمُوْدَا فَمَآ اَبْقٰى ﴿۵۱﴾ وَقَوْمَ نُوْحٍ مِّنْ قَبْلُ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا هُمْ اَظْلَمَ وَاَطْغٰى ﴿۵۲﴾

[১৩৭৫] কখনো কখনো (লিপ্ত না হয়েও) সেগুলোর সামান্য একটু কাছে চলে যাওয়া ছাড়া।

[১৩৭৬] তাই তিনি খুব জানেন মৃত্তিকার কী গুণ ও কী দোষ তোমাদের মধ্যে আছে। তাই তোমাদের কাছে তিনি আশা করেন না ফিরেশতীয় আচরণ, তিনি আশা করেন, তোমরা গোনাহ করে ফেলবে, আর অনুতাপের অশ্রু ঝরাবে।

[১৩৭৭] এটা জনকল্যাণ ও পুণ্যকর্মের দানের কথা নয়, নিজের প্রয়োজনে দিতে হবে এবং দেয়ার ওয়াদা করেছে, কিন্তু সামান্য দিয়েই গড়িমসি শুরু করেছে, এমনই কৃপণতা। তো যে নিজেরই জন্য খরচ করতে পারে না, সে আল্লাহ্‌র রাস্তায় কী খরচ করবে!

[১৩৭৮] একব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করতে চাইলো, আর তার বন্ধু বলল, আখেরাতের আযাবের ভয় করছো, আমাকে কিছু অর্থ দাও, তোমার পাপের বোঝা আমি বহন করব। তো সে দেয়া শুরু করল, আবার বন্ধ করে দিলো। তো এই বোকামি সে কেন করল, আর করলই যখন তখন কৃপণতা কেন করল!
বাইবেলের হিযকীলে এখনো তা লেখা আছে। আল্লামা উছমানীর সূত্রে হিযকীল ১৮ : ২০

৪২. আর এই যে, আপনার রবের অভিমুখেই হবে সবার শেষ গন্তব্য- ৪৩. এবং এই যে, তিনিই হাসান এবং তিনিই কাঁদান-[১৩৭৯] ৪৪. এবং এই যে, তিনিই মৃত্যু ঘটান এবং তিনিই জীবন দান করেন- ৪৫. এবং এই যে, তিনিই যুগল সৃষ্টি করেন, পুরুষ ও নারী- ৪৬. একই শুক্র থেকে, যখন তার স্খলন ঘটানো হয়- ৪৭. এবং এই যে, অপর জীবনও তাঁরই দায়িত্বে- ৪৮. এবং এই যে, তিনিই সম্পদ -শালী করেন এবং করেন *'রহিতসম্পদ'*- ৪৯. এবং এই যে, তিনিই শি'রা নক্ষত্রের রব্-[১৩৮০] ৫০. এবং এই যে, তিনিই আদি আদকে ধ্বংস করেছেন,- ৫১. আর ছামূদকে, তো (তাদের কোন কিছুই আর) বাকি রাখেননি- ৫২. আর এর আগে কাউমে নূহকে। তারাই তো ছিল সবচে' বড় যালিম এবং সবচে' বড় অবাধ্য।

وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ﴿٥٣﴾ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ ﴿٥٤﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ﴿٥٥﴾ هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ ﴿٥٦﴾ أَزِفَتِ الْآزِفَةُ ﴿٥٧﴾ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ﴿٥٨﴾ أَفَمِنْ هَٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿٥٩﴾ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ﴿٦٠﴾ وَأَنتُمْ سَامِدُونَ ﴿٦١﴾ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ﴿٦٢﴾

৫৩. আর (লূতের) উল্টানো জনপদকেও তিনি (আসমান থেকে) আছড়ে ফেলেছেন। ৫৪. অনন্তর যে (ভয়াবহ) জিনিস তাদের আচ্ছন্ন করল তা তো আচ্ছন্ন করলই।[১৩৮১] ৫৫. তো (আয় ইনসান!) তোমার রবের কোন্ কোন্ নেয়ামতের প্রতি তুমি সংশয় প্রকাশ করবে! ৫৬. ইনি তো আদি সতর্ক -কারীদের মধ্য হতে একজন সতর্ককারী। ৫৭. (কেয়ামতের) নিকটবর্তী কাল, আসলেই ঘনিয়ে এসেছে! ৫৮. আল্লাহ্ ছাড়া কোন শক্তি তা রোধ করার মত নয়। ৫৯. তো তোমরা কি এই বয়ানে অবাক হচ্ছ! ৬০. আর কান্নার পরিবর্তে হাসাহাসি করছ- ৬১. এমন অবস্থায় যে, তোমরা স্পর্ধাপূর্ণ ঔদাসীন্যে নিমজ্জিত! ৬২. তো (এখনো সময় আছে,) তোমরা আল্লাহ্র জন্য সিজদা কর, আর (তাঁর) ইবাদত কর।

سُورَةُ القَمَر ٥٤؛ مَكية؛ آياتُها ٥٥ وركُوعاتُها ٣

৫৪-সূরাতুল ক্বামার, মাক্কী, আয়াত ৫৫, রুকূ ৩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ ﴿١﴾ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ﴿٢﴾ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ ﴿٣﴾ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ﴿٤﴾ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ ﴿٥﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكُرٍ ﴿٦﴾

[১৩৭৯] হাসি ও কান্নার কারণগুলো তাঁরই একক নিয়ন্ত্রণে।

[১৩৮০] অথচ তোমরা তার উপাসনা করছো উপকার পাবে বলে! নিজেদের আকলের জানাযা নিজেরাই দেখি বের করছো!

[১৩৮১] অর্থাৎ ঐ আযাবের ভয়াবহতা বর্ণনা করার মত নয়।

রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে (শুরু)

১. কেয়ামত বেশ ঘনিয়ে এসেছে এবং (তার আলামতরূপে) চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়েছে।[১৩৮১] ২. (তাদের অবস্থা তো এই যে,) যে কোন মু'জিযা তারা দেখবে, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, আর বলবে, এটা তো অব্যাহত জাদুরই অংশ। ৩. আর তারা (হকের দাওয়াত) প্রত্যাখ্যান করল, আর নিজেদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করল। বস্তুত প্রতিটি বিষয় (নিজের পরিণামে গিয়ে) স্থিতি লাভ করবেই। (জাযা ও সাজা এরই অনিবার্য দাবি।) ৪. আর সুনিশ্চিত, (বিগতদের সম্পর্কে) তাদের কাছে এসেছে এমন খবর যাতে রয়েছে (যথেষ্ট) ভর্ৎসনা। ৫. মর্মস্পর্শী প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা ছিল, কিন্তু এ সমস্ত সতর্কবাণী তাদের কোন কাজে আসছে না। ৬. (আপনি তো আপনার দাওয়াতী দায়িত্ব পালন করছেন,) সুতরাং আপনি তাদের থেকে সরে থাকুন। (তারা মানল, কি মানল না সে চিন্তা করে পেরেশান হওয়ার দরকার নেই।) যেদিন আহ্বানকারী আহ্বান করবে চরম মন্দ কিছুর দিকে–

خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ۝٧ مُّهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ ۖ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَٰذَا
يَوْمٌ عَسِرٌ ۝٨ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ ۝٩ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ
فَانتَصِرْ ۝١٠ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ ۝١١ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ۝١٢

৭. সেদিন তারা কবর থেকে বের হয়ে আসবে অবনত চোখে, (সংখ্যায় এত বিপুল) যেন ছড়িয়ে পড়া পঙ্গপাল! ৮. তারা ধাবমান হবে আহ্বানকারীর অভিমুখে। (কেয়ামত ও আখেরাত অস্বীকারকারী) কাফিরীন (তখন) বলবে, এ তো অতি কঠিন দিন! ৯. তাদের আগে কাউমে নূহ তাকযীব করেছে, আমার (খাছ) বান্দাকে তাকযীব করেছে। (তাঁর সম্পর্কে) তারা বলেছিল, উন্মাদ; আর তাঁকে হম্বিতম্বি করা হয়েছিল। ১০. তখন তিনি আপন রব্‌কে ডাকলেন যে, আমি তো কোণঠাসা (হয়ে পড়েছি)! তো (আমার হয়ে) আপনি ব্যবস্থা/প্রতিশোধ নিন। ১১. তখন প্রবল বারি বর্ষণের জন্য আমি খুলে দিলাম আসমানের দরজাগুলো। ১২. আর মৃত্তিকা বিদীর্ণ করে উৎসারিত করলাম অসংখ্য ঝর্ণা। তখন একত্র হল (উভয় প্রকার) পানি, এমন এক ঘটনার জন্য যা চূড়ান্ত/অবধারিত হয়ে গিয়েছিল।

وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ ۝١٣ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ ۝١٤ وَلَقَد تَّرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ۝١٥
فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ۝١٦ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ۝١٧

১৩. আর আমি নূহকে বহন করলাম কিছু কাষ্ঠ ও কীলকবিশিষ্ট কিশতীতে– ১৪. যা ভেসে চলছিল আমার পূর্ণ তত্ত্বাবধানে, যাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল তাঁর পক্ষে বদলা নেয়ার জন্য।[১৩৮৩] ১৫. আর সুনিশ্চিত, ঐ-ঘটনা আমি নিশানরূপে ছেড়ে দিয়েছি, তো আছে কি কোন উপদেশ গ্রহণকারী!

[১৩৮১] এটি ছিল মক্কা ও কোরায়শের কাফিরীনের পক্ষ হতে আল্লাহ্‌র নবীর কাছে ফরমায়েশ করা মু'জিযা। তাঁর আঙুলের ইশারায় চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হল, তারা দেখল, কিন্তু ঈমান আনল না!

[১৩৮৩] (আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে এত বড় নেয়ামত হওয়া সত্ত্বেও) যার বেকদরি করা হয়েছিল (নবী নূহ), তাঁর পক্ষ হতে বদলা নেয়ার জন্য।

১৬. তো (আয় মুখাতাব, চিন্তা করে দেখ,) কেমন ছিল আমার আযাব ও আমার তাম্বীহাত[১৩৮৪]! ১৭. আর কোরআনকে আমি উপদেশ গ্রহণ করার জন্য সহজ করেছি। তো আছে কি কোন উপদেশ গ্রহণকারী!

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿١٨﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ ﴿١٩﴾ تَنْزِعُ النَّاسَ
كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ ﴿٢٠﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿٢١﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴿٢٢﴾

১৮. আদ(ও) তাকযীব করেছে, তো (দেখো,) কেমন ছিল আমার আযাব ও আমার তাম্বীহাত! ১৯. আমি তো তাদের উপর পাঠিয়েছিলাম এক ঝঞ্ঝা বায়ু এক লাগাতার অশুভতার দিনে।[১৩৮৫] ২০. ঐ ঝড়ো হাওয়া লোকদের উপড়ে ফেলছিল, যেন তারা উৎপাটিত খেজুরকাণ্ড! ২১. তো (দেখো,) কেমন ছিল আমার আযাব ও আমার তাম্বীহাত। ২২. আর কোরআনকে আমি উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করেছি। তো আছে কি কোন উপদেশগ্রহণকারী!

(রুকূ. ২)

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ﴿٢٣﴾ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿٢٤﴾ أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ
بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ ﴿٢٥﴾ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ ﴿٢٦﴾ إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَ
اصْطَبِرْ ﴿٢٧﴾ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ ﴿٢٨﴾

২৩. আর ছামূদ(ও) সতর্ককারীদের তাকযীব করেছে। ২৪. এভাবে যে, তারা বলল, আমাদেরই মধ্য হতে একা একজন মানুষ, আমরা কি তার অনুসরণ করব! তাহলে তো আমরা চরম ভ্রান্তি ও উন্মাদগ্রস্ততার মধ্যে নিপতিত হবো। ২৫. আমাদের (এত লোক) থেকে তারই উপর কি উপদেশবাণী নিক্ষিপ্ত হল! (না, তা তো হতে পারে না! তার চেয়ে) বরং সে-ই চরম মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক। ২৬. (আচ্ছা শোন,) আগামীকাল/অদূর ভবিষ্যতেই তারা জানতে পারবে, কে চরম মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক। ২৭. তাদের পরীক্ষার জন্য সত্যি আমি নাকাহ-(কুদরতী) উটনী পাঠাচ্ছি, তো তাদের আপনি রাখুন পর্যবেক্ষণে এবং ধৈর্য রক্ষা করুন। ২৮. আর তাদের অবহিত করুন যে, জলাশয়ের/কুয়ার পানি তাদের মধ্যে বণ্টিত হবে। পানের প্রতিটি পালায় উপস্থিত হবে (তার হকদার)।

فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ ﴿٢٩﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿٣٠﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ
الْمُحْتَظِرِ ﴿٣١﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴿٣٢﴾ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ ﴿٣٣﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا
إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ ﴿٣٤﴾ نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ ﴿٣٥﴾

[১৩৮৪] তাম্বীহ এর বহুবচন, যার অর্থ তিরস্কার, সতর্কীকরণ। বাংলা প্রতিশব্দের চেয়ে আরবী-উর্দূ প্রতিশব্দই এখানে অধিক উপযুক্ত মনে হয়।

[১৩৮৫] আযাবের দিনটি লাগাতার অশুভতার দিন হল এভাবে যে, আযাবের সেই অশুভতা কবর, হাশর, ছিরাত হয়ে জাহান্নাম পর্যন্ত প্রলম্বিত হয়ে চলেছে বিরতিহীনভাবে।

২৯. তখন তারা তাদের (নিকৃষ্ট) সঙ্গীকে ডাক দিলো, তো সে আগে বাড়লো, আর (উটনীটিকে পা-কাটা করে) হত্যা করল, ৩০. তো (দেখ,) কেমন ছিল আমার আযাব ও আমার তাম্বীহাত ৩১. ব্যস, আমি তাদের উপর পাঠালাম (ফিরেশতার গলা থেকে বের হওয়া) একটিমাত্র বিকট আওয়ায! তাতেই তারা হয়ে গেল খোঁয়াড়ীর/খোঁয়াড়ের বিচূর্ণ তৃণের মত। ৩২. আর কোরআনকে আমি সহজ করেছি উপদেশ গ্রহণের জন্য, তো আছে কি কোন উপদেশগ্রহণকারী! ৩৩. লূতের কাউম(ও) তাকযীব করেছে সতর্ককারীদের। ৩৪. তো আমি তাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করলাম,[১৩৮৬] তবে আলে লূতকে নয়, তাদের আমি উদ্ধার করলাম ভোরবেলা। ৩৫. এভাবে (তাদের আমি দিয়েছিলাম) আমার পক্ষ হতে (খুব বড়) নেয়ামত। এভাবেই আমি প্রতিদান দিয়ে থাকি, যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে (তাকে)।

وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ ﴿٣٦﴾ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿٣٧﴾ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ﴿٣٨﴾ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿٣٩﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿٤٠﴾

৩৬. আর সুনিশ্চিত, তিনি তাদের সতর্ক করেছিলেন আমার '*পাকড়*' সম্পর্কে, তবে তারা সংশয় পোষণ করল তাম্বীহাতের প্রতি। ৩৭. আর (আস্পর্ধা দেখ,) তাঁর সম্প্রদায় তাঁকে 'ভুল পথে নিতে চাইল' তাঁর মেহমানদের বিষয়ে। তখন আমি তাদের চোখ মুছে দিলাম।[১৩৮৭] তো নাও, আস্বাদন কর আমার আযাব ও আমার তাম্বীহাত! ৩৮. আর সুনিশ্চিত, ভোরবেলা তাদের আঘাত করল একটানা/স্থায়ী আযাব। ৩৯. তো নাও, ভোগ কর আমার আযাব ও আমার তাম্বীহাত। ৪০. আর কোরআনকে আমি উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করেছি, তো আছে কি কোন উপদেশগ্রহণকারী!

(রুকূ. ৩)

وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ﴿٤١﴾ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٤٢﴾ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَٰئِكُمْ أَمْ لَكُم بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ ﴿٤٣﴾ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ ﴿٤٤﴾ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ﴿٤٥﴾ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ ﴿٤٦﴾

৪১. আর সুনিশ্চিত, ফির'আউনের গোষ্ঠীর কাছেও এসেছে তাম্বীহাত, ৪২. (কিন্তু) তারা আমার সমস্ত নিশান ও প্রমাণের তাকযীব করল, তো আমি তাদের পাকড়াও করলাম মহাপরাক্রমশালী (ও) ক্ষমতাবানের পাকড়াও। ৪৩. আচ্ছা, তোমাদের কাফিরীন কি উত্তম তোমাদের ঐ-লোকদের চেয়ে, নাকি (আল্লাহ্‌র) কিতাবসমস্তে তোমাদের জন্য কোন ছাড়পত্র রয়েছে! ৪৪. নাকি তারা বলে, আমরা হলাম আত্মরক্ষায় সক্ষম এক সঙ্ঘবদ্ধ দল। ৪৫. (শুনে রাখো,) এ দলকে অচিরেই পর্যুদস্ত করা হবে, আর তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করবে,[১৩৮৮] ৪৬. (দুনিয়ার পরাজয় তো কিছুই না,) বরং তাদের আসল প্রতিশ্রুত সময় হল কেয়ামত, আর কেয়ামত আরো ভয়ানক, আরো তিক্ত।

[১৩৮৬] আমি (আসমান থেকে) তাদের উপর পাঠালাম (অসংখ্য) পাথর।

[১৩৮৭] তাদের চোখ/দৃষ্টিশক্তি লোপ করে দিলাম। লোপ করলাম, মানে চোখ ছিল, চোখের আলো ছিল না, দৃষ্টি ছিল, দৃষ্টিশক্তি ছিল না। মুছে দিলাম, মানে বিলকুল সমান করে দিলাম, যেন সেখানে চোখই ছিল না।

[১৩৮৮] সোজা বাংলায়, 'পিঠ দেখিয়ে পালাবে'।

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿٤٧﴾ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴿٤٨﴾ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ
بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ﴿٥٠﴾ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿٥١﴾ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ
فِي الزُّبُرِ ﴿٥٢﴾ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌ ﴿٥٣﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ﴿٥٤﴾ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٥٥﴾

৪৭. অপরাধীরা অবশ্যই ভ্রান্তি ও উন্মাদগ্রস্ততায় পড়ে আছে। ৪৮. (তাদের হুঁশ হবে) যেদিন তাদের উপুড় করে টেনে নিয়ে জাহান্নামে ফেলা হবে, (আর বলা হবে,) জাহান্নামের অগ্নিছোঁয়া আস্বাদন কর। ৪৯. আমি তো প্রতিটি জিনিস সৃষ্টি করেছি (সবদিক থেকে) নির্ধারিত পরিমিতির সঙ্গে। ৫০. আর আমার আদেশ তো আর কিছু নয়, একবার শুধু চোখের পলক ফেলার মত (এর চেয়েও কম সময়ে, বরং শূন্যসময়ে সম্পন্ন হয়ে যায়)! ৫১. আর সুনিশ্চিত, তোমাদের (বিগত যুগের সমবিশ্বাসের) গোষ্ঠীগুলোকে তো আমি ধ্বংস করেছি, তো আছে কি কোন চিন্তাকারী/উপদেশগ্রহণকারী ৫২. আর যাকিছু তারা করেছে (তাদের) আমলনামায় (তা সংরক্ষিত) আছে। ৫৩. আর প্রতি ছোট ও বড় বিষয় ছতরবদ্ধ রয়েছে।[১৩৮৯] ৫৪. মুত্তাকীন অবশ্যই থাকবে (জান্নাতের) বাগবাগিচায় ও নহরে,- ৫৫. সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী শাহানশাহের নিকটে সত্যিকারের মর্যাদাপূর্ণ আসনে।

سُورَةُ الرحمن؛ مَدنية؛ آياتُها ٧٨ وركُوعاتُها٣

৫৫-সূরাতুর-রহমান, মাদানী, আয়াত ৭৮, রুকূ ৩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الرَّحْمَٰنُ ﴿١﴾ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ﴿٢﴾ خَلَقَ الْإِنسَانَ ﴿٣﴾ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴿٤﴾ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿٥﴾ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ﴿٦﴾
وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾ وَ
الْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ﴿١٠﴾ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ﴿١١﴾ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ﴿١٢﴾ فَبِأَيِّ
آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٣﴾

রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে (শুরু)

১. (তিনিই) রহমান (তাঁর দয়া ও করুণা অফুরান)। ২. (তাঁর অসংখ্য দয়া ও করুণার একটি এই যে, মানুষকে তিনি) কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন (যাতে রয়েছে দুনিয়া-আখেরাতের কামিয়াবির সমস্ত আহকাম ও বিধান)। ৩. তিনিই মানুষ সৃষ্টি করেছেন ৪. (এবং) তাকে বয়ান (সুস্পষ্ট ভাষায় ভাব প্রকাশ করা) শিখিয়েছেন।[১৩৯০] ৫. সূর্য ও চাঁদ একটি হিসাবের বন্ধনে আবদ্ধ। ৬. আর তৃণলতা ও বৃক্ষ (তাঁকে)

[১৩৮৯] তাদের আমলনামায় ছতরে ছতরে লেখা থাকবে।

[১৩৯০] সুস্পষ্ট বাকশক্তি দান করেছেন। শুধু এই একটি নেয়ামতের উপকার ও কল্যাণ গুণে শেষ করা যাবে না। এখানে শুধু এতটুকু বলা যায় যে, এরই মাধ্যমে কোরআন বোঝা ও বোঝানো সম্ভব।

সিজদা করে।[১৩৯১] ৭. আর তিনিই আকাশ উঁচু করেছেন এবং (দুনিয়াতে) মীযানব্যবস্থা[১৩৯২] স্থাপন করেছেন,- ৮. যাতে তোমরা মাপের ক্ষেত্রে কমবেশী না কর/সীমালঙ্ঘন না কর, ৯. আর ওজন ঠিক রাখ ইনছাফের সঙ্গে। আর মাপে ও পরিমাপে কম দিয়ো না। ১০. আর মাখলূকের (কল্যাণের) জন্য যমীন স্থাপন করেছেন। ১১. তাতে রয়েছে বিভিন্ন ফল এবং খেজুরবৃক্ষ যার (ফলের, খেজুরের উপর) রয়েছে আবরণ, ১২. আর খোসাযুক্ত শস্যদানা ও সুগন্ধিযুক্ত ফুল। ১৩. সুতরাং (হে মানুষ ও জ্বিন!) তোমরা তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নেয়ামতের তাকযীব করবে!

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ﴿١٤﴾ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ ﴿١٥﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٦﴾ رَبُّ
الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴿١٧﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٨﴾

১৪. তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পোড়ামাটির মত ঠনঠনে মাটি দ্বারা, ১৫. আর জ্বিনজাতিকে সৃষ্টি করেছেন বিশুদ্ধ আগুন (আগুনের শিখা) থেকে। ১৬. সুতরাং (হে মানুষ ও জ্বিন!) আপন রবের কোন্ কোন্ নেয়ামতের তোমরা তাকযীব করবে! ১৭. তিনি দুই মাশরিক ও দুই মাগরিবের রব্।[১৩৯৩] ১৮. সুতরাং (হে মানুষ ও জ্বিন!) আপন রবের কোন্ কোন্ নেয়ামতের তোমরা তাকযীব করবে!

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴿١٩﴾ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ﴿٢٠﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢١﴾ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ
الْمَرْجَانُ ﴿٢٢﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٣﴾ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴿٢٤﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٥﴾

১৯. (রাহমানের আরেকটি নেয়ামত এই যে,) তিনিই দুই সাগর (এবং দুই দরিয়া এমনভাবে) একত্র করেন (যে, বাহ্যত) দু'টি পরস্পর যুক্ত হয়, ২০. (অথচ) উভয়ের মাঝে রয়েছে একটি কুদরতী আড়াল (ফলে কোন জলধারা নিজের সীমা) অতিক্রম করে না।[১৩৯৪] ২১. সুতরাং (হে মানুষ ও জ্বিন!) আপন রবের কোন্ কোন্ নেয়ামত তোমরা ঝুটলাবে! ২২. উভয় জলধারা থেকে বের হয়/উৎপন্ন হয় মুক্তা ও প্রবাল। ২৩. তো (হে মানুষ ও জ্বিন!) আপন রবের কোন্ কোন্ নেয়ামত তোমরা ঝুটলাবে! ২৪. আর তাঁরই নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে সাগরে ভেসে চলা পাহাড়সমান উঁচু জলযান। ২৫. তো (হে মানুষ ও জ্বিন!) আপন রবের কোন্ কোন্ নেয়ামতের তোমরা তাকযীব করবে!

(রুকূ. ২)

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٢٧﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٨﴾ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴿٢٩﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٠﴾

[১৩৯১] এটা প্রকৃত অর্থেও হতে পারে, আবার এ অর্থে হতে পারে যে, সূর্য ও চাঁদকে তিনি যে নেযামের গণ্ডীতে আবদ্ধ করেছেন তা চিরকাল ঐ নেযামের অনুগত।

[১৩৯২] দাঁড়িপাল্লার ব্যবস্থা বা তুলাদণ্ড বা মানদণ্ড স্থাপন করেছেন, যা মানবজীবনকে কত সুশৃঙ্খল করেছে।

[১৩৯৩] শীত ও গ্রীষ্মকালে সূর্যের উদয় ও অস্তের স্থান আলাদা হয় সেহেতু উদয়স্থল ও অস্তস্থল দু'টো হল।

[১৩৯৪] সাগর বা নদী, দুই জলধারার একই সঙ্গে যুক্ত ও স্বতন্ত্র প্রবাহের এ কুদরতী দৃশ্য পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে শুরু থেকে দেখা যায়, দু'টি জলধারা মিলে মিশে চলছে, অথচ মাঝে কিসের যেন প্রাচীর, যার কারণে একটি জলধারা অন্যটিতে মিশছে না, যে মিশতে পারছে না, কোন অদৃশ্য শক্তি যেন বাধা দিয়ে রেখেছে। তিনিই আল্লাহ্।

২৬. ভূমির উপর (এবং বিশ্বজগতে) যাকিছু আছে, বিনাশপ্রাপ্ত (হবে), ২৭. বাকি থাকবে শুধু তোমার রবের মহিমা ও মর্যাদাপূর্ণ সত্তা। ২৮. তো (হে মানুষ ও জ্বিন!) আপন রবের কোন্ কোন্ নেয়ামতের তোমরা তাকযীব করবে! ২৯. যারা আকাশমণ্ডলে ও পৃথিবীতে (এবং বিশ্বজাহানে) আছে (তারা সবাই নিজ নিজ প্রয়োজন) তাঁরই কাছে চায়/প্রার্থনা করে। তিনি প্রতিদিন (প্রতিক্ষণ সৃষ্টিজগতের নিয়ন্ত্রণ, পরিচালন ও প্রয়োজন পূরণে) কোন না কোন কাজে রয়েছেন।[১৩৯৫] ৩০. সুতরাং (হে মানুষ ও জ্বিন!) আপন রবের কোন্ কোন্ নেয়ামতের তোমরা তাকযীব করবে!

سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلٰنِ ﴿٣١﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٢﴾ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ
اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ؕ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ﴿٣٣﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٤﴾ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ
مِّنْ نَّارٍ ۙ وَّنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ ﴿٣٥﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٦﴾

৩১. ওহে দুই ওজনদার সৃষ্টি (জ্বিন ও ইনসান,) শীঘ্রই আমি তোমাদের (হিসাব ও জাযা-সাজার) জন্য ফারিগ হবো।[১৩৯৬] ৩২. সুতরাং (হে মানুষ ও জ্বিন!) আপন রবের কোন্ কোন্ নেয়ামতের তোমরা তাকযীব করবে! ৩৩. আয় জ্বিন ও মানবসম্প্রদায়! যদি তোমরা আসমানসমূহ ও যমীনের সীমানা অতিক্রম করতে পার তাহলে অতিক্রম কর। তোমরা অতিক্রম করতে পারবে না, ঐশী অনুমোদন ছাড়া।[১৩৯৭] ৩৪. তো (হে মানুষ ও জ্বিন!) তোমরা আপন রবের কোন্ কোন্ নেয়ামতের তাকযীব করবে! ৩৫. তোমাদের উপর পাঠানো হবে/ছুঁড়ে দেয়া হবে আগুনের শিখা এবং তাম্রবর্ণের ধোঁয়া, তখন তোমরা আত্মরক্ষা করতে পারবে না। ৩৬. তো (হে মানুষ ও জ্বিন!) আপন রবের কোন্ কোন্ নেয়ামতের তোমরা তাকযীব করবে!

فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴿٣٧﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٨﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْـَٔلُ عَنْ ذَنْۢبِهٖٓ اِنْسٌ وَّ
لَا جَآنٌّ ﴿٣٩﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٠﴾ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمٰهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِيْ وَالْاَقْدَامِ ﴿٤١﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٢﴾ هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٤٣﴾ يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ اٰنٍ ﴿٤٤﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٥﴾

৩৭. তো (ঐ সময়টি তো অবশ্যম্ভাবী) যখন আকাশ ফেটে যাবে, আর তা হয়ে যাবে লাল চামড়ার মত

[১৩৯৫] এভাবে প্রতি মুহূর্তে তাঁর অসীম কুদরত ও সর্বশক্তিমানতা এবং তাঁর পরম জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং সর্বব্যাপী দয়া ও করুণার, এবং তাঁর সর্বগুণের নিরন্তর মহিমাপূর্ণ প্রকাশ ঘটছে।

[১৩৯৬] জ্বিন ও ইনসানকে 'ছাকালান' বলার রহস্য এই যে, পুরো সৃষ্টিজগতের মধ্যে জ্বিন ও ইনসানই শুধু আল্লাহ্‌র আহকাম ও বিধান বহন করার যোগ্যতা রাখে।

[১৩৯৭] তিনি অনুমোদন দেবেন না, আর তোমরাও আল্লাহ্‌র কুদরত ও নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হতে এবং জাযা ও সাজা থেকে বাঁচতে পারবে না। এখানে আসমান-যমীনের সীমানা দ্বারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র কুদরত ও নিয়ন্ত্রণের সীমানা বোঝানো হয়েছে। তবে প্রকৃতপক্ষেই যদি স্থূল সীমানা উদ্দেশ্য হয় তাহলে 'সুলতান'কেও ভিন্ন অর্থে গ্রহণ করে আধুনিক মহাজাগতিক বিজ্ঞানের আলোকে গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা হতে পারে। তবে যেহেতু বিজ্ঞান সদাপরিবর্তনশীল তাই স্থায়ীভাবে গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যার বাইরে যাওয়া সঙ্গত নয়।

গোলাপী বর্ণের। ৩৮. সুতরাং (হে মানুষ ও জ্বিন!) আপন রবের কোন্ কোন্ নেয়ামত তোমরা ঝুটলাবে। ৩৯. সেদিন কিন্তু না কোন মানুষকে তার অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে, না কোন জ্বিনকে। [১৩৯৮] ৪০. তো (হে মানুষ ও জ্বিন।) আপন রবের কোন্ কোন্ নেয়ামতের তোমরা তাকযীব করবে! ৪১. মুজরিমীনকে তো তাদের নিশান দ্বারাই চেনা যাবে, তাই তাদের ধরা হবে মাথার ঝুঁটি ও পা দ্বারা ৪২. তো (হে মানুষ ও জ্বিন!) আপন রবের কোন্ কোন্ নেয়ামতের তোমরা তাকযীব করবে। ৪৩. এ হল জাহান্নাম, মুজরিমীন যার তাকযীব করত[১৩৯৯] ৪৪. তারা জাহান্নাম ও তার ফুটন্ত পানির মধ্যে ছোটাছুটি করবে। ৪৫. তো (হে মানুষ ও জ্বিন!) আপন রবের কোন্ কোন্ নেয়ামতের তোমরা তাকযীব করবে!

(রুকূ ৩)

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ ۚ﴿٤٦﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۚ﴿٤٧﴾ ذَوَاتَآ اَفْنَانٍ ۚ﴿٤٨﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۚ﴿٤٩﴾ فِيْهِمَا
عَيْنٰنِ تَجْرِيٰنِ ۚ﴿٥٠﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۚ﴿٥١﴾ فِيْهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجٰنِ ۚ﴿٥٢﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۚ﴿٥٣﴾
مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى فُرُشٍۭ بَطَآئِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ ۭ وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ۚ﴿٥٤﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۚ﴿٥٥﴾

৪৬. আর (দুনিয়াতে) যে আপন রবের সামনে দাঁড়ানোর ভয় রাখতো, তার জন্য থাকবে দু'টি বাগান। ৪৭. তো (হে মানুষ ও জ্বিন!) আপন রবের কোন্ কোন্ নেয়ামতের তোমরা তাকযীব করবে! ৪৮. উভয় বাগান হবে শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট। ৪৯. তো (হে মানুষ ও জ্বিন,) আপন রবের কোন্ কোন্ নেয়ামতের তোমরা তাকযীব করবে! ৫০. তাতে থাকবে প্রবহমান দু'টি ঝর্ণা। ৫১. সুতরাং (হে মানুষ ও জ্বিন!) আপন রবের কোন্ কোন্ নেয়ামতের তোমরা তাকযীব করবে! ৫২. উভয় বাগানে থাকবে প্রত্যেক ফল থেকে দু' দু' প্রকার। ৫৩. তো (হে মানুষ ও জ্বিন!) আপন রবের কোন্ কোন্ নেয়ামতের তোমরা তাকযীব করবে! ৫৪. জান্নাতীরা এমন বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে, যাতে থাকবে পুরু রেশমের আস্তর, আর উভয় বাগানের ফল ঝুঁকে থাকবে ৫৫. তো (হে মানুষ ও জ্বিন!) আপন রবের কোন্ কোন্ নেয়ামতের তোমরা তাকযীব করবে!

فِيْهِنَّ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ ۙ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ۚ﴿٥٦﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۚ﴿٥٧﴾ كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَ
الْمَرْجَانُ ۚ﴿٥٨﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۚ﴿٥٩﴾ هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ ۚ﴿٦٠﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۚ﴿٦١﴾ وَمِنْ
دُوْنِهِمَا جَنَّتٰنِ ۚ﴿٦٢﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۚ﴿٦٣﴾ مُدْهَآمَّتٰنِ ۚ﴿٦٤﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۚ﴿٦٥﴾

৫৬. তাতে (জান্নাতের সকল বাগানে) থাকবে বহু আনত নয়না হূর। যাদেরকে না কোন মানুষ স্পর্শ করেছে তাদের আগে, না কোন জ্বিন। ৫৭. সুতরাং (হে মানুষ ও জ্বিন!) আপন রবের কোন্ কোন্ নেয়ামতের তোমরা তাকযীব করবে! ৫৮. যেন তারা ইয়াকূত ও মারজান![১৪০০] ৫৯. তো (হে মানুষ ও জ্বিন!) আপন রবের কোন্ কোন্ নেয়ামতের তোমরা তাকযীব করবে! ৬০. উত্তম কর্মের প্রতিদান

[১৩৯৮] কারণ জিজ্ঞাসাবাদ ও বিচারপর্ব তো আগেই সম্পন্ন হয়েছে। এখন তো শুধু জাহান্নামে নিক্ষেপ করা বাকি।

[১৩৯৯] অর্থাৎ তোমরা হে অপরাধীরা! এই জাহান্নামের তাকযীব করতে।

[১৪০০] যেন তারা পদ্মরাগ ও প্রবাল।

উত্তম ছাড়া আর কী হতে পারে! ৬১. তো (হে মানুষ ও জ্বিন!) আপন রবের কোন্ কোন্ নেয়ামতের তোমরা তাকযীব করবে! ৬২. আর ঐদু'টি উদ্যান ছাড়া আরো দু'টি উদ্যান রয়েছে। ৬৩. তো (হে মানুষ ও জ্বিন!) আপন রবের কোন্ কোন্ নেয়ামতের তোমরা তাকযীব করবে! ৬৪. (ঘন সবুজতার কারণে বাগানদু'টি হবে) কৃষ্ণাভ। ৬৫. তো (হে মানুষ ও জ্বিন!) আপন রবের কোন্ কোন্ নেয়ামত তোমরা ঝুটলাবে!

فِيهِمَا عَيْنٰنِ نَضَّاخَتٰنِ ﴿٦٦﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٧﴾ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَّنَخْلٌ وَّرُمَّانٌ ﴿٦٨﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٩﴾
فِيهِنَّ خَيْرٰتٌ حِسَانٌ ﴿٧٠﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧١﴾ حُورٌ مَّقْصُورٰتٌ فِي الْخِيَامِ ﴿٧٢﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧٣﴾
لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ﴿٧٤﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧٥﴾

৬৬. তাতে রয়েছে দু'টি উচ্ছল ঝর্ণা। ৬৭. সুতরাং (হে মানুষ ও জ্বিন!) আপন রবের কোন্ কোন্ নেয়ামতের তোমরা তাকযীব করবে! ৬৮. ঐ দু'টিতে থাকবে ফল, খেজুর ও আনার। ৬৯. সুতরাং (হে মানুষ ও জ্বিন!) আপন রবের কোন্ কোন্ নেয়ামতের তোমরা তাকযীব করবে! ৭০. ঐসব বাগানে থাকবে, সচ্চরিত্রা, রূপসীগণ। ৭১. সুতরাং (হে মানুষ ও জ্বিন!) আপন রবের কোন্ কোন্ নেয়ামতের তোমরা তাকযীব করবে! ৭২. এমন হূর, তাঁবুর মধ্যে যাদের সুরক্ষিত রাখা হয়েছে। ৭৩. তো (হে মানুষ ও জ্বিন!) আপন রবের কোন্ কোন্ নেয়ামতের তোমরা তাকযীব করবে! ৭৪. তাদেরকে না কোন মানুষ স্পর্শ করেছে তাদের আগে, না কোন জ্বিন। ৭৫. তো (হে মানুষ ও জ্বিন!) আপন রবের কোন্ কোন্ নেয়ামতের তোমরা তাকযীব করবে!

مُتَّكِـِٔيْنَ عَلٰى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَّعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ﴿٧٦﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧٧﴾ تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ﴿٧٨﴾

৭৬. তারা (জান্নাতীরা) সবুজ রফরফে এবং অপূর্ব সুন্দর গালিচায় বসবে হেলান দিয়ে। ৭৭. সুতরাং (হে মানুষ ও জ্বিন!) আপন রবের কোন্ কোন্ নেয়ামতের তোমরা তাকযীব করবে! ৭৮. বড় বরকতপূর্ণ হয়েছে আপনার রবের নাম, যিনি মহিমা ও মর্যাদাপূর্ণ সত্তা।

سُورَةُ الواقعة٥٦؛ مَكية؛ آياتُها ٩٦ وركُوعاتُها٣

৫৬-সূরাতুল ওয়াকি'আ, মাক্কী, আয়াত ৯৬, রুকু ৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿١﴾ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ﴿٢﴾ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ﴿٣﴾ اِذَا رُجَّتِ الْاَرْضُ رَجًّا ﴿٤﴾ وَّبُسَّتِ الْجِبَالُ
بَسًّا ﴿٥﴾ فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنْۢبَثًّا ﴿٦﴾ وَّكُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلٰثَةً ﴿٧﴾ فَاَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ۙ مَآ اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ﴿٨﴾ وَاَصْحٰبُ
الْمَشْئَمَةِ ۙ مَآ اَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ﴿٩﴾

রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে (শুরু)

১. যখন (কেয়ামতের) অবশ্যম্ভাবী ঘটনা ঘটবে, ২. যার সঙ্ঘটনের বিষয়ে কোন মিথ্যাচারী নেই। [১৪০১] ৩. তা (কাউকে) নীচে নামাবে, (কাউকে) উপরে তোলবে। ৪. (এটা হবে) যখন পৃথিবীকে প্রবল কম্পনে কাঁপিয়ে দেয়া হবে। ৫. আর পাহাড়গুলো প্রবলভাবে চূর্ণ করা হবে, ৬. ফলে তা বিক্ষিপ্ত ধূলোকণায় পরিণত হবে। ৭. আর (হে মানুষ,) তোমরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হবে। ৮. তো যারা ডান -হাতওয়ালা, কত না উত্তম ডানহাতওয়ালারা! [১৪০২] ৯. আর যারা বামহাতওয়ালা। কত না দুর্ভাগা বামহাতওয়ালারা। [১৪০৩]

وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ ۝١٠ اُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ ۝١١ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ۝١٢ ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ۝١٣ وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ۝١٤ عَلٰى
سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ ۝١٥ مُّتَّكِـِٕيْنَ عَلَيْهَا مُتَقٰبِلِيْنَ ۝١٦ يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ۝١٧ بِاَكْوَابٍ وَّاَبَارِيْقَ ۙ وَكَاْسٍ مِّنْ
مَّعِيْنٍ ۝١٨ لَّا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُوْنَ ۝١٩ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوْنَ ۝٢٠ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ۝٢١

১০. আর যারা অগ্রগামী তারা তো অগ্রগামীই। ১১. ওরাই তো (আল্লাহ্‌র) বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্ত। ১২. ওরা থাকবে নেয়ামতে পরিপূর্ণ বাগবাগিচায়। ১৩. বড় জামাত হবে পূর্ববর্তীদের থেকে, ১৪. আর অল্প -সংখ্যক হবে পরবর্তীদের থেকে। [১৪০৪] ১৫. (ওরা থাকবে) স্বর্ণখচিত উঁচু উঁচু আসনে- ১৬. তাতে হেলান দিয়ে মুখোমুখি অবস্থায়। ১৭. (সেবার উদ্দেশ্যে) তাদের চারপাশে প্রদক্ষিণ করবে চিরবালকদল! [১৪০৫] ১৮. (তারা প্রদক্ষিণ করবে) সর্বোচ্চ সুন্দর পানপাত্র ও কুজা এবং ঝর্ণা থেকে পূর্ণ করা সুরাপাত্র নিয়ে। ১৯. তা পান করার কারণে মাথাব্যথা হবে না এবং তারা অচেতন হবে না। ২০. (তারা প্রদক্ষিণ করবে) আহলে জান্নাতের পছন্দের ফল নিয়ে ২১. এবং তাদের চাহিদার পাখীর গোশত নিয়ে।

وَحُوْرٌ عِيْنٌ ۝٢٢ كَاَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ ۝٢٣ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝٢٤ لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا تَاْثِيْمًا ۝٢٥ اِلَّا
قِيْلًا سَلٰمًا سَلٰمًا ۝٢٦ وَاَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ۙ مَآ اَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ۙ ۝٢٧ فِيْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ ۝٢٨ وَّطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ ۝٢٩ وَّظِلٍّ
مَّمْدُوْدٍ ۝٣٠ وَّمَآءٍ مَّسْكُوْبٍ ۝٣١

২২. আর তাদের জন্য থাকবে আয়তলোচনা হূর। ২৩. তারা হবে সুরক্ষিত মুক্তার মত। ২৪. (এটা হবে, দুনিয়াতে) যাকিছু তারা করত তার প্রতিদানরূপে। ২৫. সেখানে তারা না শোনবে কোন বেহুদা কথা, আর না কোন অসঙ্গত কথা/পাপ-আলোচনা। ২৬. শোনবে শুধু সালাম! সালাম! এরকম কথা।

[১৪০১] যার সঙ্ঘটনকে মিথ্যা বলার কেউ থাকবে না, যেমন দুনিয়াতে ছিল। ভিন্ন তরজমা, যার সঙ্ঘটনের বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাক্বী উছমানী– যার সঙ্ঘটনের তাকযীবকারী কেউ থাকবে না।

[১৪০২] অর্থাৎ যাদের আমলনামা ডানহাতে দেয়া হবে, আছহাবুল জান্নাহ। কোরআনের লফয রক্ষা করে তরজমা, যারা আছহাবুল ইয়ামীন, কত না উত্তম আছহাবুল ইয়ামীন!

[১৪০৩] অর্থাৎ যাদের আমলনামা বামহাতে দেয়া হবে, আছহাবুল জাহীম। কোরআনের লফয রক্ষা করে তরজমা, যারা আছহাবুশ-শিমাল, কত না নিকৃষ্ট আছহাবুশ-শিমাল!

[১৪০৪] অর্থাৎ এই উম্মতের পূর্ববর্তীদের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরের মুত্তাকী সংখ্যায় বেশী হবে। পক্ষান্তরে খায়রুল কুরূনের পরে যত সময় বেশী হবে সর্বোচ্চ স্তরের মুত্তাকীন সংখ্যায় কম হবে।

[১৪০৫] এমন বালকেরা, যারা হবে চিরকালের জন্য বালক।

২৭. আর যারা ডানহাতওয়ালা, কত না সৌভাগ্যবান ডানহাতওয়ালারা। ২৮. তারা (ভোগবিলাসে থাকবে) কাঁটাহীন কুলবাগানে ২৯. এবং কাঁদিভরা কলাবাগানে, ৩০. এবং সুবিস্তৃত ছায়ার মধ্যে ৩১. এবং প্রবহমান ঝর্ণার পাশে।

وَّ فَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ ﴿٣٢﴾ لَّا مَقْطُوْعَةٍ وَّ لَا مَمْنُوْعَةٍ ﴿٣٣﴾ وَّ فُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ ﴿٣٤﴾ اِنَّاۤ اَنْشَاْنٰهُنَّ اِنْشَآءً ﴿٣٥﴾ فَجَعَلْنٰهُنَّ اَبْكَارًا ﴿٣٦﴾ عُرُبًا اَتْرَابًا ﴿٣٧﴾ لِّاَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ﴿٣٨﴾

৩২. এবং প্রচুর ফলের বাগানে– ৩৩. যা কখনো শেষ হবে না এবং যাতে কখনো বাধা দেয়া হবে না। ৩৪. আর (তারা থাকবে) উঁচু করে সাজানো বিছানায়। ৩৫. নিশ্চয় আমি তাদেরকে (হূরানে জান্নাত, বা দুনিয়ার পুণ্যবতীদেরকে) সৃষ্টি করেছি অনন্য সৌন্দর্য দিয়ে।[১৪০৬] ৩৬. তো তাদের বানিয়েছি কুমারী– ৩৭. লাস্যময়ী, সমবয়স্কা। ৩৮. (এসবই হবে) ডানহাতওয়ালাদের জন্য।[১৪০৭]

(রুকূ. ২)

ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٣٩﴾ وَ ثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ﴿٤٠﴾ وَ اَصْحٰبُ الشِّمَالِ ۙ مَاۤ اَصْحٰبُ الشِّمَالِ ﴿٤١﴾ فِيْ سَمُوْمٍ وَّ حَمِيْمٍ ﴿٤٢﴾ وَّ ظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُوْمٍ ﴿٤٣﴾ لَّا بَارِدٍ وَّ لَا كَرِيْمٍ ﴿٤٤﴾ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُتْرَفِيْنَ ﴿٤٥﴾ وَ كَانُوْا يُصِرُّوْنَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيْمِ ﴿٤٦﴾ وَ كَانُوْا يَقُوْلُوْنَ ۙ اَئِذَا مِتْنَا وَ كُنَّا تُرَابًا وَّ عِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ﴿٤٧﴾ اَوَ اٰبَآؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ ﴿٤٨﴾

৩৯. বড় জামাত হবে পূর্ববর্তীদের থেকে, ৪০. আর বড় জামাত হবে পরবর্তীদের থেকে।[১৪০৮] ৪১. আর বামহাতওয়ালারা; কত না দুর্ভাগা বামহাতওয়ালারা![১৪০৯] ৪২. তারা থাকবে লুহাওয়া ও ফুটন্ত পানির মধ্যে, ৪৩. আর কালো ধোঁয়ার ছায়ায়, ৪৪. যা শীতল নয় এবং নয় আরামদায়ক। ৪৫. এর আগে (দুনিয়াতে) এরা তো ছিল বিলাস বিত্তের মধ্যে। ৪৬. জঘন্য পাপের উপর তারা অনড় থাকতো ৪৭. আর (উপহাস করে) বলতো, আচ্ছা, যখন আমরা মারা যাবো, আর মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হবো, তখন কি আমরা পুনরুত্থিত হবো! ৪৮. এমনকি আমাদের আদি পূর্বপুরুষেরাও!

قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِيْنَ وَ الْاٰخِرِيْنَ ﴿٤٩﴾ لَمَجْمُوْعُوْنَ ۙ اِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿٥٠﴾ ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا الضَّآلُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ ﴿٥١﴾ لَاٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ ﴿٥٢﴾ فَمَالِـُٔوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ﴿٥٣﴾ فَشٰرِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ ﴿٥٤﴾ فَشٰرِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ ﴿٥٥﴾ هٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ ﴿٥٦﴾ نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْ لَا تُصَدِّقُوْنَ ﴿٥٧﴾

৪৯. (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি বলুন, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী– ৫০. (সবাইকে) একত্র করা হবে (হাশরে) একটি নির্ধারিত দিনের স্থিরকৃত সময়ে। ৫১. তারপর হে গোমরাহ 'তাকযীবীরা' অবশ্যই তোমরা–

[১৪০৬] উদ্দেশ্য যদি হূরানে জান্নাত হয় তাহলে তো তাদের সৌন্দর্যের অতুলনীয়তা প্রশ্নের উর্ধ্বে। পক্ষান্তরে দুনিয়ায় পুণ্যবতী স্ত্রীগণ হলে অর্থ হবে, দুনিয়াতে যার আকৃতি ও সৌন্দর্য যেমনই ছিল জন্নাতে তাদের সবকিছু হবে অনন্য!

[১৪০৭] আছহাবুল ইয়ামীনের জন্য।

[১৪০৮] অর্থাৎ সর্বোচ্চ স্তরের মুত্তাকীনের ক্ষেত্রে যেমন সংখ্যায় তারতম্য ছিল, এখানে এই স্তরে সংখ্যায় তেমন তারতম্য থাকবে না। উভয় যুগেই এরা হবেন প্রচুর।

[১৪০৯] বিকল্প তরজুমানি, আর আছহাবুশ-শিমাল, কত না দুর্ভাগা আছহাবুশ-শিমাল।

৫২. যাক্কুম নামের বৃক্ষ থেকে (জঘন্য ফল) খাবে, ৫৩. অনন্তর তা দ্বারা বোঝাই করবে (নিজেদের) পেট। ৫৪. তার উপর ফুটন্ত পানি থেকে পান করবে। ৫৫. অনন্তর পান করবে পিপাসারোগে আক্রান্ত উটের পান করার মত। ৫৬. এটাই হবে বিচারের দিনে তাদের আপ্যায়ন। ৫৭. আমি তোমাদের (প্রথমবার) সৃষ্টি করেছি (যা তোমরা স্বীকার কর)। তো (দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করাকে) কেন তছদীক করছ না।

أَفَرَءَيْتُم مَّا تُمْنُونَ ﴿٥٨﴾ ءَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَٰلِقُونَ ﴿٥٩﴾ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٦٠﴾
عَلَىٰٓ أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَٰلَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِى مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾

৫৮. আচ্ছা বলো দেখি, তোমরা যে বীর্য স্খলন কর ৫৯. তাকে (মানুষরূপে) কি তোমরা সৃষ্টি কর, না আমিই সৃষ্টিকারী![১৪১০] ৬০. আমি তোমাদের মধ্যে মৃত্যুর সময় নির্ধারণ করে রেখেছি। আমি কখনো 'মাসবূক' হবো না।[১৪১১] ৬১. (এ বিষয়ে আমি পূর্ণ সক্ষম যে,) তোমাদের স্থলে তোমাদের মতদের আনয়ন করব, আর তোমাদেরকে এমন কোন রূপ দান করব যা তোমরা জানো না।[১৪১২] ৬২. আর সুনিশ্চিত, তোমরা তো (তোমাদের) প্রথম সৃজন জানো, তাহলে (দ্বিতীয় সৃজন সম্পর্কে) কেন উপদেশ গ্রহণ করছো না!

أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾ ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّٰرِعُونَ ﴿٦٤﴾ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَٰهُ حُطَٰمًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿٦٥﴾
إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴿٦٦﴾ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٦٧﴾ أَفَرَءَيْتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِى تَشْرَبُونَ ﴿٦٨﴾ ءَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ
ٱلْمُنزِلُونَ ﴿٦٩﴾ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَٰهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿٧٠﴾

৬৩. তোমরা কি চিন্তা করে দেখেছো, যে বীজ তোমরা (ভূমিতে) বপন কর! ৬৪. তোমরা কি তা উদ্গত কর, না আমিই উদ্গতকারী! ৬৫. আমি যদি ইচ্ছা করি (তাহলে) ঐফসল অবশ্যই চূর্ণবিচূর্ণ করতে পারি, তখন তো তোমরা হতবুদ্ধি হয়ে যাবে– ৬৬. যে, আমরা তো দেনাগ্রস্ত হয়ে পড়েছি, ৬৭. বরং (ফসল ও বিনিয়োগ সবকিছু থেকে) বঞ্চিত হয়ে পড়েছি! ৬৮. আচ্ছা, তোমরা কি চিন্তা করে দেখেছো, যে পানি তোমরা পান কর, ৬৯. মেঘ থেকে ঐ পানি কি তোমরা নামিয়ে আনো, না আমি নামাই। ৭০. আমি যদি ইচ্ছা করি (তাহলে তো) ঐ পানিকে লবণাক্ত করতে পারি, তাহলে কেন তোমরা শোকর আদায় কর না।

أَفَرَءَيْتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِى تُورُونَ ﴿٧١﴾ ءَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَآ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنشِـُٔونَ ﴿٧٢﴾ نَحْنُ جَعَلْنَٰهَا تَذْكِرَةً وَمَتَٰعًا
لِّلْمُقْوِينَ ﴿٧٣﴾ فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾

৭১. আচ্ছা, তোমরা কি চিন্তা করে দেখেছো, যে আগুন তোমরা প্রজ্বলিত কর, ৭২. ঐ অগ্নিবৃক্ষ কি

[১৪১০] স্বয়ং বীর্য সৃষ্টির কথাও হতে পারে। বীর্য থেকে মানবশিশুর সৃষ্টি যেমন বড় কুদরতের বিষয় তেমনি সৃষ্টির মূল বীর্যের সৃষ্টিও বড় কুদরতের বিষয়।

[১৪১১] অর্থাৎ এমন কখনো হবে না যে, কেউ আমাকে ছাড়িয়ে আগে চলে গিয়েছে, আর আমি পিছনে পড়ে আছি। অর্থাৎ কেউ আমাকে অক্ষম ও ব্যর্থ করতে পারবে না।

[১৪১২] এভাবে শুধু আল্লাহ্ তার শর্তহীন ও নিরঙ্কুশ কুদরতের কথা বোঝাচ্ছেন, এমনকিছু তিনি করবেন, তা নয়।

তোমরা সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি।[১৪১৩] ৭৩. আমিই তা বানিয়েছি উপদেশের উপকরণ ও মরু-চারীদের জন্য উপকারী সামান। ৭৪. তো আপনি আপনার মহান রবের নামে তাসবীহ করুন।

(রুকূ. ৩)

فَلَآ أُقْسِمُ بِمَوٰقِعِ النُّجُومِ ﴿٧٥﴾ وَإِنَّهُۥ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿٧٦﴾ إِنَّهُۥ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾ فِى كِتَٰبٍ مَّكْنُونٍ ﴿٧٨﴾ لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا
ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٨٠﴾ أَفَبِهَٰذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ ﴿٨١﴾ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿٨٢﴾

৭৫. তো অবশ্যই কসম করছি নক্ষত্ররাজির লাগাতার পতনের। ৭৬. আর যদি তোমরা (হাকীকত) জানতে পারো তাহলে অতি অবশ্যই তা বিরাট কসম।[১৪১৪] ৭৭. (তো এত বিরাট কসম করে বলছি) সত্যি সত্যি এটি মহান কোরআন, ৭৮. যা (পূর্ব থেকেই) এক সুরক্ষিত কিতাবে (লাওহে মাহফূযে) লিপিবদ্ধ রয়েছে। ৭৯. তাকে তো স্পর্শই করতে পারে না অতি পবিত্ররা ছাড়া কেউ।[১৪১৫] ৮০. এটি রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে পর্যায়ক্রমে নাযিলকৃত। ৮১. তবু কি তোমরা এ বাণীর বিষয়ে বেপরোয়া আচরণ কর/তাচ্ছিল্যের আচরণ কর! ৮২. আর তোমরা কি এর তাকযীব করাকেই নিজেদের খোরাক বানিয়ে নিয়েছো![১৪১৬]

فَلَوْلَآ إِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ ﴿٨٣﴾ وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ ﴿٨٤﴾ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ ﴿٨٥﴾ فَلَوْلَآ إِن كُنتُمْ
غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿٨٦﴾ تَرْجِعُونَهَآ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٨٧﴾ فَأَمَّآ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿٨٨﴾ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴿٨٩﴾

৮৩. (কোরআনের প্রতি তোমাদের তাচ্ছিল্য ও অস্বীকৃতি যদি সত্য হয়) তাহলে এমন কেন কর না যে, যখন (কারো রূহ) গলা পর্যন্ত এসে যায়, ৮৪. আর তখন তোমরা (অসহায়ভাবে) তাকিয়ে থাকো, ৮৫. আর আমি (তখন) তোমাদের চেয়ে তার বেশী নিকটবর্তী থাকি, অথচ তোমরা (তা) অবলোকন করতে পারো না। ৮৬. তো যদি তোমরা হিসাবের বিষয়ে দায়বদ্ধ না-ই হয়ে থাক, ৮৭. তাহলে ঐরূহকে (শরীরে) ফিরিয়ে আন না কেন?[১৪১৭] যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক (তাহলে এটা করে দেখাও)। ৮৮. অনন্তর যদি মৃত্যুমুখে পতিত ব্যক্তি (আল্লাহ্‌র) নৈকট্যপ্রাপ্তদের মধ্যে হয়ে থাকে ৮৯. তাহলে তো (তার জন্য) আরামই আরাম, সুরভি আর সুরভি, আর নেয়ামতে পূর্ণ বাগবাগিচা।

[১৪১৩] পিছনে টীকা নম্বর ১১৫৬ দেখা যায়, তবে এখানে নতুন যে কথা বলা হয়েছে, তা হল, এটা মরুভূমিতে সফরকারীদের কাজে আসতো, যখন হাতের ধারে আগুন জ্বালানোর কোন ব্যবস্থা থাকত না।

[১৪১৪] এখানে তারকারাজির পতনের কসম করার বিশেষ তাৎপর্য এই যে, মুশরিকদের বক্তব্য ছিল, তিনি তো গণক, শয়তানের কাছ থেকে উর্ধ্বজগতের কথা শুনে তিনি কোরআন বলেন....! তো আল্লাহ্ কসম করে বলছেন, তা তো অসম্ভব। কারণ শয়তানদের উর্ধ্বজগতের পথই তো বন্ধ, নক্ষত্র নিক্ষেপ করে তাদের ধাওয়া করা হয়।

[১৪১৫] মুমিনীন যারা অযু ও গোসল দ্বারা পবিত্রতা লাভ করেছেন, তারাই শুধু কোরআন স্পর্শ করতে পারেন, অপবিত্র অবস্থার কোন মুমিন তা স্পর্শ করতে পারে না, কাফির মুশরিক তো দূরের কথা। কিংবা উদ্দেশ্য পবিত্র সত্তার ফিরেশতাগণ ছাড়া কেউ স্পর্শ করতে পারে না। তো ফিরেশতাদের মাধ্যমে লাওহে মাহফূয থেকে তা নবীর উপর নাযিল হয়, সুতরাং মাঝখানে শয়তান বা অন্য কোন অপশক্তির তাতে হস্তক্ষেপের কোন সুযোগ নেই।

[১৪১৬] তাহলে তোমরা কি এই (মহান) বাণীকে হালকাভাবে নিচ্ছো!

[১৪১৭] হিসাব, জাযা ও সাজা এবং পুনরুত্থান সত্যি নাহলে মৃত্যু কেন এমন অবধারিত! কেন মৃত্যুকে রোধ করা সম্ভব নয়, সবাই মিলে চেষ্টা করলেও না। তো এটাই তো প্রমাণ করে যে, মৃত্যু অবধারিত হওয়া উদ্দেশ্যহীন নয়।

وَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ﴿٩٠﴾ فَسَلٰمٌ لَّكَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ﴿٩١﴾ وَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِيْنَ الضَّآلِّيْنَ ﴿٩٢﴾
فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيْمٍ ﴿٩٣﴾ وَّتَصْلِيَةُ جَحِيْمٍ ﴿٩٤﴾ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِيْنِ ﴿٩٥﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴿٩٦﴾

৯০. আর যদি (সাধারণ পর্যায়ের) ডানহাতওয়ালা হয় ৯১. (তাহলে তাকে বলা হবে,) যেহেতু তুমি ডানহাতওয়ালাদের থেকে গণ্য তাই তোমার জন্য সালাম ও শান্তি। ৯২. পক্ষান্তরে যারা তাকযীবকারী, পথভ্রষ্ট, ৯৩. তো (তার জন্য) রয়েছে টগবগ পানির আপ্যায়ন ৯৪. এবং জাহান্নামে আগুনের ঝলসায়ন ৯৫. কোন সন্দেহ নেই যে, এটাই সুনিশ্চিত সত্য। ৯৬. তো (আয় পেয়ারে নবী,) আপনি আপনার মহান রবের নামে তাসবীহ করুন।

سُورَةُ الحديد٥٧؛ مَدنية؛ آياتُها ٢٩ وركُوعاتُها٤

৫৭-সূরাতুল হাদীদ, মাদানী, আয়াত ২৯, রুকূ ৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١﴾ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۚ وَهُوَ عَلٰى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢﴾ هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٣﴾

রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে (শুরু)

১. একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য তাসবীহ করে যাকিছু আকাশমণ্ডলে ও পৃথিবীতে রয়েছে। আর তিনিই মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাবান। ২. আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ একমাত্র তাঁরই জন্য। তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দান করেন। আর তিনিই সবকিছুর উপর পূর্ণ সক্ষম/ক্ষমতাবান। ৩. তিনিই আদি ও অন্ত এবং তিনিই প্রকাশিত ও গুপ্ত, আর তিনিই সর্ববিষয়ে পূর্ণ জ্ঞাত।

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۭ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ
مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاۗءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا ۭ وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٤﴾ لَهٗ مُلْكُ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿٥﴾

৪. তিনিই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন, তারপর আরশে আসীন হয়েছেন। তিনি খুব জানেন যা ভূগর্ভে প্রবেশ করে, আর যা ভূগর্ভ থেকে বের হয়। আর যা আকাশ থেকে অবতরণ করে, আর যা তাতে আরোহণ করে। আর তিনি তোমাদের সঙ্গে রয়েছেন যেখানেই তোমরা থাকো। আর যাকিছু তোমরা কর আল্লাহ্ তা খুব দেখেন। ৫. তাঁরই জন্য (তাঁরই নিয়ন্ত্রণে) রয়েছে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর রাজত্ব। আর আল্লাহ্‌রই দিকে ফেরানো হবে সমস্ত বিষয়।

يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ۭ وَهُوَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿٦﴾ اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاَنْفِقُوْا
مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ۭ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿٧﴾ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ۚ

وَالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ لِتُؤْمِنُوْا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ اَخَذَ مِيْثَاقَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

৬. তিনিই রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান, আর দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান। আর তিনিই বুকের সমস্ত গোপন কথা সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত। ৭. (আয় আছহাবে নবী!) তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন, আর ঐ-সম্পদ থেকে (আল্লাহ্‌র পথে) খরচ কর যাতে তিনি তোমাদের স্থলবর্তী করেছেন। তো তোমাদের মধ্য হতে যারা ঈমান এনেছে এবং (আল্লাহ্‌র পথে) খরচ করেছে তাদের জন্য রয়েছে বড় প্রতিদান। ৮. আর (হে লোকসকল!) এমন কী হয়েছে তোমাদের যে, তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনছ না, অথচ রাসূল তোমাদের ডাকছেন যাতে তোমরা আপন রবের প্রতি ঈমান আন, অথচ সুনিশ্চিত, তিনি তোমাদের থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছেন। যদি তোমরা মুমিন হও (তাহলে তো তোমাদেরই কল্যাণ)।[১৪১৮]

هُوَ الَّذِيْ يُنَزِّلُ عَلٰى عَبْدِهٖٓ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۭ وَاِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝ وَمَا لَكُمْ اَلَّا تُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ لَا يَسْتَوِيْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقٰتَلَ ۭ اُولٰۗىِٕكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَقٰتَلُوْا ۭ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝

৯. তিনিই তো যিনি আপন বান্দার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াতসমস্ত নাযিল করেন যাতে তিনি তোমাদের বহু অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন। আর সত্যি সত্যি আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অত্যন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু। ১০. আর তোমাদের কী হল যে, তোমরা আল্লাহ্‌র পথে খরচ কর না, অথচ আল্লাহ্‌রই জন্য আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর উত্তরাধিকার। তোমাদের মধ্য হতে যারা (মক্কার) বিজয়ের আগে খরচ করেছে এবং লড়াই করেছে তারা তাদের সমান নয় (যারা পরে করেছে)। ওরা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ তাদের চেয়ে যারা পরে খরচ করেছে এবং (পরে) লড়েছে। তবে প্রত্যেকের জন্যই আল্লাহ্ উত্তম প্রতিদানের ওয়াদা করেছেন, আর যাকিছু তোমরা করছো সে সম্পর্কে আল্লাহ্ পূর্ণ বা-খবর।

(রুকূ. ২)

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ وَلَهٗٓ اَجْرٌ كَرِيْمٌ ۝ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ بُشْرٰىكُمُ الْيَوْمَ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

১১. কে আছে যে আল্লাহ্‌কে করয দেবে উত্তম করয, অনন্তর তিনি তার জন্য তা বাড়াতে থাকবেন বহু গুণ, আর তার জন্য হবে মর্যাদাপূর্ণ প্রতিদান। ১২. (আয় মুখাতাব! ঐ দিনটি স্মরণ কর) যেদিন মুমিনীন ও মুমিনাতকে তুমি দেখতে পাবে, তাদের নূর চলছে তাদের সামনে এবং তাদের ডানে। (আর তাদের বলা হবে) আজ তোমাদের সুসংবাদ। (তোমাদের জন্য হবে) এমন বাগবাগিচা, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় নহর-নালা। তাতে তারা চিরকাল থাকবে। সেটাই হল বিরাট কামিয়াবি।

[১৪১৮] প্রতিশ্রুতি যদি আল্লাহ্‌র রাসূল গ্রহণ করে থাকেন তবে তো পরিষ্কার, অর্থাৎ ছাহাবাদের কাছ থেকে বিভিন্ন সময় তিনি যেসব প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছেন তা উদ্দেশ্য, আর প্রতিশ্রুতি যদি স্বয়ং আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে গ্রহণের কথা হয় তবে ঐসমস্ত নিশান ও প্রমাণ উদ্দেশ্য হবে যা ঈমানের পথে আহ্বান জানায়, সেটাই যেন প্রতিশ্রুতি গ্রহণের স্থলবর্তী।

يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ ۚ قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا ؕ
فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهٗ بَابٌ ؕ بَاطِنُهٗ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَ ظَاهِرُهٗ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴿۱۳﴾ يُنَادُوْنَهُمْ اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ؕ قَالُوْا
بَلٰى وَلٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ وَ تَرَبَّصْتُمْ وَ ارْتَبْتُمْ وَ غَرَّتْكُمُ الْاَمَانِيُّ حَتّٰى جَآءَ اَمْرُ اللّٰهِ وَ غَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ﴿۱۴﴾

১৩. (আরো স্মরণ কর ঐ দিন) যেদিন মুনাফিকীন ও মুনাফিকাত বলবে তাদেরকে যারা ঈমান এনেছে, আমাদের জন্য একটু অপেক্ষা কর, তোমাদের আলো থেকে একটু আলো গ্রহণ করব, (তখন তাদের) বলা হবে, তোমরা পিছনে ফিরে যাও, আর নূর তালাশ কর। তখন তাদের মাঝে একটা প্রাচীর তুলে দেয়া হবে, যার রয়েছে একটা দরজা, যার ভিতরের অংশে থাকবে রহমত, আর তার বাইরের দিক থেকে হবে আযাব। ১৪. তারা মুমিনীনকে ডেকে বলবে, (দুনিয়াতে) আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না! তারা বলবে, অবশ্যই ছিলে। তবে নিজেদের তোমরা ফেতনায় ফেলে দিয়েছিলে, আর তোমরা অপেক্ষায় ছিলে (যে, কখন আমাদের উপর বিপদ এসে পড়বে।), আর (দ্বীনে হকের সত্যতা নিয়ে) তোমরা সংশয়ে ছিলে। আর বিভিন্ন দুরাশা তোমাদের ধোকায় ফেলে রেখেছিল। এমনকি একসময় আল্লাহ্‌র ফায়ছালা (তোমাদের কাছে) এসে গেলো। আর মহাপ্রতারক (শয়তান) আল্লাহ্‌র বিষয়ে তোমাদের ধোকায় ফেলে রেখেছিল।

فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَّلَا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ مَاْوٰىكُمُ النَّارُ ؕ هِيَ مَوْلٰىكُمْ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿۱۵﴾ اَلَمْ يَاْنِ
لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ۙ وَلَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ
عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ ؕ وَ كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿۱۶﴾

১৫. তো আজ তোমাদের থেকে কোন মুক্তিপণ নেয়া হবে না এবং যারা (প্রকাশ্যে) কুফুর করেছে তাদের থেকেও না। তোমাদের (দু'দলেরই) ঠিকানা হবে জাহান্নাম। সেটাই হবে তোমাদের আশ্রয়স্থল। আর কত না নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল তা! ১৬. যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য কি হয়নি সময় যে, আল্লাহ্‌র স্মরণ দ্বারা এবং যে সত্য তাদের উপর নাযিল হয়েছে তা দ্বারা তাদের অন্তর বিগলিত হবে! আর তারা তাদের মত হবে না, যাদেরকে আগেই কিতাব দেয়া হয়েছে, অনন্তর তাদের উপর দিয়ে দীর্ঘ সময় পার হল, ফলে তাদের দিল শক্ত হয়ে গেলো, আর (আজ তো) তাদের থেকে অনেকে অবাধ্য।

اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿۱۷﴾ اِنَّ الْمُصَّدِّقِيْنَ وَالْمُصَّدِّقٰتِ
وَ اَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعَفُ لَهُمْ وَ لَهُمْ اَجْرٌ كَرِيْمٌ ﴿۱۸﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهٖٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ ۚ
وَالشُّهَدَآءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ لَهُمْ اَجْرُهُمْ وَ نُوْرُهُمْ ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿۱۹﴾

১৭. জেনে রাখো তোমরা যে, আল্লাহ্ ভূমির বিশুষ্কতার পর ভূমিকে সজীব করেন।[১৪১৯] অবশ্যই আমি তোমাদের জন্য (আমার) নিদর্শনাবলী বয়ান করে দিয়েছি, যাতে তোমরা *আকল-বুদ্ধি* ব্যবহার কর। ১৮. যারা দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, আর যারা আল্লাহ্‌কে করয দান করেছে উত্তম করয, তো

[১৪১৯] এখনো যারা ভুল পথে রয়েছে তাদের জন্য সান্ত্বনা যে, এখনো যদি তোমরা দ্বীনের পথে ফিরে আসতে চাও তাহলে সুযোগ আছে, যেমন বিশুষ্ক ভূমির সজীব হওয়ার সুযোগ আছে।

অবশ্যই তাদের জন্য (তা) বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়া হবে, আর তাদের জন্য হবে মর্যাদাপূর্ণ প্রতিদান। ১৯. আর যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে তারাই হল তাদের রবের নিকট ছিদ্দীক ও শহীদ।[১৪২০] তাদের জন্য রয়েছে তাদের নিজস্ব আজর ও নিজস্ব নূর। পক্ষান্তরে যারা কুফুরি করে আর আমার আয়াত ও নিশানকে তাকযীব করে ওরাই হল জাহান্নামের বাসিন্দা।

(রুকূ. ৩)

اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّ لَهْوٌ وَّ زِيْنَةٌ وَّ تَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَ تَكَاثُرٌ فِي الْاَمْوَالِ وَ الْاَوْلَادِ ؕ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا ؕ وَ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۙ وَّ مَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانٌ ؕ وَ مَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ۝۲۰

২০. জেনে রাখো তোমরা যে, দুনিয়ার জীবন তো হল, খেল ও তামাশা এবং জাঁকজমক, আর তোমাদের মাঝে (জীবনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে) পরস্পর অহঙ্কার, আর ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততিতে পরস্পর (আধিক্যের) প্রতিযোগিতা; (দুনিয়ার জীবন তো এ ছাড়া আর কিছু না)। এর উদাহরণ হতে পারে বৃষ্টি, যার দ্বারা উদ্গত ফসল কৃষকদের মুগ্ধ করে, তারপর তা (সবুজশ্যামল ও) দৃষ্টিনন্দন হয়, তারপর তুমি তাকে দেখতে পাও, হলুদবর্ণ। তারপর তা হয়ে যায় চূর্ণবিচূর্ণ, আর আখেরাতে তো আছে কঠিন আযাব। আর (অন্যদিকে মুমিনীনের জন্য) রয়েছে আল্লাহ্র পক্ষ হতে মাগফিরাত ও সন্তুষ্টি। আর (দেখো,) দুনিয়ার জীবন তো ধোকার সামান ছাড়া কিছু না।

سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ ۙ اُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهٖ ؕ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝۲۱ مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِي الْاَرْضِ وَ لَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝۲۲

২১. তোমরা পরস্পর প্রতিযোগিতা করে ধাবিত হও তোমাদের রবের পক্ষ হতে মাগফিরাতের দিকে এবং (এমন) জান্নাতের (দিকে) যার প্রশস্ততা হল আকাশ ও পৃথিবীর প্রশস্ততার মত, যা তৈয়ার করা হয়েছে তাদের জন্য যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলানের প্রতি ঈমান এনেছে। তা হল আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহ যা তিনি যাকে ইচ্ছা করেন, দান করেন। আর আল্লাহ্ মহাঅনুগ্রহের অধিকারী। ২২. কোন বিপদই আক্রান্ত করে না, না দুনিয়ার কোন বিষয়ে, না তোমাদের জানের কোন বিষয়ে, তবে তা আগে থেকেই কিতাবে (লাওহে মাহফুযে) রয়েছে, এমনকি আমি ঐ প্রাণ সৃষ্টি করারও (আগে)। আল্লাহ্র জন্য তা অবশ্যই সহজ।

لِّكَيْلَا تَاْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَ لَا تَفْرَحُوْا بِمَآ اٰتٰىكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرِ ۙ۝۲۳ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَ يَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ؕ وَ مَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ۝۲۴

[১৪২০] ছিদ্দীক তিনি, যিনি জীবনের সব কর্মে ও কথায় সত্যাশ্রয়ী। নবুয়ত ও রিসালাতের পর এটি দ্বীনদারীর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্তর। যেমন হযরত আবু বকর ছিদ্দীক। তবে এ মর্যাদা আরো অনেকের ছিল এবং সামনেও হতে পারে, যদিও এ উপাধিতে পরিচিত একজনই। আর আল্লাহ্র রাস্তায় লড়াই করে যারা প্রাণ দেয় তাদের শহীদ বলা হয়।

২৩. তা এজন্য যে, তোমরা যাকিছু হারিয়েছো তার উপর যেন দুঃখবোধ না কর, আর আল্লাহ্ যা দান করেছেন তাতে উল্লসিত না হও, (ব্যস, জীবন যেন হয় ছবর ও শোকরের সুসমাবেশ,) আর আল্লাহ্ পছন্দ করেন না কোন দম্ভকারী (ও) গর্বকারীকে, ২৪. (তারা হল এমন লোক) যারা (নিজেরাও) কৃপণতা করে, আবার লোকদেরও কৃপণতার আদেশ করে। আর যে (আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, তো (সে যেন জেনে রাখে, তাতে আল্লাহ্র কিছুমাত্র ক্ষতি নেই কারণ) আল্লাহ্, তিনিই হলেন (সবার থেকে এবং সবকিছু থেকে) নির্মুখাপেক্ষী, চিরপ্রশংসার উপযুক্ত।

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَ اَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَ اَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ
بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَ رُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ﴿۲۵﴾

২৫. সুনিশ্চিত, আমি আমার রাসূলানকে সুস্পষ্ট সব নিশান দিয়ে পাঠিয়েছি (বিভিন্ন কাউমের কাছে,) আর তাদের সঙ্গে নাযিল করেছি কিতাব ও মীযান,[১৪২১] যাতে মানুষ (নিজেদের মধ্যে লেনদেনের ক্ষেত্রে) ইনছাফ কায়েম রাখতে পারে। আর আমি লোহা নাযিল করেছি, তাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি এবং মানুষের জন্য বহুমুখী কল্যাণ, আর (এই প্রচণ্ড শক্তির উপকরণ নাযিল করার আরো কারণ এই যে,) আল্লাহ্ যেন জানতে পারেন, কে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে গায়বের উপর সাহায্য করে! নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাশক্তিশালী, মহাপরাক্রমশালী।

(রুকূ. ৪)

وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا وَّ اِبْرٰهِيْمَ وَ جَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ ۚ وَ كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿۲۶﴾

২৬. আর সুনিশ্চিত, আমি নূহ ও ইবরাহীমকে (নবী ও রাসূলরূপে) পাঠিয়েছি, আর তাদের বংশধরের মধ্যে নবুয়ত ও কিতাবের ধারা জারি করেছি। তো তাদের মধ্যে কিছু তো হিদায়াতপ্রাপ্ত হল, আর তাদের অনেকে হল অবাধ্য।

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَ قَفَّيْنَا بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَ اٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ ۙ وَ جَعَلْنَا فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَاْفَةً
وَّ رَحْمَةً ؕ وَ رَهْبَانِيَّةَ ِۨ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ اِلَّا ابْتِغَآءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۚ فَاٰتَيْنَا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ ۚ وَ كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿۲۷﴾

২৭. তারপর তাদেরই পথরেখা অনুসরণ করে আমি আমার রাসূলানকে পাঠালাম, আর (তাদের) পিছনে পাঠালাম ঈসা ইবনে মারয়ামকে, আর তাঁকে দান করলাম ইন্জীল। আর যারা তাঁকে অনুসরণ করেছে, আমি তাদের অন্তরে রেখেছি মায়া ও দয়া।[১৪২২] আর রাহবানিয়্যাত ও সংসার বিরাগের যে

[১৪২১] মীযান মানে দাঁড়িপাল্লা, তুলাদণ্ড যা দ্বারা সঠিকভাবে মাপার মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে ইনছাফ কায়েম করা যায়। তো এই দাঁড়িপাল্লার ধারণা মানুষের মধ্যে ছিল না, আল্লাহ্ তা আসমান থেকে নাযিল করেছেন।

[১৪২২] সব শরী'আতের মধ্যেই মায়া ও দয়ার বিধান ছিল, তবে হযরত ঈসা আ.র শরী'আতে এর বিশেষ গুরুত্ব ছিল, বিশেষ করে তাঁর শরী'আতে যুদ্ধের কোন বিধান ছিল না, যেমন ছিল বনী ইসরাঈলের শরী'আতে। তাই ঈসা আ.এর অনুসারীদের মধ্যে মায়া দয়া ও যুদ্ধবিমুখতা বেশী হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু পৃথিবীর সবচে' বড় রহস্যের একটি এই যে, পৃথিবীর যুদ্ধ ও ধ্বংসের পিছনে ইহুদিদের পাশে ঈসাঈদের ভূমিকাও কম নয়। অর্থাৎ ঈসার শিক্ষা ও শরী'আত থেকে তারা বহু দূরে।

চেতনা তা তারা নিজেরা উদ্ভাবন করেছে, আমি তাদের উপর তা বাধ্যতামূলক করিনি, তবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই তারা তা করেছিল, কিন্তু তারা এর যথাযথ হক রক্ষা করেনি, (অনেক বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে।) তবে তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আমি তাদের আজর দান করেছি, অবশ্য তাদের অনেকে ছিল অবাধ্য।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۲۸﴾ لِّئَلَّا يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَلَّا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿۲۹﴾

২৮. আয় আহলে ঈমান! তোমরা আল্লাহ্কে সমীহ কর, আর তাঁর রাসূলের প্রতি (অবিচল) ঈমান রাখো। তোমাদেরকে তিনি তাঁর রহমতের দু'টি ভাগ দান করবেন, আর তোমাদের জন্য তিনি নির্ধারণ করবেন ঐ-নূর যার সাহায্যে তোমরা চলবে, আর তিনি তোমাদের অনুকূলে মাফ করে দেবেন। বস্তুত আল্লাহ্ গাফূরুন রাহীম। ২৯. (তা) এজন্য যে, আহলে কিতাব যেন জানতে পারে যে, আল্লাহ্র অনুগ্রহ থেকে কোন কিছুর উপর তাদের কোন ক্ষমতা নেই, আর অনুগ্রহ সর্বাংশে আল্লাহ্র হাতে (তাঁর নিয়ন্ত্রণে), তা তিনি দান করেন যাকে ইচ্ছা করেন। আল্লাহ্ তো বিরাট অনুগ্রহের অধিকারী।

سُورةُ المجادلة٥٨؛ مَدنية؛ آياتُها ٢٢ ورُكوعاتُها٣

৫৮-সূরাতুল মুজাদালাহ্, মাদানী, আয়াত ২২, রুক ৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ۖ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ﴿۱﴾
اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَآئِهِمْ مَّا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ ؕ اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰٓئِيْ وَلَدْنَهُمْ ؕ وَاِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ﴿۲﴾

রাহমান, রাহীম আল্লাহ্র নামে (শুরু)

১. (আয় পেয়ারে নবী!) নিশ্চিত, আল্লাহ্ শুনেছেন ঐ-নারীর কথা যে আপন স্বামীর বিষয়ে আপনার সঙ্গে বিবাদ করছে, আর আল্লাহ্র অভিমুখে (স্বামীর নামে) শিকায়াত করছে। আর আল্লাহ্ আপনাদের কথোপকথন শুনছিলেন। আল্লাহ তো সব শোনেন, সব দেখেন। ২. তোমাদের মধ্য হতে যারা আপন স্ত্রীদের সঙ্গে *'যিহার'* করে,[১৪২৩] (তারা যেন জেনে রাখে, তাদের এ কথা দ্বারা) তারা তাদের মা হয়ে যায় না। তাদের মা তো শুধু তারাই যারা তাদের জন্ম দান করেছেন। তবে সত্যি সত্যি তারা জঘন্য ও মিথ্যা

[১৪২৩] এক ছাহাবী তার স্ত্রীকে রাগের মাথায় যিহার করেছিলেন, অর্থাৎ বলেছিলেন, আমার জন্য তুমি আমার মায়ের (পিঠের) মত তো রাগের মাথায় হোক বা ভালোবাসা ও ভক্তি নিবেদনের জন্য হোক। আর পিঠের মত বলাও জরুরি নয়, মূল উদ্দেশ্য হল তুলনা। জাহেলী যুগে এটা গুরুতর ছিল এবং স্ত্রী হারাম হয়ে যেত। ইসলামেও এটা গর্হিত তবে এ-কারণে স্ত্রী আসলেই মা হয়ে যায় না এবং হারাম হয় না।

বচন উচ্চারণ করেছে। তবে (তাওবার শর্তে) আল্লাহ অতিঅবশ্যই পরম মার্জনাকারী, পরম ক্ষমাশীল।

وَالَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ؕ ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهٖ ؕ
وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ۚ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ
فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ؕ ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ؕ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ؕ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

৩. আর যারা আপন স্ত্রীদের সঙ্গে যিহার করে, তারপর যা উচ্চারণ করেছে তার দিকে ফিরে আসতে চায় (স্ত্রীসুলভ আচরণের মাধ্যমে,) তাহলে পরস্পর স্পর্শ করার আগেই একটি গোলাম আযাদ করতে হবে। তোমাদের এ আদেশ দ্বারা তোমাদের সদুপদেশ দেয়া হচ্ছে। আর যাকিছু তোমরা কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে পূর্ণ বা-খবর। ৪. তো যে (গোলাম আযাদ করার) সামর্থ্য রাখে না (অথচ এ বোকামি করে বসেছে) তো (তার কর্তব্য হল) পরস্পর স্পর্শ করার আগেই লাগাতার দু'মাস ছিয়াম রাখা। তো যে (তা) না পারে (তার কর্তব্য হল) ষাটজন মিসকীনকে আহার দান করা। এটা এজন্য যে, তোমরা যেন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অবিচল ঈমান রাখতে পার। আর সেটা হল আল্লাহ্র (বিধানের) সীমারেখা। আর কাফিরীনের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ كُبِتُوْا كَمَا كُبِتَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ اَنْزَلْنَآ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ ؕ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ
مُّهِيْنٌ ۝ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ؕ اَحْصٰىهُ اللّٰهُ وَنَسُوْهُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ۝

৫. যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে তারা অবশ্যই লাঞ্ছিত হবে যেমন লাঞ্ছিত হয়েছে, যারা তাদের আগে (বিগত হয়েছে)। আর নিশ্চিত, আমি সুস্পষ্ট আয়াতসমস্ত নাযিল করেছি (যাতে তোমরা সরল পথে চলতে পারো)। আর কাফিরীনের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর আযাব। ৬. (ঐ-দিনটি স্মরণ করা কর্তব্য) যেদিন আল্লাহ্ তাদের সবাইকে পুনর্জীবিত করবেন, অনন্তর যাকিছু তারা করেছে সে বিষয়ে তাদের অবহিত করবেন। বস্তুত আল্লাহ্ তো তা শুমার করে রেখেছেন, তবে তারা তা ভুলে গিয়েছে। আর আল্লাহ্ সবকিছুর উপর রয়েছেন সাক্ষী।

(রুকূ. ২)

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ
سَادِسُهُمْ وَلَآ اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْثَرَ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَا كَانُوْا ۚ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝

৭. (আয় মুখাতাব!) তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ্ জানেন যাকিছু আকাশমণ্ডলে রয়েছে এবং যাকিছু পৃথিবীতে রয়েছে! যখনই তিনজনের মধ্যে কোন গোপন কথা হয়, অবশ্যই তিনি হন তাদের চতুর্থ, (একই ভাবে চারজনের ক্ষেত্রে তিনি হন পঞ্চম,) আর পাঁচজনের মধ্যে তিনি হন ষষ্ঠ। এমনকি তার কম হোক বা বেশী, তারা যেখানেই থাক, তিনি তাদের সঙ্গে থাকেন। তারপর যাকিছু তারা করেছে, কেয়ামতের দিন সেবিষয়ে তিনি তাদের অবহিত করবেন। আল্লাহ্ তো সর্ববিষয়ে পূর্ণ জ্ঞাত।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نُهُوْا عَنِ النَّجْوٰى ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَ يَتَنٰجَوْنَ بِالْاِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ وَ مَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ ۫ وَ اِذَا جَآءُوْكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللّٰهُ ۙ وَ يَقُوْلُوْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ لَوْ لَا يُعَذِّبُنَا اللّٰهُ بِمَا نَقُوْلُ ؕ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۚ فَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝٨

৮. তুমি কি তাদের দিকে তাকিয়ে দেখোনি, যাদের নিষেধ করা হয়েছিল কানে কানে কথা বলা হতে, তারপর তারা ঐ-দিকেই ফিরে আসে যা থেকে তাদের নিষেধ করা হয়েছিল। আর তারা পাপ ও সীমালঙ্ঘনে এবং রাসূলের অবাধ্যতায় পরস্পর কানাকানি করে। আর যখন তারা আপনার কাছে আসে তখন আপনাকে এমনভাবে স্বাগত জানায় যা দ্বারা আল্লাহ্ আপনাকে স্বাগত জানাননি। আর তারা মনে মনে বলে, আমরা যা বলি, (তা যদি আযাবের কাজ হত তাহলে) তার জন্য আল্লাহ্ আমাদের আযাব দেন না কেন! (বস্তুত) তাদের জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট, তাতে তারা ঝলসিত হবে। তো কত না নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল তা![১৪১৪]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْاِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ وَ مَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ وَ تَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَ التَّقْوٰى ۫ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ۝٩ اِنَّمَا النَّجْوٰى مِنَ الشَّيْطٰنِ لِيَحْزُنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ لَيْسَ بِضَآرِّهِمْ شَيْـًٔا اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَ عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝١٠

৯. আয় আহলে ঈমান! যখন (কোন প্রয়োজনে) তোমরা কানে কানে কথা বল তখন পাপের বিষয় এবং সীমালঙ্ঘনের বিষয় এবং রাসূলের নাফরমানির বিষয় নিয়ে কানাকানি কর না (যেমন মুনাফিকীন করে), বরং নেকি ও তাক্বওয়ার বিষয়ে কানে কানে কথা বল (, বলতেই যদি হয়)। আর আল্লাহ্কে সমীহ কর, যাঁরই দিকে তোমাদের ফেরানো হবে। ১০. কানে কানে বলার অভ্যাসটা শয়তানের পক্ষ হতেই হয়, যাতে সে আহলে ঈমানকে কষ্ট দিতে পারে, অথচ সে তাদের কোন কষ্ট দিতে পারবে না আল্লাহ্র হুকুম ছাড়া। আর আল্লাহ্রই উপর যেন মুমিনীন তাওয়াক্কুল করে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ۚ وَ اِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۙ وَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝١١

১১. আয় আহলে ঈমান! তোমাদের যখন বলা হয়, মজলিসে প্রশস্ততা কর, তখন তোমরা প্রশস্ততা করে দিও, তাহলে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য প্রশস্ততা করে দেবেন। আর যখন বলা হয়, তোমরা উঠে যাও তখন তোমরা উঠে যেয়ো, (তাহলে) তোমাদের মধ্য হতে যারা (প্রকৃতই) ঈমান এনেছে, আর যাদের ইলম দান করা হয়েছে তাদের (উভয় শ্রেণীর) মর্যাদা আল্লাহ্ উন্নীত করবেন। আর যাকিছু তোমরা করছ সে সম্পর্কে আল্লাহ্ পূর্ণ বা-খবর।

[১৪১৪] মুনাফিকীন রাসূলের মজলিসে ছাহাবাদের সামনে অপ্রয়োজনে কানে কানে কথা বলত, উদ্দেশ্য ছিল অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং মানসিক চাপ সৃষ্টি করা, এটা আসলে ছিল অক্ষমের আক্রোশ। আর ইহুদিরা সালাম ঠিকমত না দিয়ে সামান্য ভুল উচ্চারণে দিত, যাতে অর্থে বিকৃতি ঘটত।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقَةً ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَ اَطْهَرُ ؕ فَاِنْ لَّمْ
تَجِدُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢﴾ ءَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقٰتٍ ؕ فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَ تَابَ اللّٰهُ
عَلَيْكُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ ؕ وَ اللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٣﴾

১২. আয় আহলে ঈমান, যখন তোমরা রাসূলের সঙ্গে নিভৃতে কোন কথা বলো তখন তোমাদের নিভৃত কথার আগে কিছু না কিছু ছাদাকা দাও। এটা তোমাদের জন্য উত্তম এবং অধিকতর পবিত্রতার বিষয়। তো যদি (ছাদাকা করার মত কিছু) না পাও তাহলে (চিন্তিত হয়ো না। আল্লাহ্ মাফ করে দেবেন, কারণ) আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ১৩. তোমরা কি নিভৃতে কথা বলার আগে দান-ছাদাকা করতে (দারিদ্র্যের) আশঙ্কা করছো! তো যদি তোমরা (এ আশঙ্কায় দান-ছাদাকা) না করে থাক (এবং অনুতাপের সঙ্গে তাওবা করে থাক) আর আল্লাহ্ তোমাদের তাওবা কবুল করে থাকেন, তাহলে (এখন থেকে) তোমরা ছালাত কায়েম কর, আর যাকাত আদায় কর; সর্বোপরি তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে মান্য কর, আর আল্লাহ্ ঐ-সব বিষয়ে পূর্ণ অবগত যা তোমরা কর।

(রুকূ. ৩)

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ؕ مَا هُمْ مِّنْكُمْ وَ لَا مِنْهُمْ ۙ وَ يَحْلِفُوْنَ عَلَى الْكَذِبِ وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿١٤﴾
اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ؕ اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٥﴾ اِتَّخَذُوْٓا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿١٦﴾

১৪. আপনি কি তাদের দিকে তাকাননি যারা ঐকাউমের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে যাদের উপর আল্লাহ্ ক্রুদ্ধ হয়েছেন। তারা তোমাদের থেকে নয়, আর (তোমরাও) তাদের থেকে নও। আর তারা (আল্লাহ্র নামে) মিথ্যা কসম করে (যে, তারা তোমাদের জামাতভুক্ত), অথচ তারা জানে (যে, তাদের কসম মিথ্যা)। ১৫. আল্লাহ্ তাদের জন্য কঠিন আযাব তৈয়ার করে রেখেছেন। (দেখ) তারা যাকিছু আমল করত তা কত না নিকৃষ্ট! ১৬. তারা তাদের কসমগুলোকে ঢালরূপে ব্যবহার করে। এভাবে আল্লাহ্র পথ থেকে তারা (লোকদের) বিরত রেখেছে। তো তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর আযাব।

لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَ لَآ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ؕ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿١٧﴾ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ
اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيَحْلِفُوْنَ لَهٗ كَمَا يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ وَ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ عَلٰى شَيْءٍ ؕ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ﴿١٨﴾

১৭. তাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি আল্লাহ্র মোকাবেলায় কিছুতেই তাদের কোন কাজে আসবে না। ওরা হবে জাহান্নামের বাসিন্দা/আছহাবে নার। তাতে তারা চিরকাল থাকবে। ১৮. যেদিন আল্লাহ্ তাদের সবাইকে পুনর্জীবিত করবেন সেদিনও (ধোকা দিতে) তারা আল্লাহ্র জন্য কসম করবে, যেমন (এখন ধোকা দেয়ার উদ্দেশ্যে) তোমাদের জন্য কসম করে, আর ভাবে, বুঝি তারা (ভালো) কিছুর উপর রয়েছে (, আর এই কসম দ্বারা তারা উপকৃত হবে) । শোন! তারাই তো হল সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী! (আর মিথ্যা কখনো কারো উপকার করতে পারে না।)

اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ فَاَنْسٰهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ الشَّيْطٰنِ ؕ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝١٩ اِنَّ الَّذِيْنَ
يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗٓ اُولٰٓئِكَ فِي الْاَذَلِّيْنَ ۝٢٠ كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَ رُسُلِيْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۝٢١

১৯. শয়তান তাদের উপর পূর্ণ প্রাধান্য বিস্তার করেছে। এভাবে তাদেরকে আল্লাহ্‌র যিকির ভুলিয়ে দিয়েছে। ওরা হল শয়তানের দল, আর শোন। শয়তানের দলই তো হল মহাক্ষতিগ্রস্ত। ২০. যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে ওরাই হীনতমদের অন্তর্ভুক্ত। ২১. (এ চূড়ান্ত ফায়ছালা) আল্লাহ্ লিখে দিয়েছেন যে, অবশ্যই প্রবল হবো আমি এবং আমার রাসূলান। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাশক্তিশালী, মহাপরাক্রমশালী।

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ لَوْ كَانُوْٓا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ
اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ كَتَبَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَ اَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ ؕ وَ يُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا
الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ ؕ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ ؕ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝٢٢

২২. যারা আল্লাহ্‌র প্রতি এবং আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে, তাদের তুমি পাবে না যে, তারা ঐ-লোকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের বিরোধী, হোক না তারা তাদের পিতা, বা পুত্র, বা ভাই, বা জ্ঞাতিগোষ্ঠী। ওরা, তাদের অন্তরে আল্লাহ্ ঈমান লিখে দিয়েছেন আর নিজের পক্ষ হতে 'রূহ' দ্বারা তাদের সাহায্য করেছেন। আর তিনি তাদের ঐ-বাগবাগিচায় দাখেল করবেন যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় নহর-নালা। তাতে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, তারাও আল্লার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। ওরাই আল্লাহ্‌র দল। শোনো, আল্লাহ্‌র দলই সফল।

سُورَةُ الحشر ٥٩؛ مَدنية؛ آياتُها ٢٤ وركُوعاتُها ٣

৫৯-সূরাতুল হাশর, মাদানী, আয়াত ২৪, রুকূ ৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝١ هُوَ الَّذِيْٓ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ
مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ ؕ مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا وَ ظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَاَتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ
لَمْ يَحْتَسِبُوْا ۗ وَ قَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ وَ اَيْدِي الْمُؤْمِنِيْنَ ۗ فَاعْتَبِرُوْا يٰٓاُولِي الْاَبْصَارِ ۝٢

রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে (শুরু)

১. যাকিছু আকাশমণ্ডলে রয়েছে, আর যাকিছু পৃথিবীতে রয়েছে তা সবই আল্লাহ্‌র জন্য তাসবীহ করে, আর তিনিই মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাবান। ২. তিনিই ঐমহান সত্তা যিনি আহলে কিতাবের কাফিরীনকে প্রথম সমাবেশেই (প্রথম হামলাতেই) তাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দিয়েছেন/ বিতাড়িত/উচ্ছেদ করেছেন। তোমরা ধারণা করতে পারনি যে, (এত সহজে) তারা বের হয়ে যাবে,

আর তারা ধারণা করেছিল যে, তাদের দুর্গগুলো আল্লাহ্‌র মোকাবেলায় তাদের রক্ষা করবে। কিন্তু আল্লাহ্ তাদের কাছে এমন দিক থেকে এলেন যা তারা ভাবতেও পারেনি। আর তিনি তাদের কলবে ভীতি সঞ্চার করে দিলেন, ফলে নিজেদের হাতে নিজেদের ঘরবাড়ি তারা তছনছ করতে লাগলো এবং মুমিনদের হাতেও। সুতরাং হে অন্তর্চক্ষুর অধিকারীরা তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।

وَلَوْلَآ اَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَآءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا ۭ وَلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ۝ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَاۗقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ وَمَنْ يُّشَاۗقِّ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

৩. তো আল্লাহ্ যদি তাদের উপর নির্বাসনের ফায়ছালা না লিখতেন তাহলে দুনিয়াতেই তাদের (চূড়ান্ত) আযাব দিয়ে দিতেন। তবে আখেরাতে তো তাদের জন্য আগুনের আযাব রয়েছেই। ৪. ঐ-শাস্তি এজন্য যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে শত্রুতা করেছে। আর যারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে শত্রুতা করে তো (তারা কিছুতেই বাঁচবে না। কারণ) আল্লাহ্ তো কঠিন শাস্তিদাতা।

مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَاۗىِٕمَةً عَلٰٓى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِيَ الْفٰسِقِيْنَ ۝ وَمَآ اَفَاۗءَ اللّٰهُ عَلٰي رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَآ اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ عَلٰي مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ وَاللّٰهُ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

৫. যে সকল খেজুরগাছ তোমরা কেটেছো, কিংবা যেগুলোকে তাদের মূলের উপর দণ্ডায়মান রেখে দিয়েছো, তা তো আল্লাহ্‌র হুকুমেই করেছো এবং তা আরো এজন্য যে, তিনি অবাধ্যদের লাঞ্ছিত করতে চেয়েছেন। ৬. আর আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে তাদের যে সম্পদ ফায় হিসাবে দিয়েছেন, তো তার জন্য তোমরা না অশ্বদল হাঁকিয়েছো, আর না উটদল, কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে যার উপর ইচ্ছা করেন আধিপত্য দান করেন। আর আল্লাহ্ সবকিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

مَآ اَفَاۗءَ اللّٰهُ عَلٰي رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَاۗءِ مِنْكُمْ ۭ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۤ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

৭. বিভিন্ন জনপদবাসীদের থেকে যে সম্পদ আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে *'ফায়'* দিয়েছেন তা আল্লাহ্‌র জন্য এবং রাসূলের জন্য এবং (তাঁর) আত্মীয়বর্গের জন্য এবং এতীমান, মাসাকীন ও *'পথের মুসাফিরীনের'* জন্য, যাতে ঐ-সম্পদ (শুধু) তোমাদের ধনীদের মধ্যে আবর্তিত না হয়। আর রাসূল তোমাদের যাকিছু দান করেন তা গ্রহণ কর, আর যাকিছু থেকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক। আর আল্লাহ্‌কে সমীহ কর। অবশ্যই আল্লাহ্ সাজাদানে কঠিন/অবশ্যই আল্লাহ্ কঠিন সাজাদানকারী।

لِلْفُقَرَاۗءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۭ اُولٰۗىِٕكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ تَبَوَّءُو الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓي اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۭ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

৮. (ফায় আরো প্রাপ্য) গরীব মুহাজিরীনের জন্য যারা বহিষ্কৃত হয়েছে তাদের ঘর-বাড়ি ও সহায়-সম্পদ থেকে। (এ কোরবানি দ্বারা) তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি সন্ধান করেন, আর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করেন। ওরাই সত্যাশ্রয়ী। ৯. এবং (ফায় তাদেরও জন্য) যারা মুহাজিরীনের পূর্ব থেকেই এ নগরে (মদীনায়) ঈমানের সঙ্গে অবস্থান করেছেন, এ অবস্থায় যে, ভালোবাসেন তারা তাদের দিকে হিজরতকারীদের, আর যাকিছু তাদের দেয়া হয় তার প্রতি 'অন্তরে' তারা কোন চাহিদা বোধ করেন না, বরং নিজেদের উপর (অন্যদেরকে) তারা 'ঈছার' করে, যদিও তাদের সঙ্গে রয়েছে অনটন। আর স্বভাবের কৃপণতা থেকে (আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে) যাকে রক্ষা করা হয়, তো ওরাই হল সফলকাম।

وَالَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنْۢ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝١٠

১০. আর (ফায় তাদেরও জন্য) যারা তাদের পরে এসেছেন,[১৪২৫] (তাদের বৈশিষ্ট্য হল,) তারা বলেন, (ইয়া) রাব্বানা! আমাদের অনুকূলে মাগফিরাত করুন এবং আমাদের ভাইদের অনুকূলে, ঈমানের ক্ষেত্রে যারা আমাদের থেকে অগ্রগামী। আর তাদের প্রতি আমাদের অন্তরে কোন ঈর্ষা-বিদ্বেষ রাখবেন না, ঈমানকে যারা স্বাগত জানিয়েছেন। (ইয়া) রাব্বানা! সত্যি আপনি অতি মমতাপূর্ণ, পরম দয়ালু।

(রুকূ. ২)

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوْا يَقُوْلُوْنَ لِاِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَئِنْ اُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيْعُ فِيْكُمْ اَحَدًا اَبَدًا ۙ وَّاِنْ قُوْتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۝١١ لَئِنْ اُخْرِجُوْا لَا يَخْرُجُوْنَ مَعَهُمْ ۚ وَلَئِنْ قُوْتِلُوْا لَا يَنْصُرُوْنَهُمْ ۚ وَلَئِنْ نَّصَرُوْهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْاَدْبَارَ ۫ ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ ۝١٢

১১. যারা নিফাকে ডুবে আছে, তুমি কি তাদের দিকে দেখ না! তারা তাদের কিতাবী ভাইদেরকে, যারা কুফুরে ডুবে আছে, বলে, যদি (মদীনা থেকে) তোমাদের বের করা হয় তাহলে সত্যি সত্যি আমরাও তোমাদের সঙ্গে বের হয়ে যাব, আর তোমাদের বিষয়ে কখনো কাউকে মান্য করব না। আর যদি তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা হয় তাহলে সত্যি সত্যি আমরা তোমাদের সাহায্য করব। আর আল্লাহ্ সাক্ষি দিচ্ছেন, তারা ডাহা মিথ্যাবাদী। ১২. যদি তাদের বের করা হয়, তারা তাদের সঙ্গে বের হবে না, আর যদি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা হয়, তারা তাদের সাহায্য করবে না, আর সাহায্য যদি করেও, সত্যি সত্যি তারা পিঠ দেখিয়ে পালাবে। তারপর তাদের আর কোন সাহায্য করা হবে না।

لَاَنْتُمْ اَشَدُّ رَهْبَةً فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنَ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ۝١٣ لَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ جَمِيْعًا اِلَّا فِيْ قُرًى مُّحَصَّنَةٍ اَوْ مِنْ وَّرَآءِ جُدُرٍ ؕ بَاْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيْدٌ ؕ تَحْسَبُهُمْ جَمِيْعًا وَّقُلُوْبُهُمْ شَتّٰى ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ ۝١٤

১৩. (আয় আছহাবে নবী!) বাস্তবতা হল, তাদের অন্তরে আল্লাহ্‌র চেয়ে তোমাদের ভীতিই বেশী। তা এ-জন্য যে, তারা ঐ-কাউম, যারা (আল্লাহ্‌র কুদরত ও প্রতাপ সম্পর্কে) কোন সমঝ রাখে না। ১৪. তারা সবাই সঙ্ঘবদ্ধ হয়েও তোমাদের বিরুদ্ধে (সামনাসামনি) লড়াই করতে পারে না, তবে বিভিন্ন সুরক্ষিত

[১৪২৫] যারা আনছার-মুহাজির ছাহাবা কেরামের পরে জন্মগ্রহণ করেছেন, বা তাদের পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন...!

জনপদে, অথবা কিছু দেয়ালের পিছন থেকে।[১৪২৬] তাদের প্রতাপ তাদের নিজেদের মধ্যে প্রচণ্ড। (বাহ্যিকভাবে) তাদেরকে তুমি মনে করবে ঐক্যবদ্ধ, অথচ তাদের অন্তর বিক্ষিপ্ত। তা এ জন্য যে, তারা এমন কাউম যারা আকল-বুদ্ধি রাখে না।[১৪২৭]

كَمَثَلِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيْبًا ذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۞ كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ ۚ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّنْكَ اِنِّيْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَآ اَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيْهَا ۭ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِيْنَ ۞

১৫. (তাদের অবস্থা) তাদেরই মত যারা তাদের পূর্বে এই সেদিন নিজেদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করেছে;[১৪২৮] আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। ১৬. (তাদের অবস্থা) শয়তানের অবস্থার মত, কারণ সে মানুষকে (প্ররোচনা দিয়ে) বলে, কুফুর কর, যখন সে কুফুর করে তখন সে (তার কাছ থেকে সরে গিয়ে) বলে, আমি তো তোমার থেকে দায়মুক্ত, আমি তো রাব্বুল আলামীন আল্লাহ্‌কে ভয় করি।[১৪২৯] ১৭. তো তাদের উভয়ের পরিণাম এই যে, তারা আগুনে যাবে, তাতে চিরকাল থাকবে, আর সেটাই হল যালিমীনের সাজা।

(রুকূ. ৩)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۞ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسٰىهُمْ اَنْفُسَهُمْ ۭ اُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۞ لَا يَسْتَوِيْٓ اَصْحٰبُ النَّارِ وَاَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۭ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَاۗىِٕزُوْنَ ۞

১৮. আয় আহলে ঈমান! তোমরা আল্লাহ্‌কে সমীহ কর, আর প্রতিটি প্রাণ যেন ভাবে/তাকায়, আগামীকালের জন্য কী সে অগ্রে পেরণ করছে! আর (আবারো বলছি) তোমরা আল্লাহ্‌কে সমীহ কর। যাকিছু আমল তোমরা করছ, সে বিষয়ে নিশ্চয় আল্লাহ্ পূর্ণ বা-খবর। ১৯. আর তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা আল্লাহ্‌কে ভুলে গিয়েছে, ফলে আল্লাহ্ তাদের আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছেন। ওরাই হল প্রকৃত পাপাচারী/অবাধ্য।[১৪৩০] ২০. আছহাবুন্-নার ও আছহাবুল জান্নাহ্ সমান হতেই পারে না। আছহাবুল জান্নাহ্, তারাই হল পূর্ণ কামিয়াব/সফল/কৃতকার্য।

[১৪২৬] হতে পারে সেটা আধুনিক যুগের প্রযুক্তির দেয়াল।

[১৪২৭] মুসলিম ও কাফির-মুশরিক-মুনাফিকীন সম্পর্কে কোরআনের এই চরিত্র পর্যালোচনা সে যুগে যেমন সত্য ছিল, এ যুগেও তেমনি সত্য এবং কেয়ামত পর্যন্ত তেমনি সত্য থাকবে। মুসলিমদের, এমনকি তাদের শিশু-কিশোরদেরও লড়াই হল সাহস, বিক্রম ও জানবাজির লড়াই। পক্ষান্তরে ইহুদী, মুনাফিকীনকে দেখুন, তাদের অন্তরে ভয় কতো!

[১৪২৮] ইহুদিগোত্র বনু কায়নোকার প্রতি ইঙ্গিত, যারা শান্তিচুক্তি ভঙ্গ করে আল্লাহ্‌র নবীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল, আর পরিণামে মদীনা থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিল।

[১৪২৯] এটা সে সরে যাওয়ার অজুহাত হিসাবে বলে, অন্যথায় কোথায় শয়তান, কোথায় আল্লাহ্‌র ভয়। আল্লাহ্‌কে যদি ভয়ই করবে, তাহলে এই মাত্র যে বেচারা আদমের পুত্রকে বলল, কুফুরি কর, তা কীভাবে!

[১৪৩০] আল্লাহ্‌কে ভুলতে ভুলতে তারা নিজেদেরকেও এমন ভুলেছে যে, কোনটা তাদের জন্য কল্যাণকর, কোনটা অকল্যাণকর সে বুঝও এখন তাদের নেই।

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ؕ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾ هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿٢٢﴾

২১. যদি এই কোরআন আমি অবতীর্ণ করতাম কোন পাহাড়ের উপর তাহলে অবশ্যই তুমি দেখতে পাহাড়কে, অবনত আল্লাহ্‌র ভয়ে বিদীর্ণ। ঐসব দৃষ্টান্ত মানুষের (কল্যাণের) জন্য আমি বয়ান করি, যাতে তারা চিন্তা করতে পারে। ২২. তিনিই মহান আল্লাহ্, যিনি ছাড়া নেই কোন ইলাহ্। গায়ব ও অ-গায়ব সবকিছু জানেন।[১৪৩১] তিনিই রাহমান, রাহীম।

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٢٣﴾ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ؕ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٤﴾

২৩. তিনিই মহান আল্লাহ্, যিনি ছাড়া নেই কোন ইলাহ্। (তিনিই নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী) বাদশাহ। (যাবতীয় ত্রুটি, দুর্বলতা ও মন্দ থেকে) চিরপবিত্র। (তিনিই) একমাত্র শান্তিদাতা, একমাত্র নিরাপত্তাদাতা, একমাত্র রক্ষক, একমাত্র পরাক্রমপশালী, একমাত্র প্রতাপশালী,[১৪৩২] একমাত্র বড়ত্বের অধিকারী। তাদের নিরন্তর শির্‌ক করা থেকে তিনি চিরপবিত্র। ২৪. তিনিই মহান আল্লাহ্ যিনি একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, একমাত্র অস্তিত্বদাতা, একমাত্র আকৃতিদাতা। তাঁরই জন্য রয়েছে উত্তম নামসমস্ত। আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যাকিছু আছে তা তাঁরই তাসবীহ করে। আর তিনিই একমাত্র পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাবান।

سُورَةُ الممتحنة ٦٠؛ مَدنية؛ آياتُها ١٣ وركُوعاتُها ٢

৬০ সূরাতুল মুমতাহিনাহ্, মাদানী, আয়াত ১৩, রুকূ ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّىْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ ۚ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَاِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ ؕ اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِىْ سَبِيْلِىْ وَابْتِغَآءَ مَرْضَاتِىْ ۚ تُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ۖ وَاَنَا اَعْلَمُ بِمَاۤ اَخْفَيْتُمْ وَمَاۤ اَعْلَنْتُمْ ؕ وَمَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ﴿١﴾

রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে (শুরু)

১. আয় আহলে ঈমান! তোমরা আমার শত্রুকে এবং তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কর না, এমনভাবে যে, তোমরা তাদেরই দিকে গোপন *'সৌহার্দ্যবার্তা'* ছুঁড়ে দাও/প্রক্ষেপণ কর। অথচ যে সত্য

[১৪৩১] তিনি দৃশ্য সবকিছুর যেমন আলিম, তেমনি অদৃশ্য সবকিছুরও আলিম।

[১৪৩২] আলজাব্বার-এর আরেক অর্থ হল, যার মধ্যে যাকিছু দোষত্রুটি আছে তিনিই তার একমাত্র সংশোধনকারী।

তোমাদের কাছে এসেছে তার প্রতি তারা কুফুর করেছে[১৪৩৩]। তারা রাসূলকে এবং তোমাদেরকে (শুধু এ কারণে স্বদেশভূমি থেকে) বের করে দিয়েছে/দিচ্ছে যে, তোমরা তোমাদের রব্ আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনছ। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টির সন্ধানে আমার পথে জিহাদ করার জন্য (বাড়িঘর থেকে) বের হয়ে থাক (তাহলে কীভাবে) তাদের দিকে গোপন অন্তরঙ্গতা প্রেরণ কর! অথচ আমি খুব জানি যাকিছু তোমরা গোপন কর, আর যাকিছু প্রকাশ কর।[১৪৩৪] তবে (আগামীতে) তোমাদের থেকে যে এমন করবে সে কিন্তু সরল পথ থেকে বিচ্যুতই হয়ে যাবে।

إِنْ يَّثْقَفُوْكُمْ يَكُوْنُوْا لَكُمْ اَعْدَآءً وَّ يَبْسُطُوْٓا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ وَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوْٓءِ وَ وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ ۝ لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَ لَآ اَوْلَادُكُمْ ۚ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

২. (তোমরা তো করছ এমন, অথচ তাদের অবস্থা হল,) যদি তারা তোমাদের পাকড়াও করতে পারে (তাহলে) তারা কিন্তু তোমাদের শত্রুই থাকবে।[১৪৩৫] তখন তারা তোমাদের দিকে মন্দভাবে তাদের (রক্তমাখা) হাত এবং তাদের (বিষমাখা) জিহ্বা বাড়িয়ে দেবে। (সর্বোপরি) তারা শুধুই কামনা করবে, তোমরা যেন (আবার) কাফের হয়ে যাও। ৩. কেয়ামতের দিন না তোমাদের আত্মীয়স্বজন তোমাদের কোন উপকার করবে, আর না তোমাদের সন্তানসন্ততি। তখন আল্লাহ্ই তোমাদের মাঝে ফায়ছালা করবেন।[১৪৩৬] আর তোমরা যাকিছু আমল কর, আল্লাহ্ তা খুব দেখেন।

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَ الَّذِيْنَ مَعَهٗ ۚ اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ وَ مِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۫ كَفَرْنَا بِكُمْ وَ بَدَا بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَ الْبَغْضَآءُ اَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗٓ اِلَّا قَوْلَ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَ مَآ اَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ۭ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَ اِلَيْكَ اَنَبْنَا وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۝ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

৪. নিশ্চিত, তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে ইবরাহীমের মধ্যে, আর যারা তাঁর সঙ্গে ঈমান এনেছে (তাদের মধ্যেও), যখন তাঁরা তাদের কাউমকে বললেন, আমরা কিন্তু পূর্ণ দায়মুক্ত, তোমাদের থেকে, আর তা থেকেও, যাকিছুর উপাসনা আল্লাহ্র পরিবর্তে তোমরা করছ। আমরা তোমাদের (যাবতীয় বিশ্বাস ও আচরণের) প্রতি প্রত্যাখ্যান জ্ঞাপন করেছি, আমাদের মধ্যে এবং তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য প্রকাশ পেয়ে গিয়েছে, যতক্ষণ (না) তোমরা এক আল্লাহ্র প্রতি

১৪৩৩ অথচ তোমাদের কাছে আসা সত্য তারা প্রত্যাখ্যান করেছে।

১৪৩৪ মূলত এটি হযরত হাতিব বিন আবু বালতা'আ রা.র একটি ভুলের জন্য তিরস্কার। ফাতহে মক্কার আগে তিনি একটি গোপন পত্র পাঠিয়েছিলেন কোরায়শের কাছে তাদের সুদৃষ্টি লাভের জন্য, কারণ মক্কায় তার পরিবার নিরাশ্রয় ছিল। যেহেতু তিনি খাঁটি মুমিন ছিলেন এবং বদরী ছিলেন তাই আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তাঁর এ ভুল মাফ করে দিয়েছিলেন।

১৪৩৫ তোমাদের পিছনের সব গোপন ও প্রকাশ্য সৌজন্যের আচরণ তারা ভুলে যাবে, আর শত্রুতা চরিতার্থ করার কোন সুযোগই তারা হাতছাড়া করবে না। কোরআনের পনেরশ বছর আগের সতর্কবাণী দেখুন আজকের উম্মাহ্র জীবনেও কত মর্মন্তুদ সত্য! কিন্তু আমাদের হুঁশ কোথায়।

১৪৩৬ ভিন্ন তারকীব অনুসরণে তরজমা, না তোমাদের আত্মীয় স্বজন তোমাদের কোন উপকার করবে, না তোমাদের সন্তানসন্ততি। কেয়ামতের দিন তো তিনিই তোমাদের মাঝে ফায়ছালা করবেন।

ঈমান আনবে। তবে আপন পিতার উদ্দেশ্যে ইবরাহীমের বচন,'অতি অবশ্যই আপনার জন্য আমি (আল্লাহ্র কাছে) ক্ষমা চাইব, যদিও আল্লাহ্র মোকাবেলায় অপনার জন্য কিছু করার ক্ষমতা আমি রাখি না।[১৪৩৭] (ইয়া) রাব্বানা, আপনারই উপর আমরা তাওয়াক্কুল করেছি, আর আপনারই অভিমুখে নিবেদিত হলাম, আর (পরিপূর্ণরূপে বিশ্বাস করি,) আপনারই দিকে হবে (আমাদের সবার) গন্তব্য। ৫. (ইয়া) রাব্বানা, যারা কুফুর করেছে, আমাদেরকে আপনি তাদের অনুকূলে পরীক্ষার পাত্র না বানান।[১৪৩৮] আর (ইয়া) রাব্বানা, আমাদের জন্য আপনি মাগফিরাত করুন, আপনিই তো মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাবান।[১৪৩৯]

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝٦

৬. (আয় আহলে ঈমান!) সুনিশ্চিত, তাদের (বিশ্বাস ও আচরণের) মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে তোমাদের জন্য, যারা আল্লাহ্কে এবং আখেরাতের দিনকে প্রত্যাশা করে তাদের জন্য।[১৪৪০] আর যে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তো (সে যেন জেনে রাখে যে, এর দ্বারা সে আল্লাহ্র কোন ক্ষতি করতে পারবে না, কারণ) আল্লাহ্, তিনিই একমাত্র নির্মোখাপেক্ষী, চিরপ্রশংসার যোগ্য।

(রুকূ. ২)

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً ۚ وَاللَّهُ قَدِيرٌ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝٧ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝٨

৭. খুবই সম্ভব যে, আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে এবং যাদের প্রতি তোমরা শত্রুতা পোষণ কর তাদের মধ্যে সৌহার্দ্য সৃষ্টি করে দেবেন! আল্লাহ্ তো সর্বশক্তিমান, আর আল্লাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[১৪৪১] ৮. যারা দ্বীনের বিষয়ে তোমাদের সঙ্গে লড়াই করেনি এবং তোমাদের বাড়িঘর থেকে তোমাদের বের করেনি, তাদের সঙ্গে সদাচার করতে এবং তাদের প্রতি ইনছাফের আচরণ করতে

১৪৩৭ পুরো কাউমের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা সত্ত্বে পিতাকে তিনি ইস্তিগফারের ওয়াদা দিয়েছিলেন, এ আশায় যে, তিনি সত্যের পথে ফিরে আসবেন। কিন্তু এটা আল্লাহ্র ইচ্ছা ছিল না, সুতরাং এটা অবশ্যই পুনর্বিবেচনাযোগ্য ছিল। পরে অবশ্য তিনি প্রকৃত অবস্থা জেনে ইস্তিগফার বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তো মুশরিক পিতার অনুকূলে ইবরাহীমের ইস্তিগফার ও প্রতিশ্রুতিবচন হচ্ছে ব্যতিক্রম; এটা উসওয়া (অনুকরণযোগ্য আদর্শ) নয়।

১৪৩৮ কাফিরদের জন্য মুমিনদের পরীক্ষার পাত্র হওয়ার অর্থ তাদের নির্যাতন নিপীড়নের শিকার হওয়া। তো প্রকৃতপক্ষে সেটা তো মুমিনদের জন্যও পরীক্ষার বিষয়। তাই তা থেকে পানাহ চাওয়া হয়েছে।

১৪৩৯ জীবনের সর্ববিষয়ে, বিশেষ করে কাফিরদের প্রতি আচরণের ক্ষেত্রে তোমাদের তাই করা উচিত যা, ইবরাহীম ও তাঁর অনুগামীরা করেছেন। তবে ইবরাহীম যে তাঁর কাফির পিতার অনুকূলে ইসতিগফারের ওয়াদা করেছেন, সার্বিক অর্থে তা অনুসরণযোগ্য নয়, তবে হেদায়াতের দু'আ অর্থে ইসতিগফার হতে পারে। এ কারণেই ইবরাহীম যখন জানতে পারলেন যে তার পিতা আল্লাহ্র চিরশত্রু তখন তিনি ইসতিগফারের যে সম্পর্ক, তাও ছিন্ন করেছেন।

১৪৪০ প্রত্যাশা মানে আখেরাতে আল্লাহ্র সম্মুখীন হওয়ার বিশ্বাস অন্তরে পোষণ করা নাজাতের আশাসহ।

১৪৪১ মক্কাবিজয়ের মাধ্যমে এবং আহলে তায়েফের ক্ষেত্রে এটা মধুর বাস্তবতায় পরিণত হয়েছিল। যুগে যুগে উম্মাহর জীবনে এটা সত্য হয়ে এসেছে, আসছে ও আসবে ইনশাআল্লাহ্।

আল্লাহ্ তোমাদের নিষেধ করেন না। যারা ইনছাফপ্রিয়, আল্লাহ্ তো তাদের পছন্দ করেন।

إِنَّمَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قٰتَلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَ اَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَ ظٰهَرُوْا عَلٰٓى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَ مَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

৯. আল্লাহ্ তো তোমাদের শুধু নিষেধ করেন তাদের (সঙ্গে বন্ধুত্ব করা) থেকে, দ্বীনের বিষয়ে যারা তোমাদের সঙ্গে লড়াই করেছে এবং তোমাদের বাড়িঘর থেকে তোমাদের বের করেছে এবং তোমাদের বের করার বিষয়ে পরস্পর তৎপর হয়েছে। যারা তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে ওরাই হবে যালিম।[১৪৪২]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ ؕ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ ۚ فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ ؕ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَ لَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ ؕ وَ اٰتُوْهُمْ مَّآ اَنْفَقُوْا ؕ وَ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ؕ وَ لَا تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَ سْـَٔلُوْا مَآ اَنْفَقْتُمْ وَ لْيَسْـَٔلُوْا مَآ اَنْفَقُوْا ؕ ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ ؕ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝ وَ اِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ اِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَاٰتُوا الَّذِيْنَ ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَآ اَنْفَقُوْا ؕ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ۝

১০. আয় আহলে ঈমান! মুমিনাত যখন হিজরত করে তোমাদের কাছে আসে, তখন তাদের যাচাই কর। তাদের ঈমান সম্পর্কে তো আল্লাহ্ই ভালো জানেন। তো (যাচাইয়ের মাধ্যমে) তাদেরকে যখন মুমিনাত বলেই জানবে তখন কাফিরীনের দিকে তাদের ফিরিয়ে দিয়ো না। (কারণ) না এই মুমিনাত তাদের জন্য হালাল, না ঐ মুশরিকীন তাদের জন্য হালাল।[১৪৪৩] তবে (মোহর বাবদ) তারা যা খরচ করেছে তা তাদের দিয়ে দাও।[১৪৪৪] আর তাদেরকে তোমাদের বিবাহ করার মধ্যে কোন অন্যায় নেই, যদি তাদেরকে তাদের মোহর আদায় করে দাও। আর তোমরা (মক্কায় থেকে যাওয়া তোমাদের) কাফির স্ত্রীদের সম্ভ্রম (স্ত্রিত্ব) ধরে রেখ না। (কারণ দেশ ও ধর্ম ভিন্ন হওয়ার কারণে তারা এখন তোমাদের স্ত্রী নয়।)[১৪৪৫] তোমরা তাদের মোহর বাবদ যা ব্যয় করেছ তা চেয়ে নাও (তাদের নতুন স্বামীদের থেকে), আর তারাও চেয়ে নিক (মোহর বাবদ) যা তারা খরচ করেছে। তোমাদের জন্য সেটা আল্লাহ্র বিধান। তিনি তোমাদের মধ্যে এ বিধান দিচ্ছেন। বস্তুত আল্লাহ্ (সর্ববিষয়ে) পূর্ণ জ্ঞাত, পরম প্রজ্ঞাবান।

১১. আর তোমাদের স্ত্রীদের থেকে কেউ যদি তোমাদের হাতছাড়া হয়ে কাফিরীনের কাছে চলে যায়, তারপর তোমাদের সুযোগ আসে (ঐ-নারীর নতুন স্বামীর কাছ থেকে মোহর দাবী করার), তাহলে যাদের স্ত্রীগণ চলে গিয়েছে তাদেরকে, তারা (নিজেদের কাফির স্ত্রীদের জন্য) যা ব্যয় করেছে, ঐপরিমাণ অর্থ

১৪৪২ কোরআনের জীবন্ত মু'জিযা এই যে, তার প্রতিটি আদেশ, উপদেশ ও দিকনির্দেশ প্রত্যেক যুগের উম্মাহ্র জন্য সমান প্রাসঙ্গিক। অতীতের যা ছিল সত্য, বর্তমানেও তা সত্য, আবার ভবিষ্যতের জন্যও তা একই রকম সত্য।

১৪৪৩ এরপর আর কাফির ও মুশরিকের সঙ্গে কোন মুসলিমের বিবাহের বৈধতা কোথায়?

১৪৪৪ বিশেষ অবস্থার কারণে এটা ছিল আহলে মক্কার সঙ্গে তখনকার আচরণবিধান।

১৪৪৫ তবে যে স্ত্রীগণ ইসলামের প্রতি সহানুভূতিশীল, শুধু পরিস্থিতির শিকার হয়ে মদীনায় চলে আসতে অক্ষম তাদের বিষয়টি অবশ্যই বিবেচনাযোগ্য।

দিয়ে দাও।[১৪৪৬] আর আল্লাহ্‌কে তোমরা সমীহ কর, যার প্রতি তোমরা অবিচল ঈমান রাখ।

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰٓى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْـًٔا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَىِٕسُوْا مِنَ الْاٰخِرَةِ كَمَا يَىِٕسَ الْكُفَّارُ مِنْ اَصْحٰبِ الْقُبُوْرِ ۝

১২. আয় নবী! মুমিনাত যখন আপনার কাছে এই মর্মে বাই'আত করতে আসে যে, তারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক করবে না এবং চুরি করবে না এবং যিনা করবে না এবং আপন সন্তানদের হত্যা করবে না এবং কারো উপর যিনার মিথ্যা অপবাদ আরোপ করবে না,[১৪৪৭] এবং কোন সৎকর্মে আপনাকে অমান্য করবে না, তো আপনি তাদের বাই'আত করে নিন, আর তাদের জন্য আল্লাহ্‌র মাগফিরাত চান। সত্যি আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ১৩. আয় আহলে ঈমান! তোমরা ঐ কাউমকে বন্ধু বানিয়ো না, আল্লাহ্ যাদের উপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন। তারা আখেরাতের বিষয়ে সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে পড়েছে (কারণ বিশ্বাসই তো করে না), যেমন কবরের বাসিন্দা কাফিররা (সব দেখার কারণে) বিলকুল হতাশ হয়ে গিয়েছে।[১৪৪৮]

سُورَةُ الصَّف ٦١؛ مَدنية؛ آياتُها ١٤ وركُوعاتُها ٢

৬১ সূরাতুছ্-ছফ, মাদানী, আয়াত ১৪, রুকু ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۝ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۝ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ ۝

রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে (শুরু)

১. যাকিছু আছে আকাশমণ্ডলে এবং যাকিছু আছে পৃথিবীতে সবই আল্লাহ্‌র তাসবীহ করছে। আর

[১৪৪৬] অর্থাৎ যারা নওমুসলিমাকে বিবাহ করেছে, আর সাবেক স্বামীর দেয়া মোহর তার কাছে পাওনা হয়েছে, তো সে যেন তার স্ত্রীর সাবেক স্বামীকে ঐঅর্থ এখনই না দিয়ে দেয়, বরং যে মুসলিমের স্ত্রী কাফেরদের কাছে চলে গিয়েছে, আর তার বর্তমান স্বামী সাবেক মুসলিম স্বামীকে মোহর ফেরত দিচ্ছে না, তো নওমুসলিমার স্বামী যেন মোহর পরিমাণ অর্থ এই সাবেক মুসলিম স্বামীকে দিয়ে দেয়। তারপর মক্কায় তারা নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে নেবে।

[১৪৪৭] বিকল্প তরজমা, (তালাকের ভয়ে অন্যের সন্তানকে স্বামীর সন্তান বলে) মিথ্যা দাবী করবে না। (আল্লাহ্‌র কালামে যে জটিল আরবী বাগ্‌ধারা এসেছে তার সম্ভাব্য দুটি তরজমা হতে পারে, যা পেশ করা হল। বাকি বাগ্‌ধারা সম্পর্কে আলোচনা এখানে সঙ্গত মনে হচ্ছে না।)

[১৪৪৮] হতাশা উভয় ক্ষেত্রেই, তবে উভয় হতাশার কারণ ভিন্ন। যারা বর্তমানে জীবিত তারা যখন বিশ্বাসই করে না, তখন হতাশা অনিবার্য। পক্ষান্তরে যারা কবরে তারা তো জেনে গিয়েছে যে, আখেরাতে তাদের কোন ভাগ নেই।

তিনিই মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাবান। ২. আয় আহলে ঈমান! কেন তোমরা তা বলো যা (হয়ত) করতে পারবে না![১৪৪৯] ৩. আল্লাহ্‌র কাছে এটা অতিশয় অসন্তোষজনক যে, ঐ কথা তোমরা বলবে যা (পরে) করবে না (, বা করতে পারবে না)। ৪. নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের পছন্দ করেন যারা তাঁর পথে লড়াই করে এমন সারিবদ্ধ হয়ে, যেন তারা সীসাঢালা প্রাচীর।

وَإِذْ قَالَ مُوسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُوْنَنِيْ وَقَدْ تَّعْلَمُوْنَ اَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ ؕ فَلَمَّا زَاغُوْٓا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ ؕ وَاللّٰهُ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝ وَإِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ
يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِي اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ ؕ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝

৫. আর (আয় পেয়ারে নবী! ঐ সময়টি স্মরণ করুন) যখন মূসা তার কাউমকে বললেন, আয় [illegible], কেন তোমরা আমাকে কষ্ট দিচ্ছো, অথচ তোমরা নিশ্চিত জানো যে, তোমাদের কাছে অবশ্যই আমি আল্লাহ্‌র (প্রেরিত) রাসূল! তো যখন তারা (সোজা পথে চলার পরিবর্তে) বাঁকা পথেই গেলো তখন আল্লাহ্ তাদের কলবকে বক্রতাপ্রবণ করে দিলেন। আর আল্লাহ্ অবাধ্যতাপ্রবণ সম্প্রদায়কে হিদায়াতের পথে পরিচালিত করেন না।[১৪৫০] ৬. আর (ঐ সময়কে স্মরণ করুন) যখন ঈসা ইবনে মারয়াম বললেন, আয় বনী ইসরাঈল! আমি তো তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র (প্রেরিত) রাসূল, এ অবস্থায় যে, আমি তাছদীক করি কিতাব- তাওরাত, যা আমার সামনে আছে, আর আমি সুসংবাদ দিই এক রাসূল সম্পর্কে যিনি আমার পরে আসবেন, যার নাম (হবে) আহমদ। তো (এই সুসংবাদ দেয়ার পর) তিনি যখন নিয়ে এলেন সুস্পষ্ট নিশানসমস্ত, তখন তারা (বনী ইসরাঈলের লোকেরা) বলে উঠল, এ তো সুস্পষ্ট জাদু।

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعٰٓى اِلَى الْاِسْلَامِ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝ يُرِيْدُوْنَ
لِيُطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ۝ هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ
لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ۝

৭. আর তার চেয়ে বড় যালিম কে হবে যে আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা আরোপ করে, অথচ তাকে ডাকা হচ্ছে ইসলামের দিকে! বস্তুত আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না। ৮. তারা তাদের মুখ দ্বারা (মুখের ফুৎকারে) আল্লাহ্‌র নূরকে নেভানোর জন্য খায়েশ করে, অথচ আল্লাহ্ তাঁর নূরকে পূর্ণ করবেনই, কাফিরীন (তা) যতই ঘৃণা/অপছন্দ করুক। ৯. তিনিই তো, যিনি আপন রাসূলকে হিদায়াত ও দ্বীনে হক দিয়ে পাঠিয়েছেন, যাতে সমস্ত দ্বীনের উপর তাকে জয়ী করতে পারেন, মুশরিকীন (তা) যতই ঘৃণা/অপছন্দ করুক।

(রুকূ. ২)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ

[১৪৪৯] কথা বলার তরীকা শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, আগে বেড়ে এমন কোন কাজ করার দাবী যেন না করা হয়, যা সে সম্পন্ন করতে পারবে কি না তার নিশ্চয়তা নেই।

[১৪৫০] কারণ তারা সৎপথে আসতেই তো চায় না! ঈমান ও নেক আমলের প্রতি তো তাদের আকুতিই নেই।

سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝١٠ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَ يُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ
تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَ مَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝١١

১০. আয় আহলে ঈমান, আমি কি তোমাদের এমন এক তিজারাতের খোঁজ দেবো, যা যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে তোমাদের উদ্ধার করবে। ১১. (তা এই যে,) তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি (অবিচল) ঈমান রাখবে, আর নিজেদের মাল ও জান দিয়ে আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করবে। [১৪৫১] তোমাদের ঐ-কর্ম তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা (জানমালের মূল্য এবং জান্নাতের মূল্য) জানতে পার। ১২. তিনি তোমাদের অনুকূলে তোমাদের গোনাহ মাফ করে দেবেন, আর তোমাদের এমন বাগবাগিচায় দাখেল করবেন যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় নহর-নালা, এবং স্থায়ী বসবাসের বাগবাগিচায় কিছু উত্তম বাসস্থানে (দাখেল করবেন)। সেটাই তো বিরাট সফলতা/কৃতকার্যতা।

وَ اُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا ؕ نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ فَتْحٌ قَرِيْبٌ ؕ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝١٣ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْۤا اَنْصَارَ اللّٰهِ كَمَا قَالَ
عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيّٖنَ مَنْ اَنْصَارِيْۤ اِلَى اللّٰهِ ؕ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ فَاٰمَنَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْۢ بَنِيْۤ
اِسْرَآءِيْلَ وَ كَفَرَتْ طَّآئِفَةٌ ۚ فَاَيَّدْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰى عَدُوِّهِمْ فَاَصْبَحُوْا ظٰهِرِيْنَ ۝١٤

১৩. আর (দান করবেন) তোমাদের পছন্দনীয় আরেকটি বিষয়, আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়। ১৪. আর মুমিনীনকে তুমি খোশখবর দাও। আয় আহলে ঈমান! তোমরা আল্লাহ্‌র আনছার (ও সাহায্যকারী) হয়ে যাও, যেমন ঈসা ইবনে মারয়াম হাওয়ারীদের বলেছিলেন, আল্লাহ্‌র দিকে কারা হবে আমার আনছার! হাওয়ারীরা বললেন, আমরাই হবো আল্লাহ্‌র আনছার। অনন্তর বনী ইসরাঈল থেকে একটি দল ঈমান আনলো, আরেকটা দল কুফুর করল। তো যারা ঈমান এনেছে তাদের আমি সাহায্য করলাম তাদের শত্রুর বিরুদ্ধে। ফলে তারাই হল প্রবল/জয়ী।

سُورَةُ الجمعة ٦٢؛ مَدنية؛ آياتُها ١١ وركُوعاتُها ٢

৬২ সূরাতুল জুমু'আ, মাদানী, আয়াত ১১, রুকূ ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۝١ هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا
مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ ۗ وَ اِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝٢ وَّ اٰخَرِيْنَ
مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ؕ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝٣ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝٤

[১৪৫১] আর জান-মাল দিয়ে আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করবে। জানমালের বাজি রেখে...

রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে (শুরু)

১. যাকিছু আকাশমণ্ডলে আছে এবং যাকিছু পৃথিবীতে আছে সবই আল্লাহ্‌র জন্য তাসবীহ করে, যিনি নিরঙ্কুশ অধিপতি, মহামহিম, মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাবান। ২. তিনিই তো ঐ মহান সত্তা যিনি উম্মীদের মধ্যে তাদেরই মধ্য হতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন/পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের সামনে তাঁর আয়াতগুলো তিলাওয়াত করে (শোনা)ন এবং তাদের পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দেন।[১৪৫২] যদিও (এর) আগে তারা স্পষ্ট ভ্রান্তিতে ছিল। ৩. আর (যাদের কাছে রাসূল প্রেরণ করা হয়েছে) তাদের মধ্য হতে অপর কিছু মানুষ রয়েছে যারা (পরে আসবে, যারা মর্যাদায়) তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হয়নি।[১৪৫৩] আর তিনিই মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাবান। ৪. সেটা হল আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকে দান করেন। আর আল্লাহ্ বিরাট অনুগ্রহের অধিকারী।

مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰىةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا ؕ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝ قُلْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْۤا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَآءُ لِلّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهٗۤ اَبَدًا ۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ۝

৫. তাওরাতের ভার যাদের প্রদান করা হয়েছিল, তারপর তারা তার ভার বহন করেনি[১৪৫৪] উদাহরণে তারা গাধার মত, যে (তার পিঠে) বহন করছে বহু কিতাব। কত না নিকৃষ্ট ঐ-কাউমের উদাহরণ যারা আল্লাহ্‌র আয়াতগুলো ঝুটলায়! বস্তুত যালিম কাউমকে আল্লাহ্ হিদায়াতের পথে নিয়ে যান না। ৬. আপনি বলুন, হে ইহূদিয়াতের অনুসারীরা! তোমরা যদি ধারণা কর যে, সমস্ত লোকের পরিবর্তে তোমরাই আল্লাহর (জন্য) বিশেষ প্রিয়পাত্র! তাহলে (এসো), মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা কর,[১৪৫৫] যদি হও তোমরা (আল্লাহ্ প্রিয় পাত্রত্বের দাবীতে) সত্যবাদী (তাহলে এ লালকার অবশ্যই গ্রহণ কর)।[১৪৫৬] ৭. তারা কখনো এ আকাঙ্ক্ষা করবে না, ঐ-পাপরাশির কারণে যা তাদের হাত অগ্রে প্রেরণ করেছে। আর (আসল কথা হল) যালিমীন সম্পর্কে আল্লাহ্ খুব জানেন!

قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلٰقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

৮. আপনি বলুন, যে মৃত্যু থেকে তোমরা পালিয়ে বেড়াও তা কিন্তু তোমাদের সঙ্গে দেখা করবেই। তারপর অদৃশ্য ও দৃশ্যের যিনি আলিম তাঁর কাছে তোমাদের ফিরিয়ে দেয়া হবে। তখন যাকিছু আমল তোমরা করতে সে সম্পর্কে তিনি তোমাদের অবহিত করবেন।

[১৪৫২] কিতাব দ্বারা সাধারণ আহকাম ও বিধান এবং সাধারণ আলোচনা উদ্দেশ্য। আর হিকমত দ্বারা উদ্দেশ্য হল জীবন ও জগত সম্পর্কে এবং হৃদয় ও আত্মা সম্পর্কে এবং অনন্ত জীবনের সফলতা সম্পর্কে যে সমস্ত কথা ও আলোচনা। (আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন)।

[১৪৫৩] ছাহাবা কেরামের পরে কেয়ামত পর্যন্ত যারা আসবে, নিজস্ব মর্যাদা সত্ত্বেও যারা ছাহাবা কেরামের সমমর্যাদায়... لَمَّا অব্যয়টি বিবেচনা করলে তরজমা হবে, 'যুক্ত হতে পারেনি', لَمْ এর প্রতিশব্দ এখানে গ্রহণযোগ্য নয়।

[১৪৫৪] অর্থাৎ তাওরাতের আহকাম ও বিধান ঠিকমত পালন করেনি, বিশেষ করে আখেরি নবীর প্রতি ঈমান আনা, যা ছিল অনেক গুরুত্বপূর্ণ হুকুম, কিন্তু তারা তা পালন...! এ উদাহরণ হতে আল্লাহ্ আমাদের হেফাযত করুন, আমীন

[১৪৫৫] কারণ মৃত্যুতে তো তোমরা প্রিয় খালিকের কাছেই ফিরে যাবে। কিন্তু না তখন এর নমুনা ছিল, না এখন।

[১৪৫৬] পক্ষান্তরে এমন মুমিনের অভাব কোন কালেই ছিল না, এখনো নেই, যাদের কাছে মৃত্যু জীবনের চেয়ে প্রিয়।

(রুকূ. ২)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۭ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُوْنَ ۝ فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝ وَ
اِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوَا نِ انْفَضُّوْٓا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَاۗىِٕمًا ۭ قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۭ وَاللّٰهُ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ۝

৯. আয় আহলে ঈমান! জুমু'আর দিনে যখন ছালাতের জন্য ডাকা হয় তখন আল্লাহ্‌র যিকিরের দিকে তোমরা দ্রুত চলো, আর *'বেচাকেনা'* ছেড়ে দাও। তোমাদের এ/ঐ কর্ম তোমাদের জন্য উত্তম (হবে) যদি তোমরা জানতে পারো (ছালাতুল জুমু'আর মর্যাদা) ১০. অনন্তর যখন ছালাত আদায় করা হয়ে যায় তখন তোমরা ভূখণ্ডে ছড়িয়ে পড়ো, আর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ থেকে সন্ধান কর। আর বেশী পরিমাণে আল্লাহ্‌র যিকির কর, যাতে তোমরা সফল হতে পারো। ১১. আর (কিছু মানুষের অবস্থা তো এই যে,) যখন তারা তিজারাত (তার 'চ্যহলপ্যহল), বা কোন খেলতামাশা দেখে, তারা সেদিকে ধাবিত হয়, আর আপনাকে ছালাতে দাঁড়ানো অবস্থায় ছেড়ে যায়। আপনি বলুন, যাকিছু আল্লাহ্‌র কাছে তা অতি উত্তম তামাশা থেকে এবং তিজারাত থেকে। আর আল্লাহ্‌ই সর্বোত্তম (তথা একমাত্র) রিযিকদাতা।

سُورةُ المنافقون٦٣؛ مَدنية؛ آياتُها ١١ وركُوعاتُها٢

৬৩ সূরাতুল মুনাফিকূন, মাদানী, আয়াত ১১, রুকূ ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا جَاۗءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ ۘ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ ۭ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ
لَكٰذِبُوْنَ ۝ اِتَّخَذُوْٓا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۭ اِنَّهُمْ سَاۗءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا
ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰي قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ۝

রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে (শুরু)

১. মুনাফিকীন যখন আপনার কাছে আসে তখন তারা বলে, আমরা সাক্ষি দিচ্ছি যে, সত্যি সত্যি আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল, আর আল্লাহ্‌ জানেন, নিঃসন্দেহে আপনি তাঁর রাসূল, তবে আল্লাহ্‌ সাক্ষি দিচ্ছেন যে, মুনাফিকীন (তাদের সাক্ষির বিষয়ে) বিলকুল/আগাগোড়া মিথ্যাবাদী।[১৪৫৭] ২. নিজেদের কসমকে তারা ঢাল বানিয়েছে,[১৪৫৮] অনন্তর (লোকজনকে) তারা আল্লাহ্‌র রাস্তা থেকে বিরত রাখে। বস্তুত যাকিছু আমল তারা করছে, তা কত না নিকৃষ্ট। ৩. ঐ-নিকৃষ্টতা এ কারণে যে, তারা (প্রথমে মুখে মুখে) ঈমান এনেছে, তারপর কুফুর করেছে, ফলে তাদের কলবে মোহর লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। ফলে তারা (সত্য) উপলব্ধি করতে পারে না।

[১৪৫৭] আপনার রিসালাতের পক্ষে এটা তাদের মুখের সাক্ষি, দিলের সাক্ষি নয়।

[১৪৫৮] ঢাল দ্বারা যেমন মানুষ দুশমনের তলোয়ার থেকে নিজেকে রক্ষা করে, তেমনি তারা ঈমান ও রিসালাতের পক্ষে মিথ্যা সাক্ষি দ্বারা মুসলিমদের তলোয়ার থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে নিয়েছে।

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۖ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ۖ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ ۖ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ
عَلَيْهِمْ ۖ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ۖ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۖ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ۝ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ
لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ۝

৪. আর যখন আপনি তাদের দেখেন, তখন তাদের দেহকাঠামো আপনাকে মুগ্ধ করে, আর যদি তারা কথা বলে, আপনি তাদের কথা শুনতেই থাকেন।[১৪৫৯] (কিন্তু তাদের অবস্থা হল,) যেন তারা ঠেকনা দেয়া কাষ্ঠসমগ্র।[১৪৬০] প্রতিটি ডাকচিৎকারকে তারা নিজেদেরই বিরুদ্ধে বলে মনে করে।[১৪৬১] তারাই (ঘরের) শত্রু। তাদের বিষয়ে আপনি তাই সতর্ক থাকুন। আল্লাহ্ তাদের নিপাত করুন, দিকভ্রান্ত অবস্থায় কোথায় তাদের ঘুরিয়ে মারা হচ্ছে! ৫. আর যখন তাদের বলা হয়, এসো, আল্লাহ্র রাসূল তোমাদের জন্য ইস্তিগফার করবেন তখন তারা মাথা দোলায়;[১৪৬২] আর আপনি তাদের দেখতে পাবেন, বড়াই দেখিয়ে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ۖ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝
هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُّوا ۗ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ
لَا يَفْقَهُونَ ۝ يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ۚ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ
وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝

৬. (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি তাদের জন্য ইস্তিগফার করুন বা না করুন, দু'টোই তাদের ক্ষেত্রে সমান। তাদের অনুকূলে আল্লাহ্ কিছুতেই মাগফিরাত করবেন না। (কারণ) আল্লাহ্ তো ফাসিকীনকে হিদায়াত করেন না। ৭. তারাই তো ঐসব লোক যারা বলে, (কথিত) রাসূলুল্লাহ্র কাছে যারা আছে তাদের উপর খরচ কর না, যাতে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। অথচ আল্লাহ্রই জন্য (তাঁরই মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণে) রয়েছে আসমানসমস্ত ও যমীনের যাবতীয় খাজানা।[১৪৬৩] কিন্তু মুনাফিকীন (তা) বুঝলে তো![১৪৬৪] ৮. তারা (আরো) বলে, যদি আমরা মদীনায় ফিরতে পারি, তাহলে (সেখানকার) মানীতম লোক সেখান থেকে হীনতম লোকদের বের করেই ছাড়বে। অথচ মর্যাদা তো আল্লাহ্র জন্য এবং তাঁর

১৪৫৯ কথার মাধুর্য এমন যে, শুনতেই ইচ্ছা করে।

১৪৬০ কাঠ যতই পালিশ করা হোক, হেলান দেয়া অবস্থা ছাড়া তো দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, কারণ তাতে তো প্রাণ নেই, তো মুনাফিকীন বাইরের দেহকাঠামো, বেশভূষা, কথাবার্তা, এসবে যত আকর্ষণীয় হোক, ভিতর থেকে তারা প্রাণহীন্, মূল্যহীন।

১৪৬১ মুসলিমদের মধ্যে যখনই উচ্চ স্বরে কিছু হয়, ভিতরের অপরাধবোধ এবং নিজেদের স্বভাবভীরুতার কারণে তারা ভয়ে কুঁকড়ে যায় যে, হয়ত তাদের বিরুদ্ধেই কিছু হচ্ছে। পরে যখন বুঝতে পারে তখন যেন ধড়ে প্রাণ আসে।

১৪৬২ যেন কতকটা সম্মতি, কতকটা অসম্মতি, পরিষ্কার কিছুই বোঝা যায় না। বিকল্প তরজমা, তখন তারা মাথা ফিরিয়ে নেয়/তখন তারা মাথা মোচড় দেয়/ মাথা নাড়ে।

১৪৬৩ অথচ আসমান-যমীনের সমস্ত খাযানা তো আল্লাহ্রই জন্য (তাঁরই নিয়ন্ত্রণে)।

১৪৬৪ কিন্তু মুনাফিকীন তো (তা) বোঝে না!

রাসূলের জন্য এবং মুমিনীনের জন্য। কিন্তু মুনাফিকীন (তা) জানলে তো![১৪৬৫]

(রুকূ. ২)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝٩
وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَآ اَخَّرْتَنِيْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ فَاَصَّدَّقَ
وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝١٠ وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا ۭ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝١١

৯. আয় আহলে ঈমান! আল্লাহ্‌র যিকির থেকে তোমাদের যেন উদাসীন করতে না পারে, (না) তোমাদের ধনসম্পদ, আর না তোমাদের সন্তানসন্ততি। আর যারা তা করবে (উদাসীন হয়ে যাবে) তো ওরাই হবে মহাক্ষতিগ্রস্ত। ১০. আর আমি তোমাদের যাকিছু রিযিক দিয়েছি/যাকিছু দিয়েছি তা থেকে তোমরা খরচ কর, তোমাদের কারো কাছে মৃত্যু এসে পড়ার আগে, তখন যেন বলতে না হয়, (আয়) রাব্বি! তুমি আমাকে সল্প মেয়াদ পর্যন্ত হলেও সুযোগ দিলে না কেন! যাতে আমি খুব ছাদাকা করতে পারি, আর ছালিহীনের কাতারে শামিল হতে পারি! ১১. কিন্তু (অপরিবর্তনীয় সত্য তো এই যে,) কোন প্রাণের যখন আজল এসে যায় তখন আল্লাহ্ তাকে কিছুতেই অবকাশ দেবেন না। আর যাকিছু আমল তোমরা করছো, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ পূর্ণ বা-খবর আছেন।

سُورَةُ التغابُن ٦٤؛ مَدنية؛ آياتُها ١٨ وركُوعاتُها ٢

৬৪ সূরা তাগাবুন, মাদানী, আয়াত ১৮, রুকূ ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ۡ وَهُوَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝١ هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ
فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝٢ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ
صُوَرَكُمْ ۚ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۝٣

রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে (শুরু)

১. যা আকাশমণ্ডলে আছে এবং যা পৃথিবীতে আছে (সবই) আল্লাহ্‌র জন্য তাসবীহ করে। তাঁরই জন্য নিরঙ্কুশ রাজত্ব এবং তাঁরই জন্য সর্বপ্রশংসা। আর তিনি সবকিছুর উপর নিরঙ্কুশ ক্ষমতাবান ২. তিনিই তো, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। অনন্তর তোমাদের থেকে কেউ কাফির, আর তোমাদের থেকে কেউ মুমিন। আর যাকিছু আমল তোমরা কর আল্লাহ্ (তা) দেখছেন। ৩. আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী তিনি সত্যভাবে সৃষ্টি করেছেন, আর তিনি তোমাদের আকৃতি দিয়েছেন, আর তোমাদের আকৃতি উত্তম করেছেন। আর তাঁরই অভিমুখে (হবে তোমাদের সবার) গন্তব্য।

[১৪৬৫] কিন্তু মুনাফিকীন তো (তা) জানে না!

يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝ اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبَؤُا
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ۡ فَذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝ ذٰلِكَ بِاَنَّهٗ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ
فَقَالُوْٓا اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا ۡ فَكَفَرُوْا وَتَوَلَّوْا وَّاسْتَغْنَى اللّٰهُ ۭ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ۝

৪. যা আছে আকাশমণ্ডলে ও পৃথিবীতে, সবই তিনি জানেন। আর তিনি (খুব) জানেন যাকিছু তোমরা গোপন কর, আর যাকিছু প্রকাশ কর। আল্লাহ্ (সবার) অন্তরের সমস্ত সুপ্ত কথা সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত। ৫. আগে যারা কুফুর করেছে তাদের খবর কি তোমাদের কাছে আসেনি। তারা তো আপন কর্মের পরিণাম ভোগ করেছে। আর (আখেরাতে) তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। ৬. ঐ আযাবভোগ এ-জন্য যে, তাদের কাছে তাদের রাসূলান আসতেন সুস্পষ্টসব নিশানসহ, তখন তারা বলত, (আমাদেরই মত) কোন মানুষ কি আমাদের হিদায়াত দেবে! এভাবে তারা কুফুর করল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল, আর আল্লাহ্ও তাদের *'অপ্রয়োজনীয়'* গণ্য করলেন। বস্তুত আল্লাহ্ চিরনির্মুখাপেক্ষী, চিরপ্রশংসার যোগ্য।

زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا ۭ قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۭ وَذٰلِكَ عَلَي اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝
فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِيْٓ اَنْزَلْنَا ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝

৭. যারা কুফুরে ডুবে আছে তারা ধারণা প্রকাশ করেছে যে, কখনো তাদের পুনর্জীবিত করা হবে না। আপনি বলুন, বরং আমার রবের কসম, সত্যি সত্যি তোমাদের পুনর্জীবিত করা হবে, তারপর যে আমল তোমরা করেছ ঐ-বিষয়ে সত্যি সত্যি তোমাদের অবহিত করা হবে। আর (অসীম কুদরতের অধিকারী হওয়ার কারণে) আল্লাহ্র জন্য তা খুব সহজ। ৮. তাই তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্র প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি এবং ঐ-নূরের (কোরআনের) প্রতি যা আমি নাযিল করেছি। আর যাকিছু আমল তোমরা কর, ঐ-বিষয়ে আল্লাহ্ খুব বা-খবর।

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ۭ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ۭ وَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُدْخِلْهُ
جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۭ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰۗىِٕكَ
اَصْحٰبُ النَّارِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝

৯. (আর ঐ দিনকে স্মরণ কর) যেদিন তিনি তোমাদের একত্র করবেন একত্রীকরণের দিনে। সেটাই হল লাভ-ক্ষতির (প্রকাশের) দিন।[১৪৬৬] আর (লাভ-ক্ষতির বয়ান এই যে,) আল্লাহ্র প্রতি যে ঈমান আনবে এবং নেক আমল করবে, তিনি তার থেকে মন্দ আমলগুলো মুছে দেবেন, আর তাকে এমন বাগবাগিচায় দাখেল করবেন, যার তলদেশে প্রবাহিত হবে নহর-নালা, যাতে তারা চিরকাল থাকবে। সেটাই হল বিরাট কামিয়াবি। ১০. আর যারা কুফুর করেছে এবং আমার আয়াতসমস্তের তাকযীব

[১৪৬৬] অর্থাৎ সেদিন মুমিনীনের উপকার ও কল্যাণ এবং কাফিরীনের ক্ষতি ও অকল্যাণ কার্যত প্রকাশ পেয়ে যাবে, মুমিনীনের জন্য জান্নাতের ঘোষণা দ্বারা এবং কাফিরের জন্য জাহান্নামের ঘোষণা দ্বারা!
বিকল্প তরজমা– সেটা হল সবার ক্ষতি প্রকাশের দিন। (কাফিরের ক্ষতি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়া, আর মুমিনের ক্ষতি হল আরো বেশী আমলের মাধ্যমে আরো উচ্চ মর্যাদা হাছিল করতে না পারা।)

করেছে, ওরা আছহাবে নার, তাতে তারা চিরকাল থাকবে। আর তা কত না নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থান!

(রুকূ. ২)

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١١﴾ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ
اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاِنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿١٢﴾ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿١٣﴾

১১. কোন মুছীবতই আল্লাহ্‌র হুকুম ছাড়া (মানুষকে) আক্রান্ত করে না। আর যে কেউ আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনে, তিনি তার কলবকে সঠিক (চিন্তার) পথে পরিচালিত করেন।[১৪৬৭] আর আল্লাহ্ প্রতিটি জিনিস সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত। ১২. আর তোমরা আল্লাহ্‌কে মান্য কর এবং রাসূলকে মান্য কর। তো (সুস্পষ্ট বয়ানের পরো) যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে (জেনে রাখো, আমার রাসূলের তাতে কোন ক্ষতি নেই, কারণ) আমার রাসূলের উপর দায়িত্ব শুধু সুস্পষ্ট পৌঁছানো। ১৩. আল্লাহ্, তিনি ছাড়া নেই কোন ইলাহ। আর তাঁরই উপর যেন মুমিনীন তাওয়াক্কুল করে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ ۚ وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ
اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٤﴾ اِنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ؕ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿١٥﴾

১৪. আয় আহলে ঈমান! (খুব ভালোভাবে বুঝে নাও,) তোমাদের স্ত্রীদের এবং সন্তানসন্ততিদের মধ্য হতে তোমাদের জন্য কতিপয় দুশমনও রয়েছে।[১৪৬৮] সুতরাং তাদের বিষয়ে সাবধান থাকো। আর যদি তোমরা মার্জনা কর এবং উদারতা অবলম্বন কর এবং ক্ষমা প্রদর্শন কর তাহলে (তোমাদের জন্য তা কল্যাণকর, কারণ) আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (তাই তোমাদের প্রতিও ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করবেন)। ১৫. তোমাদের ধনসম্পদ এবং তোমাদের সন্তানসন্ততি (তোমাদের জন্য) বড় পরীক্ষার বিষয়।[১৪৬৯] আর (যদি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হও তাহলে) আল্লাহ্, তাঁর কাছে রয়েছে বিরাট আজর (ও প্রতিদান)।

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ ؕ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٦﴾
اِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿١٧﴾ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١٨﴾

১৬. তো তোমরা আল্লাহ্‌কে সমীহ কর যতটা পারো, আর (আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ) শোনো এবং

[১৪৬৭] বিপদ সম্পর্কে সে তখন ঐরকমই চিন্তা করে যেমন চিন্তা করা আদর্শ মুমিনের শান।

[১৪৬৮] যে স্ত্রী ও পুত্রপরিজন দ্বীনের পথে চলতে সাহায্য করে না, বরং দুনিয়ার প্রতি প্ররোচিত করে, আখেরাতের অনন্ত জীবনের জন্য তারা দুশমনই তো! পক্ষান্তরে যারা স্বামীকে, পিতাকে দ্বীনের পথে চলতে সাহায্য করে তারা তো দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র বড় নেয়ামত। মানুষের কর্তব্য, এরূপ স্ত্রী-সন্তানের প্রতি শোকরগোযার থাকা, পক্ষান্তরে যারা ভিন্নরকম তাদের প্রতি ক্ষমাসুন্দর ও উদার আচরণ করা, যাতে একসময় তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে হকের পথে ফিরে আসে। অন্তত ছবরের উত্তম প্রতিদান তো আছেই।

[১৪৬৯] অর্থাৎ ধনসম্পদ ও সন্তান দিয়ে পরীক্ষা করতে চান যে, এগুলোর মোহে পড়ে তোমরা কি আল্লাহ্‌কে ভুলে যাও এবং এগুলোর মধ্যেও খেয়ানত করতে শুরু কর, নাকি সম্পদ ও সন্তানের আকর্ষণ নিয়ন্ত্রণে রেখে আল্লাহ্‌র আনুগত্যের উপর অবিচল থাক এবং সম্পদ ও সন্তানের ক্ষেত্রেও আল্লাহ্‌র যা হুকুম তা পালন কর।

(তা) মান্য কর। আর (আল্লাহ্‌র হুকুম অনুযায়ী যথাস্থানে) খরচ কর, (তা) তোমাদের জন্য (হবে) উত্তম। আর যাকে তার স্বভাবের কৃপণতা থেকে রক্ষা করা হয়েছে, তো ওরাই হবে সফলকাম। ১৭. তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে করয দাও উত্তম করয (তাহলে) তিনি তোমাদের জন্য তা বাড়িয়ে দেবেন, আর তোমাদের অনুকূলে মাগফিরাত দান করবেন। আর আল্লাহ্ (বান্দার) শোকরের বড় কদরকারী, পরম সহনশীল ১৮. তিনি গায়বের সববিষয় এবং যাহিরের সববিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত, মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাবান।

سُورَةُ الطلاق٦٥؛ مَدنية؛ آياتُها ١٢ وركُوعاتُها٢

৬৫ সূরা তালাক, মাদানী, আয়াত ১২ রুকু ২

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ اَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْۢ
بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۭ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۭ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهٗ ۭ لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا ①

রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে (শুরু)

১. আয় (পেয়ারে) নবী! (আপনি বলুন,)[১৪৭০] যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দেবেই তখন তাদের তালাক দিয়ো তাদের ইদ্দত পালনের জন্য।[১৪৭১] আর (পূর্ণ সতর্কতার সঙ্গে) ইদ্দত শুমার কর, আর তোমরা তোমাদের রব্ আল্লাহ্‌কে সমীহ কর। (ইদ্দত পালনের সময়) তাদেরকে তাদের ঘর থেকে বের করে দিয়ো না, আর তারা নিজেরাও যেন বের না হয়। তবে যদি তারা খোলামেলা কোন ফাহেশায় লিপ্ত হয়ে যায়।[১৪৭২] আর তা হল আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমারেখা। আর আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমারেখা যে লঙ্ঘন করে, তো সে নিজেরই উপর যুলুম করল। তুমি তো জানো না, হয়ত আল্লাহ্ তালাকের পর কোন সুরাহা সৃষ্টি করে দেবেন।[১৪৭৩]

[১৪৭০] তালাক আল্লাহ্‌র নিকট এমনই জঘন্য ও ঘৃণ্য কাজ যে, এ বিষয়ে আল্লাহ্ বান্দাদের সম্বোধন করে কিছু বলতে চাননি, যেন আল্লাহ্‌র মর্যাদায় তাতে আঘাত লাগে। তাই তিনি নবীকে মাধ্যম করে বলেছেন, আপনি তাদের বলে দিন। তালাকের বিষয়ে কিছু সংযমের শিক্ষা কি আমরা এখান থেকে গ্রহণ করতে পারি!

[১৪৭১] অর্থাৎ ইদ্দত পালনের উপযুক্ত সময়ে, আর তা হল হায়যের পূর্বসময়ে সহবাসমুক্ত তোহরের অবস্থায়।

[১৪৭২] ফাহেশার সর্বনিম্ন পরিমাণ হল অপ্রয়োজনীয় বিবাদে লিপ্ত হওয়া এবং তাতে মুখ খারাপ করা, যাতে সবার বসবাস কঠিন হয়ে যায়। এ অবস্থায় তাকে অন্যত্র স্থানান্তর করার বৈধতা রয়েছে।

[১৪৭৩] উৎসাহ দেয়া হচ্ছে, তালাক যেন এমনভাবে দেয়া হয় যাতে অনুতাপ হওয়ার পর সুরাহার কোন পথ খোলা থাকে, আর সেটা হল রাজ'ঈ তালাক, কারণ তাতে স্বামী ইচ্ছা করলেই বিবাহ বহাল রাখতে পারে। বাইন তালাকেও কিছুটা সুযোগ থাকে উভয়ের সম্মতিতে পুনর্বিবাহের, পক্ষান্তরে মুগাল্লাযা (তিন) তালাকের পরে আর কোন সুযোগ থাকে না।

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ
لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۝٢ وَيَرْزُقْهُ مِنْ
حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝٣

২. তো যখন তারা তাদের (ইদ্দতের) মেয়াদের (শেষদিকে) উপনীত হয় তখন হয় সদাচারের সঙ্গে (নিজের বিবাহে) তাদের ধরে রাখবে, না হয় সদাচারের সঙ্গে তাদের বিচ্ছিন্ন/পৃথক করে দেবে।[১৪৭৪] আর তোমাদের থেকে দু'জন ন্যায়পরায়ণকে সাক্ষী রাখো। আর তোমরাও (যখন প্রয়োজন পড়ে) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য সঠিক সাক্ষি দাও। সেটা তোমাদের ঐ-বিষয় যা দ্বারা তাদেরকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে যারা আল্লাহ্‌র প্রতি এবং আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে। আর আল্লাহ্‌কে যে সমীহ করবে, তিনি তার জন্য (সঙ্কট থেকে উত্তরণের) কোন না কোন পথ স্থির করে দেবেন, ৩. আর তাকে এমন সূত্র থেকে রিযিক দান করবেন যা সে ভাবতেও পারে না। আর যে আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করবে, তো তিনি তার জন্য যথেষ্ট হবেন। (শেষপর্যন্ত) আল্লাহ্ তাঁর ফায়ছালা অবশ্যই পূর্ণকারী। নিশ্চিত আল্লাহ্ প্রতিটি জিনিসের জন্য একটা পরিমাণ নির্ধারণ করে রেখেছেন।

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۝٤ ذَٰلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ
إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ۝٥

৪. আর তোমাদের স্ত্রীদের মধ্য হতে যারা হায়য থেকে নিরাশ হয়েছে;[১৪৭৫] তোমরা যদি (তাদের ইদ্দতের বিষয়ে) সন্দিহান হও তো (শোন) তাদের ইদ্দত হল (তিন হায়যের পরিবর্তে) তিনমাস, আর এখনো যারা হায়যবতী (ঋতুবতী)ই হয়নি (তাদের ইদ্দতও এটাই)। পক্ষান্তরে যারা গর্ভবতী তাদের (ইদ্দতের) মেয়াদ হল তাদের *'গর্ভপ্রসব'* করা। আর আল্লাহ্‌কে যে সমীহ করে তিনি তার জন্য তার কাজে সহজতা তৈরী করে দেন। ৫. সেটা হল আল্লাহ্‌র বিধান, তিনি তা তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন। আর আল্লাহ্‌কে যে সমীহ করে তিনি তার থেকে তার মন্দগুলো মুছে দেন, এবং তার জন্য প্রতিদান বড় করে দেন।

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا
عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ
فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ ۝٦ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝٧

[১৪৭৪] এটা হল রাজ'ঈ তালাকের বিধান, যা তালাকের মত জঘন্য কাজের সবচে' সহনীয় রূপ।

[১৪৭৫] অর্থাৎ বয়সের এমন স্তরে উপনীত হয়েছে যখন আর হায়য হবে বলে আশা করা যায় না।

৬. তোমরা তোমাদের সামর্থ্যমত তাদেরকে ঐখানে থাকতে দাও যেখানে তোমরা নিজেরা থাক। আর তোমরা তাদের উপর সঙ্কট আরোপ করার জন্য তাদেরকে উত্ত্যক্ত কর না।[১৪৭৬] আর যদি তারা গর্ভবতী হয় তাহলে গর্ভপ্রসব করা পর্যন্ত তাদের উপর খরচ জারি রাখো। তারপর যদি তারা দুগ্ধদান করে তোমাদের অনুকূলে তাহলে তাদেরকে তাদের সম্মানী দাও। আর (সম্মানী নির্ধারণের ক্ষেত্রে) নিজেদের মধ্যে উত্তম পন্থায় পরামর্শ করে নাও। আর যদি তোমরা পরস্পর সঙ্কট সৃষ্টি কর তাহলে পিতার অনুকূলে অন্য কেউ দুগ্ধদান করবে। ৭. প্রত্যেক সামর্থ্যবান যেন নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করে, আর যার জীবিকা সীমিত করে দেয়া হয়েছে, তো সে যেন আল্লাহ্ তা যা দিয়েছেন তা থেকেই ব্যয় করে। আল্লাহ্ যাকে যা দিয়েছেন তার বেশী ভার তার উপর চাপিয়ে দেন না।[১৪৭৭] (আর তোমরা যদি আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধের অনুগত থাক তাহলে) সত্যি আল্লাহ্ অনটনের পর সচ্ছলতা আনবেন।

(রুকূ. ২)

وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ اَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهٖ فَحَاسَبْنٰهَا حِسَابًا شَدِيْدًا ۙ وَّعَذَّبْنٰهَا عَذَابًا نُّكْرًا ۝ فَذَاقَتْ وَبَالَ اَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ اَمْرِهَا خُسْرًا ۝ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ۙ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰٓاُولِى الْاَلْبَابِ ۚ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۛ قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۝

৮. কত না জনপদ তাদের রবের এবং তাঁর রাসূলানের আদেশ দম্ভভরে অমান্য করেছে, তো আমি তাদের হিসাব নিয়েছি কঠিন হিসাব, আর তাদের আমি আযাব দিয়েছি বড় ভারী আযাব। ৯. এভাবে তারা তাদের কর্মের পরিণতি ভোগ করেছে। বস্তুত তাদের কর্মের পরিণতি ছিল মহাক্ষতি/বরবাদি। ১০. (এ তো হল দুনিয়ার শাস্তি, পক্ষান্তরে আখেরাতে) আল্লাহ্ তাদের জন্য কঠিন আযাব তৈয়ার করে রেখেছেন। সুতরাং হে *জ্ঞানবুদ্ধির* অধিকারীগণ! যারা ঈমান এনেছ, তোমরা আল্লাহ্কে সমীহ কর। অবশ্যই আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন এক উপদেশগ্রন্থ–কোরআন।

رَّسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ مُبَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۭ وَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۭ قَدْ اَحْسَنَ اللّٰهُ لَهٗ رِزْقًا ۝

১১. (আর ঐ-কোরআনসহ পাঠিয়েছি আমি) এক রাসূল, যিনি আল্লাহ্র সুস্পষ্ট আয়াতগুলো তিলাওয়াত করে তোমাদের (শোনান), যাতে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমলে মশগূল রয়েছে, বহুমুখী অন্ধকার হতে আলোর দিকে তাদের বের করে আনেন। আর আল্লাহ্র প্রতি যে ঈমান আনে এবং নেক আমল করে, তিনি তাকে এমন বাগবাগিচায় দাখেল করেন যার তলদেশে প্রবাহিত হয় নহর-নালা, যাতে তারা চিরকাল থাকবে। নিশ্চিত, এরূপ ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্ উত্তম রিযিকের ব্যবস্থা রেখেছেন।

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ ۭ يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝

[১৪৭৬] তাদেরকে সঙ্কটপূর্ণ অবস্থায় ফেলার জন্য তাদের সঙ্গে কষ্টদায়ক আচরণ কর না।

[১৪৭৭] আল্লাহ্ কারো উপর তার সাধ্যের বেশী ভার অর্পণ করেন না।

১২. আল্লাহ্ তো তিনিই, যিনি সাত আসমান সৃষ্টি করেছেন, আর যমীন থেকেও ঐ পরিমাণ।[১৪৭৮] তাদের মাঝে (আল্লাহ্র) আদেশ পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ হতে থাকে, যাতে তোমরা জানতে পারো যে, আল্লাহ্ সবকিছুর উপর পূর্ণ সক্ষম। আর আল্লাহ্ সবকিছু বেষ্টন করে আছেন (তাঁর) ইলম দ্বারা।[১৪৭৯]

سُورَةُ التحريم٦٦؛ مَدنية؛ آياتها ١٢ وركوعاتها٢

৬৬. সূরা তাহরীম, মাদানী, আয়াত ১২, রুকু ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ ۚ تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ ۭ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ ۚ وَاللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۝ وَاِذْ اَسَرَّ النَّبِيُّ اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهٖ حَدِيْثًا ۚ فَلَمَّا نَبَّاَتْ بِهٖ وَاَظْهَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهٗ وَاَعْرَضَ عَنْۢ بَعْضٍ ۚ فَلَمَّا نَبَّاَهَا بِهٖ قَالَتْ مَنْ اَنْۢبَاَكَ هٰذَا ۭ قَالَ نَبَّاَنِيَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ ۝

রাহমান, রাহীম আল্লাহ্র নামে (শুরু)

১. আয় (পেয়ারে) নবী! কেন আপনি আপনার স্ত্রীদের তুষ্টিসাধনে (নিজের উপর) হারাম করছেন, যা আল্লাহ্ আপনার জন্য হালাল করেছেন![১৪৮০] বস্তুত আল্লাহ্ মহাক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ২. নিশ্চিত, আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তোমাদের কসম থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করেছেন। আর আল্লাহ তো তোমাদের 'মাওলা'–অভিভাবক, আর তিনিই মহাজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাবান। ৩. আর (স্মরণ করুন ঐ সময়ের কথা) যখন (আল্লাহ্র) নবী তার স্ত্রীদের একজনের কাছে একটি কথা গোপনে নিবেদন করলেন। অনন্তর ঐ-স্ত্রী যখন কথাটি (নবীর অন্য স্ত্রীকে) অবহিত করলেন, আর আল্লাহ্ তা নবীর উপর প্রকাশ করলেন, আর নবী তার কিছু অংশ (ঐস্ত্রীকে) জানালেন, আর কিছু অংশ থেকে নীরব থাকলেন।[১৪৮১] তো নবী যখন তা তাকে তা অবহিত করলেন তখন তিনি (অবাক হয়ে) বললেন, (আমি যে কাউকে বলেছি) এটা আপনাকে কে জানালো! তিনি বললেন, আমাকে অবহিত করেছেন যিনি সর্বজ্ঞ, সর্ব-অবগত।

اِنْ تَتُوْبَآ اِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا ۚ وَاِنْ تَظٰهَرَا عَلَيْهِ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلٰىهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ

১৪৭৮ সাত আসমান যেমন সৃষ্টি করেছেন তেমনি সাত যমীন সৃষ্টি করেছেন।

১৪৭৯ আর আল্লাহ্র জ্ঞান সবকিছুকে (পরিপূর্ণরূপে) বেষ্টন করে আছে।

১৪৮০ কোন কারণে মধুমিশ্রিত শরবত স্ত্রী পছন্দ না করায় তিনি কসম করেছিলেন, এমন শরবত কখনো পান করবেন না। সুবহানাল্লাহ্, আল্লাহ্র নবীর জন্য আল্লাহ্র তারবিয়াত দেখুন। এমন তারবিয়াত, উম্মতের কর্তব্য আল্লাহ্র নবীর পক্ষ হতে গ্রহণ করা, যা সর্বোচ্চ পর্যায়ে ছাহাবা কেরাম করেছেন, আর আমরা অনেক দূরে সরে পড়েছি।

১৪৮১ আল্লাহ্র নবী কথাটি বলেছিলেন, হযরত হাফছা রা.কে, আর তিনি বলে দিয়েছিলেন হযরত আয়েশা রা.কে, আর সেটি পুরো বৃত্তান্তসহ আল্লাহ্র নবী জেনেছিলেন, অহীর মাধ্যমে। আল্লাহ্র নবী যা জেনেছিলেন তার সবটুকু বলেননি, যাতে হযরত হাফছা রা. বেশী বিব্রত না হন।

وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيْرٌ ۝ عَسٰى رَبُّهٗٓ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهٗٓ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسْلِمٰتٍ مُّؤْمِنٰتٍ
قٰنِتٰتٍ تٰٓئِبٰتٍ عٰبِدٰتٍ سٰٓئِحٰتٍ ثَيِّبٰتٍ وَّ اَبْكَارًا ۝

৪. (নবীর হে পত্নীদ্বয়!) যদি তোমরা (দু'জন) আল্লাহ্‌র অভিমুখে তাওবা কর, তাহলে (তা তোমাদের দু'জনের জন্য কল্যাণকর। কারণ) তোমাদের দু'জনের কলব তো (সত্য থেকে) ঝুঁকে পড়েছে।[১৪৮২] পক্ষান্তরে যদি তোমরা নবীর বিপক্ষে একজোট হও তাহলে (মনে রেখ, তাতে নবীর কোন ক্ষতি হবে না, কারণ) আল্লাহ্, তিনিই তো তাঁর বন্ধু এবং জিবরীল ও নেককার মুমিনীন। আর এর পর ফিরেশতারা হলেন সাহায্যকারী।[১৪৮৩] ৫. তিনি যদি তোমাদের তালাক দিয়ে দেন তাহলে খুবই সম্ভব যে, তাঁর রব্ তোমাদের বদলে তাঁকে এমন সকল স্ত্রী দান করবেন যারা তোমাদের চেয়ে উত্তম হবে; মুসলিম, মুমিন, অনুগত, তাওবামুখী, ইবাদতগুযার, ছিয়ামভক্ত, অকুমারী, বা কুমারী।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّ قُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ
اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ۝ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ؕ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

৬. আয় আহলে ঈমান! তোমরা নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবারবর্গকে রক্ষা কর আগুন থেকে, যার ইন্ধন হল লোকজন ও (আগুনে) পাথর; যার উপর নিযুক্ত রয়েছেন রূঢ়স্বভাবের, কঠিন ভাবের ফিরেশতাগণ, যারা, আল্লাহ্ তাঁদের যা আদেশ করেন তা অমান্য করেন না, বরং তাদের যা আদেশ করা হয় তাই তাঁরা করেন। ৭. আয় আহলে কুফুর! আজ তোমরা (কোন) অজুহাত দেখিয়ো না। যাকিছু কর্ম (দুনিয়াতে) করতে (আজ) তারই প্রতিদান তোমাদের দেয়া হবে।

(রুকূ. ২)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ؕ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَ يُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ
مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللّٰهُ النَّبِيَّ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۚ نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ بِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ
رَبَّنَآ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَ اغْفِرْ لَنَا ۚ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

৮. আয় আহলে ঈমান! তোমরা আল্লাহ্‌র অভিমুখে তাওবা কর, খাঁটি তাওবা। খুবই সম্ভব যে, তোমাদের রব্ তোমাদের মন্দগুলো তোমাদের থেকে মুছে দেবেন, আর তোমাদের দাখেল করবেন এমন বাগবাগিচায় যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় নহর-নালা; সেই দিন যেদিন আল্লাহ্ লজ্জিত করবেন না (তাঁর) নবীকে এবং তাদেরকে যারা তাঁর সঙ্গে ঈমান এনেছে। তাদের নূর তাদের সামনে এবং তাদের ডানদিকে চলমান থাকবে। তারা বলতে থাকবে, (ইয়া) রাব্বানা! আমাদের জন্য

১৪৮২ ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য এখন তো তাওবা করা জরুরি। (বিকল্প তরজমা) কারণ তোমাদের দু'জনের কলব তো (এখন তাওবার দিকে) ঝুঁকে পড়েছে! (সুতরাং হৃদয়ের বিগলিত অবস্থার কারণে এখনই তাওবার উপযুক্ত সময়!)

১৪৮৩ এটা হল আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে আমাদের যারা 'মা' তাঁদের তারবিয়াত, আমাদের মাতৃশ্রদ্ধায় যেন তাতে বিন্দুমাত্র কমি না আসে। এতেই আমাদের সৌভাগ্য, এর বিপরীতে শুধু দুর্ভাগ্য আর দুর্ভাগ্য।

পূর্ণ করে দিন আমাদের নূর, আর আমাদের জন্য মাগফিরাত করুন। আপনি তো সমস্ত কিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ۝٩ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱمْرَأَتَ نُوحٍ وَٱمْرَأَتَ لُوطٍ ۖ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَٰلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّٰخِلِينَ ۝١٠

৯. আয় (পেয়ারে) নবী! কাফির ও মুনাফিকীনের বিরুদ্ধে আপনি জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন। বস্তুত তাদের ঠিকানা হল জাহান্নাম, আর তা কত না নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল! ১০. যারা কুফুরে ডুবে আছে তাদের জন্য আল্লাহ্ নূহের স্ত্রীকে এবং লূতের স্ত্রীকে উদাহরণ বানিয়েছেন (যাতে তারা সত্যের উপলব্ধি অর্জন করতে পারে)। তারা দু'জন আমার বান্দাদের মধ্য হতে দু'জন নেক বান্দার অধীনে ছিল, কিন্তু তারা তাঁদের (দু'জনের) সঙ্গে বিশ্বাসভঙ্গ করেছে। তো আল্লাহ্র মোকাবেলায় তাঁরা দু'জন তাদের কোন কাজে আসেননি, বরং বলে দেয়া হয়েছে, জাহান্নামে যারা দাখেল হচ্ছে তাদের সঙ্গে তোমরা দু'জনও দাখেল হও।[১৪৮৪]

وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ ۘ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ٱبْنِ لِى عِندَكَ بَيْتًا فِى ٱلْجَنَّةِ وَنَجِّنِى مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِۦ وَنَجِّنِى مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ۝١١ وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَٰنَ ٱلَّتِىٓ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِۦ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَٰنِتِينَ ۝١٢

১১. আর যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য আল্লাহ্ ফির'আউনের স্ত্রীকে উদাহরণ বানিয়েছেন (যাতে তারা সাহস ও সান্ত্বনা অর্জন করতে পারে), যখন তিনি বললেন, আয় রাব্ব, আমার জন্য আপনি আপনার কাছে, জান্নাতে একটি ভবন নির্মাণ করুন, আর আমাকে ফির'আউন ও তার দুষ্কর্ম হতে মুক্তি দিন, আর আমাকে উদ্ধার করুন যালিম কাউম থেকে। ১২. আর মারয়াম বিনতে ইমরানকে (উদাহরণ বানিয়েছেন), যিনি তার পবিত্রতা রক্ষা করেছেন, অনন্তর আমি তার মধ্যে আমার রূহ ফুঁকে দিয়েছি। আর তিনি আপন রবের বাণী ও তাঁর কিতাবসমূহের তাছদীক করেছেন, আর তিনি ছিলেন অনুগতদের থেকে গণ্য।[১৪৮৫]

[১৪৮৪] বিশ্বাসভঙ্গতা নৈতিক পবিত্রতা রক্ষার ক্ষেত্রে নয়, নবীপত্নীর মর্যাদা লাভ করেও নবীর আদর্শ থেকে বিচ্যুত হওয়া। উল্লেখ্য, নবীপত্নী কখনো নৈতিক পবিত্রতা থেকে বিচ্যুত হতেন না।

[১৪৮৫] আর তিনি ছিলেন অত্যন্ত অনুগত/অত্যন্ত নিবেদিত/অত্যন্ত সমর্পিত।

سُورَةُ الملك٦٧: مكية، آياتها ٣٠ وركوعاتها٢

৬৭. সূরাতুল মুল্‌ক, মাক্কী, আয়াত ৩০, রুকূ ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَبٰرَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ ۖ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ ۝ الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ۝ الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ۭ مَا تَرٰى فِيْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ۭ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۙ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ۝ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ ۝

রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে (শুরু)

১. বড় বরকতপূর্ণ হয়েছেন ঐ মহান সত্তা, যার হাতে/যার নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে সমগ্র রাজত্ব। আর তিনি সবকিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান, ২. যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, যাতে তোমাদের পরীক্ষা করেন যে, তোমাদের (মধ্যে) কে আমলে বেশী উত্তম![১৪৮৬] আর তিনিই তো মহাপরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল, ৩. যিনি (উপর-নীচ) স্তরবিশিষ্ট সাত আসমান সৃষ্টি করেছেন। দয়াময়ের সৃষ্টিতে তুমি কোন অসঙ্গতি/খুঁত দেখতে পাবে না। আবার দৃষ্টিপাত করে দেখো,[১৪৮৭] কোন ফাটল দেখতে কি পাও! ৪. তারপর বারবার ফিরতি দৃষ্টি দাও, দিতে থাক; (তোমার) দৃষ্টি ব্যর্থ হয়ে, ক্লান্ত অবস্থায় তোমারই দিকে ফিরে আসবে।[১৪৮৮]

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاۗءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيٰطِيْنِ وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ ۝ وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ۭ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝ اِذَآ اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّهِيَ تَفُوْرُ ۝ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ۭ كُلَّمَآ اُلْقِيَ فِيْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ ۝

৫. আর সুনিশ্চিত, (তোমাদের দিক থেকে) নিকটতম আসমানকে[১৪৮৯] আমি সাজিয়েছি অসংখ্য (উজ্জ্বল) প্রদীপ দ্বারা, আর সেগুলোকে আমি বানিয়েছি শয়তানদলের জন্য নিক্ষেপের উপকরণ।[১৪৯০] (এ তো হল দুনিয়ার বিষয়,) আর (আখেরাতে) তাদের জন্য আমি প্রস্তুত করে রেখেছি দাউ দাউ আগুনের আযাব। ৬. আর যারা তাদের রবের প্রতি কুফুর করেছে[১৪৯১] তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের

[১৪৮৬] মউত বা মৃত্যু দুনিয়ার ক্ষণস্থায়িত্বের জন্য অপরিহার্য, তাতে মানুষ পুণ্যকর্মে উদ্বুদ্ধ হবে, আর হায়াত বা জীবন হল কর্মের ক্ষেত্র। তো প্রথমটি পুণ্যকর্মের জন্য শর্ত, দ্বিতীয়টি কর্মের পাত্র। (থানবী রহ.)

[১৪৮৭] চিন্তাহীন দৃষ্টিতে তো বারবার দেখেছো এবার একটু চিন্তার দৃষ্টিতে দেখো।

[১৪৮৮] (তোমার) দৃষ্টি ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে...। সমগ্র সৃষ্টিজগত আল্লাহ্‌র রহম ও দয়ার প্রকাশ, তাই রহমান শব্দের ব্যবহার

[১৪৮৯] বিকল্প তরজমা, 'আর সুনিশ্চিত, দুনিয়ার আসমানকে আমি...'

[১৪৯০] সেগুলোকে, অর্থাৎ সেগুলোর কতিপয়কে, যাকে বলে উল্কাপিণ্ড। আল্লাহ্‌ বলেছেন, আমরা বিশ্বাস করেছি, বাকি শয়তানদলের প্রতি আকাশ-প্রদীপকে, বা আকাশপ্রদীপ থেকে অগ্নিগোলা নিক্ষেপের রূপ ও স্বরূপ কী তা...

[১৪৯১] আল্লাহ্‌র অস্তিত্বই অস্বীকার করেছে, বা আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও বড়ত্ব স্বীকার করলেও আল্লাহ্‌র সঙ্গে বিভিন্ন উপাস্যকে শরীক বানিয়েছে।

আযাব, আর তা কত না নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল। ৭. যখন সেখানে তাদের নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা তার গর্জন শুনতে পাবে, আর তা খুব জোশের অবস্থায় থাকবে। ৮. ক্রোধে যেন ফেটে পড়ছে। যখনই ফেলা হবে তাতে কোন দলকে, তার প্রহরীরা তাদের জিজ্ঞাসা করবে, তোমাদের কাছে কি আসেননি কোন নাযীর, সতর্ককারী!?

قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَآءَنَا نَذِيْرٌ ۙ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ۚ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ ۝٩ وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ۝١٠ فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْۢبِهِمْ ۚ فَسُحْقًا لِّاَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ۝١١

৯. তারা বলবে, কেন নয়! নিশ্চিত, আমাদের কাছে এসেছিলেন কোন নাযীর। তখন আমরা (তাঁর) তাকযীব করেছি, আর বলেছি, আল্লাহ্ কোনকিছুই নাযিল করেননি; (এগুলো তো স্রেফ বকওয়াস!) তোমরা শুধু বড় কোন ভ্রান্তিতে আছ। ১০. আর তারা (আরো) বলবে, যদি আমরা শোনতাম, বা অনুধাবন করতাম তাহলে তো (এখন) আমরা জাহান্নামীদের মধ্যে হতাম না! ১১. তো এভাবে তারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে নেবে, তো ধিক্কার হোক দাউ দাউ আগুনের বাসিন্দাদের জন্য।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ۝١٢ وَاَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ اَوِ اجْهَرُوْا بِهٖ ۭ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝١٣ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ۭ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ۝١٤

১২. পক্ষান্তরে আপন রবকে যারা গায়েবানা ভয় করবে, অবশ্যই তাদের জন্য রয়েছে মাগফিরাত ও বিরাট প্রতিদান। ১৩. আর তোমাদের কথা তোমরা গোপনে বল, বা প্রকাশ্যে বল[১৪৯২], (সবই তিনি জানেন, কারণ) তিনি যে বুকের (লুকোনো) সমস্ত বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত। ১৪. আচ্ছা, যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই কি জানবেন না, অথচ তিনি অতি সূক্ষ্মদর্শী, পূর্ণ অবগত!

(রুকূ. ২)

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ ۭ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ ۝١٥ ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَاۗءِ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضَ فَاِذَا هِيَ تَمُوْرُ ۝١٦ اَمْ اَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَاۗءِ اَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۭ فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرِ ۝١٧ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ۝١٨

১৫. তিনিই তো (ঐ-মহান সত্তা), যিনি তোমাদের জন্য ভূমিকে অনুগত করে দিয়েছেন, তো ঐ-ভূমির পথে পথে তোমরা চলো/চলাফেরা কর। আর (ভূমিতে তিনি যে রিযিক সৃষ্টি করেছেন,) তাঁর রিযিক থেকে তোমরা আহার কর (এবং পান কর)। আর (পানাহার করে তাঁকে ভুলে থেক না, কারণ) তাঁরই অভিমুখে হবে (তোমাদের) পুনরুত্থান। ১৬. আচ্ছা, যিনি আসমানে আছেন, তাঁর বিষয়ে তোমরা কি নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছ যে, ভূমিকে তিনি তোমাদেরসহ ধ্বসিয়ে দেবেন (না)! যখন হঠাৎ তা থরথর করে কাঁপতে থাকবে! ১৭. (কিংবা) যিনি আসমানে আছেন, তোমরা কি তাঁর বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে

[১৪৯২] শব্দানুগ তরজমা– 'তোমাদের কথা গোপন করে/চুপিসারে বল বা তা প্রকাশ কর...

গিয়েছ যে, তোমাদের উপর তিনি কঙ্কর পাঠাবেন (না)![১৪৯৩] তো (তখন মৃত্যুর পর) অবশ্যই তোমরা জানতে পারবে, কেমন (সত্য) ছিল (আযাব সম্পর্কে) আমার হুঁশিয়ারি! ১৮. আর সুনিশ্চিত, (নবীদের) তাকযীব করেছে তারা, যারা তাদের আগে ছিল। তো দেখো, কেমন ছিল আমার সাজা!

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ ۚ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَٰنُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴿١٩﴾ أَمَّنْ هَٰذَا
الَّذِي هُوَ جُندٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَٰنِ ۚ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ﴿٢٠﴾ أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ
رِزْقَهُ ۚ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ﴿٢١﴾ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢٢﴾

১৯. আচ্ছা, তারা কি তাকিয়ে দেখে না/দেখেনি, তাদের উপরে পাখীদের দিকে, কেমন উড়ছে ডানা বিছিয়ে, আবার (উড়ন্ত অবস্থায়ই) ডানা গুটিয়ে নেয়। (তখন) রহমান ছাড়া কেউ (শূন্যে) তাদের ধরে রাখতে পারে না। তিনি তো সবকিছু দেখেন ২০. কিংবা রহমান ছাড়া কে তিনি যিনি তোমাদের জন্য লস্কর হয়ে তোমাদের সাহায্য করবেন! বস্তুত কাফিরীন শুধু ধোকার মধ্যে পড়ে আছে। ২১. কিংবা তিনি যদি তাঁর রিযিক ধরে রাখেন তাহলে কে ইনি, যিনি রিযিক দেবেন তোমাদের! আসল কথা কী, অবাধ্যতা ও সত্যবিমুখতায় তারা অনড় রয়েছে! ২২. আচ্ছা, তো যে নিজের চেহারার উপর ভর দিয়ে চলছে, সেই কি অধিক গন্তব্যমুখী, না যে সোজা হয়ে সরল পথে চলছে!

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۖ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٢٣﴾ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ
وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٤﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٥﴾ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ
مُّبِينٌ ﴿٢٦﴾ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ ﴿٢٧﴾

২৩. আপনি বলুন, তিনিই তো ঐ মহান সত্তা যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, আর তোমাদের জন্য কান ও চোখ ও হৃদপিণ্ড স্থাপন করেছেন, কিন্তু তোমরা তো খুব অল্পই শোকর আদায় কর! ২৪. আপনি বলুন, তিনিই তো (ঐ-মহান সত্তা) যিনি ভূমিতে তোমাদের ছড়িয়ে দিয়েছেন, আর তাঁরই দিকে তোমাদের জড়ো করা হবে। ২৫. আর (যখন) তারা (কেয়ামতের কথা শোনে তখন) বলে, কখন হবে এ ওয়াদা, যদি তোমরা সত্যবাদী হও (তাহলে ঠিক ঠিক বলো দেখি)! ২৬. আপনি বলুন, প্রকৃত জ্ঞান তো রয়েছে শুধু আল্লাহ্‌র নিকট। আমি তো শুধু সুস্পষ্ট সতর্ককারী। ২৭. তো যখন তারা তা কাছে আসতে দেখবে তখন যারা কুফুর করেছে তাদের চেহারা (শোকে, সন্তাপে ও ভয়ে) বিকৃত হয়ে যাবে। আর (তাদের উদ্দেশ্যে) বলা হবে, এটাই তো সেই আযাব যা তোমরা চেয়ে আসছিলে!

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٨﴾ قُلْ هُوَ الرَّحْمَٰنُ آمَنَّا بِهِ وَ
عَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٩﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ ﴿٣٠﴾

২৮. আপনি বলুন, আচ্ছা, তোমরা কি মনে কর, যদি তিনি আমাকে এবং আমার সঙ্গে যারা আছে

[১৪৯৩] তোমাদের উপর তিনি প্রস্তরবর্ষণ করবেন (না)! (বিকল্প তরজমা– যে, তিনি তোমাদের উপর ঝঞ্ঝা পাঠাবেন না (, যেমন পাঠিয়েছিলেন আদের উপর)!

তাদের হালাক করেন, বা আমাদের (সবাই)কে রহম করেন, তো (উভয় অবস্থায়) কে রক্ষা করবে কাফিরীনকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে? ২৯. আপনি বলুন, তিনিই রহমান, আমরা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি, আর তাঁরই উপর তাওয়াক্কুল করেছি। তো অচিরেই তোমরা জানতে পারবে, কে রয়েছে সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে। ৩০. আপনি বলুন, আচ্ছা, তোমরা কী মনে কর, কোন ভোরে যদি তোমাদের (কুয়ার) পানি মাটির নীচে চলে যায় তাহলে কে তোমাদের নির্ঝর পানি এনে দেবেন?[১৪৯৪]

سُورَةُ القلم٦٨؛ مَكية؛ آياتُها ٥٢ وركُوعاتُها٢

৬৮. সূরাতুল কলম, মাক্কী, আয়াত ৫২, রুক ২

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ ۝١ مَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ ۝٢ وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ ۝٣ وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ۝٤ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُوْنَ ۝٥ بِاَيِّيْكُمُ الْمَفْتُوْنُ ۝٦ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ۝٧ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِيْنَ ۝٨

রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে (শুরু)

১. নূন। কসম কলমের এবং তারা যা কিছু লেখে সেই লেখার।[১৪৯৫] ২. আপনার রবের দয়ায় আপনি তো নন মাজনূন।[১৪৯৬] ৩. আর সত্যি সত্যি, আপনার জন্য রয়েছে অনিঃশেষ প্রতিদান। ৪. আর অতি অবশ্যই আপনি মহান চরিত্রের উপর স্থিত। ৫. তো (তাদের এ সমস্ত প্রলাপে আপনি যেন কষ্ট না পান, কারণ) অচিরেই আপনি দেখবেন, তারাও দেখতে পাবে, ৬. তোমাদের (মধ্যে) ফিতনাগ্রস্ত কে! [১৪৯৭] ৭. সত্যি, আপনার রবই বেশী জানেন তাদের সম্পর্কে যারা তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। আর তিনিই ভালো জানেন হিদায়াতপ্রাপ্তদের সম্পর্কে। ৮. তাই (আপনাকে) যারা ঝুটলায়, (বিচলিত হয়ে) আপনি তাদের আনুগত্য করতে যাবেন না।[১৪৯৮]

[১৪৯৪] এখানে আমাদের জন্য শিক্ষা এই যে, পানির ভূগর্ভস্তর যে নেমে যাচ্ছে, তার নিরসনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা তো অবশ্যই গ্রহণ করব, তবে আমলের সংশোধনসহ আল্লাহ্‌র অভিমুখী হওয়া একান্ত কর্তব্য। কারণ পানি সম্পর্কে এ প্রশ্ন স্বয়ং আল্লাহ্ আমাদের করেছেন।

[১৪৯৫] আমার হাতে যে কলম, তোমার হাতে যে কলম, আল্লাহ তার কসম করেছেন। তাহলে কলমের মর্যাদা কত! তদুপরি আমাদের কলমের লেখার কসম করেছেন। তাহলে কলমের সঙ্গে কলবের এবং লেখার সঙ্গে অন্তরের সম্পর্ক কত পবিত্র হওয়া কর্তব্য। লেখার প্রতি লেখকের কেমন মমতাপূর্ণ ও যত্নশীল হওয়া কর্তব্য।
বিকল্প তরজমা– কসম (তাকদীরের) কলমের এবং (ফিরেশতাগণ তাকদীর সম্পর্কে যাকিছু লেখেন সেই লেখার।

[১৪৯৬] আপনার রবের দয়ায় আপনি উন্মাদ/অপ্রকৃতিস্থ নন।

[১৪৯৭]আকল বিলুপ্ত করার মাধ্যমে কাকে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে, যিনি মহাপ্রজ্ঞাপূর্ণ কোরআনের মাধ্যমে কল্যাণের পথে তোমাদের ডাকেন, তাকে! নাকি তোমাদেরকে যারা নিজেদের কল্যাণ-অকল্যাণ পর্যন্ত বুঝতে পারো না।

[১৪৯৮] উদ্দেশ্য হল পেয়ারা নবীকে সান্ত্বনা দেয়া, তার চেয়ে বড় উদ্দেশ্য, কেয়ামত পর্যন্ত পেয়ারা নবীর পেয়ারী উম্মতকে নির্দেশনা দেয়া যে, যারা দাওয়াতের বিরোধিতা করে তাদের মোকাবেলায় কেমন অবিচল থাকতে হবে!

وَدُّوْا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُوْنَ ۝٩ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ ۝١٠ هَمَّازٍ مَّشَّآءٍۭ بِنَمِيْمٍ ۝١١ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ۝١٢ عُتُلٍّۭ
بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ ۝١٣ اَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَّبَنِيْنَ ۝١٤ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۝١٥ سَنَسِمُهٗ عَلَى الْخُرْطُوْمِ ۝١٦

৯. তারা আকাঙ্ক্ষা করে, যদি আপনি কিছুটা নমনীয় হন, তাহলে তারাও বেশ নমনীয় হয়।[১৪৯৯] ১০. কিন্তু কথায় কথায় কসম করে এমন কোন তুচ্ছ লোকের আনুগত্য আপনি করতে যাবেন না, ১১. যে কুৎসা রটাতে অভ্যস্ত, চোগল করে বেড়ায়, ১২. সৎকর্মে বড় বাধাদানকারী, সীমালঙ্ঘনকারী, পাপাসক্ত, ১৩. তার পরে যানীম– জারজ[১৫০০]। ১৪. (তার এত বাড় বেড়েছে) একারণে যে, সে সম্পদ ও বহু সন্তানের অধিকারী। ১৫. যখন তাকে আমার আয়াতসমস্ত তিলাওয়াত করে শোনানো হয় তখন সে বলে, এগুলো তো আদিপুরুষদের কল্পকাহিনী! ১৬. অচিরেই আমি তাকে শুঁড়ের উপর দাগিয়ে দেব।[১৫০১]

اِنَّا بَلَوْنٰهُمْ كَمَا بَلَوْنَآ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ ۚ اِذْ اَقْسَمُوْا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِيْنَ ۝١٧ وَلَا يَسْتَثْنُوْنَ ۝١٨ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّنْ
رَّبِّكَ وَهُمْ نَآئِمُوْنَ ۝١٩ فَاَصْبَحَتْ كَالصَّرِيْمِ ۝٢٠ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِيْنَ ۝٢١ اَنِ اغْدُوْا عَلٰى حَرْثِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰرِمِيْنَ ۝٢٢
فَانْطَلَقُوْا وَهُمْ يَتَخَافَتُوْنَ ۝٢٣ اَنْ لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِّسْكِيْنٌ ۝٢٤ وَّغَدَوْا عَلٰى حَرْدٍ قٰدِرِيْنَ ۝٢٥

১৭. আমি তো তাদেরকে (আহলে মাক্কাকে) পরীক্ষা করেছি যেমন বাগানের মালিকদের পরীক্ষা করেছিলাম, যখন তারা কসম করেছিল, সত্যি সত্যি ভোর হওয়ামাত্র তারা (বাগানের) ফল পেড়ে নেবে, ১৮. আর (একথা বলার সময়) তারা ইনশাআল্লাহ্ বলেনি[১৫০২]। ১৯. পরে তাদের ঘুমের অবস্থায় ঐ-বাগানে আপনার রবের পক্ষ হতে ঘুরে গেল এক 'ঘুরন্ত' দুর্যোগ। ২০. ফলে ভোরে ঐ-বাগান হয়ে গেল কর্তিত ক্ষেতের মত। ২১. তো ভোরে তারা ডাকাডাকি করল ২২. যে, যদি ফল পাড়তে চাও তাহলে জলদি বাগানে চলো! ২৩. তো তারা পরস্পর চুপি চুপি একথা বলতে বলতে রওয়ানা হল, ২৪. যেন আজ কোন *'মিসকীন'* তোমাদের কাছে বাগানে ঢুকতে না পারে। ২৫. আর তারা সক্ষম অবস্থায় তেজের সঙ্গে বের হল।[১৫০৩]

فَلَمَّا رَاَوْهَا قَالُوْٓا اِنَّا لَضَآلُّوْنَ ۝٢٦ بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ۝٢٧ قَالَ اَوْسَطُهُمْ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُوْنَ ۝٢٨ قَالُوْا
سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ۝٢٩ فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَلَاوَمُوْنَ ۝٣٠ قَالُوْا يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا طٰغِيْنَ ۝٣١ عَسٰى رَبُّنَآ

[১৪৯৯] উভয় পক্ষে কিছু 'ছাড়ছোড়' দিয়ে একটা সমঝোতায় আসার প্রস্তাব কোরায়শের পক্ষ হতে বারবার এসেছে। এখানে তারই জবাব। এতে বোঝা যায় আল্লাহ্র নবীর ব্যক্তিত্বের কত বিরাট প্রভাব ছিল তাঁর সমাজে এবং সমাজ ও সমাজপতিরা কত বিচলিত ছিল তাঁর দাওয়াত নিয়ে!

[১৫০০] জারজ বলে রূপকভাবে বোঝানো হয়েছে স্বভাবে চরিত্রে নীচ। এখানে কোরায়শের এক নেতা উদ্দেশ্য, আল্লাহ্র নবীর বিরোধিতায় যে অনেক দূর গিয়েছিল। তাই আল্লাহ্ তার সম্পর্কে এত কঠিন শব্দ ব্যবহার করেছেন। যানীম বলে কাউমের আশ্রিত, তাদের পরিচয়ে পরিচিত, তবে তার রক্ত এ কাউমের নয়।

[১৫০১] আমি অচিরেই তার শুঁড় দাগিয়ে দেবো। অপদস্থ করার জন্য নাকটাকে হাতির শুঁড়ের সঙ্গে তুলনা করা...

[১৫০২] ভিন্ন তরজমা, আর গরীবদের জন্য কোন ভাগ রাখেনি। (গরীবদের জন্য ভাগ রাখবে কী, তারা ভোরে ভোরে যাওয়ার চিন্তাই করেছিল, যাতে *'ফকীর-ফোকারা'* খবর না পায়, আর ঝামেলা করতে না পারে।)

[১৫০৩] বিকল্প তরজমা– আর তারা গরীবদের বাধা দিতে সক্ষম হবে এ ধারণায় ভোরে ভোরে খুব দ্রুত রওয়ানা হল।

اَنْ يُّبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَآ اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا رٰغِبُوْنَ ﴿٣٢﴾ كَذٰلِكَ الْعَذَابُ ؕ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٣﴾

২৬. তো যখন তারা বাগান দেখল, তখন বলে উঠল, খুবই সম্ভব, আমরা পথ ভুলেছি।[১৫০৪] ২৭. (কিছুক্ষণ পর আত্মস্থ হয়ে তারা বলল,) না, বরং আমরা তো সর্বস্বহারা।[১৫০৫] ২৮. তাদের (মধ্যে) অপেক্ষাকৃত ভালো মানুষটি বলল, আমি কি তোমাদের বলিনি (যে, এভাবে গরীবদের ঠকানোর চিন্তা কর না, কিন্তু আমার কথা তো শুনলে না। তো এখন অন্তত) কেন তোমরা তাসবীহ করছো না![১৫০৬] ২৯. তখন তারা বলল, আমরা আমাদের রবের তাসবীহ করছি। (আর স্বীকার করছি যে,) সত্যি আমরা যালিম ছিলাম। ৩০. তারপর তারা একে অন্যের অভিমুখী হয়ে পরস্পর দোষারোপ করতে লাগলো। ৩১. তারপর সবাই একযোগে বলল, হায় আমাদের নিপাত, আমরা তো (আমাদের রবের প্রতি) অবাধ্য ছিলাম! ৩২. (তবে যদি তাওবা করি তাহলে) খুবই সম্ভব আমাদের রব্ এর বদলে এর চেয়ে উত্তম কিছু আমাদের দান করবেন। (এখন) সত্যি সত্যি আমরা আমাদের রবের প্রতি আকুল হলাম। ৩৩. এমনই হয়ে থাকে (দুনিয়ার) আযাব। আর আখেরাতের আযাব তো আরো কঠিন। যদি তারা জানত (যে, কুফুরের বরবাদি কী হতে পারে তাহলে তো তারা ঈমানের পথে এসে পড়ত)!

(রুকূ. ২)

اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿٣٤﴾ اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ ﴿٣٥﴾ مَا لَكُمْ ۪ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ﴿٣٦﴾ اَمْ لَكُمْ كِتٰبٌ فِيْهِ تَدْرُسُوْنَ ﴿٣٧﴾ اِنَّ لَكُمْ فِيْهِ لَمَا تَخَيَّرُوْنَ ﴿٣٨﴾ اَمْ لَكُمْ اَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ ۙ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۙ اِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُوْنَ ﴿٣٩﴾ سَلْهُمْ اَيُّهُمْ بِذٰلِكَ زَعِيْمٌ ﴿٤٠﴾ اَمْ لَهُمْ شُرَكَآءُ ۚ فَلْيَاْتُوْا بِشُرَكَآئِهِمْ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ ﴿٤١﴾

৩৪. অবশ্যই মুত্তাকীনের জন্য তাদের রবের নিকট নেয়ামতে পূর্ণ বাগবাগিচা রয়েছে। ৩৫. আচ্ছা, (অনুগত) মুসলিমদের আমি কি ঠাওরাতে পারি অপরাধীদের মত! ৩৬. কী হল তোমাদের, কেমন বিচার তোমরা করছ! ৩৭. নাকি তোমাদের কাছে কোন কিতাব আছে যাতে তোমরা (তোমাদের পছন্দের কথা) অধ্যয়ন করছো– ৩৮. (যে,) সত্যি সত্যি, তোমাদের জন্য সেখানে তাই থাকবে যা তোমরা পছন্দ কর! ৩৯. নাকি তোমাদের অনুকূলে আমার উপর, কেয়ামত পর্যন্ত কার্যকর কোন কসম রয়েছে যে, তোমাদের জন্য তাই হবে যা তোমরা সিদ্ধান্ত কর! ৪০. আপনি তাদের জিজ্ঞাসা করুন, তাদের (মধ্যে) কে এ বিষয়ে যিম্মাদার– নিশ্চয়তাদানকারী? ৪১. নাকি তাদের জন্য কোন শরীকান রয়েছে, (যারা এ বিষয়ে তাদের নিশ্চয়তা দেয়!) তাহলে নিয়ে আসুক না তারা তাদের শরীকানকে, যদি (এ বিশ্বাসের ক্ষেত্রে) তারা সত্যবাদী হয়ে থাকে!

১৫০৪ পথ ভুলে অন্যের বাগানে চলে এসেছি, আমাদের বাগান তো কালকেও এমন বিরান ছিল না। কিন্তু পরে তাদের বুঝ হয়ে গেলো যে, আসলে তারা আসমানী বিপদে আক্রান্ত হয়েছে। তাদের পিতা কিন্তু এমন ছিলেন না, তিনি গরীবের প্রতি বড় দরদী ছিলেন। সন্তান যখন পিতার ভালো গুণ ছেড়ে দেয় তখন থেকে ধ্বস নামা শুরু হয়। অনেক সময় ধীরে ধীরে হয় বলে বোঝা যায় না।

১৫০৫ বাগান তো আমাদেরই। সর্বস্বহারা বলার কারণ এই যে, এবারের ফল তো গিয়েছেই, গাছগুলো শেষ হওয়ার কারণে সামনেও ফল পাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

১৫০৬ লোকটি অপেক্ষাকৃত ভালো হলেও তার মেরুদণ্ড তেমন শক্ত ছিল না, তাই নিজের চিন্তার উপর অবিচল না থেকে ভাইদের লেহায করে তাদের কথাই মেনে নিয়েছিল।

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَّيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ﴿٤٢﴾ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۖ وَقَدْ كَانُوْا
يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُوْدِ وَهُمْ سٰلِمُوْنَ ﴿٤٣﴾ فَذَرْنِيْ وَمَنْ يُّكَذِّبُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ ۖ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٤﴾

৪২. (ঐ দিনটি স্মরণ করা কর্তব্য) যেদিন (মহান রবের তাজাল্লীপূর্ণ কুদরতি) ছাক থেকে (পর্দা) উন্মোচিত করা হবে, আর সিজদার দিকে তাদের ডাকা হবে, কিন্তু (যারা কুফুর করেছে) তারা (সাড়া দিতে) সক্ষম হবে না। ৪৩. তাদের দৃষ্টি হবে অবনত, হীনতা তাদের আচ্ছন্ন করে রাখবে। অথচ সিজদার দিকে তাদের ডাকা হত যখন তারা সুস্থ নিরাপদ ছিল। ৪৪. তো ছাড়ুন আমাকে, আর তাদেরকে যারা এই বাণীর তাকযীব করছে। আমি তাদেরকে ধীরে ধীরে (চূড়ান্ত পরিণতির দিকে) এমনভাবে টেনে নিয়ে যাবো যে, তারা জানতেও পারবে না।

وَأُمْلِيْ لَهُمْ ۖ إِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ ﴿٤٥﴾ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُوْنَ ﴿٤٦﴾ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُوْنَ ﴿٤٧﴾
فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ ۘ إِذْ نَادٰى وَهُوَ مَكْظُوْمٌ ﴿٤٨﴾ لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ لَنُبِذَ بِالْعَرَآءِ
وَهُوَ مَذْمُوْمٌ ﴿٤٩﴾ فَاجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَجَعَلَهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٥٠﴾

৪৫. আর আমি তাদের ঢিল দিচ্ছি, তবে আমার *'পাকড়ব্যবস্থা'* বড় শক্ত। ৪৬. নাকি আপনি তাদের কাছে পারিশ্রমিক চাচ্ছেন, ফলে তারা অর্থদণ্ডভারে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে! ৪৭. নাকি তাদের কাছে গায়ব(বিষয়ক জ্ঞান) রয়েছে, অনন্তর তারা (গায়বের কথা) লিখে রাখছে! ৪৮. তো আপনি আপনার রবের ফায়ছালার অনুকূলে ছবর করুন (এবং ইন্তিযার করুন), আর *'মৎসজন'*-এর মত যেন না হন, যখন তিনি (আমাকে) নিদা করেছিলেন বেদনার্ত অবস্থায় ৪৯. যদি তাঁর রবের পক্ষ হতে কোন নেয়ামত তাঁকে না আগলাত তাহলে তো খোলা ময়দানে তাকে ফেলে রাখা হত বদহাল অবস্থায়। ৫০. অনন্তর তাঁর রব্ তাঁকে নির্বাচন করেছেন, আর শামিল করেছেন তাঁকে ছালিহীনের জামাতে ।

وَإِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُوْلُوْنَ إِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ ﴿٥١﴾ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٥٢﴾

৫১. আর যারা কুফুরে ডুবে আছে তারা যখন উপদেশবাণী শোনে, মনে হয়, তাদের দৃষ্টি দ্বারাই তারা তোমাকে আছড়ে ফেলবে। আর তারা বলে, এ তো সত্যি সত্যি মাজনূন-উন্মাদ। ৫২. অথচ তা তো আহলে জাহানের জন্য উপদেশ ছাড়া আর কিছু নয়।

سُورَةُ الحاقة٦٩؛ مَكية؛ آياتُها ٥٢ وركُوعاتُها٢

৬৯. সূরাতুল হাক্কাহ্, মাক্কী, আয়াত ৫২, রুকূ ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَآقَّةُ ﴿١﴾ مَا الْحَآقَّةُ ﴿٢﴾ وَمَآ أَدْرٰىكَ مَا الْحَآقَّةُ ﴿٣﴾ كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ﴿٤﴾ فَأَمَّا ثَمُوْدُ فَأُهْلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ ﴿٥﴾
وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ﴿٦﴾ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمٰنِيَةَ أَيَّامٍ ۙ حُسُوْمًا ۙ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا

صَرْعٰى ۙ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ۝ فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِّنْۢ بَاقِيَةٍ ۝

রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে (শুরু)

১. ঐ-অবশ্যম্ভাবী ঘটনা! ২. কী ঐ-অবশ্যম্ভাবী ঘটনা! ৩. আপনার কী জানা আছে, ঐ-অবশ্যম্ভাবী ঘটনা কী? !১৫০৭ ৪. আদ ও ছামূদ *ঐ ধামাকা'র* তাকযীব করেছে। ৫. তো ছামূদ, (তাদের বয়ান এই যে,) তাদের ধ্বংস করা হয়েছে এক প্রলয়ঙ্কর বিপর্যয় দ্বারা। ৬. আর আদ, তো তাদের ধ্বংস করা হয়েছে এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা বায়ু দ্বারা। ৭. ঐ-ঝঞ্ঝা বায়ু আল্লাহ্ তাদের উপর আরোপ করে রেখেছিলেন সাতরাত ও আটদিন লাগাতার। (আয় মোখাতাব! যদি কল্পনা কর তাহলে) গোটা সম্প্রদায়কে তুমি সেখানে দেখতে পাবে, পড়ে আছে ভূপাতিত হয়ে, যেন তারা পড়ে থাকা বিরাট বিরাট খেজুরকাণ্ড।১৫০৮ ৮. তো তুমি কি দেখতে পাও তাদের কোন অবশিষ্ট!

وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهٗ وَالْمُؤْتَفِكٰتُ بِالْخَاطِئَةِ ۝ فَعَصَوْا رَسُوْلَ رَبِّهِمْ فَاَخَذَهُمْ اَخْذَةً رَّابِيَةً ۝ اِنَّا لَمَّا طَغَا
الْمَآءُ حَمَلْنٰكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ۝ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَّتَعِيَهَآ اُذُنٌ وَّاعِيَةٌ ۝ فَاِذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ نَفْخَةٌ وَّاحِدَةٌ ۝
وَّحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً ۝

৯. আর এসেছে ফির'আউন এবং যারা তার আগে ছিল এবং (লূতের) উল্টে যাওয়া জনপদগুলোও অপরাধে লিপ্ত হয়ে। ১০. তো তারা তাদের রবের (পক্ষ হতে প্রেরিত) রাসূলকে অমান্য করেছিল, তাই কঠোরভাবে তিনি তাদের পাকড়াও করেছিলেন। ১১. (আর নূহের সময়) যখন পানি অবাধ্য হল তখন তো তোমাদের আমি কিশতীতে আরোহণ করালাম– ১২. এ ঘটনাকে তোমাদের জন্য শিক্ষণীয় বানাতে, আর যেন তা সংরক্ষণ করে রাখে সংরক্ষণকারী কান।১৫০৯ ১৩. অনন্তর যখন শিঙায় ফুঁক দেয়া হবে একটিমাত্র ফুঁক। ১৪. আর পৃথিবী ও পাহাড়পর্বত উত্তোলন করা হবে, অনন্তর তা চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলা হবে একই আঘাতে।

فَيَوْمَئِذٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝ وَانْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ ۝ وَّالْمَلَكُ عَلٰٓى اَرْجَآئِهَا ۚ وَيَحْمِلُ عَرْشَ
رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمٰنِيَةٌ ۝ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ۝ فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ ۙ فَيَقُوْلُ
هَآؤُمُ اقْرَءُوْا كِتٰبِيَهْ ۝ اِنِّيْ ظَنَنْتُ اَنِّيْ مُلٰقٍ حِسَابِيَهْ ۝

১৫. তো সেদিন ঘটবে অবশ্যম্ভাবী ঘটনা-বরং যেন ঘটেই গিয়েছে!১৫১০ ১৬. আর আসমান ফেটে যাবে,

---

১৫০৭ কেয়ামতের কথা বলা হয়েছে। এটি আরবীভাষার নিজস্ব উসলূব ও প্রকাশশৈলী, যার উদ্দেশ্য হল বিষয়ের বিভীষিকা তুলে ধরা। আরবীভাষার সঙ্গে যার অন্তরঙ্গ সম্পর্ক রয়েছে তিনিই শুধু উপলব্ধি করতে পারেন এর ভাব ও মর্ম। তাতে তো তার অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠার কথা! এর ভাব ও মর্মের যথার্থ তরজমার কথা চিন্তাও করা যায় না।

১৫০৮ দীর্ঘদেহী ছিল তো, তাই এ উপমা।

১৫০৯ ভিন্ন তরজমা, যেন তোমাদের জন্য তা আমি শিক্ষণীয় করে রাখি, আর যেন সচেতন মানুষ তা শুনে (স্মৃতিতে) সংরক্ষণ করে রাখে।

১৫১০ ঘটনার অবশ্যম্ভাবিতা ও সুনিশ্চিতি নির্দেশ করতে বিভিন্ন স্থানে ভবিষ্যতক্রিয়ার স্থলে অতীত ক্রিয়ার ব্যবহার...

বরং যেন ফেটেই গিয়েছে! অনন্তর সেদিন তা ভঙ্গুর হয়ে যাবে। ১৭. আর ফিরেশতারা থাকবেন আসমানের কিনারায় কিনারায়। আর আপনার রবের আরশ সেদিন নিজেদের উপর বহন করবেন আটজন ফিরেশতা। ১৮. সেদিন তোমাদের পেশ করা হবে এমনভাবে যে, তোমাদের কোন গুপ্ত বিষয় গোপন থাকবে না। ১৯. তো যাকে তার আমলনামা দেয়া হবে ডানহাতে, (তখন আনন্দের উচ্ছ্বাসে) সে বলবে, এই যে, এস, আমার আমলনামা পড়ে দেখ। ২০. (দুনিয়াতেই) আমি ধারণা করেছিলাম (বিশ্বাস পর্যায়ের ধারণা) যে, অবশ্যই আমি আমার হিসাবের সম্মুখীন হব।

فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿٢١﴾ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿٢٢﴾ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿٢٣﴾ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴿٢٤﴾
وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ ﴿٢٥﴾ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ﴿٢٦﴾ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ
الْقَاضِيَةَ ﴿٢٧﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ ﴿٢٨﴾ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ ﴿٢٩﴾

২১. তো সে (বিভোর) থাকবে আরামের জীবনে-[১৫১১] ২২. উচ্চ মর্তবার জান্নাতে- ২৩. যার ফলগুলো খুব নীচে ঝুলে থাকবে। ২৪. (আর বলা হবে,) অতীতের দিনে যাকিছু করে এসেছ তার বিনিময়ে সানন্দে পানাহার কর। ২৫. আর যাকে তার আমলনামা দেয়া হবে বামহাতে, তো (দিশেহারা হয়ে) সে বলতে থাকবে, হায়, আমাকে যদি আমলনামা দেয়াই না হত! ২৬. আর আমি নাই জানতাম, আমার হিসাব কী! ২৭. হায়, মৃত্যুই যদি হত (জীবনের সবকিছু) খতমকারী! ২৮. আমার মাল তো আমার কোন কাজে এল না। ২৯. আমার সব ক্ষমতা তো আমার থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেল।

خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ﴿٣١﴾ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ﴿٣٢﴾ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
الْعَظِيمِ ﴿٣٣﴾ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣٤﴾ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ ﴿٣٥﴾ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ ﴿٣٦﴾
لَّا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ﴿٣٧﴾

৩০. (এরূপ ব্যক্তি সম্পর্কে হুকুম দেয়া হবে) ধরো তাকে এবং পরাও বেড়ী। ৩১. তারপর ঝলসাও তাকে জাহান্নামে। ৩২. তারপর সত্তর হাত লম্বা শেকলে পেঁচিয়ে বাঁধো তাকে। ৩৩. (কারণ) সে তো মহান আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান রাখতো না। ৩৪. আর মিসকীনকে আহার দানে উৎসাহিত করত না (নিজে আহার করানো তো দূরের কথা)। ৩৫. তো আজ এখানে তার জন্য কোন সুহৃদ বন্ধু নেই- ৩৬. আর কোন খাবার নেই 'গিসলীন' ছাড়া- ৩৭. যা খাবে শুধু পাপীরা।[১৫১২]

(রুকূ. ২)

فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ﴿٣٨﴾ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ﴿٣٩﴾ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿٤٠﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ۚ قَلِيلًا مَّا
تُؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٣﴾

[১৫১১] খুশির জীবনে/সন্তোষজনক জীবনে

[১৫১২] এ তরজুমানির ব্যাকরণগত ভিত্তি এই যে, বাক্যটি পূর্ববর্তী طعام এর ছিফাত। ব্যাকরণে এটিকে স্বতন্ত্র বাক্য মনে করার সুযোগ আছে, তখন তরজমা হবে, আরে কোন খাবার নেই 'গিসলীন' ছাড়া। তা খাবে শুধু পাপীরা।

৩৮. তো আমি কসম করছি তোমরা যা দেখছ, তার ৩৯. এবং যা দেখছ না, তার, ৪০. সত্যি সত্যি এ কোরআন এক সম্মানিত রাসূলের (বহন করা) বাণী, ৪১. বস্তুত এটা কোন কবির বচন নয়, কিন্তু অল্পই তোমরা ঈমান আন ৪২. এবং নয় কোন গণকের কথা, কিন্তু খুব অল্পই তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর ৪৩. (এ বাণী) রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে নাযিলকৃত।

وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ ﴿٤٤﴾ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ﴿٤٥﴾ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ ﴿٤٦﴾ فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ
عَنْهُ حٰجِزِيْنَ ﴿٤٧﴾ وَ اِنَّهٗ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٨﴾ وَ اِنَّا لَنَعْلَمُ اَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِيْنَ ﴿٤٩﴾ وَ اِنَّهٗ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٥٠﴾
وَ اِنَّهٗ لَحَقُّ الْيَقِيْنِ ﴿٥١﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴿٥٢﴾

৪৪. আর (কথার কথা ধরে নাও,) যদি তিনি কতিপয় মিথ্যা কথা রচনা করে আমার উপর আরোপ করতেন– ৪৫. তাহলে তো (প্রথমে) আমি তাঁর ডানহাত ধরতাম, ৪৬. তারপর কেটে দিতাম তাঁর *'শাহরগ'*/প্রাণধমনী। ৪৭. তখন তোমাদের কোন কেউ (তাঁকে রক্ষা করার জন্য) তাঁর থেকে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারতে না। ৪৮. সত্যি সত্যি এটি মুত্তাকীনের জন্য উপদেশবাণী। ৪৯. আর অতি অবশ্যই আমি জানি যে, তোমাদের মধ্য হতে তাকযীবকারীও রয়েছে। ৫০. আর এ কোরআন কাফিরীনের জন্য অনুতাপের কারণ। ৫১. আর নিঃসন্দেহে এটি নিশ্চিত সত্য। ৫২. সুতরাং আপনি আপনার রবের নামে তাসবীহ করুন।

سُورَةُ المعارج ٧٠؛ مَكية؛ آياتُها ٤٤ وركُوعاتُها ٢

৭০. সূরাতুল মা'আরিজ, মাক্কী, আয়াত ৪৪, রুকু ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سَاَلَ سَآئِلٌۢ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ ﴿١﴾ لِّلْكٰفِرِيْنَ لَيْسَ لَهٗ دَافِعٌ ﴿٢﴾ مِّنَ اللّٰهِ ذِي الْمَعَارِجِ ﴿٣﴾ تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَ الرُّوْحُ اِلَيْهِ فِيْ
يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ ﴿٤﴾ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيْلًا ﴿٥﴾ اِنَّهُمْ يَرَوْنَهٗ بَعِيْدًا ﴿٦﴾ وَّ نَرٰىهُ قَرِيْبًا ﴿٧﴾
يَوْمَ تَكُوْنُ السَّمَآءُ كَالْمُهْلِ ﴿٨﴾ وَ تَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ﴿٩﴾ وَ لَا يَسْـَٔلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا ﴿١٠﴾

রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে (শুরু)

১. এক ফরমায়েশকারী আযাবের ফরমায়েশ করেছে, যা ঘটা অবশ্যম্ভাবী– ২. কাফিরীনের জন্য, যার ক্ষেত্রে কোন রোধকারী নেই।[১৫১৩] ৩. (তা আসবে) আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে, যিনি (ঊর্ধ্বজগতে) আরোহণ-পথগুলোর নিয়ন্তা।[১৫১৪] ৪. ফিরেশতাগণ ও রূহুল কুদুস (জীবরীল) তাঁর অভিমুখে আরোহণ করেন

[১৫১৩] উপহাস করে বলা হয়েছিল, কোরআন সত্য হলে আমার উপর আকাশ থেকে প্রস্তরবর্ষণ কর, বা যে কোন উপায়ে আমাকে হালাক করে দাও। ঐ নরাধম সম্পর্কেই এখানে বলা হয়েছে।

[১৫১৪] এখানে এ বিশেষণের বিশেষ তাৎপর্য পরবর্তী আয়াত থেকে বোঝা যাবে।

এমন এক দিনে, (দুনিয়ার হিসাবে) যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর। ৫. তো (তাদের উপহাস-বিদ্রূপ ও তাকযীবে পেরেশান না হয়ে) আপনি ছবর করুন উত্তম ছবর। ৬. তারা তো তা দূরবর্তী মনে করছে, ৭. অথচ আমি তা (খুব) নিকটবর্তী মনে করছি। ৮. (ঐ আযাব আসবে সেদিন) যেদিন আসমান হয়ে যাবে তেলের গাদের মত, ৯. আর পাহাড় হয়ে যাবে রঙ্গিন পশমের মত। ১০. আর সেদিন কোন সুহৃদ কোন সুহৃদকে জিজ্ঞাসাপর্যন্ত করবে না।

يُبَصَّرُونَهُمْ ۚ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ ﴿١١﴾ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ﴿١٢﴾ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ ﴿١٣﴾
وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ﴿١٤﴾ كَلَّا ۖ إِنَّهَا لَظَىٰ ﴿١٥﴾ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ ﴿١٦﴾ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ ﴿١٧﴾ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ ﴿١٨﴾
إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٩﴾ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢٠﴾ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٢١﴾

১১. অথচ তাদের পরস্পরকে দৃষ্টিগোচর করে দেয়া হবে, (কিন্তু কেউ কাউকে দেখেও যেন দেখবে না)। অপরাধী/মুজরিম সেদিনের আযাব থেকে বাঁচার জন্য মুক্তিপণ হিসাবে দিতে চাইবে আপন পুত্রদেরও ১২. এবং নিজের স্ত্রীকেও এবং নিজের ভাইকেও ১৩. এবং নিজের গোষ্ঠীকেও, যারা (প্রয়োজনে) তাকে আশ্রয় দিতো, ১৪. এমন কি পৃথিবীতে যারা আছে তাদের সবাইকেও, তাতেও যদি নিজেকে সে উদ্ধার করতে পারে! ১৫. কিছুতেই না, (তাকে তো জাহান্নামে যেতেই হবে,) আর তা তো লেলিহান শিখা, ১৬. যা চামড়া পর্যন্ত খসিয়ে দেবে। ১৭. তা ডাকবে তাকে, (দুনিয়াতে) যে পিঠ দেখিয়েছে এবং মুখ ফিরিয়েছে; ১৮. (আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় না করে) যে সঞ্চয় করেছে, আর কুক্ষিগত করে রেখেছে। ১৯. বস্তুত মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে দুর্বলচিত্ত/অস্থিরচিত্তরূপে। ২০. যখন কোন কষ্ট তাকে ছোঁয় তখন সে অস্থির হয়ে পড়ে, ২১. আর যখন সচ্ছলতা তাকে স্পর্শ করে তখন সে হয়ে পড়ে অতিকৃপণ।

إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴿٢٢﴾ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿٢٣﴾ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾
وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿٢٦﴾ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿٢٧﴾ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ﴿٢٨﴾

২২. তবে মুছল্লীগণ এমন নয়, ২৩. যারা তাদের ছালাতে খুব নিয়মিত, ২৪. আর যাদের অর্থসম্পদে নির্ধারিত হক রয়েছে– ২৫. প্রার্থনাকারী ও বঞ্চিতের জন্য। ২৬. আর যারা তাছদীক করে বিচারের দিনকে। ২৭. আর যারা তাদের রবের আযাব থেকে ভীত। ২৮. তাদের রবের আযাব তো নিশ্চিন্ত থাকার বিষয় না।

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٢٩﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٣٠﴾ فَمَنِ ابْتَغَىٰ
وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٣١﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٣٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ ﴿٣٣﴾
وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٣٤﴾ أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ ﴿٣٥﴾

২৯. আর যারা তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযতকারী, ৩০. তবে আপন স্ত্রীদের ক্ষেত্রে নয় এবং আপন মালিকানাধীন দাসীদের ক্ষেত্রে নয়। তো (এসব ক্ষেত্রে) তারা মোটেই নিন্দার পাত্র নয়। ৩১. তো এর বাইরে যারা চাহিদা করে, তো ওরাই সীমালঙ্ঘনকারী। ৩২. আর যারা তাদের আমানাতগুলো

এবং তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী, ৩৩. আর যারা তাদের সাক্ষি দেয়ার বিষয়ে অবিচল, ৩৪. আর যারা তাদের ছালাতের বিষয়ে পূর্ণ যত্নবান। ৩৫. ওরাই থাকবে বাগবাগিচায় সম্মানিত অবস্থায়।

(রুকূ. ২)

فَمَالِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قِبَلَكَ مُهْطِعِيْنَ ﴿٣٦﴾ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِيْنَ ﴿٣٧﴾ اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيْمٍ ﴿٣٨﴾ كَلَّا ؕ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٩﴾ فَلَاۤ اُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشٰرِقِ وَالْمَغٰرِبِ اِنَّا لَقٰدِرُوْنَ ﴿٤٠﴾ عَلٰۤى اَنْ نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ ۙ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ﴿٤١﴾

৩৬. তো (আয় পেয়ারে নবী!) যারা কুফুরে ডুবেছে তাদের হল কী যে, তারা ছুটে আসছে আপনার দিকে! ৩৭. ডানদিক থেকে এবং বামদিক থেকে দলে দলে।[১৫১৫] ৩৮. আচ্ছা, তাদের মধ্য হতে প্রত্যেকেই কি লোভ করে যে, তাকে নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতে দাখেল করা হবে! ৩৯. কিছুতেই না, (শুধু লোভ করে কিছু হবে না)। যা থেকে আমি তাদের সৃষ্টি করেছি তা তো তারা জানে। ৪০. তো দেখ, আমি কসম করছি (তারকারাজির) সমস্ত উদয়ক্ষেত্র ও অস্তক্ষেত্রের রব ও নিয়ন্তার; অবশ্যই আমি সক্ষম– ৪১. তাদের স্থানে তাদের চেয়ে উত্তম সম্প্রদায় নিয়ে আসার উপর, আর এ বিষয়ে আমি অক্ষম হবার নই।

فَذَرْهُمْ يَخُوْضُوْا وَيَلْعَبُوْا حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِيْ يُوْعَدُوْنَ ﴿٤٢﴾ يَوْمَ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ سِرَاعًا كَاَنَّهُمْ اِلٰى نُصُبٍ يُّوْفِضُوْنَ ﴿٤٣﴾ خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ؕ ذٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِيْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ﴿٤٤﴾

৪২. তো ছেড়ে দিন তাদের, মেতে থাক তারা তাদের বেহুদা বাগবিতণ্ডা ও খেলাধূলায় তাদের সেই দিনের সম্মুখীন হওয়া পর্যন্ত, যার প্রতিশ্রুতি তাদের দেয়া হচ্ছে, ৪৩. যেদিন তারা দ্রুত বের হয়ে আসবে তাদের কবর থেকে, যেন তারা তাদের প্রতিমাদের দিকে দ্রুত যাচ্ছে। ৪৪. (সেদিন) তাদের দৃষ্টি থাকবে অবনত, হীনতা তাদের আচ্ছন্ন করে রাখবে। সেটা ঐ-দিন যার সম্পর্কে তাদের প্রতিশ্রুতি দেয়া হত।

سُورةُ نوح ٧١؛ مَكية؛ آياتُها ٢٨ وركُوعاتُها ٢

৭১. সূরা নূহ, মাক্কী, আয়াত ২৮, রুকু ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّاۤ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖۤ اَنْ اَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١﴾ قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّيْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٢﴾ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿٣﴾ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ اِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ اِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ ۘ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٤﴾

[১৫১৫] আল্লাহ্‌র নবী যখন বিশেষ করে মসজিদুল হারামে তিলাওয়াত করতেন তখন এমন দৃশ্য হত। কেউ মুগ্ধ হয়ে শুনত, আবার কেউ হাসি-তামাশা করত; এমনকি কেউ কেউ বলত, এ লোক জান্নাতে গেলে আমরাও যাব!

রাহমান রাহীম আল্লাহ্‌র নামে (শুরু)

১. অবশ্যই নূহকে আমি তার সম্প্রদায়ের[১৫১৬] অভিমুখে পাঠিয়েছি এ মর্মে যে, আপনার সম্প্রদায়কে আপনি সতর্ক করুন তাদের কাছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব এসে পড়ার আগেই। ২. (তো) তিনি (তাঁর সম্প্রদায়কে) বললেন, আয় কাউম! আমি তো তোমাদের জন্য এক সুস্পষ্ট সতর্ককারী, ৩. এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, আর তাঁকে সমীহ কর, আর আমাকে মান্য কর। ৪. (তাহলে) তিনি তোমাদের অনুকূলে তোমাদের পাপসমস্ত ক্ষমা করে দেবেন। আর এক নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত তোমাদের অবকাশ দেবেন। আল্লাহ্‌র নির্ধারিত মেয়াদ যখন এসে পড়ে তখন কিন্তু তা আর পিছানো হয় না। কত ভালো হতো, যদি এ বিষয়গুলো তোমরা বুঝতে!

قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ۝١ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا ۝٢ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا
أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ۝٣ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ۝٤ ثُمَّ إِنِّي
أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ۝٥

৫. (শেষে) তিনি বললেন, (ইয়া) রাব্বি, আমি তো আমার কাউমকে ডেকেছি রাতে ও দিনে। ৬. কিন্তু আমার ডাক শুধু বাড়িয়েছে তাদের পলায়নপরতা। ৭. আর যখনই তাদের ডেকেছি যাতে আপনি তাদের মাগফিরাত করেন, নিজেদের কানে তারা তাদের আঙুল দিয়ে রেখেছে এবং নিজেদের কাপড় দ্বারা নিজেদের ঢেকে রেখেছে।[১৫১৭] আর (নিজেদের বাতিল কথা ও কাজের উপর) তারা পূর্ণ জিদ বজায় রেখেছে এবং চরম ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছে। ৮. তারপরো (আমি মনোবল হারাইনি, বরং সত্যের পথে) তাদের ডেকেছি উদাত্ত কণ্ঠে। ৯. তারপর (প্রয়োজনে) তাদের জন্য আমি প্রকাশ্য দাওয়াতের ব্যবস্থা করেছি, আবার (যখন প্রয়োজন হয়েছে) তাদের জন্য নিভৃত/ঘরোয়া দাওয়াতের ব্যবস্থা করেছি।

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۝١٠ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ۝١١ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ
لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ۝١٢ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ۝١٣ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ۝١٤

১০. তো (প্রকাশ্যে ও নিভৃতে তাদের) বলেছি, (যা হওয়ার তা তো হয়েছে, এখন অনুতপ্ত হও এবং) তোমাদের রবের কাছে মাফ চাও। নিঃসন্দেহে তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল। ১১. তিনি আকাশ থেকে তোমাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন ১২. এবং ধনসম্পদ ও পুত্রদল দ্বারা তোমাদের শক্তি যোগাবেন/সাহায্য করবেন এবং তোমাদের জন্য বাগবাগিচা তৈরী করবেন এবং নহর-নালা বইয়ে দেবেন।[১৫১৮] ১৩. (আমি আরো বলেছি) তোমাদের কী হল (যে,) আল্লাহ্‌র জন্য তোমরা কোন মহিমা ও প্রতাপ স্বীকার কর না! ১৪. অথচ তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন স্তর স্তর করে!

[১৫১৬] এখানে ও অন্যত্র *সম্প্রদায়*-এর স্থানে স্বচ্ছন্দে *কাউম* শব্দটি ব্যবহার করা যায়, কোন সমালোচনার চিন্তা ছাড়াই।

[১৫১৭] যাতে আমার দাওয়াত তাদের কানে না যায়, এমনকি যাতে তাদের অস্তিত্বকেও স্পর্শ না করে। হকের দাওয়াতের প্রতি এমনই তাদের স্বভাববৈরিতা!

[১৫১৮] আয়াতে দ্বিতীয় لَكُمْ সর্বনামটির আলঙ্কারিক অনিবার্যতা রয়েছে, তরজমার ভাষায় তা নেই।

اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ﴿١٥﴾ وَّ جَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَّ جَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴿١٦﴾ وَاللّٰهُ اَنْۢبَتَكُمْ
مِّنَ الْاَرْضِ نَبَاتًا ﴿١٧﴾ ثُمَّ يُعِيْدُكُمْ فِيْهَا وَ يُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا ﴿١٨﴾ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ بِسَاطًا ﴿١٩﴾ لِّتَسْلُكُوْا مِنْهَا
سُبُلًا فِجَاجًا ﴿٢٠﴾

১৫. তোমরা কি দেখোনি, কীভাবে আল্লাহ্ সাত আসমান সৃষ্টি করেছেন উপর-নীচ (স্তরবিশিষ্ট) করে। ১৬. এবং তাতে চাঁদকে নূর (বিস্তারকারী) বানিয়েছেন এবং সূর্যকে বানিয়েছেন প্রদীপ(সদৃশ)। ১৭. আর আল্লাহ্ ভূমি হতে (সৃষ্টিপর্যায়ে) উত্তমরূপে তোমাদের উদ্গত করেছেন। ১৮. তারপর তিনি সেখানে ফিরিয়ে দেবেন তোমাদের: আবার চূড়ান্তভাবে (তা থেকে) তোমাদের বের করে আনবেন। ১৯. আর আল্লাহ তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা/সমতল/বিস্তৃত বানিয়েছেন, ২০. যাতে তার প্রশস্ত পথগুলোতে তোমরা চলতে ফিরতে পার।

(রুকূ. ২)

قَالَ نُوْحٌ رَّبِّ اِنَّهُمْ عَصَوْنِيْ وَاتَّبَعُوْا مَنْ لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهٗ وَ وَلَدُهٗۤ اِلَّا خَسَارًا ﴿٢١﴾ وَ مَكَرُوْا مَكْرًا كُبَّارًا ﴿٢٢﴾ وَ قَالُوْا
لَا تَذَرُنَّ اٰلِهَتَكُمْ وَ لَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَّ لَا سُوَاعًا ۙ وَّ لَا يَغُوْثَ وَ يَعُوْقَ وَ نَسْرًا ﴿٢٣﴾ وَ قَدْ اَضَلُّوْا كَثِيْرًا ۚ وَ لَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ
اِلَّا ضَلٰلًا ﴿٢٤﴾ مِمَّا خَطِيْٓـٰٔتِهِمْ اُغْرِقُوْا فَاُدْخِلُوْا نَارًا ۙ فَلَمْ يَجِدُوْا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْصَارًا ﴿٢٥﴾

২১. আর (সবকিছু নিবেদন করে) নূহ বললেন, (আয়) মেরো রব্, (এত যে, 'জানতোড়' মেহনত করা হল,) তারা কিন্তু আমাকে অমান্যই করে গেলো, আর অনুসরণ করল এমন লোকদের যাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসম্পদ তাদের ক্ষতি (ও খাসারাই) শুধু বাড়িয়েছে। ২২. আর তারা (আমার এবং আমার দাওয়াতের বিরুদ্ধে) বড় বড় চক্রান্ত পাকিয়েছে। ২৩. আর (অনুগতদের প্রতি আদেশ জারি করে) তারা বলেছে, আপন উপাস্যদের তোমরা কিছুতেই পরিত্যাগ কর না এবং কিছুতেই কর না পরিত্যাগ, না ওয়াদকে, না ছোয়াকে, আর না ইয়াগূছ ও ইয়া'উক ও নাস্রকে। ২৪. আর তারা (নেতৃশ্রেণীর লোকেরা) বহুমানুষকে (এভাবে সেভাবে বিভিন্নভাবে) বিপথগামী করেছে। তো (এখন আপনি) এই যালিমীনের বিপথগামিতা আরো বাড়িয়ে দিন। ২৫. বস্তুত তাদের পাপরাশির কারণেই তাদের ডুবানো হয়েছে, অনন্তর তাদের দাখেল করা হয়েছে আগুনে[১৫১৯]। আর আল্লাহ্র বিপক্ষে/মোকাবেলায় নিজেদের জন্য তারা কোন সাহায্যকারীদল পায়নি।

وَ قَالَ نُوْحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا ﴿٢٦﴾ اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَ لَا يَلِدُوْۤا اِلَّا فَاجِرًا
كَفَّارًا ﴿٢٧﴾ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَ لِوَالِدَيَّ وَ لِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَّ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ ۬ وَ لَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا تَبَارًا ﴿٢٨﴾

২৬. আর নূহ আরো বললেন, (ইয়া) রাব্ব! কাফিরদের মধ্য হতে কোন (সদম্ভ) বাসিন্দাকে আপনি মাটির উপর ছেড়ে দেবেন না। ২৭. যদি আপনি (এভাবে সদম্ভ বিচরণের জন্য) তাদের ছেড়ে দেন তবে

[১৫১৯] আগুনের ব্যবস্থা করা হয়েছে বরযখে, যা মৃত্যু থেকে হাশরের মধ্যবর্তী বিভিন্ন পর্যায়ের নাম। তো যে কোন স্থানে আগুনের ব্যবস্থা করা আল্লাহ্র কুদরতের পক্ষে কঠিন কিছু না।

তারা আপনার বান্দাদের গোমরাহ করবে, আর পাপাচারী ঘোর কাফিরই শুধু জন্ম দেবে। ২৮. (ইয়া) রাব্বি! (দয়া করে) আপনি আমার অনুকূলে এবং আমার ওয়ালিদায়নের অনুকূলে এবং যারা মুমিন হয়ে আমার ঘরে প্রবেশ করেছে তাদের অনুকূলে এবং সমস্ত মু'মিনীন ও মু'মিনাতের অনুকূলে মাগফিরাত করুন। আর যালিমীনকে শুধু ধ্বংসই বাড়িয়ে দিন।

سورة الجن ٧٢: مكية: آياتها ٢٨ وركوعاتها ٢

৭২. সূরাতুল জ্বিন, মাক্কী, আয়াত ২৮, রুকূ ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْٓا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ۙ﴿١﴾ يَّهْدِيْٓ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ۭ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ اَحَدًا ۙ﴿٢﴾ وَّاَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ۙ﴿٣﴾ وَّاَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَي اللّٰهِ شَطَطًا ۙ﴿٤﴾ وَّاَنَّا ظَنَنَّآ اَنْ لَّنْ تَقُوْلَ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَي اللّٰهِ كَذِبًا ۙ﴿٥﴾

রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে (শুরু)

১.আপনি (তাদের উদ্দেশ্যে) বলুন, আমার প্রতি এ মর্মে অহী করা হয়েছে যে, জ্বিনদের মধ্য হতে একটি দল মনোযোগের সঙ্গে (কোরআন) শুনেছে, অনন্তর (আপন সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে) তারা বলেছে. (এবার ভূখণ্ডে বিচরণকালে) আমরা এক বিস্ময়কর কোরআন শুনেছি, ২. যা পথ প্রদর্শন করে সুমতির দিকে, তাই আমরা তার প্রতি ঈমান এনেছি। এখন আমাদের রবের (ইবাদতের) সঙ্গে কাউকে আমরা কিছুতেই শরীক করব না। ৩. আর (এও বিশ্বাস করেছি যে,) আমাদের (মহান) রবের মর্যাদা বড় উচ্চ হয়েছে; তিনি না কোন স্ত্রী গ্রহণ করেছেন, আর না কোন সন্তান। ৪. আর (উপলব্ধি করেছি যে,) আমাদের নির্বোধেরা (এতদিন) আল্লাহ্ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবান্তর কথা বলত। ৫. আর (এতদিন) আমরা ধারণা করেছি যে, মানব ও জ্বিন আল্লাহ্ সম্পর্কে কিছুতেই মিথ্যা বলবে না।[১৫২০]

وَّاَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا ۙ﴿٦﴾ وَّاَنَّهُمْ ظَنُّوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا ۙ﴿٧﴾ وَّاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاۗءَ فَوَجَدْنٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا وَّشُهُبًا ۙ﴿٨﴾ وَّاَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ۭ فَمَنْ يَّسْتَمِعِ الْاٰنَ يَجِدْ لَهٗ شِهَابًا رَّصَدًا ۙ﴿٩﴾

৬. আর (আরেকটি বিষয় ছিল) যে, মানবসম্প্রদায় হতে কিছু লোক জ্বিনসম্প্রদায় হতে কিছু লোকের আশ্রয় নিত, এভাবে তারা জ্বিনদের দেমাগ আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল।[১৫২১] ৭. আর (আপন সম্প্রদায়ে গিয়ে জ্বিনেরা আরো বলল) যে, তোমরা যেমন ধারণা করেছিলে তেমনি মানুষও ধারণা করেছিল যে, আল্লাহ্ কিছুতেই কাউকে পুনরুত্থিত করবেন না। ৮. আর (গুরুতর বিষয় এই) যে, আমরা

[১৫২০] যেহেতু মানব ও জ্বিন শিরক করত, আর আমাদের বিশ্বাস ছিল, দুই মাখলূকের এত বিরাট সংখ্যা তো আর আল্লাহ্‌র বিষয়ে মিথ্যার উপর এক হতে পারে না। এই সরল বিশ্বাসের কারণে আমরাও শিরকের বিশ্বাস ও আচরণ গ্রহণ করেছি।

[১৫২১] জাহেলী যুগে লোকেরা বিভিন্ন উপলক্ষে, বিভিন্ন ভয়ভীতির সময় জ্বিন্নাতের যারা বড়, তাদের স্মরণ করত ফলে জ্বিনসম্প্রদায় নিজেদেরকে মানবসম্প্রদায়ের চেয়ে বড় ভাবতে শুরু করল।

উর্ধ্বজগতে খোঁজখবর নিলাম, তখন তা এ অবস্থায় পেলাম যে, কঠোর প্রহরীদল ও বহু উল্কাপিণ্ড দ্বারা তা পূর্ণ করে ফেলা হয়েছে। ৯. আর (বর্তমান বাস্তবতা এই) যে, আগে তো (খবর) শোনার জন্য উর্ধ্বজগতে বিভিন্ন স্থানে (আড়ি পেতে) বসে থাকতাম, কিন্তু এখন যে শোনবে/শোনে (শোনার জন্য আড়ি পাতবে/পাতে) সে তার (উপর নিক্ষেপের) জন্য এক উল্কাপিণ্ড প্রস্তুত দেখতে পাবে/পায়।

وَّ اَنَّا لَا نَدْرِیْۤ اَشَرٌّ اُرِیْدَ بِمَنْ فِی الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ۝ وَّ اَنَّا مِنَّا الصّٰلِحُوْنَ وَ مِنَّا دُوْنَ ذٰلِكَ ؕ كُنَّا
طَرَآىِٕقَ قِدَدًا ۝ وَّ اَنَّا ظَنَنَّاۤ اَنْ لَّنْ نُّعْجِزَ اللّٰهَ فِی الْاَرْضِ وَ لَنْ نُّعْجِزَهٗ هَرَبًا ۝ وَّ اَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدٰۤی اٰمَنَّا بِهٖ ؕ فَمَنْ
یُّؤْمِنْۢ بِرَبِّهٖ فَلَا یَخَافُ بَخْسًا وَّ لَا رَهَقًا ۝ وَّ اَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ وَ مِنَّا الْقٰسِطُوْنَ ؕ فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُولٰٓىِٕكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ۝

১০. আর (এও বাস্তবতা) যে, আমরা জানি না, (এই রাসূলের প্রেরণ দ্বারা) পৃথিবীতে যারা আছে তাদের প্রতি কি কোন অকল্যাণ ইচ্ছা করা হয়েছে, না তাদের রব্ তাদের সুমতির ইচ্ছা করেছেন! ১১. আর (দেখতে পাচ্ছি) যে. আমাদের থেকে কিছু তো নেককার, আবার কিছু অন্যরকম।[১৫২২] এভাবে আমরা বিভিন্ন পথ ও মতে বিভক্ত ছিলাম। ১২. তবে (এখনকার বাস্তবতা এই) যে, আমরা বিশ্বাস করে নিয়েছি যে, যমীনে আল্লাহ্কে আমরা কিছুতেই অক্ষম করতে পারবো না, আবার (অন্যকোথাও) পালিয়েও তাঁকে অপারগ করতে পারবো না। ১৩. আর (খোলাছা এই) যে, যখন হিদায়াতের বাণী শুনলাম তখন আমরা তার প্রতি ঈমান আনলাম। বস্তুত যে আপন রবের প্রতি ঈমান আনবে, তো সে না ক্ষতির আশঙ্কা করবে, না অসঙ্গত আচরণের। ১৪. আর (এদিকে অবস্থা এই) যে, আমাদের থেকে কিছু তো এখনই ইসলাম গ্রহণ করেছে, আর আমাদের থেকে কিছু (ইসলাম প্রত্যাখ্যান করার মাধ্যমে এখনো) যালিম। তো যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, ওরাই কিন্তু সুমতি খুঁজে নিয়েছে।

وَ اَمَّا الْقٰسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ۝ وَّ اَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوْا عَلَی الطَّرِیْقَةِ لَاَسْقَیْنٰهُمْ مَّآءً غَدَقًا ۝ لِّنَفْتِنَهُمْ
فِیْهِ ؕ وَ مَنْ یُّعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهٖ یَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ۝ وَّ اَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا ۝ وَّ اَنَّهٗ
لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ یَدْعُوْهُ كَادُوْا یَكُوْنُوْنَ عَلَیْهِ لِبَدًا ۝

১৫. আর যালিমরা, তো তারা হবে জাহান্নামের ইন্ধন। ১৬. আর (আয় রাসূল! আহলে মাক্কাকে বলুন, আমার প্রতি এও অহী করা হয়েছে যে,) যদি তারা সঠিক পথে অবিচল হয় তাহলে প্রচুর পানি দ্বারা আমি তাদের সিঞ্চিত করব।[১৫২৩] ১৭. (এটা করব) এ বিষয়ে তাদের পরীক্ষা করার জন্য (যে কারা শোকর করে, আর কারা না-শোকরি করে।) তো যে তার রবের যিকির (ও স্মরণ) থেকে বিমুখ হবে তাকে তিনি ক্রমবর্ধমান আযাবে গেঁথে দেবেন।[১৫২৪] ১৮. আর (বলুন, আমার কাছে এও অহী করা হয়েছে)

১৫২২ জ্বিনদের কিছু তো আগে থেকেই উত্তম ছিল এবং হকের দাওয়াত কবূল করার যোগ্যতা তাদের মধ্যে ছিল, পক্ষান্তরে কিছু ছিল দুষ্টপ্রকৃতির। এভাবে আমাদের আকীদা ও বিশ্বাস এবং পথ ও মত ছিল বিভিন্ন। সুতরাং একজন প্রকৃত পথপ্রদর্শকের প্রয়োজন আমরাও অনুভব করছিলাম।

১৫২৩ বৃষ্টিবর্ষণ ও জলসিঞ্চনের কথা বিশেষভাবে বলার কারণ, আহলে মক্কা তখন খরা ও দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত ছিল।

১৫২৪ বিকল্প তরজমা, 'এমন আযাবে বেঁধে ফেলব যা ক্রমে বাড়তেই থাকবে।' যদিও আয়াত অবতরণের উপলক্ষ আহলে মক্কা, তবে এ শাস্তি যে কোন সময়ের যে কোন কাফির মুশরিকের জন্য। যিকির ও স্মরণ দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য ঈমান ও আনুগত্য।

যে, সমস্ত সিজদা শুধু আল্লাহ্‌র প্রাপ্য।[১৫২৫] তাই আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য কাউকে ডেকো না। ১৯. এবং (আরো অহী করা হয়েছে) যে, যখন আল্লাহ্‌র বান্দা তাঁকে ডাকার/তাঁর ইবাদত করার জন্য দাঁড়াল তখন তারা যেন তাঁর উপর উপচে পড়ার উপক্রম করছিল।[১৫২৬]

(রুকূ. ২)

قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ﴿٢٠﴾ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴿٢١﴾ قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ
أَحَدٌ ۙ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿٢٢﴾ إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ ۚ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ
خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴿٢٣﴾

২০. আপনি (পরিষ্কার ভাষায় তাদের) বলে দিন, আমি তো শুধু আমার রবের ইবাদত করি, তার সঙ্গে কাউকে শরীক করি না। ২১. (আরো) বলুন, আমি তোমাদের না ক্ষতির ক্ষমতা রাখি, না তোমাদের উপকারের।[১৫২৭] ২২. আপনি বলে দিন, (আমি যদি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির বিপরীত কিছু করি তাহলে) আল্লাহ্‌র (আযাব থেকে) তো কেউ আমাকে কিছুতেই বাঁচাতে পারবে না! আর আমি তাঁকে ছাড়া অন্যকোন আশ্রয়স্থল কিছুতেই খুঁজে পাবো না। ২৩. তবে (আমার একমাত্র করণীয় হল) আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে তাবলীগ এবং তাঁর বাণীসমূহের প্রচার। আর যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করবে, অবশ্যই তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, যাতে সে অনন্তকাল থাকবে।

حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ﴿٢٤﴾ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ
لَهُ رَبِّي أَمَدًا ﴿٢٥﴾ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ﴿٢٦﴾ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ
مِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿٢٧﴾ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴿٢٨﴾

২৪. (আহলে মক্কাকে যতই বোঝানো হোক, তাদের অবাধ্যতা অব্যাহতই থাকবে) যতক্ষণ (না) যে আযাবের হুঁশিয়ারি তাদের দেয়া হচ্ছে তা তারা দেখতে পায়। তখন তারা ঠিকই বুঝতে পারবে, কে দুর্বল সাহায্যকারীর দিক থেকে, আর কে সংখ্যায় অল্প![১৫২৮] ২৫. আপনি বলুন, আমি জানি না, যে আযাবের হুঁশিয়ারি তোমাদের দেয়া হচ্ছে তা নিকটবর্তী, নাকি আমার রব্ তার জন্য দীর্ঘ মেয়াদ নির্ধারণ করবেন। (তবে সর্বাবস্থায় তার আগমন অনিবার্য) ২৬. সমস্ত গুপ্ত বিষয়ের তিনিই একমাত্র জ্ঞানী, তো নিজের *'গায়ব'* সম্পর্কে তিনি কাউকে অবহিত করেন না, ২৭. ঐ-রাসূল ছাড়া যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন। তো (তাঁকে তখন গায়বের জরুরি বিষয় সম্পর্কে অবহিত করেন) তখন (অহী অবতরণের শুরু

[১৫২৫] সুতরাং এটা জঘন্যতম শিরক যে, কিছু সিজদা আল্লাহ্‌কে করা হবে, আর কিছু সিজদা গায়রুল্লাহ্‌কে করা হবে। মাসজিদ-এর বহুবচন মাসাজিদ, একটি অর্থ সিজদা, অন্য অর্থ সিজদার স্থান, বা মসজিদ। তো বিকল্প তরজমা হল, 'সমস্ত মসজিদ একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদাতের জন্য।'

[১৫২৬] আল্লাহ্‌র নবী যখন হারামে ছালাতে দাঁড়িয়ে তিলাওয়াত করতেন তখন কোরায়শের নেতারা মুগ্ধ আত্মহারা অবস্থায় চারদিক থেকে এসে জড়ো হতো। তারই চিত্র এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

[১৫২৭] رشدا এর মূল অর্থ সুমতি বা হিদায়াত। বাকি ضرر ক্ষতি-এর বিপরীতে আসায় এ তরজমা করা হয়েছে।

[১৫২৮] মুশরিকদের সাহায্যকারী হল তাদের বাতিল উপাস্যরা, আর রাসূলের সাহায্যকারী স্বয়ং আল্লাহ্ এবং তাঁর ফিরেশতাকুল এবং মুমিনীন।

থেকে শেষ) অবশ্যই তিনি তাঁর আগে এবং তাঁর পিছনে (এবং ডানে ও বামে, সর্বদিকে) প্রহরীর বুহ্য রচনা করেন।[১৫২৯] ২৮. (এ ব্যবস্থা এজন্য যে,) যাতে (দুনিয়ার নেযাম হিসাবেও) আল্লাহ্ জেনে নেন যে, তাঁর রাসূলগণ তাঁদের রবের বাণীসমস্ত ঠিক ঠিক পৌঁছে দিয়েছেন, আর তিনি তাদের সমস্ত অবস্থা বেষ্টন করে আছেন এবং প্রতিটি বিষয় তিনি পূর্ণরূপে শুমার করে রেখেছেন।

سُورَةُ المزمل ٧٣؛ مَكية؛ آياتها ٢٠ وركوعاتها ٢

৭৩. সূরাতুল মুয্যাম্মিল, মাক্কী, আয়াত ২০, রুকু ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۙ﴿١﴾ قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ۙ﴿٢﴾ نِّصْفَهٗۤ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا ۙ﴿٣﴾ اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَ رَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ۚ﴿٤﴾ اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا ۚ﴿٥﴾ اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْاً وَّ اَقْوَمُ قِيْلًا ۚ﴿٦﴾ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلًا ۚ﴿٧﴾ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَ تَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا ۚ﴿٨﴾

রাহমান, রাহীম আল্লাহ্র নামে (শুরু)

১. হে চাদর মুড়ি দেয়া (প্রিয়) মানুষটি![১৫৩০] ২. (রবের ইবাদতের জন্য) রাতে দাঁড়ান, কিছু সময় ছাড়া; ৩. রাতের অর্ধেক অংশ, বা তার চেয়ে কিছু কম করুন, ৪. কিংবা তার উপর কিছুসময় বাড়িয়ে দিন, আর কোরআনের তারতীল করুন, পূর্ণ তারতীল।[১৫৩১] ৫. অচিরেই আমি আপনার উপর প্রক্ষেপণ করছি এক গুরুভার বাণী ৬. নিঃসন্দেহে রাতের জাগরণ (প্রবৃত্তির) দলনে/দমনে সবচে' কঠিন কার্যকর, আর (দু'আ-মুনাজাতের) বচন উচ্চারণের জন্য (রাতের নির্জনতা) সবচে' উপযুক্ত। ৭. দিনের বেলা তো আপনার জন্য রয়েছে দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা।[১৫৩২] ৮. আর আপন রবের নামে আপনি যিকির করুন (এবং সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে) তাঁরই প্রতি পূর্ণ নিবেদিত হোন।

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا ۚ﴿٩﴾ وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا ۚ﴿١٠﴾ وَذَرْنِيْ وَ الْمُكَذِّبِيْنَ اُولِي النَّعْمَةِ وَ مَهِّلْهُمْ قَلِيْلًا ۚ﴿١١﴾ اِنَّ لَدَيْنَاۤ اَنْكَالًا وَّ جَحِيْمًا ۙ﴿١٢﴾ وَّ طَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَّ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ﴿١٣﴾ يَوْمَ تَرْجُفُ الْاَرْضُ وَ الْجِبَالُ وَ كَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا مَّهِيْلًا ۚ﴿١٤﴾

[১৫২৯] যাতে শয়তান কাছে ভিড়তেই না পারে, যাতে অহীর কোন খণ্ড অংশও শুনতে না পারে, বা অহীর মধ্যে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করতে না পারে।

[১৫৩০] কোরায়শের কোন কষ্টদায়ক আচরণের কারণে তিনি চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়েছিলেন, অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সোহাগের সঙ্গে ডাক দিলে, আরবের (এবং সম্ভবত সর্বদেশের) মানুষ আনন্দ ও সান্ত্বনা লাভ করে, তাই আল্লাহ্ তার নবীকে এভাবে... । কোরআনের লফয বহাল রেখে তরজমা হতে পারে, 'আয় মুয্যাম্মিল!'

[১৫৩১] তারতীল করা, ধীরস্থিরভাবে প্রতিটি শব্দ স্পষ্টরূপে উচ্চারণ করে তিলাওয়াত করা।

[১৫৩২] তাই আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জনের জন্য রাতের জাগরণ ও নির্জনতা আপনার জন্য এবং যারা আপনার দাওয়াতের ধারক হতে চায় তাদের জন্য খুবই জরুরি।

৯. তিনি মাশরিক ও মাগরিবের মালিক/নিয়ন্তা/রব/প্রতিপালক, তিনি ছাড়া নেই কোন ইলাহ্। তাই তাকেই আপনি 'দেখভালকারী'রূপে গ্রহণ করুন। ১০. আর এরা যে সব কথা বলে তার উপর আপনি ছবর করুন এবং সৌজন্যের সঙ্গে তাদের পরিত্যাগ করুন[১৫৩৩] ১১. আর আপনার প্রতি তাকযীবকারী, *আয়েশ-বিলাসের* অধিকারী, তাদের বিষয়টা আমার জন্য ছেড়ে দিন এবং তাদের সামান্য অবকাশ দিন। ১২. আমার কাছে তো রয়েছে কঠিন বেড়ি ও প্রজ্বলিত আগুন। ১৩. এবং এমন খাদ্য যা গলায় আটকে যায় এবং যন্ত্রণাদায়ক আযাব। ১৪. (এসব শাস্তি হবে সেদিন) যেদিন পৃথিবী ও পাহাড়-পর্বত প্রকম্পিত হবে, আর পাহাড়-পর্বত (চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেন) চলমান বালুর টিলা হয়ে যাবে।

إِنَّآ أَرْسَلْنَآ إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَٰهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَآ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿١٥﴾ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَٰهُ أَخْذًا وَبِيلًا ﴿١٦﴾ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَٰنَ شِيبًا ﴿١٧﴾ السَّمَآءُ مُنفَطِرٌۢ بِهِۦ ۚ كَانَ وَعْدُهُۥ مَفْعُولًا ﴿١٨﴾ إِنَّ هَٰذِهِۦ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ سَبِيلًا ﴿١٩﴾

১৫. (হে তাকযীবকারীগণ!) তোমাদের প্রতি আমি প্রেরণ করেছি এক রাসূল, যিনি (কেয়ামতের দিন) তোমাদের উপর সাক্ষী হবেন (যে, দাওয়াতের সঙ্গে তোমাদের আচরণ কেমন ছিল)! যেমন আমি ফির'আউনের অভিমুখে এক রাসূল পাঠিয়েছি, ১৬. আর ফির'আউন রাসূলকে অমান্য করেছে। তো আমি তাকে ধরেছি শক্ত ধরা। ১৭. তো যদি তোমরা অমান্য করতে থাকো (তোমাদের প্রতি প্রেরিত রাসূলকে) তাহলে কীভাবে রক্ষা পাবে (কঠিন বিপদের) ঐ-দিন হতে, যা শিশুকে বুড়ো বানিয়ে ফেলবে![১৫৩৪] ১৮. যার কারণে আসমান ফেটে যাবে! (আর) আল্লাহ্র ওয়াদা অবশ্যই কার্যকর হবে। ১৯. এ তো এক উপদেশবাণী। তো যে ইচ্ছা করবে সে আপন রবের অভিমুখে পথ গ্রহণ করবে।

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ ٱلَّيْلِ وَنِصْفَهُۥ وَثُلُثَهُۥ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَٱقْرَءُوا۟ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۙ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِى ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ۙ وَءَاخَرُونَ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ فَٱقْرَءُوا۟ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَقْرِضُوا۟ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَٱسْتَغْفِرُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾

২০. (আয় পেয়ারে রাসূল!) আপনার রব্ নিশ্চয় জানেন যে, আপনি (কখনো) রাতের দুই তৃতীয়াংশের কাছাকাছি, আবার (কখনো) রাতের অর্ধেক, আবার (কখনো) রাতের তৃতীয়াংশ (তাহাজ্জুদের ছালাতে) জাগরণ করেন। আর যারা আপনার সঙ্গে, তাদের একটি দলও (তাই করে); আর আল্লাহ্ই করেন রাত ও দিনের পূর্ণ পরিমাণ নির্ধারণ। (আর) তিনি জানেন/জেনেছেন, রাত ও দিনের পূর্ণ পরিমাণ তোমরা শুমার করতে পারবে না। তাই তোমাদের উপর তিনি অনুগ্রহ করেছেন। তো কোরআনের যতটুকু

[১৫৩৩] এবং উত্তমরূপে তাদের পাশকাটিয়ে যাও।

[১৫৩৪] এ বাগ্ধারা বিপদের ভয়ঙ্করতা ও আতঙ্কময়তার প্রতি ইঙ্গিত।

(পড়া তোমাদের জন্য) সহজ তা-ই পড়।[১৫৩৫] আল্লাহ্ জানেন, তোমাদের থেকে *কিছুলোক* অসুস্থ হবে, আর *অন্যকিছুলোক* আল্লাহ্র অনুগ্রহের সন্ধানে ভূখণ্ডে বিচরণ করবে; আর *অন্যকিছুলোক* আল্লাহ্র রাস্তায় লড়াই করবে। সুতরাং কোরআনের যতটুকু (পড়া তোমাদের জন্য) সহজ তা-ই পড়ো। আর ছালাত কায়েম কর এবং যাকাত আদায় কর, আর আল্লাহ্কে করয দাও উত্তম করয। আর যাকিছু কল্যাণ তোমরা নিজেদের জন্য অগ্রে পাঠাবে, তা তোমরা আল্লাহ্র কাছে আরো উত্তম অবস্থায় এবং প্রতিদানরূপে আরো বিরাট অবস্থায় পাবে। আর তোমরা আল্লাহ্র কাছে ইস্তিগফার করতে থাকো। সত্যি আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

سُورَةُ المدثر ٧٤؛ مَكية؛ آياتُها ٥٦ ورُكوعاتُها ٢

৭৪. সূরাতুল মুদ্দাছ্-ছির, মাক্কী, আয়াত ৫৬, রুকু ২

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝١ قُمْ فَاَنْذِرْ ۝٢ وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ ۝٣ وَ ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝٤ وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۝٥ وَ لَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ۝٦ وَ
لِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ۝٧ فَاِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُوْرِ ۝٨ فَذٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَّوْمٌ عَسِيْرٌ ۝٩ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ غَيْرُ يَسِيْرٍ ۝١٠ ذَرْنِيْ وَ مَنْ
خَلَقْتُ وَحِيْدًا ۝١١ وَّ جَعَلْتُ لَهٗ مَالًا مَّمْدُوْدًا ۝١٢ وَّ بَنِيْنَ شُهُوْدًا ۝١٣ وَّ مَهَّدْتُّ لَهٗ تَمْهِيْدًا ۝١٤

রাহমান, রাহীম আল্লাহ্র নামে (শুরু)

১. হে বস্ত্রাবৃত (প্রিয়) মানুষটি! ২. উঠুন এবং (লোকদের) সতর্ক করুন! ৩. এবং আপনার রবের বড়ত্ব বর্ণনা করুন! ৪. এবং নিজের কাপড়গুলো পাক করুন! ৫. এবং (মূর্তির) নাপাকি হতে দূরে থাকুন! ৬. আর বেশী পাওয়ার আশায় (কারো প্রতি) অনুগ্রহ করবেন না।[১৫৩৬] ৭. আর আপনার রবের সন্তুষ্টি লাভের জন্য (মানুষের কষ্টদায়ক আচরণের উপর) ছবর করুন! ৮. তারপর (তাদের আযাব হবে) যখন শিঙায় ফুঁক দেয়া হবে। ৯. তো ঐ-দিনটা হবে অত্যন্ত কঠিন দিন। ১০. কাফিরীনের উপর তা সহজ নয়। ১১. আর (আয় পেয়ারে নবী,) আমাকে এবং তাকে একা ছেড়ে দিন যাকে আমি একা ও নিঃস্ব সৃষ্টি করেছি।[১৫৩৭] ১২. আর (পরে) আমি তাকে বিস্তৃত সম্পদ দান করেছি ১৩. এবং সর্বদা সঙ্গে থাকা পুত্রদল (দান করেছি), ১৪. আর (সবকিছু) তার পূর্ণ অনুকূল করে দিয়েছি।[১৫৩৮]

[১৫৩৫] তাহাজ্জুদ শুরুতে ফরয ছিল, আর সঠিক সময় নির্ধারণ করা কঠিন ছিল। তাই আল্লাহ্র নবী ও তাঁর ছাহাবা সতর্কতার জন্য রাতের বিরাট অংশ জাগ্রত থাকতেন। এতে অনেক কষ্ট হতো। তো এই কষ্টের প্রশংসা করে আল্লাহ্ তাহাজ্জুদের ফরযিয়াত রহিত করেছেন এবং তাহাজ্জুদ ঐচ্ছিক করেছেন।

[১৫৩৬] অনেকের স্বভাব তখনো ছিল, এখনো আছে, কাউকে এ আশায় উপহার দেয়া যে, তার কাছ থেকে আরো বড় আকারে কিছু পাওয়া যাবে। এটা আল্লাহ্র কাছে খুবই না-পছন্দ। নবীকে সম্বোধন করে প্রকৃতপক্ষে উম্মতকে..

[১৫৩৭] কোরায়শের সর্বমান্য নেতা ওয়ালীদ বিন মুগীরা সম্পর্কে আল্লাহ্ তাঁর নারাযি ও ক্রোধ প্রকাশ করছেন।

[১৫৩৮] মর্যাদা ও প্রতিপত্তি লাভের জন্য যাকিছু প্রয়োজন সবকিছু তাকে দান করা হয়েছে।

ثُمَّ يَطْمَعُ اَنْ اَزِيْدَ ﴿١٥﴾ كَلَّا ؕ اِنَّهٗ كَانَ لِاٰيٰتِنَا عَنِيْدًا ﴿١٦﴾ سَاُرْهِقُهٗ صَعُوْدًا ﴿١٧﴾ اِنَّهٗ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ﴿١٨﴾ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿١٩﴾
ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ نَظَرَ ﴿٢١﴾ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴿٢٢﴾ ثُمَّ اَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴿٢٣﴾ فَقَالَ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا سِحْرٌ يُّؤْثَرُ ﴿٢٤﴾ اِنْ
هٰذَاۤ اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴿٢٥﴾

১৫. তারপরও সে আশা করে যে, (আমার নাফরমানি করবে, আর) আমি তাকে বাড়িয়ে দেব! ১৬. কিছুতেই না, সে তো আমার আয়াতসমস্তের প্রতি উদ্ধত ছিল। ১৭. অচিরেই তাকে এক (কঠিন) চড়াইয়ে চড়াব।[১৫৩৯] ১৮. কী কাণ্ড! (কোরায়শের মজলিসে বেশ জ্ঞানী লোকের মত) সে চিন্তা করল এবং (একটি কথা) নির্ধারন করল। ১৯. তার নিপাত ঘটানো হোক, কীভাবে (এমন জঘন্য কথা) সে নির্ধারণ করল! ২০. আবারো তার নিপাত ঘটানো হোক, কীভাবে (তা) সে নির্ধারণ করল! ২১. তারপর সে (চারদিকে) তাকাল, (যেন সবার মন বুঝতে চাইল,) ২২. তারপর মুখ গোমড়া করল, আবার মুখ বাঁকাল। ২৩. তারপর পিছনে ফিরল এবং দম্ভ দেখাল। ২৪. অনন্তর (চিন্তা-ভাবনার এত সব কসরত করে সবাইকে খুশী করার জন্য) বলল, এ তো প্রাচীন কাল থেকে চলে আসা জাদুমাত্র! ২৫. এ তো মানুষের কথা ছাড়া আর কিছু নয়!

سَاُصْلِيْهِ سَقَرَ ﴿٢٦﴾ وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا سَقَرُ ﴿٢٧﴾ لَا تُبْقِيْ وَلَا تَذَرُ ﴿٢٨﴾ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ ﴿٢٩﴾ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴿٣٠﴾

২৬. অচিরেই তাকে আমি নিক্ষেপ করব/ঝলসাব *সাকারে*। ২৭. আর তুমি কী জান, *সাকার* কী! ২৮. তা (এমন জাহান্নাম যা অপরাধীর শরীরের কোন অংশ না জ্বালিয়ে) বাকি রাখবে না, আর (এখনো নিক্ষেপ করা হয়নি এমন কাফিরকেও) ছাড়বে না; ২৯. শরীরের চামড়া ঝলসে দেবে। ৩০. তাতে *'উনিশজন'* নিযুক্ত রয়েছেন!

وَمَا جَعَلْنَاۤ اَصْحٰبَ النَّارِ اِلَّا مَلٰٓئِكَةً ۙ وَّمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ اِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۙ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ
وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِيْمَانًا وَّلَا يَرْتَابَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۙ وَلِيَقُوْلَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّ
الْكٰفِرُوْنَ مَاذَاۤ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ؕ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا
هُوَ ؕ وَمَا هِيَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْبَشَرِ ﴿٣١﴾

৩১. আর জাহান্নামের কর্মীদল আমি ফিরেশতাদের ছাড়া কাউকে নিযুক্ত করিনি। আর (জাহান্নামের) ফিরেশতাদের (এ) সংখ্যা নির্ধারণ করেছি শুধু তাদের জন্য ফিতনা (ও পরীক্ষা)রূপে, যারা কুফুর করেছে;[১৫৪০] যাতে কিতাবীরা দৃঢ়ভাবে (তা) বিশ্বাস করে;[১৫৪১] আর যারা ঈমান এনেছে তাদের ঈমান আরো বাড়ে; আর যাতে আহলে কিতাব ও আহলে ঈমান কোন রকম সংশয়ে পতিত না হয়; আর

[১৫৩৯] صعود যার অর্থ এমন উঁচু স্থান যেখানে চড়া কঠিন। জাহান্নামের এক পাহাড়ের নাম। সম্ভবত সেখানে তাকে চড়তে, আর নামতে বলা হবে।

[১৫৪০] ফিতনা এভাবে যে, উনিশ ফিরেশতার কথা শুনে তারা ভয় করে এবং ঈমান গ্রহণ করে, নাকি একে বিদ্রূপের বিষয় বানায়। তো ঘটনা এই ঘটেছিল যে, কোরায়শের নেতারা একে বিদ্রূপের বিষয় বানিয়েছিল।

যাতে যাদের অন্তরে (সংশয়ের/নেফাকের) ব্যাধি আছে[১৫৪২] তারা ও কাফিরীন (ফিতনাগ্রস্ত হয়ে) বলে, আল্লাহ্ কী ইচ্ছা করেছেন এ সংখ্যার মিছাল বয়ান দ্বারা! আসলে এভাবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন বিপথগামী করেন, আর যাকে ইচ্ছা করেন সুমতি দেন। আর আপনার রবের *সৈন্যসংখ্যা* আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না।[১৫৪৩] আর এ কোরআন তো আর কিছু নয়, মানবের জন্য শুধু উপদেশবাণী!

(রুকূ. ২)

كَلَّا وَالْقَمَرِ ﴿٣٢﴾ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ ﴿٣٣﴾ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ﴿٣٤﴾ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ ﴿٣٥﴾ نَذِيرًا لِّلْبَشَرِ ﴿٣٦﴾ لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ﴿٣٧﴾ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ﴿٣٩﴾ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٤٠﴾ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٤١﴾ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ﴿٤٢﴾

৩২. সাবধান, কসম চাঁদের ৩৩. এবং রাতের যখন তা বিগত হয় ৩৪. এবং ভোরের যখন তা উদ্ভাসিত হয়- ৩৫. এ জাহান্নাম সত্যি সত্যি বড় বড় বিষয়ের একটা, ৩৬. মানুষের জন্য তা সতর্ককারী, ৩৭. তোমাদের থেকে যারা (আমলের পথে) অগ্রসর হতে চায় তাদের জন্যও, আর যারা পিছিয়ে পড়তে চায় তাদের জন্যও।[১৫৪৪] ৩৮. (বস্তুত) প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়বদ্ধ;[১৫৪৫] ৩৯. তবে ডানহাতওয়ালারা ব্যতিক্রম। ৪০. তারা তো জান্নাতে (থেকে) জিজ্ঞাসাবাদ করবে ৪১. অপরাধীদের সম্পর্কে, ৪২. কোন্ জিনিস তোমাদেরকে জাহান্নামে গেঁথে দিয়েছে!

قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ﴿٤٤﴾ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ﴿٤٥﴾ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿٤٦﴾ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ ﴿٤٧﴾ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ﴿٤٨﴾ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴿٤٩﴾

৪৩. তারা বলবে, আমরা মুছল্লীদের মধ্যে ছিলাম না, ৪৪. আর মিসকীনকে আহার দিতাম না। ৪৫. আর যারা বেহুদা আলাপে লিপ্ত হতো, আমরাও তাদের সঙ্গে লিপ্ত হতাম। ৪৬. আর আমরা বিচারের দিনের তাকযীব করতাম। ৪৭. এমনকি (শেষ পর্যন্ত) নিশ্চিত আযাব আমাদের কাছে এসেই গেল! ৪৮. তো সুফারিশকারীদের সুফারিশ তাদের কোন কাজে আসবে না। ৪৯. তো তাদের কী হল যে, উপদেশবাণী থেকে তারা বিমুখ হয়ে আছে!

১৫৪১ নিশ্চয় তাদের কিতাবেও এ সংখ্যার কথা লেখা ছিল, যদিও এখন তা জানার উপায় নেই, কারণ তাদের কিতাবও তো আর অবিকৃত অবস্থায় নেই।

১৫৪২ যদি সংশয়ের ব্যাধি হয়ে থাকে তাহলে আহলে মক্কা উদ্দেশ্য হবে, আর যদি নেফাকের ব্যাধি উদ্দেশ্য হয় তাহলে এটা হবে ভবিষ্যদ্বাণী যে, মদীনায় আহলে নেফাকের একটা আলাদা শ্রেণী তৈরী হবে।

১৫৪৩ ফিরেশতাদের বাইরে কত আছে, তাদের সংখ্যা কত, কার শক্তি কেমন এবং ফিরেশতাদেরই বা সংখ্যা কত, এগুলো আল্লাহ্ ছাড়া কারো জানা নেই। তাছাড়া আল্লাহ্র তো এগুলো প্রয়োজনও নেই, আল্লাহ্র জন্য তো তাঁর অসীম কুদরতই যথেষ্ট। এগুলো তো হল ইনসানী দুনিয়ার নেযাম, যা বিশেষ হিকমত ও প্রজ্ঞার কারণে আল্লাহ্ রক্ষা করেন।

১৫৪৪ যারা আমলের প্রতি সচেতন তাদের আরো সচেতন হওয়ার জন্য সতর্ক করে, আর যারা গাফিল তাদের গাফলত থেকে জাগ্রত করার জন্য সতর্ক করে।

১৫৪৫ যতক্ষণ না আমলের ঠিক ঠিক হিসাব দেবে, দায়মুক্ত হতে পারবে না।

كَاَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ ﴿٥٠﴾ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ﴿٥١﴾ بَلْ يُرِيْدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّؤْتٰى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ﴿٥٢﴾ كَلَّا ؕ بَلْ لَّا يَخَافُوْنَ
الْاٰخِرَةَ ﴿٥٣﴾ كَلَّاۤ اِنَّهٗ تَذْكِرَةٌ ﴿٥٤﴾ فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ ﴿٥٥﴾ وَمَا يَذْكُرُوْنَ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ؕ هُوَ اَهْلُ التَّقْوٰى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ﴿٥٦﴾

৫০. যেন তারা ভীত পলায়নপর (বন্য) গাধা, ৫১. যা কোন ভয়ঙ্কর সিংহ থেকে পলায়ন করেছে। ৫২. বরং তাদের প্রত্যেকে চায় যে, তাকে খোলা ছাহীফা দেয়া হবে।[১৫৪৬] ৫৩. কিছুতেই না, তবে আসল কথা হল, আখেরাতকে তারা ভয়ই করে না ৫৪. সাবধান, এ কোরআন কিন্তু উপদেশবাণী। ৫৫. সুতরাং যে ইচ্ছা করবে সে এটিকে উপদেশরূপে গ্রহণ করবে, ৫৬. তবে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছাড়া তো কেউ উপদেশ গ্রহণ করতে পারবে না। তিনিই তো সমীহ করার উপযুক্ত, আর তিনিই তো মাগফিরাতের অধিকারী।

سُورَةُ القيامة٧٥؛ مَكية؛ آياتُها ٤٠ وركُوعاتُها٢

৭৫.সূরাতুল কিয়ামাহ, মাক্কী, আয়াত ৪০, রুকু ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لَاۤ اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ ﴿١﴾ وَلَاۤ اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴿٢﴾ اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهٗ ﴿٣﴾ بَلٰى قٰدِرِيْنَ
عَلٰۤى اَنْ نُّسَوِّيَ بَنَانَهٗ ﴿٤﴾ بَلْ يُرِيْدُ الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اَمَامَهٗ ﴿٥﴾ يَسْـَٔلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ ﴿٦﴾ فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ﴿٧﴾ وَ
خَسَفَ الْقَمَرُ ﴿٨﴾ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴿٩﴾ يَقُوْلُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُّ ﴿١٠﴾

রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে (শুরু)

১. আলবৎ কসম করছি কেয়ামতের দিনের ২. এবং আলবৎ কসম করছি নাফসে লাওয়ামার–[১৫৪৭]
৩. মানুষ কি ভাবে যে, আমি তার অস্থিসমস্ত একত্র করতে পারবো না! ৪. আরে, আমি তো সক্ষম

[১৫৪৬] কোন কোন কোরায়শী সরদারের কথা ছিল, আমাদের সবার হিদায়াতের জন্য কোরআন শুধু একজনের উপর কেন নাযিল হবে, আমাদের প্রত্যেকের জন্য আলাদা কিতাব কেন নাযিল হবে না! শোনো মুর্খের কথা!

[১৫৪৭] নফস হল মানুষের ভিতরে গচ্ছিত একটি শক্তি, যা মানুষের সঙ্গে ত্রিমুখী আচরণ করে। অর্থাৎ নফস নামের এ শক্তিটি তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম হল– النَّفْسُ الأمارة بالسوء এটি নফসের অপশক্তি, যা মানুষকে সর্বপ্রকার মন্দে প্ররোচিত করে। শুধু নফস বলে সাধারণত এ অপশক্তিকেই বোঝান হয়। বাইরের শয়তান যেমন, ভিতরে এই নফসও তেমন, মানবের বড় শত্রু।

এর সম্পূর্ণ বিপরীতে দ্বিতীয়টি হল–النَّفْسُ المُطْمَئِنَّةُ নফস যখন কলব ও রূহ-এর জ্যোতি দ্বারা জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে তখন আত্মার জগতে মানুষ সহজেই মন্দ নফসকে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়। মানুষের নফস তখন এমন প্রশান্ত থাকে যে তার দ্বারা মন্দকিছু ঘটতেই পারে না, হাঁ মুহূর্তের জন্য মন্দ নফস কিছু শক্তি অর্জন করে স্খলন ঘটায়, তখন নফসের তৃতীয় শক্তিটি মানুষকে তিরস্কার করে এবং সতর্ক করে এবং মন্দ থেকে বিরত রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা করে। কখনো এই তিরস্কারক নফস সফল হয়, কখনো মন্দ নফস। তবে তিরস্কারক নফস তার দায়িত্ব থেকে কখনো নিবৃত্ত হয় না। এমনকি নেক আমলের ক্ষেত্রেও তিরস্কার করে যে, আরো বেশী কেন করলে না। কোরআনে নফসের ত্রিমুখী গুণের আলোচনা এসেছে। দেখুন– সূরা ইউসুফ, আয়াত ৫৩; সূরাতুল ফাজ্‌র,

তার আঙুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত আবার বিন্যস্ত করতে। ৫. (মানুষ দুনিয়ার জীবনে তো গোনাহ থেকে বিরত থাকতে চায়ই না,) বরং মানুষ তো তার আগামী জীবনেও পাপাচারে লিপ্ত থাকতে চায়। ৬. (বড় ওদ্ধত ভাবে) সে জিজ্ঞাসা করে, কবে হবে কেয়ামতের দিন?! ৭. তো (মানুষ যেন শুনে রাখে) যখন চোখ ঝলসে যাবে ৮. এবং চাঁদ আলোহীন হয়ে যাবে ৯. এবং চাঁদ ও সূর্য একত্র করা হবে ১০. সেদিন (কেয়ামত কায়েম হবে, আর) মানুষ বলবে, পালানোর জায়গা কোথায়?!

كَلَّا لَا وَزَرَ ﴿١١﴾ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ﴿١٢﴾ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ﴿١٣﴾ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ﴿١٤﴾ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ ﴿١٥﴾ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴿١٦﴾ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿١٧﴾ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴿١٨﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿١٩﴾ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ﴿٢٠﴾ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ﴿٢١﴾

১১. কিছুতেই না, (আজ) আশ্রয়ের কোন স্থান নেই। ১২. সেদিন আপনার রবের অভিমুখেই হবে সবার স্থিতি। ১৩. সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে, কী সে আগে পাঠিয়েছে এবং পিছনে রেখে এসেছে![১৫৪৮] ১৪. (আর অবহিত করার দরকারই বা কী!) মানুষ তো বরং নিজের সম্পর্কে (সেদিন সম্যক) অবগত থাকবে, ১৫. (স্বভাবপ্রবণতার কারণে) যতই সে নানা ওযর-অজুহাত করুক। ১৬. (আয় পেয়ারে রাসূল!) আপনি কোরআন *তাড়াতাড়ি* মুখস্থ করার জন্য (অহীর অবতরণ পূর্ণ হওয়ার আগেই) *অবতরণের* সঙ্গে আপনার জিহ্বা নাড়ার কষ্ট করবেন না। ১৭. (এরূপ প্রাণান্ত কষ্টের প্রয়োজন নেই, কারণ) নিশ্চয় আমার উপর দায়িত্ব রয়েছে একে (আপনার অন্তরে) স্থির করে দেয়া এবং (মুখের উচ্চারণে) তা পাঠ করিয়ে দেয়া। ১৮. তো যখন আমি (জিবরীলের মাধ্যমে আপনার সামনে) তা পাঠ করি তখন আপনি সেই পাঠ অনুসরণ করুন। ১৯. এরপর (আপনার যবানিতে মানুষের সামনে) তার বয়ান ও ব্যাখ্যার দায়িত্বও আমারই উপর ২০. (আয় আহলে বাতিল! তোমরা যে ভাবছো, কেয়ামত কখনো হবে না, তা) কিছুতেই না, (আর তোমাদের ধারণার পক্ষে কোন প্রমাণও নেই), বরং (ঘটনা এই যে,) তোমরা শুধু পার্থিব জীবনকে ভালোবাস, ২১. আর আখেরাতকে পরিত্যাগ কর।

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ﴿٢٤﴾ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿٢٥﴾ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ﴿٢٦﴾ وَقِيلَ مَنْ ۜ رَاقٍ ﴿٢٧﴾ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ﴿٢٨﴾ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿٢٩﴾ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ﴿٣٠﴾

২২. (হাশরে যেদিন সবাইকে জড়ো করা হবে) কিছু চেহারা সেদিন সজীব হবে, ২৩. (আর) আপন রবের দিকে (আনন্দঘন দৃষ্টিতে) তাকিয়ে থাকবে।[১৫৪৯] ২৪. আর কিছু চেহারা সেদিন হবে বিষাদগ্রস্ত। ২৫. (আযাব-গযবের ভয়াবহতা দেখে) তারা ধারণা করবে যে, তাদের সঙ্গে আজ মেরুদণ্ড-ভঙ্গকারী

আয়াত ২৭-২৮ এবং এখানে সূরাতুল ক্বিয়ামাহ্। কসমের জন্য নফসের তিরস্কারক শক্তিটিকে নির্বাচন করার কারণ এই যে, এটিই মানবের ভিতরে বিদ্যমান তার প্রকৃত উপকারী বন্ধু!

এটি তাফসীরবিষয়ক আলোচনা, তবু কল্যাণপ্রসূ বিবেচনা করে এখানে আলোচনা করা হল।

[১৫৪৮] অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনে কী কাজ সে করে এসেছে। তার মধ্যে ভালো কোনটি, মন্দ কোনটা, যা সঞ্চিত হয়েছে তার আমলনামায়, আর কী কাজ সে না করে এসে পড়েছে, অথচ তার তা করে আসা কর্তব্য ছিল।

[১৫৪৯] এটা সম্ভবত সেই দীদারের কথা বলা হচ্ছে যা জান্নাতে মুমিনদের কিসমতে হবে, যা হবে সমস্ত নেয়ামতের মধ্যে সর্বোচ্চ নেয়ামত।

আচরণ করা হবে। ২৬. (তোমরা ভাব, দুনিয়া প্রিয়, আখেরাত অপ্রিয়) এমন কিছুতেই না, (একদিন তো দুনিয়া ছেড়ে আখেরাতে যাওয়া হবেই, আর সেই প্রক্রিয়া তো তখনই শুরু হয়) যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হয়ে যায়, ২৭. আর (রোগীর সেবকরা দিশেহারা অবস্থায় বলে) কে আছে ঝাড়ফুঁককারী![১৫৫০] ২৮. আর (মুমূর্ষ) ধরে নেয় যে, এটাই হচ্ছে (দুনিয়ার সঙ্গে তার) বিচ্ছেদ (এবং জানকবয)। ২৯. আর (তখন) পায়ের গোছার সঙ্গে গোছা জড়িয়ে যায়।[১৫৫১] ৩০. সেদিন তোমার রবের দিকেই হবে (সবার) যাত্রা!

(রুকূ. ২)

فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلّٰى ﴿٣١﴾ وَلٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ﴿٣٢﴾ ثُمَّ ذَهَبَ اِلٰٓى اَهْلِهٖ يَتَمَطّٰى ﴿٣٣﴾ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ﴿٣٤﴾ ثُمَّ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ﴿٣٥﴾ اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى ﴿٣٦﴾ اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى ﴿٣٧﴾ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى ﴿٣٨﴾ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ﴿٣٩﴾ اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يُّحْيِۦَ الْمَوْتٰى ﴿٤٠﴾

৩১. তো (আখেরাতের প্রতি এত সুস্পষ্ট ও প্রামাণ্য আহ্বানের পরো) না মানুষ (নবীর দাওয়াতের) তাছদীক করে, আর না ছালাত আদায় করে, ৩২. বরং (জোরদার) তাকযীব করে, আর মুখ ফিরিয়ে নেয়। ৩৩. তারপর সে *দম্ভভরে/হেলেদুলে* আপন পরিবারমুখী হয়। ৩৪. নিপাত হোক তোমার জন্য, আসলেই নিপাত হোক। ৩৫. আবারো (বলছি), নিপাত হোক তোমার জন্য, আসলেই নিপাত হোক। ৩৬. আচ্ছা, মানুষ কি ভাবে, এভাবেই তাকে ছেড়ে দেয়া হবে, (না হিসাব, না কিতাব, না আযাব, না ছাওয়াব)! ৩৭. সে কি ছিল না বীর্যের একটি বিন্দুমাত্র, যা (মাতৃগর্ভে) স্খলিত/প্রক্ষেপণ করা হয়! ৩৮. তারপর সে ছিল জমাট (ঝুলে থাকা) রক্ত। অনন্তর তিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, আর সুঠাম করেছেন। ৩৯. অনন্তর তা থেকে তিনি যুগল সৃষ্টি করেছেন, নর ও নারী। ৪০. তো (এমন যার কুদরত) তিনি কি সক্ষম নন, মৃতদের জীবিত করার উপর!

سُورَةُ الدهر ٧٦؛ مَدنية؛ آياتُها ٣١ وركُوعاتُها ٢

৭৬. সূরাতুদ্-দাহর, মাদানী, আয়াত ৩১, রুক ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْـًٔا مَّذْكُوْرًا ﴿١﴾ اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ۖ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ﴿٢﴾ اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا ﴿٣﴾ اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَلٰسِلَا۠ وَاَغْلٰلًا وَّسَعِيْرًا ﴿٤﴾

রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে (শুরু)

১.মানুষের উপর (কখনো) কি এমন সময় এসেছে যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না! ২. আমি

[১৫৫০] চিকিৎসার এই চরমোৎকর্ষের যুগেও, যখন কোন আশা থাকে না, তখন শেষভরসা হিসাবে মানষ 'দু'আ-দুরূদ' ও আল্লাহ্-রাসূলেরই আশ্রয় নেয়। চিকিৎসকও বলেন, আমাদের চেষ্টা শেষ, এখন আল্লাহ্‌কে ডাকেন।

[১৫৫১] জানকবযের সময় কারো কারো ক্ষেত্রে এমন কঠিন অবস্থাও হয়। আল্লাহ্ রক্ষা করুন!

তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্র শুক্রবিন্দু থেকে,[১৫৫২] (উদ্দেশ্য ছিল,) তাকে আমি পরীক্ষা করব (বিভিন্ন আদেশ-নিষেধ দ্বারা)। তাই তাকে আমি শ্রবণকারী, অবলোকনকারী (ও উপলব্ধিকারী) বানিয়েছি।[১৫৫৩] ৩. (যখন দায়দায়িত্ব গ্রহণের বয়স হল তখন) কিন্তু তাকে আমি (কল্যাণ-অকল্যাণের) পথ বলে দিয়েছি। (তারপর তার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়েছি,) হয় শোকরমুখী হবে, আর না হয় কুফুরমুখী হবে[১৫৫৪] ৪. আমি তো কাফিরীনের জন্য বহু শেকল, বহু বেড়ী এবং দাউ দাউ আগুন তৈরী করে রেখেছি।

إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۝٥ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۝٦ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ
وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ۝٧ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۝٨ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ
لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ۝٩ إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ۝١٠

৫. সত্যি, নেককারগণ এমন পানপাত্র হতে (পানীয়) পান করবে যার মিশ্রণ হবে কর্পুর।[১৫৫৫] ৬. (পানীয় হবে) এমন ঝর্ণার যা থেকে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ পান করবে, (আর) ঐ ঝর্ণা তারা নিজেরাই প্রবাহিত করবে (এবং যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে টেনে নিয়ে যাবে)।[১৫৫৬] ৭. তারা (এমন ভাগ্যবান লোক যারা) অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য (আন্তরিকভাবে) পূর্ণ করে, আর ঐ দিনকে ভয় করে যার অনিষ্ট (চারদিকে) ছড়িয়ে পড়বে। ৮. আল্লাহ্‌র প্রতি ভালোবাসার কারণে তারা মিসকীনকে এবং এতীমকে এবং (যুদ্ধ) বন্দীকে আহার দান করবে।[১৫৫৭] ৯. (আর তারা তাদের প্রতি অনুগ্রহ ফলায় না, বরং কৃতার্থতার সঙ্গে বলে,) আমরা তোমাদের আহার দান করছি শুধু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য। তোমাদের থেকে আমরা না চাই (আচরণে) কোন প্রতিদান, আর না (উচ্চারণে) কোন কৃতজ্ঞতা ১০. আমরা তো আমাদের রবের পক্ষ হতে (আসন্ন) এক কঠিন ও তিক্ত দিনের আশঙ্কা করি।

فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ۝١١ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ۝١٢ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ
لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ۝١٣ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا ۝١٤

১১. তো (এ নেক নিয়তের বরকতে) আল্লাহ্ ঐদিনের অনিষ্ট হতে তাদের রক্ষা করবেন, আর তাদেরকে (চেহারায়) সজীবতা এবং (অন্তরে) আনন্দ দান করবেন। ১২. আর তারা যে ছবর করেছে তার বদলে তাদের প্রতিদান দেবেন জান্নাত ও রেশমি পোশাক। ১৩. তারা সেখানে আরামদায়ক আসনে হেলান দিয়ে থাকবেন। (আর) সেখানে তারা না রোদ-তাপ দেখবেন, আর না প্রচণ্ড শীত। ১৪. (বরং অবস্থা

[১৫৫২] নর ও নারী উভয়ের উপাদানের 'মিশ্র' দ্বারা।

[১৫৫৩] অর্থাৎ তাকে এমন বানিয়েছি যে প্রয়োজনীয় সবকিছু সে শোনে, দেখে এবং বোঝে; যাতে তাকে দায়দায়িত্ব-সম্পন্ন বানানো যায়।

[১৫৫৪] হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় অকৃতজ্ঞ হবে।

[১৫৫৫] দুনিয়ার কর্পুর নয়, অন্যকিছু যা আমাদের ধারণা ও কল্পনার বাইরে।

[১৫৫৬] একুশ শতকের প্রযুক্তিতে জান্নাতের এসব দৃশ্য কি অসম্ভব মনে হয়, অথচ সামনে তো রয়েছে প্রযুক্তির আরো কত কারিশমা। বস্তুত তারই অস্বীকার করে যারা কুদরতের মূল কথা বুঝতে পারে না।

[১৫৫৭] যারা বিভিন্ন পরিস্থিতির অসহায় শিকার তাদেরও শামিল করা যায় বন্দীর আওতায়।

এই হবে যে, সেখানে) জান্নাতের (গাছের) *ছায়াগুচ্ছ* তাদের উপর খুব ঝুঁকে থাকবে (যাতে ছায়া আরো আনন্দদায়ক হয়)। আর জান্নাতের ফলফলাদি (জান্নাতীদের) পূর্ণ অনুগত করে দেয়া হবে।

وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّاَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيْرَا ۝١٥ قَوَارِيْرَا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا ۝١٦ وَيُسْقَوْنَ
فِيْهَا كَاْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلًا ۝١٧ عَيْنًا فِيْهَا تُسَمّٰى سَلْسَبِيْلًا ۝١٨

১৫. আর তাদের সামনে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে রূপার পাত্রে এবং স্ফটিকের পেয়ালায়। ১৬. স্ফটিকও হবে রূপার, যা তারা (পরিবেশনকারীরা) সঠিক পরিমাণে পূর্ণ করবে। ১৭. সেখানে এমন পেয়ালায় তাদের পান করানো হবে যার মিশ্রণ হবে যানজাবীল-আদ্‌রক, ১৮. সেখানে স্থিত এমন ঝর্ণা হতে যার নাম হবে সালসাবীল।

وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ۚ اِذَا رَاَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُوْرًا ۝١٩ وَاِذَا رَاَيْتَ ثَمَّ رَاَيْتَ نَعِيْمًا وَّمُلْكًا
كَبِيْرًا ۝٢٠ عٰلِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَّاِسْتَبْرَقٌ ۖ وَّحُلُّوْٓا اَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ ۚ وَسَقٰىهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا ۝٢١
اِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَّكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوْرًا ۝٢٢

১৯. তাদের চারপাশে (সেবার জন্য) প্রদক্ষিণ করবে কিছু চিরকিশোর। যখন তাদের দেখবে, তুমি ভাববে বিক্ষিপ্ত মুক্তাসকল। ২০. আর যখন তুমি ঐস্থানটি দেখবে তখন তুমি দেখবে অন্তহীন নেয়ামত এবং বিরাট রাজত্ব। ২১. তাদের উপর (তখন) থাকবে সবুজ রেশমের মিহি পোশাক এবং মোটা রেশমি কাপড়। আর তাদের সজ্জিত করা হবে রূপার কাঁকন দ্বারা। আর তাদের রব্ তাদের পান করাবেন পবিত্র পানীয়। ২২. (আর মর্যাদাজ্ঞাপন করে বলা হবে,) নিশ্চয় এটা হল তোমাদের জন্য প্রতিদান। আর (দুনিয়ার জীবনে) তোমাদের (আমলের) প্রয়াস-প্রচেষ্টা (আজ) মূল্যায়িত হল।

(রুকূ. ২)

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ تَنْزِيْلًا ۝٢٣ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ اٰثِمًا اَوْ كَفُوْرًا ۝٢٤ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ
بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۝٢٥ وَمِنَ الَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهٗ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيْلًا ۝٢٦ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ يُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُوْنَ وَرَآءَهُمْ
يَوْمًا ثَقِيْلًا ۝٢٧ نَحْنُ خَلَقْنٰهُمْ وَشَدَدْنَآ اَسْرَهُمْ ۚ وَاِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ اَمْثَالَهُمْ تَبْدِيْلًا ۝٢٨

২৩. (আয় পেয়ারে রাসূল!) আমি তো আপনার উপর কোরআন নাযিল করেছি অল্প অল্প করে। ২৪. তো আপনি আপনার রবের আদেশের বিষয়ে ছবরের সঙ্গে অবিচল থাকুন। আর তাদের মধ্য হতে কোন পাপাচারী বা কাফিরকে মান্য করবেন না। ২৫. আর আপনার রবের নামে আপনি সকালে ও সন্ধ্যায় যিকির করুন। ২৬. আর রাতের কিছু অংশেও তার জন্য সিজদা করুন, আর দীর্ঘ রাত তাঁর তাসবীহে মশগূল থাকুন। ২৭. (আপনার প্রতি আহলে কুফুরের বৈরী আচরণের আসল কারণ এই যে,) এরা তো নগদ দুনিয়া ভালোবাসে, আর তাদের সামনে যে কঠিন দিন তা তারা পরিত্যাগ করছে। ২৮. আমিই তো তাদের সৃষ্টি করেছি এবং তাদের *গ্রন্থিবন্ধন* মজবূত করেছি। আর যখন আমি ইচ্ছা করব তখন তাদের পরিবর্তে তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করব।

إِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ إِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ﴿٢٩﴾ وَمَا تَشَآءُوْنَ إِلَّآ أَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ۚ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿٣٠﴾ يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَآءُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ۚ وَالظّٰلِمِيْنَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا ﴿٣١﴾

২৯. এ কোরআন সত্যি এক (মূল্যবান) উপদেশবাণী, তো যে ইচ্ছা করবে সে তার রবের দিকে পথ গ্রহণ করবে। ৩০. আর তোমরা তো তাই চাইতে পারবে যা আল্লাহ্ চান। আল্লাহ্ তো সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাবান। ৩১. যাকে তিনি ইচ্ছা করেন আপন রহমতের মধ্যে দাখেল করেন। আর যালিমীন, তাদের জন্য তিনি প্রস্তুত করেছেন যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

سُورَةُ المرسلات ٧٧؛ مَكية؛ آياتُها ٥٠ وركُوعاتُها ٢

৭৭. সূরাতুল মুরসালাত, মাক্কী, আয়াত ৫০, রুকূ ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْمُرْسَلٰتِ عُرْفًا ﴿١﴾ فَالْعٰصِفٰتِ عَصْفًا ﴿٢﴾ وَّالنّٰشِرٰتِ نَشْرًا ﴿٣﴾ فَالْفٰرِقٰتِ فَرْقًا ﴿٤﴾ فَالْمُلْقِيٰتِ ذِكْرًا ﴿٥﴾ عُذْرًا أَوْ نُذْرًا ﴿٦﴾ إِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَوَاقِعٌ ﴿٧﴾ فَإِذَا النُّجُوْمُ طُمِسَتْ ﴿٨﴾ وَإِذَا السَّمَآءُ فُرِجَتْ ﴿٩﴾ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ﴿١٠﴾ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ ﴿١١﴾ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ ﴿١٢﴾ لِيَوْمِ الْفَصْلِ ﴿١٣﴾ وَمَآ أَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ﴿١٤﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١٥﴾

রাহমান, রাহীম আল্লাহ্র নামে (শুরু)

১.কসম ঐসমস্ত বাতাসের যা কল্যাণের জন্য প্রেরণ করা হয়। ২. অনন্তর কসম ঐসমস্ত ঝড়ো হাওয়ার যা প্রচণ্ড বেগে ধাবিত ৩. এবং কসম ঐসমস্ত বাতাসের যা বিভিন্ন দিকে মেঘপুঞ্জ ছড়িয়ে দেয়, (যেমন বৃষ্টির আগে); ৪. অনন্তর কসম ঐসমস্ত বাতাসের যা মেঘদের বিক্ষিপ্ত করে দেয় (যেমন বৃষ্টির পর)। ৫. অনন্তর কসম ঐসমস্ত বাতাসের যা (অন্তরে আল্লাহ্র) স্মরণ প্রক্ষেপণ করে, ৬. অর্থাৎ (জীবনের সমস্ত পাপ থেকে) তাওবার আকুতি, বা (আখেরাতের প্রতি) ভয়ের অনুভূতি; ৭. যার ওয়াদা তোমাদের করা হচ্ছে তা সত্যি সত্যি ঘটবে।[১৫৫৮] ৮. তো যখন তারাদের নিভিয়ে দেয়া হবে, ৯. আর যখন আসমান ফাঁক করে ফেলা হবে, ১০. আর যখন পাহাড়-পর্বত চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে, ১১. আর যখন রাসূলানকে একত্র করা হবে নির্ধারিত সময়ে (তখন সবার বিচার ও জাযা-সাজা হবে)। ১২. (কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে,) রাসূলানের বিষয়টি কোন্দিনের জন্য মূলতবী রাখা হয়েছে? ১৩. (তাহলে জওয়াব শোনো, মূলতবী রাখা হয়েছে) বিচারের দিনের জন্য। ১৪. আর তুমি কী জানো, বিচারের দিন কী! ১৫. (সত্যের) তাকযীবীদের সেদিন মহাসর্বনাশ হবে।

[১৫৫৮] এটা হল এতগুলো কসমের জাওয়াবুল কসম! কেয়ামত সম্পর্কে বলা হয়েছে।

اَلَمْ نُهْلِكِ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْاٰخِرِيْنَ ﴿١٧﴾ كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ﴿١٨﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١٩﴾ اَلَمْ
نَخْلُقْكُّمْ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ﴿٢٠﴾ فَجَعَلْنٰهُ فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ﴿٢١﴾ اِلٰى قَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿٢٢﴾ فَقَدَرْنَا ۟ فَنِعْمَ الْقٰدِرُوْنَ ﴿٢٣﴾ وَيْلٌ
يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٢٤﴾

১৬. আমি কি আদি জনগোষ্ঠীদের ধ্বংস করিনি! ১৭. তারপর পরবর্তীদেরও আমি তাদের অনুগামী করব। ১৮. এমনই আমি করে থাকি মুজরিমীনের সঙ্গে। ১৯. (সত্যের) তাকযীবীদের সেদিন হবে মহাসর্বনাশ।[১৫৫৯] ২০. আমি কি তোমাদের সৃষ্টি করিনি এক হীন 'জলবিন্দু' থেকে। ২১. অনন্তর আমি তা এক সুরক্ষিত স্থিতিস্থলে[১৫৬০] স্থাপন করেছি, ২২. নির্ধারিত সময় পর্যন্ত। ২৩. অনন্তর (সৃষ্টির যাবতীয় প্রক্রিয়াকে) আমি পরিমিত রূপ দান করেছি/করি। তো কত না উত্তম পরিমিত রূপদানকারী আমি! ২৪. (সত্যের) তাকযীবীদের সেদিন মহাসর্বনাশ হবে।

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا ﴿٢٥﴾ اَحْيَآءً وَّاَمْوَاتًا ﴿٢٦﴾ وَّجَعَلْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ شٰمِخٰتٍ وَّاَسْقَيْنٰكُمْ مَّآءً فُرَاتًا ﴿٢٧﴾ وَيْلٌ
يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٢٨﴾ اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى مَا كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ﴿٢٩﴾ اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى ظِلٍّ ذِيْ ثَلٰثِ شُعَبٍ ﴿٣٠﴾ لَّا ظَلِيْلٍ وَّ
لَا يُغْنِيْ مِنَ اللَّهَبِ ﴿٣١﴾ اِنَّهَا تَرْمِيْ بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ﴿٣٢﴾ كَاَنَّهٗ جِمٰلَتٌ صُفْرٌ ﴿٣٣﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٣٤﴾

২৫. আমি কি ভূমিকে ধারণকারী বানাইনি, ২৬. জীবিতদের ও মৃতদের![১৫৬১] ২৭. আর আমি তাতে বানিয়েছি সুদৃঢ় উঁচু উঁচু পাহাড়, আর তোমাদের পান করিয়েছি সুপেয় পানি। ২৮. মহাসর্বনাশ হবে সেদিন (সত্যের) তাকযীবীদের। ২৯. (আহলে কুফুরকে সেদিন বলা হবে,) চলো তোমরা ঐ আযাবের দিকে যার তাকযীব তোমরা করতে! ৩০. চলো তোমরা তিনশাখাবিশিষ্ট ছায়ার দিকে,[১৫৬২] ৩১. যা কোন শীতল ছায়া নয়, আর যা রক্ষা করতে পারবে না আগুনের শিখা থেকে। ৩২. অবশ্যই তা অট্টালিকাতুল্য স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করবে, ৩৩. যেন তা হলুদবর্ণের উটদল। ৩৪. মহাসর্বনাশ হবে সেদিন (সত্যের) তাকযীবীদের ।

هٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُوْنَ ﴿٣٥﴾ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ ﴿٣٦﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٣٧﴾ هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۚ جَمَعْنٰكُمْ وَ
الْاَوَّلِيْنَ ﴿٣٨﴾ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيْدُوْنِ ﴿٣٩﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٤٠﴾

৩৫. এটা হল তাদের কথা বলতে না পারার দিন। ৩৬. আর তাদের কোন অনুমতি দেয়া হবে

[১৫৫৯] মূল শব্দটি হল مُكَذِّب যে তাকযীব করে, তাকযীবকারী, সহজায়নের জন্য বলতে পারি, তাকযীবী। যেমন মুফসিদ মানে ফাসাদকারী, সহজায়নের জন্য বলি, ফাসাদী।

[১৫৬০] মাতৃগর্ভ বা মায়ের রিহ্‌ম উদ্দেশ্য।

[১৫৬১] জীবিতরা মাটির উপর বাস করে, আর তা যে মহানেয়ামত তা তো বলাই বাহুল্য। পক্ষান্তরে মৃতরা বাস করে মাটির নীচে। তারা যদি মাটির সঙ্গে মিশে না যেতো তাহলে জীবিতদের জীবন কত আযাবের হতো! সুতরাং সেটাও কত বড় নেয়ামত!

[১৫৬২] শামিয়ানার দিকে। ছায়া বা শামিয়ানা যাই বলা হোক, উদ্দেশ্য হল জাহান্নাম থেকে ভয়ঙ্কর এক আগুনের ধোঁয়া, যা তিন স্তরে বিভক্ত হবে।

না, যাতে তারা কোন ওযর-অজুহাত দেখাতে পারে। ৩৭. (সত্যের প্রতি) তাকযীবীদের সেদিন মহাসর্বনাশ! ৩৮. এটা হল বিচারের ও ফায়ছালার দিন, (তাতে) আমি একত্র করেছি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের। ৩৯. তো (আজকের বিচার থেকে বাঁচার জন্য) যদি কোন তদবীর থাকে তোমাদের অনুকূলে তাহলে আমার বিরুদ্ধে সেই তদবীর প্রয়োগ কর। ৪০. মহাসর্বনাশ সেদিন (সত্যের প্রতি) তাকযীবকারীদের!

(রুকু. ২)

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ ﴿٤١﴾ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٤٢﴾ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾ إِنَّا كَذَٰلِكَ
نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٤٤﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٥﴾ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ ﴿٤٦﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٧﴾
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ﴿٤٨﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٩﴾ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٠﴾

৪১. মুত্তাকীন তো থাকবে বিভিন্ন ছায়া ও ঝর্ণার মধ্যে ৪২. এবং এমন ফলফলাদির মধ্যে যা তারা চাহিদা করবে।[১৫৬৩] ৪৩. (মর্যাদাজ্ঞাপনের জন্য তাদের বলা হবে,) মনের আনন্দে তোমরা আহার কর এবং পান কর, ঐসমস্ত আমলের বিনিময়ে যা তোমরা (দুনিয়াতে) অব্যাহতভাবে করতে। ৪৪. এভাবেই নেককারদের আমি প্রতিদান দিয়ে থাকি। ৪৫. সেদিন মহাসর্বনাশ হবে (সত্যের প্রতি) তাকযীবীদের! ৪৬. (আহলে কুফুরকে বলা হবে,) তোমরা (দুনিয়াতে) খেয়ে নাও, আর সামান্য উপভোগ করে নাও। তোমরা তো অপরাধী! (সুতরাং অপরাধীরূপেই তোমাদের হাশর হবে, বিচার হবে)। ৪৭. (সত্যের প্রতি) তাকযীবীদের সেদিন মহাসর্বনাশ! ৪৮. আর যখন তাদের বলা হয়, (আল্লাহ্‌র সামনে) নত হও, তখন তারা নত হয় না। ৪৯. (সত্যের প্রতি) তাকযীবীদের সেদিন মহাসর্বনাশ! ৫০. তো এর পর আর কী কথা আছে, যার প্রতি তারা ঈমান আনবে!

سُورَةُ النبإ٧٨؛ مَكية؛ آياتُها ٤٠ وركُوعاتُها٢

৭৮. সূরা নাবা, মাক্কী, আয়াত ৪০, রুকু২

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ﴿١﴾ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ ﴿٢﴾ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ﴿٣﴾ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿٤﴾ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿٥﴾
أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا ﴿٦﴾ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ﴿٧﴾ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ﴿٨﴾ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ﴿٩﴾ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ
لِبَاسًا ﴿١٠﴾ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴿١١﴾

রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে (শুরু)

১.তারা (কিয়ামতের তাকযীবীরা) কী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে! ২. (তারা জিজ্ঞাসা করে ঐ) মহাঘটনা

[১৫৬৩] এবং তাদের চাহিদার/পছন্দের ফলফলাদির মধ্যে।

সম্পর্কে, ৩. যে বিষয়ে তারা (মুমিনীনের সঙ্গে) মতবিরোধ করে, (আর বলে যে, কিয়ামত বলে কিছু নেই)। ৪. কিছুতেই না। (বরং কেয়ামত অবশ্যই আসছে), অচিরেই তারা জানবে[১৫৬৪] ৫. তবু (আবার বলছি,) কিছুতেই না, অচিরেই তারা জানবে (আসল সত্য কী)। ৬. আমি কি বানাইনি ভূমিকে বিছানা/সমতল! ৭. এবং পাহাড়গুলোকে (ভূমিতে প্রোথিত) কীলক। ৮. আর (আমার কুদরতের আরো প্রকাশ এই যে,) আমিই তোমাদের সৃষ্টি করেছি (নর ও নারীর) যুগল ৯. আর আমিই তোমাদের ঘুমকে বানিয়েছি আরামের বিষয়। ১০. আর রাতকে বানিয়েছি লিবাস/আবরণ; ১১. আর দিনকে বানিয়েছি জীবিকা (আহরণের সময়)।

وَّبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ﴿١٢﴾ وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا ﴿١٣﴾ وَّأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَآءً ثَجَّاجًا ﴿١٤﴾ لِّنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّ
نَبَاتًا ﴿١٥﴾ وَّجَنّٰتٍ أَلْفَافًا ﴿١٦﴾ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا ﴿١٧﴾ يَّوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَتَأْتُوْنَ أَفْوَاجًا ﴿١٨﴾ وَّفُتِحَتِ
السَّمَآءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ﴿١٩﴾ وَّسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿٢٠﴾

১২. আর (কুদরতের অন্যপ্রকাশরূপে) আমিই তোমাদের উপর বানিয়েছি সাতটি সুদৃঢ় (আকাশ) ১৩. আর (আকাশে) আমিই বানিয়েছি প্রজ্বলিত প্রদীপ[১৫৬৫]। ১৪. আর আমিই বর্ষণ করেছি ভরামেঘমালা থেকে মুষলধারে পানি/বারি/বৃষ্টি, ১৫. যেন তা দ্বারা বের করি/উদ্গত করি শস্য ও উদ্ভিদ ১৬. এবং নিবিড় ঘন বাগবাগিচা।[১৫৬৬] ১৭. (পুনরুত্থানে অবিশ্বাসীরা শোনো,) নিঃসন্দেহে বিচারের দিন হবে এক নির্ধারিত সময়, ১৮. যেদিন শিঙায় ফুঁক দেয়া হবে, অনন্তর তোমরা দলে দলে আসতে থাকবে।[১৫৬৭] ১৯. আর আসমান খুলে দেয়া হবে, ফলে বহু দরজা তৈরী হবে, ২০. আর পাহাড়গুলোকে সঞ্চালিত করা হবে, অনন্তর তা হয়ে যাবে মরীচিকা(সদৃশ)।[১৫৬৮]

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿٢١﴾ لِّلطَّاغِيْنَ مَآبًا ﴿٢٢﴾ لّٰبِثِيْنَ فِيْهَآ أَحْقَابًا ﴿٢٣﴾ لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا ﴿٢٤﴾ إِلَّا حَمِيْمًا
وَّغَسَّاقًا ﴿٢٥﴾ جَزَآءً وِّفَاقًا ﴿٢٦﴾ إِنَّهُمْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ حِسَابًا ﴿٢٧﴾ وَّكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كِذَّابًا ﴿٢٨﴾ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنٰهُ كِتٰبًا ﴿٢٩﴾
فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴿٣٠﴾

২১. সত্যি জাহান্নাম ওঁৎ পেতে রয়েছে, ২২. তা উদ্ধতদের জন্য হবে ঠিকানা। ২৩. তাতে তারা যুগ যুগ ধরে (আযাবের মধ্যে) অবস্থান করবে। ২৪. তাতে তারা ভোগ করবে না কোন শীতলতা এবং না কোন পানীয়, ২৫. তবে ফুটন্ত পানি ও রক্তপুঁজ। ২৬. এটা হবে (তাদের) পূর্ণ প্রতিদানরূপে। ২৭.

[১৫৬৪] যখন মৃত্যু হবে, পুনরুত্থান হবে এবং আযাব হবে এবং সবকিছু চোখের সামনে এসে যাবে তখন কেয়ামত সম্পর্কে জানার কিছুই বাকি থাকবে না।

[১৫৬৫] প্রদীপ দ্বারা উদ্দেশ্য সূর্য, وَهَّاج অর্থ আলো ও তাপের উৎস, জীবন ও প্রাণ রক্ষার জন্য আলো ও তাপ অপরিহার্য, তাই *'সূর্যপ্রদীপ'*কে করা হয়েছে *ওয়াহ্হাজ*। স্রষ্টাকে চেনার জন্য এর চেয়ে বড় কুদরত আর কী হতে...!

[১৫৬৬] কুদরতের এত এত নিদর্শন দেখেও কীভাবে মানুষ আমার 'পুনরুত্থানসক্ষমতা' অস্বীকার করে, করতে পারে!

[১৫৬৭] প্রত্যেক নবীর উম্মত আলাদা, মুমিন ও কাফির ও মুশরিক আলাদা, মুনাফিক আলাদা, এমনকি নেককার ও বদকারও আলাদা। আল্লাহ্‌র কুদরতে মুহূর্তে এ সমস্ত তাকসীম সম্পন্ন হয়ে যাবে।

[১৫৬৮] ভিন্ন তরজমা, আর পর্বতমালা স্থানচ্যুত/তছনছ করা হবে, ফলে এত বিশাল বস্তু, মনে হবে, বালুমরীচিকা!

তারা তো বিশ্বাস/প্রত্যাশা করত না (নিজেদের জন্য/মানবজাতির জন্য) কোন হিসাব। ২৮. তারা তো আমার আয়াতসমস্তকে চরমভাবে তাকযীব করেছে। ২৯. আর (তাদের আমল থেকে) প্রতিটি জিনিসকে আমি লেখার মাধ্যমে (তাদের আমলনামায়) সংরক্ষণ করে রেখেছি। ৩০. তো (বদআমল সব দেখিয়ে তাদের বলা হবে, এখন যত পারো আযাব) ভোগ কর। আমি কিছুতেই তোমাদের কিছু বাড়াবো না, তবে আযাব।

(রুকূ. ২)

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿٣١﴾ حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ﴿٣٢﴾ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ﴿٣٣﴾ وَكَأْسًا دِهَاقًا ﴿٣٤﴾ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا ﴿٣٥﴾ جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا ﴿٣٦﴾ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَٰنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿٣٧﴾

৩১. সত্যি, মুত্তাকীনের জন্য রয়েছে (বিরাট) সফলতা; ৩২. বাগবাগিচা ও আঙুরদল ৩৩. এবং সমবয়সের চিরযৌবনা তরুণীদল ৩৪. এবং উপচানো বিভিন্ন পানপাত্র। ৩৫. সেখানে তারা না শুনতে পাবে কোন বেহুদা কথা, না কোন মিথ্যাচার। ৩৬. (এটা হবে) আপনার রবের পক্ষ হতে (তাদের যাবতীয় আমলের) প্রতিদান, (রবের) এমন দান, যা দেয়া হবে কর্মের হিসাব অনুযায়ী।[১৫৬৯] ৩৭. (তাঁর পক্ষ হতে) যিনি মালিক ও নিয়ন্তা/যিনি রব আসমানসমস্তের ও যমীনের এবং যা কিছু আছে দু'য়ের মাঝে, সেসবের; যিনি চিরদয়ালু। তাঁর সামনে তাদের কোন *'বাকক্ষমতাই'* থাকবে না।

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا ۖ لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿٣٨﴾ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۖ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا ﴿٣٩﴾ إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا ۖ يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ﴿٤٠﴾

৩৮. যেদিন সমস্ত রূহওয়ালা এবং ফিরেশতাগণ দাঁড়াবেন (আল্লাহ্‌র সামনে বিনয়ের সঙ্গে) কাতার বেঁধে; সেদিন 'রহমান' যাকে অনুমতি দেবেন সে ছাড়া কেউ কথা বলার ক্ষমতাই রাখবে না, তবে সে সঠিক কথাই বলবে। ৩৯. সেটা হল সত্যদিন। তো (এখন দুনিয়াতে) যে ইচ্ছা করবে সে আপন রবের অভিমুখে পথ গ্রহণ করতে পারে। ৪০. বস্তুত আমি তোমাদের সতর্ক করে দিলাম আসন্ন আযাব সম্পর্কে, (যা ঘটবে ঐদিন) যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি দেখতে পাবে ঐ আমল যা তার হাত/যা সে নিজে অগ্রবর্তী করেছে। আর কাফের শুধু বলবে, হায়, যদি মাটি হয়ে যেতাম! (পুনরুত্থানই না হত)[১৫৭০]

سُورَةُ النزعت ٧٩؛ مَكية؛ آياتُها ٤٦ وركُوعاتُها ٢

৭৯. সূরা নাযি'আত, মাক্কী, আয়াত ৪৬, রুকু ২

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

[১৫৬৯] অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দানরূপেই তারা পাবে, কোন রকম অধিকার ও যোগ্যতা ছাড়া, তবে দান করা হবে যার যার আমলের হিসাব অনুযায়ী। বিকল্প তরজমা, (আল্লাহ্‌র) এমন দান যা তাদের জন্য যথেষ্ট হবে।

[১৫৭০] হায়, যদি আমরা মাটি হয়ে যেতাম (যেমন অন্যান্য প্রাণীকে বিচার ও সাজার পর মাটি করে দেয়া হয়েছে।)

وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا ۝١ وَّالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا ۝٢ وَّالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا ۝٣ فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا ۝٤ فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا ۝٥ يَوْمَ تَرْجُفُ
الرَّاجِفَةُ ۝٦ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ۝٧ قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ ۝٨ اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۝٩ يَقُوْلُوْنَ ءَاِنَّا لَمَرْدُوْدُوْنَ فِى
الْحَافِرَةِ ۝١٠ ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ۝١١

রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে (শুরু)

১. কসম ঐফিরেশতাদলের যারা (কাফিরীনের রূহ) কঠোরভাবে টেনে বের করবেন ২. এবং (কসম ঐফিরেশতাদলের) যারা (মুমিনীনের রূহের) বন্ধন মোচন করবেন কোমলভাবে ৩. এবং (কসম ঐ ফিরেশতাদলের) যারা (শূন্যে) প্রবল বেগে সন্তরণ করেন, ৪. অনন্তর অতি দ্রুত এগিয়ে যান ৫. এবং (কসম ঐ ফিরেশতাদলের) যারা প্রতিটি বিষয়ের তাদবীর ও ব্যবস্থা করেন; ৬ (এসবের কসম করে বলছি, কেয়ামত অবশ্যই আসবে ঐ দিন) যেদিন প্রকম্পক (সবকিছু) প্রকম্পিত করবে।[১৫৭১] ৭. তার পিছনে আসবে পরবর্তীটি।[১৫৭২] ৮. বহু হৃদয় সেদিন হবে প্রকম্পিত। ৯. (লজ্জায়, অনুশোচনায়) তাদের চোখ হবে অবনত। ১০. (কিন্তু এখন) তারা (কিয়ামত অস্বীকার করছে, আর) বলছে, আচ্ছা, আমাদের কি ফিরিয়ে দেয়া হবে আগের জীবনে![১৫৭৩] ১১. এমনকি যখন আমরা জরাজীর্ণ অস্থিতে পরিণত হবো (তখনো আমাদের পুনরুত্থিত করা হবে)!

قَالُوْا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ۝١٢ فَاِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ ۝١٣ فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ۝١٤ هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى ۝١٥ اِذْ
نَادٰىهُ رَبُّهٗ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۝١٦ اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ۝١٧ فَقُلْ هَلْ لَّكَ اِلٰٓى اَنْ تَزَكّٰى ۝١٨ وَاَهْدِيَكَ
اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى ۝١٩ فَاَرٰىهُ الْاٰيَةَ الْكُبْرٰى ۝٢٠

১২. (শেষে চূড়ান্ত উপহাসের স্বরে) তারা বলে, তাহলে তো সেটা হবে বড় ক্ষতির প্রত্যাবর্তন! (কারণ আমরা তো ঈমানও আনলাম না, আমলও করলাম না)! ১৩. তো (কেয়ামত ও হাশরকে তারা যে এত অসম্ভব মনে করছে, তো জেনে রাখো, আমার জন্য তা কঠিন কিছু নয়, কারণ) তা একটিমাত্র বিকট আওয়ায! ১৪. তখন হঠাৎ দেখা যাবে যে, তারা এক খোলা ময়দানে উপস্থিত। ১৫. (আয় পেয়ারে নবী!) আপনার কাছে কি মূসার খবর এসেছে! ১৬. যখন তাঁর রব্ তাঁকে পবিত্র উপত্যকা তুয়ায় ডাক দিলেন, ১৭. (আর বললেন,) তুমি ফির'আউনের অভিমুখে যাও। সে তো বড় উদ্ধত হয়ে পড়েছে। ১৮. তো (তাকে) তুমি বলো, তোমার কি বিশুদ্ধতা (ও পবিত্রতা) অর্জনের প্রতি আগ্রহ আছে! ১৯. আর (এমন আগ্রহ কি আছে যে,) তোমাকে দেখাবো তোমার রবের দিকে পথ, আর তুমি (তাঁকে) ভয় করবে! ২০.অনন্তর মূসা তাকে সর্বোচ্চ নিদর্শনও দেখালেন।[১৫৭৪]

[১৫৭১] প্রকম্পক দ্বারা উদ্দেশ্য প্রথম শিঙাধ্বনি, যাতে সমস্ত প্রাণীর মৃত্যু হবে, আর বিশ্বজগত ধ্বংস হয়ে যাবে।

[১৫৭২] উদ্দেশ্য হল দ্বিতীয় শিঙাধ্বনি, যাতে পুনরুত্থান ঘটবে, আর সমস্ত মানুষ হাশরের মাঠে গিয়ে জড়ো হবে।

[১৫৭৩] অর্থাৎ দুনিয়াতে যখন আমাদের মৃত্যু হবে তখন কি আমাদেরকে পুনরুত্থানের মাধ্যমে আগের অবস্থায় নিয়ে আসা হবে! কিছুতেই তা বিশ্বাস হয় না।

[১৫৭৪] লাঠির নিক্ষেপ এবং জ্যান্ত সাপ হয়ে যাওয়া, এটি ছিল হযরত মূসা আ.-এর সর্বোচ্চ মু'জিযা, তার প্রতিই এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

فَكَذَّبَ وَعَصٰى ﴿٢١﴾ ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعٰى ﴿٢٢﴾ فَحَشَرَ فَنَادٰى ﴿٢٣﴾ فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى ﴿٢٤﴾ فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى ﴿٢٥﴾
اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ﴿٢٦﴾

২১. কিন্তু সে (তাঁকে) তাকযীব করল এবং অমান্য করল। ২২. তারপর সে ফিরে গেলো (মূসার দাওয়াত প্রতিহত করার) প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে। ২৩. অনন্তর (সবাইকে) সে জড়ো করল, আর ঘোষণা দিলো, ২৪. আর (দম্ভভরে) বলল, আমিই তোমাদের সর্বোচ্চ প্রতিপালক! ২৫. তখন আল্লাহ্ তাকে পাকড়াও করলেন আখেরাত ও দুনিয়ার শাস্তি দ্বারা।[১৫৭৫] ২৬. সত্যি সত্যি তাতে রয়েছে বড় শিক্ষা তার জন্য যে (আল্লাহ্কে) ভয় করে।

(রুকূ. ২)

ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَآءُ ؕ بَنٰىهَا ﴿٢٧﴾ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰىهَا ﴿٢٨﴾ وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا وَاَخْرَجَ ضُحٰىهَا ﴿٢٩﴾ وَالْاَرْضَ
بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰىهَا ﴿٣٠﴾ اَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعٰىهَا ﴿٣١﴾ وَالْجِبَالَ اَرْسٰىهَا ﴿٣٢﴾ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ﴿٣٣﴾

২৭. আচ্ছা, (বলো দেখি, কী কারণে পুনরুত্থান অস্বীকার কর!) তোমাদের সৃষ্টি করাটা (আমার জন্য) বেশী কঠিন নাকি আসমানের সৃষ্টি, যা তিনি (আপন কুদরতে) বানিয়েছেন![১৫৭৬] ২৮. তিনি সুউচ্চ করেছেন তার ছাদ, অনন্তর তা সুষ্ঠু-নিখুঁত করেছেন। ২৯. আর তিনি অন্ধকার করেছেন তার রাত, আর প্রকাশ করেছেন তার দিন।[১৫৭৭] ৩০. আর তার পরে পৃথিবীকে করেছেন বিস্তৃত। ৩১. অনন্তর তা থেকে তার পানি ও তার তৃণ বের করেছেন। ৩২. আর পাহাড়-পর্বত সুদৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেছেন। ৩৩. (পানি ও তৃণ) তোমাদের (ভোগের) জন্য এবং তোমাদের গবাদিপশুর (ভোগের) জন্য।

فَاِذَا جَآءَتِ الطَّآمَّةُ الْكُبْرٰى ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعٰى ﴿٣٥﴾ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنْ يَّرٰى ﴿٣٦﴾ فَاَمَّا مَنْ طَغٰى ﴿٣٧﴾ وَاٰثَرَ
الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿٣٨﴾ فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِىَ الْمَاْوٰى ﴿٣٩﴾ وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ﴿٤٠﴾ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ
الْمَاْوٰى ﴿٤١﴾

৩৪. তো (পুনরুত্থান যখন প্রমাণিত হল, এবার শোন), যখন ঐ-মহাবিপর্যয় সঙ্ঘটিত হবে, ৩৫. যখন মানুষ স্মরণ করবে, যাকিছু দৌড়ঝাঁপ সে করেছে। ৩৬. আর যে দেখতে পাচ্ছে তার জন্য জাহান্নাম প্রকাশ করা হবে। ৩৭. তো (সেদিন অবস্থা এই হবে যে, দুনিয়াতে) যে অবাধ্যতা করেছে ৩৮. এবং (আখেরাতকে অস্বীকার করে) দুনিয়ার জীবনকে অগ্রাধিকার প্রদান করেছে, ৩৯. তো জাহান্নামই

[১৫৭৫] দুনিয়ার শাস্তি তো সবারই জানা দরিয়ায় লস্করসহ ডুবে মরা, আর আখেরাতের শাস্তি শুরু হয়েছে বরযখ থেকে, যার চূড়ান্ত পরিণতি হবে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে।

[১৫৭৬] এ বক্তব্যের ভিত্তি এই যে, কাফিররা স্বীকার করে যে, আসমান আল্লাহ্ আপন কুদরতে বানিয়েছেন। তাহলে মানুষের পুনরুত্থান অস্বীকার করার ভিত্তি কী, যা আসমানের সৃষ্টির চেয়ে সহজ!

[১৫৭৭] রাত ও দিনকে আসমানের দিকে সম্বন্ধিত করার বাহ্যিক কারণ এই যে, রাতদিনের সম্পর্ক তো সূর্যের উদয়-অস্তের সঙ্গে, যার সম্পর্ক কোন না কোন সূত্রে আসমানের সঙ্গে।

হবে (তার) ঠিকানা। ৪০. পক্ষান্তরে যে ভয় করেছে তার রবের সামনে দাঁড়ানোকে, আর নফসকে প্রবৃত্তি থেকে নিষেধ করেছে (এবং নিবৃত্ত রেখেছে),[১৫৭৮] ৪১. তো জান্নাতই হল (তার) ঠিকানা।

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰىهَا ﴿٤٢﴾ فِيْمَ اَنْتَ مِنْ ذِكْرٰىهَا ﴿٤٣﴾ اِلٰى رَبِّكَ مُنْتَهٰىهَا ﴿٤٤﴾ اِنَّمَآ اَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَّخْشٰىهَا ﴿٤٥﴾ كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحٰىهَا ﴿٤٦﴾

৪২. (প্রত্যাখ্যানের উদ্দেশ্যে) কিয়ামত সম্পর্কে আপনাকে তারা জিজ্ঞাসা করে, কখন হবে তা সঙ্ঘটিত? ৪৩. এ বিষয়ে আলোচনা করার সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক। ৪৪. এর চূড়ান্ত জ্ঞান তো আপনার রবের প্রতিই অর্পিত। ৪৫. আপনি তো শুধু তার (জন্য) সতর্ককারী যে কেয়ামতকে ভয় করে। ৪৬. যেদিন তারা কেয়ামত (নিজের চোখে) দেখতে পাবে (সেদিন তাদের মনে হবে,) যেন (পৃথিবীতে) তারা এক সন্ধ্যা, বা এক সকালের বেশী অবস্থান করেনি।[১৫৭৯]

سُورَةُ عبس ٨٠؛ مَكية؛ آياتُها ٤٢ وركُوعها ١

৮০. সূরা 'আবাসা, মাক্কী, আয়াত ৪২, রুকূ ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

عَبَسَ وَتَوَلّٰٓى ﴿١﴾ اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى ﴿٢﴾ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰٓى ﴿٣﴾ اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى ﴿٤﴾ اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى ﴿٥﴾ فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى ﴿٦﴾ وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى ﴿٧﴾ وَاَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعٰى ﴿٨﴾ وَهُوَ يَخْشٰى ﴿٩﴾ فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى ﴿١٠﴾

রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে (শুরু)

১.আল্লাহ্‌র নবী মুখ ভার করলেন, আর মুখ ফিরিয়ে নিলেন ২. তাঁর কাছে এক অন্ধ এসেছেন বলে।[১৫৮০] ৩. আপনি কী জানেন, হয়ত (আপনার শিক্ষা ও সঙ্গকল্যাণে) তিনি বিশুদ্ধ/পবিত্র হয়ে যাবেন, ৪. বা উপদেশ নেবেন, অনন্তর উপদেশ তাকে উপকার দেবে; ৫. পক্ষান্তরে (আচরণে) যে অগ্রাহ্য করেছে ৬. আপনি তার প্রতি একান্ত মনোযোগ দিচ্ছেন। ৭. অথচ আপনার উপর কোন দায় নেই

[১৫৭৮] অর্থাৎ আকীদা বিশুদ্ধ হওয়ার সঙ্গে আমলও বিশুদ্ধ হয়েছে।

[১৫৭৯] হতে পারে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের প্রতি ইঙ্গিত, আবার হতে পারে কবরের স্বল্পস্থায়ী জীবনের প্রতি...।

[১৫৮০] সম্পাদনার আগে ছিল এমন, 'মুখমণ্ডলে তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করলেন তাঁর কাছে এক অন্ধ (ছাহাবী) আসার কারণে।'

আল্লাহ্‌র নবী কোরায়শের অভিজাত নেতাদের দাওয়াত দিচ্ছিলেন খুব দরদ ও নিমগ্নতার সঙ্গে। এমন সময় অন্ধ ছাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতূম রা. উপস্থিত হলেন, আল্লাহ্‌র নবীকে দ্বীনী বিষয়ে জিজ্ঞাসা শুরু করলেন। দাওয়াতে বিঘ্ন ঘটার কারণে তিনি নারায হলেন, তবে সেটা চেহারায় প্রকাশ করলেন, মুখে কিছু বললেন না, আর তাঁর প্রতি মনোযোগী না হয়ে কোরায়শের অভিজাত নেতাদের উদ্দেশ্যে দাওয়াতি বক্তব্য অব্যাহত রাখলেন। সুবহানাল্লাহ্! এরই উপর আয়াত নাযিল হয়ে গেল। আসলে তো উদ্দেশ্য হল নবীকে মাধ্যম করে কেয়ামত পর্যন্ত উম্মতকে দাওয়াতের রীতি ও তরীকা শিক্ষা দেয়া।

যে, সে সংশোধন নেয় না। ৮. পক্ষান্তরে যিনি আপনার কাছে এলেন কষ্ট করে, ৯. এ অবস্থায় যে, তিনি (আল্লাহ্‌কে) ভয় করেন, ১০. আর আপনি তার থেকে মনোযোগ সরিয়ে নিচ্ছেন!

كَلَّآ إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ﴿١١﴾ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ ﴿١٢﴾ فِى صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ﴿١٣﴾ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ﴿١٤﴾ بِأَيْدِى سَفَرَةٍ ﴿١٥﴾ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ﴿١٦﴾ قُتِلَ
الْإِنسَانُ مَآ أَكْفَرَهُۥ ﴿١٧﴾ مِنْ أَىِّ شَىْءٍ خَلَقَهُۥ ﴿١٨﴾ مِن نُّطْفَةٍ ۖ خَلَقَهُۥ فَقَدَّرَهُۥ ﴿١٩﴾ ثُمَّ ٱلسَّبِيلَ يَسَّرَهُۥ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ أَمَاتَهُۥ فَأَقْبَرَهُۥ ﴿٢١﴾
ثُمَّ إِذَا شَآءَ أَنشَرَهُۥ ﴿٢٢﴾ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَآ أَمَرَهُۥ ﴿٢٣﴾

১১. (এ আপনার শান-উপযোগী না), কিছুতেই না! এ তো উপদেশবাণী! ১২. তাই যে ইচ্ছা করবে সে তা স্মরণ রাখবে/কবুল করবে। ১৩. (এটা তো লিপিবদ্ধ রয়েছে লাওহে মাহফূযের) মর্যাদাপূর্ণ ছহীফাসমূহে, ১৪. যা অতি উচ্চস্তরের, যাকে পবিত্রতা দান করা হয়েছে। ১৫. (যা লেখা হয়েছে) এমন লিপিকরদের হাতে ১৬. যারা মর্যাদাবান, পুণ্যাত্মা। ১৭. নিপাত যাক মানুষ, কত না অকৃতজ্ঞ সে! ১৮. (চিন্তা করে দেখে না কেন!) কী থেকে তিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন! ১৯. এক শুক্রবিন্দু হতে, তিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, অনন্তর তাকে পরিমিত রূপ দান করেছেন। ২০. তারপর (তার জীবন ও জীবিকার) পথ, সেটা সহজ করে দিয়েছেন। ২১. তারপর তাকে মৃত্যুদান করেছেন, অনন্তর তাকে কবরস্থ করেছেন। ২২. তারপর যখন ইচ্ছা করবেন তাকে পুনরুত্থিত করবেন। ২৩. (তো এত এত নেয়ামতের দাবী তো ছিল শোকর করা এবং আদেশ মান্য করা, কিন্তু না,) কিছুতেই না, এখনো সে তা পালন করেনি যা তাকে আদেশ করা হয়েছে।[১৫৮১]

فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِۦٓ ﴿٢٤﴾ أَنَّا صَبَبْنَا ٱلْمَآءَ صَبًّا ﴿٢٥﴾ ثُمَّ شَقَقْنَا ٱلْأَرْضَ شَقًّا ﴿٢٦﴾ فَأَنۢبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿٢٧﴾ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ﴿٢٨﴾ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ﴿٢٩﴾ وَحَدَآئِقَ غُلْبًا ﴿٣٠﴾ وَفَٰكِهَةً وَأَبًّا ﴿٣١﴾ مَّتَٰعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَٰمِكُمْ ﴿٣٢﴾

২৪. তো মানুষ যেন তার খাদ্যের প্রতি তাকায় ২৫. (এবং চিন্তা করে) যে, আমি উপর থেকে প্রচুর পানি ঢেলে দিয়েছি,[১৫৮২] ২৬. তারপর ভূমিকে প্রয়োজনমত বিদীর্ণ করেছি, ২৭. অনন্তর তাতে উৎপন্ন করেছি শস্যদানা ২৮. এবং আঙুর ও আনাজ ২৯. এবং যায়তুন ও খেজুর ৩০. এবং নিবিড় ঘন বাগান -সমূহ ৩১. এবং ফলমূল ও ঘাসপাতা, ৩২. তোমাদের (ভোগের) জন্য এবং তোমাদের গবাদি পশুর (ভোগের) জন্য।

فَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّآخَّةُ ﴿٣٣﴾ يَوْمَ يَفِرُّ ٱلْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿٣٤﴾ وَأُمِّهِۦ وَأَبِيهِ ﴿٣٥﴾ وَصَٰحِبَتِهِۦ وَبَنِيهِ ﴿٣٦﴾ لِكُلِّ ٱمْرِئٍ مِّنْهُمْ
يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴿٣٧﴾ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ﴿٣٨﴾ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ﴿٣٩﴾ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿٤٠﴾ تَرْهَقُهَا
قَتَرَةٌ ﴿٤١﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجَرَةُ ﴿٤٢﴾

৩৩. তো যখন কর্ণবধিরকারী (ভয়ঙ্কর) আওয়ায এসে যাবে (তখন সে বুঝতে পারবে এমন দয়ালু রবের

[১৫৮১] কাফির তো ঈমানই আনেনি, আর মুমিন যত আমলই করুক, দাবী তো করতে পারে না যে, ইবাদতের হক আদায় করে ফেলেছে।

[১৫৮২] আমি উপর থেকে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি বর্ষণ করেছি।

প্রতি অকৃতজ্ঞতার পরিণাম।) ৩৪. (ঐআওয়ায আসবে সেদিন) যেদিন মানুষ পালাবে তার ভাই থেকে ৩৫. এবং তার আম্মা ও আব্বা থেকে ৩৬. এবং নিজের স্ত্রী ও পুত্রদের থেকে। ৩৭. (বস্তুত) সেদিন প্রতিটি ব্যক্তির জন্যই থাকবে এমন পেরেশানি, যা তাকে (অন্যদের থেকে) ব্যস্ত করে রাখবে। (তাই সবার চিন্তা হবে ইয়া নাফসী! ইয়া নাফসী!) ৩৮. সেদিন কিছু চেহারা হবে উদ্ভাসিত, ৩৯. সহাস্য, প্রফুল্ল! ৪০. আর কিছু চেহারা সেদিন, তার উপর থাকবে ধূলিমলিনতা, ৪১. সেগুলোকে লেপা দিয়ে রাখবে কলঙ্ক-কালিমা। ৪২. ওরাই হল কুফুরে লিপ্ত, পাপাচারী।

سُورَةُ التكوير ٨١؛ مكية؛ آياتها ٢٩ وركوعها ١

৮১. সূরা তাকবীর, মাক্কী, আয়াত ২৯, রুকু ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝١ وَاِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ ۝٢ وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۝٣ وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۝٤ وَاِذَا الْوُحُوْشُ
حُشِرَتْ ۝٥ وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۝٦ وَاِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ ۝٧ وَاِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُئِلَتْ ۝٨ بِاَيِّ ذَنْۢبٍ قُتِلَتْ ۝٩ وَاِذَا
الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۝١٠ وَاِذَا السَّمَآءُ كُشِطَتْ ۝١١ وَاِذَا الْجَحِيْمُ سُعِّرَتْ ۝١٢ وَاِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ ۝١٣

রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে (শুরু)

১. যখন সূর্যকে আলোহীন করা হবে, ২. আর যখন তারকাদল খসে খসে পড়বে। ৩. আর যখন পাহাড়-পর্বত চালিত করা হবে, ৪. আর যখন 'দশবতী'কে[১৫৮৩] পরিত্যক্ত করা হবে, ৫. আর যখন বন্যপশুরাও 'একত্রকৃত' হবে।[১৫৮৪] ৬. আর যখন সাগর-মহাসাগর বিক্ষুব্ধ করে তোলা হবে।[১৫৮৫] ৭. আর যখন একেক প্রকার লোককে একত্র করা হবে।[১৫৮৬] ৮. আর যখন জ্যান্ত গেড়ে ফেলা কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, ৯. কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল। ১০. আর যখন আমলনামাগুলো *'অবমুক্ত'* করা হবে। ১১. আর যখন আসমানকে *'ছালখসানো অবস্থা'* করা হবে।[১৫৮৭] ১২. আর যখন জাহান্নামকে (আরো কঠিনভাবে) প্রজ্বলিত করা হবে। ১৩. আর যখন জান্নাতকে নিকটবর্তী করা হবে–

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّآ اَحْضَرَتْ ۝١٤ فَلَآ اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ۝١٥ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ۝١٦ وَالَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ ۝١٧ وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ ۝١٨
اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ۝١٩ ذِيْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِيْنٍ ۝٢٠ مُّطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ ۝٢١

১৫৮৩ কোরআনের শব্দটি হল عشار অর্থ, দশমাসের গর্ভবতী উটনী, যা আরবের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ। অর্থাৎ কেয়ামতের ভয়াবহতা হবে এমন যে, যার কাছে যা সবচে' প্রিয় সেদিকে তাকাবার চিন্তাও কারো হবে না। 'দশবতী' শব্দটির ব্যবহার নতুন হলেও গ্রহণযোগ্য, আরবে উটের ক্ষেত্রে, এখানে গাভীর ক্ষেত্রে।

১৫৮৪ কিয়ামতের ভয়াবহতা অবচেতনভাবেই তাদের জড়ো করে ফেলবে।

১৫৮৫ বিশ্বজগতের উথালপাতাল অবস্থার অংশ হিসাবে সাগরেও ভয়ঙ্কর উচ্ছ্বাস দেখা দেবে।

১৫৮৬ কাফিরদের একস্থানে, মুমিনদের একস্থানে, নেককার ও বদকারদের আলাদা আলাদা স্থানে, এভাবে প্রত্যেক প্রকার মানুষকে আলাদা আলাদা স্থানে জড়ো করা হবে।

১৫৮৭ অর্থাৎ ছালখসানো পশুর যেমন হাড়গোশত সব বের হয়ে পড়ে, তেমনি আসমানেরও ভেতরের সবকিছু প্রকাশ হয়ে পড়বে, অর্থাৎ আসমানের বেহালদশার চরম হবে।

১৪. তখন *প্রতিটি প্রাণ* জানতে পারবে (ভালো-মন্দ) যাকিছু সে হাযির করেছে। ১৫. তো আমি জোরালো কসম করছি ঐসব তারকার, (চলার ক্ষেত্রে) যা পিছনমুখী, ১৬. যা চলতে চলতে অদৃশ্য হয়ে যায়।[১৫৮৮] ১৭. আর কসম রাতের, যখন তা গত হয় ১৮. এবং ভোরের যখন তা উদ্ভাসিত হয়: ১৯. (এতগুলো কসম করে বলছি,) সত্যি সত্যি এটি এক মহান দূতের (বহন করে আনা) বাণী, ২০. যিনি অশেষ শক্তির অধিকারী, আরশের অধিপতির নিকট অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন, ২১. যেখানে তিনি মাননীয় (এবং) সুবিশ্বস্ত।

وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ﴿٢٢﴾ وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ ﴿٢٣﴾ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ ﴿٢٤﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ ﴿٢٥﴾
فَاَيْنَ تَذْهَبُوْنَ ﴿٢٦﴾ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٧﴾ لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّسْتَقِيْمَ ﴿٢٨﴾ وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ
رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٩﴾

২২. আর (আয় আহলে মাক্কা!) তোমাদের সঙ্গী কিন্তু মাজনূন-উন্মাদ নন! ২৩. আর সুনিশ্চিত, তিনি তাঁকে (জিবরীল আমীনকে) দেখেছেন উদ্ভাসিত দিগন্তে। ২৪. আর *গায়ব* সম্পর্কে তিনি কৃপণ নন।[১৫৮৯] ২৫. আর তা কোন বিতাড়িত শয়তানের বাণীও নয়। ২৬. তো (এগুলো সব জেনেও, সত্যকে ছেড়ে) তোমরা কোথায় যাচ্ছো! ২৭. এটা তো সমস্ত জাহানের জন্য উপদেশ, ২৮. তোমাদের মধ্য হতে যারা সরল পথে অবিচল থাকতে চায় তাদের জন্য। ২৯. আর তোমরা ইচ্ছা করতে পারবে না, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা করা ছাড়া, যিনি রাব্বুল আলামীন- বিশ্বজগতের মহান প্রতিপালক।

سُورَةُ الانفطار ٨٢؛ مَكِية؛ آياتُها ١٩ وركُوعها ١

৮২. সূরা ইনফিতার, মাক্কী, আয়াত ১৯, রুকূ ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ ﴿١﴾ وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ﴿٢﴾ وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ﴿٣﴾ وَاِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ ﴿٤﴾ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا
قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ ﴿٥﴾ يٰٓاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ﴿٦﴾ الَّذِيْ خَلَقَكَ فَسَوّٰكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾ فِيْٓ اَيِّ صُوْرَةٍ
مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ﴿٨﴾

[১৫৮৮] এই বিশেষ তারকাগুলোর বিশেষ গতিবিধি ও গতিপ্রকৃতি যেহেতু আল্লাহ্‌র বিশেষ কুদরতের নিদর্শন সেহেতু এগুলোর নামে কসম করা হয়েছে।

[১৫৮৯] অহীর মাধ্যমে গায়বের যাকিছু তিনি জানেন, মানুষকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সত্য সত্য তা জানিয়ে দেন, আর যা জানেন না, তা 'জানি না' বলে নিঃসঙ্কোচে জানিয়ে দেন। গণকরা কিন্তু এমন নয়, প্রথম কথা গণকরা যা জানে তা অহীর মাধ্যমে নয়, শয়তানের মাধ্যমে। দ্বিতীয়ত তারা যা জেনেছে তাও বলে, যা জানেনি তাও বলে, তাদের কথার মধ্যে থাকে সত্যমিথ্যার বহু মিশ্রণ এবং অতি দুর্বোদ্ধতা, তদুপরি তারা এত কৃপণ যে, অর্থের 'ছাড়' ছাড়া কিছু 'ছাড়ে না'। সুতরাং নবীকে গণক বলা বড় অন্যায়।

(শুরু করছি) রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে।

১.যখন আসমান ফেটে যাবে, ২. আর যখন তারকাদল বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে (এবং ঝরে পড়বে), ৩. আর যখন সমস্ত সাগর-নদী উচ্ছ্বসিত করা হবে, ৪. আর যখন (মুরদাদের বের করে আনার জন্য) *'কবর'* এলোমেলো করা হবে।[১৫৯০] ৫. তখন *প্রতিটি প্রাণ* জানতে পারবে, কী সে সামনে পাঠিয়েছে, আর কী সে পিছনে ফেলে এসেছে।[১৫৯১] ৬. আয় (নাদান) ইনসান! কিসে তোমাকে তোমার রাব্বে কারীম সম্পর্কে প্রতারিত করেছে/ধোকায় ফেলে রেখেছে! ৭. যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাকে, অনন্তর সুঠাম করেছেন তোমাকে, অনন্তর সুসমঞ্জস করেছেন তোমাকে। ৮. যে আকৃতিতে চেয়েছেন গঠন করেছেন তোমাকে ।

كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ ۝٩ وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ ۝١٠ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ ۝١١ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ۝١٢ اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ
نَعِيْمٍ ۝١٣ وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِيْ جَحِيْمٍ ۝١٤ يَّصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ ۝١٥ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآئِبِيْنَ ۝١٦ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ۝١٧
ثُمَّ مَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ۝١٨ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْـًٔا ۝١٩ وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ۝٢٠

৯. (আমার পুনরুত্থানসক্ষমতায় সন্দেহ,) কিছুতেই (সঙ্গত) না! আসলে (হঠকারিতায়) তোমরা দ্বীনের তাকযীব করছো। ১০. অথচ সত্যি সত্যি তোমাদের উপর কিছু হিফাযতি ফিরেশতা রয়েছেন। ১১. মর্যাদাবান লেখকগণ, ১২. তারা জানেন, যা তোমরা কর। ১৩. *সত্যিসত্যি*, নেককারগণ (জান্নাতে) প্রচুর নেয়ামতে থাকবে, ১৪. আর পাপাচারীরা জাহান্নামে (কঠিন আযাবে) থাকবে, ১৫. বিচারের দিন (শেষে) তারা জাহান্নামে যাবে এবং তাতে ঝলসিত হবে। ১৬. আর তা থেকে গায়েব/উধাও হতে পারবে না। ১৭. তুমি কী জান, বিচারের দিন কী! ১৮. আবারো (বলছি), তুমি কী জান, বিচারের দিন কী! ১৯. (তা ঐ দিন) যেদিন কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তির জন্য কিছু করার ক্ষমতা রাখবে না। সমস্ত বিষয় সেদিন একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য, (তাঁরই নিয়ন্ত্রণে)।

سُورةُ المطففين ٨٣؛ مَكية؛ آياتُها ٣٦ وركُوعها ١

৮৩. সূরা মুতাফ্‌ফিফীন, মাক্কী, আয়াত ৩৬, রুকূ ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ۝١ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ۝٢ وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ۝٣ اَلَا يَظُنُّ
اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ ۝٤ لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝٥ يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٦ كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ لَفِيْ
سِجِّيْنٍ ۝٧ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا سِجِّيْنٌ ۝٨ كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ۝٩ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝١٠

[১৫৯০] আর যখন কবরগুলো উন্মোচিত/এলোমেলো/ করা হবে। যখন কবরগুলো খাবলানো হবে

[১৫৯১] সামনে পাঠানোর অর্থ তো স্পষ্ট, পিছনে ফেলে আসা মানে, আমলগুলো না করেই সে কবরে চলে গিয়েছে।

রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে (শুরু)

১. নিপাত হোক মাপে গড়বড়কারীদের, ২. যারা লোকদের থেকে যখন (নিজের হক) মেপে নেয়, পূর্ণ উশূল করে, [১৫৯২] ৩. আর যখন তাদের মেপে দেয়, বা তাদের ওজন করে দেয় তখন তাদের ঠকিয়ে দেয়।[১৫৯৩] ৪. আচ্ছা, ওরা কি ভাবে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে, ৫. এক মহাদিনে। ৬. যেদিন সমস্ত মানুষ *রাব্বুল আলামীনের* সামনে দাঁড়াবে। ৭. (তাদের চিন্তা ও আচরণ তো সঙ্গত না), কিছুতেই না। পাপাচারী (কাফির)দের আমলনামা থাকবে সিজ্জীনে। ৮. তুমি কী জান, সিজ্জীন কী![১৫৯৪] ৯. তা এক (সুরক্ষিত উপায়ে) লেখা আমলনামা। ১০. সেদিন মহাসর্বনাশ (সত্যের প্রতি) তাকযীবীদের জন্য–

الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۝١١ وَمَا يُكَذِّبُ بِهٖٓ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ۝١٢ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۝١٣
كَلَّا بَلْ ۜ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝١٤ كَلَّآ اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ ۝١٥ ثُمَّ اِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيْمِ ۝١٦
ثُمَّ يُقَالُ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ۝١٧

১১. যারা বিচারের দিনের তাকযীব করে, ১২. আর ঐদিনের তাকযীব (কেউ) করে না, তবে প্রত্যেক সীমালঙ্ঘনকারী, পাপাচারী। ১৩. আর যখন তার সামনে আমার আয়াতসমস্ত তেলাওয়াত করা হয় তখন (বড় ঔদ্ধত্যের সঙ্গে) বলে, এগুলো তো আদিপুরুষদের কল্পকাহিনী। ১৪. কিছুতেই না, বরং (তাদের তাকযীবের আসল কারণ,) যাকিছু (কামকর্ম) তারা করেছে তা তাদের কলবে মরিচা চড়িয়ে দিয়েছে। ১৫. (তাদের কিসমত ভালো না) কিছুতেই না। (কারণ) *সত্যিসত্যি* সেদিন তারা তাদের রব্ থেকে (তাঁর দীদার থেকে) বঞ্চিত হবে।[১৫৯৫] ১৬. তারপর তারা জাহান্নামে যাবে এবং (তাতে) ঝলসিত হবে। ১৭. তারপর (আযাবের কষ্ট বাড়িয়ে দেয়ার জন্য তাদের) বলা হবে, এ তো ঐ আযাব যার তাকযীব তোমরা করতে।

كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْاَبْرَارِ لَفِيْ عِلِّيِّيْنَ ۝١٨ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا عِلِّيُّوْنَ ۝١٩ كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ۝٢٠ يَّشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ ۝٢١ اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ
نَعِيْمٍ ۝٢٢ عَلَى الْاَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ ۝٢٣ تَعْرِفُ فِيْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ ۝٢٤ يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ ۝٢٥ خِتٰمُهٗ مِسْكٌ ۭ وَ
فِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ ۝٢٦

১৮. (মুত্তাকীনের অবস্থা তাদের মত হবে না), কিছুতেই না। নেককারদের আমলনামা তো *সত্যিসত্যি* ইল্লিয়ীনে হবে।[১৫৯৬] ১৯. আর তুমি কী জানো, ইল্লিয়ীন কী! ২০. তা এক আমলনামা (সুরক্ষিত উপায়ে) লেখা, ২১. যা প্রত্যক্ষ করে (আল্লাহ্‌র) সান্নিধ্যপ্রাপ্ত (ফিরেশতা)গণ। ২২. নেককারগণ থাকবে (জান্নাতে) প্রচুর নেয়ামতের মধ্যে। ২৩. আরামদায়ক আসনে (বসে) তারা তাকাবে (সর্বসৌন্দর্যের দিকে)। ২৪.

[১৫৯২] বক্তব্যের আবহ রক্ষা করে তরজমা, 'যখন (নিজের হক) মেপে নেয়, তখন কড়া মাপ দেয়..

[১৫৯৩] আর যখন তাদের মেপে বা ওজন করে দেয় তখন কমিয়ে/ক্ষতি করে দেয়।

[১৫৯৪] অর্থাৎ সিজ্জীনে রক্ষিত আমলনামা। সিজ্জীন অর্থ কারাগার বা অতি জঘন্য স্থান। কাফিরদের (এবং বদকারদের) রূহ সেখানে রাখা হয়, তাদের আমলনামাও সেখানেই রক্ষিত করা হয়।

[১৫৯৫] সেদিন তাদেরকে তাদের রবের দীদার থেকে বাঁধাগ্রস্ত করা হবে।

[১৫৯৬] ইল্লিয়ীন অর্থ প্রাসাদ, বালাখানা, বা অতি মনোরম স্থান। নেককার মুমিনদের রূহ সেখানে রাখা হয়, তাদের আমলনামাও সেখানেই রক্ষিত করা হয়।

(আয় মোখাতাব!) তুমি তাদের চেহারায় স্বাচ্ছন্দ্যের/প্রাচুর্যের/নেয়ামতভোগের সজীবতা দেখতে/চিনতে পাবে। ২৫. তাদের পান করানো হবে মোহরকরা বিশুদ্ধ পানীয় হতে। ২৬. তার মোহর হবে মিশক। তো তা নিয়েই যেন প্রতিযোগিতাকারীরা প্রতিযোগিতা করে।

وَمِزَاجُهٗ مِنْ تَسْنِيْمٍ ۝ عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ ۝ وَ
اِذَا مَرُّوْا بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ ۝ وَ اِذَا انْقَلَبُوْٓا اِلٰٓى اَهْلِهِمُ انْقَلَبُوْا فَكِهِيْنَ ۝ وَ اِذَا رَاَوْهُمْ قَالُوْٓا اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ
لَضَآلُّوْنَ ۝ وَمَآ اُرْسِلُوْا عَلَيْهِمْ حٰفِظِيْنَ ۝

২৭. আর তার মিশ্রণ (হবে) তাসনীম হতে।[১৫৯৭] ২৮. তা ঐ-ঝর্ণা, যার পানি পান করবে (আল্লাহ্‌র) সান্নিধ্যপ্রাপ্ত বান্দাগণ। ২৯. (দুনিয়াতে) যারা অপরাধে লিপ্ত থেকেছে, তারা আহলে ঈমানকে নিয়ে (উপহাসের হাসি) হাসতো। ৩০. আর যখন তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করত তখন পরস্পর চোখ টিপতো/চোখে টিপ্পনি কাটতো। ৩১. আর যখন আপন পরিবারবর্গের কাছে ফিরে যেতো তখন খুব উৎফুল্ল অবস্থায় ফিরে যেতো। ৩২. আর যখন নেককারদের দেখতো তখন বলতো, এরা তো সত্যি পথভ্রষ্ট! ৩৩. (মুমিনীনকে নিয়ে তাদের এত ব্যতিব্যস্ততা কী জন্য ছিল!) অথচ তাদেরকে তো তাদের উপর পাহাদার করে পাঠানো হয়নি!

فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ ۝ عَلَى الْاَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ ۝ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ۝

৩৪. তো যারা ঈমান এনেছে তারা আজ কাফিরীনের প্রতি হাস্য করবে। ৩৫. আরামদায়ক আসনে (বসে তাদের দুর্গতির দিকে) তাকাবে ৩৬. কাফিরীন যাকিছু করেছে তার প্রতিফল কি তারা পেয়েছে!

سُورَةُ الانشقاق ٨٤؛ مَكِية؛ آياتُها ٢٥ وركُوعها ١

৮৪. সূরা ইনশিকাক, মাক্কী, আয়াত ২৫, রুকূ ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ ۝ وَ اَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝ وَ اِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ ۝ وَ اَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ ۝ وَ اَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَ
حُقَّتْ ۝ يٰٓاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلٰقِيْهِ ۝ فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ ۝ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ
حِسَابًا يَّسِيْرًا ۝ وَّ يَنْقَلِبُ اِلٰٓى اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ۝

রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে (শুরু)

১. যখন আসমান খণ্ডিত হবে, ২. আর সে তার রবের আদেশ শুনে তা পালন করবে, আর (তার জন্য

[১৫৯৭] তাসনীম হল জান্নাতের বিশেষ ঝর্ণা, যার পানি অত্যন্ত স্বাদু। তো শরাবে তাসনীমের পানির মিশ্রণ তাতে স্বাদের অন্যরকম মাত্রা এনে দেবে।

তো) তা অনিবার্য। ৩. আর যখন ভূমি সম্প্রসারিত করা হবে, ৪. আর ভূমি তার ভিতরে যা (মুরদার) আছে তা নিক্ষেপ করবে এবং খালি হয়ে যাবে,[১৫৯৮] ৫. আর সে তার রবের আদেশ শুনে তা পালন করবে, আর (তার জন্য তো) তা অনিবার্য। (এভাবে হাশর হবে, আর মানুষ আমলনামা দেখতে পাবে)। ৬. আয় ইনসান! তুমি তো তোমার রবের কাছে পৌঁছা পর্যন্ত নিরন্তর পরিশ্রম করেই যাবে (পুণ্যকর্মে বা পাপকর্মে)। এমনকি তুমি তাঁর সম্মুখীন হবে[১৫৯৯]। ৭. তো যাকে আমলনামা তার *ডানহাতে* দেয়া হবে ৮. তার হিসাব কিন্তু নেয়া হবে সহজ হিসাব, ৯. আর সে (জান্নাতে) তার (জান্নাতী) পরিবারে খুশী খুশী গমন করবে।[১৬০০]

وَ اَمَّا مَنْ اُوْتِیَ كِتٰبَهٗ وَرَآءَ ظَهْرِهٖ ۙ﴿۱۰﴾ فَسَوْفَ یَدْعُوْا ثُبُوْرًا ۙ﴿۱۱﴾ وَّ یَصْلٰى سَعِیْرًا ؕ﴿۱۲﴾ اِنَّهٗ كَانَ فِیْۤ اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ۚ﴿۱۳﴾ اِنَّهٗ ظَنَّ
اَنْ لَّنْ یَّحُوْرَ ؕ﴿۱۴﴾ بَلٰۤى ۚ اِنَّ رَبَّهٗ كَانَ بِهٖ بَصِیْرًا ؕ﴿۱۵﴾ فَلَاۤ اُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ۙ﴿۱۶﴾ وَ الَّیْلِ وَ مَا وَسَقَ ۙ﴿۱۷﴾ وَ الْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ ۙ﴿۱۸﴾
لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ؕ﴿۱۹﴾

১০. পক্ষান্তরে যার আমলনামা দেয়া হবে তার পিঠের পিছনে, ১১. তো অবশ্যই সে মৃত্যুকে ডাকবে, ১২. আর সে দাউ দাউ আগুনে (যাবে এবং) ঝলসিত হবে। ১৩. (দুনিয়াতে) সে তো তার পরিবারে খুব আনন্দিত ছিল। ১৪. সে তো ধারণা করেছিল, কিছুতেই সে (আল্লাহ্‌র কাছে) ফিরে যাবে না। ১৫. অবশ্যই, (ফিরতে তাকে হবেই, কারণ) তার রব্ তো তার বিষয় অবলোকন করছিলেন। ১৬. তো কসম করছি সন্ধ্যার দিগন্ত লালিমার! ১৭. আর (কসম করছি) রাতের এবং ঐসব কিছুর যা রাত জড়ো করে, ১৮. আর চাঁদের যখন তা ভরাট হয় (এবং ভরা পূর্ণিমা আসে), ১৯. অবশ্যই তোমরা (বয়সের এবং চিন্তার) ধাপ থেকে ধাপে উত্তীর্ণ হতে থাকবে/আরোহণ করতে থাকবে।

فَمَا لَهُمْ لَا یُؤْمِنُوْنَ ۙ﴿۲۰﴾ وَ اِذَا قُرِئَ عَلَیْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا یَسْجُدُوْنَ ؕ﴿۲۱﴾ بَلِ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا یُكَذِّبُوْنَ ۘ﴿۲۲﴾ وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا
یُوْعُوْنَ ۖ﴿۲۳﴾ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِیْمٍ ۙ﴿۲۴﴾ اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَیْرُ مَمْنُوْنٍ ؕ﴿۲۵﴾

২০. তো তাদের কী হল যে, (তাদের নিজেদের মধ্যেও কুদরতের এমন নিশান দেখেও) তারা ঈমান আনে না! ২১. আর যখন তাদের সামনে কোরআন পড়া হয় তখন তারা সিজদা করে না! ২২. বরং যারা কুফুর করে তারা তো (কোরআনের হক্কানিয়াতকেই) তাকযীব করে। ২৩. আর তারা (অন্তরে) যাকিছু জমা করছে, আল্লাহ্ (তা) খুব জানেন। ২৪. সুতরাং (আয় পেয়ারে নবী!)

[১৫৯৮] সম্প্রসারিত করা হবে (রাবারের মত, যাতে শুরু থেকে শেষ সমস্ত মানুষের সেখানে সঙ্কুলান হয়। নিক্ষেপ করবে, অর্থাৎ উগরে দেবে। খালি হয়ে যাবে, অর্থাৎ ভিতরে আর কোন মুরদার থাকবে না।

[১৫৯৯] রবের কাছে পৌঁছা পর্যন্ত, মানে মৃত্যু পর্যন্ত। তাঁর সম্মুখীন, রবের সম্মুখীন। অথবা তার সম্মুখীন, আমলনামা ও কর্মের প্রতিফলের সম্মুখীন। জীবনের কী জীবন্ত বাস্তবতা! এবং জীবনের কী অনিবার্য পরিণতি! তবু কী মর্মান্তিক গাফলত! আল্লাহ্ যেন বোধোদয় দান করেন, আল্লাহ্ যেন তাওফীক দান করেন, আমীন।

[১৬০০] খুশী খুশী, আগে ছিল 'আনন্দিত অবস্থায়', প্রথমটি মূল আবহের সঙ্গে অধিক সঙ্গতিপূর্ণ। জান্নাতি পরিবার মানে, হূর গেলমান এবং স্ত্রী সন্তান ও অন্যান্য যারা জান্নাতী হয়েছে। নারীর ক্ষেত্রে জান্নাতী স্বামী-সন্তান, ফিরেশতা গেলমান এবং অন্যান্য জান্নাতী নারী। উল্লেখ্য আহলে জান্নাত একপরিবারের মত হবে।
সহজ হিসাব মানে, আমলনামা দেখা হবে, প্রশ্ন করা হবে না। প্রশ্ন করা মানেই বরবাদি।

আপনি তাদের যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দিন। ২৫. তবে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমলে নিয়োজিত থেকেছে তাদের জন্য রয়েছে অনিঃশেষ পুরস্কার।

سُورَةُ البروج ٨٥؛ مكية؛ آياتها ٢٢ وركوعها ١

৮৫. সূরাতুল বুরূজ, মাক্কী, আয়াত ২২, রুকূ ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ۝١ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ ۝٢ وَشَاهِدٍ وَّمَشْهُوْدٍ ۝٣ قُتِلَ اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ ۝٤ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ ۝٥ اِذْ
هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ ۝٦ وَّهُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ ۝٧

রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে (শুরু)

১. কসম বুরূজবিশিষ্ট আসমানের,[১৬০১] ২. আর প্রতিশ্রুত দিনের ৩. এবং শাহিদ ও মাশহূদের।[১৬০২] ৪. হালাক হোক খন্দকওয়ালারা,[১৬০৩] ৫. ইন্ধনপূর্ণ আগুনওয়ালারা, ৬. যখন তারা বসা ছিল পরিখা ও আগুনের চারপাশে, ৭. এ অবস্থায় যে, *রাজশক্তি* মুমিনীনের সঙ্গে যাকিছু করছিল তা তারা প্রত্যক্ষ /উপভোগ করছিল।

وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّآ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۝٨ الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ
شَهِيْدٌ ۝٩ اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ ۝١٠

৮. আর তারা তাদের সাজা দিচ্ছিলো শুধু এ কারণে যে, তারা ঈমান এনেছিল আল্লাহ্‌র প্রতি, যিনি মহাপরাক্রমশালী, চিরপ্রশংসিত; ৯. একমাত্র যার জন্য রয়েছে আসমানসমস্তের এবং যমীনের রাজত্ব/নিয়ন্ত্রণ। আর আল্লাহ্ সমস্ত কিছুর উপর সাক্ষী। ১০. যারা মুমিনীন ও মুমিনাতকে নির্যাতন করেছে, তারপর তাওবা করেনি, তো তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব এবং তাদের জন্য রয়েছে আগুনে জ্বলার আযাব।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ ۝١١ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ

[১৬০১] বুরূজ, এর সাধারণ অর্থ দুর্গ। এখানে হয়ত আসমানের ঐসব স্থান উদ্দেশ্য যেখানে প্রহরী ফিরেশতাগণ অবস্থান করেন। আসল ইলম তো আল্লাহ্‌রই কাছে। তবে সৌরজাগতিক সীমাবদ্ধ অর্থ গ্রহণ করা হয়ত ঠিক নয়।

[১৬০২] এই কোরআনি শব্দদু'টির বিভিন্ন ব্যাখ্যা হতে পারে, তাই শব্দদু'টির বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হয়নি। সবচে' গ্রহণযোগ্য অর্থ হল, শাহিদ (উপস্থিত) মানে হল মানুষ যারা হাশরের ময়দানে আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত হবে। আর কেয়ামতের দিনটি হল মাশহূদ (যাতে কেউ উপস্থিত হয়)

[১৬০৩] ভিন্ন তরজমা, 'ধ্বংস হোক অগ্নিপরিখা খননকারীরা; জ্বালানীপূর্ণ অগ্নি প্রজ্বলনকারীরা।' পূর্বযুগে একযালিম বাদশাহ অবিচল ঈমানের অধিকারী এক মুমিনকে এবং তাঁকে উপলক্ষ করে মুমিনীনকে পুড়িয়ে মারার জন্য পরিখা খনন করে তাতে আগুন জ্বেলেছিলো, সেদিকে ইঙ্গিত। বিস্তারিত তাফসীরের কিতাবে।

لَشَدِيدٌ ﴿١٢﴾ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ ﴿١٣﴾ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ﴿١٤﴾ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴿١٥﴾ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٦﴾

১১. বস্তুত যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমলে নিয়োজিত থেকেছে তাদের জন্য (জান্নাতে) রয়েছে এমন বাগবাগিচা, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় নহর-নালা। সেটাই বিরাট সফলতা। ১২. আপনার রবের পাকড় সত্যি সত্যি, অত্যন্ত কঠিন। ১৩. তিনিই তো সৃষ্টি করেন (মানুষকে) প্রথমবার, আর তিনিই (মানুষকে) পুনরায় সৃষ্টি করবেন। ১৪. আর তিনিই পরম ক্ষমাশীল, পরম মমতাবান। ১৫. আরশের মহামর্যাদাবান অধিপতি। ১৬. তিনি যা ইচ্ছা করেন তা করেন।[১৬০৪]

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ﴿١٧﴾ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ﴿١٨﴾ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ﴿١٩﴾ وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِم مُّحِيطٌ ﴿٢٠﴾ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ﴿٢١﴾ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ﴿٢٢﴾

১৭. আপনার কাছে কি পৌঁছেছে লশ্‌করের ঘটনা! ১৮. ফির'আউন ও ছামূদের (লশ্‌করের) ১৯. (কত কঠিন ছিল তাদের পরিণতি! তা থেকে তো পরবর্তীদের শিক্ষা নেয়া কর্তব্য ছিল, কিন্তু না!) বরং যারা কুফুর করেছে তারা তো (সত্যের প্রতি) তাকযীবেই লিপ্ত। ২০. অথচ আল্লাহ্ তাদের পিছন থেকে (তাদের) বেষ্টন করে আছেন। ২১. (তাদের তাকযীবে কোরআনের কী ক্ষতি!) বরং তা তো মহিমাপূর্ণ কোরআন, ২২. লাওহে মাহফূযে লিপিবদ্ধ।

سُورَةُ الطارق٨٦؛ مَكية؛ آياتُها ١٧ وركُوعها١

৮৬. সূরা তারিক, মাক্কী, আয়াত ১৭, রুকূ ১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ﴿١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ﴿٢﴾ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ﴿٣﴾ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴿٤﴾ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴿٥﴾ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ ﴿٦﴾ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ﴿٧﴾ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ﴿٨﴾ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ﴿٩﴾ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ﴿١٠﴾

রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে (শুরু)

১. কসম আসমানের এবং রাতে আগমনকারীর।[১৬০৫] ২. আর কী জানেন আপনি, রাতে আগমনকারী কী? ৩. উজ্জ্বল তারকা। ৪. এমন কোন ব্যক্তি নেই যার উপর নিযুক্ত নেই (তার আমলের) হিফাযতী ফিরেশতা। ৫.তো মানুষ যেন (নিজের আমলের ফিকির করে, আর আখেরাতমুখী হওয়ার জন্য) চিন্তা করে দেখে, কী থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে! ৬. তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি

[১৬০৪] তিনি যা ইচ্ছা করেন, করতে পারেন, তাকে বাধা দেয়ার কেউ নেই।

[১৬০৫] তারিক মানে রাতের আগমনকারী, এখানে উদ্দেশ্য উজ্জ্বল তারকা, যা শুধু রাতেই দেখা যায়, পরবর্তী আয়াতে এর ব্যাখ্যা রয়েছে। বিকল্প তরজমা, কসম আসমানের এবং রাতে আত্মপ্রকাশকারী জ্যোতিষ্কের।

(শুক্রবিন্দু) দ্বারা, ৭. যা নির্গত হয় পৃষ্ঠদেশ ও পঞ্জরাস্থির মধ্য হতে। ৮. (তো এতে প্রমাণিত হয় যে,) *সত্যিসত্যি* তিনি তাকে ফিরিয়ে আনতে/তার পুনরুত্থানে সক্ষম। ৯. (আর এই পুনরুত্থান সেদিনই হবে) যেদিন সমস্ত কথা ও কাজ প্রকাশ করা হবে/পরীক্ষা করে দেখা হবে (এবং হিসাব হবে, জাযা ও সাজা হবে)। ১০. তো (সেদিন) মানুষের জন্য না (নিজস্ব) কোন শক্তি হবে, না কোন সাহায্যকারী হবে।

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ﴿١١﴾ وَالْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ﴿١٢﴾ اِنَّهٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ﴿١٣﴾ وَّمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ﴿١٤﴾ اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا ﴿١٥﴾ وَّ
اَكِيْدُ كَيْدًا ﴿١٦﴾ فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ﴿١٧﴾

১১. কসম আসমানের যেখান থেকে বৃষ্টি হয় [১৬০৬]১২. এবং যমীনের (বৃষ্টির পর বীজ থেকে অঙ্কুর নির্গত হওয়ার সময়) যা ফেটে যায়, (এই কঠিন কসমের পর বলছি), ১৩. *সত্যিসত্যি* এ কোরআন (হক ও বাতিলের মধ্যে) চূড়ান্ত মীমাংসাকারী বাণী,[১৬০৭] ১৪. আর এটি কোন অহেতুক বাণী নয়। ১৫. (সত্যকে নির্মূল করার জন্য) তারা তো বিভিন্ন তদবীর/কৌশল করছে, ১৬. আমিও (সত্যকে রক্ষা করার জন্য) বিভিন্ন তদবীর/কৌশল করছি। ১৭. (আর বলাবাহুল্য যে, আমার তদবীর ও কৌশলই জয়ী হবে) তো (আয় পেয়ারে নবী! কাফিরদের আচরণে উচ্চারণে আপনি পেরেশান হবেন না, এবং দ্রুত আযাব কামনা করবেন না, বরং) কাফিরীনকে আপনি অবকাশ দিন, কিছু সময় তাদের মুহলত দিন।

سُورةُ الأعلى ٨٧؛ مَكية؛ آياتُها ١٩ وركُوعها ١

৮৭. সূরাতুল আ'লা, মাক্কী, আয়াত, ১৯ রুকূ ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى ﴿١﴾ الَّذِيْ خَلَقَ فَسَوّٰى ﴿٢﴾ وَالَّذِيْ قَدَّرَ فَهَدٰى ﴿٣﴾ وَالَّذِيْ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى ﴿٤﴾ فَجَعَلَهٗ غُثَآءً
اَحْوٰى ﴿٥﴾ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰى ﴿٦﴾ اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفٰى ﴿٧﴾ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى ﴿٨﴾

রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে (শুরু)

১. (আয় পেয়ারে নবী!) আপনার রবের নামে তাসবীহ করুন, যিনি সর্বোচ্চ, ২. যিনি সৃষ্টি করেছেন (সবকিছু) এবং সুঠাম করেছেন ৩. এবং (সবকিছুকে) যিনি (একবিশেষ) পরিমিতি দান করেছেন এবং (তার উপযোগী কর্মপন্থার দিকে) পথ দেখিয়েছেন। ৪. আর যিনি (ভূমি থেকে সবুজ) চারা/তৃণ উদ্গত করেছেন। ৫. তারপর (যথাসময়ে যথানিয়মে) তাকে কালো আবর্জনায় পরিণত করেছেন।[১৬০৮] ৬. (আয় পেয়ারে নবী! কোরআনের সংরক্ষণের বিষয়ে আপনার অস্থিরতা কেন? আমি তো ওয়াদা করছি যে,

---

[১৬০৬] এটি হযরত থানবী রহ.র সরল তরজমা। আয়াতের শব্দানুগ তরজমা, 'শপথ বর্ষণমুখী/বর্ষণকারী আকাশের', অথবা, সপথ বৃষ্টির উৎস আকাশের/মেঘের (তাকী উছমানী মু.)

[১৬০৭] কোরআন যেমন হক ও বাতিলের মাঝে চূড়ান্ত ফায়ছালাকারী, তেমনি তা নিজস্ব অলৌকিকত্বের গুণ দ্বারা এ বিষয়ে চূড়ান্ত ফায়ছালাকারী যে, তা আল্লাহ্‌র কালাম কি না!

[১৬০৮] প্রতিটি বস্তুর স্বাভাবিক পরিণতির কথা বলা হয়েছে যে, প্রথমে সুন্দর থাকে, সবুজ সজীব ও আকর্ষণীয়, তারপর শুরু হয় ক্রমাবনতি, শেষে একেবারে জরাজীর্ণ দশায়, বিলকুল আবর্জনায় পরিণত হয়।

যখন যে পরিমাণ নাযিল করব,) আমি অবশ্যই আপনাকে (তা) পাঠ করাবো (এবং সুদৃঢ়ভাবে তা মুখস্থ ও স্মৃতিস্থ করাবো,) ফলে (কখনো তা) আপনি ভোলবেন না, ৭. তবে যে অংশের ভুলে যাওয়া আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন।[১৬০৯] তিনি তো জানেন প্রকাশ্য বিষয় এবং যাকিছু গোপন থাকে (তাও)। ৮. আর আসান শরী'আতের অনুসরণ আপনার জন্য সহজ করে দেব।

فَذَكِّرْ إِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى ۝٩ سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى ۝١٠ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ۝١١ الَّذِيْ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرٰى ۝١٢ ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ۝١٣

৯. তো (লোকজনকে) আপনি উপদেশ দিতে থাকুন, যদি উপদেশ উপকার দান করে।[১৬১০] ১০. যে (আল্লাহ্কে) ভয় করে সে অবশ্যই উপদেশ নেবে, ১১. তা এড়িয়ে যাবে শুধু চরম দুর্ভাগা, ১২. যে সর্বভয়ঙ্কর আগুনে ঝলসিত হবে। ১৩. তারপর সে তাতে না মরবে, আর না বাঁচবে।

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ۝١٤ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ۝١٥ بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۝١٦ وَالْأٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّأَبْقٰى ۝١٧ إِنَّ هٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُوْلٰى ۝١٨ صُحُفِ إِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى ۝١٩

১৪. নিশ্চিত, কৃতকার্য হয়েছে যে (কোরআনের উপদেশ শুনে ভ্রান্ত আকীদা, ভ্রান্ত আখলাক ও ভ্রান্ত আমল থেকে) পবিত্রতা/বিশুদ্ধতা অর্জন করেছে। ১৫. আর আপন রবের নাম (মুখে ও অন্তরে) স্মরণ করেছে, আর ছালাত আদায় করেছে। ১৬. (কিন্তু আয় আহলে বাতিল, তোমরা তো কোরআনের উপদেশ গ্রহণ কর না,) বরং দুনিয়ার জীবনকেই প্রাধান্য দাও, ১৭. অথচ আখেরাতই হল সর্বোত্তম ও সর্বস্থায়ী। ১৮. (এ যেমন কোরআনের কথা তেমনি) *সত্যিসত্যি* তা রয়েছে পূর্ববর্তী ছহীফাসমস্তেও, ১৯. ইবরাহীম ও মূসার ছহীফাসমস্তেও।

سُورَةُ الغاشية٨٨؛ مَكية؛ آياتُها ٢٦ وركُوعها ١

৮৮. সূরাতুল গাশিয়াহ, মাক্কী, আয়াত ২৬, রুকূ ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

هَلْ أَتٰكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ۝١ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ۝٢ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۝٣ تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ۝٤ تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ۝٥ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ۝٦ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِيْ مِنْ جُوْعٍ ۝٧ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ۝٨ لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ۝٩

[১৬০৯] আর আল্লাহ্ কখনো তা ইচ্ছা করবেন না। আল্লাহ্র নবী সবসময় পেরেশান থাকতেন যেন কোরআনের কোন অংশ ভুলে না যান। তো এখানে আল্লাহ্ তাঁর পেয়ারা হাবীবকে এ বিষয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছেন ।

[১৬১০] এটি পরিহারমূলক শর্ত নয়, জোরালোতাজ্ঞাপক শর্ত। অর্থাৎ সর্বাবস্থায় উপদেশ দিতে থাকুন। উপদেশ তো সর্বাবস্থায় উপকারী। অন্তত উপদেশদাতার জন্য তো বটেই, এমন কি যাকে উপদেশ দেয়া হয়, অনেক সময় সে উপদেশ গ্রহণ না করলেও উপদেশের সুপ্রভাব অন্যদের মধ্যে দেখা দেয়, এমনকি পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যেও, যার কারণে আহলে তায়েফের জন্য বদদু'আ করা হয়নি।

রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে (শুরু)

১. (আয় পেয়ারে নবী!) আপনার কাছে কি পৌঁছেছে (বিশ্বজগতের সবকিছু) আচ্ছন্নকারী ঘটনার খবর, (যার নাম কেয়ামত)! ২. সেদিন কিছু চেহারা থাকবে (লজ্জায় অনুতাপে) অবনত, ৩. (এবং ভয়ে আতঙ্কে) বিপর্যস্ত, বিধ্বস্ত। ৪. তারা ঝলসিত হবে জ্বলন্ত আগুনে। ৫. তাদের পান করানো হবে ফুটন্ত ঝর্ণা হতে ৬. তাদের জন্য *কাঁটা-গুল্ম* ছাড়া আর কোন খাবার থাকবে না, ৭. যা তাদের না করবে মোটাতাজা, না বাঁচাবে ক্ষুধা থেকে। ৮. সেদিন কিছু চেহারা হবে আনন্দোজ্জ্বল। ৯. (দুনিয়ার জীবনে) নিজেদের (আমলের) চেষ্টামেহনতের কারণে তারা হবে সন্তুষ্ট।

فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿١٠﴾ لَّا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً ﴿١١﴾ فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ﴿١٢﴾ فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ ﴿١٣﴾ وَّاَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ ﴿١٤﴾
وَّنَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ ﴿١٥﴾ وَّزَرَابِيُّ مَبْثُوْثَةٌ ﴿١٦﴾ اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٧﴾ وَاِلَى السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٨﴾
وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿١٩﴾ وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿٢٠﴾

১০. (তারা থাকবে) আলিশান জান্নাতে। ১১. সেখানে তারা কোনপ্রকার বেহুদা/অযথা কথা শোনবে না। ১২. তাতে থাকবে প্রবহমান ঝর্ণা। ১৩. তাতে থাকবে উঁচু উঁচু পালঙ্ক। ১৪. সুন্দর করে রাখা বহু পানপাত্র ১৫. এবং সারি সারি কোমল তাকিয়া ১৬. এবং বিছিয়ে রাখা গালিচা ১৭. (সাজিয়েছি আমি এত এত নেয়ামতের জান্নাত, আর তারা কি না অস্বীকার করে আখেরাত!) আচ্ছা, তারা কি তাকায় না উটের দিকে, কীভাবে তা সৃষ্টি করা হয়েছে! ১৮. এবং আসমানের দিকে, কীভাবে তা উঁচু করা হয়েছে! ১৯. এবং পাহাড়পর্বতের দিকে, কীভাবে তা স্থাপন করা হয়েছে! ২০. এবং ভূমির দিকে, কীভাবে তা সমতল করে বিছানো হয়েছে!

فَذَكِّرْ ۗ اِنَّمَآ اَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢١﴾ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ﴿٢٢﴾ اِلَّا مَنْ تَوَلّٰى وَكَفَرَ ﴿٢٣﴾ فَيُعَذِّبُهُ اللّٰهُ الْعَذَابَ الْاَكْبَرَ ﴿٢٤﴾
اِنَّ اِلَيْنَآ اِيَابَهُمْ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴿٢٦﴾

২১. তো (আয় পেয়ারে রাসূল!) উপদেশ দিতে থাকুন (তাদের)। আপনি তো উপদেশদাতামাত্র। ২২. আপনি তো তাদের উপর ক্ষমতাপ্রয়োগকারী নন।[১৬১১] ২৩. তবে যে মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং কুফুর করবে, ২৪. তো আল্লাহ্‌ তাকে আযাব দেবেন সবচে' বড় আযাব। ২৫. সত্যি আমারই দিকে হবে তাদের আগমন। ২৬. তারপর আমারই উপর বর্তাবে তাদের হিসাবের দায়িত্ব।

سُورَةُ الفجر ٨٩؛ مَكية؛ آياتُها ٣٠ وركُوعها ١

৮৯. সূরাতুল ফজ্‌র, মাক্কী, আয়াত ৩০, রুকূ ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْفَجْرِ ﴿١﴾ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴿٢﴾ وَّالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ﴿٣﴾ وَالَّيْلِ اِذَا يَسْرِ ﴿٤﴾ هَلْ فِيْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِيْ حِجْرٍ ﴿٥﴾ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ

[১৬১১] বলপ্রয়োগ করে তাদেরকে ঈমানের পথে আনা আপনার কাজ নয়।

رَبُّكَ بِعَادٍ ۝٦ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۝٧ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ۝٨ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۝٩ وَفِرْعَوْنَ ذِي
الْأَوْتَادِ ۝١٠ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ۝١١ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ۝١٢ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۝١٣ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ۝١٤

রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে (শুরু)

১. কসম ফজরের (সময়ের) ২. এবং (যিলহজ্বের বড় ফযীলতী) দশরাতের ৩. এবং (যিলহজ্বের) জোড় (দশম) তারিখের এবং বেজোড় (নবম) তারিখের। ৪. এবং (কসম) রাতের, যখন তা গত হতে শুরু করে। ৫. (সময়ের এতগুলো কসম করে বলছি, আখেরাতের জাযা-সাজা, শাস্তি ও পুরস্কার অবশ্যম্ভাবী।) একজন বিবেকবানের (বিশ্বাস উদ্রেকের) জন্য ঐসব কসম কি যথেষ্ট নয়! ৬. তুমি কি দেখোনি, কেমন আচরণ করেছেন তোমার রব্ কাউমে আদের সঙ্গে! ৭. উঁচু উঁচু খুঁটির অধিকারী ইরামের সঙ্গে, ৮. (শক্তিতে সম্পদে) যাদের তুল্য (কোন জনগোষ্ঠী দুনিয়ার) শহরে জনপদে সৃষ্টি করা হয়নি। ৯. এবং (কেমন আচরণ করেছেন) ছামূদের সঙ্গে যারা (হিজাযের) ওয়াদিলকোরায় পাথর চাঁছাছোলা করত, (আর বড় বড় ভবন তৈরী করত) ১০. এবং (কেমন আচরণ করেছেন) কীলকওয়ালা ফের'আউনের সঙ্গে,[১৬১২] ১১. যারা (মানুষের) জনপদগুলোতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছে, ১২. অনন্তর সেখানে ব্যাপক ফাসাদ সৃষ্টি করেছে। ১৩. ফলে আপনার রব্ তাদের উপর আযাবের চাবুক আছড়ে ফেলেছেন। ১৪. *সত্যিসত্যি* আপনার রব্ (সবাইকে) নযরে রেখেছেন।

فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ۝١٥ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ
فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ۝١٦ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ۝١٧ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۝١٨ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا
لَّمًّا ۝١٩ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ۝٢٠

১৫. তো মানুষ, যখন তার রব্ তাকে পরীক্ষা করেন, সেজন্য তাকে (খুব) মর্যাদা দেন এবং (খুব) নেয়ামত দেন তখন সে (শোকর ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে নয়, উল্লাস ও দম্ভের সঙ্গে) বলে, আমার রব্ তো আমাকে সম্মানিত করেছেন! ১৬. পক্ষান্তরে যখন তিনি তাকে পরীক্ষা করেন, তাই তার উপর রিযিক সঙ্কুচিত করেন তখন সে বলে, আমার রব্ তো আমাকে অসম্মানিত করেছেন![১৬১৩] ১৭. (এ চিন্তা ঠিক না,) কিছুতেই না, (আসলে তোমাদের আমি অসম্মানিত করিনি,) বরং তোমরা(ই) এতীমকে সম্মান কর না, (সেই অসম্মান তোমাদের কাছে ফিরে আসে), ১৮. আর তোমরা মিসকীনকে আহার দানের জন্য পরস্পর উদ্বুদ্ধ কর না, (সেই ক্ষুধা-অনাহার তোমাদের জীবনে আরোপিত হয়)। ১৯. আর তোমরা মীরাছের মাল বেমালুম খেয়ে ফেল। ২০. আর ধনসম্পদ সীমাহীন ভালোবাসো।

كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۝٢١ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۝٢٢ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ

[১৬১২] ফির'আউনের পছন্দের নির্যাতন ছিল মানুষের হাতে পায়ে কীলক ঠুকে তিলে তিলে হত্যা করা এবং ঐ দৃশ্য উপভোগ করা। সুতরাং তরজমা করা যায়, কীলক দ্বারা নির্যাতনকারী ফির'আউনের সঙ্গে কেমন আচরণ করেছেন! আবার কীলক তাঁবু টানানোর জন্য ব্যবহৃত হতো। তার বাহিনী ছিল বিশাল, সুতরাং তাঁবুর সংখ্যা ছিল প্রচুর, আর কীলক আরো প্রচুর। তো মতলব দাঁড়ালো, 'বিরাট লশকরের অধিকারী ফির'আউনের সঙ্গে কেমন আচরণ...!

[১৬১৩] এই নির্বোধের কাছে মর্যাদা-অমর্যাদার মানদণ্ড হল সচ্ছলতা ও প্রাচুর্য। তাই সে পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়।

وَّاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى ﴿٢٣﴾ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِيْ ﴿٢٤﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهٗٓ اَحَدٌ ﴿٢٥﴾ وَّلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهٗٓ اَحَدٌ ﴿٢٦﴾ يٰٓاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ ارْجِعِيْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾ فَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيْ ﴿٢٩﴾ وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ ﴿٣٠﴾

২১. (এটা তো কামিয়াবির রাস্তা না,) কিছুতেই না। যেদিন পৃথিবী চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলা হবে, ২২. আর আপনার রব্ (ময়দানে হাশরে) আসবেন এবং (আসবেন) ফিরেশতাদল সারি সারি। ২৩. আর সেদিন জাহান্নামকে আনা হবে; সেদিন মানুষ শিক্ষা পেয়ে যাবে, কিন্তু তখন তার জন্য শিক্ষালাভের সুযোগ কোথায়! ২৪. (তখন) সে বলবে, হায়, যদি আমার জীবনের জন্য আমি (কিছু নেক আমল) আগেভাগে পাঠিয়ে দিতাম! ২৫. সেদিন আল্লাহ্‌র আযাবের মত আযাব কেউ দিতে পারবে না ২৬. এবং তাঁর বাঁধার মত কেউ বাঁধতে পারবে না।[১৬১৪] ২৭. (পক্ষান্তরে মুমিন বান্দা তো এসমস্ত আযাব-গযব থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকবে। তাকে তো বরং সসম্মানে বলা হবে,) হে প্রশান্ত আত্মা[১৬১৫] ২৮. তুমি তোমার রবের (রহমতের) দিকে চলো, এ অবস্থায় যে, তুমি (তাঁর প্রতি) সন্তুষ্ট, আর তিনি (তোমার প্রতি) সন্তুষ্ট।[১৬১৬] ২৯. এবং চলতে চলতে তুমি আমার খাছ বান্দাদের মধ্যে দাখেল হয়ে যাও ৩০. এবং (সবার সঙ্গে মিলে) আমার জান্নাতে দাখিল হয়ে যাও।

سُوْرَةُ الْبَلَد ٩٠؛ مَكِية؛ آياتُها ٢٠ ورُكُوعها ١

৯০. সূরাতুল বালাদ, মাক্কী, আয়াত, ২০ রুকূ ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لَآ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ﴿١﴾ وَاَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ ﴿٢﴾ وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ ﴿٣﴾ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ ﴿٤﴾ اَيَحْسَبُ اَنْ لَّنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٌ ﴿٥﴾ يَقُوْلُ اَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا ﴿٦﴾ اَيَحْسَبُ اَنْ لَّمْ يَرَهٗٓ اَحَدٌ ﴿٧﴾ اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ ﴿٨﴾ وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ ﴿٩﴾ وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ ﴿١٠﴾

(শুরু করছি) রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে

১. আমি এ শহর (মক্কার নামে) জোরালো কসম করছি। ২. আর এ শহর তো আপনার জন্য হালাল হবে (অচিরেই)।[১৬১৭] ৩. আর (কসম করছি) প্রত্যেক পিতার এবং যত সন্তান তিনি জন্ম দিয়েছেন,

---

[১৬১৪] তাহলে কি আল্লাহ্‌র মত না হোক, তাঁর চেয়ে কম পর্যায়ের হলেও কারো আযাবের অস্তিত্ব সেদিন থাকবে! না, এটা হল আরবীভাষার নিজস্ব বাগ্‌ধারা। এর অর্থ আল্লাহ্‌ই একমাত্র আযাবদাতা এবং অনন্য আযাবদাতা। কিংবা এর অর্থ হল, সেদিন তিনি এমন আযাব দেবেন, যে আযাব দুনিয়াতে কেউ কাউকে দিতে পারবে না।

[১৬১৫] মানবের অস্তিত্ব হল দেহ ও আত্মা মিলিতভাবে, এর মধ্যে আত্মাই হল প্রধান এবং মর্যাদা-অমর্যাদা নির্ভর করে আত্মার উপর। তাই মুমিন বান্দাকে সম্বোধন করা হবে তার আত্মাকে লক্ষ্য করে। কোন কোন বর্ণনায় আছে, মৃত্যুর সময় এভাবে সম্বোধন করা হবে। তো সেটার সঙ্গে এর কোন বিরোধ নেই। সেখানে সম্বোধন হবে শুধু রূহকে, এখানে সম্বোধন হবে রূহের মাধ্যমে জিসম ও রূহ উভয়কে। আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন।

[১৬১৬] এমন অবস্থায় যে, তুমি সন্তুষ্ট এবং সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত।

[১৬১৭] দুই কসমের মধ্যবর্তী বাক্যরূপে এটা এসেছে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে পেয়ারা নবীর সান্ত্বনার জন্য। এটা হল ফাতহে মাক্কার দিকে ইশারা।

তাদের,[১৬১৮] ৪. সুনিশ্চিত, মানুষকে আমি সৃষ্টি করেছি বহুরকম কষ্টের মধ্যে (ঘিরে রেখে);[১৬১৯] ৫. তো সেকি মনে করে যে, তার উপর কেউ ক্ষমতাবান হবে না! ৬. কাফির বলে, আমি তো (তাকে শেষ করার জন্য) অঢেল মাল শেষ করেছি![১৬২০] ৭. সেকি ভাবে যে, কেউ তাকে দেখেনি! ৮. (অবশ্যই আমি দেখছি এবং হিসাব রাখছি এবং অবশ্যই আমি পাকড়াও করব, তবে আমি চাই সে ও অন্যরা সত্যের দিকে আসার জন্য চিন্তা করুক,) আমি কি তার জন্য রাখিনি দু'টি চোখ ৯. এবং একটি জিহ্বা ও দু'টি ঠোঁট! ১০. আমি তো তাকে (ভালো ও মন্দ) দু'টি পথই দেখিয়েছি।[১৬২১]

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴿١١﴾ وَمَآ أَدْرٰىكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴿١٢﴾ فَكُّ رَقَبَةٍ ﴿١٣﴾ أَوْ إِطْعٰمٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴿١٤﴾ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿١٥﴾
أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿١٦﴾ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴿١٧﴾ أُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ﴿١٨﴾
وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيٰتِنَا هُمْ أَصْحٰبُ الْمَشْـَٔمَةِ ﴿١٩﴾ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ ﴿٢٠﴾

১১. কিন্তু সে তো (সত্যের) নিরাপদ ঘাঁটিতে প্রবেশ করেনি। ১২. আর তুমি কী জানো, নিরাপদ ঘাঁটি কী? ১৩. (তা হচ্ছে আগে ঈমান আনা, তারপর) কারো গর্দান (দাসত্বের বন্ধন থেকে) মুক্ত করা, ১৪. বা দুর্ভিক্ষের (ও ক্ষুধার) দিনে (মানুষকে) আহার দান করা। ১৫. কোন আত্মীয় এতীমকে, ১৬. অথবা মাটির সঙ্গে লেগে যাওয়া/মাটিতে গড়াগড়ি খাওয়া কোন মিসকীনকে। ১৭. তারপর (সবচে' বড় কর্তব্য তো ছিল আগেই) তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া যারা ঈমান এনেছে, আর একে অন্যকে (ঈমানের উপর) ছবরের সঙ্গে থাকার উপদেশ দিয়েছে, আর (ইনসানিয়াতের উপর) রহমদিল হওয়ার (এবং যুলুম ত্যাগ করার) উপদেশ দিয়েছে। ১৮. ওরাই হল ডানের অনুসারী (সত্যপথের পথিক), ১৯. আর যারা আমার আয়াতসমস্তকে প্রত্যাখ্যান/অস্বীকার করেছে, ওরাই হল বামের অনুসারী (ভ্রান্ত পথের পথিক)। ২০. তাদের উপর থাকবে এমন আগুন যার দুয়ার বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

سُورَةُ الشمس ٩١؛ مَكية؛ آياتُها ١٥ وركُوعها ١

৯১. সূরা শামস, মাক্কী, আয়াত ১৫, রুকূ ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

[১৬১৮] উদ্দেশ্য হল আদি পিতা হযরত আদম আ. এবং প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ সমস্ত সন্তান। বিকল্প তরজমা, এবং কসম করছি প্রত্যের পিতার এবং তার সন্তানদের, যাকে সে জন্ম দিয়েছে।

[১৬১৯] তাই তো জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত রোগশোক তার সঙ্গে লেগেই আছে। তো এ অবস্থার দাবী তো ছিল এই যে, মানুষের মধ্যে বিনয় থাকবে, সর্বশক্তিমানের প্রতি আত্মনিবেদন থাকবে, কিন্তু...

[১৬২০] কোরায়শের কোন কোন সরদার নিজের পেশীশক্তির উপর বড়াই করে বলতো, আমাকে কেউ কাবু করতে পারবে না! কোন কোন বিত্তশালী সরদার গর্ব করে বলতো, দেখো আমি ঐ লোকটির বিরোধিতায় এত এত মাল... তো আয়াতে এরই জবাব এসেছে।

[১৬২১] এবং যে কোন পথ গ্রহণ করার ইচ্ছাশক্তিও দান করেছি এবং বলে দিয়েছি, যে পথই সে গ্রহণ করবে আমি তা সম্পন্ন করে দেবো এবং তার কর্মগুলো সৃষ্টি করে দেবো। ব্যস, এ-ই হল আমার 'অপরাধ'! আরেকটা কথা, আমি আগে থেকেই জানি, কে কোন পথ গ্রহণ করবে, ব্যস, এ-ই হল আমার 'অপরাধ'!

وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا ۝١ وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا ۝٢ وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰهَا ۝٣ وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰهَا ۝٤ وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنٰهَا ۝٥ وَالْاَرْضِ
وَمَا طَحٰهَا ۝٦ وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا ۝٧ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا ۝٨ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا ۝٩ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا ۝١٠

রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে (শুরু)

১. কসম সূর্যের এবং তার আলোর, ২. আর (কসম) চাঁদের, যখন তা সূর্যের (অস্ত যাওয়ার) পরে আসে, ৩. আর (কসম) দিনের, যখন তা সূর্যকে খুব উদ্ভাসিত করে, ৪. আর (কসম) রাতের, যখন তা সূর্যকে (আঁধারের আবরণে) আচ্ছন্ন করে ফেলে, ৫. আর (কসম) আসমানের এবং ঐমহান সত্তার যিনি তা বানিয়েছেন, ৬. আর কসম যমীনের এবং ঐমহান সত্তার যিনি তা বিছিয়েছেন, ৭. আর কসম মানবসত্তার এবং তাঁর, যিনি তাকে সুঠাম করেছেন। ৮. অনন্তর তাকে ইলহাম করেছেন, তার পাপাচার ও ধার্মিকতার।[১৬২২] ৯. (এতগুলো কসমের পর বলছি,) নিশ্চিত, সে সফল হয়েছে যে তার আত্মাকে বিশুদ্ধ ও পবিত্র করেছে। ১০. আর নিশ্চিত, সে ব্যর্থ হয়েছে যে নিজের আত্মাকে ডুবিয়ে দিয়েছে (পাপাচারের মধ্যে)।

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِطَغْوٰىهَآ ۝١١ اِذِ انْۢبَعَثَ اَشْقٰىهَا ۝١٢ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيٰهَا ۝١٣ فَكَذَّبُوْهُ فَعَقَرُوْهَا ۚ
فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْۢبِهِمْ فَسَوّٰىهَا ۝١٤ وَلَا يَخَافُ عُقْبٰهَا ۝١٥

১১. ছামূদ (তাদের নবী ছালিহকে) নিজেদের ঔদ্ধত্যের কারণে তাকযীব করেছে, ১২. যখন তাদের সবচে' দুষ্কর্মা (ও হতভাগ্য) ব্যক্তি (উটনীকে হত্যা করার জন্য) উদ্যত হল। ১৩. তো আল্লাহ্‌র রাসূল তাদের বললেন, আল্লাহ্‌র (কুদরতের) উটনী ও তার জলপান (লক্ষ্য রেখ)। ১৪. কিন্তু তারা তাকে তাকযীব করল, আর উটনীর পা-কেটে দিল। তো তাদের পাপের কারণে তাদের রব্ তাদের উপর দমদমিয়ে আযাব ছেড়ে দিলেন। অনন্তর তা (পুরো জনপদের উপর) ব্যাপক করে দিলেন। ১৫. আর তিনি আযাব শেষে (কারো পক্ষ হতে) কোন আঘাতের আশঙ্কা করেন না।[১৬২৩]

سُورَةُ اليل ٩٢؛ مَكية؛ آياتُها ٢١ وركُوعها ١

৯২. সূরাতুল-লায়ল, মাক্কী, আয়াত ২১, রুকূ ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى ۝١ وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى ۝٢ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ۝٣ اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى ۝٤ فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى ۝٥ وَ

[১৬২২] অহী হল নবী ও রাসূলের জন্য, আর ইলহাম হল বিশিষ্ট ও সাধারণ মুমিনীনের জন্য, এমনকি সাধারণ মানুষের জন্য, এমনকি পশু-প্রাণীর জন্য। আভিধানিক অর্থে অহীর ব্যবহার অন্যত্র হতে পারে। ইলহাম হল ঊর্ধ্বজগত হতে নিম্নজগতের প্রতি কোন ভাব ও ভাবনার প্রক্ষেপণ।

[১৬২৩] দুনিয়ার প্রতাপশালীদের কঠিন দমনমূলক পদক্ষেপের পর বিদ্রোহের আশঙ্কা করে থাকে।

صَدَّقَ بِالْحُسْنٰى ۝٦ فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى ۝٧ وَ اَمَّا مَنْۢ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى ۝٨ وَ كَذَّبَ بِالْحُسْنٰى ۝٩ فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى ۝١٠ وَ مَا يُغْنِىْ عَنْهُ مَالُهٗۤ اِذَا تَرَدّٰى ۝١١

রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে (শুরু)

১. কসম রাতের, যখন তা (সবকিছুর উপর) ছেয়ে যায়, ২. আর (কসম) দিনের যখন তা উদ্ভাসিত হয়, ৩. আর কসম ঐমহান সত্তার যিনি *'নর ও নারী'* সৃষ্টি করেছেন। ৪. (এতগুলো কসমের পর বলছি), *সত্যিসত্যি* তোমাদের আমলী মেহনত (ও তার ফল) বিভিন্ন রকম (ভালো ও মন্দ এবং শাস্তি ও পুরস্কার)। ৫. তো যে (আল্লাহ্‌র পথে) দান করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে, ৬. আর সর্বোত্তম বিষয় (দ্বীনুল ইসলাম)কে তাছদীক করে, ৭. আমি স্বস্তিময় গন্তব্যের জন্য তাকে সহজ পথের ব্যবস্থা করে দেবো। ৮. পক্ষান্তরে যে (কর্তব্য আদায়ের জন্য খরচ করতে) কৃপণতা করে, আর (আল্লাহ্‌কে মান্য করার পরিবর্তে আল্লাহ্‌র প্রতি) উপেক্ষার আচরণ করে, ৯. আর সর্বোত্তম বিষয় (দ্বীনুল ইসলাম) -কে তাকযীব করে, ১০. কঠিন গন্তব্যের জন্য তাকে আমি সহজ পথের ব্যবস্থা করে দেবো। ১১. আর যখন সে ধ্বংসগহ্বরে (জাহান্নামে) পতিত হতে থাকবে তখন তার মাল তার কোন কাজে আসবে না।

اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى ۝١٢ وَ اِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ وَ الْاُوْلٰى ۝١٣ فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّٰى ۝١٤ لَا يَصْلٰىهَاۤ اِلَّا الْاَشْقَى ۝١٥ الَّذِىْ كَذَّبَ وَ تَوَلّٰى ۝١٦ وَ سَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى ۝١٧ الَّذِىْ يُؤْتِىْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى ۝١٨ وَ مَا لِاَحَدٍ عِنْدَهٗ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰۤى ۝١٩ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى ۝٢٠ وَ لَسَوْفَ يَرْضٰى ۝٢١

১২. আমার দায়িত্ব তো শুধু কল্যাণের (এবং অকল্যাণের) পথ দেখিয়ে দেয়া। ১৩. আর (যে যেমন পথ অবলম্বন করবে তেমনি ফল তাকে দেবো, আর তা খুবই সম্ভব; কারণ) এটা অকাট্য সত্য যে, আখেরাত ও দুনিয়া আমারই নিয়ন্ত্রণে। ১৪. আর (আযাব দেয়া কোন অন্যায় হবে না, কারণ) আমি তো তোমাদের সতর্ক করেছি দাউ দাউ আগুন সম্পর্কে। ১৫. তাতে (চিরকালের জন্য) যাবে এবং ঝলসিত হবে শুধু সবচে' বড় হতভাগ্য, ১৬. যে (সত্যকে) তাকযীব করেছে এবং (সত্য হতে) মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ১৭. আর অবশ্যই ঐ আগুন থেকে ফিরিয়ে রাখা হবে সর্বোচ্চ মুত্তাকীকে, ১৮. যে তার মাল দান করে (শুধু এজন্য যে,) সে (পাপের কলঙ্ক-কালিমা হতে) পবিত্র হতে চায়। ১৯. আর তার উপর কারো কোন অনুগ্রহ ছিল না, যার প্রতিদান দেয়া (তার উদ্দেশ্য) হবে। ২০. উদ্দেশ্য ছিল শুধু তার সর্বোচ্চ (এবং একমাত্র) মর্যাদাবান রবের সন্তুষ্টির সন্ধান করা। ২১. আর এমন ব্যক্তি অতিসত্বর (আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে) খুশী হয়ে যাবে।

سُورَةُ الضحى ٩٣ ؛ مَكية؛ آياتُها ١١ وركُوعها ١

৯৩. সূরাতুদ্-দোহা, মাক্কী, আয়াত ১১, রুকূ ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالضُّحٰى ۝١ وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى ۝٢ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ۝٣ وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى ۝٤ وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ
فَتَرْضٰى ۝٥ اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى ۝٦ وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى ۝٧ وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَاَغْنٰى ۝٨ فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا
تَقْهَرْ ۝٩ وَاَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝١٠ وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝١١

রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে (শুরু)

১. কসম দিনের প্রথম ভাগের আলোর, ২. আর (কসম) রাতের, যখন তা গভীর অন্ধকারপূর্ণ হয়, ৩. (এদু'টি কসম করে বলছি) আপনার রব্ না আপনাকে ত্যাগ করেছেন, না (আপনার প্রতি) বৈরী হয়েছেন। ৪. আর অবশ্যই আখেরাত আপনার জন্য দুনিয়া হতে (অনেক, অনেক) উত্তম। ৫. আর অদূরকালেই আপনার রব্ (আখেরাতে) আপনাকে (প্রচুর) দান করবেন, ফলে আপনি খুশী হয়ে যাবেন। ৬. তিনি কি আপনাকে এতীম অবস্থায় পাননি, অনন্তর আপনাকে আশ্রয় দান করেছেন! ৭. আর আপনাকে তিনি (শরী'আত থেকে) বেখবর পেয়েছেন, অনন্তর (আপনাকে শরী'আতের) পথ বলে দিয়েছেন।[১৬২৪] ৮. আর আপনাকে তিনি অসচ্ছল পেয়েছেন, অনন্তর (আপনাকে) তিনি (স্ত্রীর কল্যাণে) সচ্ছল করেছেন।[১৬২৫] ৯. তো (এর শোকর আপনার পক্ষ হতে এবং আপনার উম্মতের পক্ষ হতে এই যে,) এতীমকে আপনি (এবং আপনার উম্মত) কঠোরতা দেখাবেন না, ১০. আর কোন সাইলকে ধমকাবেন না (এটা হল কর্মযোগে শোকর) ১১. আর আপনার রবের নেয়ামত সম্পর্কে (উচ্ছ্বাসের সঙ্গে) আলোচনা করুন, (এটা হবে উচ্চারণযোগে শোকর)।

سُورَةُ ألم نشرح ٩٤؛ مَكية؛ آياتُها ٨ وركُوعها ١

৯৪. সূরা আলাম নাশরাহ্, মাক্কী, আয়াত ৮, রুকূ ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۝١ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۝٢ الَّذِيْٓ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۝٣ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝٤ فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ
يُسْرًا ۝٥ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝٦ فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۝٧ وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ ۝٨

রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে (শুরু)

১.আপনার (সন্তুষ্টির) জন্য আমি কি আপনার বক্ষ (ইল্‌ম দ্বারা, হিল্‌ম দ্বারা) প্রশস্ত করিনি! ২. আর আপনার থেকে আপনার ঐ বোঝা সরিয়ে দিয়েছি, ৩. যা আপনার কোমর ভেঙ্গে দিচ্ছিলো(প্রায়)! ৪. আর আপনার অনুকূলে আপনার খ্যাতি ও চর্চা উপরে তুলেছি। ৫. তো (প্রকৃত সত্য এই যে,)

[১৬২৪] অহীর অবতরণ এবং নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বে শরী'আতের বিশদ রূপ সম্পর্কে অনবগত হওয়া দোষের কিছু নয়, তাওহীদ ও দ্বীনে ইবরাহীমী সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান তাঁর আগে থেকেই ছিল।

[১৬২৫] একজন নারী আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে এর চেয়ে বড় সম্মান ও স্বীকৃতি আর কী আশা করে! আর একজন পুরুষ স্ত্রীজাতিকে মর্যাদার চোখে দেখার জন্য আর কিসের অপেক্ষা করে!

কঠিনতার সঙ্গে অবশ্যই সহজতা থাকে। ৬. (আবারো বলছি,) কঠিনতার সঙ্গে অবশ্যই সহজতা থাকে। ৭. তো যখন আপনি (মানবমুখী ইবাদত, তথা তাবলীগের কর্মব্যস্ততা থেকে) অবসর হবেন তখন (আত্মমুখী ইবাদতের) প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করুন, ৮. আর আপন রবের প্রতি আগ্রহী ও মনোযোগী হন।

سُورةُ التين ٩٥؛ مكية؛ آياتها ٨ وركوعها ١

৯৫. সূরা তীন, মাক্কী, আয়াত ৮, রুকূ ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ۝١ وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ ۝٢ وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ ۝٣ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ۝٤ ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ۝٥ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۝٦ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ ۝٧ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ ۝٨

রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে (শুরু)

১. কসম তীন (গাছের) এবং যায়তুন (গাছের) ২. এবং সীনীন (মরুভূমির) তূর (পাহাড়ের) ৩. এবং এই শান্তিপূর্ণ নিরাপদ শহর (মাক্কার), ৪. সুনিশ্চিত, ইনসানকে আমি সৃষ্টি করেছি সর্বোত্তম রূপ-কাঠামোতে। ৫. তারপর (ঈমান না আনার কারণে) তাকে আমি হীনদের থেকেও হীন অবস্থায় পৌঁছে দিয়েছি।[১৬২৬] ৬. তবে (তারা নয়) যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমলে মশগূল থেকেছে। তো তাদের জন্য রয়েছে অনিঃশেষ প্রতিদান। ৭. তো (আয় ইনসান! এর) পর আর কী আছে, যা তোমাকে দ্বীনের তাকযীবে প্ররোচিত করছে! ৮. আল্লাহ্‌ কি শাসকদের মধ্যে (একমাত্র) শ্রেষ্ঠ শাসক নন!

سُورةُ العلق ٩٦؛ مَكية؛ آياتُها ١٩ وركُوعها ١

৯৬. সূরাতুল 'আলাক', মাক্কী, আয়াত ১৯, রুকূ ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ ۝١ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝٢ اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۝٣ الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝٤ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝٥ كَلَّآ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰٓى ۝٦ اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى ۝٧ اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الرُّجْعٰى ۝٨

[১৬২৬] দুনিয়াতে কাফির যত সুঠাম ও সুদর্শন হোক আখেরাতে তার ছূরত হবে বড় কদর্য। ভিন্ন মর্মের তরজমা, 'তারপর বার্ধক্যের মাধ্যমে তাকে আমি পৌঁছে দেই সবচে' হীন অবস্থায়। (তবে মুমিনদের বার্ধক্যের আলাদা সৌন্দর্য ও নূরানিয়াত থাকে।)

রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে (শুরু)

১. (আয় পেয়ারে নবী!) পড়ুন আপনি আপনার রবের নামে, যিনি (সবকিছু) সৃষ্টি করেছেন, ২. যিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন *'আলাক'* হতে।[১৬২৭] ৩. পড়ুন, আর (এ অনুভূতির সঙ্গে পড়ুন যে,) আপনার রব্ সবচে' মহান, ৪. যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন, ৫. মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন যা জানতো না সে। ৬. (এত বড় নেয়ামত লাভের পর মানুষের কর্তব্য ছিল অবাধ্য না হওয়া,) কিছুতেই না, (কিন্তু) মানুষ তো অবাধ্যতা করেই যাচ্ছে। ৭. এ কারণে যে, নিজেকে সে মনে করছে স্বয়ংসম্পূর্ণ/বে-মোহতাজ। ৮. (কিন্তু মনে রেখ আয় ইনসান!) *সত্যিসত্যি* তোমার রবের দিকেই হবে প্রত্যাবর্তন।

أَرَءَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ ۝٩ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ۝١٠ أَرَءَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ ۝١١ أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ ۝١٢ أَرَءَيْتَ إِن كَذَّبَ
وَتَوَلَّىٰ ۝١٣ أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ ۝١٤ كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًۢا بِالنَّاصِيَةِ ۝١٥ نَاصِيَةٍ كَـٰذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۝١٦ فَلْيَدْعُ
نَادِيَهُۥ ۝١٧ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ۝١٨ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب ۝١٩

৯. আচ্ছা, তুমি কি দেখেছো তাকে যে বাধা দেয় ১০. (আমার) এক বান্দাকে, যখন তিনি ছালাত পড়েন! ১১. আচ্ছা, বলো তো, তিনি যদি হিদায়াতের উপর থাকেন, ১২. বা তাক্বওয়ার আদেশ করেন (এমন আল্লাহ্‌মুখী মানুষকে বাধা দেয়া কি চরম যুলুম নয়!) ১৩. আচ্ছা, বলো তো, যদি সে (সত্যের প্রতি) তাকযীব করে থাকে এবং (সত্য থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিয়ে থাকে (তাই তো হয়েছে! তাহলে কী হতে পারে তার পরিণতি)! ১৪. আচ্ছা, সে কি জানেনি যে, আল্লাহ্ (তাকে এবং তার সমস্ত দুষ্কর্ম) দেখছেন! ১৫. সাবধান, যদি সে বিরত/নিবৃত্ত না হয় তাহলে আমি (তার) *'নাছিয়া'* ধরে হেঁচড়ে নিয়ে যাবো।[১৬২৮] ১৬. সেই নাছিয়া, যা মিথ্যাচারী, পাপাচারী (মানুষের)। ১৭. আচ্ছা, ডাকুক সে তার জলসা(র লোকদের), ১৮. আমিও ডাকতে যাচ্ছি জাহান্নামের ফিরেশতাদের।[১৬২৯] ১৯. না, কিছুতেই না, (তার প্রতাপে প্রভাবিত হয়ে) আপনি তাকে মান্য করবেন না, বরং (আমাকে) সিজদা করুন এবং (আমার) নৈকট্য গ্রহণ করুন।

سُورَةُ القدر ٩٧؛ مَكية؛ آياتُها ٥ وركُوعها ١

৯৭. সূরাতুল কদর, মাক্কী, আয়াত ৫, রুকূ ১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

[১৬২৭] আলাক এর অর্থ (আগেও গিয়েছে) পুরুষের শুক্র এবং নারীর ডিম্বাণু মিশ্রিত হয়ে যে জমাট রক্ত ধারণ করে যা জরায়ুর গায়ে যুক্ত থাকে, (জোঁকের মত)। আলাক শব্দের মধ্যে এই সবক'টি অর্থের সঙ্কুলান রয়েছে।

[১৬২৮] নাছিয়াহ্ মানে মাথার অগ্রভাগের চুলগুচ্ছ। এই আয়াতগুলো আবু জেহেলের নিন্দায় নাযিল হয়েছিল যে, আল্লাহ্‌র নবীকে হারামে ছালাত আদায়ে দম্ভের সঙ্গে বাধা দিয়েছিল।

[১৬২৯] আবু জেহেল আল্লাহ্‌র নবীকে দম্ভ করে বলেছিল, আমার সঙ্গে আপনি পারবেন না, আমার দল বড়, মজমা বড়, সবাই আমার সঙ্গে। এর জবাব এসেছে এই আয়াতে এবং বড় আজীব আন্দাযে, যাতে রয়েছে পূর্ণ আসমানি জালাল ও প্রতাপ।

إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴿١﴾ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ﴿٢﴾ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿٣﴾ تَنَزَّلُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ﴿٤﴾ سَلَٰمٌ هِىَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ﴿٥﴾

রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে (শুরু)

১. নিশ্চয় আমি কোরআন নাযিল করেছি লাইলাতুল কদরে। ২. আর আপনি কী জানেন, লাইলাতুল কদর কী! ৩. লাইলাতুল কদর একহাজার মাসের চেয়ে উত্তম। ৪. ঐ রাতে ফিরেশতাদল এবং রূহ ধীরে ধীরে নাযিল হন, তাদের রবের আদেশে, তাকদীরের প্রতিটি কাজ বুঝে নেয়ার জন্য। ৫. ঐ রাতটি অখণ্ড শান্তি ফজরের উদয় পর্যন্ত।

سُورَةُ البينة٩٨؛ مَدنية؛ آياتُها ٨ وركُوعها ١

৯৮. সূরাতুল বাইয়িনাহ্, মাদানী, আয়াত ৮, রুকূ ১

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ﴿١﴾ رَسُولٌ مِّنَ ٱللَّهِ يَتْلُوا۟ صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ﴿٢﴾ فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ﴿٣﴾ وَمَا تَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ إِلَّا مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ﴿٤﴾

(শুরু করছি) রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে

১. আহলে কিতাব ও আহলে শিরক থেকে যারা (নবুয়তের পূর্বে) কুফুরে লিপ্ত ছিল তারা (তো তাদের কুফুর থেকে) কিছুতেই ফিরে আসার ছিল না, যতক্ষণ না তাদের কাছে (তাওহীদ ও রিসালাতের অনুকূলে) কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ আসে, ২. আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে প্রেরিত একজন রাসূল যিনি (তাদেরকে) এমন ছহীফাসমন্ত পাঠ করে শোনাবেন যেগুলোকে (আসমানের পক্ষ হতে) পবিত্রতা দান করা হয়েছে, ৩. যাতে সহজ, সরল, সত্য কথা লেখা রয়েছে। ৪. আর (আহলে শিরকের কথা তো বলাই বাহুল্য,) যারা আহলে কিতাব, তারা পর্যন্ত ঐ সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরই (দ্বীনের বিষয়ে) মতভেদে লিপ্ত হয়েছে।

وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَآ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ﴿٦﴾

৫. অথচ (পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবগুলোতেও) এ আদেশই তাদের করা হয়েছে যে, তারা যেন দ্বীনকে আল্লাহ্‌রই জন্য খালেছ করে (এবং) তাঁরই প্রতি একাগ্র হয়ে আল্লাহ্‌র ইবাদত করে, আর তারা যেন ছালাত কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে। আর সেটাই হল সরল পথের অনুসারী উম্মতের দ্বীন। ৬. আহলে কিতাব ও মুশরিকীন থেকে যারা কুফুর করেছে অবশ্যই তারা জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে, তাতে তারা চিরকাল থাকবে। ওরাই হল সৃষ্টিজগতের নিকৃষ্টতম মানুষ।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۝٧ جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ۝٨

৭. বস্তুত যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমলে মশগূল থেকেছে, ওরাই সৃষ্টিজগতের সর্বোত্তম ব্যক্তি ৮. তাদের রবের নিকট তাদের প্রতিদান হল চিরস্থায়ী বসবাসের বাগবাগিচা, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হবে নহর-নালা। তারা সেখানে অনন্তকাল বাস করবে। তাদের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হয়েছেন, আর তারাও আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। ঐ জান্নাত ও সন্তুষ্টি তাদের জন্য যারা তাদের রব্কে ভয় করে।

سُورَةُ الزلزال ٩٩؛ مَدنية؛ آياتُها ٨ ورُكوعها ١

৯৯. সূরা যিলযাল, মাদানী, আয়াত ৮, রুকূ ১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝١ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۝٢ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا ۝٣ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۝٤ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ۝٥ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ۝٦ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝٧ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۝٨

রাহমান, রাহীম আল্লাহ্র নামে (শুরু)

১. পৃথিবীকে যখন তার ঝাঁকুনি দ্বারা ঝাঁকুনি দেয়া হবে, ২. আর পৃথিবী যখন তার বোঝাগুলো বের করে দেবে,[১৬৩০] ৩. আর (এ অবস্থা দেখে হতবুদ্ধি কাফির) ইনসান বলবে, ভূমির এ কী হয়ে গেলো! ৪. সেদিন ভূমি তার (উপর বসবাসকারী সমস্ত মানুষের ভালো-মন্দ সমস্ত আমলের) খবর বলে দেবে, ৫. কারণ তার প্রতি আপনার রব্ সে আদেশই করেছেন। ৬. সেদিন লোকেরা (জান্নাতী জাহান্নামী) বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে (ময়দানে হাশরের হিসাব থেকে ফারেগ হয়ে) ফিরে আসবে, যাতে নিজেদের আমল (ও তার ফল) তাদের দেখানো যায়। ৭. তো যে যার্রা পরিমাণ নেক আমল করেছে সে তা দেখতে পাবে, ৮. আর কেউ যার্রা পরিমাণ বদ আমল করলে সেটাও দেখতে পাবে।

سُورَةُ العديت ١٠٠؛ مَكية؛ آياتُها ١١ ورُكوعها ١

১০০. সূরাতুল 'আদিয়াত, মাক্কী, আয়াত ১১, রুকূ ১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

[১৬৩০] আর ভূগর্ভে দাফনকৃত সমস্ত মানুষ ভূমি বের করে দেবে/আর ভূগর্ভের সমস্ত সম্পদ, ভূমি বাইরে ফেলে দেবে

وَ الْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ۝١ فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ۝٢ فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا ۝٣ فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا ۝٤ فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ۝٥ اِنَّ
الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ ۝٦ وَ اِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ ۝٧ وَ اِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ۝٨ اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي
الْقُبُوْرِ ۝٩ وَ حُصِّلَ مَا فِي الصُّدُوْرِ ۝١٠ اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ ۝١١

রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে (শুরু)

১. শপথ ঐঅশ্বদলের যারা প্রচণ্ড বেগে ধাবিত হয়, ২. অনন্তর যারা (পাথরের উপর খুরের আঘাত দ্বারা) আগুন ওড়ায়, ৩. অনন্তর যারা প্রভাতকালে হামলা চালায়, ৪. আর তখন ধূলো ওড়ায়, ৫. অনন্তর তখন শত্রুদের কোন ভিড়ে ঢুকে পড়ে। ৬. (তোমাদের কাছে অতি মূল্যবান এই অশ্বদলের শপথ করে বলছি,) মানুষ তার রবের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ। ৭. আর (আপন কার্যকলাপ দ্বারা) সে নিজের একথার উপর সাক্ষী, ৮. আর অতি সত্য, ধনসম্পদের প্রতি সে অত্যন্ত আসক্ত। ৯. তো সে কি ঐ সময় সম্পর্কে জানে না, যখন কবরে যাকিছু মুরদা আছে তা বাইরে উৎক্ষিপ্ত হবে, ১০. আর বুকের ভিতরে যাকিছু আছে তা প্রকাশ করে দেয়া হবে। ১১. তো অতি সত্য, তাদের রব্ তাদের সেদিনের অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ বা-খবর।

سُورَةُ القارعة ١٠١؛ مَكية؛ آياتُها ١١ وركُوعها ١

১০১. সূরাতুল কারি'আহ্, মাক্বী, আয়াত ১১, রুকূ ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْقَارِعَةُ ۝١ مَا الْقَارِعَةُ ۝٢ وَ مَآ اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ ۝٣ يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ۝٤ وَ تَكُوْنُ الْجِبَالُ
كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ۝٥ فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ۝٦ فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝٧ وَ اَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ ۝٨ فَاُمُّهٗ
هَاوِيَةٌ ۝٩ وَ مَآ اَدْرٰىكَ مَا هِيَهْ ۝١٠ نَارٌ حَامِيَةٌ ۝١١

রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে (শুরু)

১. ভয়ঙ্কর ধামাকা সৃষ্টিকারী ঘটনা! ২. কী ঐভয়ঙ্কর ধামাকা সৃষ্টিকারী ঘটনা! ৩. কী জানো তুমি, ভয়ঙ্কর ধামাকা সৃষ্টিকারী ঐঘটনা কী! ৪. (তা হবে ঐদিন) যেদিন সমস্ত মানুষ বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত হয়ে যাবে,[১৬৩১] ৫. আর পাহাড়গুলো ধূনিত রঙ্গিন পশমের মত হয়ে যাবে।[১৬৩২] ৬. তো তখন যার (নেক আমলের) পাল্লা ভারী হবে ৭. তো সে সন্তোষজনক জীবনের মধ্যে থাকবে। ৮. পক্ষান্তরে যার

[১৬৩১] উপমার সূত্র হল উভয় দিকে বস্তুর দুর্বলতা ও বিক্ষিপ্ত অবস্থা এবং সংখ্যাধিক্য।

[১৬৩২] উপমার সূত্র হল উভয় দিকে রঙ্গিন হালকা বস্তুর বাতাসে বিক্ষিপ্তভাবে উড়তে থাকার দৃশ্য। পাহাড়ের মধ্যে পাথরের রঙ বিভিন্ন হয়ে থাকে তাই রঙ্গিন পশমের সঙ্গে উপমা।

(নেক আমলের) পাল্লা হালকা হবে ৯. তার ঠিকানা হবে হাবিয়াহ্– এক গভীর গর্ত। ১০. আপনি কী জানেন, হাবিয়া কী! ১১. তা হল এক উত্তপ্ত আগুন।[১৬৩৩]

سُورَةُ التكاثر ١٠٢؛ مكية؛ آياتها ٨ وركوعها ١

১০২. সূরা তাকাছুর, মাক্কী, আয়াত ৮, রুকূ ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْهٰىكُمُ التَّكَاثُرُ ۝١ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝٢ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝٣ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝٤ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ۝٥ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ۝٦ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ۝٧ ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ۝٨

রাহমান, রাহীম আল্লাহ্র নামে (শুরু)

১. (দুনিয়ার ভোগসামগ্রী নিয়ে) তোমাদের *আধিক্য-প্রতিযোগিতা* (আখেরাত থেকে) তোমাদের উদাসীন করে রেখেছে। ২. (এ উদগ্র প্রতিযোগিতা অব্যাহত থাকে) তোমাদের কবরস্তানে পৌঁছা পর্যন্ত। ৩. (দুনিয়া কিন্তু প্রতিযোগিতার বিষয় না), কিছুতেই না। (এ সত্য) অদূরকালেই তোমরা জানতে পারবে, ৪. আবারো (বলছি), কিছুতেই না, (এ সত্য) অদূরকালেই তোমরা জানতে পারবে (যখন আখেরাত তোমাদের সামনে স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করবে)। ৫. কিছুতেই না, যদি তোমরা (দুনিয়া ও আখেরাতের হাকীকত) নিশ্চিত ইলমের সঙ্গে জানতে (তাহলে কিছুতেই লিপ্ত হতে না দুনিয়ার প্রতিযোগিতায়)। ৬. অতি সত্য, তোমরা জাহান্নাম দেখতে পাবে। ৭. আবারো (বলছি,) অতি সত্য, তোমরা দেখতে পাবে স্বয়ং প্রত্যয়রূপে। ৮. তারপর অতি সত্য, সেদিন তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে (দুনিয়ায় ভোগ করা) নেয়ামত সম্পর্কে (যে, তোমরা তার শোকর আদায় করেছ কেমন!)

سُورَةُ العصر؛ مَكية؛ آياتُها ٣ وركُوعها ١

১০৩. সূরাতুল 'আছর, মাক্কী, আয়াত ৩, রুকূ ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْعَصْرِ ۝١ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ ۝٢ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝٣

রাহমান, রাহীম আল্লাহ্র নামে (শুরু)

[১৬৩৩] জাহান্নামের আগুনকে শুধু উত্তপ্ত বলা দ্বারা আসলে এর ভয়াবহতা বোঝানো হয়েছে এভাবে যে, যেন এর তুলনায় দুনিয়ার আগুন উত্তপ্তই না!

১. যামানার কসম!/ যুগের/সময়ের শপথ! ২. সত্যি সত্যি, মানুষ বড় ক্ষতির মধ্যে রয়েছে, ৩. তবে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমলে নিয়োজিত রয়েছে এবং একে অন্যকে উপদেশ দেয় সত্যের উপর (অবিচল থাকার) এবং একে অন্যকে উপদেশ দেয় (সর্বপ্রকার প্রতিকূলতার উপর) ছবর করার (তারা ক্ষতিতে নয়)।

سُورةُ الهمزة ١٠٤؛ مَكية؛ آياتُها ٩ ورُكوعها ١

১০৪. সূরাতুল হুমাযাহ্, মাক্কী, আয়াত ৯, রুকূ ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝١ الَّذِيْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ۝٢ يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗٓ اَخْلَدَهٗ ۝٣ كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۝٤ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ۝٥ نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ۝٦ الَّتِيْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ ۝٧ اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ۝٨ فِيْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۝٩

(শুরু করছি) রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে

১.নিপাত হোক প্রত্যেক অগোচরে বদনামকারী এবং মুখের উপর নিন্দাকারীর জন্য-।[১৬৩৪] ২. যে মাল জমা করে, আর বারবার গুণে দেখে।[১৬৩৫] ৩. সে ভাবে যে, তার মাল তাকে অমর করে রাখবে। ৪. কিছুতেই না! (বরং) অতি অবশ্যই তাকে নিক্ষেপ করা হবে 'হোতামায়'। ৫. তুমি কী জান 'হোতামা' কী! ৬. তা হল আল্লাহ্‌র প্রজ্বলিত আগুন- ৭. যা হৃদপিণ্ডের উপর গিয়ে উঁকি দেয়। ৮. নিশ্চয় তা তাদের উপর আবদ্ধ করে রাখা হবে। ৯. জাহান্নামের লম্বা চওড়া স্তম্ভের মত অগ্নিশিখার মধ্যে (তারা বেষ্টিত থাকবে)।

سُورةُ الفيل ١٠٥؛ مَكية؛ آياتُها ٥ ورُكوعاتُها ١

১০৫. সূরাতুল ফীল, মাক্কী, আয়াত ৫, রুকূ ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ۝١ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ ۝٢ وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ۝٣ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ۝٤ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ۝٥

রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে (শুরু)

[১৬৩৪] অগোচরে বদনাম করা তো গীবত, যার ভয়াবহতা ও কদর্যতা কোরআনে সুন্নায় খুলে খুলে বয়ান করা হয়েছে, পক্ষান্তরে মুখের উপর নিন্দা ও কষ্টদায়ক কথাও গর্হিত।

[১৬৩৫] শেষের অংশটি মালের প্রতি আসক্তি প্রমাণ করে, যা খুব নিন্দনীয় এবং বরবাদির কারণ। হালাল উপায়ে মাল জমা করা এবং মালের হক আদায় করা অন্যায় কিছু নয়।

১.আপনি কি দেখেননি (এবং জানেননি), আপনার রব্ কেমন আচরণ করেছেন হাতিওয়ালাদের সঙ্গে! /আছহাবে ফীলের সঙ্গে! ২. তিনি কি তাদের সমস্ত তদবীর ব্যর্থতার মধ্যে ঠেলে দেননি! ৩. আর তিনি তো তাদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী পাঠিয়েছিলেন, ৪. যারা তাদের উপর পোড়া মাটির কঙ্কর নিক্ষেপ করেছিল। ৫. এভাবে তিনি তাদেরকে 'আধখাওয়া' ভুষির মত করে ফেলেছেন।

سُورةُ قريش١٠٦؛ مَكية؛ آياتُها ٤ وركُوعها١

১০৬. সূরা কোরায়শ, মাক্বী, আয়াত ৪ রুকূ ১

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

لِاِيۡلٰفِ قُرَيۡشٍ ۙ﴿۱﴾ اٖلٰفِهِمۡ رِحۡلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيۡفِ ۚ﴿۲﴾ فَلۡيَعۡبُدُوۡا رَبَّ هٰذَا الۡبَيۡتِ ۙ﴿۳﴾ الَّذِىۡۤ اَطۡعَمَهُمۡ مِّنۡ جُوۡعٍ ۙ وَّاٰمَنَهُمۡ مِّنۡ خَوۡفٍ ۧ﴿۴﴾

রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে (শুরু)

১. কোরায়শের অভ্যস্ততার কারণে– ২. শীতকাল ও গরমকালের (বাণিজ্য)সফরের প্রতি অভ্যস্ততার কারণে (যা বাইতুল্লাহ্‌র বরকতে নিরাপদে সম্পন্ন হয়; এ কারণে তাদের কর্তব্য হল খুব শোকর আদায় করা)। ৩. তো তারা যেন এই ঘরের মালিকের (খুব) ইবাদত করে– ৪. যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার দান করেছেন এবং ভয়ভীতি হতে তাদের নিরাপদ রেখেছেন।

سُورةُ الماعون١٠٧؛ مَكية؛ آياتُها ٧ وركُوعها١

১০৭. সূরাতুল মা'উন, মাক্বী, আয়াত ৭, রুকূ ১

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

اَرَءَيۡتَ الَّذِىۡ يُكَذِّبُ بِالدِّيۡنِ ؕ﴿۱﴾ فَذٰلِكَ الَّذِىۡ يَدُعُّ الۡيَتِيۡمَ ۙ﴿۲﴾ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الۡمِسۡكِيۡنِ ؕ﴿۳﴾ فَوَيۡلٌ لِّلۡمُصَلِّيۡنَ ۙ﴿۴﴾ الَّذِيۡنَ هُمۡ عَنۡ صَلَاتِهِمۡ سَاهُوۡنَ ۙ﴿۵﴾ الَّذِيۡنَ هُمۡ يُرَآءُوۡنَ ۙ﴿۶﴾ وَيَمۡنَعُوۡنَ الۡمَاعُوۡنَ ۧ﴿۷﴾

রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে (শুরু)

১.আপনি কি দেখেছেন তাকে যে কর্মফলের প্রতি তাকযীব করে![১৬৩৬] ২. সে তো সে-ই যে এতীমকে *ধাক্কামধাক্কা* করে, ৩. আর মিসকীনকে খাবার দানের উপর (কাউকে) উদ্বুদ্ধ করে না। ৪. তো নিপাত হোক ঐমুছল্লীয়ানের, ৫. যারা তাদের ছালাত থেকে উদাসীন, ৬. যারা 'লোকদেখানি' আমল করে, ৭. আর সামান্য কিছু দান করতেও (নিজেকে) বিরত রাখে

[১৬৩৬] হাশর, নশর, জাযা ও সাজা বিশ্বাস করে না।

سُورةُ الكوثر ١٠٨ ؛ مكية؛ آياتها ٣ وركوعها ١

১০৮. সূরাতুল কাউছার, মাক্কী, আয়াত ৩ রুকূ ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّآ أَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ۝١ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝٢ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝٣

(শুরু করছি) রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে

১. আপনাকে তো আমি (হাউযে) কাউছার দান করেছি। ২. তো আপনার রবের জন্য আপনি ছালাত পড়ুন এবং কোরবানি করুন। ৩. (আপনার পুত্রহীনতার যে উল্লাস তারা করে তাতে দুঃখিত হওয়ার কিছু নেই, কারণ) আপনার শত্রুই হবে *'শেকড়কাটা'/'লেজকাটা'*।[১৬৩৭]

سُورةُ الكافرون؛ مَكية؛ آياتُها ٦ وركُوعها ١

১০৯. সূরাতুল কাফিরূন, মাক্কী, আয়াত ৬, রুকূ ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ يٰٓأَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۝١ لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝٢ وَلَآ أَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ أَعْبُدُ ۝٣ وَلَآ أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۝٤ وَلَآ أَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ أَعْبُدُ ۝٥ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۝٦

রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে (শুরু)

১. আপনি বলুন, আয় কাফিরীন!/আয় আহলে কুফুর! ২. তোমরা যার পূজা কর, আমি তার পূজা করি না। ৩. আর আমি যার ইবাদত করি তোমরা তার ইবাদতকারী নও। ৪. আর আমিও তার পূজারী নই, তোমরা যার পূজা কর। ৫. আর আমি যার ইবাদত করি, তোমরা তার ইবাদতকারী নও। ৬. তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতিফল/কর্মফল, আমার জন্য আমার প্রতিফল/কর্মফল।[১৬৩৮]

[১৬৩৭] আপনার পুত্রসন্তান না থাকলেও, আপনারই নাম ও সুনাম অক্ষয় হবে দুনিয়াতে এবং আখেরাতে। তাদের তো নামনিশান দুনিয়াতেই মুছে যাবে, আর আখেরাতে তো জাহান্নামের আগুন ছাড়া তাদের জন্য কিছু নেই।

[১৬৩৮] দ্বীনের প্রধান অর্থ ধর্ম/দ্বীন/জীবনবিধান, এটা ঠিক আছে, যেমন إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الإسلام আল্লাহ্‌র নিকট একমাত্র দ্বীন হল ইসলাম। এখানে কিন্তু দ্বীন শব্দটি এ অর্থে নয়, দ্বীন, এর আরেক অর্থ হল বিচার ও হিসাব-কিতাব ও কর্মফল যেমন সূরাতুল ফাতেহায় এসেছে, مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ বিচার দিবসের মালিক, এখানে তা এ অর্থেই এসেছে। ভালো ভালো মানুষ বেশ আস্থার সঙ্গে তরজমা করেন, তোমাদের ধর্ম/দ্বীন তোমাদের, আমার ধর্ম/দ্বীন আমার, অর্থাৎ ধর্ম যার যার! স্বেচ্ছাচারী তরজমা ও তাফসীরের আদর্শ নমুনা!

سُورةُ النصر ١١٠؛ مَدنية؛ آياتُها ٣ ورُكوعها ١

১১০. সূরাতুন-নাছর, মাদানী, আয়াত ৩, রুকূ ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۝١ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ۝٢ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ۝٣

রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে (শুরু)

১. যখন আল্লাহ্‌র সাহায্য এবং (মক্কার) বিজয় আসবে, ২. আর লোকদের দেখতে পাবেন, আল্লাহ্‌র দ্বীনের মধ্যে তারা দাখেল হচ্ছে ফৌজে ফৌজে,[১৬৩৯] ৩. তখন আপনি আপনার রবের প্রশংসাসহ তাসবীহ করুন এবং তাঁর কাছে ইস্‌তিগফার করুন। নিঃসন্দেহে তিনি অতি তাওবা কবূলকারী।

سُورةُ اللهب ١١١؛ مَكية؛ آياتُها ٥ ورُكوعها ١

১১১. সূরাতুল-লাহাব, মাক্কী, আয়াত ৫, রুকূ ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَبَّتْ يَدَآ اَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ۝١ مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ۝٢ سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝٣ وَّامْرَاَتُهٗ ؕ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝٤ فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۝٥

রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে (শুরু)

১. আবু লাহাবের দু'হাত ধ্বংস হোক এবং সে নিজে ধ্বংস হোক। ২. তার সম্পদ, তার কোন কাজে আসেনি, আর যা সে উপার্জন করেছে তা ৩. অচিরেই সে লেলিহান আগুনে যাবে, আর ঝলসিত হবে। ৪. এবং তার স্ত্রীও ঝলসিত হবে, যে কাষ্ঠবহনকারিণী। ৫. (জাহান্নামে) তার গলদেশে থাকবে খুব পাকানো রশি।

سُورةُ الإخلاص ١١٢؛ مَكية؛ آياتُها ٤ ورُكوعها ١

১১২. সূরাতুল ইখলাছ, মাক্কী, আয়াত ৪, রুকূ ১

[১৬৩৯] দলে দলে। ফৌজ এর মূল অর্থ দল।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝١ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝٢ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝٣ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝٤

রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে (শুরু)

১. (আয় পেয়ারে নবী!) আপনি বলুন, তিনিই আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়। ২. আল্লাহ্‌ই ছামাদ–চির নির্মুখাপেক্ষী। ৩. তিনি (কাউকে) জন্মদান করেননি, ৪. আর তাঁকেও জন্মদান করা হয়নি এবং তাঁর সমকক্ষ নেই কেউ।

سُورَةُ الفلق ١١٣؛ مَكية؛ آياتُها ٥ ورُكوعها ١

১১৩. সূরাতুল-ফালাক্ব, মাক্কী, আয়াত ৫, রুকূ ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝١ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝٢ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝٣ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ۝٤ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝٥

(শুরু করছি) রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে

১. (আয় পেয়ারে নবী! জাদুটোনা থেকে নিজেকে সুরক্ষিত করার জন্য)[১৬৪০] আপনি বলুন, আমি ভোরের মালিকের আশ্রয় গ্রহণ করছি, ২. যাকিছু তিনি সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে ৩. এবং (বিশেষ করে) অন্ধকার রাতের অনিষ্ট থেকে, যখন তা আগত হয় [১৬৪১] ৪. এবং (আরো বিশেষভাবে) গিঠগুলোতে (মন্ত্র পড়ে) ফুঁকদানকারিণীদের অনিষ্ট থেকে, ৫. আর হাসাদকারীদের অনিষ্ট থেকে যখন তারা হাসাদ করে।[১৬৪২]

سُورَةُ الناس ١١٤؛ مَكية؛ آياتُها ٦ ورُكوعها ١

১১৪. সূরা নাছ, মাক্কী, আয়াত ৬, রুকূ ১

[১৬৪০] সুতরাং এটা প্রমাণিত সত্য যে, জাদুটোনা ও মন্ত্রতন্ত্র হতে একমাত্র আল্লাহ্‌র আশ্রয় নিতে হবে, গায়রুল্লাহ্‌র আশ্রয়গ্রহণ করা কুফুরি কালাম ব্যবহার করা জঘন্য অপরাধ।

[১৬৪১] অন্ধকার রাতের বিশিষ্টতা এদিক থেকে যে, জাদুটোনা ও মন্ত্রতন্ত্রের কাজ সাধারণত রাতেই হয়, তাছাড়া, মানুষের অন্তরে দিনের তুলনায় রাতে নিরাপত্তাবোধ যথেষ্ট কমে যায়।

[১৬৪২] ইহুদী নারীরা আল্লাহ্‌র নবীকে জাদু করেছিল। তারা একটি সুতায় এগারটি গিঠ দিয়ে তাতে মন্ত্র পড়ে ফুঁক দিয়েছিল। তা থেকে সুরক্ষা প্রদানের জন্য এগার আয়াতবিশিষ্ট দু'টি সূরা আল্লাহ্ নাযিল করেছিলেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ﴿۱﴾ مَلِكِ النَّاسِ ۙ﴿۲﴾ اِلٰهِ النَّاسِ ۙ﴿۳﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ۙ﴿۴﴾ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ﴿۵﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۧ﴿۶﴾

রাহমান, রাহীম আল্লাহ্‌র নামে (শুরু)

১-২-৩-আপনি বলুন, আমি মানুষের প্রতিপালক, মানুষের বাদশাহ, মানুষের মা'বূদের কাছে পানাহ চাচ্ছি ৪. (জ্বিনশয়তান ও মানুষশয়তানের) অনিষ্ট থেকে, যারা ওয়াসওয়াসা দেয়, আবার পিছনে সরে যায়; ৫. যারা মানুষের দিলে ওয়াসওয়াসা নিক্ষেপ করে, ৬. জ্বিনজাতি থেকে ও মানুষজাতি থেকে ।[১৬৪৩]

حَمْدًا لَكَ يارَبّ، وَشُكْرًا

نُصَلّى وَنُسَلّم عَلى نَبِيّكَ وَحَبِيبِكَ كَمَا أَمَرْتَنَا يَا رَبّ فِي كِتَابِكَ المَجِيدِ

وَكَما وَصَّيْتَنا يَا رَبّ نُقول: رَبّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيرًا

اللهُمَّ انْصُرِ المُجاهِدينَ فِي مَشارِقِ الأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا، وَأَكْرِمْ

شُهَداءَنَا عَلى مَرّ العُصورِ وَالأَيَّامِ

اللهُمَّ ارْحَمْ عُلَمَآء هذِهِ الأُمَّة وَعَزِّزْ مِدادَهُمْ كَمَا عَزَّزْتَ دِمآءَ الشُّهَدآءِ

آمين، يا رب العالمين!

১৬৪৩ ওয়াসওয়াসা দানকারী জ্বিনশয়তানকে দেখা যায় না, তবে মানুষশয়তানকে দেখা যায়। জ্বিনের কুমন্ত্রণা হল মনের মধ্যে খোট দেয়ার মাধ্যমে, আর মানুষের কুমন্ত্রণা হল কানের মধ্যে, কুকথার মাধ্যমে।

দারুল কলম
মাদরাসাতুল মাদীনাহ
আশরাফাবাদ (কুমিল্লা পাড়া), কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা-১২১১
জাওয়াল : ০১৬৭৫ ৪৭৭৯৪৪